

সহীহ আল বুখারী

৪র্থ খন্ড

অনুবাদে

অধ্যাপক মোজাম্মেল হক এম, এম ; এম, এ
অধ্যাপক রুহুল আমীন এম, এম ; এম, এ
আব্দুল মান্নান জালিল
অধ্যাপক এ, এম, মোঃ মোসলেম এম, এম ; এম, এ,

صحيح البخارى

مجلد رقم ۴

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১০৫

প্রথম প্রকাশ ১৯৮২

১৪শ প্রকাশ

জিলকদ ১৪৩৬

ভদ্র ১৪২২

সেপ্টেম্বর ২০১৫

বিনিময় : ৫০০.০০ টাকা

মুদ্রণে

বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

صحيح البخارى -এর বাংলা অনুবাদ

SAHIH AL-BOKHARY-4th Volume. Published by Adhunik Prokashani,
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100



Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 500.00 Only.



কিতাবুল মাগাযী ১৭

নবী (সঃ)-এর যুদ্ধ-বিগ্রহ : ১১

উসাররা বা উসাররার যুদ্ধ ১৯ কবরের যুদ্ধে নিহতদের সম্পর্কে নবী (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ১১ কবর যুদ্ধের ঘটনা ২১ ".....যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে....." ২২ কবর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ২৪ কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের জন্য নবী (সঃ)-এর অভিশাপ ২৬ আব্দুল্লাহের নিহত হওয়ার ঘটনা ২৬ কবর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা ৩০ পত্নী তোমাদের নিকটে পৌঁছে গেলে তাঁর নিকেপ করবে অন্যথা তাঁর সর্বোচ্চ রাখবে ৩৫ কবরের যুদ্ধে ফেরেশতাদের অংশগ্রহণ ৪১ আব্দুল্লাহের ইন্তেকাল ৪২ কবর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা ৫৬ নবী নব্বাইর গোত্রের বড়বন্দ, বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশান্তর ৫৬ কাব ইবনে আশরাফের হত্যার ঘটনা ৬২ আব্দুল্লাহের হত্যার ঘটনা ৬৫ ওহূদ যুদ্ধের ঘটনা ৬১ ".....যখন তোমাদের মধ্যে দু'টি দল সাহস হারতে কসেছিলো!....." ৭৫ "বেসব লোক দু'টি দলের মোকাবেলার দিন তোমাদের মধ্য থেকে সরে গেলো!....." ৮০ "সেই সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা সৌদির পাহাড় উঠছিলে....." ৮২ "এ শোক ও দুঃখের পরে আল্লাহ পুনরায় তোমাদের কিছু লোকের জন্য পরম প্রশান্তিময় অবস্থা সৃষ্টি করলেন!....." ৮৩ "হে নবী, কোন কিছুর ফয়সালার এখতিয়ার তোমার কোন হাত নেই!....." ৮৪ উম্মেহ সালীমের মর্যাদা ৮৪ হাম্মা ইবনে আব্দুল মত্তালিবেক শাহমত লাভের ঘটনা ৮৫ ওহূদের যুদ্ধে নবী (সঃ)-এর আহত হওয়ার বর্ণনা ৮৭ "আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পরও বেসব লোক আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আহ্বানে হারিত সাড়া দিয়েছে!....." ৮৯ বেসব মুসলমান ওহূদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন ৮৯ ওহূদ পাহাড় আমবেবকে ভালবাসে ৯২ রাসূল, বেল, বাকুওয়ান, বিরে মায়না, জম্বাল ও কারাহ যুদ্ধের বর্ণনা ৯২ বন্দক যুদ্ধের বর্ণনা ১০১ বন্দকের যুদ্ধ হতে নবী (সঃ)-এর প্রত্যাবর্তন ১১১ বাতুর রিকার যুদ্ধ ১১৫ কবী মুসত্তালিকের যুদ্ধ ১২০ কবী আমানার যুদ্ধ ১২১ অপবাদের ঘটনা ১২১ হুদাইবিয়ার যুদ্ধ ১০৪ উকল ও উরারনা গোত্রের ঘটনা ১৫২ যি-কারাদের যুদ্ধ ১৫৪ খায়বারের যুদ্ধ ১৫৫ খায়বারবাসীদের জন্য প্রশাসক নিয়োগ ১৭৭ খায়বারের কুবিজ্জিম কন্দোবস্ত দেয়ার বর্ণনা ১৭৭ যে বক্রীকে নবী (সঃ)-এর জন্য বিবাহ করা হয়েছিল ১৭৮ বাকেল ইবনে হারিসার যুদ্ধ ১৭৮ উমরাতে কবী পালন ১৭৯ হুতার যুদ্ধ ১৮০ 'হুদুকা' উপনগরের বিরুদ্ধে উসামা ইবনে বারেরকে প্রেরণ ১৮৬ মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ ১৮৭ মক্কা বিজয় রক্ষণ মাসে সবেটুত হয় ১৮৯ মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সঃ) বেখানে পতাকা স্থাপন করেছিলেন ১৯০ মক্কার উচ্চভূমির দিক থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মক্কা প্রবেশ ১৯৫ মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সঃ) বেখানে অবস্থান করেছিলেন ১৯৬ নামাবের রুক'-সিদ্দিকার সুক্বানাকা.....কলা ১৯৬ মক্কা বিজয়কালে নবী (সঃ) বেখানে অবস্থান করেছিলেন ১৯৮ মক্কা বিজয়ের বছর রসূলুল্লাহ (সঃ) বাল্ল যুদ্ধমন্ডল মসেহ করে দিয়েছিলেন ১৯৮ ".....আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন। আর হুদাইন যুদ্ধের দিনেও....." ২০৫ আওতাল যুদ্ধ ২১০ তারেফ যুদ্ধ ২১১ নজ্দের দিকে সেনাবাহিনীর অভিযান ২২০ খালেদ ইবনে অলীদকে কবী জাবীর দিকে পাঠান ২২০ আনসার সেনাদল ২২১ মুআবি ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে ইরামনে প্রেরণ ২২১ আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ও খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ)-এর কিলার হুম্মের পূর্বে ইরামন গমন ২২৫ হুদ খালাসার যুদ্ধ ২২৯ সালাসিল যুদ্ধ ২০১ জারীর (রাঃ)-এর ইরামনে গমন ২০১ সাইকুল বাহরের যুদ্ধ ২০২ আব্দুল ক্বর (রাঃ)-এর লোকদের হলে নেতৃত্ব দান ২০৫ কবী জাবীরের প্রতিনির্ভরণ ২০৫ কবী জাবীরের শাখা কবী আশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ২০৫ আব্দুল ক্বরস গোত্রের

প্রতিনিধিদল ২৩৬ বন্দু হানীফার প্রতিনিধিদল ২৪০ আলওরাদুল আনসির কাহিনী ২৪৩ নাজরানবাসীদের কাহিনী ২৪৪ ওমান ও বাহরাইনের কাহিনী ২৪৫ আশআরী ও ইরামনীদের আগমন ২৪৬ দাওস সোয় এবং তুফাইল ইবনে আমর দাওসীর কাহিনী ২৪৯ তন্নী গোত্রের প্রতিনিধিদল ও অননী ইবনে হাজেমের কথা ২৫০ বিদায় হজ্ব ২৫১ আবদুলক্বয় যুদ্ধ ২৬০ কাব ইবনে মালেক (রাঃ)-এর হাদীস ২৬২ হিজর নামক স্থানে নবী (সঃ)-এর অবস্থান ২৭২ কিসরা ও কইসারের নদ্রে লিখিত নবী (সঃ)-এর পত্র ২৭৪ নবী (সঃ)-এর রোগভোগ ও ওকাত ২৭৫ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শেষ কথা ২৮১ নবী (সঃ)-এর ইতিহাস ২৮১ উসমা ইবনে যরয়দ (রাঃ)-কে সেনাপতি বানান ২৯০ রসূলুল্লাহ (সঃ) কতকগুলো স্ত্রিহাদ পরিচালনা করেন ২৯২

কিতাবুত তাফসীর ২৯০

ফাতহাতুল কিতাব সম্পর্কে বর্ণনা ২৯৫ গাইরিল মালদুবি আল্লাইহিম ওরলাদ শ্বালান-এর তাফসীর ২৯৬

সূরা আল-বাক্বার : ২৯৬

"আমর আমরকে সব জিনিসের নাম লিখা দিলেন" ২৯৬ "জেনেশনে তোমরা কাউকে তাঁর সমান বলে গণ্য করো না"-এর তাফসীর ২৯৮ ".....তোমাদের জন্য ঋন ও সালওয়া পাঠিয়েছিলাম" ২৯৮ "..... প্রবেশ করবে আর কলবে, হিত্তাকুন....." ২৯৯ "জিবরাইলের প্রতি যে শরুতা পোষণ করবে....." ২৯৯ ".....আরাতকে রহিত করি" ৩০১ "তাঁরা বলে, আল্লাহ একটি পুত্র গ্রহণ করেছেন....." ৩০১ "নাযাব পড়ার জন্য ইবরাহীম বেখানে গাড়িতে তোমরা সে জায়গাকে নামাযের স্থানী জায়গা করে নাও।" ৩০২ ".....ইবরাহীম ও ইসমাইল বায়তুল্লাহর তিত্ গেথে তুলছিলেন....." ৩০৩ ".....আমরা জব্বালহর প্রতি এবং আমাযের প্রতি যা নাখিল করা হয়েছে....." ৩০৪ ".....প্রথমে যে কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়তো....." ৩০৪ ".....উম্মতে ওরাসাত....." ৩০৫ "আসে তোমরা যে কিবলার দিকে মুখ করতে....." ৩০৬ ".....আমি অবশ্যই তোমাকে ঐ কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পসন্দ করো।....." ৩০৬ ".....তাঁরা কখনো তোমার কিবলার অনুসরণ করবে না।....." ৩০৭ "যহরমর আমি কিতাব দিয়েছি, তন্ন এ (স্থানটিকে) ততখানি চিনে, যতখানি তাদের সন্তানদেরকে চিনে।....." ৩০৭ "সবার জন্য একটি দিক আছে....." ৩০৮ ".....তোমরা পাক মসজিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখো।....." ৩০৮ ".....তোমরা বেখরনেই থাকো না কেন, তোমরা তোমাদের মুখ সেই দিকে ফিরাবে।....." ৩০৯ "নিশ্চয়ই সক্ষা ও মারওরা জব্বালহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।....." ৩১০ ".....যারা আল্লাহ হুদাও আরো অন্যদেরকে তার সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী সাব্যস্ত করে....." ৩১১ ".....হতাশর ক্ষেত্রে কিসাল তোমাদের জন্য করণ করা হয়েছে....." ৩১২ ".....তোমাদের জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে....." ৩১৩ ".....একটা রোযার ফিদইয়া একজন মিসকীনকে খাওয়ানো।....." ৩১৪ "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এ মাসটিকে পান তহলে রোযা রাখবে।" ৩১৫ "রোযার দিনে রাতের বেলায় তোমাদের জন্য স্ত্রীদের কাছে যাওয়া হালাল করা হয়েছে।....." ৩১৬ "তোমরা পানহার করো যতক্ষণ না কল্পনা রেখার পরে ভয়ের সন্না রেখা স্পষ্ট দেখা যায়।....." ৩১৭ "এটা কোন নেকীর কাজ নয় যে, তোমরা নিজদের ঘরে পেশন করণা দিয়ে প্রবেশ করবে।....." ৩১৮ "যতক্ষণ পর্যন্ত ফিতনা নিম্নে না হয়....." ৩১৯ "জব্বালহর পথে গরু করো....." ৩২১ "কিন্তু কেউ যদি অসুস্থ হয় অথবা মাথার যদি কোন প্রকার কষ্ট হয়" ৩২১ ".....বে-বাত্ত হজের সময় আসার পূর্বে উমরা পালন করবে সে যেন সাধ্যমত সেরবানী করে।" ৩২১ "হজ্ঞ আসারের সাথে সাথে তোমরা যদি তোমাদের প্রভুর কনুনা অবশেষ করো....." ৩২২ "জতপূর জন্য সব লোক বেখান থেকে যাত্রা করে তোমরাও সেখান থেকে যাত্রা শুরু করো।" ৩২২ ".....হে আমাযের রব! আমাযেরকে দুনিয়ারতেও কল্যাণ দান করো এবং আখেরাতেও।" ৩২৪ "প্রকৃতপক্ষে ন্যায় ও সত্যের জঘন্য দুশমন।" ৩২৪ "তোমরা কি মনে করে নিজেহো যে, এমনি জাল্লাতে প্রবেশ করবে?....." ৩২৪ "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য লযাকের।....." ৩২৫ "যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দেবে....." ৩২৬ "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি স্ত্রী রেখে যাত্রা বন্ধ....."

৩২৭ “সামান্যসমূহ বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখা” ৩২৯ “আল্লাহর সামনে একান্ত অনুগত হয়ে কাঁড়ায়” ৩২৯ “অকথা নিরাপন না হলে.....বেতাবুই ফোক না কেন (সামান্য পড় নাও)।.....” ৩৩০ “তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে যারা যান.....” ৩৩১ “.....আমাকে দেখিয়ে দাও কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত করো।” ৩৩১ “একটি লোকের একটি সুন্দর ফলের বাগান আছে.....” ৩৩২ “তারা এমন লোক নয় যে, মানুষকে আললে ধরে সাহায্য চাবে।” ৩৩৩ “আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়ের হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।” ৩৩৩ “আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করে দেন।” ৩৩৩ “তা যদি না করো তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে লড়াইয়ের ঘোষণা জেনে রাখা।” ৩৩৪ “(ক্ষণী ব্যাধি) যদি অভাবগ্রস্ত হয়.....” ৩৩৪ “তোমরা সেই দিনটি সম্পর্কে সাবধান হও.....” ৩৩৪ “তোমরা অশুভের কথা তুমি প্রকাশ করো আর গোপন করো.....” ৩৩৫ “রসূল সেই বিশ্বাসের প্রতি ঈমান এনেছেন.....” ৩৩৫

সূরা আলে-ইমরান : ৩৩৫

এ কিতাবের কিছু আয়াত পূর্বকাম। ৩৩৫ “আর আমি তাকে (মিররমকে) ও তার সন্তানকে.....” ৩৩৬ “যারা প্রতিশ্রুতি ও শপথ নগ্না মূল্যে বেঁচে দেয়.....” ৩৩৬ “.....হে আহলে কিতাবগণ! এসো, এমন একটা ন্যায়তীক্ৰক কথা আমরা গ্রহণ করি.....” ৩৩৯ “কখনো তোমরা নেকী ও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না.....” ৩৪৪ “.....তোমরা যা বলছো, তা যদি সত্য হয়.....” ৩৪৫ “তোমরাই উত্তম উম্মত।.....” ৩৪৬ “.....তোমাদের দুটি দল ভীর্ণতা দেখাতে অগ্রসর হয়েছিল।” ৩৪৬ “হে নবী! ফয়সালায় ব্যাপারে তোমার কোন হাত নেই।” ৩৪৬ “আর রসূল পেছনে থেকে তোমাদেরকে ডাক-ছিলোনে।” ৩৪৭ “প্রশান্তিদায়ক তুমি।” ৩৪৮ “যারা আহত হওয়ার পরও আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আহবানে সাড়া দিয়েছে.....” ৩৪৮ “তোমাদের বিরুদ্ধে যিরাট সেনাপল প্রস্তুত হয়েছে.....” ৩৪৮ “.....তারা যেন মনে না করে যে, ঐক্যপনতা তাদের জন্য কল্যাণকর।.....” ৩৪৯ “আর তোমরা আহলে কিতাব ও মূর্খদের থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে।” ৩৫০ “তোমরা তাদেরকে (আবাব থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত) মনে করো না.....” ৩৫২ “আলমান ও পৃথিবীর সৃষ্টি-কৌশলে.....জানীদের জন্য হুদ নিদর্শন রয়েছে।” ৩৫৩ “যারা কাঁড়ায়, বসে ও শায়িত অবস্থার আল্লাহকে স্মরণ করে.....” ৩৫৪ “হে আমাদের পরোক্ষাধিকার! তুমি যারক মোম্বখে নিকোপ করেছো.....” ৩৫৫ “.....আমরা একজন আহবানকারীর আহবান শুনছি.....” ৩৫৬

সূরা জান-নিনা : ৩৫৭

“যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে সূচিকার করতে পারবে না.....” ৩৫৭ “কেউ গরীব হলে উত্তম পন্থার নিয়ম মারফিক তা থেকে থেকে পারবে.....” ৩৫৮ “মিরাস বন্টনের সময় কোন.....কেউ এসে উপস্থিত হলে.....” ৩৫৯ “আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তান সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন।” ৩৫৯ “তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে অর্ধেক লাভ করবে।” ৩৬১ “অবরোধিতমূলকভাবে মেয়েদের অভিভাবক সঙ্গে বসা তোমাদের জন্য হালাল নয়।” ৩৬৩ “..... সম্পদের উত্তরাধিকারী নির্দিষ্ট করে দিয়েছি।” ৩৬৩ আল্লাহ তাআলা অনু পরিমাল যত্নস্বয়ণ করেন না।” ৩৬১ “.....বধন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাকী হাবির করবো.....” ৩৬৩ “.....যদি পানি না পাও তাহলে পাক মাটি দিয়ে তারামস্বয়ণ করো।” ৩৬৩ “আর তোমাদের মধ্যে যারা হুদুম মদনের অধিকারী।” ৩৬৪ “.....আপনাকে ফয়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করবে।” ৩৬৪ “যে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে সে আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্ত লোক.....” ৩৬৫ “কেন তোমরা আল্লাহর পথে সৈন্য অবস্থার পূর্বস্ব, নারী ও শিশুদের জন্য লড়াই করবে না.....” ৩৬৬ “..... মূর্খাফিকদের ব্যাপারে তোমরা দুদলে বিভক্ত হয়ে পড়লে?.....” ৩৬৬ “যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মূর্খমিনকে হত্যা করে, তার প্রতিফল আহলাব।” ৩৬৭ “আর যে ব্যক্তি তোমাদেরকে সালাম দেবে.....” ৩৬৭ “.....যারা কোন রকম ঐক্য ও অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও বাড়ী হসে থাকে.....” ৩৬৮ “যারা

নিজদের প্রতি নিজেরা জন্মদায় করেছে....." ৩৬৯ তবে যেসব পুত্রদ্বয়, নারী ও শিশু প্রকৃতই অসহায় ছিল....." ৩৭০ "হয়তোবা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কমা করে দেবেন।....." ৩৭০ ".....অন্য রেখে দিলে তোমাদের কোন কোনা হ হবে না।" ৩৭১ ".....লোকেরা আপনাব কাছে নারীদের সম্পর্কে জানতে চায়।....." ৩৭১ "যদি কোন নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে অসচ্চরিত....." ৩৭২ "মুনাফিকরা অবশ্যই জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে থাকবে।" ৩৭৩ "হে নবী! আমি আপনাব কাছে অসী পাঠিয়েছি।....." ৩৭৩ ".....লোকজন তোমার কাছে কাশালা অর্থাৎ নিঃসন্তান পিতা-মাতারীন ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চায়।....." ৩৭৪ "আজ আমি তোমার স্বানিকে তোমার জন্য পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।" ৩৭৫ "যদি পানি না পায় ওরলে পবিত্র মাটি স্মারা তারা'অন্ন করে।" ৩৭৫ "(হ মুসা,) তুমি ও তোমার সব যাও এবং মৃত্যু করে। আমরা এখনে কসে থাকবো।" ৩৭৭ "যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে লড়াই করে....." ৩৭৮ "সব রকমের জখমের জন্য কিসাস হবে।" ৩৭৯ ".....আপনাব প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তা পেরা'ছিয়ে দিন।" ৩৭৯ "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের অনর্থক কসমের জন্য পাকড়াও করবেন না।" ৩৮০ "..... যেসব পবিত্র জিনিস আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন....." ৩৮০ "মদ, জুয়া, দেবদেবীর আস্তানা এবং পাশার তাঁর এসবই অপবিত্র মন্ততলী কাজ-কর্ম।" ৩৮১ ".....তারা পূর্বে কিছু খেয়ে বা পান করে থাকলে ততে কোন দোষ নাই....." ৩৮২ তোমরা এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না, যা প্রকাশ কর হলে তোমাদের খারাপ লাগবে।" ৩৮৩ "আল্লাহ তা'আলা কোন 'বাহীরা', সায়েরা 'ওয়ালীনা' কিংবা হাম, নির্দিষ্ট করেননি।" ৩৮৪ ".....তারপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন তখন থেকে আপনিই তাদের রক্ষক।....." ৩৮৫ "যদি তুমি তাদের আযাব লাও তাহলে তারা তোমার বান্দা।....." ৩৮৬

সূরা আল-আন'আম : ৩৮৬

"তাঁরই কাছে অন্ তা'আরের চাবিকাঠি আছে....." ৩৮৬ ".....তিনি ওপর থেকে..... যে কোন আযাব পাঠাতে সক্ষ ৩৮৭ "যারা নিজের ইমানের সাথে মূল্য অর্থাৎ শিরকের সংশ্লিষ্ট কটারনি।" ৩৮৭ ".....তাঁদের সবাইকে আমি সারা কিসের ওপর মর্মান দিয়েছি।" ৩৮৮ "ঐ সব লোকই আল্লাহর ডরক থেকে সুশপ প্রাপ্ত।....." ৩৮৮ "যারা ইয়াহুদ হয়ে গিয়েছে, আমি নখরবাশিষ্ট প্রাণী তাদের জন্য স্ত্রায় রক্ত দিয়েছি।....." ৩৮৯ "অস্পীলতা ও কোয়াপনার নিকটবর্তী হয়ো না....." ৩৯০ "তোমরা তোমাদের সাকীদেরকে হাযির করো....." ৩৯০ "সেদিন কোন ব্যক্তির ইমান কাজে আসবে না যদি সে পূর্বেই ইমান গ্রহণ না করে থাকে।" ৩৯০

সূরা আল-আরাক : ৩৯১

".....আমার সব প্রকাশ্য ও গোপন সব ধরনের অস্পীলতা হারাম করে দি়েছেন।" ৩৯১ ".....মুসা তখন বললো : হে রব! আপনি আমাকে দিন।....." ৩৯২ "আমি তোমাদের জন্য 'মান' ও 'সালওয়া' পাঠিয়েছি।" ৩৯৩ "আপনি বলে দিন, হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর রসুল।....." ৩৯৩ "আর মুসা কে'হ'ল হয়ে পড়ে গেল।" ৩৯৪ নস্ততা ও কমাশালিতার পথ অনুসরণ করো....." ৩৯৪

সূরা আল-আনফাল : ৩৯৬

"লোকেরা তোমাকে পণীমাত বা মূল্য অর্থাৎ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।....." ৩৯৬ "নিশ্চিতভাবে বিশ্ব ও বোবা লোকগুলো আল্লাহর কাছে অবন্যতম প্রাণী হিসেবে পরিগণিত।" ৩৯৬ ".....আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আহ্বানে সাড়া দাও।....." ৩৯৭ ".....পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করা অথবা কঠিন শাস্তি দান করো।" ৩৯৮ "আপনি যে সময় তাদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন আল্লাহ তখন তাদেরকে আযাব দিতে চাননি।....." ৩৯৮ "ফিতনা নির্মূল এবং আল্লাহর স্বান পূর্ণরূপে করো না হওয়া

পূর্বসূত্র.....” ৩৯৯ “.....যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন ঐখবর্শীল ও দৃঢ়চিত্ত লোক থাকে, তাহলে তারা দৃশ্য জনকে পরাস্ত করতে পারবে।.....” ৪০১ “.....তোমাদের মধ্যে যদি একশ জন দৃঢ়চিত্ত ও ঐখবর্শীল লোক থাকে, তাহলে তারা দৃশ্য জনকে পরাস্ত করতে পারবে।.....” ৪০২

সূরা বারান্নাত : ৪০৩

“তোমরা যেসব মূশরিকদের সাথে সন্ধি স্থাপন করেছ.....” ৪০৩ “.....জেনে রেখো যে, তোমরা কখনো আল্লাহকে অক্ষয় করতে সক্ষম নও।.....” ৪০৩ “এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডরক থেকে নহান হস্তের দিনে ঘোষিত হচ্ছে যে.....” ৪০৪ “তবে মূশরিকদের মধ্যে তাদের সাথে তোমরা সন্ধি-চুক্তি করে রেখেছ।”.....৪০৫ “অতএব তোমরা কাফের নেতাদের সাথে যুদ্ধ করো।.....” ৪০৫ “যারা সোনা-রূপা কেবল জমা করে রাখা.....” ৪০৬ “যেদিন সোনা-রূপা অহম্মামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে.....” ৪০৭ “.....মাসসমূহের সংখ্যা হলো, বার। এর মধ্যে চার মাস পবিত্র।.....” ৪০৮ “.....বন্ধন তাঁরা উজ্জর গৃহস্থ ছিলেন.....” ৪০৮ “এবং অনুরাগী মনবিগিষ্ট যারা.....” ৪১১ ইমান্দারদের মধ্যে দান-সম্বন্ধ প্রদানে যারা অতি অনুরাগী.....” ৪১১ “আপনি তাদের জন্য মাগফিরাত কাশনা করেন বা না করেন.....” ৪১২ “.....আপনি কখনো তাদের জানাবার নামান পড়বেন না.....” ৪১৪ “তোমরা তাদের কাছে ফিরে গেলে তারা তোমাদের নিকট আল্লাহর নামে কসম করবে.....” ৪১৫ “তারা তোমাদের নিকট কসম করবে, যেন তোমরা তাদের প্রতি রাযি হয়ে যাও.....” ৪১৬ “মূশরিকরা সুনিশ্চিতভাবে অহম্মামের অধিবাসী.....” ৪১৭ “অবশ্যই আল্লাহ নবী, মূহাজিরীন ও আলসাতগণের ওপর মেহেরবানী করেছেন.....” ৪১৮ “এবং সেই তিনজনের প্রতিও, যারা পেছনে রুয়ে গিয়েছিল।.....” ৪১৯ “.....তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।” ৪২১ “নিশ্চয় তোমাদের নিজেদের মর্দ্য হতেই তোমাদের নিকট রসূল আসমান করেছেন.....” ৪২২

সূরা ইউনুস : ৪২৪

“তারা বলে, আল্লাহ সন্তান ধারণ করেছেন, তিনি পরম পবিত্র।.....” ৪২৪ “এবং আমি বনী ইসরা-রাইলদেরকে সমস্ত পায় করে দিরোঁছিলাম।.....” ৪২৫

সূরা হূদ : ৪২৬

“.....নিশ্চয় আল্লাহ তাদের অন্তর্নিহিত বিষয়ও অবগত আছেন।” ৪২৬ “এবং তাঁর আরাণ পানির ওপর ছিল।” ৪২৭ “.....সাবধান ব্যালিমদের ওপর আল্লাহর লানত।” ৪২৭ “নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও অতি কঠোর বশ্কাপ্রদ।” ৪২৮ “এবং তোমরা দিনে দৃভাঙ্গে ও রাত্রের প্রথমাংশে নামাজ করেছ করো।.....” ৪২৯

সূরা ইউসূফ : ৪২৯

“এক আল্লাহ তোমার ওপর ও ইয়াকুবের বংশের ওপর তাঁর নৈয়ামতরাযি সম্পূর্ণ করতে চান.....” ৪০০ “নিশ্চয় ইউসূফ ও তাঁর ভাইদের মধ্যে প্রশ্নকারীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।” ৪০০ “.....বয়স তোমাদের প্রবর্তিত তোমাদের জন্য এক বাহানা রচনা করেছে।.....” ৪০১ “এবং তিনি (ইউসূফ) বে নারীর গর্ভে ছিলো.....” ৪০২ “অন্তঃপর দৃত ইউসূফের নিকট আসলে.....” ৪০৩ “.....আমার আদাব অপরাধী ও পাপাচারী জাতি হতে টলে না।” ৪০৪

সূরা আর-রাফ : ৪৩৫

“প্রত্যেক নারী গর্ভে কি ধারণ করে আল্লাহ তা সবই জানেন.....” ৪৩৫

সূরা ইবরাহীম : ৪৩৬

“সেই পবিত্র বৃক্ষটির অনুদূর—যার মূল সূর্যট.....” ৪৩৬ “আল্লাহ সেসব ঈমানদারকে অটল ও দৃঢ় রাখেন, যারা পাকা কথা বলে।” ৪৩৭ “.....যারা আল্লাহর নেয়ামতকে কুম্ভারী স্বারা বদলে ফেলেছে?” ৪৩৭

সূরা আল-হিজর : ৪৩৮

“তবে সেই শয়তান, সে কথা চূরি করে, তাকে আলদনের ফলুকি ভাড়ায়।” ৪৩৮ যাদের ওপর পাথর বর্ষিত হয়েছে, তারা রসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল।” ৪৩৯ “আর নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে সাতটি বার বার পঠিত আয়াত ও মহান কোরআন দিয়েছি।” ৪৪০ “যারা কোরআনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।” ৪৪১ “আর তোমার রবের ইবাদত করে ইয়াকীন পর্বন্ত।” ৪৪১

সূরা আন-নাহল : ৪৪২

“আর তোমাদের কাউকে তিনি নিয়ে যান বরসের নিকৃষ্ট পর্বানে।” ৪৪২

সূরা বনী-ইসরাইল : ৪৪২

“তিনি তাঁর বান্দাকে রাগিকেলো মসজিদে হারাম থেকে সফর করিয়েছিলেন।” ৪৪২ “আর আমি মর্ঘদা দান করেছি বনী আলমকে।” ৪৪৩ “আর যখন আমি কোন জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি,.....” ৪৪৩ “নূহের সাথে নোকাহ আমি যাদেরকে সওয়ার করিয়েছিলাম এরা হচ্ছে তাদের বংশধর।.....” ৪৪৪ “আর দাউদকে আমি যাবুয় দিয়েছি।” ৪৪৮ “বলে দাও, ডাকো তাদেরকে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছ,.....” ৪৪৮ “যাদেরকে মূর্শারিকরা ডাকে, তারা নিজেরাই আল্লাহর কাছে.....” ৪৪৯ “আমি তোমাকে যে স্বপন দেখিয়েছিলাম.....” ৪৪৯ “অবশিা ফজরে কোরআন পড়াকে হাযির করা হয়েছে।” ৪৫০ “তোমার রব তোমাকে শীঘ্রই মাকামে সাহমুদে দাঁড় করাবেন।” ৪৫০ “বলে দাও, হক এসে গেছে এক বাতিল সরে গেছে।.....” ৪৫১ “আর তারা জিজ্ঞেস করছে তোমাকে রুহ সম্পর্কে।” ৪৫১ “তোমার নামায খুব উচ্চ স্বরে পড়ো না.....” ৪৫২

সূরা আল-কাহাফ : ৪৫৩

“মানুষ আঁধাকাংশ বিষয়ে কলহকারী” ৪৫৩ “আর যখন মূসা বললেন তার বাসেমকে আমি এভাবেই চলাতে থাকবো.....” ৪৫৪ “যখন তারা দু'জন পৌঁছলো দু'সাগরের সগমস্থলে.....” ৪৫৯ “যখন তারা সে স্থান আঁতরণ করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন.....” ৪৬৪ “.....এমন সব লোকের কথা বলবো, যারা আগলের দিক দিয়ে অভিগ্রস্ত।” ৪৬৮ “এরা হচ্ছে সেই সব লোক, যারা তাদের রবের নিদর্শন-গুলো.....” ৪৬৮

সূরা মরিয়ম : ৪৬৯

“আর তাদেরকে ভয় দেখাও আক্ষেপের দিনের” ৪৬৯ “আর আমরা আপনার রবের হুকুম ছাড়া আসতে পারি না” ৪৭০ “তুমি কি তাকে দেখেছ, যে আমার আরাড অস্বীকার করলো.....” ৪৭০ “সে কি গয়েবের কথা জেনে গেছে?.....” ৪৭১ কথ'খনো নয়, সে বা কলহে আমি লিখে যাচ্ছি.....” ৪৭১ “আর সে বা কিছ' কথা বলে আমি সেসব রেখে দিচ্ছি.....” ৪৭২

সূরা হা-হা : ৪৭৩

“আমি তোমাকে বানিয়েছি আমার নিজের জন্য।” ৪৭০ “আমি মূসার ওপর অহী নাবিল করলাম.....” ৪৭৪ “শরতান যেন তোমাদের দু'জনকে বেহেশত থেকে বের করার.....” ৪৭৪

সূরা আল-আম্বিয়া : ৪৭৫

“যেমন আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম” ৪৭৬

সূরা আল-হাজ্জ : ৪৭৭

“আর তোমরা লোকদেরকে দেখবে যেন তারা নোশাগ্রস্ত” ৪৭৭ “আর লোকদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে, আল্লাহর বন্দগী করে সন্দেহের মধ্যে—” ৪৭৮ “এ দু'টি দল তাদের রবের ব্যাপারে ঝগড়া করে” ৪৭৯

সূরা আল-মু'মিনুন : ৪৭৯

সূরা আন-নূর : ৪৮০

“আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের ওপর কলঙ্ক আরোপ করে.....” ৪৮০ “আর পঞ্চমবার বলবে : তার ওপর আল্লাহর শানত হোক, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়” ৪৮১ “আর স্ত্রীটির শাস্তি এভাবে বাতিল হতে পারে যে,.....” ৪৮২ “আর পঞ্চমবার বলবে যে, সে সত্যবাদী হলে তার ওপর আল্লাহ গণব নেমে আসুক” ৪৮৪ “কোন লোক এ মিথ্যা অভিযোগ রচনা করে দিয়েছে,.....” ৪৮৪ “তোমরা যে সময় এ কথা শুনতে পেরেছিলে, সে সময়-ই কেন বলে দিলে না.....” ৪৮৫ “তোমাদের প্রতি দু'নিয়া ও আখিরতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত যদি না হতো.....” ৪৯৪ “যখন তোমরা এক মূখে থেকে অন্য মূখে এ মিথ্যাকে কহন করে নিয়ে যাচ্ছিলে.....” ৪৯৫ “এ কথা শোনা মাত্রই তোমরা কেন বলে দিলে না.....” ৪৯৬ “আল্লাহ তোমাদেরকে নাহিত করেন, ভবিষ্যতে যেন.....” ৪৯৬ “আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শন স্পষ্ট করে বর্ণনা করছেন.....” ৪৯৬ “যেসব লোক চান যে, ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লক্ষ্যতা বিস্তার লাভ করুক.....” ৪৯৭ “এবং তারা যেন নিজেদের বক্ষদেশের ওপর ওড়নার আবরণ ফেলে রাখে” ৫০০

সূরা আল-ফেরকান : ৫০১

“যে সকল লোকদেরকে নিশ্চিন্দা করে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে.....” ৫০১ “যারা আল্লাহর সাথে “আর কাউকে মা'বুদ ডাকে না.....” ৫০১ “হাশরের দিন তার আশাব হবে স্বিগুণ.....” ৫০৩ “তবে যারা ডগবা করবে.....” ৫০৪ “অতঃপর ভরাবহ বন্দনা তোমাদের জন্য অবিরত চলতে থাকবে” ৫০৪

সূরা আশ-শূরার : ৫০৫

“আমাকে সেইদিন লাঞ্ছিত করো না.....” ৫০৫ “নিজের নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে ভয় দেখাও.....” ৫০৫।

সূরা আন-নামল : ৫০৭

সূরা আল-কাসাস : ৫০৭

“তুমি যাকে চাইবে, তাকেই হেদায়াত করতে পারবে না.....” ৫০৭ “নিশ্চিত জেনো, যিনি এ কুরআন তোমার ওপর ফরয করেছেন.....” ৫০৮

সূরা আন-কব্বূত : ৫০৮

সূরা আন-রুম : ৫০৮

“আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই” ৫১০ “আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না.....” ৫১০
 “নিশ্চয় সেই সময়ের জ্ঞান আল্লাহরই নিকট রয়েছে” ৫১১

সূরা আল-সাজদা : ৫১২

“তাদেরকে তাদের বাপ-দাদার নামে ডাক।” ৫১০ “তাদের মধ্যে এমনও আছে, যারা তাদের.....” ৫১৪
 “(হে নবী!) তোমার স্ত্রীদেরকে বলে দাও.....” ৫১৪ “আর যদি তোমার আল্লাহ তাঁর রসূল এবং
 পরকাল চাও.....” ৫১৫ “আল্লাহ বা প্রকাশ করতে চান.....” ৫১৫ “তাদের মধ্যে থেকে যাকে খুশী
 পৃথক করে রাখ.....” ৫১৬ “তোমরা কিনা অনুমতিতে নবীর গৃহে প্রবেশ করে না.....” ৫১৭
 “তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ করে অথবা গোপন করে.....” ৫২০ “নিশ্চয় আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশ-
 তারা নবীর ওপর দরুদ পাঠ করেন.....” ৫২১ “যারা মুসাকে কষ্ট দিয়েছে তোমরা তাদের মতো হরো-
 না” ৫২২

সূরা আস-সাবা : ৫২০

“এমনকি যখন তাদের অন্তর থেকে মৃত্যুর বিতীর্ণিকা.....” ৫২০ “সে তো কঠোর আদাব সম্পর্কে
 তোমাদেরকে সতর্ককারী দায়” ৫২৪

সূরা ফাতির : ৫২৪

সূরা ইয়্যাসিন : ৫২৫

“স্ব’ তার কক্ষে বিচরণ করে.....” ৫২৫

সূরা সাফ্-ফাত : ৫২৫

“আর নিশ্চয়ই ইউনুস প্রেরিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিল” ৫২৫

সূরা সাহ : ৫২৬

“আমাকে এমন এক বাদশাহী দান করো, যা আমার পর কারো জন্য সমীচীন না হয়” ৫২৬ “আর আমি
 বানাওয়াটকারীদের পর্মান্তন নই” ৫২৭

সূরা ধুমার : ৫২৮

“আমার ব্যাপ্য যারা নিজেদের ওপর অভ্যাচার করছে.....” ৫২৮ “তারা যখনই আল্লাহর হুকুম আমার
 করতলি” ৫২৯ এবং কিরামতের দিন সম্পূর্ণটাই আল্লাহ তাআলার হুকুমের মধ্যে.....” ৫২৯ “আর
 সিপায় ফুক দেয়া হলে.....” ৫৩০

সুৱা আল-মু'মিন : ৫০১

সুৱা হা-মীল আল-সাজদা : ৫০১

“তোমরা দুনিয়ার অপরাধ করার সময় যখন লুকোতে.....” ৫০১ তোমার রব-এর সম্পর্কে তোমাদের এহেন ধারণা তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে..... ৫০২

সুৱা আল-শু'রা : ৫০০

“কিন্তু কেবল নৈকট্যের ভালোবাসাই (কামা)” ৫০০

সুৱা আয-যুখরুফ : ৫০০

“তারা ডাক দিয়ে বলবে, হে মালিক! তোমাদের রব আমাদের ব্যাপারটাই চূড়ান্ত করে দিক.....” ৫০০

সুৱা আয-মেখান : ৫০৪

“তোমরা অপেক্ষা করো সেদিনের, যখন আকাশমন্ডল সম্পূর্ণ খোঁলা নিয়ে আসবে” ৫০৪ “মানুষকে ঢেকে ফেলবে ইহা বেশনাদায়ক আঘাত” ৫০৪ “হে রব! আমাদের থেকে আঘাত দূর করে দাও, আমরা ইমান এনেছি” ৫০৫ “উপদেশে তাদের কি হবে, অথচ তাদের নিকট প্রকাশ্য রসূল এসেছিল” ৫০৬ “অতঃপর তারা মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, শিক্ষাপ্রাপ্ত, মস্তিষ্ক বিকৃত” ৫০৬ “আমি কিছূ সময়ের জন্য আঘাতকে রহিত করে দেব.....” ৫০৭

সুৱা আল-জাসিয়া : ৫০৮

“আমাদেরকে মহাকাল ব্যতীত কিছূই ধ্বংস করতে পারবে না” ৫০৮

সুৱা আল-আহকাফ : ৫০৯

“আর যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতাকে বলল, উহু তোমরা কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ.....” ৫০৮ “পরে যখন তারা সেই আঘাতকে নিজদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখল.....” ৫০৯

সুৱা মহু'ম্মদ : ৫৪০

“তোমরা (পরস্পর) সম্পর্ক হিম করবে.....” ৫৪০

সুৱা ফাত্'হ : ৫৪১

“নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে বিজয় দান করছি” ৫৪১ “যেহে আলাহ তোমার পূর্বাঙ্গের গুনাহ মফ করেন.....” ৫৪২ “নিশ্চয় আমরা তোমাকে সাক্ষাৎকারী সুসংবাদদানকারী এবং সতর্ককারী বানিয়ে পাঠিয়েছি” ৫৪০ “তিনিই সেই সন্তান, যিনি ইমানলাভগণের অস্তরে শ্বশি ৩ সালফনা নাখিল করেছেন” ৫৪০ “যখন তারা বুকটির নীচে আপনায় হাতে বাইআত করছিল.....” ৫৪৪

সূরা আল-হুজরাত : ৫৪৫

“তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের স্বয়ং চড়া করে না.....” ৫৪৫ “নিশ্চয় যারা আপনাকে হুজরায় পেছন থেকে ডাকাডাকি করে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ” ৫৪৭ “এবং আপনি তাদের নিকট বেরিয়ে আসা পর্বন্ত.....কল্যাণকর হতো” ৫৪৭

সূরা ক্বাফ : ৫৮

“এবং আহাম্মাম ক্বাবে আরো বেশী লোক আছে কি” ৫৪৮ “এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার রবের হামদসহ মহিমা বর্ণনা করো।” ৫৪৯

সূরা আয-যারিয়াত : ৫৫০

সূরা আত-তুর : ৫৫০

সূরা আন-নজম : ৫৫১

“এমনকি তিনি দুধনুকের ব্যবধানে ছিলেন.....” ৫৫২ “অতঃপর আল্লাহ তাঁর বাস্তার প্রতি বা অহী করার তা অহী করেছেন” ৫৫২ নিশ্চয় তিনি তাঁর পরোয়ানদিগারের বৃহত্তম নিদর্শনকণী অবলোকন করেছিলেন” ৫৫২ “তোমরা কি লাভ ও উন্মাকে দেখেছ” ৫৫৩ “এবং অকণ্ঠে (দেখেছ কি) তৃতীয় মানাতকে” ৫৫৩ “অতঃপর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদা করো.....” ৫৫৪

সূরা আল-কামার : ৫৫৪

“এবং চাঁদ শ্বিখিন্ডিত হয়েছে।.....” ৫৫৪ “তরশী আমার নয়নের সাগনে যবে বাগিছিল.....” ৫৫৫ “এবং নিশ্চয় আমরা এ কোরআনকে উপদেশ.....” ৫৫৬ “তারা খেজুরের ঊর্ধ্বাংশে কাণ্ড ছিল.....” ৫৫৬ “তাহেই তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ন্যাস.....” ৫৫৬ “এবং প্রত্যবে তাদেরকে বিরামহীন আঘাত আক্রমণ করেছিল.....” ৫৫৬ “এবং নিশ্চয় আমরা তোমাদের সমরুপী সাথীদেরকে.....” ৫৫৭ “অচিরেই ওই দল পরাজিত হবে.....” ৫৫৭ “করং তাদের জন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে.....” ৫৫৭

সূরা আর-রহমান : ৫৫৮

“এবং এ দুটি ছাড়া আরও দুটি উদ্যান রয়েছে.....” ৫৫৮ “সেই হুজরায় শিবিরসুলোয় সুরক্ষিত থাকবে” ৫৫৯

সূরা আল-ওরাকীয়া : ৫৫৯

“এবং সূর্যস্কৃত দয়া” ৫৫৯

সূরা আল-হাদীদ : ৫৬০

সূরা আল-আযাযালা : ৫৬০

সূরা আল-হাশর : ৫৬০

“তোমরা যে খেজুর গাছ কেটেছ।” ৫৬১ “আল্লাহ জনপদসমূহের অধিবাসীদের থেকে তাঁর রসূতকে বা ফাই দান করেছেন।” ৫৬১ “এবং রসূল তোমাদেরকে বা (নির্দেশ) দেন তা গ্রহণ করো।” ৫৬২ “এবং

(ফাই-এর মাল) ওদের জন্যে....." ৫৬০ "এবং নিজেদের অভাব ও প্রয়োজন সত্ত্বেও তারা মুহাজির-দেরকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয়।" ৫৬০

সূরা আল-মুমতাহানা : ৫৬৪

"তোমরা আমার ও তোমাদের দূশমনদেরকে বন্দুরূপে গ্রহণ করো না।" ৫৬৪ "হে ইমানদারগণ! যখন ইমানদার মহিলাগণ হিজরত করে তোমাদের নিকট আসে—" ৫৬৬ "যখন ইমানদার মহিলারা আপনাদের নিকট বাই-আত গ্রহণের জন্য আসে.....।" ৫৬৬

সূরা আস-সাক্ফ : ৫৬৮

"আমার পরে যে রসূল আসবেন তাঁর নাম হবে 'আহ্মদ'।" ৫৬৮

সূরা আজ-জুমরা : ৫৬৯

"এবং তাদের অন্তরদরকেও—যারা এখনও তাদের সঙ্গে মিলিত হইনি" ৫৬৯ "এবং যখন তারা ব্যবসা-বাণিজ্য দেখিতে পায়" ৫৬৯

সূরা আল-মুনাজ্জিদীন : ৫৭০

"যখন মুনাজ্জিদরা আপনাদের নিকট আসে.....!" ৫৭০ "তারা তাদের কসমসমূহকে ঢাল হিসেবে গ্রহণ করেছে" ৫৭১ "এর যেতু এই যে, তারা একবার ইমান এনেছে। পুনরায়....." ৫৭২ "আর যখন আপনি তাদের দিকে নজর করবেন.....তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?" ৫৭৩ "কস্বাবৃত কয়েডের ন্যায়।" ৫৭৩ "এবং যখন তাদেরকে ফলা হলো, তোমরা এসো.....দম্ভভরে ফিরে যার।" ৫৭৪ "আপনি তাদের জন্য মাগ-ফিত্রাত কামনা করেন বা না করেন....." ৫৭৫ ".....সুলত্বাহর চারপাশের লোকদের ওপর কোন খরচ করো না....." ৫৭৬ ".....সেখানকার মর্ষদাবানরা লাজ্জিতদেরকে বিহত্কার করবে।....." ৫৭৬

সূরা আত-তাগাবুন : ৫৭৭

সূরা আত-হালাক : ৫৭৭

"আর গর্ভবতী মেয়েদের ইশ্বতকাল হলো সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত।....." ৫৭৮

সূরা আত-তাহরীম : ৫৮০

"এভাবে আপনি স্ত্রীদের সম্পৃক্তি অর্জন করতে চান।" ৫৮১ "আল্লাহ তোমাদের জন্য শপথের কাফ্কারা নির্ধারিত করে দিয়েছেন....." ৫৮১ "নবী যখন তাঁর স্ত্রীদের একজনকে একটি কথা বললেন....." ৫৮৪ "তোমরা দৃঞ্জন যদি আল্লাহর কাছে তওবা করো....." ৫৮৪ "আর তোমরা দৃঞ্জন যদি তাঁর মূকাবিলার জোতব্ব্ব হও....." ৫৮৫ "তিনি যদি তোমাদেরকে তাল্লাক দেন তহলে....." ৫৮৫

সূরা আল-মূলাক : ৫৮৬

সূরা আল-ক্বলায : ৫৮৬

"অত্যাচারী এবং সর্বোপরি সে অজ্ঞাত বংশজাত" ৫৮৬ "যেদিন কঠিন সময় এসে উপস্থিত হবে" ৫৮৬

সূরা আল-হাক্কা : ৫৮৭

সূরা আল-না'আরাজ : ৫৮৭

সূরা নূহ : ৫৮৭

"তোমরা ওয়াদা ও স্বেচ্ছায়কে যেন আদৌ পরিত্যাগ না করো....." ৫৮৭

সূরা আল-জিন্দন : ৫৮৮

সূরা আল-মুম্বাশ্শিল : ৫৮৯

সূরা আল-মুম্বাস্‌সির : ৫৯০

"ওঠো, সাবধান করে দাও" ৫৯১ "আর তোমার রবের মহৎ ঘোষণা করো" ৫৯১ "আর তোমার পোশাক পরিষ্কার রাখো" ৫৯২ "আর অপরিচ্ছন্নতা থেকে দূরে থাক" ৫৯২

সূরা আল-কিয়ামাহ : ৫৯৩

"হে নবী! এ অহীকে চূড়ান্ত স্মৃতিপটে ধরে রাখার জন্য নিজের জিহ্বা বেশী নাড়াবেন না" ৫৯৩ "এ অহীকে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং পড়ানো আমার দায়িত্ব" ৫৯৩ "যখন আমি জিবরাইলের মাধ্যমে তা নাশিল করি তখন তার পড়া অনসরণ করো" ৫৯৪

সূরা আদ-দাহর : ৫৯৫

সূরা আল-মুরসালাত : ৫৯৫

"যে আলান বিরাট বিরাট অট্টালিকার মতো স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে" ৫৯৬ "তা যেন তোমাকে বর্ণের উটের পাল" ৫৯৬ "এ সেই দিন যেদিন তারা কিছই বলবে না" ৫৯৭

সূরা আন-নাবা : ৫৯৭

"শিগার ফুতকার মারা হবে আর তোমরা দলে দলে বেরিয়ে আসবে" ৫৯৭

সূরা আন-নাযি়াত : ৫৯৮

সূরা আবাসা : ৫৯৮

সূরা আত-তাকভীর : ৫৯৯

সূরা আল-ইনশিতার : ৫৯৯

সূরা আল-মুতাফ্‌ফীন : ৫৯৯

সূরা আল-ইনশিকাক : ৬০০

"অবশ্যই স্তরে স্তরে এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় উপনীত হতে হবে" ৬০০

সূরা আল-বুরূজ : ৬০০

সূরা আত-হারিক : ৬০০

সূরা আল-আলা : ৬০১

সূরা আল-গাশিয়া : ৬০১

সূরা আল-ফাজর : ৬০২

সূরা আল-বালাদ : ৬০২

সূরা আশ-শামস : ৬০২

সূরা আল-লাইল : ৬০৩

“আর দিনের শপথ। যখন তার আলো উদ্ভাসিত হয়” ৬০৩ “আর সেই মহান সত্তার কসম। যিনি নারী পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন” ৬০৪ “যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ দিয়েছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছে” ৬০৪ “যে ব্যক্তি নেক কাজকে সত্য বলে মানলো” ৬০৫ “আমরা তাকে সহজ পন্থার সুযোগ দান করবো” ৬০৫ “আর যে ব্যক্তি কপণতা করলো ও বেপরোয়া জীবনযাপন করলো” ৬০৬ “সে কল্যাণের কাজকে মিথ্যা জানেছে” ৬০৬ “আমরা তাকে কঠিন পথের সুযোগ করে দেব” ৬০৭

সূরা আদ-দোহা : ৬০৮

“তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেনি বা তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি” ৬০৮ “তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি বা তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হননি ৬০৮

সূরা আলাম নাশরাহ : ৬০৯

সূরা আত্-তীন : ৬০৯

সূরা আল-আলাক : ৬০৯

“তিনি মানুষকে জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন” ৬১২ “পড়ো, এবং তোমার রব মহাসম্মানী” ৬১৩ “যিনি লেখনি দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন” ৬১৩ “তা কখনো নয়, যদি সে বিরত না হয়, তাহলে আমি তার কপালের চুল ধরে সজ্জেড়ে টানব.....” ৬১৩

সূরা আল-কাদর : ৬১৪

সূরা আল-বাইয়্যোনা : ৬১৪

সূরা আশ-শিজ্বাল : ৬১৫

“যে ব্যক্তি অনু পরিমাণ নেকী করবে সে তাও দেখতে পাবে” ৬১৫ “আর যে ব্যক্তি অনু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সে তাও দেখতে পাবে” ৬১৬

সূরা আল-আদিয়াত : ৬১৬

সূরা আল-কুরিয়া : ৬১৭

সূরা আত-তাকসুর : ৬১৭

সূরা আল-আছর : ৬১৭

সূরা আল-হুদা : ৬১৭

সূরা আল-ফিল : ৬১৭

সূরা আল-কুরাইশ : ৬১৮

সূরা আল-মাদীন : ৬১৮

সূরা আল-কাউসার : ৬১৮

সূরা আল-কাফেরুন : ৬১৯

সূরা আন-নসর : ৬১৯

“আর তুমি দেখতে পাবে যে, লোক দলে দলে আল্লাহর স্বানে প্রবেশ করছে” ৬২০ “তাই তোমার রবের প্রশংসা করুন। সাথে সাথে তার কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী” ৬২০

সূরা লাহাব : ৬২১

“সে কার্খ ও নিরাশ হয়ে গিয়েছে। তার ধন-সম্পদ ও অর্জিত সবকিছু তার কোন কাজে আসেনি” ৬২২
সে অবশ্যই শিখাবিগিষ্ট আগুনে প্রবেশ করবে” ৬২০ “আর তার স্ত্রীও দোষে প্রবেশ করবে। সে তো খড়ি কখনকারনী” ৬২০

সূরা আল-ইখলাস : ৬২৩

“আল্লাহ প্রমোজন-শূন্য। অমুখাপেক্ষী” ৬২৪

সূরা আল-ফালাক : ৬২৪

সূরা আন-নাস : ৬২৫

কিতাবু ফাযায়েলে কোরআন : ৬২৭

অহী কিতাবে নাযিল হয় ৬২৯ কোরআন কুরাইশ এবং আরবদের ভাবায় নাযিল হয়েছে ৬০০ কোরআন সংকলন ৬০১ নবী (সঃ)-এর অহীর লেখক ৬০৪ কোরআন সাত ধরনের কিরামাতে নাযিল হয়েছে ৬০৫ কোরআন সংকলন ৬০৭ জিবরাইল (আঃ) নবী (সঃ)-এর নিকট অহী পেশ করতেন ৬০৮ নবী (সঃ)-এর সময়ের কনসারীদের সম্পর্কে ৬০৯ ফাতিহাতুল কিতাবের ফযীলত ৬৪১ সূরাতুল বাকারার ফযীলত ৬৪২ সূরা কাহাফের ফযীলত ৬৪০ সূরা আল-ফাতহের ফযীলত ৬৪৩ কুলহুয়ুল্লাহু আহাদ-এর ফযীলত ৬৪৪ মুয়াওজেজাত-এর ফযীলত ৬৪৫ কোরআন তিলাওয়াতের সময় প্রশান্তি এবং ফেরেশতা নাযিলের কর্না ৬৪৫ সব রকমের কালামের ওপর কোরআনের ফযীলত ৬৪৬ কিতাবুল্লাহর ওসিয়ত ৬৪৭ যারা সুম্পদর কণ্ঠে কোরআন তিলাওয়াত করে না ৬৪৮ কোরআন তিলাওয়াতকারীর মতো হওয়ার বাসনা ৬৪৮ তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে নিজের কোরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায় ৬৪৯ না দেখে কোরআন তিলাওয়াত করা ৬৫০ হৃদয় কন্দরে কোরআন গেঁথে রাখা ৬৫০ কোন জন্তুর পিঠে বসে কোরআন তিলাওয়াত করা ৬৫২ কোরআন ভুলে যাওয়া ৬৫৩ যারা মনে করে, সূরা বাকারা এবং অমুক অমুক সূরা—এ কথা বলায় কোন দোষ নেই ৬৫৪ তারতীলের সাথে কোরআন তিলাওয়াত করা ৬৫৫ মাদ সহকারে কিরামাত ৬৫৬ আত্-তারতী ৬৫৭ সুলালিত কণ্ঠে কোরআন তিলাওয়াত করা ৬৫৭ যে ব্যক্তি অন্যের কাছ থেকে কোরআন তিলাওয়াত শুনতে ভালবাসে ৬৫৭ তিলাওয়াতকারীর তিলাওয়াত শেনার পর শ্রোতার মন্তব্য, যথেষ্ট ৬৫৭ কতো (দিনে) কোরআন তিলাওয়াত করা যার ৬৫৮ কোরআন তিলাওয়াতের সময় রুশন করা ৬৬০ যে ব্যক্তি লোক দেখানো দুনিয়া কমানো এবং গর্বের জন্য কোরআন তিলাওয়াত করে ৬৬০ যে পরিমাণ ব্যাখ্যার সম্পর্কে তুমি একাত্মতা প্রকাশ করবে সে পরিমাণ অধ্যয়নের সাথে সাথে তিলাওয়াত করবে ৬৬২।

কিতাবুল মাগাহী

নবী (সঃ)-এর যুদ্ধ-বিগ্রহ

অনুচ্ছেদ : উশায়রা বা উসায়রার যুদ্ধ। ইবনে ইসহাক বলেছেন. নবী (সঃ) সর্বপ্রথম আবওয়্যার যুদ্ধ করেন। তারপর মখাক্কে বদামাত ও উশায়রার যুদ্ধ করেন।

৩৭৫৮. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ نَبِيِّ بْنِ الْأَكْرَمِ فَقِيلَ لَهُ كَمْ غَزَا إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ غَزْوَةٍ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ أَنْتَ مَعَهُ قَالَ سَجْعَ عَشْرَةَ قُلْتُ فَأَيُّهُمُ كَانَتْ أَوَّلَ قَالَ النَّبِيُّ أَوْ الْعُسَيْرَةَ فَذَكَرْتُ لِقَاءَهُ فَقَالَ الْعُسَيْرَةَ

৩৬৫৮. আব্দ ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি যারয়েদ ইবনে আরকামের পাশে বসেছিলাম। এ সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী (সঃ) কয়টি যুদ্ধ করেছেন? তিনি বললেন : উনিশটি। আবারও জিজ্ঞেস করা হলো : আপনি তাঁর সাথে কয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন? তিনি (যারয়েদ ইবনে আরকাম) বললেন, সতেরটিতে। আব্দ ইসহাক বলেছেন : আমি বললাম : এসব যুদ্ধের মধ্যে কোন যুদ্ধটি সর্বপ্রথম সংঘটিত হয়েছিল? তিনি (যারয়েদ ইবনে আরকাম) বললেন : উশায়ের বা উসায়রাহ। বিপর্যটি আমি (সাহাবী) কাডাদার কাছে বর্ণনা করলে তিনিও বললেন : উশায়রার যুদ্ধ প্রথম সংঘটিত হয়েছিল।

অনুচ্ছেদ : বদরের যুদ্ধে নিহতদের সম্পর্কে নবী (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী।

৩৭৫৯. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ أَنَا لَمَّا بَقِيَ لِرَمِيَّةٍ بَيْنَ خَلْفٍ وَكَانَ أُمِّيَّةً إِذْ أَمَرَ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَيَّ مَعْدٍ وَكَانَ مَعْدٌ إِذْ أَمَرَ مَعْدَةَ نَزَلَ عَلَيَّ أُمِّيَّةً فَلَمَّا تَدِيمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ انْطَلَقَ سَعْدٌ مَعْتِمِرًا فَنَزَلَ عَلَيَّ مَعْدَةَ فَقَالَ لِمِئَةٍ أَنْتَ لِي مَسَاعَةٌ خَلْوَةٌ لَعَلِّي أَنْ أَكُونَ فِي الْبَيْتِ فَخَرَجَ بِهِ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ الشَّامِ فَلَقِيَهُمَا الْبُهْمَلِيُّ فَقَالَ يَا مَعْزُونَ مَنْ هَذَا مَعَكَ فَقَالَ هَذَا سَعْدٌ فَقَالَ لَهُ الْبُهْمَلِيُّ أَكَلْتُكَ فَكَلَّفْتُكَ مَكَّةَ مَسَا وَوَقَدْ أَدَيْتُمُ الْقَبَاةَ وَذَرَعْتُمُ أَنْ كُمْ تَنْمُرُونَ تَمْزُ وَيَعِينُونَ نَمْرًا مَا دَأَبُ اللَّهِ لَوْلَا أَنْتَ مِثَّ إِنْ مَعْزُونَ مَا رَجَعْتُ إِلَى أُمَّتِكَ سَالِمًا فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ وَرَكَعَ مَوْثَةً عَلَيْهِ أَمَّا وَاللَّهِ لَيَنْ مَعْزُونِي هَذَا الْأَمْنَتُكَ مَا هُوَ أَشَدَّ عَلَيْكَ مِنْهُ لِرَيْفِكَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ

সাহাবীরা (مغازي) অর্থাৎ হলে, নবী (সঃ)-এর নিহতের ব্যক্তিগতভাবে অথবা তার পক্ষ থেকে প্রেরিত কোন সেনাবাহিনীর সাথে কয়েকসের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ কয়েকসের নিরাম্ব এলাকায়ও সংঘটিত হতে পারে অথবা তারা অপরগণিতমূলকভাবে প্রবেশ করেছে এমন এলাকায়ও হতে পারে।

فَقَالَ لَهُ أَمِيَّةُ لَا تَزْنِغْ صَوْتِكَ يَا سَحْتَةَ عَلَا إِنَّ الْحَكِيمَ سَيَدُ أَهْلَ الْوَادِي فَقَالَ سَعْدُ دَمْنَا
 عَنْكَ يَا أَمِيَّةُ فَمَا لَوْلَا لَقَدْ سَبَحْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْتُمْ قَائِلُونَ بِمَكَّةَ قَالَ لَا أَذِيرُ
 فَنَزِعَ لَدَاكَ أَمِيَّةُ فَرَمَا قَسِيدًا نَلَمًا رَحَحَ أَمِيَّةُ إِلَى أَهْلِ تَمَانَ يَا أُمَّ مَبْقُونَ أَلَسْتُ تَرَى
 مَا كَانَ لِي سَعْدُ قَائِلٌ وَمَا تَأَنَ لَكَ قَالَ دَعَمْتُ مُحَمَّدًا أَخْبَرَهُمْ أَنْتُمْ قَائِلِينَ نَقَلْتُ لَكَ
 بِمَكَّةَ قَالَ لَا أَذِيرُ فَقَالَ أَمِيَّةُ وَاللَّهِ لَا أَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ قَلْبًا كَانَ يَحْرَمُ بِلَادِي إِسْتَنْفَرَ
 أَبُو جَهْلٍ بِالنَّاسِ قَالَ أَذْرِكُو قَلْبِي أَمِيَّةُ أَنْ يَخْرُجَ نَائِلًا أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ يَا أَبَا مَبْقُونَ إِنَّكَ
 مَتَى تَرَكَ النَّاسَ قَدْ تَخَلَّفْتَ وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِي تَخَلَّفُوا مَعَكَ تَكْرِبًا لِي بِهِ أَبُو جَهْلٍ
 حَتَّى تَأَنَ أَمَا إِنْ دَعَلْتَنِي فَبِاللَّهِ لَا مَشْقِرِينَ أَجُودُ بِبَيْتِي بِمَكَّةَ ثُمَّ قَالَ أَمِيَّةُ يَا أُمَّ مَبْقُونَ
 حَيْثُمَا بَيْتِي فَقَالَتْ لِي يَا أَبَا مَبْقُونَ وَتَدْرِي لَيْتَ مَا تَأَنَ لَكَ نُحُوتُ الْيُسْرِيقِ قَالَ لَا وَمَا
 أَرِيدُ أَنْ أَجُودَ مَعَهُمْ إِلَّا قَرِيبًا فَلَمَّا خَرَجَ أَمِيَّةُ أَخَذَ لِي يَنْزُلَ مَنُوكًا إِلَّا عَقْدَ
 بَعْضِيَّةٍ فَلَمَّا يَرَى بِذَلِكَ حَتَّى مَسَّكَ اللَّهُ بِبَيْتِي

৩৬৫৯. সা'দ ইবনে মদ'আয থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, তাঁর ও উমাইয়া ইবনে
 খালাফের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। উমাইয়া মদীনা আসলে সা'দ ইবনে মদ'আযের বাড়ীতে
 মেহমান হতো। আর সা'দ ইবনে মদ'আয মক্কায় গেলে উমাইয়া ইবনে খালাফের বাড়ীতে
 মেহমান হতেন। হিজরত শুরূ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা থেকে মদীনা আসতে
 করলে এক সময়ে সা'দ ইবনে মদ'আয উমরা করতে মক্কায় গেলেন এবং আগের মতই উমাই-
 যার বাড়ীতে অবস্থান করলেন। তিনি উমাইয়াকে বললেন, আমাকে এমন একটি নির্দিষ্ট
 সময়ের কথা বল যখন আমি শান্তভাবে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারব। তাই দুপুর
 বেলা উমাইয়া তাঁকে (সা'দ ইবনে মদ'আয) সাথে নিয়ে বের হলেন। পথে তাদের সাথে
 আব্দু জাহলর দেখা হলে সে (আব্দু জাহল উমাইয়াকে লক্ষ্য করে) বললো : আব্দু সাফ-
 ওয়ান, তোমার সাথে এ কে? উমাইয়া বললো : ইনি সা'দ (ইবনে মদ'আয)। তখন আব্দু
 জাহল তাঁকে (সা'দ ইবনে মদ'আয) লক্ষ্য করে বললো : আমি তোমাকে নিঃশব্দ চিত্তে ও
 নিরাপদে মক্কায় (বায়তুল্লাহর) তাওয়াফ করতে দেখছি অথচ তোমরা ধর্মভাঙ্গী-বেশ্বান-
 দেয়কে আশ্রয় দান করেছো এবং তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতাও করে চলেছো। আন্লাহর
 কসম! তুমি এই মদহুর্তে আব্দু সাফওয়ানের (উমাইয়া) সঙ্গে না থাকলে তোমার পরি-
 জ্ঞানের কাছে নিরাপদে ফিরে যেতে পারতে না। সা'দ ইবনে মদ'আয তার (আব্দু জাহল)
 চাইতেও উচ্চ বরে এই বলে এ কথার জবাব দিল : আন্লাহর কসম! তুমি এতে (বায়-
 তুল্লাহর তাওয়াফে) যদি আমাকে বাধা দাও তাহলে আমিও এমন একটি ব্যাপারে তোমাকে
 বাধা দেবো যা তোমার জন্য এর চেয়েও কঠিন হবে। আর তা হলো মদীনার ওপর দিয়ে
 তোমার (সিঁরিয়ার) যাতায়াতের পথ (বন্ধ করে দেবো)। এ সময় উমাইয়া সা'দ ইবনে
 মদ'আযকে বললো : হে সা'দ, ইনি এই উপত্যকার অধিবাসীদের নেতা আব্দু হাকাম (আব্দু
 জাহল)। তার সাথে নশ্রভাবে কথা বলো। সা'দ বললেন : হে উমাইয়া, রাখো তোমার কথা।
 আন্লাহর শপথ! আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শূন্যেই যে, সে তোমার

হত্যাকারী। সে (উমাইয়া) জিজ্ঞেস করলো : মক্কার বৃকে? সা'দ ইবনে মূ'আয বললেন : আমি জানি না। এতে উমাইয়া ভীষণভাবে ভীত হয়ে পড়লো। সে বাড়ী ফিরে তার স্ত্রীকে ডেকে বললো : হে সাফওয়ানের মা, সা'দ আমার সম্পর্কে কি বলছে জানো? সে (উমাইয়ার স্ত্রী) বললো : সা'দ তোমাকে কি বলেছে? উমাইয়া বললো : সা'দ বলেছে যে, মূহাম্মদ (সঃ) তাদেরকে জানিয়েছেন যে, সে (আবু জাহল) আমার হত্যাকারী। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম : সে কি মক্কার বৃকে আমাকে হত্যা করবে? সে (সা'দ) বললো : তা আমি জানি না। তখন উমাইয়া বললো : আল্লাহর কসম! আমি যত্না ছেড়ে কোথাও যাব না। বদর যুদ্ধের দিন সমাগত হলে আবু জাহল সবাইকে সদলবলে বের হতে আহ্বান জানিয়ে বললো : তোমাদের কাফেলা রক্ষা করো। কিন্তু উমাইয়া (মক্কা ছেড়ে) বের হয়ে পড়া অপসন্দ ও বিপক্ষনক মনে করলে আবু জাহল এসে তাকে বললো : হে আবু সাফওয়ান! তুমি তো উপত্যকার (মক্কা) অধিবাসীদের (একজন) নেতা, তুমি যাত্রা না করলে কেউ-ই বের হবে না। আবু জাহল বার বার তাকে অনুরোধ করলে সে বললো : তুমি যখন মানছো না তখন আমি এমন একটি সুস্থ ও দ্রুতগতি সম্পন্ন উট খরিদ করব যা মক্কার মধ্যে সবচাইতে ভালো। অতঃপর উমাইয়া তার স্ত্রীকে গিয়ে বললো, সাফওয়ানের মা, আমার সফরের জিনিস ও যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ঠিকঠাক করে দাও। তখন তার স্ত্রী তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললো : হে সাফওয়ানের পিতা! তোমার ইয়াসরিববাসী বন্ধু যা বলেছিলো তা কি তুমি ভুলে বসেছো? সে বললো : ভুলি নাই। আমি তাদের সাথে কিছুর সময় বা কিছুর পথ যেতে চাই মাত্র। রওয়ানা হওয়ার পর রাস্তায় যে মনামিলেই সে কিছুর অন্বেষণ করেছে সেখানেই সে তার উট বেখে রেখেছে, গোটা পথেই এরূপ করেছে। শেষ পর্যন্ত বদর প্রান্তরে আল্লাহ তাকে হত্যা করলেন।

অনুচ্ছেদ : বদর যুদ্ধের ঘটনা। মহান আল্লাহর বাণী :

وَأَقْدَرُ نَعْمًا لِّلَّهِ يَبْدُرُ ذَا نَسْرٍ أَدْلَةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
 لِّلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ
 بَلَىٰ إِنَّ تَصَوُّبًا وَادْتِقَادًا يَا تَرْكُومٍ مِنْ قَوْمٍ هَذَا يُبَدِّدُكُمْ رَبُّكُمْ بِجَنَّةِ آلاَفٍ
 مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَسْرُومِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِيَنْظُرِينَ تَلُوبًا كُورِهِ وَمَا التَّمَرُّ
 الْآلِينَ عِشْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ هَلْ يَظُنُّمْ كُرْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتُمُونَ فَيَنْقَلِبُوا
 خَائِبِينَ

“আর বদর যুদ্ধের দিন আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করতেন অথচ তখন তোমরা দুর্বল ছিলে। তাই আল্লাহকে ভয় করে যাতে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পার। যে সময় তুমি মূ'মিনদেরকে বর্নাছিলে, তোমাদের জন্য কি এটি যথেষ্ট নয় যে, আল্লাহ তিন হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। হাঁ, তোমরা যদি ধৈর্যশীল হও এবং আল্লাহকে ভয় কর আর তারা (কাফের) যদি তোমাদের ওপর আক্রমণ করে বসে তাহলে তোমার রব তোমাকে পাঁচ হাজার আক্রমণকারী ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এ হচ্ছে একটি শ্রুত সংবাদ, এর দ্বারা যাতে তোমাদের অন্তরে প্রশান্তি আসে। বশুতঃপক্ষে সাহায্য তো একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে যিনি পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী। (এভাবেই আল্লাহ) কাফেরদের দলবলকে ধ্বংস করে দেবেন আর তারা নিরাশ ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে।—(সূরা—আলে-ইমরান, আয়াত—১২০-১২৭)।

ওয়াল্লাহী ইবনে হারব বলেছেন, বদর যুদ্ধের দিন হামযা [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচা] কুয়াইসা ইবনে আদী ইবনে খিন্নারকে হত্যা করেছিলেন।

মহান আল্লাহর বাণী:

وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِخْدَاءَ الطَّاغُوتِينَ إِنَّهَا لَكُمُ دَعْوَةٌ دُونََ أَنْ تَغِيْرَ ذَاتِ الشُّكُوْهِ
تَكُوْنُ لَكُمْ دُعُوْا لِلَّهِ أَنْ تَجِيْحُوْا الْحَقَّ بِكَيْدِيْتِهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ (سورة الانفال-٤)

“স্মরণ করো, যে সময় আল্লাহ তোমাদেরকে (শত্রুদের) দৃষ্টি দলের একটি তোমাদের হবে বলে ওয়াদা করেছিলেন। আর তোমরা আশংকা করছিলেন যে, অশুভহীন দলটি তোমাদের হোক। আর আল্লাহ চাচ্ছিলেন তার ইচ্ছানুসারে হক প্রতিষ্ঠা করতে ও কাফেরদের মূলোৎপাটন করতে।”—(আল্-আনফাল—৭)।

٣٧٤ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ
كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ لَمْ يَخْلُفْ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةٍ تَبَوَّأَتْ
غَيْرَافِي خَلْفَتْ فِي غَزْوَةٍ بَدْرٍ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَخْلُفْ عَنْهَا إِلَّا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ
يُرِيْدُ عِيْرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيْعَادٍ

৩৬৬০. আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আমি কা'ব ইবনে মালেককে (তার পিতা) বলতে শুনছি যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) যতগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তার মধ্যে একমাত্র আবদুর রহমান ইবনে কা'ব ছাড়া আর কোন যুদ্ধেই আমি পশ্চাদপসরণ করি নাই তবে বদর যুদ্ধেও আমি অংশগ্রহণ করি নাই। বদর যুদ্ধে যারা ছিলো আল্লাহ তা'আলা তাদের উদ্দেশ্যে যাচা করেছিলেন। কেননা, প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ (সঃ) কুয়াইশাদের কাফেলার উদ্দেশ্যে যাচা করেছিলেন। কিন্তু যথাসময়ের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাদের (মুসলমানদের) সাথে তাদের শত্রুদের মোকাবিলা করিয়ে দিলেন।১

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِذْ تَسْتَجِيْبُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابْ لَكُمْ أَفِيْ مَسَدٍ كُمْ بِالْفَيْ مِّنَ الْمَسَدِ كَةِ مُرْدِيْنَ
وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوْبُكُمْ وَمَا الْقَوْلُ إِلَّا مَثَلٌ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ
حَكِيْمٌ إِذْ يُخَيِّبُكُمُ النَّعَامَ أَمْنَةً مِنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيَطْفِئَ كُفْرًا
وَيَذْهَبَ عَنْكُمُ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيُرِيْطَ عَلَى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحَىٰ

১. এই হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত কা'ব ইবনে মালেকের বর্ণনা অনুযায়ী বদর যুদ্ধ আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয়েছিলো বলে মনে হয়। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সঃ) কুয়াইশাদের কাফেলার বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য যাচা করেছিলেন এবং অনিবার্যভাবে এই যুদ্ধের সন্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু বদর যুদ্ধে যাচার প্রাকালে রসূলুল্লাহ সনসার ও মুহাজিরদের জিহাদে উৎসাহিত করার জন্য যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন তাতে মনে হয়, যাচার সময়ই যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল এবং তাদের মন-মানসও সেজন্য পর্তুপে প্রস্তুত ছিল।

ثُمَّ رَأَى الْمَلَائِكَةَ آتِيًا مَكْكُومًا تَسْتَوِي الْأَذْيَانُ مَأْمُومًا يَفْقَهُ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّسُلَ
فَأَضْرِبْ فَوْقَ الرُّسُلِ دَابِّرًا زُجْجًا وَأَضْرِبْ بِيَدِكَ الْبُتَانَ هَذَا الَّذِي كَفَرُوا إِنَّ اللَّهَ وَرُسُلَهُ وَرُسُلَهُ يَخْفِقُونَ
اللَّهُ دَرَسُوهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْعَجَابُ هـ (انفال - 9-13)

“আর স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে ফরিয়াদ কর-
ছিলে। তিনি তোমাদের ফরিয়াদের জবাবে বললেন, আমি তোমাদের সাহায্যের জন্য পর
পর এক হাজার ফেরেশতা পাঠাবো। আল্লাহ তোমাদেরকে এ জন্যই এ সূর্যবোধ দিচ্ছেন
যাতে তোমাদের হৃদয়ে প্রশান্তি আসে। কস্তূরপাথকে সাহায্য তো সব সময় আল্লাহর পক্ষ
থেকেই হয়ে থাকে। আল্লাহ অবশ্য পরারমশালী ও মহাজ্ঞানী। আর ঐ সময়ের কথাও
স্মরণ করা যখন প্রশান্তি দান এবং শীত দূর করার জন্য আল্লাহ তোমাদের তপ্পাবিস্ত
করেছিলেন। আর তোমাদেরকে পাবিত করা, তোমাদের থেকে শয়তানের সৃষ্টি স্পর্শবিত্ততা
দূর করা, সাহস বৃদ্ধি করা এবং তোমাদেরকে অটল দৃঢ় রাখার জন্য আসমান থেকে বৃষ্টি
বর্ষণ করেছিলেন। আর যে সময় তোমার রব ফেরেশতাদের নিকট এ কথা অবতীর্ণ করলেন
যে, আমি তোমাদের সাথে আছি। তোমরা বিশ্বাসীদেরকে দৃঢ় রাখো, আমি এখনই
কাফেরদের মনে ভয় সৃষ্টি করে দিচ্ছি। তাদের ঘাড়ের ওপর ও প্রতিটি সম্মুখলে আঘাত
করো। কেননা, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। যারা আল্লাহ ও
তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আল্লাহ তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিয়ে থাকেন।”

٢١٦١ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مِنَ الْمُقَدِّدِ بْنِ الْأَسْوَدِ مَشْهُدَ الْإِلَهِ أَنْ كَانَ صَاحِبَهُ
أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهُ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَا تَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ مَوْنِي
إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَرَبَّتْ فَطَالَكَ وَنَجَسْنَا عَنْ عَيْنَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ
فَرَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ أَشْرَقَ وَجْهَهُ وَسُرَّ.

৩৬৬১. ইবনে মাসউদ বলেন, আমি মিকদাদ ইবনে আসওয়াদের এমন একটি বিষয় দেখেছি
যা আমি করে থাকলে যে কোন সমপর্ষায়ের জিনিস থেকে তা আমার নিকট অধিকতর প্রিয়
মনে করতাম। এক সময় তিনি নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি মুশ-
ল্লিকদের বিরুদ্ধে বদদো‘আ করছেন। তখন মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ বললেন : মস্আ
(আঃ)-এর কওম যেমন বলেছিলো যে, আপনি এবং আপনার পালনকর্তা রব গিয়ে যুদ্ধ
করুন, (আমরা এখানে বসে থাকলাম)। আমরা তেমন কথা বলব না। বরং আমরা আপনার
ডান দিক, বাম দিক ও পশ্চাদিক থেকে (তথা সর্বাত্মকভাবে) যুদ্ধ করবো। ইবনে
মাসউদ বলেন : আমি দেখলাম : (এ কথা শুন্যে) নবী (সঃ)-এর মুখমণ্ডল খন্দীতে
উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং তিনি খুব খন্দী হলেন।

٢١٦٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ أَلْقَمْتُ لَكَ عَمَلًا كَذِبًا
أَلْقَمْتُ لَكَ شَيْئًا لَوْ تَقَبَّلْتَهُ فَخَدَّ ابْنِ عَبَّاسٍ بِسَيْدِهِ فَقَالَ حَسْبُكَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ سِيمَنُ
الْجَمَّةِ وَيُولَى الدَّيْبَةَ

৩৬৬২. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : বদরের যুদ্ধের দিন
নবী (সঃ) দো‘আ করতে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি
পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও (কাফেররা) আমাদের

বিরুদ্ধে জয়লাভ করুক তাহলে তোমার ইবাদতের লোক আর থাকবে না। এতটুকু কথা বলার পর আব্দু বকর তাঁর হাত ধরে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ উঠলেন এবং এ আয়াতটি পড়লেন : “শরাদ্দল আচিরেই পরাস্ত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।”২

عَنْ عَبْدِ الْكَبِيرِ إِيمَانَكَ سَيَمُومُ مَقْبَلًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ مَحْدَاكَ مِنْ أَبِي مَسَّاءٍ إِنَّكَ سَيَعْتَقُ يَتَّقُونَ لَكَ يَسْتَوِي الْقَاءُ عِبَادَتِنِ وَالْمُؤْمِنِينَ إِذْ، عَنْ بَدْرِ وَالْحَارِثِ جُؤُنَ إِلَى بَدْرِ .

৩৬৬০. আবদুল করীম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে হারিসের আযাদকৃত গোলাম মিকসামকে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের নিকট থেকে বর্ণনা করতে শুনেন, তিনি (মিকসাম) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে এ কথা বলতে শুনেন : “যেসব ঈমানদার গুজর ও অক্ষমতা ছাড়াই জিহাদ না করে বাড়ীতে বসে থাকে আর যেসব ঈমানদার জ্ঞান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা মর্যাদার দিক দিয়ে পরস্পর সমান নয়।”

(অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ঈমানদার এবং বদরের যুদ্ধ থেকে বিরত ঈমানদারদের মর্যাদা সমান হতে পারে না।)৩

অনুচ্ছেদ : বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা।

عَنِ الْبُرَّاءِ قَالَ اسْتَضَيْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ .

৩৬৬৪. বুরা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে আমাকে ও (আবদুল্লাহ) ইবনে উমরকে কম বয়সের মনে করা হয়েছিলো।৪

عَنِ الْبُرَّاءِ قَالَ اسْتَضَيْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرِ نَيْفًا فَطَيْبِينَ وَأَنَّ نَصَارَةَ نَيْفٌ قَارِبُونَ وَمَا يُتَانِ .

৩৬৬৫. বুরা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : বদরের যুদ্ধের সময় আমাকে ও আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে অল্প বয়স্ক মনে করা হয়েছিলো। সে সময় মুহাজিরদের সংখ্যা ছিলো ষাটের বেশী এবং আনসারদের সংখ্যা ছিলো দুই শ' চল্লিশেরও কিছু বেশী।৫

২. কবরের যুদ্ধের দিন সকাল বেলা যখন উভয় পক্ষ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চূড়ান্ত ফয়সালার প্রতীকা করছিল, তখন নবী (সঃ) তাঁবুর অভ্যন্তরে আল্লাহর দরবারে সিজদায় পড়ে এ দো'আ ও ফরিয়াস করছিলেন। সময়টি ছিল অত্যন্ত নাজুক। কারণ, প্রথমবারের মতো হক ও বাতিলের শক্তি পরীক্ষা হতে বাটছিলো।

৩. এই হাদীসে কোরআন মজীদের সূরা আন-নিসার ৯৫ নম্বর আয়তের যে অর্থ করা হয়েছে এবং খেদ হাদীসের ভাষা থেকে যা স্পষ্ট বঙ্গ ভাষায় তা হলো, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদে বারা সক্রিয় নয় বা অংশগ্রহণ করে না, মর্যাদার দিক থেকে তারা মোটেই ক্ষিপ্ত অংশগ্রহণকারী ঈমানদারদের সমকক নয়। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জিহাদে অংশগ্রহণ যে প্রত্যেক ঈমানদারের কর্তব্য তা এ হাদীসে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

৪. অল্প বয়স্ক কিশোর হওয়ার কারণে রসূলুল্লাহ (সঃ) বুরা' ইবনে আযেব ও আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে বদরের যুদ্ধে শরীক হতে দেননি।

৫. বুরা' ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মক্কার কাফেরদের দ্বারা অত্যাচারিত ও নিৰ্বাসিত হয়ে আশ্রয়ের জন্য মদীনার হিজরত করেছিলেন তাদের মুহাজির বলা হয়। আর মদীনার যেসব ঈমানদার পঞ্চ-পনের বয়সে স্ত্রী-মারি ও সহান-সকলহারী এসব মুসলমানদেরকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন তাদেরকে আনসার বলা হয়। বর্তমান যুগেও যেসব মদে মুজাহিদ ইসলাম প্রতিষ্ঠার তাকিদে আশ্রয়ণ করতে গিয়ে সর্বস্বহারা ও দেশ থেকে বিতাড়িত হন তারা মুহাজির। আর যেসব ঈমানদার তাদেরকে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেন, তারা আনসার! এটা নির্দিষ্ট কোন যুগ বা দেশের জন্য সীমাবদ্ধ নয়।

৩৭৭৭ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ بِعَنْ شَيْمَةَ بَدَا
أَنَّهُمْ لَأَنْزَاعِدَا أَصْحَابِ طَاوُتَ الَّذِينَ جَاؤُوا مَعَهُ الثَّمَرُ بِضْعَةَ عَشَرَ وَتَلْشِيَاءَةً قَالَ الْبَرَاءُ
لَا وَاللَّهِ مَا جَاؤُوا مَعَهُ الثَّمَرُ إِلَّا الْمُؤْمِنِينَ .

৩৬৬৬. আব্দু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বারা' ইবনে আযেবকে বলতে শুনছি : মুহাম্মদ (সঃ)-এর যেসব সাহাবা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তারা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের (বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের) সংখ্যা তালুতের যেসব সঙ্গী জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য তাঁর সাথে নদী অতিক্রম করেছিলেন তাদের সমান ছিলো। তাদের সংখ্যা ছিলো তিন শ' দশের কিছু বেশী। বারা' ইবনে আযেব বলেন : আল্লাহর শপথ। ঈমানদার ছাড়া আর কেউ-ই তাঁর (তালুত) সাথে নদী অতিক্রম করেনি।

৩৭৭৮ - عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ نَحَدَّثُ أَنْتَ عِدَّةٌ أَصْحَابِ بَدْرٍ عَلَى
عِدَّةِ أَصْحَابِ طَاوُتَ الَّذِينَ جَاؤُوا مَعَهُ الثَّمَرُ وَكُلُّ مِجَادِ مَعَهُ إِلَّا الْمُؤْمِنِينَ بِضْعَةَ عَشَرَ وَ
تَلْشِيَاءَةً

৩৬৬৭. বারা' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাগণ পরস্পর আলোচনা করতাম যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের সংখ্যা ছিলো তালুতের সাথে নদী অতিক্রমকারীদের অনুরূপ। একমাত্র ঈমানদারগণই তাঁর সাথে নদী অতিক্রম করেছিলেন। আর সংখ্যায় তারা ছিলেন তিন শ' দশের কিছু অধিক।

৩৭৭৯ - عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ نَحَدَّثُ أَنْتَ عِدَّةٌ أَصْحَابِ بَدْرٍ عَلَى عِدَّةِ
أَصْحَابِ طَاوُتَ الَّذِينَ جَاؤُوا مَعَهُ الثَّمَرُ وَكُلُّ مِجَادِ مَعَهُ إِلَّا الْمُؤْمِنِينَ بِضْعَةَ عَشَرَ وَ
تَلْشِيَاءَةً .

৩৬৬৮. বারা' ইবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ আলোচনা করতাম যে, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের সংখ্যা তালুতের (বনী ইসরাইলের বাদশা) সঙ্গে নদী অতিক্রমকারী লোকদের অনুরূপ তিন শ' দশজনের কিছু বেশী ছিলো। আর কেবলমাত্র ঈমানদারগণ তাঁর সাথে নদী পার হয়েছিলেন।

৬. হযরত সামুয়েল (রাঃ)-এর সময়ে বনী ইসরাইলগণ তাদের পিতৃভূমি ফিলিস্তিনকে আমালে-কদের হাত থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে অভিযানে লেভী দানের জন্য নবীর কাছে একজন বালশাহ মনোনীত করার আবেদন করলে আল্লাহর নির্দেশে তিনি তালুতকে তাদের বাদশাহ তথা প্রধান সেনাপতি মনোনীত করেন। অতঃপর এ বৃক্ষাভিযানে তালুতই তাদের নেতৃত্ব দেন। প্রথমে বহুসংখ্যক বনী ইসরাইল তাঁর সঙ্গে বাটা করলেও অর্ধন নদী অতিক্রম করার সময় তাদের অধিকাংশ দৃষ্টিচ্যুত ও ঈমানী চেতনার অভাবে নদীর অপর পারে গিয়ে শত্রু মোকাবিলা করার সাহস দেখাতে ব্যর্থ হয়। এরপর বালশাহ তালুত বে স্কপসংখ্যক লোক নিয়ে শত্রু মোকাবিলা করেন তাদের সংখ্যা ছিলো তিন শ' দশের কিছু অধিক। তারা সবাই ছিলেন মজবুত ঈমানের অধিকারী। এ হাদীসে তালুতের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণকারী ঈমানদার লোকদের কথাই বলা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : কুরাইশ গোত্রের কাফের তথা শায়বা, ওতবা, অলীদ ইবনে ওতবা এবং আব্দ জাহল ইবনে হিশামের ধ্বংসের জন্য নবী (সঃ)-এর আঁতশাশ।

২৫৬৭ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ اسْتَقْبَلَ النَّبِيَّ ﷺ الْكُفَّةَ نَدَا عَلَى نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَعُثْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ مَثَبَةَ وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ حِشَامٍ فَأَشْهَدُوا بِاللَّهِ لِقَدْ رَأَيْتَهُمْ صُرَّحِي نَدَا غَيْرَ ثَمَرِ الْقَيْسِ وَكَانَ يُؤْمَرُ مَا حَارًّا.

০৬৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) কা'বার দিকে মূখ্য করে কুরাইশ গোত্রের কয়েকজনের জন্য বদ'দো'আ করলেন। বিশেষ করে শায়বা ইবনে রাবি'আ, ওতবা ইবনে রাবি'আ, অলীদ ইবনে ওতবা এবং আব্দ জাহল ইবনে হিশামের জন্য। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি, বদরের যুদ্ধের দিন এসব লোককে নিহত হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকতে দেখেছি। রোদের প্রচণ্ডতা তাদের দেহগুলো বিকৃত করে দিয়েছিলো। আর সেদিন প্রচণ্ড গরম পড়েছিলো।

অনুচ্ছেদ : আব্দ জাহলের নিহত হওয়ার ঘটনা।

২৫৬৮ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَتَى أَبَا جَهْلٍ وَبِهِ رَمَى يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ هَلْ أَعْمَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ؟

০৬৭০. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। বদরের যুদ্ধের দিন (আহত) আব্দ জাহল যখন মৃত্যুর মুখোমুখি সেই সময় তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) তার কাছে গেলেন। তখন আব্দ জাহল তাকে লক্ষ্য করে বললো, আজ যে লোকটিকে তোমরা হত্যা করলে (অর্থাৎ আব্দ জাহল) তার চেয়ে অধিকতর নির্ভরশীল (উত্তম) আর কোন লোক আছে কি?

২৫৬৯ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ فَإِنَّا نَطْلُقُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ نَدَا صَرْبَةَ ابْنِ عَمْرِوٍّ أَوْ حَتَّى يَرِدَ قَالَ أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ قَالَ فَأَخَذَ يَلْحِيحْتِهِ قَالَ وَهَلْ فَوَقَى رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ رَجُلٍ تَتَلَّهُ قَوْمُهُ؟

০৬৭১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (বদরের যুদ্ধের দিন যুদ্ধ শেষে) নবী (সঃ) বললেন : কে আছে আব্দ জাহলের খোঁজ নিয়ে আসতে পার? (এ কথা শুনে) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ চলে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন 'আফরার দুই পুত্র তাকে (আব্দ জাহলকে) এমনিভাবে পিটিয়েছে যে, সে (মাটিতে পড়ে মৃত্যু বন্টগায়) কাতরাচ্ছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তার দাঁড়ি চেপে ধরে বললেন : তুমিই কি আব্দ জাহল? বর্ণনাকারী সুলাইমান বলেন : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তার (আব্দ জাহলের) দাঁড়ি চেপে ধরলেন। তখন সে বললো : সেই ক্যাক্তির চাইতে বড় আর কেউ আছে কি যাকে তোমরা হত্যা করলে অথবা বললো (বর্ণনাকারীর সন্দেহ): যাকে তার গোত্রের লোকেরা হত্যা করলো?

۳۶۴۲. عَنْ اَبِي سَالِمٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ مِتَّ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ ابْنُ جُمَيْلٍ اَنْ تَطْلُقَ ابْنُ مَسْعُودٍ
فَوَجَدَهُ تَدَاخَرَتْ بِهِ اَبْنَا عَمْرٍاءَ حَتَّى بَدَّدَ فَاَخَذَ لِيَجِدْتَهُ قَالَ اَنْتَا ابْنُ جُمَيْلٍ قَالَ وَهَلْ فَوْتُ
رَجُلٍ قَتَلَهُ تَوْمَهُ اَوْ قَاتَلَ تَتَلْتَمُوهُ ۝

৩৬৭২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : বদরের যুদ্ধের দিন, (যুদ্ধ শেষে) নবী (সঃ) বললেন : কে আছ যে আব্দু জাহলের অবস্থা জেনে আসতে পার? (এ কথা শুনে) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন আফরার দুই পুত্র তাকে (আব্দু জাহলকে) এমনিভাবে পিটিয়েছে যে, সে মাটিতে পড়ে মৃত্যু-যন্ত্রণার কাতরাচ্ছে। তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তার দাঁড়ি টেনে ধরে বললেন : তুমিই কি আব্দু জাহল? সে (আব্দু জাহল) জবাব দিলো, সেই লোকটির চেয়ে উত্তম আর কেউ আছে থাকে তার নিজের গোত্রের লোকেরা হত্যা করলো অথবা বললো : (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তোমরা যাকে হত্যা করলে? ৭

۳۶৪৩. عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ اَنْهُ قَالَ اَنَا اَوَّلُ مَنْ يَجُوبُ بَيْنَ يَدَيْ الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ
الْقَيْمَةِ وَقَالَ نَبِيُّ بَدْرٍ وَمُعَاذٌ وَفِيهِمْ اَبْنُ لَيْثٍ هَذَانِ خَصَمَانِ اُخْتَصِمُوا فِي رَيْبِهِمْ قَالَ هُمَا الَّذَيْنِ
تَبَارَكُ يَوْمَ بَدْرٍ حُمُرَةٌ وَعَلِيٌّ وَجَبَلٌ ۝ اَوْ اَبُو عَيْيَا ۝ ابْنُ الْحَارِثِ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ
وَعُثْبَةُ وَالْوَالِئِدُ بْنُ عُثْبَةَ ۝

৩৬৭৩. আলী ইবনে আব্দু তালিব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি—যে কিয়ামতের দিন পরম করুণাময়ের সামনে বিবাদের (মীমাংসার) জন্য হাটু গেড়ে বসবো। কায়েস ইবনে উবাদ বলেছেন, এ বিষয় সম্পর্কেই কুরআন মঞ্জীদের *هذان خصمان اختصموا في ريبهم* আলী ও উবাইদা অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আব্দু উবাইদা ইবনুল হারেস এবং শাইবা ইবনে রাবী'আ, উতবা ইবনে রাবী'আ ও অলীদ ইবনে উতবা যারা বদরের যুদ্ধের দিন পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। ৮

৭. কবরের যুদ্ধ ছিলো হযরত রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নেতৃত্বে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ। এ যুদ্ধে কুফরী শক্তি কুরাইশের দলপতি ও নেতা ছিলো আব্দু জাহল। কাফেরদের সৈন্যসংখ্যা ছিলো এক হাজার এবং হযরত রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নেতৃত্বাধীন মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো তিন শত তেরজন। আল্লাহর অশেষ রহমতে কুফরী শক্তি কুরাইশরা এ যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত হয় এবং মুসলমানরা বিজয় লাভ করেন। আব্দু জাহল সহ কাফেরদের সত্তরজন সৈনিক এ যুদ্ধে নিহত এবং সত্তরজন বন্দী হয়। এ হাদীসে আব্দু জাহলের মৃত্যুকালীন অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

৮. বদরের যুদ্ধের দিন যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো ম্বলদ-যুদ্ধের মাধ্যমে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে হযরত হামযা (রাঃ) শাইবা ইবনে রাবী'আর সাথে, হযরত আলী (রাঃ) অলীদ ইবনে উতবার সাথে এবং উবাইদা (রাঃ) উতবা ইবনে রাবী'আর সাথে ম্বলদ-যুদ্ধে লিপ্ত হন। হযরত হামযা ও আলী (রাঃ) তাঁদের প্রতিশ্রুতীকে পরাজিত ও হত্যা করেন। কিন্তু হযরত উবাইদা (রাঃ) তাঁর প্রতিশ্রুতী উতবা ইবনে রাবী'আককে অহত করেন। কিন্তু নিজেও মারাত্মকভাবে অহত হন এবং পরে ইশ্তিকাল করেন।

۳۶৮ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ تَزَلَّتْ هَذَانِ خُصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَيْبِهِمْ فِي سِتَّةٍ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى وَحْمَزَةَ وَعَبِيدَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَثَيْبَةَ بِنْتُ رَبِيعَةَ وَثَيْبَةَ بِنْتُ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدَ بْنَ عَثْبَةَ -

৩৬৮. আবুযার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কুরআন মজীদের (সূরা হুজর) ৩৬৮। "এ দু'দল বিবাদকারী তাদের 'রব' সম্পর্কে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে" আয়াতটি কুরাইশ গোত্রের ছয়জন লোক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এই ছয়জন লোক হলেন—আলী, হামযা ও উবাইদা ইবনুল হারেস এবং শাইবা ইবনে রাবীআ, উতবা ইবনে রাবীআ ও অলীদ ইবনে উতবা।

۳৬৯ - عَنْ قَيْسِ بْنِ عِمَادٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ فِينَا تَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ هَذَانِ خُصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَيْبِهِمْ -

৩৬৯. কায়স ইবনে উবাদ থেকে বর্ণিত। আলী বলেছেন : হَذَا مِنْ خُصْمَانِ اخْتَصَمُوا "এ দু'দল বিবাদকারী তাদের 'রব' সম্পর্কে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে" আয়াতটি আমাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

۳৭০ - عَنْ قَيْسِ بْنِ عِمَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقْسِمُ لَنْزُلِ هَذِهِ الْآيَاتِ فِي هَوْلَاءِ الرِّضِ السَّتَةِ يَوْمَ بَدْرٍ مَحْوًا -

৩৭০. কায়স ইবনে উবাদ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) আমি আবুযারকে কসম করে বলতে শুনছি যে, ওপরে উল্লেখিত আয়াতগুলো ওপরে উল্লেখিত ছয় ব্যক্তি সম্পর্কে বদর যুদ্ধের সময় নাযিল হয়।

۳৭১ - عَنْ قَيْسِ بْنِ عِمَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقْسِمُ قَسَمًا إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ هَذَانِ خُصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَيْبِهِمْ تَزَلَّتْ فِي الَّذِينَ بَرَرُوا يَوْمَ بَدْرٍ حَمَزَةَ وَعَبِيدَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَثَيْبَةَ وَثَيْبَةَ ابْنَةَ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدَ بْنَ عَثْبَةَ -

৩৭১. কায়স ইবনে উবাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবুযারকে কসম করে বলতে শুনছি যে, আলোচ্য আয়াতস্বয়ং—“এই যে দু'দল দাবিদার—এরা নিজেদের 'রব' সম্পর্কে ঝগড়া-বিবাদ করছে—সুতরাং যাবা কুফরী করেছে, তাদের জন্য আগুনের পোশাক মাপ দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার ওপরে কুটম্ব পানি ঢালা হবে। তাতে তাদের পেটের মধ্যে যা কিছু আছে তা বেরিয়ে পড়বে আর চামড়াও খসে পড়বে। আর তাদেরকে পিটানোর জন্য আছে লোহার হাতুড়ি।”—(সূরা-হুজর-১১-২০)।

—হামযা, আলী ও উবাইদা ইবনুল হারেস এবং রাবীআর দুই পুত্র উতবা, শায়বা ও অলীদ ইবনে উতবা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারা বদরের যুদ্ধের দিন পরস্পর লড়াই করেছে।

৩৬৮৯. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَأَلَ رَجُلًا مِنَ الْبُرَاءِ وَأَنَا أَسْتَحِ أَسْمَدَ مَيْلًا بَدْرًا قَالَ بَارَزُوا طَاهِرًا حَقًّا.

৩৬৮৮. আব্দ ইসহাক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) আমি শূন্যলাম এক ব্যক্তি এসে বারা' ইবনে আবেবকে জিজ্ঞেস করলো, আলী কি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন? তিনি বললেন : আলী তো ঐ যুদ্ধে দু'-দু'টো লোহার জামা পরিধান করেছিলেন এবং (বাতিলের মোকাবিলায়) হুককে বিজয়ী করেছিলেন।

৩৬৮৯. عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مَثَرِ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كَاتَبْتُ أُمِّيَّةَ بْنَ خُلْفٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ فَدَكَرْتُ مَعَهُ وَقَالَ ابْنِهِ فَقَالَ يَكْفُلُ لَا تَجُوتُ إِنَّ نَجَى أُمِّيَّةَ

৩৬৯১. সালেহ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ তাঁর পিতা ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ থেকে তিনি তাঁর (সালেহ ইবনে ইবরাহীমের) দাদা আবদুর রহমান ইবনে আওফ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আমি উমাইয়া ইবনে খালাফের সাথে একটি লিখিত চুক্তি করেছিলাম। বদরের যুদ্ধের দিন তিনি (আবদুর রহমান ইবনে আওফ) উমাইয়া ইবনে খালাফ ও তার পুত্রের নিহত হওয়ার কথা বললে বেলাল (বেলাল হাবশী) বললেন : যদি উমাইয়া ইবনে খালাফ প্রাণে বেঁচে যেতো তাহলে আমি খুশী হতাম না।

৩৬৯০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ وَالنَّجْمِ. فَسَبَّحَ بِهَا وَسَبَّحَ مَعَهُ مَعِي. إِنَّ شَيْخًا أَحَدًا كَفَانًا تَرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جُمَّتِهِ فَقَالَ لِيُنْفِئِي هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَكَلَّفَهُ رَأْيِيَّةَ بَعْدَ تَيْلٍ كَأَفْرَا.

৩৬৮০. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) একদিন সূরা আন-নাজম পাঠ করলেন এবং সিজদা (সিজদায় তেলাওয়াত) করলেন। এক বৃক্ষ ছাড়া তাঁর [নবী (সঃ)] কাছে যারা উপস্থিত ছিলো তারা সবাই সিজদা করলো। কিন্তু বৃক্ষো এক-মুঠি মাটি উঠিয়ে কপালে ছুঁইয়ে বললো, আমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। আবদুল্লাহ ইবনে

৯. হযরত বেলাল (রাঃ) উমাইয়া ইবনে খালাফের ঋণীতদাস ছিলেন। নবী (সঃ) ইসলামের ডাবলীস শূন্য করলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রভু উমাইয়া ইবনে খালাফ ছিলো ইসলাম ও নবী (সঃ)-এর জঘন্যতম দৃশমন। তাই হযরত বেলাল (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ মেনে নিতে পারলো না। সে হযরত বেলালের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন শূন্য করলো। অনেক সময় হযরত বেলাল (রাঃ)-কে দু'পুত্রের তপ্ত ময়দা-বালাকার ওপর শূন্যইয়ে বৃকে পাথর চেপে দেয়া হতো এবং বধা হতো, ইসলাম পরি-ত্যাগ করলে তাঁকে এ নির্যাতন থেকে রেহাই দেয়া হবে। তিনি এসব অত্যাচার বরদাশত করেছেন। কিন্তু ইসলাম পরিত্যাগ করেননি। বিনিময়ে তাঁকে আরো কঠোর নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। অবশেষে হযরত আব্দ বকর (রাঃ) উমাইয়া ইবনে খালাফের নিকট থেকে তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দেন। তাই উমাইয়ার কথা শূন্য হযরত বেলাল (রাঃ)-এর এ প্রতিশ্রুতি ছিলো খুবই স্মৃতিভাবিক।

মাসউদ বর্ণনা করেছেন যে, কিছদিন পরে (বদর যুদ্ধে) আমি তাকে কাফের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। ১১০

۳۶۸۱ - عَنْ عُرْوَةَ قَالَ كَانَ فِي الرَّبِيعِ ثَلَاثَ عُمَرَاتٍ بِالسَّيْفِ إِحْدَاهُنَّ فِي عَائِقِهِ قَالَ أَتَى كُنْتُ لَأَدْخُلَ أَصَابِعِي فِيهَا قَالَ صُورِبَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا بَدْرًا وَرَاحِدَةً يَوْمَ الْيَوْمِ قَالَ عُرْوَةَ وَقَالَ لِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْثُودَانَ حَيْثُ تَبَدَّلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّبِيعِ بِأَعْرُودَةَ هَلْ تَعْرِفُ سَيْفَ الرَّبِيعِ ثَلَاثَ نَعْمَ قَالَ فَمَا فِيهِ ثَلَاثٌ فِيهِ فَلَئِمَّا يَوْمًا بَدْرًا قَالَ صَدَقْتَ بِهِمْ فَلَوْلَ مِنْ قِرَاعِ الْكِتَابِ ثَرَّرَدُّ عَلَى عُرْوَةَ قَالَ هَتَامٌ فَأَقْنَأُ بَيْنَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَأَخَذْنَا بِمُقْتَنَانَا وَلَوْ رَدَّتْ أُنَى كُنْتُ أَحَدُتَهُ

৩৬৮১. উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন (তার পিতা) যুবায়েরের দেহে তরবারীর তিনটি মারাত্মক জখমের চিহ্ন ছিলো। এর একটি ছিলো তার কাঁধে। উরওয়া (ইবনে যুবায়ের) বলেছেন, আমি আমার আঙুলগুলো ঐ জখমের স্থানে (গর্তে) ঢুকিয়ে দিতাম। তিনি (উরওয়া ইবনে যুবায়ের) আরো বলেছেন : ওই আঘাত তিনটির দৃষ্টি ছিলো বদর যুদ্ধে এবং একটি ছিলো ইয়ারমুক যুদ্ধের। উরওয়া (ইবনে যুবায়ের) বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (উরওয়ার ভাই) শহীদ হওয়ার পর আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : হে উরওয়া! তুমি কি যুবায়েরের তরবারী চিন? আমি বললাম, হ্যাঁ, চিনি। আবদুল মালেক বললো : তার কোন চিহ্ন উল্লেখ করতে পার? আমি বললাম : এর এক জায়গায় ভাঙা আছে যা বদর যুদ্ধের দিন ভেঙেছিলো। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান বললো : হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। তারপর তিনি (আবদুল মালেক) আবৃত্তি করলেন : **بَيْنَ فُلُولٍ مِنْ قِرَاعِ الْكِتَابِ** ভাঙা ছিলো ধার তার সেনাদের আঘাতে আঘাতে। তারপর তিনি তরবারীখানা উরওয়া (ইবনে যুবায়ের)-কে ফিরিয়ে দেন। বর্ণনাকারী হিশাম বলেন : আমরা নিজেরা তরবারীখানির মূল্য ধরেছিলাম তিন হাজার দিরহাম। আমাদের মধ্যে একজন তরবারীখানা খরিদ করে নিলো। তবে তা পাওয়ার জন্য আমি নিজে খুবই আকাঙ্ক্ষিত ছিলাম।

۳۶۸۲ - عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ كَانَ سَيْفُ الرَّبِيعِ مَحْتَلًى بِبِقِصَّةِ قَالَ هِشَامٌ وَكَانَ سَيْفٌ عُرْوَةَ مَحْتَلًى بِبِقِصَّةٍ.

৩৬৮২. হিশাম তার পিতা উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তার (উরওয়ার) পিতার তরবারী রোপোর কারুকর্ম খচিত ছিলো। আর উরওয়ার তরবারীও রোপোর কারুকর্ম-খচিত ছিলো। [সম্ভবতঃ হযরত উরওয়া (রাঃ)-এর তরবারীখানিই হযরত যুবায়ের (রাঃ)-এর তরবারী ছিলো]।

۳۶۸۳- عَنْ عُمَرَ وَ أَنَا أَشْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا لِلرَّبِيِّ يَوْمَ الْيَوْمِ أَلَا تَسْتَدُّ نَسْتَدُّ مَعَكَ فَقَالَ إِنْ شَدَدْتُ كَدَّ بَشْرٍ فَقَالُوا لَا تَفْعَلْ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ حَتَّى شَقَّ صُفْرَهُمْ كِبَادًا هَرْدًا مَعَهُ أَحَدًا ثُمَّ رَجَعُ مَقِيدًا فَأَخَذُوا بِجَانِبِهِ فَضَرَبُوا ضَرْبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ صُورِيهَا يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ عُمَرُ وَ أَنَا كُنْتُ أَدْخُلُ أَصَابِعِي فِي تِلْكَ الضَّرْبَتَيْنِ الْعَبِّ وَأَنَا صَخِيرٌ قَالَ عُمَرُ وَ أَنَا وَكَانَ مَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّبِيِّ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ سِنِينَ حَمَلَهُ ظُفْرَيْنِ وَوَكَلِبِهِ رَجُلًا.

৩৬৮৩. উরওয়া (ইবনে যুবায়ের) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাগণ ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিন যুবায়েরকে বললেন : তুমি কাফেরদের ওপর আক্রমণ করো, আমরাও একযোগে তোমার সাথে হামলা করবো। তিনি বললেন, আমার সন্দেহ যে, আমি যদি আক্রমণ করি তাহলে তোমরা আমার সাথে থাকবে না। তারা বললেন, আমরা নিশ্চয়ই তোমার সাথে থেকে তাদের ওপর হামলা করবো। এরপর যুবায়ের শত্রুদের ওপর আক্রমণ করলেন এবং তাদের বৃহভেদ করে অগ্রসর হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর আশে-পাশে তখন কেউ-ই ছিলো না। তিনি ফিরে আসতে উদ্যত হলে শত্রুরা তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেললো এবং তাঁর কাঁধের ওপর যেখানে বদর যুদ্ধের আঘাতের চিহ্ন ছিলো তার দু'পাশে দু'টি আঘাত করলো। উরওয়া বর্ণনা করেছেন, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ওই আঘাতগুলো থেকে স্মৃতি গর্তে আমার সবগুলো আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে খেলা করতাম। উরওয়া আরো বর্ণনা করেছেন : ইয়ারমুকের এই যুদ্ধে তাঁর (যুবায়েরের) সাথে (তার পুত্র) আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরও ছিলেন। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের) ছিলেন তখন দশ বছর বয়সের বালক। যুবায়ের তাকে ঘোড়ায় উঠিয়ে নিলেন এবং এক ব্যক্তির ওপর তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিলেন। ১১

۳۶۸۴- عَنْ ابْنِ طَلْحَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةِ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صُنَادِيدِ قُرَيْشٍ فَقَدَّ مَوَافِي طُلُوبِي مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَلِيئِي مَجْبِيئِي وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَتَاهُمْ بِالْعَرَصَةِ تِلْكَ لِيَالٍ فَمَا كَانَ يَسُدُّ رِ الْيَوْمَ الثَّلَاثِ أَمْرًا بِرَأْسِهِ فَشَدَّ عَلَيْهِمَا رَحْلَهُمَا ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَشْحَابُهُ وَقَالُوا مَا تَرَى يَسْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ حَتَّى تَأْتِيَ شَفَةَ الرِّكْبِ فَيَجْعَلُ يَتَأَدَّبُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَيَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَيَسْتَرْكُمُ أَيْسَرُكُمْ أَلَطَعْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّا تَكُّ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبَّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَكَلَّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَهَا رِوَاكُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي مَحْمُولٌ بِيَدِهِ مَا أَتَتْكُمْ بِأَسْمَمٍ لِمَا

১১. ইয়াসীদ [মুআবিরা (সঃ)-এর পুত্র] তার শাসন যুগে যে সময় মক্কার ওপর আক্রমণ ও বায়কুলাহর ওপর পায়ের বর্ষণ করে সে সময় হবরত আক্কালাহ ইবনে যুবায়ের তার মোকাবিলা করেন এবং শাহসাত বরণ করেন।

أَقُولُ مِنْهُمْ قَالَ تَتَادَبَّ أَحْيَاهُمْ اللَّهُ حَتَّىٰ أَسْمَعَهُمْ تَوَلَّاهُ تَوْبِيحًا وَتَمْغِيرًا وَنَقْمَةً
وَحَسْرَةً وَنُدْمًا.

৩৬৮৪. আব্দু তালহা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) বদর যুদ্ধের দিন নবী (সঃ)-এর আদেশে চাব্বিশজন কুরাইশ নেতার লাশ বদর প্রান্তরের একটি নোংরা ও আব-জর্নাপূর্ণ কঙ্করময় কূপে নিক্ষেপ করা হলো। নবী (সঃ)-এর নিয়ম ছিলো কোন গোটি বা কওমের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করলে সেখানে খোলা মাঠে তিন রাত অবস্থান করা। বদর প্রান্তরে এরূপ অবস্থানের পর তৃতীয় দিনে যাত্রার (জন্য প্রস্তুতির) নির্দেশ দিলেন। সওয়ারীসমূহের জিন কষে বাঁধা হলো। তখন তিনি পায়ে হেঁটে (কিছুদূর) এগিয়ে চললেন। সাহাবাগণও পেছনে পেছনে গেলেন। তারা মনে করেছিলেন, তিনি কোন প্রয়োজনে কোথাও যাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কূপের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কূপে নিক্ষেপিত মরদেহ ও তাদের পিতার নাম ধরে এভাবে ডাকতে শুরু করলেন : হে অমূকের পুত্র অমূক! হে অমূকের পুত্র অমূক! তোমরা কি এখন বদলেতে পারছ যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করলে এখন খুশী হতে পারতে? আল্লাহ আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন আমরা পুরোপুরিই তা সঠিক পেয়েছি। (বলো!) তোমরা কি তোমাদের সাথে কৃত তোমাদের প্রভুর ওয়াদা সঠিক পেয়েছে? আব্দু তালহা বর্ণনা করেছেন, এ সময় উমর বসলেন : হে আল্লাহর রসূল! যেসব দেহে প্রাণ নাই আপনি তাদের সাথে কথা বলছেন। (এ কথা শুনে) নবী (সঃ) বললেন : সেই মহান সত্তার শপথ! হাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আমি যা বলছি তা তোমরা তাদের চেয়ে বেশী শুনছো না। কাতাদা বলেছেন : আল্লাহ তাঁর [নবী (সঃ)-এর] কথা শুনানোর জন্য তাঁদেরকে (কাফেরদেরকে) জীবিত করেছিলেন, তারা যেন ধর্মিক, লাজ্বনা, অপমান, কষ্ট-দুঃখ ও লজ্জা অনুভব কবছে।

٣٦٨٥- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْذَيْنَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا قَاتَلَ هُرٌّ وَاللَّهُ لَقَارٌ قَرِيْبٌ كَانَ
عَمْرُو هُرٍّ تَرِيْسٌ وَمُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ قَالَ النَّارِ يُؤْمَ بَدَّلُوا

৩৬৮৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি الذین بدلوا نعمة الله كفرا (যারা আল্লাহর নেয়ামতকে কুম্বরী বা অবাধ্যতায় বদলে দিয়েছে) এই আয়াতাত্বংশের তাফসীর করতে গিয়ে বলেছেন যে, আল্লাহর কসম! এ দ্বারা কাফের কুরাইশদেরকে বদ্বানো হয়েছে। আমরা বলেছেন : এর অর্থ হলো কুরাইশগণ। আর মুহাম্মদ (সঃ) হলেন আল্লাহর নেয়ামত। আর "নিজেদের কওমকে তারা ধ্বংসের ঘরে পৌঁছে দিয়েছে" (ইবরাহীম : ২৮) আয়াতাত্বংশের অর্থ হলো দোষখ। অর্থাৎ বদর যুদ্ধের দিন দোষখে পৌঁছে দিয়েছে।

٣٦٨٦- عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَسِي عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّ الْمَيْتَ يَدْعُبُ فَإِنَّهُ يَبْكُءُ أَهْلَهُ فَقَالَتْ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَيَعْلَبُ
بِحَبِطِيَّتِهِ وَذُئْبِهِ وَأَنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْأَيُّ تَأَلَّتْ وَذَلِكَ مَثَلُ تَوَلَّاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَامَ عَلَى الْقَيْلِيْبِ وَفِيهِ تَحْلِي بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ أَنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ
مَا أَقُولُ وَإِنَّمَا قَالَ أَنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ ثُمَّ قَرَأَتْ إِنَّكَ لَأَ

تَسْمِعَ الْمُوتَىٰ وَمَا أَنْتَ بِمُشِيحٍ مِّنَ الْقُبُورِ، يَقُولُ جِئْتُ تَبَوُّعًا وَمَا عِنْدَهُمْ

৩৬৮৬. হিশাম তার পিতা (উরওয়া) থেকে বর্ণনা করেছেন। [আবদুল্লাহ ইবনে উমর হাদীসটি নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন] উরওয়া বলেছেন : মৃত ব্যক্তিকে তার প্রিয়-জনদের কান্নাকাটি করার কারণে কবরে আঘাব দেয়া হয়। নবী (সঃ)-এর এ কথাটি আয়েশার কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, নবী (সঃ) বলেছেন : মৃত ব্যক্তির অপরাধ ও গোনাহর কারণে তাকে আঘাব দেয়া শূন্য হয় অথচ তার প্রিয়জন তখনও তার জন্য কাঁদছে। আয়েশা বলেছেন এ কথাটিও ঐ কথাটির অনুরূপ যা রসূলুল্লাহ (সঃ) বদবে নিহত মূশরিকদের লাশ যে কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল সেই কূপের ধারে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন। তিনি তাদেরকে সক্ষ্য করে যা বলার বললেন এবং জানালেন যে, আমি যা বলাছি তারা তা সবই শুনতে পাচ্ছে। তিনি বললেন : তারা এখন বদ্বতে পারছে যে, আমি তাদেরকে যা বলাছিলাম তা ছিলো হক ও ন্যায়সঙ্গত। তারপর তিনি [আয়েশা (রাঃ)] এ আয়াতাতাংশ তিলাওয়াত করলেন : “তুমি মৃতদেরকে শূন্যতে সক্ষম নও” (সূরা-রুম-৫২) “আর যারা কবরে পড়ে আছে তাদেরকে তো তুমি শূন্যতে সক্ষম নও।” (সূরা-ফাতুর : ২২) উরওয়া বলেন : আয়েশার এ আয়াত তিলাওয়াতের অর্থ হলো দোষে যখন তাদের জন্য স্থান নির্দিষ্ট হয়ে যাবে তখন তাদেরকে আর কিছ্ শোনানো সম্ভব নয়।

৩৬৮৭. عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ وَقَعَتِ الشَّيْءُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَلَيْبُ بَدْرٌ يَقَالُ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا دَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمْ الْأَنْ يَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ لَهُمْ نَدَّ كَرِيهًا نَكْتَةً فَقَالَتْ إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ الْأَنْ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ هُوَ الْحَقُّ ثُمَّ قَرَأْتُ « إِنَّكَ لَأَسْمِعُ الْمُوتَى » حَتَّى قَرَأْتُ الْآيَةَ

৩৬৮৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) বদরের কূপের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন : (হে মূশরিকগণ!) তোমাদের 'বদ' তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা কি তোমরা ঠিক ঠিক পেয়েছো? পরে তিনি [নবী (সঃ)] বললেন : এ মূহুর্তে আমি যা বলাছি তা তারা শুনছে। এ বিষয়টি আয়েশার কাছে বর্ণনা করা হলে তিনি (আয়েশা) বললেন : নবী (সঃ) যা বলাছিলেন তার অর্থ হলো তারা এখন বদ্বতে পারছে যে, আমি তাদের যা বলতাম তা যথাযথ সত্য ছিলো। তারপর তিনি পাঠ করলেন : “তুমি তো মৃতদেরকে শূন্যতে সক্ষম নও। আর তুমি কোন আহ্বানই বিশ্বাসীদের করণগোচর করাতে পারবে না, যখন তারা পিঠ ফিরে (উল্টো দিকে) চলে যায়।”

—(সূরা-আর-রুম-৫২) ১২২

অনুবোধ : বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মর্মান্দা।

عَنْ أَنَسِ يَقُولُ أُصِيبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ غَلَامٌ جَاءَتْهُ أُمَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَدْعِرْتِ مَثْرَةَ حَارِثَةَ مِثِّي فَإِنْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ أُصِيبُ

১২. এখানে মৃত ও বিশ্বাসীদের কবরগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, তারা স্বর্গের কথা শুনতে উপলব্ধি করতে পারে না। সুতরাং তাদের অবস্থা যেন মৃত ও বিশ্বাসীদের মতই। অন্যথা আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাঁর রসূলের কথা মৃতদেরকে শুনিয়ে দিতে পারেন।

وَأَحْبَبَ وَإِنَّكَ الْأُخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ دَيْمُكَ أَدَّهَبَلِيتِ أَوْجَنَّةً وَاحِدَةً
هِيَ أَيُّهَا جَنَّتْ كَثِيرَةٌ وَأَنَّه فَجَنَّةِ الْفُرْدُوسِ.

৩৬৮৮. আনাস বলেন : হারিসা (ইবনে সদ্দাক) ছিলো একজন বালক। সে বদর যুদ্ধে শহীদ হন। তার মা নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বললো : হে আল্লাহর রসূল! হারিসা আমার কত আদরের তা আপনি অবশ্যই জানেন। এখন বন্দন, যদি সে জামাতাবাসী হয়ে থাকে তাহলে আমি ধৈর্যধারণ করবো এবং তার জন্য সওয়ারের আশা করবো। অন্যথা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিরূপ কাম্বাকাটি করছি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : ওহে! তুমি কি শোকে পাগলিনী হয়ে গেলে? আল্লাহ তাআলা কি মাত্র একটি বেহেশত তৈরী করে রেখেছেন। বেহেশত বহুসংখ্যক আছে। আর সে (তোমার পুত্র হারিসা) জামাতুল ফিরদাউস লাভ করেছে। ১০

٣٦٨٩ مَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا مُرَثَدَ وَالزُّبَيْرَ وَكُنَّا فَارِسَ
قَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْسَةَ خَاطِرَ فَإِنَّهَا إِمْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا
كِتَابٌ مِّنْ حَاطِبِ إِلَى الْمُشْرِكِينَ نَادُوا كُنَّا حَاطِرَ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا حَيْثُ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ نَقَلْنَا الْكِتَابَ فَقَالَتْ مَا مَعَنَا كِتَابٌ فَأَخْبَنَا مَا فَالْتَمَسْنَا نَكْرًا كِتَابًا
نَقَلْنَا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَخْرَجْنَا الْكِتَابَ أَدْلَجْنَا دَيْمًا دَاتِ الْجِدَّةِ
أَهْوَتْ إِلَى حُجْرَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجِرَةٌ بِكِسَاءٍ فَأَخْرَجْتُهُ فَأَنْطَلَقْنَا بِهَا إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَانَ اللَّهُ دَرَسُوهُ وَالْمُؤْمِنِينَ قَدِ عَنِي
قَدْ مَرَّبَ عُنُقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ حَاطِبُ وَاللَّهِ مَا بِي
أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يَدْفَعُ اللَّهُ
بِهَا عَنِ أَهْلِ دِمَازِ وَيَسْ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِكَ إِذْ لُهُ هُنَاكَ مِثْرٌ عَشِيرَتِهِ مِثْرٌ
يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنِ أَهْلِهِ وَمَالِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَدَدَتِي وَلَا تَعْرَفُوا إِلَهَ إِلَّا خَيْرًا
فَقَالَ عُمَرُ إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللَّهُ دَرَسُوهُ وَالْمُؤْمِنِينَ قَدِ عَنِي إِذْ مَرَّبَ عُنُقَهُ فَقَالَ أَلَيْسَ
مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ كَلَّ اللَّهُ أَكْلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ ائْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجِئْتُمْ لَكُمْ
الْجَنَّةُ أَوْ فَقَدْ بَغِثْتُمْ لَكُمْ قَدِ مَحَّتْ عَلَيْنَا عُمَرُ وَقَالَ اللَّهُ دَرَسُوهُ أَهْلَمَ.

১০. হারিসা বন্দিত হারিসা হলেন সদ্দাকার পুত্র হারিসা, হবরত আনাস (রাঃ)-এর ফুফাতো ভাই। হারিসার মায়ের নাম রুবাইয়ে। তিনি ছিলেন হবরত আনাস (রাঃ)-এর ফুফু। হারিসা কবরের যুদ্ধে শহীদ হন। একটি হাউজ থেকে পানি পান করার সময় ইবনেল গারফা নামক এক কবরের তাকে তাঁর নিক্ষেপ করে শহীদ করে।

৩৬৮৯. আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) আব্দু মদুশেদ, যদুবা-
 ন্নের ও আমাকে 'রওয়া খাখ' নামক জায়গায় যাওয়ার আদেশ দিয়ে বললেন : সেখানে গিয়ে
 একজন মদুশরিক স্থালোককে দেখতে পাবে। তার নিকট মক্কার মদুশরিকদের কাছে লিখিত
 হাতেব ইবনে আব্দু বালতা'আর একখানা পত্র আছে। (সেই পত্রখানা ছিনিয়ে আনবে)।
 আলী বলেন, আমরা সবাই ঘোড়ার পিঠে রওয়ানা হলাম এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর
 নির্দেশিত স্থানে গিয়ে তাকে ধরে ফেললাম। সে (স্থালোকটি) তখন একটি উটের পিঠে
 আরোহণ করে পথ চলাছিলো। আমরা তাকে বললাম : পত্রখানা বের করো। সে বললো :
 আমার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা তখন তার উটটিকে বাসিয়ে তার তল্লাশী নিলাম।
 কিন্তু কোন পত্র বের করতে পারলাম না। আমরা বললাম : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথা
 মিথ্যা হতে পারে না। সুতরাং পত্রখানা বের করে দাও। নতুবা আমরা তোমাকে উলঙ্গ
 করে তল্লাশী চালাবো। কঠোর মনোভাব লক্ষ্য করে স্থালোকটি তার কোমরের পরিধেয়
 বস্ত্রের গিঁটে কাপড়ের পট্টুলির মধ্য থেকে তা বের করে দিলো। তা নিয়ে আমরা রসূ-
 লুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পৌঁছলাম। (সব দেখে শুনে) ওমর বললো, হে আল্লাহর রসূল!
 এ তো আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মদু'মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। আমাকে অনুমতি দিন
 আমি তার (পত্র লেখকের) গর্দান উড়িয়ে দিই। নবী (সঃ) (পত্র লেখক হাতেবকে ডেকে)
 বললেন : তুমি এরূপ কাজ করলে কেন? তখন হাতেব বললেন : আল্লাহর শপথ। আমি
 এ কাজ এ জন্য করি নাই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ইমান পোষণ করি না। এ
 কাজ করার পেছনে আমার উদ্দেশ্য হলো (মক্কার শত্রু) কওমের প্রতি কিছু ইহসান করা
 যাতে আল্লাহর মেহেরবানীতে তাদের অনিষ্ট থেকে আমার মাল ও পরিবার রক্ষা পায়।
 আর আপনাদের সাহাবাদের সবাই কোন-না-কোন গোত্রীয় বা বংশীয় আত্মীয় সেখানে
 (মক্কার) রয়েছে যার মাধ্যমে আল্লাহর মেহেরবানীতে তার সম্পদ ও পরিবারবর্গ রক্ষা
 পাবে। এসব শুনে নবী (সঃ) বললেন : সে (হাতেব) ঠিকই বলেছে। তোমরা তার
 বিষয়ে উত্তম কথা ছাড়া আর কিছু বলবে না। তখন ওমর বললেন, সে আল্লাহ, তাঁর রসূল
 ও মদু'মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং আমাকে অনুমতি দিন আমি তার
 গর্দান উড়িয়ে দিই। রসূলুল্লাহ (সঃ) ওমরকে বললেন : সে কি বদরের যুদ্ধে অংশ
 নেয়নি? নিশ্চয়ই আল্লাহ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের দেখে বলেছেন : তোমরা
 যেমন ইচ্ছা আরাম করো। জান্নাত তোমাদের জন্য অবধারিত হয়ে আছে অথবা বলেছেন
 (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। ওমরের দৃ' চোখ তখন
 অপ্রসঙ্গল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী। ১৪

অনুচ্ছেদ : আব্দুল্লাহ ইবনে মদু'আম্মদ জু'ফী, আব্দু আহ'মাদ যদু'বাইরী, আব্দুর রহমান
 ইবনে গাসীল, হামযা ইবনে আব্দু উমাইদ এবং যদু'বায়ের ইবনে মদু'যির ইবনে আব্দু উসাই-
 দের মাধ্যমে আব্দু উসাইদ থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। আব্দু উসাইদ বলেছেন :

১৪. হযরত হাতেব ইবনে আব্দু বালতা'আ বন্দের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা ছিলেন। রসূলুল্লাহ
 (সঃ) যে সময় মক্কা অভিবানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন এবং মক্কাবাসীরা যাতে এ অভিবানের
 কথা পূর্বেই জানতে না পারে সেজন্য গোপনীয়তা রক্ষা করছিলেন, হযরত হাতেব সে সময় এ পত্র
 দিয়েছিলেন। হযরত হাতেব মনে করেছিলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) অকস্মাৎ মক্কার ওপর চড়াও হলে
 মক্কাবাসী কাফেররা মদীনার মুসলিমদের মক্কাহ আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গকে হত্যা করে ফেলতে
 পারে। হযরত হাতেব (সঃ)-এর পরিবারবর্গ ও সহায়-সম্পদ মক্কাতেই ছিলো। মক্কাতে তাঁর এখন কোন
 আত্মীয়-স্বজন ছিলো না যারা তার পরিবার-পরিজনকে আশ্রয় দিতে সক্ষম। তাই তিনি কক্কেরদের
 কাছে পত্র দিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মক্কা আক্রমণের কথা তাদেরকে জানাতে সন্দেহ করলেন যাতে এ
 উপকারের কথা মনে করে তারা তাঁর পরিবার-পরিজনকে কোম দ্রুত মু করে।

বদরের যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, শত্রু তোমাদের নিকটে পৌঁছে গেলে তাঁর নিক্ষেপ করবে অন্যথা তাঁর সংরক্ষিত রাখবে।

৩৬৭০- عَنْ أَبِي سَيْدٍ كَال قَالَ لَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ إِذْ كَتَبُوا كَثْرَةَ كَثْرَةٍ

كَأَمْثَلِهِمْ وَأَشْبَهُوا أَهْلَهُمْ

৩৬৯০. আব্দু উসাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : বদরের যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দান করেছিলেন যে, তারা (শত্রু) তোমাদের নিকটবর্তী হলে তাঁর নিক্ষেপ করবে অন্যথা তাঁরসমূহ সংরক্ষিত রাখবে। ১৫

৩৬৭১- عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَوْ بِنِ مَازِيَةَ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الرَّمَاةِ يَوْمَ بَدْرٍ أَحَدًا مَبْدَأَ اللَّهِ بِنِ جَبْرِ

فَأَصَابُوا مِائَةً سَبْعِينَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ

وَمِائَةً سَبْعِينَ أَيْ سَبْعِينَ قَتِيلًا كَمَا أَبُو سَعِيدٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَأَخْرَجَ سَمَاءَ

৩৬৯১. বারা' ইবনে আমেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : অহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে জু'বায়েরকে তাঁর নিক্ষেপকারী বাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। (এ যুদ্ধে) তারা (কাফেররা) আমাদের সন্তরজনকে শহীদ করেছিলেন। আর বদর যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ মদ্যারিকদের একশ' চল্লিশজনকে গ্রেফতার করে ফেলেছিল, তার মধ্য থেকে সন্তরজনকে হত্যা করা হয়েছিল এবং সন্তরজনকে বন্দী করে নিয়ে আসা হয়েছিল। (অহুদ যুদ্ধের দিন যুদ্ধের পর) আব্দু সূফিয়ান বললো : আজকের দিন বদর যুদ্ধের দিনের প্রতিশোধ নেয়া হলো। আর যুদ্ধ তো কূপ থেকে পানি উঠানোর পাতের মত। (অর্থাৎ পানির পাত যেমন হাত বদল হতে থাকে, তেমনি যুদ্ধেও সব সময় বিজয় শূন্য এক পক্ষের হয় না)।

৩৬৭২- عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أُرَادَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَإِذْ لُحِيْرَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ

الْحَيْرِ بَعْدًا وَكَوَأَبِ الْعَيْدِ فِي الْيَدِ إِذَا نَا اللَّهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ

৩৬৯২. আব্দু বরদা আব্দু মুসা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমার মনে হয় আব্দু মুসা নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন : আমি স্বপ্নে যে কল্যাণ দেখতে পেরেছিলাম সেটিই পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করেছেন। আর উত্তম সওয়াব বা পুরস্কার সম্বন্ধে যা দেখেছিলাম তা বদর যুদ্ধের পর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করেছেন। ১৬

১৫. এ হাদীস থেকে বৃদ্ধা বার, অস্ত্রের পাল্লার মধ্যে না আসা পূর্বন্ত শত্রুকে আঘাত করা বা অস্ত্র ব্যবহার করা বোকাগি। কারণ, এতে শত্রু, অস্ত্রের অপচয় হয়। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ নির্দেশ সমরকায়ার তাঁর অভিজ্ঞতায় পরিচায়ক।

১৬. রসূলুল্লাহ (সঃ) এক সময়ে স্বপ্নে কতকগুলো গরু, কোরবানী করতে দেখলেন এবং কিছদ কল্যাণের ইঙ্গিত পেলেন। তিনি গরু, কোরবানী অর্ধ করলেন অহুদ যুদ্ধে মদ্যযবানদের শহীদ

۳۶۹۳- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ إِنِّي لَمِنِ الْبَصِيفِ يَوْمَ بَدْرٍ إِذْ انْتَفَتَتْ نِازًا عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي فَنَيَّانِ حَدِيثُ الشَّيْءِ نَكَانِي لَمَّا مَنَّتْ بِمَا نِيهَا إِذْ قَالَ لِي أَحَدُهُمَا سِرًّا مِنْ مَا حَيْبُهُ يَا عَمْرُؤُا رِنَا أَبَا جَهْلٍ فَقُلْتُ يَا ابْنَ أُمِّئِى وَمَا تَضَعُ بِهِ قَالَ مَا هَدَيْتَ اللَّهُ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ أَقْتُلَهُ أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ فَقَالَ لِي الْآخَرُ سِرًّا مِنْ مَا حَيْبُهُ وَمِثْلُهُ قَالَ نِمَّاسَرْنَا أَقْبَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَكَانَهُمَا نَأَشْرُتُ لِمَا إِلَيْهِ فَشَدَّ عَلَيْهِ وَمِثْلُ الصَّغْرَيْنِ حَتَّى صَرَ بَاةً وَهَمَّا ابْنَا عَمْرُؤَا.

৩৬৯৩. আবদুর রহমান ইবনে আওফ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : বদর যুদ্ধের দিন সৈনিকদের বৃহৎ দাঁড়িয়ে আমি এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলাম আমার ডানে ও বামে দু'জন অল্প বয়স্ক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। পাশে তাদের মতো অল্প বয়স্ক দু'জন যুবক থাকার কারণে আমি যেন নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারলাম না। এ সময় তাদের একজন অন্যজন থেকে গোপন করে আমাকে জিজ্ঞেস করলো : চাচাজান! আমাকে দেখিয়ে দিন তো আব্দু জাহল কে? আমি বললাম, ভাতিজা, তাকে (আব্দু জাহল) দিয়ে তুমি কি করবে? সে বললো, আমি আল্লাহর কাছে ওরাদা করেছি যে, তার দেখা পেলে আমি তাকে হত্যা করবো কিংবা এ জন্য নিজেই মৃত্যুবরণ করবো। অন্যজনও অনুরূপভাবে তার সঙ্গীকে গোপন করে আমাকে একই কথা জিজ্ঞেস করলো। আবদুর রহমান ইবনে আওফ বর্ণনা করেছেন : তখন তাদের দু'জনের প্রতি আমার আগ্রহ সৃষ্টি হলো। মনে করলাম আমি দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের পাশেই আছি। আমি তাদের দু'জনকে ইশারায় আব্দু জাহলকে দেখিয়ে দিলাম। তারা দু'টি শিকারী বাঘের মতো তৎক্ষণাৎ তার ওপর বাঁপিয়ে পড়লো এবং তাকে হত্যা করলো। এরা দু'জন ছিল আফরার দু'পুত্র। ১৯

۳۶۹৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرَةَ عَشْرًا إِذْ أَمَرَ عَلَيْهِمْ مَا صِرْتِ نَابِتِ بْنِ الْأَنْصَارِيِّ جَدَّ عَائِصِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدْيَةِ بَيْنَ عُشْفَانِ وَمَكَّةَ دُكِرُوا لِحِجَّتِي مِنْ هُدًى لِي يَقَالَ لَهُمْ بَنُو لُحْيَانَ فَنَفَرُوا لَهُمْ بِغَيْرِ يَدٍ مِنْ يَأْتِيهِ رَجُلٌ تَأْمُرُهُمْ أَنْ تَتَّصُوا بِأَنَارِهِمْ حَتَّى وَجَدُوا مَا كَلَّمَهُمُ الشَّرَفُ فِي مَنَزِلٍ نَزَلُوا فِيهِ فَقَالَ تَمْرٌ يَثْرِبُ فَاتَّبَعُوا النَّارَ حَتَّى نَلَّحْنَا حَسَنَ بْنِ عَائِصٍ وَأَمَّا بَعْضُ الْبُحْرَانِيِّينَ إِلَى مَوْضِعٍ فَأَحَاكَ بِهِمُ الْقَوْمُ فَتَأَمَّرُوا لَهُمْ أَنْزَلُوا فَأَعْلَوْا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْيُسْتَأْنَاءُ أَنْ لَا تَقْتُلُوا مِنْكُمْ أَحَدًا

হওয়ার ঘটনাকে। আর স্বিভীয় বদরের পর মুসলমানগণ যে দু'টা চুক্তি ও ঈমানী বল লাভ করলেন সেটিকে তিনি স্বপ্নে দেখা কল্যাণ হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন। কেননা বদরের পূর্বে ভীতি সৃষ্টি করে মুসলমানদেরকে অবলম্বিত করার চেষ্টা করা হয়েছিলো। কিন্তু তাতে তাদের ঈমান আরো মজবুত এবং মনোবল আরো বৃদ্ধি পেলো।

১৭. আব্দু জাহলের হত্যাকারী দু'ভাই ছিলেন মু'আয ও মূ'আয়েস।

فَقَالَ عَامِرُ بْنُ نَابِئٍ أَيُّهَا الْقَوْمُ أَمَا أَنَا نَدَا أُنْزِلَ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَحْبِبْ مَنْ مَاتَ بِكَ
 بِسْمِ اللَّهِ فَرَوْهُمْ بِالْبَلِّ فَقَتَلُوا، فَأَصَابَ وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةٌ نَهَرًا عَلَى الْعَمْدِ وَالْمِثَاقِ مِنْهُمْ جُبَيْبٌ
 وَزَيْدُ بْنُ الدَّيْنَةِ وَرَجُلٌ الْخَرَنَلِيُّ اسْتَمَكَّ سَوْمَهُمْ أَظْلَقُوا أَوْ تَارَقْتِهِمْ فَرَبَطُواهُمْ
 بِهَا قَالَ الرَّجُلُ النَّابِئِيُّ هَذَا أَوَّلُ الْبُخَارِيِّ وَاللَّهُ لَا أُشَجِّبُكُمْ إِنَّ فِي هَذَا لَأَسْوَأَ مِنِّي الْقَتْلَى
 لِحُرِّ رَدِّهِ وَفَأَجْمَعُوا نَأْيًا أَنِ يُصَحِّبَهُمْ فَانْطَلَقَ جُبَيْبٌ وَزَيْدُ بْنُ الدَّيْنَةِ حَتَّى بَاعُوهُمَا
 بَعْدَ دَفْعَةِ بَدْرِ فَابْتِغَاءَ بَنُو الْخَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُؤْلُؤِ بْنِ خَيْبَةَ وَكَانَ جُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ
 الْخَارِثِ بْنِ عَامِرِ يَوْمَ بَدْرِ نَبِيكَ جُبَيْبٌ عِنْدَ هَرَمٍ أَسِيرًا حَتَّى أَجْمَعُوا أَتْلَهُ فَاسْتَعَارَ
 مِنْ بَنَاتِ الْخَارِثِ مَرْسَى يَسْتَجِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ نَدْرَجُ بِنْتُ لُجَا وَهِيَ غَارِلَةٌ حَتَّى آتَاهَا
 فَوَجَدَتْهُ مُجَلِسَةً عَلَى الْخَيْبَةِ وَالْمَرْسَى بِيَدِهَا كَالْتِ فَفَزِعَتْ فَزَعَةً عَرَفَهَا جُبَيْبٌ
 قَالَ الْخَيْبِيُّنَ أَنِ أَتَيْتُهُ مَا كُنْتُمْ لِأَفْعَلِ ذَلِكَ وَأَنْوَ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا خَيْرًا مِنْ
 جُبَيْبٍ وَاللَّهُ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمَ مَا يَأْكُلُ تِلْغَامًا مِنْ عَنَبٍ فِي يَدِهَا وَأَنَّ لُمُوثًا بِأَمْحُويدٍ وَمَا
 بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّهُ لَوُرْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ جُبَيْبًا فَلَمَّا حَرَّجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ
 لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِجْرِ قَالَ لَهُمْ جُبَيْبٌ دَعُونِي أَصَلِّ رُكْعَتَيْنِ فَتَرَكُوهُ فَوَرَّكَ رُكْعَتَيْنِ
 فَقَالَ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنِ تَحْسَبُوا أَنَّ مَالِي جَزَعٌ لَزِدْتُمْ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدًّا وَأَوْتَلُّهُمْ
 بَدْرًا وَأَوْلَايَتِي مِنْهُمْ أَحَدًا ثُمَّ اسْتَأْيَقُولُ ؛ فَلَمَّتْ أَبَايَ حِينَ أَمْتَنَ مُمِيلًا ؛ عَلَى أَيِّ
 جَبْ كَانَ فِي اللَّهِ مَهْرًا ؛ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَسْأَلُ ؛ يَبَارِكُ فِي أَوْصَالِ يَسْأَلُ
 مَسْرُوعٌ ؛ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ أَبُو سُرْدَةَ عَمَّةُ عَمْقَةَ بْنِ الْخَارِثِ فَقَتَلَهُ جُبَيْبٌ هُوَ سَنَى لِكُلِّ
 مَسْلُوبٍ قَتَلَ مَسْلُوبًا لِنُصُولِهِ وَأَخْبَرَ أَهْلِي يَوْمَ أُصِيبُوا وَبَعَثَ نَائِيًا مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى عَامِرِ
 بْنِ نَابِئٍ حِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ يُؤْتُو لِيَشِيءُ مِنْهُ يَعْرِفُ وَكَانَ تَتَلَّ رَجُلٌ عَظِيمًا مِنْ
 عَطْلَائِهِمْ فَبَعَثَ اللَّهُ لِعَامِرٍ مِثْلَ الظَّلَّةِ مِنَ الدَّابِّ فَحَمَلَتْهُ مِنْ رَسُولِهِمْ فَلَمَّا
 يَفْعِدُوا أَنَّ يَقْتُلُوهُ مِنْهُ شَيْئًا وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ دَكَّسُوا وَامْرَأَةً بِنَ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيَّةَ
 وَهَلَالَ بِنَ أُمِّيَّةَ الْوَأَقِيحِي رَجُلَيْنِ عَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا.

৩৬৯৪. আব্দ হুদ্রাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) আসেম ইবনে উমর ইবনে খাতাবের নানা আসেম ইবনে সাবেত আনসারীর নেতৃত্বে দশজনের একটি

দলকে গোয়েন্দাগিরির জন্য পাঠালেন। তারা উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী হাম্দা নামক স্থানে পৌঁছলে খুদ্বায়ের গোত্রের একটি শাখা বনী লেহইয়ানকে তাদের আগমনের কথা জানানো হলো। তারা একশ জন তাঁর নিক্ষেপকারীর একটি দলকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পাঠালে তারা তাদের পায়ে চিহ্ন ধরে এমন এক স্থানে গিয়ে পৌঁছলো যেখানে বসে তারা খেজুর খেয়েছে। তারা (বনী লেহইয়ান গোত্রের তাঁর নিক্ষেপকারীগণ) ইয়াসারিবের খেজুর (এর আঁটি) বলে চিনতে পারলো এবং পদচিহ্ন অনুসরণ করে খুদ্বাতে থাকলো। আসেম ও তাঁর সঙ্গীগণ তাদের দেখতে পেয়ে একটি পাহাড়ের ওপরে আশ্রয় নিলে তারা সে স্থান ঘিরে ফেললো। তখন তারা মুসলমানদেরকে অবতরণ করে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে বললো : তোমাদের প্রতিশ্রুতি দাঁড়ি যে, আমরা তোমাদের কাউকে হত্যা করবো না। এ কথা শুনে আসেম ইবনে সাবেত বললেন : হে আমার সঙ্গী ভাইয়েরা! আমি কাফেরের নিরাপত্তায় আশ্বস্ত হয়ে অবতরণ করবো না। তারপর তিনি বললেন : হে আল্লাহ! আমাদের খবর তোমার নবীকে পৌঁছিয়ে দাও। এরপর তারা তাঁর ছুঁড়ে আসেমকে শহীদ করলে অবশিষ্ট তিনজন খুদ্বায়ের, যাদের ইবনে দাসেনা এবং আরেফ তাদের প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদায় বিশ্বাস করে পাহাড়ের চড়া থেকে নেমে পড়লেন। তারা আত্মসমর্পণ করলে কাফেররা নিজেদের ধনুকের রাশি খুলে তা দিয়ে তাদেরকে বেঁধে ফেললো। এ দেখে তৃতীয়জন বললো : এটা হলো প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সাথে যাবো না। আমি আমার সাথীদের সাথেই থাকবো অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করবো। তারা (কাফেররা) তাকে বহু টানা-হেঁচড়া করলো। কিন্তু তিনি তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করলেন। (তারা তাঁকে হত্যা করলো)। অতঃপর খুদ্বায়ের ও যাদের ইবনে দাসেনা উভয়কেই মক্কার নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা হলো। এটা ছিলো বদর যুদ্ধের পরের ঘটনা। তাই বনী হারেস ইবনে আমের ইবনে নওফেল খুদ্বায়েরকে খরিদ করলো। কারণ, বদরের যুদ্ধে তিনিই হারেস ইবনে আমেরকে হত্যা করেছিলেন। খুদ্বায়ের তাদের হাতে বন্দী অবস্থায় কাটাতে থাকলেন। পরে তারা সবাই তাঁকে হত্যা করতে মনস্থ করলে তিনি (খুদ্বায়ের) হারেসের কোন এক কন্যার নিকট থেকে ক্ষোরকমের জন্য একখানা ক্ষুর চেয়ে নিলেন। তার (হারেসের কন্যার) অসতর্ক অবস্থায় তার একটি ছোট বাচ্চা খুদ্বায়েরের কাছে গিয়ে পৌঁছলো। সে (হারেসের কন্যা) দেখতে পেলো সে (খুদ্বায়ের) তার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে রানের ওপর বসিয়ে ক্ষুরখানা হাতে ধরে আছে। সে (হারেসের কন্যা) বর্ণনা করেছে, আমি তখন খুব আতর্ষিত হয়ে পড়লে খুদ্বায়ের তা বুঝতে পারলেন। তিনি মহিলাকে বললেন : আমি তাকে (শিশুকে) হত্যা করবো বলে কি তুমি ভয় পেয়েছো! তা আমি কখনো করবো না। সে বর্ণনা করেছে : আল্লাহর শপথ! আমি খুদ্বায়েরের মতো এত উত্তম কয়েদী কখনো দেখি নাই। আল্লাহর শপথ! একদিন আমি তাঁর হাতে আঙুরের ছড়া দেখেছি সে তা খাচ্ছিলো। অথচ সে লোহার শিকলে বাঁধা ছিলো। আর সে সময় মক্কার কোন ফল ছিলো না। পরবর্তীকালে সে (হারেসের কন্যা) বলতো, ওই আঙুর আল্লাহর তরফ থেকে খুদ্বায়েরের জন্য রিযিক হিসেবে এসেছিলো। পরে তারা খুদ্বায়েরকে হত্যা করার জন্য যখন হারামের বাইরে নিয়ে চললো তখন তিনি তাদের বললেন : তোমরা আমাকে দু'রাকআত নামায পড়তে দাও। তারা সন্ধ্যোগ দিলে তিনি দু'রাকআত নামায পড়ে তাদেরকে বললেন : আল্লাহর শপথ! আমি মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি তোমরা এ কথা মনে না করলে আমি নামায আরো দীর্ঘায়িত করতাম। এরপর তিনি এই বলে সো'আ করলেন। হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে ধ্বংস করে দাও, তাদেরকে বিক্ষিপ্তভাবে হত্যা করো এবং একজনকেও জীবিত রেখো না। তারপর তিনি আবৃত্তি করলেন :

‘অর্থাৎ আমি যখন মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করার সৌভাগ্য লাভ করছি, তখন মোটেই পরোয়া করি না যে, মৃত্যুর মুহূর্তে কোন পাশে ঢলে পড়বো।’

‘আমার এই কোরবানী যেহেতু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাই তিনি চাইলে আমার প্রতিটি কর্তৃত্ব অপেক্ষে বিনিময়ে বরকত দান করবেন।’

এরপর হারেসের পুত্র আবু সারওয়া উকবা তাঁকে শহীদ করলো। আর এভাবেই হযরত খুদ্বালেব সেসব মূসলমানের জন্য দু'রাকআত নামাযের নিয়ম (সুন্নাত) চালু করে গেলেন যারা অসহায় অবস্থায় খৈর্যের সাথে শত্রুর হাতে শাহাদাত বরণ করেন। নবী (সঃ) সৌদিনই তাঁর সাহাবাদেরকে আসেম ও তাঁর বন্ধুদের শাহাদাত বরণের কথা অবহিত করলেন। কুরাইশদের কাছে আসেম ইবনে সাবেতের নিহত হওয়ার খবর পৌঁছলে তারা নিশ্চিত হওয়ার জন্য আসেমের শরীরের কোন অঙ্গ কেটে আনার জন্য লোক প্রেরণ করলো। কেননা বদরের যুদ্ধে আসেম তাদের একজন বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু তারা তাঁর দেহের কোন অঙ্গ কেটে নিতে সক্ষম হলো না। আল্লাহ তা'আলা একঝাঁক বিষাক্ত মোমাছি বা ভীমরুল পাঠিয়ে কুরাইশ সেনাদলের হাত থেকে আসেমের দেহ রক্ষা করলেন। যাতে তারা তাঁর দেহের কোন অঙ্গ কেটে নিতে না পারে। কা'ব ইবনে মালেক বর্ণনা করেন যে, মদরারা ইবনে রাবী' উমরী এবং হিলাল ইবনে উমাইয়া ওয়াকিফী সম্পর্কে লোকেরা আমাকে বলেছে যে, তারা উভয়ে আল্লাহর সালেহ বান্দা ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৮

৩৭৭৫ - عَنْ نَائِمِ ابْنِ عَبْدِ عُمَرَ دِكْرَهُ أَنَّهُ سَعِدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ نُعَيْلٍ وَكَانَ بَدِيًّا مَرِيضًا فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَرَكِبَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَعَالَى النَّهَارُ وَاقْتَرَبَتِ الْجُمُعَةُ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ وَقَالَ الْيَلْتُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَزْدِ تَمِيمِ بْنِ الْأَزْدِ الرَّضِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سَبِيحَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيُسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثَيْهَا وَعَمَّا تَأْتِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَزْدِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ يَخْبِرُهُ أَنَّ سَبِيحَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتُ سَعْدِ بْنِ حُوَلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَاطِبِ بْنِ كُوَيْلٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتَوَقَّى عَنْهَا فِي حَاجَةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَائِلٌ فَلَمَّا تَلَسَّبَ أَنْ وَضَعَتْ حَبْلَهَا بَدْرًا وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نَفْسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخَطَابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَائِلِ بْنُ بَعْلَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَّلِي لِلْخَطَابِ تَرَجِيئِينَ الرِّبْكَاعَ وَرَأَيْتِ وَاللَّهِ مَا أُنْتِ بِسَائِرٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَنْتِ تَأْتِي سَبِيحَةَ فَلَمَّا تَأْتَى لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَى يَدِي حِينَ أُمِّيتُ وَأُمِّيتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَّا يَافِي بَأْتِي تَدَّ حَلَّتْ حِينَ وَضَعْتَ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالْأَرْوَاحِ إِنَّ بَدَّ إِلَى تَابِعَهُ أَضْبَعُ عَنِ ابْنِ وَهَبٍ عَنْ يُونُسَ وَقَالَ الْيَلْتُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ

১৮. মদরারা ইবনে রাবী' এবং হিলাল ইবনে উমাইয়া কবরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা ছিলেন। কিন্তু তারা ডাবলু যুদ্ধে বিনা ওস্তুরে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলেন। তাই আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশে তাঁদেরকে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত বরকট করা হয়। তারা বলেছিলেন আল্লাহর কাছে তওবা করলে তা কবল হয় এবং পুনরায় তারা মূসলমানদের সাথে মিলিয়ে শহাদাত গ্রহণ করে।

شَهِدَ وَأَسَانَاةُ تَقَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ بِنْتِ
لُؤَيٍّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بِنٍ الْبَكَّيْرَ وَكَانَ أَبُوهُ مَشْهُدًا بَدْرًا أَخْبَرَهُ .

০৬১৫. নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সাঈদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল ছিলেন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবা। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—আবদুল্লাহ ইবনে উমরের কাছে জন্ম'আর দিন এ খবর দিলে তিনি সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করে তাঁকে দেখতে গেলেন। তখন বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে এবং জন্ম'আর নামাযের সময় খুবই নিকট-বর্তী হয়ে গিয়েছে দেখে তিনি জন্ম'আ পরিত্যাগ করলেন। (আর একটি সনদে) লাইস ইউনুস থেকে, ইউনুস ইবনে শিহাব থেকে এবং ইবনে শিহাব উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : তাঁর পিতা উতবা উমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম য'হরীকে পত্রের মাধ্যমে সুবাইয়া বিনতে হারেস আসলামিয়ার কাছে গিয়ে তার ঘটনা ও রসূলুল্লাহ (সঃ) তার প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানতে আদেশ করলেন। অতঃপর উমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম আবদুল্লাহ ইবনে উতবাকে লিখে জানালেন। সুবাইয়া ইবনে হারেস তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি বনী আমের ইবনে লুয়াই গোত্রের সা'দ ইবনে খাওলার স্ত্রী ছিলেন। সা'দ ইবনে খাওলা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা ছিলেন। বিদায় হজ্জের বছর তাকে গর্ভবর্তী রেখে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের অল্পদিন পরেই তিনি সন্তান প্রসব করলেন এবং নেফাস থেকে পবিত্র হয়েই বিয়ের পয়গামের আশায় খুব পরিপাটিভাবে সাজ-গোজ্ঞ করতে শুরু করেন। সে সময় আবদুল্লাহ গোত্রের আব্দুস সানাবেল ইবনে বা'কাক নামক এক ব্যক্তি গিয়ে তাকে বললো : তুমি নাকি বিয়ের প্রস্তাবের আশায় (প্রস্তাবকারীদের জন্য) সাজ-গোজ্ঞ করতে শুরু করেছো? আল্লাহর শপথ! চার মাস দশ দিন আঁতবাহিত হওয়ার আগে তুমি বিয়ে করতে পার না। সুবাইয়া বর্ণনা করেন, আব্দুস সানাবেল আমাকে এ কথা বললে আমি কাপড়-চোপড় পরিধান করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকটে গেলাম এবং তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] আমাকে বললেন : তুমি সন্তান প্রসব করেছো। তাই এখন বিয়ে করা তোমার জন্য হালাল। সুযোগ মতো তিনি আমাকে বিয়ে করার নির্দেশ দিলেন। [ইমাম বুখারী (রঃ)] বর্ণনা করেছেন যে, আসবাগ ইবনে ওয়াহাবের মাধ্যমে ইউনুস লাইসের অনুরূপভাবেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। লাইস বলেছেন : ইউনুস ইবনে শিহাব থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। ইবনে শিহাব বলেন : বনী আমের ইবনে লুয়াই গোত্রের আব্বাদকৃত ক্বীতদাস মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে সাওবান জানিয়েছেন যে, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুহাম্মদ ইবনে ইয়াস ইবনে বৃকাজের পিতা তাকে জানিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ : বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাদের অংশগ্রহণ।

৩৭৭৭. عَنْ مَعَاذِ بْنِ رَمَاةَ بْنِ رَاحِبِ الرَّزْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُ مِنَ الْأَخْلِيَاءِ بِدْرَةَ شَاهِدًا
بِأَوْجِبِئِيلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا تَكْتُمُونَ أَهْلَ بَدْرٍ فَيُحْكَمُ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ الْمُشْرِكِينَ
أَوْ كَلِمَةً مَعَهُمَا قَالَ وَكَذَلِكَ مَنِ اتَّخَذَ مِنْ شَيْءٍ مِنْ بَدْرٍ أَيْتَ الْمَلَائِكَةَ .

০৬১৬. মূ'আয ইবনে রিফা'আ ইবনে রাফে' যুরকী থেকে বর্ণিত। তার পিতা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা ছিলেন। তিনি বলেছেন : জিবরাইল নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বললেন, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে আপনি কি অভিমত পোষণ করেন?

তিনি বললেন : সব মুসলমানের মধ্যে সর্বোত্তম মনে করি অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) এরূপ কোন ব্যাকই তিনি বলেছিলেন। জিবরাইল (আঃ) বললেন : ফেরেশতাদের মধ্যে যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারাও এরূপ। অর্থাৎ তারাও ফেরেশতাদের মধ্যে সর্বোত্তম ফেরেশতা।

عَنْ مَعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَكَانَ رِفَاعَةُ مِمَّنْ أَهْلُ بَدْرٍ كَانَ رَافِعٌ مِمَّنْ
الْعَقَبَةِ وَكَانَ يَقُولُ لِابْنِهِ مَا يَسْتُرُنِي أَنِّي مَثُودَتُ بَدْرٍ الْعَقَبَةُ قَالَ سَأَلَ
جِبْرِئِيلَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَثُودَةٍ

৩৬৭৭. মু'আয ইবনে রিফা'আ ইবনে রাফে' থেকে বর্ণিত। রিফা'আ ছিলেন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবা। আর রাফে' ছিলেন বাই'য়াতে আকাবায় অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবা। তাই রাফে' তাঁর পুত্র রিফা'আকে বলতেন : আকাবার বাইয়াতে অংশগ্রহণের চেয়ে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ আমার কাছে বেশী আনন্দের বিষয় মনে হয় না। কেননা জিবরাইল এ বিষয়ে নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

عَنْ مَعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ أَنَّ مَلَكًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَنْ يَحْيِي أَكْبَرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَمْ خَبْرٌ
أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ يَوْمَ حُدَيْبِيَةَ فَقَالَ يَزِيدُ قَالَ مَعَاذُ أَنْ الشَّيْءَ هُوَ
جِبْرِئِيلُ

৩৬৭৮. মু'আয ইবনে রিফা'আ থেকে বর্ণিত যে, একজন ফেরেশতা নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং ইয়াহু'ইয়া থেকে বর্ণিত, ইয়াযীদ ইবনে হাদ তাঁকে জানিয়েছেন যে, যেদিন মু'আয এ হাদীসটি আমার নিকট বর্ণনা করেছিলেন সেদিন আমি তাঁর কাছেই ছিলাম। ইয়াযীদ বর্ণনা করেছেন যে, মু'আয বলেছেন : জিজ্ঞেসকারী ফেরেশতা হলেন জিবরাইল।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ هَذَا جِبْرِئِيلُ أَحَدُ بَرَأِينِ قَرِيبِهِ
عَلَيْهِ إِذَاقَةُ الْحَرْبِ

৩৬৭৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। বদরের যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) বললেন : এই তো জিবরাইল! যোড়ার মাথা হাত দিয়ে চেপে ধরে যুদ্ধাপ্তে সাজ্জত হয়ে তিনি এসে গিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ :

খলীফা মু'আম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী, সাদ্দ ও কাতাদার মাধ্যমে আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। আনাস বলেছেন : বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা আব্দু ধায়েদ ইন্তেকাল করলেন। আর তার কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ ابْنَ مَالِكٍ ابْنَ الْخُدْرِيِّ كَرَّمَ مِنْ سَفَرٍ فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ

لِحَمَائِنِ عَجُومِ الْأَضَائِحِ فَقَالَ مَا أَنَا بِكَبِيلِهِ حَتَّى أَسْأَلَ فَاثْتَلِقَ إِنِّي أُخِشِيهِ رَبِّي وَكَانَ بَدْرِيًّا
مُتَادَةً بَيْنِ الْعَمَاءِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ حَدَّثَكَ بِعَدْوِكَ أَمْ تَقْنَعُ لِمَا كَانُوا يَتَمَرَّدُونَ عَنْهُ وَنِ
أَكْبَلِ عَجُومِ الْأَضَائِحِ بِعَدْوِكَ أَيَّامٍ .

৩৭০০. ইবনে খাস্বাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু সাঈদ ইবনে মালেক খুদরী সফর থেকে বাড়ী ফেরার পর বাড়ীর লোকেরা তাঁকে কোরবানীর গোশত খেতে দিলো। তিনি বললেন : আমি এ সম্পর্কে জানার আগে এ গোশত খেতে পারি না। (কেননা, তিন দিনের অধিক কোরবানীর গোশত রেখে খেতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিলো)। তাই তিনি তার মায়ের গর্ভজাত সংভাই কাতাদা ইবনে নুমানের কাছে গিয়ে বিষয়টি জিজ্ঞেস করলেন। কাতাদা ছিলেন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা। তিনি তাকে বললেন : তিন দিনের পর কোরবানীর গোশত খাওয়ার নিষেধাঙ্গা বাতিল হয়ে গিয়েছে। ১২ (অর্থাৎ পরের নির্দেশে তা খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে)।

৩৭০১- عَنْ هِشَامِ بْنِ مُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ الرَّبِيعُ لَيْتَ يَدُومَ بَدْرٌ مَعْبُودَةً بَيْنَ سَيْدِي بَيْنِ الْعَامِ وَهُوَ مَدَّ جَبْمٌ لَا يُرَى مِنْهُ إِلَّا عَيْنَاهُ وَهُوَ يَكْفِي أَبُو ذَاتِ الْكُرَيْشِ فَقَالَ أَنَا أَبُو ذَاتِ الْكُرَيْشِ حَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالْعَنْزَةِ فَطَعَنْتُهُ فِي عَيْنَيْهِ فَمَاتَ قَالَ هِشَامٌ فَأُخْبِرْتِ أَنَّ الرَّبِيعَ قَالَ لَقَدْ وَضَعْتَ رِجْلِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَطَعْتَ كَمَا أَنَّ الْجَمْدَ أَنْ تَرَعْتَهَا وَكُنْتُ أُنْتَنِي طَرَفًا قَالَ عَزُوزٌ فَسَأَلَهُ أَيُّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُ فَلَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا أَبُو بَكْرٍ فَأَعْطَاهُ فَلَمَّا بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ سَأَلَهَا أَيُّهَا عُمَرُ فَأَمْلَأَهَا رِيًّا مَا كُنَّا نَقْتَلُ عَثْمَانَ وَكُنْتُ عِنْدَ آلِ عُمَيْرٍ فَطَلَبَهَا عُمَيْرُ بْنُ الرَّبِيعِ فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى تَمَاتَ

৩৭০১. হিশাম ইবনে উরওয়া তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : যুবায়ের ইবনে আওয়াম বলেছেন : বদরের যুদ্ধের দিন আমি উবায়দা ইবনে সাঈদ ইবনে আসকে এমন মারাত্মকভাবে আহত দেখলাম যে, তার দু'চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তাকে আবু হাভুল কারিশ বলে ডাকা হতো। সে বললো : আমি আবু হাভুল কারিশ। এ কথা শুনলে আমি বর্শা নিয়ে তার ওপর আক্রমণ চাললাম এবং তার চোখ ফুড়ে দিলাম। সে তখনই মারা গেলো। হিশাম বলেন : আমাকে জানানো হয়েছিলো যে, যুবায়ের বলেছেন : সাঈদ ইবনে আস মারা গেলে আমি তার মৃতদেহের ওপর পা রাখলাম এবং বেশ শান্তি-প্রয়োগ করে (তার চোখের মধ্যে থেকে) বর্শা টেনে বের করলাম। বর্শার দু'প্রান্তদেশ বাঁকা হয়ে গিয়েছিলো। উরওয়া বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) যুবায়েরের নিকট এ বর্শা চাইলে তিনি তা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইস্তিকাল হলে

১২. রসূলুল্লাহ (সঃ) আহহরামে তালবীরের পরে কোরবানীর গোশত জমা করে রাখতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু পরে আবার তিনি এ নিষেধ প্রত্যাহার করেন এবং তিন দিনের পরেও খেতে বা জমা রাখতে অনুমতি দান করেন।

তিনি (যুবায়ের) তা নিয়ে নিলেন। কিন্তু পরে আব্দ বকর তা চাইলে তিনি তাকে বর্ণা-
খানা দিলেন। আব্দ বকরের ইন্তেকাল হলে উমর তা চাইলেন। কিন্তু উমরের ইন্তেকাল
হলে তিনি (যুবায়ের) আবার তা নিয়ে নিলেন। এরপর উসমান তাঁর নিকট বর্ণাখানা
চাইলে তিনি এবার তাকে দিলেন। কিন্তু উসমানের শহীদ হওয়ার পর তা আলীর লোক-
জনের হস্তগত হলে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের আলীর নিকট থেকে তা চেয়ে নেন। এর-
পর শহীদ না হওয়া পর্যন্ত তা তার কাছেই ছিলো। ২০

৩৮০২. عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ فَإِنَّا لَنَسْتَعْتَابُكَ اللَّهُ بِئِنَّكَ مَبْدَأُ ذِي الصَّوَابِ وَكَانَ مَعَكَ
مَبْدَأُكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّكَ بِأَيْعُنِي.

৩৭০২. আব্দ ইদরীস আরেবুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ
বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা উবাদা ইবনে সামেত বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ
(সঃ) বলেছেন : আমার হাতে বাইয়াত করো। ২১

৩৮০৩. عَنْ قَائِمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا حَدَّثَتْنِي وَكَانَ مِنْ شَهْدِ بَدْرًا مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَبَتُّ سَلَامًا وَإِنْ كَحْتُهُ شَتَّ أَخِيهِ هَيْدَارِ بْنِ الْوَيْلِدِ بْنِ مَثَبَةَ
وَهُوَ تَوَلَّى لِإِمْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَتُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَيْدًا وَكَانَ مِنْ بَنِي زُبَيْدٍ
الْجَاهِلِيَّةِ ذَمًّا لِمَا لَمْ يَلِدْهُ وَوَدَّكَ مِنْ مَيْتَرَاتِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِذْ هُوَ مُسْرٍ
لِأَبْنَائِهِمْ جَاءَتْ سَمْلُهُ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْنَا الْحَدِيثَ.

৩৭০৩. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) রসূলুল্লাহ
(সঃ)-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা আব্দ হুযাইফা এক আনসারী মহিলার
আম্বাদকৃত গোলাম সালেমকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ঠিক রসূলুল্লাহ
(সঃ) যাদেরকে যেমন পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আব্দ হুযাইফা তার পালক-
পুত্র সালেমকে তার ভ্রাতৃপুত্রী হিন্দা বিনতে অলীদের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। জাহেলী
যুগে কেউ কোন ব্যক্তিকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করলে লোকেরা তাকে পালনকারীর পরি-
চর্যেই ডাকতো এবং সে তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হতো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা
এ আয়াত নাযিল করেন : “তোমরা তাদের পিতার নামেই তাদেরকে ডাকো। আল্লাহর কাছে
এটাই তো সঠিক কথা। আর যদি তোমরা তাদের পিতার পরিচয় না জেনে থাকো, তবেও
তারা হলো তোমাদের স্বামী ভাই ও বন্ধু।”—(আহযাব-৫)। এ আয়াত নাযিল হলে
(আব্দ হুযাইফার স্ত্রী) সাহালা কুরাইশিয়া নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে হাদীসে বর্ণিত
প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করলেন। ২২

২০. আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের দাসনকালে হিজরী ৭০ সালে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে
যুবায়ের হাম্বাজের হাতে মক্কার শাহসুলত বরণ করেন।

২১. ইমাম বুখারী এই হাদীস থেকে প্রমাণ করেছেন যে, হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) বদরের
যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা ছিলেন।

২২. আব্দ হুযাইফার স্ত্রী সাহালা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বললেন : সালেম এখন
পূর্ণ বয়স্ক হয়েছে। সে আমাদের মেয়েদের যাবে স্বেচ্ছা বাতারাতে করে। আমরা যেন হয় আব্দ হুযাইফা
এটাকে খারাপ মনে করে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তুমি সালেমকে তোমার দুই পান করিয়ে দাও।

ইসলামে পালকপুত্র গ্রহণ তিনটি কারণে নিষিদ্ধ রয়েছে। প্রথমতঃ পর্না-এ বাকুদা

৩৮০৮. هُنَّ الرَّبِيعِ بِسَبِّ مَعْرُودٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ابْنَتِي عَلَى مَجْلَسٍ
 فَطَرَأْتِي كَجَلْبَسِكَ مِنِّي وَجَوَّزِيَّاتٍ يَفْرِيئِنَ بِاللَّيْلِ يَسْبُدُّنَ مِنْ مَنِّ مَنِّ ابْنَتِي
 يَوْمَ بَدَأَ بِحَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ وَفِينَا بِنْتُي تَسْلَمُ مَا فِي عَهْدِ نَقَانَ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَقُولُنَّ
 هُكْنَ اَوْ تَقُولُنَّ مَا كُنْتَ تَقُولِينَ .

৩৭০৪. রু'বাইয়ে' বিনতে মদ'আওয়েয থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আনার বাসরগাভের পরদিন সকালে নবী (সঃ) আমার কাছে আসলেন এবং তুমি (খালেদ ইবনে যাকওয়ান) যেভাবে বসে আছ, ঠিক সেভাবে আমার পাশে আমার বিছানায় বসলেন। সেই সময় কয়েকজন ছোট বালিকা দফ বাজিয়ে বদর যুদ্ধে নিহত তাদের পিতাদের গুনগাথা গানের মাধ্যমে প্রকাশ করছিলো। একটি বালিকা শেষ পর্যন্ত বলে উঠলো : আমাদের মধ্যে এমন এক নবী আছেন, যিনি জানেন, কি হবে আগামীকাল। এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন : এরূপ কথা বলো না, বরং আগে বা বলাছিলে তাই বলো।২৩

৩৮০৯. هُنَّ ابْنِ قُبَايٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو كَلْبَةَ مَاجِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَمَا تَدُنَّ
 شَهْمَةَ بَدْرًا مِمَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَاتَدْخُلِ الْمَدِينَةَ بِسَبِّ ابْنَيْهِ كَلْبُ
 وَلَا صُورَةَ كَيْ يَمُرَّ بِمَدِينَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا الْأَزْوَاجُ .

৩৭০৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা আব্দুল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : যে ঘরে কুকুর২৪ কিংবা ছবি থাকে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মতে এর অর্থ হলো, যে ঘরে কোন প্রাণীর ছবি থাকে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

৩৮০৯. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَتْ لِي شَارِبَةٌ مِنْ تَيْبِيٍّ مِنَ الْمُخَنِرِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَتْ
 النَّبِيِّ ﷺ أَعْطَانِي مِمَّا فَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْخَمْرِ يَوْمَئِذٍ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْكِي

পদকে বাহত করে। শ্বিতীরতঃ উত্তরাধিকার আইনকে লংঘন করে এবং তৃতীরতঃ অবাঞ্চিতভাবে স্নেহ-ভালবাসার ভাঙ্গা বসনো হয়।

২০. এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, সূ'নী জগতের কেউ-ই গায়ের খবর জানে না। কেননা, রসূলুল্লাহ (সঃ) আগামীকালের খবর জ্ঞানেন—এ কথাটিও তিনি পসন্দ করেননি।

২৪. এ হাদীসটি এবং এরূপ আরো অনেক হাদীস থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, যে ঘরে ছবি বা কুকুর থাকে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। এসব হাদীসের ভিত্তিতে ইসলামী আইনবিদগণের (ফকীহ'-) মত হলো একমাত্র শিকারী কুকুর ছাড়া আর কোনপ্রকার কুকুর পোষা জায়ের নয় এবং পাহা-পালা ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ছাড়া কোন প্রাণীর ছবি আঁকা বা খুলিয়ে রাখা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কারণ ঘরে কোন প্রাণীর ছবি খুলিয়ে রাখা কফেরদের কাজ। কোন মুসলমান যখন এসব কাজ করে, তখন তা কফেরদের অনুরূপ কাজ করা হয়। ফেরেশতারা এসব কাজ অপসাদ করে বলে উক্ত বাচ্চীতে বা ঘরে প্রবেশ করে না। এ কারণে ইসলাম ছবি বা মূর্তির ব্যবসাকে হারাম করেছে। শব্দ অনসলিমদের কাছে ছবি বা মূর্তি বিক্রি করায় উদ্দেশ্য তৈরী করলেও তা হারাম।

بِقَاطِمَةٍ عَلَيْهَا السَّلَامُ بِبَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَعَدَّتْ رَجُلًا صَوَّأَهَا فِي بَيْتِي قَيْسَعَاءُ أَثَ
 يُرِيدُ نَجْلَ مَرْعَى ثَنَانِي يَأْذُجِرُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّأَةِ لِيَنْتَعِبَ بِهِ فِي
 وَرَيْثَةِ عَمْرٍوسَ بَيْتِنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِ فِي مِنَ الْأَثَابِ وَالْفَرَائِدِ وَالْجِبَالِ وَكَأَيُّ نَائِي مُنَانَا
 إِلَى جَنْبِ حُجْرَةٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ يَا ذَا أَنْبَارٍ فِي تَدَا جَبَّتْ
 أَسْنِنَتُهُمَا وَبَقَرَاتٍ خَوَاصِرُهُمَا وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا ذَلْمًا مُلِثَ عَيْشِي حِينَ رَأَيْتُ
 الْمَنْظَرَ ثَلْتُ مِنْ كَدَلٍ هَذَا أَتَالَا أَفَعَلَهُ حُمْرَةٌ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهِيَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبِ
 مِنَ الْأَنْصَارِ فَبَدَأَ بِتَيْسَةٍ وَأَمْحَابَةٍ تَقَالَتْ فِي غَنَائِمَا هِ الْأَيَّ حُمْرًا لِلشَّرْبِ التَّوَامِ
 فَوَثَبَ حُمْرَةٌ إِلَى السَّيْفِ نَاجِبٌ أَسْنِنَتُهُمَا وَبَقَرَاتٍ خَوَاصِرُهُمَا وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا
 نَالَ عَلَى فَا تَطَلَّقَتْ حَتَّى أَدْخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَوَسَدَ لَارِيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَوَرَفَ
 النَّبِيُّ ﷺ أَلَدَى لَيْتَيْتُ نَقَالَ مَا لَكَ ثَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا رَأَيْتُكَ يَوْمَ عَدَا حُمْرَةٌ
 عَلَى نَائِي نَاجِبٌ أَسْنِنَتُهُمَا وَبَقَرَاتٍ خَوَاصِرُهُمَا وَهَذَا فِي بَيْتِ مَعَا شَرْبِ
 فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِرِدَائِهِ نَارًا تَدَا شَرَّاطْلُقَ يَمِئْتِي وَابْتَجَيْتُهُ أَنَا وَرَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ
 حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حُمْرَةٌ نَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ
 يَلُومُ حُمْرَةً وَيَمَانَعُ نَا ذَا حُمْرَةٌ قَبْلَ مَحْمَرَةٍ عَيْنَا فَتَنْظُرُ حُمْرَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ
 صَعَدَ النَّظْرُ نَنْظُرُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ صَعَدَ النَّظْرُ فَتَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ حُمْرَةٌ
 دَهَلُ أَسْتَمِرُّ إِلَّا عَيْبِي لِي فِي فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ تَمَلُّ نَنْكَسُ رَسُولَ اللَّهِ
 ﷺ عَلَى عَيْبِيَةِ الْقَهْمَرِي فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ .

৩৭০৬. আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : বদর যুদ্ধলক্ষ গণ্যমাতের মাল থেকে আমি একটি উট লাভ করেছিলাম এবং 'ফাই' থেকে প্রাপ্ত এক-পঞ্চমাংশ থেকে নবী (সঃ) আমাকে একটি উট দিয়েছিলেন। (এ দৃষ্টি উট লাভ করার পর) আমি নবী (সঃ)-এর কন্যা ফাতিমার সাথে বাসররাত যাপনের ইচ্ছা করলাম। আমি ইয়াহুদ বনী কায়নুকা গোত্রের একজন স্বর্ণকারকে আমার সাথে গিয়ে 'এথগের' ঘাস সংগ্রহ করে আনার জন্য ঠিক করলাম। স্বর্ণকারদের কাছে ঐ ঘাস বিক্রি করে তা ম্যারা আমি আমার বিয়ের ওয়ালিমা করতে মনস্থ করেছিলাম। আমি (উট দৃষ্টির জন্য) গদি, রশি ও বস্তা বা জালি সংগ্রহ করতে বাস্তু ছিলাম আর উট দৃষ্টি এক আনসারের ঘরের পাশে বসানো ছিলো। আমার যা কিছু সংগ্রহ করার ছিলো তা সংগ্রহ করে নিয়ে এসে দেখলাম আমার দৃষ্টি উটেরই চুট কাটা হয়েছে এবং পেট চিরে কালিজা বের করে নেয়া হয়েছে। এসব দৃশ্য দেখে আমি অপ্রসবরণ করতে

পারলাম না। আমি জিজ্ঞেস করলাম এসব কে করেছে? লোকজন বললো যে, হামযা ইবনে আবদুল মদুত্তালিব এসব করেছে এবং এখন সে এ ঘরের মধ্যে আনসারদের কিছু মদ্যপায়ীরা সাথে মদপান করছে। সেখানে তাদের সাথে একদল গায়িকাও আছে। ব্যাপার হলো, গায়িকরো। এ কথা শুনে হামযা ছুটে গিয়ে তলোয়ার হাতে নিলো এবং দু'টি উটেরই চ'ট করে না। এ কথা শুনে হামযা ছুটে গিয়ে তলোয়ার হাতে নিলো এবং দু'টি উটেরই চ'ট কেটে ফেললো এবং পেট চিরে কলিজা বের করে আনলো। আলী বর্ণনা করেছেন : (এসব শোনার পর) আমি সেখান থেকে নবী (সঃ)-এর কাছে চলে গেলাম। তখন তাঁর কাছে যারদ ইবনে হারেসা উপস্থিত ছিলেন। নবী (সঃ) আমাকে দেখেই (কিছু ঘটেছে বলে) ব'ঝতে পারলেন। তিনি আমাকে বললেন : কি হয়েছে তোমার? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আজকের মত দুঃখের দিন আমার আর কখনো আসেনি। আমার উট দু'টি নিয়ে হামযা খুব জ্বলম্ব করেছিল। সে উট দু'টির চ'ট কেটে ফেলেছে এবং পেট চিরে কলিজা বের করে নিয়েছে। আর এখনও সে একটি ঘরের মধ্যে একদল মদ্যপায়ীরা সাথে মদপান করছে। (এসব শোনার পর) নবী (সঃ) তাঁর চাদরখানা আনালেন এবং তা গায়ে জড়িয়ে পায়ে হেঁটে রওয়ানা হলেন। [আলী (রাঃ) বলেন:] আমি এবং যারদ ইবনে হারেসা তাঁকে অনুসরণ করলাম। যে ঘরের মধ্যে হামযা অবস্থান করছিলো তিনি সেই ঘরের কাছে পৌঁছে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হলে তিনি [নবী (সঃ)] ভিতরে প্রবেশ করে হামযাকে তার কতকর্মের জন্য তিরস্কার করতে শুরু করলেন। হামযা তখন নেশাগ্রস্ত। তার দু'চোখ তখন রক্তবর্ণ হয়ে আছে। সে নবী (সঃ)-এর দিকে দৃষ্টিপাত করলো। তারপর দৃষ্টি ওপরে উঠিয়ে নবী (সঃ)-এর হাঁটুর দিকে তাকালো। এরপর দৃষ্টি আরো একটু ওপরে দিকে উঠিয়ে নবী (সঃ) মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললো : তোমরা তো আমার পিতার দাস। তখন নবী (সঃ) ব'ঝতে পারলেন যে, সে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তাই নবী (সঃ) সেখান থেকে পেছনে হেঁটে সরে আসলেন এবং বোররে পড়লেন। আমরাও তাঁর সাথে সাথে চলে আসলাম। ২৫

২৫. عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ أَنَّ وَلِيَّكَ كَبْرَ عَلِيٍّ سَمِعَ بِنِ حَنِيفٍ قَالُ إِنَّهُ شَرِبَ مِنْ
بِكْدَا.

৩৭০৭. ইবনে মা'কাল থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) আলী সাহল ইবনে হুনায়েফের জানাঘার নামাযে তাকবীর পাঠ করলেন এবং বললেন : সাহল ইবনে হুনায়েফ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২৬

২৬. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَخْتَلِفُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
جَلَسَ تَائِبًا حَمُصَةً بَدَتْ عُمَرَ بْنَ جُنَيْسٍ بْنِ حُدَاةَ السَّمْعِيِّ وَكَانَ مِنْ أَفْجَاهِ
دَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَدْ شَرِبَ بَدْرًا تَوَقَّى بِالسِّدِّ يَتِيَّةَ قَالَ عُمَرُ نَلَقَيْتُ عُمَرَ بْنَ

২৫. এ ঘটনাটি মদ হারাম হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়েছিলো। অন্যথায় মদ হারাম ঘোষণা করে বেদিন অন্নাত নাযিল হয়েছিলো বেদিন মুসলমানদের বার কাছে যে পরিমাণ মদ ছিলো তা সবই ফেলে দিয়েছিলো। এরপর মুসলমানরা পরিপূর্ণরূপে মদ বর্জন করে।

২৬. এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, জানাঘার নামাযে তাকবীর বলতে হয়। তবে ক'বার তাকবীর বলেছিলেন, তা ইমাম বুখারী (রাঃ) উল্লেখ করেননি। ইমাম কান্ডালামী (রাঃ)-এর মতে, ইমামের সিংহাসন হলো, চার তাকবীরে জানাঘার নামায পড়তে হবে। সাহল ইবনে হুনায়েফ (রাঃ) ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবা। তিনি ৩৮ হিজরীতে কুফার ইস্তিকাল করেন এবং হযরত আলী (রাঃ) তাঁর জানাঘার নামায পড়ল।

بُنَّ عَمَّاتٍ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقِصَةً فَقُلْتُ إِنَّ شَيْئًا أَنْكَحَتْكَ حَقِصَةً بَنِي
 عُمَرَ قَالَ سَأَنْظُرُ فِي أُمْرٍ مَا نَبَيْتُ لِيَاكُ فَقَالَ قَدْ بَدَأَ لِي أَنْ لَا أُنْزَوِجَ يُزَوِّجُنِي هَذَا
 قَالَ عُمَرُ فَلَبَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ إِنَّ شَيْئًا أَنْكَحَتْكَ حَقِصَةً بَنِي عُمَرَ فَصَبَّ
 أَبُو بَكْرٍ فَلَكَ يُزَوِّجُنِي شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْ جَدَّ مَنِيَّ عَلَى عَمَّاتٍ فَلَبَيْتُ
 لِيَاكُ مَرَّ خَطْبَمَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَنْكَحْتُمَا رِيَاءًا فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ كَعَلَّكَ
 وَجَدْتُ عَلَى حَيْثُ عَرَضْتُ عَلَى حَقِصَةً فَلَمْ أُرْجِعْ إِلَيْكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَنْكَحْتُ
 يَمَنُحِي أَنْ أُرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتُ إِلَّا أَنِّي كَدَّ عَمَلْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ
 دَكَّرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لَوْ قُمْتُ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَوْ تَرَكْتُهَا لَقَبَلْتُهَا -

৩৭০৮. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে বলতে শুনেন (যে, উমর তাঁকে বলেছেনঃ) উমরের কন্যা হাফসার স্বামী রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবা খুদাইস ইবনে হুযায়ফা সাহমী—যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন—মদীনায় ইস্তিকাল করলে হাফসা বিধবা হয়ে পড়লো। উমর ইবনে খাত্তাব বলেন : তখন আমি উসমান ইবনে আফফানের সাথে সাক্ষাত করলাম এবং হাফসার কথা উল্লেখ করলে তাকে বললাম : আপনি চাইলে আমি হাফসাকে আপনার সাথে বিয়ে দিই। উসমান বললেন : বিষয়টি আমি চিন্তা করে দেখি। তখন আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করলাম। পরে তিনি জানালেন যে, এ সময়ে আবার বিয়ে করা তিনি ঠিক মনে করছেন না। উমর বর্ণনা করেন, এরপর আমি আব্দ বকরের সাথে সাক্ষাত করে তাঁকেও বললাম যে, আপনি চাইলে আমি হাফসাকে আপনার সাথে বিয়ে দিই। এ কথা শুনে আব্দ বকর চূপ করে থাকলেন এবং আমাকে কোন জবাবই দিলেন না। এতে আমি উসমানের (অস্বীকৃতি) থেকেও বেশী দুঃখ পেলাম। আমি কয়েকদিন চূপচাপ থাকলাম। ইতিমধ্যে হাফসার জন্য রসুলুল্লাহ (সঃ) নিজেই প্রস্তাব দিলে আমি তাঁর সাথে হাফসাকে বিয়ে দিলাম। এরপর আব্দ বকর আমার সাথে সাক্ষাত করে বললেন : সম্ভবতঃ আপনি আমার কাছে হাফসাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে আমি কোন জবাব না দেয়ার দুঃখ পেয়েছেন? (উমর বর্ণনা করেনঃ) আমি বললাম : হাঁ। তখন আব্দ বকর বললেন, আপনার প্রস্তাবের জবাব দিতে একটি জিনিসই আমাকে বাধা দিয়েছে। আর তা হলো, রসুলুল্লাহ (সঃ) নিজেই হাফসা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন আমি রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করতে চাচ্ছিলাম না। তাই (আপনাকে কোন জবাব দেই নাই)। তিনি পরিভ্রাণ করলে আমি অবশ্যই গ্রহণ করতাম।

৩৭০৯. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَرِيْمَةَ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ دِينَ الْبَدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
 قَالَ نَفَقَتُ الرَّجُلِ عَلَى أَجَلِهِ مَبْدَأَةٌ -

৩৭০৯. আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াবীদ আব্দ মাসউদ বাদরী (বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন : কোন ব্যক্তির নিজ পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্তাতির জন্য খরচ করাও সাদকা হিসেবে গণ্য হয়।

৩৫১০- عَنْ الرَّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمُرَةَ بِنْتَ الرَّبِيعِ يُحَدِّثُ عَمْرُوتَ عَيْدِ الْعِزْرِ فِي إِمَارَتِهِ أَخْرَجَ الْخَيْبَةَ بِنْتُ شُعْبَةَ الْعَمْرَدُ هُوَ أَيُّهَا الْكُوفَةُ فَدَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَعَقِبَهُ بَيْنَ عَمْرٍو وَالْأَنْصَارِيِّ جَدِّ رَسِيْدِ بْنِ حَسْبَى شَهِدًا بَدْرًا فَقَالَ لَقَدْ وَدِدْتُ أَنْ تَزَالَ جِبْرِيلُ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسَ صَلَواتٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا أَوْرَثَ كَذَلِكَ كَانَ بَيْتُ رَسِيْدِ بْنِ أَبِي سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ -

৩৭১০. য়হরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি উরওয়া ইবনে য়বায়েরকে উমর ইবনে আবদুল আযীযের খেলাফত য়গের অবস্থা বর্ণনা করতে শুনোছি কুফার আমীর থাকাকালে য়গীরা ইবনে শদ'বা 'আছরের নামায পড়তে দেরী করলে য়য়েদ ইবনে হাসানের দাদা বদর য়ক্ষে অংশগ্রহণকারী সাহাবা আব্দ মাসউদ আমর ইবনে উকবা আনসারী তার কাছে গিয়ে বললেন : আপনি তো জানেন যে, জিবরাইল এসে নামায পড়ালেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর পেছনে পাঁচ ওয়াস্ত নামায পড়লেন। এরপর জিবরাইল বললেন : আপনাকে এভাবে নামায শেখানোর জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। ২৭ বাশীর ইবনে আব্দ মাসউদ তার পিতার নিকট এভাবেই হাদীসটি বর্ণনা করতেন।

৩৫১১- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْاِتِّبَاتُ مِنَ اِخْرَاسِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ قِرَاطٍ فِي نَيْلَةٍ كَفَّاهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَلَقِيْتُ اَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَلُوتُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُهُ فُحْدَيْنِهِ -

৩৭১১. (বদর য়ক্ষে অংশগ্রহণকারী সাহাবা) আব্দ মাসউদ বাদারী থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : যে বাস্তি রাতের বেলা (নিদ্রা যাবার সময়) সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করবে এ দু'টি আয়াতই তার জন্য যথেষ্ট। আবদর রহমান ইবনে ইয়াযীদ বলেছেন : পরে আমি আব্দ মাসউদের সাথে সাক্ষাত করলাম। তখন তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করছিলেন। এ হাদীসটি সম্পর্কে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তা আমাকে (হৃদহৃদ) বর্ণনা করে শুনালেন।

৩৫১২- عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ أَنَّ عَيْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ مَدِيْنَةِ النَّبِيِّ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

৩৭১২. ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মাহমুদ ইবনে রুবাইয়ে আমাকে জানিয়েছেন যে, ইত্বান ইবনে মালেক রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আনসারী সাহাবা ছিলেন এবং বদর য়ক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গেলেন। (অপর একাটি সনদে আহমদ ইবনে সালেহ আম্বাদ ও ইউনুসের মাধ্যমে ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা করেছেন)।

২৭. রাবীসের কেউ কেউ امرت هكذا বাক্যার্থে امرت هكذا বলেছেন। এর অর্থ দাঁড়ায় : জিবরাইল (আঃ) বললেন, এভাবে নামায পড়ার জন্য আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। জিবরাইল (আঃ)-এর

৩৫১৩- عَنْ أَبِي شَهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحَمِيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سُرَّانِيَّةٍ
عَنْ حَدِيثِ مَجْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَثْبَانَ بْنِ مَالِكٍ فَصَدَّقَهُ.

৩৭১০. ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি বনী সালেম গোত্রের নেতৃ-
স্থানীয় ব্যক্তি হুসাইন ইবনে মুহাম্মদকে ইত্বান ইবনে মালেক থেকে মাহমুদ ইবনে
রুবাইয়ে কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, মাহমুদ ঠিক
বর্ণনা করেছেন।

৩৫১৪- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ بَنِي عَبْدِ وَكَانَ أَبُوهُ
شَهِيدَ بَدْرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ عُمَرَ اسْتَحْمَلَ كِدَامَةَ بْنَ مَطْعُونٍ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَ
كَانَ شَهِيدَ بَدْرٍ وَهُوَ حَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَحَفْصَةَ

৩৭১৪. নবী (সঃ)-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বনী 'আদী গোত্রের মাননীয়
নেতা আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রাবী'আ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : উমর
[ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)] আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও হাফসা বিনতে উমরের মামা কুদামা ইবনে
মায'উনকে বাহরাইনের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। তিনিও (কুদামা ইবনে মায'উন)
বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা ছিলেন।

৩৫১৫- عَنْ الرَّجَزِيِّ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا رَافِعُ بْنُ خَلْدِجٍ بِحَدِيثِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ هَمِيَةَ
وَكَانَ شَهِيدَ بَدْرٍ أَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِبْرَاءِ الْمَزَارِعِ قُلْتُ لِسَالِمٍ فَكَبَّرْنَا
أَنْتَ تَأْتِي نَعْرَةَ أَنْ رَافِعًا كَبَّرَ عَلَى نَعْبِهِ.

৩৭১৫. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাফে' ইবনে খাদীজ
আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে বলেছেন যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তার দু'চাচা (যুহাইর
ও মুযাহ'হার) তাকে জানিয়েছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) আবাদযোগ্য ভূমি ভাড়া দিতে
নিষেধ করেছেন। (বর্ণনাকারী যুহরী বলেনঃ) আমি সালেমকে বললাম : আপনি ভো
ভাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি বললেন : হাঁ, আমি দিয়ে থাকি। আর রাফে' ইবনে খাদীজ তো
নিজেই নিজের প্রতি অন্যায় করেছেন।

৩৫১৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ أُمِّ الْيَسْرِ قَالَ رَأَيْتُ رِئَاعَةَ بْنَ رَافِعِ بْنِ الْأَنْصَارِيِّ
وَكَانَ شَهِيدَ بَدْرٍ.

৩৭১৬. আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ইবনে হাদ লাইসী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন :
আমি রিফা'আ ইবনে রাফে' আনসারীকে দেখেছি। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা
ছিলেন।

পেছনে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায পড়াকে কেউ কেউ আবার মিস'রাজের ঘটনা বলে উল্লেখ করে থাকেন।
অর্থাৎ মিস'রাজের সময় রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিবরাইল (আঃ)-এর মাধ্যমে এভাবে নামায শিক্ষা দেয়া
হয়েছিলো।

۳۴۱۷- عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
 وَمَنْ آمَنَ مِنْكُمْ أَلَا تَأْتِيكُمْ الْبُحَارُ مِنَ الْبَحْرِ يَأْتِي بِمِثْرَتِهَا
 وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَاحِبُهَا أَهْلُ الْبَحْرِ يَأْتِيكُمْ بِالْحَبِّ وَالنَّخْلِ وَالزَّيْتُونِ وَالزُّبَابِ وَالزُّبَابُ
 أَبُو عُبَيْدٍ وَبَعَالُ بْنُ الْبَحْرِ يَنْسَبُ إِلَيْهِمْ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ مِنْ يَوْمَيْهِمْ
 الْبُحْرَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا الْفَرَغَ فَتَمَرَّ مَوْلَاهُ قَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِذْرًا مِنْهَا
 ثُمَّ قَالَ أَكَلْتُمْ مِنْ سَمْعَتِي أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
 نَابِئُوا إِذَا دَأَبْتُمْ أَمَا يَسْتُرُكُمْ فَوَاللَّهِ مَا الْقَوْمُ أَحْسَى عَلَيْكُمْ وَالْحَيُّ أَحْسَى أَتَى
 قَبَسَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بَسَطَتْ عَلَى مَنْ تَبَلَّغْتُمْ فَمَا تَأْتِيكُمْ تَأْتِيكُمْ وَ
 تَهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتَهُمْ

৩৭১৭. নবী (সঃ)-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং বনী আমের ইবনে লয়াই গোত্রের বন্দু আমর ইবনে আওফ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আব্দু উবায়দা ইবনুল জাররাহকে বাহরাইনবাসীর নিকট থেকে জিব্বইয়া আনার জন্য বাহরাইনে পাঠালেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বাহরাইনবাসীদের সাথে সন্ধি করে (বিখ্যাত সাহাবা) আলা ইবনে হাবরামীকে ২৮ সেখানকার শাসনকর্তা করে পাঠিয়েছিলেন। আব্দু উবায়দা (ইবনুল জাররাহ) বাহরাইন থেকে মাল নিয়ে ফিরে আসলে আনসারগণ তার ফিরে আসার খবর শুনলেন। তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ফজরের নামায পড়লেন। নামায শেষে তারা সবাই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গেলে তিনি তাদেরকে দেখে মনুচকি হাসলেন এবং বললেন, আমার মনে হয় আব্দু উবায়দার মাল নিয়ে ফিরে আসার কথা তোমরা শুনেনি। তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! হাঁ আমরা তা শুনছি। তিনি বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং সুসংবাদের আশা রাখো। আল্লাহর শপথ; আমি তোমাদের জন্য দারিত্রের আশংকা করি না। বরং আমার ভয় হয় যে, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মত পৃথিবীর প্রাচুর্য লাভ করে তাদের মতই তাতে নিমগ্ন হয়ে যাবে। আর এভাবে ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্য তাদেরকে যেমন ধ্বংস করেছিলো তোমাদেরকেও তেমন ধ্বংস করে দেবে।

۳۴۱۸- عَنْ تَارِقِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتَ كُلَّ مَا حَتَّى حَدَّثَهُ أَبُو كَيْبَةَ الْبَدْرِيِّ
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَشْلِ جَنَابِ الْبُيُوتِ فَأَمْسَكَ عَنْهَا.

৩৭১৮. নারফ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর সব ধরনের সাপকে হত্যা করতেন। অবশেষে বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা আব্দু লুবাযা তাঁকে বললেন যে,

২৮. রসূলুল্লাহ (সঃ) নবম হিজরী সনে বাহরাইনবাসীদের সাথে জিব্বইয়া দেয়ার শর্তে সন্ধি করেন এবং বিখ্যাত সাহাবা আলা ইবনুল হাবরামীকে সেখানকার আমীর করে পাঠান। এ সময় বাহরাইনের অধিকাংশ অধিবাসী অগ্নিপুঞ্জক-মজুসী ছিলো। তারা পরবর্তী সময়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশাতেই ব্যাপকভাবে ইসলাম গ্রহণ শুরুর করে। হযরত আব্দু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) আশারায় মুবাশ-শারার অন্তর্ভুক্ত একজন সাহাবা ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকেই বাহরাইনের অধিবাসীদের নিকট থেকে জিব্বইয়া উসুল করে আনতে পাঠিয়েছিলেন।

নবী (সঃ) ঘরে বসবাসকারী সাদা ছোট্ট নীল পাতলা সাপকে মারতে নিষেধ করেছেন। তাই তিনি এসব সাপ মারা ছেড়ে দিলেন।

৩৮১৭. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رِجَالَ بَنِي الْأَنْصَارِ إِشْرَاقًا تَوَارَسُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا
إِسْلُكْنَا لَنَا نَفْسُكَ لِأَبْنِ أَخْتِنَا عَمِيٍّ فِدَاءً يَا قَالِ وَاللَّهِ لَأَسَدُ رَوَاتٍ مِثْلُهُ وَرِثْمًا

৩৭১৯. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) কিছু সংখ্যক আনসার রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে অন্তর্মতি প্রার্থনা করে বললেন, আমাদেরকে আমাদের ভাণ্ডে আনসারের ২৯ ফিদ্ধিয়া মাফ করে দেয়ার অন্তর্মতি দিন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ! তোমরা তার একটি দিরহামও মাফ করবে না।

৩৮২০. عَنْ مِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو وَالْحُثَيْبِيِّ وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ شُهَدَاءِ
بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْبَبَهُ أَنتَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَيْتُ رَجُلًا
مِنَ الْكُفَّارِ نَأْتَسَلُنَا فَرَبِّ إِحْدَى يَدَيْ بِالسَّبَبِ نَقْطَعُهَا ثُمَّ لَا ذِمَّةَ لِي بِسَجْمِهِ
فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَقْسَلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَكَ إِنْ قَالَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا
تَقْتُلُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قَطَعُ إِحْدَى يَدَيْ شَرٌّ قَالَ ذَلِكَ بِشَدِّ مَا قَطَعُهَا فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَسَلْتَهُ فَإِنَّهُ يَمُوتُ لِيكَ تَبْنُ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ يَمُوتُ لِي
قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ.

৩৭২০. বনী যুহরা গোত্রের মিত্র এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা মিকদাদ ইবনে আমর কিনদী থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে

২৯. রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) বল্ল যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি, আবুল ইয়সর কাব ইবনে আমর আনসারী তাকে বন্দী করেন। অন্যান্য বন্দীদের সাথে লোকেরা তাঁকেও শক্ত করে সারারাত বেঁধে রাখলেন। অদর্শগত কারণে তাকে কোন অন্তর্কথা দেখাতে না পারলেও চাচার প্রতি মমত্ববোধের কারণে রসূলুল্লাহ (সঃ) সারা রাত ঘুমাতে পারলেন না। সবাই তা বুঝতে পেরে তাঁর বন্ধন শিথিল করে দিলো এবং তাঁর মৃত্তিপণ মাফ করে দিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাতে চাইলে তিনি তাঁদের প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারলেন না। বরং বললেন, মৃত্তিপণ এক দিরহামও মাফ করা যাবে না। অন্যান্যদের নিকট থেকে বেহারে মৃত্তিপণ আদার করা হবে তাঁর নিকট থেকেও ঠিক সেভাবেই আদার করা হবে।

মদীনাবাসী আনসারগণের রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচা আব্বাসকে ভাণ্ডে বলে উল্লেখ করার কারণ হলো, আব্বাসের দামা কুরাইশ নেভা হাশেম বনী নাজ্জার গোত্রের আমর ইবনে উহায়হার কন্যা সালমাতে বিয়ে করেছিলেন। এই সম্পর্কের ভিত্তিতে মদীনাবাসী আনসারগণ হযরত আব্বাসকে ভাণ্ডে বলে উল্লেখ করেন। হযরত আব্বাসের দামা হাশেম কুরাইশী শ্যে (সিরিনা) বাবসারের উদ্দেশ্যে বাওয়ার পথে মদীনাতে খাবরাক গোত্রের বনী নাজ্জার শাখার আমর ইবনে উহায়হার বাড়ীতে অবস্থান করতেন। আমরের কন্যা সালমাতে দেখে তাঁর পসন্দ হলে তিনি আমরের কাছে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। কিয়ের পরেও সালমা তার পিতালামেই (আমরের বাড়ীতে) অস্থান করবে এই শর্তে তার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং পরে সালমা বিনতে আমরের সাথে তার বিয়ে হয়। এই সালমার গভেই হযরত আব্বাসের পিতা ও নবী (সঃ)-এর দামা আব্বাস মৃত্তালিব ক্রমগ্রহণ করেন।

জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল, আমার যদি কোন কাফেরের সাথে মোকাবিলা ও লাড়াই হয় আর যদি সে তরবারের আঘাতে আমার একখানা হাত কেটে ফেলে এবং তারপর আত্ম-রক্ষার জন্য কোন গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে বলে, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলাম, তখন এ কথা বলার পরেও কি আমি তাকে হত্যা করবো? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, না, তাকে হত্যা করবে না। মিকদাদ ইবনে আমর কিনদী বললেন, সে তো আমার একখানা হাত কেটে ফেলার পর এ কথা বলছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) আবার বললেন, না, তুমি তাকে হত্যা করবে না। কেননা, এমতাবস্থায় তাকে হত্যা করলে হত্যা করার পূর্বে তোমার যে মর্যাদা ছিলো সে সেই মর্যাদা লাভ করবে। আর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়ার আগে তার যে মর্যাদা ছিলো তুমি সেই মর্যাদা লাভ করবে।

৩২১- عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعْتُ أَبُو جَهْلٍ تَأْتِطُّقُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَوَجَدَ كَأَنَّ صَرِيهَ ابْنِ عَمْرِوَةَ حَتَّى بَرَدَ فَقَالَ أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ قَالَ أَبُو عَمْرٍوَةَ قَالَ سَلِمْتُ هَكَذَا قَالُوا كَيْفَ أَنْتَ قَالَ أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ قَالَ سَلِمْتُ أَوْ قَالَ قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ وَقَالَ أَبُو جَهْلٍ قَالَ أَبُو جَهْلٍ فَمَلَوْا عِيْرًا كَأَنَّهُ قَتَلْتُمُوهُ.

৩৭২১. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বদর-যুদ্ধের দিন (যুদ্ধ শেষে) বললেন, আব্দু জাহলের কি অবস্থা হলো তা কেউ দেখে আসতে পার কি? (এ কথা শুনলে) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (তার খবর নিতে) গিয়ে দেখলেন আফতারণ দূর পূত্র তাকে মেরে মৃতপ্রায় করে ফেলেছে। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ তাকে বললেন, তুমিই কি সে আব্দু জাহল? ইবনে উলাইয়া সুলাইমান থেকে বর্ণনা করেছেন, আনাস তাকে একথাটিই বর্ণনা করেছিলেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আব্দু জাহলকে বলেছিলেন তুমিই কি সেই আব্দু জাহল? তখন (ইবনে মাসউদের এ কথার জবাবে) আব্দু জাহল বললোঃ একজন লোককে হত্যা ছাড়া আর কিছুর কি তোমরা করেছো? সুলাইমান বলেছেন, অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বলেছিলোঃ যাকে তার কওমের লোকেরা হত্যা করেছে। (অর্থাৎ এক ব্যক্তিকে তার কওমের লোকজন হত্যা করলো। এর অধিক কিছুর কি তোমরা করেছো?) আব্দু মিজলাস বর্ণনা করেছেন, আব্দু জাহল বলেছিলো, কৃষক ছাড়া অন্য কেউ যদি তাকে হত্যা করতো তাহলে কতই না ভাল হতো। ৩০

৩২২- عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعْتُ أَبُو جَهْلٍ تَأْتِطُّقُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَوَجَدَ كَأَنَّ صَرِيهَ ابْنِ عَمْرِوَةَ حَتَّى بَرَدَ فَقَالَ أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ قَالَ أَبُو عَمْرٍوَةَ قَالَ سَلِمْتُ هَكَذَا قَالُوا كَيْفَ أَنْتَ قَالَ أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ قَالَ سَلِمْتُ أَوْ قَالَ قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ وَقَالَ أَبُو جَهْلٍ قَالَ أَبُو جَهْلٍ فَمَلَوْا عِيْرًا كَأَنَّهُ قَتَلْتُمُوهُ.

৩৭২২. উমর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) নবী (সঃ) ইন্তেকাল করলে আমি আব্দু বকরকে বললাম, আমাকে আমাদের আনসার ভাইদের কাছে নিয়ে চলুন। পৃথিমধ্যে আমরা

৩০. আব্দু মিজলাসের বর্ণনায় আব্দু জাহলের যে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে, তার অর্থ হলোঃ মদীনাবাসী আনসারগণ ছিলেন কৃষিকারী। এই কৃষিকারী আনসারদের হাতে নিহত হওয়ায় সে অপমান বোধ করছে। তাই মৃত্যুর সময় সে এই উক্তি করছে যে, কৃষিকারী ছাড়া আর কেউ যদি তাকে হত্যা করতো তাহলে তার জন্য লাঞ্ছনা কারণ হতো না।

আনসারদের দৃজন সৎ ব্যক্তির সাক্ষাত পেলাম যারা উজয়েই বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ বলেন, আমি উরওয়া ইবনে যুবায়েরের কাছে এ হাদীস বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, তাঁদের দৃজনের একজন ছিলেন উআয়েম ইবনে সায়েদা এবং অপরজন ছিলেন মান ইবনে আদী।

৩২৫৩ - عَنْ قَيْسِ كَانَ عَطَاءً كَانَ عَطَاءَ الْبَدْرِ تَيْنِ خُمْسَةَ الْأَيْدِ خُمْسَةَ الْأَيْدِ وَقَالَ
عُمَرُ لَأُفْضِلَنَّكُمْ ظِلْمًا مِنْ بَعْدِهِ هُوَ -

৩২৫৩. কায়স থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী (সাহাবা)-দের বাৎসরিক ভাতা পাঁচ হাজার ০১ (দিরহাম) করে নির্দিষ্ট ছিলো। উমর (ইবনুল খাত্তাব) বলেছেন, আমি বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে পরবর্তী লোকদের চাইতে বেশী মর্যাদা ও অগ্রাধিকার প্রদান করবো।

৩২৫৪ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْقَوْلِ
وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا وَقَرَّ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِي وَعَنِ الرَّضِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ
أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي أَسَارِي بَدْرٍ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُونَ عِدِّي حَيًّا تَرَكْتُكُمْ
فِي هَوْلَاءِ التَّنْثِي لَتَرَكْتُمْ لَهُ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَ
ثَعْبَتِ الْفَيْثَةَ الْأُولَى يَحْيَى مَقْتَلِ عُمَانَ فُلُو تَبِقِ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ أَحَدًا ثُمَّ وَقَعَتْ
الْفَيْثَةَ الثَّانِيَةَ يَعْنِي الْخَيْبَةَ فُلُو تَبِقِ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِيَّةِ أَحَدًا ثُمَّ وَقَعَتْ
الثَّلَاثَةَ فُلُو تَبِقِمْ وَلِلنَّاسِ طِبَابُ -

৩২৫৪. মুহাম্মদ ইবনে জুবায়ের তার পিতা জুবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (জুবায়ের) বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে মাগরিবের নামাযে সূরা 'তুর' পড়তে শুনছি এবং এ ঘটনা থেকেই সর্বপ্রথম আমার হৃদয়ে ঈমান বন্ধমূল হয়ে যায়। (অন্য একটি সনদে) যুহরী মুহাম্মাদ ইবনে জুবায়ের ইবনে মুতয়েমের মাধ্যমে তার পিতা জুবায়ের ইবনে মুতয়েম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বদর-যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে বলেছেন, আজ যদি মুতয়েম ইবনে আদী ০২ বেঁচে থাকতেন এবং এসব পদাতিগন্ধময় লোকদের সম্পর্কে (বদর-

৩১. হযরত উমর (রাঃ) সম্পর্কে হযরত আওস ইবনে মালেক (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে দেখা যায় তিনি মুহাজিরদের পাঁচ হাজার, আনসারদেরকে চার হাজার এবং নবী (সঃ)-এর স্ত্রীদের প্রত্যেককে বার হাজার দিরহাম করে বাৎসরিক ভাতা প্রদান করতেন।

৩২. মুতয়েম ইবনে আদী ছিলেন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দাদার চাচাতো ভাই। এক সময় তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন ইসলামী দাওয়াতের কাজে ভায়েফে গিয়ে ফিরে আসেন, সেই সময় মুতয়েম ইবনে আদী মুশরিকদের আক্রমণ থেকে তাকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) সেই উপকারের কথা স্মরণ করে বলেছিলেন যে, মুতয়েম ইবনে আদী জীবিত থাকলে এবং তাঁর অনুরোধ পেলে তিনি মকার নিহতদের হত্যা করতেন না। বরং তাদেরকে ও বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিতেন।

হযরত উসমান (রাঃ) ঊনপঞ্চাল দিন অবরুদ্ধ থাকার পর নিসরবাসী কিছু বিদ্রোহী লোকের হাতে শাহাদত বরণ করেন।

যুদ্ধের বন্দী) সুপারিশ করতেন, তাহলে তার খাতিরে এদের সবাইকে আমি ছেড়ে দিতাম। লাইস ইয়াহইয়ার মাধ্যমে সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব) বলেন, প্রথম ফিতনা অর্থাৎ উসমানের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলে বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের কেউ-ই অবশিষ্ট ছিলো না। দ্বিতীয় ফিতনা অর্থাৎ হাররার ঘটনা সংঘটিত হলে হুদায়বিয়ার সন্ধিকালীন সময়ের কোন সাহাবাই অবশিষ্ট ছিলেন না। অতঃপর তৃতীয় ফিতনা সংঘটিত হলে যতক্ষণ মানুষের মধ্যে সদগুণাবলী ও কিছ্র বৃদ্ধি-বিবেচনা ছিলো ততক্ষণ তা শেষ হয়নি।

৩২৮৫- عَنِ الرَّهْطِيِّ قَالَ سَبَعَتْ عُرْوَةَ ابْنُ الرَّبِيعِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ وَعَلْقَمَةُ
بْنُ دَقَّاسٍ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ
كُلُّ حَدِيثِي طَائِفَةٌ مِنَ الْحَدِيثِ ثَلَاثٌ نَأْتِيَتْ أَنَا وَمِثْلُهُ تَعَثَّرَتْ أُمَّمٌ وَمِثْلُهُ
فِي مِثْلِهَا تَقَالَتْ لِمَنْ مِثْلُهُ نَقَلَتْ لِمَنْ مَأْتَلَتْ لِمَنْ تَسْبِئِينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا فَذَكَرَ
حَدِيثَ الْإِثْنِ

৩৭২৫. যুদ্ধের বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি উরওয়া ইবনে যুবায়ের, সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব, আলকামা ইবনে ওয়াককাস ও উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহর নিকট থেকে নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশার (প্রতি আরোপিত) অপবাদের ঘটনা সম্পর্কে শুনছি। তারা সবাই আমার কাছে হাদীসটির একটি অংশ বর্ণনা করেছেন। তা হলো, আয়েশা বলেছেন: আমি ও মিসতাহর মা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে মিসতাহর মা পায়ে কাপড় জড়িয়ে গিয়ে হোটট খেয়ে বললো: মিসতাহর অকল্যাণ হোক। (হযরত আয়েশা বর্ণনা করেছেন:) তখন আমি বললাম, তুমি খুব খারাপ কথা বলে ফেলেছো। তুমি বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন লোককে গালি দিচ্ছ। অতঃপর তিনি অপবাদ রটনার গোটা ঘটনা বর্ণনা করলেন।

৩২৮৬- عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ هَذِهِ مَعَاذِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَدَّكَ الْحَدِيثُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُلْقِيهِمْ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ كُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالَ
مُوسَى قَالَ نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ نَأَى مِنْ أَهْلِيهِ يَارَسُولَ اللَّهِ تَنَاوَدَى بِنَا سَا
أَمْوَاتًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَشْرَبَ بِأَسْمَ لِمَا أَتَوَلَّ مِنْكُمْ جَمِيعٌ مَنْ شَهِدَ
بَدْرًا مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ ضَرْبٍ لَهُ يَسْتَهْمُهُ أَحَدٌ وَتَمَاتُونَ رَجُلًا وَكَانَ عُرْوَةَ
بْنُ الرَّبِيعِ يَقُولُ قَالَ الرَّبِيعُ قَسِمْتُ سَهْمًا نَمُّ كُنَّا وَمَا بِنَّةُ وَاللَّهِ أَعْلَمُ .

৩৭২৬. ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অভিযানসমূহের বর্ণনা দেয়ার পর বললেন: এগুলোই ছিলো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামরিক অভিযান। এরপর তিনি বদর-যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করলেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) কাফের কুরাইশদের লাশ রূপে নিক্ষেপ করার সময় (সেগুলোকে সম্বোধন করে) বললেন: তোমাদের সব তোমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন, তা ঠিকমত পেয়েছ তো? হাদীসের রাবী মুসা নাফের মাধ্যমে আবদুল্লাহ (ইবনে উমর) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি (হযরত উমর) বললেন: হে আল্লাহর রসূল, আপনি তো মৃতদেরকে সম্বোধন করছেন (অর্থাৎ তারা তো আপনার কথা শুনতে পাচ্ছে না)। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন: আমার কথাগুলো তুমি তাদের চেয়ে বেশী শুনতে পাচ্ছ না। যেসব কুরাইশী

(সাহাবা) বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং গণিমাতের অংশ লাভ করেছিলেন, তাদের সর্বমোট সংখ্যা হলো একাশ। উরওয়া ইবনে যু'বায়ের থেকে বর্ণিত। যু'বায়ের বলেছেন: যেসব কুরাইশী সাহাবা বদর-যুদ্ধের গণিমাতের মালের অংশ লাভ করেছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিলো একশ। প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহ-ই ভাল জানেন।

عَنِ الرَّبِيِّ قَالَ صَرَّيْتُ يَوْمَ بَدْرٍ لِلْمَا جِرْتَيْنِ مِائَةَ سَهْمٍ - ৩৫২৫

৩৭২৭. যু'বায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: বদর-যুদ্ধের দিন মহাজিরদের একশ ০০ জনকে গণিমাতের মালের অংশ দেয়া হয়েছিলো।

অনুচ্ছেদ : আরবী বর্ণমালা অনুসারে বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা জামে-উস-সহীহ গ্রন্থে (বুখারী শরীফে) ইমাম বুখারী যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তা হলো : নবী মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ হাশেমী (সঃ), জায়াস ইবনে বুকায়ের, আবু বকর কুরাইশীর আযাদকৃত ক্বীতদাস বেলাল ইবনে রাবাহ, হামযাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব হাশেমী, কুরাইশদের মিত্র হাতেব ইবনে আবি বালতা'আ, আবু হু'যাইফা ইবনে উভবা ইবনে রাবী'আ কুরাইশী, হারিসা ইবনে রাবী আনসারী-হারিসা ইবনে সুরাকা নামেও পরিচিত। ইনি বদর-যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি বালক ছিলেন এবং দেখার জন্য গিয়েছিলেন। যু'বায়ের ইবনে আদী আনসারী, খু'নাইস ইবনে হু'যাফা সাহমী, রিফা'আ ইবনে কাফে' আনসারী, রিফা'আ ইবনে আশ্ব'দুল মুন'যির, আবু লু'আবা আনসারী, যু'বায়ের ইবনে আওয়াম কুরাইশী, যায়েদ ইবনে সাহল, আবু তালহা আনসারী, আবু যায়েদ আনসারী, সা'দ ইবনে মালেক যু'হরী, সা'দ ইবনে খাওলা কুরাইশী, সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নু'ফায়েল কুরাইশী, সাহল ইবনে হু'নাইফ আনসারী, যু'হাইর ইবনে রাফে' আনসারী এবং তার ভাই, আবদুল্লাহ ইবনে উসমান, আবু বকর সিদ্দিক কুরাইশী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ হু'মালী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ যু'হরী, উবায়দা ইবনুল হারেস কুরাইশী, উবাদা ইবনে সাম্মত আনসারী, উমর ইবনে খাত্তাব আবদী, উসমান ইবনে আফ'ফান কুরাইশী-নবী (সঃ) তাকে তাঁর [নবী (সঃ)-এর] অসুস্থ কন্যার (হযরত উসমানের স্ত্রী) দেখাশোনার জন্য (মদীনায়) রেখে গিয়েছিলেন কিন্তু বদর-যুদ্ধে লক্ষ গণিমাতের মালের অংশ দিয়েছিলেন, আলী ইবনে আবু তালিব হাশেমী, নবী আমের ইবনে লু'য়াইর মিত্র আমর ইবনে আওফ, উকবা ইবনে আমর আনসারী, আমের ইবনে রাবী'আ আলযী, আসেম ইবনে মাবেত আনসারী, উওয়াইম ইবনে সায়েদা আনসারী, ইত্বান ইবনে মালেক আনসারী, কুদামা ইবনে মাযউন, কাতাদা ইবনে নু'মান আনসারী, মু'আয ইবনে আমর ইবনে জাম'হ, মু'আওয়েয ইবনে আফরা ও তার ভাই, মালেক ইবনে রাবী'আ, আবু উসায়েদ আনসারী, মুরারা ইবনে রাবী আনসারী, মান ইবনে আদী আনসারী, মিসতাহ ইবনে উসামা ইবনে আব্বাদ ইবনে মুত্তালিব ইবনে আবদে মন্নাফ, নবী যু'হরা গোত্রের মিত্র মিকদাদ ইবনে আমর কিদ্দী এবং হিলাল ইবনে উমাইরা আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

অনুচ্ছেদ : দু'ব্যক্তির রক্তপথের ব্যাপারে আলোচনার জন্য নবী (সঃ) ইয়াহুদ নবী নু'যাইর গোত্রের কাছে যাওয়া এবং তাঁর বিরুদ্ধে ইয়াহুদদের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা করা। যু'হরী উরওয়ীর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী নু'যাইর গোত্রের সাথে এ ঘটনা বদর-যুদ্ধের পূর্ব ষষ্ঠ মাসে এবং ওহুদ-যুদ্ধের পূর্বে সংঘটিত হয়। মহান আল্লাহর বাণী:

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ

الْحَشْرِ رَا الْحَشْرِ - ৩

৩০. উপরের হাদীসটিতে অম্বারোহীদের বাদ দিয়ে শূন্য পদাতিক মহাজিরদের হিসাব করা হয়েছে। কিন্তু নীচের হাদীসে পদাতিক ও অম্বারোহী উভয় শ্রেণীর সৈনিকদেরকেই হিসাব করা হয়েছে বলে সংখ্যান এই তারতম্য দেখা যাচ্ছে।

“তিনিই তো সেই মহান সত্তা, যিনি আহলে কিতাব কব্বেরসেরকে প্রথমবারেই এক সাথে বাড়ী-ঘর থেকে বের করে দিলেন।

বনী নাযীরের দেশান্তরের এই ঘটনাকে ইবনে ইসহাক বিবরে মাদ্যনার ঘটনা ও ওহুদ যুদ্ধের পরবর্তীকালের ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন।

২৮৮ - عَنْ أَبِي عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا بَيْتُ النَّضِيرِ وَتَرْيُظَةُ نَاجِدًا بَيْتِ النَّضِيرِ وَآقَرُ تَرْيُظَةَ وَمَنْ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَسَتْ تَرْيُظَةُ نَقَتَلُ رِجَالَهُمْ وَكَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بَعْضَهُمْ يَحْمِقُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَامْتَمُّوا أَسْلَمُوا وَأَجْلَدُوا الْمَدِينَةَ كَلِمَةَ بَنِي قَيْنِقَاءَ وَهُوَ رَهْطُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَيَهُودُ بَنِي حَارِثَةَ وَكَلَّ يَهُودُ بِالْمَدِينَةِ.

৩৭২৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইয়াহুদ বনী নাযীর ও বনী কুরাইযা গোত্র (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করলে নবী (সঃ) বনী নাযীরের গোত্রকে দেশান্তরিত করলেন এবং বনী কুরাইযা গোত্রের প্রতি ইহসান করে (তাদের ঘর-বাড়ীতেই) তাদেরকে থাকতে দিলেন। কিন্তু বনী কুরাইযা গোত্র পুনরায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে তাদের পরিত্যক্তদেরকে হত্যা করা হলো এবং কিছুসংখ্যক ব্যক্তি যারা ঈমান এনে মুসলমান হলে নবী (সঃ)-এর সহযোগী হয়ে গেলো তারা ছাড়া তাদের অন্যসব নারী, শিশু ও ধর্মসম্পদকে মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করা হলো। আর নবী (সঃ) মদীনার সব ইয়াহুদকে দেশান্তরিত করলেন। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে সালামের গোত্র বনী কায়নুকা ও বনী হারেসাসহ অন্যান্য ইয়াহুদ গোত্রকেও তিনি দেশান্তরিত করেছিলেন।

২৮৯ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي سُوْرَةَ الْحَكِيمِ قَالَ قُلْتُ سُوْرَةَ النَّضِيرِ يَا بَنِي جَبْرِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ.

৩৭২৯. সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি কোন এক সময় আবদুল্লাহ ইবনে আশ্বাসের কাছে “সূরা হাশর”কে “সূরা হাশর” বলে উল্লেখ করলে তিনি আমাকে বললেন, এই সূরাকে সূরা নাযীর ৩৫ বলা। আব্দুল উয়ানার মতো আব্দুল হাশর থেকে হুশাইম ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৩৪. বনী কুরাইযা গোত্রের সাথে নবী (সঃ)-এর চুক্তি ছিলো যে, বাইরের কোন আক্রমণ হলে নিজ নিজ খরচে মুসলমানগণ ও তারা মদীনাকে রক্ষা করবে। কিন্তু অজ্ঞান যুদ্ধের সময় তারা এই চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের উপর চড়াও হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে যুদ্ধ শেষে নবী (সঃ) তাদের বিরুদ্ধে হালীসে উল্লেখিত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাদের এলাকা দখলের পর দেখা গেলো তারা মুসলমানদের হত্যা করার জন্য শত শত অস্ত্র-শস্ত্র জমা করে রেখেছে। তাদের জমাকৃত অস্ত্রের মধ্যে ছিলো পনরশা’ তরবারি তিনশা’ লৌহ-বর্ম, দু’ হাজার বর্শা এবং দেড় হাজার ঢাল। এসব দেখার পর সিনধাহীনচিত্তে বলা যায় যে, হযরত সাদ (রাঃ)-কে বিচারক মানার পর তিনি তাদের বিরুদ্ধে যে রায় দিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত ছিলো।

৩৫. আবদুল্লাহ ইবনে আশ্বাস কর্তৃক এ সূরাটিকে সূরা নাযীর বলে উল্লেখ করতে বলার কারণ হলো ইয়াহুদ বনী নাযীর গোত্র সম্পর্কে সূরাটি নাথিল হয়েছে। আর তারা যে লাঞ্ছনা ভোগ করেছে তাও এ সূরাতেই বর্ণিত হয়েছে।

৩২৩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ الْخَلَاتِ حَتَّى افْتَتَرَ قُرْطَةً وَالْأُطْبُرَ كَمَا كَانَ بَدَأَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ

৩৭৩০. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আনসারগণ কিছুর কিছুর খেজুর গাছ তোহফা হিসাবে নবী (সঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন যাতে তিনি তাঁর দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাতে পারেন। অবশেষে (ইয়াহুদ) বনী কুরাইযা ও বনী নাখীর গোত্রসম্মিলিত বিজিত হলে তিনি ঐ খেজুর বৃক্ষগুলো তাদেরকে ফেরত দিয়েছিলেন। ৩৬

৩২৪. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْتِ النَّصْفِ وَقَطْعَةِ وَجْهِ الْبُرَيْرِ وَتَزْوِجَاتِ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْسَةٍ أَوْ تَزَوَّجْتُمْ مَا تَأْتِي عَلَى أَمْوَالِهِمَا بِإِذْنِ اللَّهِ.

৩৭৩১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বুয়াইরা ৩৭ নামক স্থানে ইয়াহুদ বনী নাখীর গোত্রের যে সব খেজুর বৃক্ষ ছিলো রসূলুল্লাহ (সঃ) তার কিছুর জন্য দিয়েছিলেন এবং কিছুর অবশিষ্ট রেখেছিলেন। এ বিষয়েই কুরআনের এ আয়াতটি নাযিল হয় :

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْسَةٍ أَوْ تَزَوَّجْتُمْ مَا تَأْتِي عَلَى أَمْوَالِهِمَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَالْبُرَيْرِ الْفَيْسِقِينَ ۝

“যে সব খেজুরগাছ তোমরা গোড়া থেকে কেটে ফেলেছো কিংবা যে গুলো গোড়াসহ দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছো তাতো আল্লাহর হুকুম অনুসারেই করেছো। (আর এটা এ জন্য করা হয়েছে যে, নাফরমান ফাসিক দল যাতে চরমভাবে অপমানিত হয়।” (সূরা হাশর, আয়াত-৫)

৩২৫. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَقَّقَ بَيْتَ النَّصْفِ قَالُوا لِمَا يَقُولُ حَسَّانُ بْنُ سَابِثٍ سَعَى وَمَا عَلَى سَرَاقَةَ بَيْتِ لُؤَيٍّ فِي حَرْبِ بَنِي الْبُرَيْرِ مَسْطَطِيرَةً قَالَ فَأَجَابَهُ أَبُو سَفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ سَعَى أَدَامَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْ مَنِيحٍ وَوَحْرَقَ فِي لُؤَيْهِمَا السَّعِيرُ وَتَعَلَّمُوا أَيَّامًا مِنْهَا يَسْتُرُهُمْ وَيَتَعَلَّمُوا أَيَّ الرِّضْيَاتِ النَّصْفِ.

৩৭৩২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ইয়াহুদ বনী নাখীর গোত্রের খেজুর গাছসমূহ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, এ বিষয়েই হাসসান ইবনে সাবেত এই কবিতা ৩৮ লিখেছিলেন, বনী লুয়াই গোত্রের সম্মানিত নেতাদের অর্থাৎ কুরাইশদের জন্য বনী লুয়াইর গোত্রকে সাহায্য করা সহজ হয়ে গিয়েছে।

৩৬. বনী কুরাইযা ও বনী নাখীর গোত্রসম্মিলিত পরিভ্রমণ সম্পন্ন থেকে নবী (সঃ) যে অংশ লাভ করেছিলেন, তা দিয়ে তিনি নিজের প্রয়োজন পূরণ করতেন। এ জন্য আনসারদের খেজুরবৃক্ষগুলো তাদেরকে ফেরত দিয়েছিলেন।

৩৭. বুয়াইরা মদীনা শরীফের নিকটবর্তী একটি জায়গা, যেখানে বনী নাখীর গোত্রের খেজুরের বাগান ছিলো।

৩৮. কুরাইশ ও বনী নাখীর গোত্রের মধ্যে মিত্রতার চুক্তি ছিলো। এ জন্য ইসলামের কবি হযরত হাসসান ইবনে সাবেত এই কবিতার মাধ্যমে কুরাইশদের মর্মেদাবোধে খোঁচা দিয়েছিলেন। কারণ, মৈত্রী চুক্তি থাকা সত্ত্বেও কুরাইশরা বনী নাখীর গোত্রের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হতে সক্ষম হচ্ছিলো না। এর জবাবে

কেননা বন্সাইরা নামক জারগার সবাই আগুন জ্বলে উঠেছে। রাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেন যে, এর জ্বাবে আব্দু সদ্দিকমান ইবনে হারেস কবিতা লিখেছিলেন, আঙ্গ্লাহ যেনো এ কাজকে স্থায়ী করেন অর্থাৎ মদীনার আশে পাশে যেনো সব সময়ই আগুন জ্বলতে থাকে। অচিরেই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কারা নিরাপদে থাকবে এবং কাদের এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

۳۳۳- عَنْ مَالِكِ بْنِ أَدْرِيسَ بْنِ حُدَثَانَ التَّمِيمِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَعَا إِلَى إِجْمَاعٍ لَا حَاجَةَ
 بِرُؤْيَا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزَّبَيْرِ وَسُحُبِ يَسْتَأْذِنُونَ فَقَالَ نَعَمْ
 إِذَا جَلَسُوا فَلَيْتَ لَيْسَ لَكَ مُرْجَاءُ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي مَبَاسٍ وَعَجْنٍ يَسْتَأْذِنُونَ قَالَ نَعَمْ مَثَلًا
 حَكَ تَانِ مَبَاسٍ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي بَيْبِئُكَ وَبَيْنَ هَذَا وَهُمَا يُخْتَمِمَانِ فِي الدِّينِ
 إِفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ التَّمِيمِيِّ كَأَسْتَبَّ عَلَى وَعَجَّاسُ فَقَالَ الرَّهْطِيُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
 إِنِّي بَيْنَهُمَا وَأَبْرَحُ أَحَدَهُمَا مِنَ الْأُخْرَى فَقَالَ عُمَرُ أَسْتَبُّكَ بِاللَّهِ الَّذِي بَارَأَ بِهِ
 نَفْسَهُ مِنَ النَّسَاءِ وَالْأَرْسِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُؤْبِرُكَ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً
 يَرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ قَالُوا أَكُنْ قَالَ ذَلِكَ فَأَسْبَلُ عُمَرَ عَلَى مَبَاسٍ وَكَلَى فَقَالَ أَسْتَبُّكَ
 بِأَقْبِهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ تَالِ الْخَعْرِ قَالَ يَا أَيُّهَا مَسْكُومُ
 عَنْ هَذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ يَبْتَحَاتُهُ كَمَا تَحَصَّ رَسُولُهُ ﷺ فِي هَذَا النَّهْيِ بِعَنِّي لَمْ يَعْطِهِ أَحَدًا
 هَدِيرُهُ فَقَالَ جَلَدٌ وَطَمْرُهُ وَمَا إِفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُرُ مَا أَوْجَعْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ
 إِلَى قَوْلِهِ قَدِيرٌ فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ وَاللَّهِ مَا اخْتَارَ مَا خَوَّلَكَ
 وَلَا اسْتَأْذَرَ مَا لَيْسَ لَكَ لَقَدْ أَغْلَاكُمْ مَا وَقَفْتُمْ فِيكُمْ حَتَّى بَعَثَ هَذَا الْمَالَ مِنْهَا
 فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً سَنَّتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ لَمْ يَأْخُذْ مَا بَقِيَ
 فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلُ مَالِ اللَّهِ فَجَمَعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيَاتِهِ ثُمَّ تَوَقَّى النَّبِيُّ ﷺ
 فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا نَاوِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبَضَهُ أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهِ بِمَا هَمِلَ بِهِ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَسْتَرَّ حِينَئِذٍ فَأَقْبَلَ عَلَاجِي وَمَبَاسٍ وَقَالَ تَدْرَأِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ
 فِيهِ كَمَا تَقْرَأُونَ وَاللَّهِ يَكْفُرُ إِنَّهُ فِيهِ لَمَادَةٌ بَارَزَ إِسْدُ تَابِيعٍ لِلْحَقِّ ثُمَّ تَوَقَّى اللَّهُ
 أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ أَنَا لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ فَقَبَضَتْهُ سَنَّتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي أَعْمَلُ

আব্দু সদ্দিকমান ইবনে হারেস যে কবিতা লিখেছিলেন তাতে ক-সোরা করে বলা হয়েছে, মদীনার আশে-পাশে যেন সবদাই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তির আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকে। আর খুব শীঘ্রই তোমাদের থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। তখন জানতে পারবে কারা নিরাপদ ও কারা ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

فِيهِ بِمَا قِيلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي فِيهِ صَادِقٌ بَارِزًا
 تَابِعٌ لِلْحَقِّ لَمْ يَرْجِعْهُمَا فِي كِدِّكَمَا وَكَيْفَتُكُمَا وَاحِدٌ وَأَمْ كَمَا جِئْتُمَا فِيمَتَّبِعِي
 يُعْنِي مِمَّا نَقَلْتُمْ لَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُؤْرِكُ مَا تَرَكَنَا مَسَدَةً
 فَمَا يَدِينِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمْ مَا قُلْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَقُضَ إِلَيْكُمَا عَلَانٌ عَلَيْكُمَا
 هَمْدُ اللَّهِ وَبُيُوتَاتُهُ لِعَمَلَاتِنِ بِهِ بِمَا قِيلَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَمَا
 قِيلَتْ فِيهِ سُؤْرُ اللَّيْلِ وَالْأَنْكَرُ تَكَلَّمَ فِي تَقَلُّبِنَا أَدْفَعَهُ إِلَيْنَا بِذَلِكَ قَدْ قَعْنَةُ
 إِلَيْكُمْ مَا أَتَيْتُمَا مِنْ مِثْلٍ قَضَاءٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَوَاللَّهِ الَّذِي يَأْتِيهِ تَقْوَمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَاحِظِي
 فِيهِ بِقَضَاءٍ غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقْوَمُ السَّاعَةُ فَإِنْ يَجِئْتُمْ مَعَهُ نَادِ فَاعْلَمُوا إِلَى نَانَا الْكَلْبِ فِيمَا
 قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا لِحَدِيثِ هُرُوذَةَ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ مَدَى مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنْ سَمِعْتُ
 عَائِشَةَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ أَرْسَلَ أَبُو بَكْرٍ عَشْرَانَ إِلَى ابْنِ بَكْرٍ يَسْأَلُهُ فِيمَا
 أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ فَكُنْتُ أَنَا أَرْوَمْتُ فَقُلْتُ لِمَنْ أَلَا تَتَعَيْنِ اللَّهُ أَلَا تَرْتَعَلِمَنَّ
 أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَا تُؤْرِكُ مَا تَرَكَنَا مَسَدَةً يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ إِنَّمَا
 يَأْكُدُ آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ فَانْتَهَى أَبُو بَكْرٍ إِلَى مَا أَخْبَرْتُمُ قَالَ نَكَاتُ
 هَذِهِ الْمَسَدَةُ يَسِيدُ عَلِيٌّ مَعْمَا عَلِيٌّ مِمَّا نَقَلْتُمْ عَلَيْهِمَا سُؤْرُ كَانَ يَسِيدُ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ثَوْبِيْدُ
 حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ثَوْبِيْدُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ وَحُسَيْنِ بْنِ حَسَنِ كِلَاهُمَا كَانَا يَتَدَاوَرَا نِهَا ثَوْبِيْدُ
 ثَوْبِيْدُ بْنُ حَسَنِ وَهِيَ مَسَدَةٌ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَقًّا.

৩৭৩৩. মালেক ইবনে আওস ইবনে হাদসান নাসিরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাকে উমর (ইবনে খাত্তাব) ডেকে পাঠালেন। এ সময় তাঁর দ্বাররক্ষী ইয়ারফা এসে বললো, উসমান ইবনে আফফান, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, যুবাইর ইবনুল আও'আম এবং সা'দ ইবনে আব্দু ওয়াক্কাস আপনার সাক্ষাত প্রার্থী। আপনার অনুমতি হলে তাঁদেরকে আসতে বলি। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাঁদেরকে আসতে বলো। এর অল্প কিছুক্ষণ পরে সে আবার এসে বললো, আশ্বাস ইবনে মদ্তালিব এবং আলী ইবনে আব্দু তালিব আপনার সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থী তাঁদেরও কি আসতে বলবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাঁদেরকেও আসতে বলো। তখন তাঁরা উভয়েই ভিতরে প্রবেশ করলেন। আশ্বাস বললেন, হে, আমীরুল মুদমিনীন! আমাদের একটি বিবাদের মীমাংসা করে দিন। বনৌ নাযীরের সম্পদ থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূল (সঃ)-কে 'ফাই' (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) হিসেবে যা কিছু দিয়েছিলেন তা নিয়ে উভয়ের মধ্যে বিবাদ চলছিলো। এনিয়ো তাঁরা উভয়ে উন্মত্তনাপূর্ণ বাক বিতন্ডায় লিপ্ত হয়েছিলেন। উপস্থিত সবাই বললেন, হে, আমীরুল মুদমিনীন! একটা মীমাংসা করে তাদের উভয়কেই এ বগড়া থেকে অব্যাহতি দিন। উমর বললেন, খামলন, তাড়াহুড়ো করবেন না।

আমি আপনাদেরকে আল্লাহর নামে শপথ করে বলাই যার আদেশে আসমান ও হমীন কায়েম আছে। বলুন, আপনাদের কি জানা আছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের সম্পর্কে বলেছেন : “আমরা (নবীগণ) আমাদের পার্থক্য সম্পদের জন্য ঠাকুরকে উত্তরাধিকারী রেখে যাই না—যা রেখে ষাই তা সাদকা হিসেবে গণ্য হয়।” তাঁরা সকলেই বললেন : হাঁ, রসূলুল্লাহ (সঃ) এ কথা বলেছেন। তখন উমর আলী ইবনে আব্দু তালিব ও আব্বাস ইবনে মুত্তালিবের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি আপনাদের দু’জনকে আল্লাহর নামে শপথ করে জিজ্ঞেস করছি। বলুন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এ কথা বলেছেন কি না? তাঁরা উভয়ে বললেন, হাঁ, তিনি এ কথা বলেছেন। তখন উমর বললেন, এখন এ ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে প্রকৃত অবস্থা খুলে বলাছি। মহান আল্লাহ “ফাই” এর এ সম্পদ থেকে তাঁর রসূল (সঃ)-এর জন্য কিছু অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন যা আর কাউকে দেননি। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : “আর আল্লাহ তাদের নিকট থেকে তাঁর রসূলকে যা কিছু দিয়েছেন—সে জন্য তোমরা না ঘোড়া হাঁকিয়েছো না অন্য কোন সওয়ারী পরিচালনা করেছো। আল্লাহ তাঁর রসূলকে যার উপর খুশী আধিপত্য দান করেন। আসলে আল্লাহ তা’আলাই সব বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী।” (সূরা হাশর—৬)। অতএব, এই সম্পদ একান্তভাবেই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। এর উপর কারো কোন হক ছিলো না। কিন্তু এ অর্থকে তিনি নিজের জন্য সংরক্ষিত রাখেননি। বরং তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। অবশেষে এগুলো উশ্বস্ত আছে। এ মাল থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর পরিবার-পরিজনদের এক বছরের খোরপোশ রেখে দিতেন। এর যা থেকে গোটো তা আল্লাহর পথে খরচ করতেন। তিনি তাঁর সারা জিন্দেগী এভাবে কাজ করেছেন। তাঁর ইনতেকালের পর (নির্বাচিত খলীফা) আব্দু বকর বললেন, এখন আমিই তাঁর অভিভাবক। অতঃপর আব্দু বকর তা স্বীয় তত্ত্বাবধানে নিয়ে নিলেন। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সঃ) যেভাবে কাজ করেছেন তিনি তাই করলেন। এরপর তিনি আলী ইবনে আব্দু তালিব ও আব্বাস ইবনে মুত্তালিবের দিকে তাকিয়ে বললেন, আজকে আপনারা যা বলেছেন তখনও এই কথা বলেই আব্দু বকরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হতো। কিন্তু মহান আল্লাহ সাক্ষী যে, এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও ন্যায়ের অনুসারী। অতঃপর আব্দু বকর ইনতেকাল করলেন আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) ও আব্দু বকরের স্থলাভিষিক্ত হয়ে এ সম্পদকে আমার খেলাফতের দুই বছর কাল আমার তত্ত্বাবধানে নিয়ে নিয়েছি এবং এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) ও আব্দু বকর যে ভাবে কাজ করেছেন আমিও ঠিক সেভাবেই কাজ করছি। আর আল্লাহ সাক্ষী যে, এক্ষেত্রে আমি সত্য ও ন্যায়ানুগ পন্থায় কাজ করেছি। এখন পুনরায় আপনারা দু’জন এসে আমাকেও একই কথা বলেছেন—একই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করছেন। আর আব্বাস এখন আপনিও এসেছেন। আমি আপনাদের উভয়কেই বলেছি যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : আমরা (নবী-রসূলগণ) সম্পদের কোন উত্তরাধিকারী রেখে যাই না। আমাদের যা কিছু সম্পদ থাকে তা সাদকা হিসেবে থেকে যায়। এরপর এক সময় আমি এ চিন্তা করেছি যে, এ সম্পদকে আমি আপনাদের উভয়ের তত্ত্বাবধানে অর্পণ করি। হাঁ, এখন আপনারা রাজি থাকলে একটি শর্তে আমি তা আপনাদের হাতে অর্পণ করবো। শর্তটি হলো, আপনারা আল্লাহর নির্দেশ ও তাঁকে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠিক এমনভাবে কাজ করবেন যোগনভাবে রসূলুল্লাহ (সঃ) আব্দু বকর ও আমার তত্ত্বাবধানে আসার পর থেকে আমি করেছি। এতে আপনাদের সম্মতি না থাকলে কোন আলোচনার প্রয়োজন নাই। তখন আপনারা দু’জনে বলেছিলেন যে, এ শর্তের বিনিময়েই আপনি আমাদের হাতে তা অর্পণ করুন। আমি তাই করেছি। এখন যদি আপনারা এর বাইরে কোন মীমাংসা আমার কাছে কামনা করেন তাহলে সেই আল্লাহর কসম করে বলাই যার আদেশে আসমান ও পৃথিবী ঠিক আছে, কিয়ামত পর্যন্ত আমি এ ছাড়া অন্য কোন ফয়সালা দিতে পারবো না। আপনারা দু’জন এর তত্ত্বাবধানে যদি অপারগ হয়ে থাকেন তা হলে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন। আমি এর দেখা শোনা করতে পারবো। হাদীসের বর্ণনাকারী যহরী বলেন, আমি এ হাদীসটি উরওয়া ইবনে যুবায়েরের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, মালেক ইবনে আওস ঠিকই বর্ণনা করেছেন। কেননা, আমি নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশাকে বলতে শুনছি যে, (বনী নাযীরের গোত্রের সম্পদ থেকে) “ফাই” হিসেবে

আব্বাছ তাঁর রসূলের জন্য সে অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন তার মূল্য আনার জন্য নবী (সঃ)-এর স্ত্রীগণ উসমানকে আব্দু বকরের নিকট পাঠাতে চাইলে আমি তাঁদেরকে এই বলে নিষেধ করেছিলাম যে, আপনারা কি আব্বাছকে ভয় করেন না? আপনারা কি জানেন না যে, নবী (সঃ) বলতেন, আমরা (নবী ও রসূলগণ) আমাদের সম্পদের কোন ওয়ারিস বা উত্তরাধীকারী রেখে যাই না। আমরা যা রেখে যাই তা সাদকা হিসেবে রেখে যাই। এ কথা দ্বারা তিনি নিজেকেই বুঝিয়েছেন। শূধু মুহাম্মদ (সঃ)-এর বংশধরগণ এর দ্বারা ভরণ-পোষণ চালাতে পারেন। আমার এ কথা শূনে নবী (সঃ)-এর স্ত্রীগণ বিরত হলেন। বর্ণনাকারী উরওয়া ইবনে শুবায়ের বলেন, অবশেষে সাদকার এ মাল আলী'র তত্ত্বাবধানে ছিলো। তিনি আব্বাছ ইবনে মুস্তালিবকে এর উপর দখল জমাতে দেননি। এরপর তা যথাক্রমে হাসান ইবনে আলী ও হুসাইন ইবনে আলী এর হাতে ছিলো। পুনরায় তা আলী ইবনে হুসাইন এবং হাসান ইবনে হাসান এর তত্ত্বাবধানে ছিলো। তারা উভয়ে এর দেখা-শোনা করতেন। এরপর তা য়েদ ইবনে হাসানের তত্ত্বাবধানে যায় এবং সবাই এ সম্পদকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরিভাষ্য সাদকা হিসেবে এর তত্ত্বাবধানকারী হয়ে কাজ করেছেন মাত্র।

۳۴۳- عَنْ قَائِلَةٍ أَنَّ نَاطِلَةَ وَالْعَبَّاسَ ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا أَرْمَهُ
مِنْ نَدِكِ وَ سَمِعَهُ مِنْ حَبِيبَةَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا تَوَرِثُ
مَائِرُكُنَا مَدَائِنَهُ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذِهِ الْمَالِ وَاللَّهُ لَعْرَابَةٌ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُرْمَلَ مِنْ قَرَابَتِهِ.

৩৭০৪. আরোশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)-এর (কন্যা) ফাতেমা ও আব্বাছ (ইবনে আবদুল মুস্তালিব) আব্দু বকরের কাছে এসে মিরাস সত্ত্বে ফাদাকের [একটি জায়গার নাম যেখানে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কিছু ভূমি ছিলো] ভূমি এবং খায়বারের ভূমি থেকে আয়ের অংশ চাইলেন। আব্দু বকর বললেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনোছিঃ আমরা (নবী ও রসূলগণ) আমাদের সম্পদের কোন উত্তরাধীকারী রেখে যাই না। আমরা যা কিছুই রেখে যাই তা সাদকা হিসেবে পরিচালিত হয়। তবে মুহাম্মদ (সঃ)-এর বংশধর-গণ এ সম্পদ থেকে তাদের ভরণপোষণের জন্য গ্রহণ করতে পারেন। তবে তাদের সাথে আচার-আচরণের প্রশ্ন আসলে বলতে চাই—আব্বাছের কসম আমার আত্মীয়-স্বজনের সাথে আত্মীয়-মতাসূলভ আচরণ করার চেয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আত্মীয়-স্বজনের সাথে আত্মীয়তা-সূলভ আচরণ ও বন্ধনকে বেশী প্রিয় মনে করি।

অনুবোধ : কা'ব ইবনে আশরাফের ৩১ হত্যার ঘটনা।

۳۴۳- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَتَبَ بَيْنَ الْأَشْرَفِ
بِأَيْ قَتْلِهِ وَاللَّهِ وَنَسُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا أَقْسَلُهُ
فَالْتَمِسُوا مَا لَكُمْ مِنْهُ فَإِنَّهُ مِيرَاثُكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا أَقْسَلُهُ

৩১. কা'ব ইবনে আশরাফ ইব্রাহীম বনী ফুরাইয়া গোত্রের একজন কবি ছিলো। সে কবিতা রচনার দ্বারা রসূল (সঃ)-এর ওপর বিদ্বেষ করতো এবং তা প্রচার করে বেড়াতো। এমনকি সম্মানিত মুসলমানদের স্ত্রী-কন্যাদের সম্পদকেও কুণ্ঠিত ও উল্টট কথাবার্তা লিখে ছড়াতো। তার এমন কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে রসূল-ুল্লাহ (সঃ) তৃতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাকে পাঠিয়ে তাকে হত্যা করেন।

كَمَا سَأَلْنَا مَدَنَةَ وَرَأَيْتُهُ قَدْ مَنَّا وَأَوْرَاقِي كَمَا اتَّيْتِكَ أَشْتَلَيْتَكَ تَالِ وَأَيْضًا وَاللَّهِ
 لَمَلَّتْهُ قَالِدًا كَمَا كَبِدَ ابْتِعْنَا لَهُ كَمَا حَبَّبَ أَنْ كَمَا مَعَهُ حَتَّى نُنْظُرَ إِلَى أَيْ لَتَيْهِ يَصْبِيرُ
 كَمَا وَكَلَّ أَرْدْنَا أَنْ تَلَيْفْنَا وَشَقَا أَوْ شَقِينِ وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ مَرْثَةَ فَكُنِيَ كَرُ
 وَشَقَا أَوْ شَقِينِ نَقَلْتُ لَهُ فِيهِ وَشَقَا أَوْ شَقِينِ فَقَالَ أَرَى فِيهِ وَشَقَا أَوْ شَقِينِ
 فَقَالَ نَعْمُ إِنَّهُ هُوَ فِي قَالُوا أَيْ سَيِّئُ بَرِيدًا قَالَ إِنَّ هُوَ فِي نِسَاءٍ كَمَا قَالُوا كَيْفَ
 كَرِهْتُمْ نِسَاءً نَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ كَارَهُتُ فِي أَنْبَاءِ كَمَا قَالُوا أَيْ كَرِهْتُمْ أَنْبَاءَ
 فَيَبِّبَ أَحَدَهُمْ فَقَالَ رُحْنٌ بِدُوسْتِ أَوْ شَقِينِ هَلْ هَارَ مَلَيْتَنَا وَلَكِنَّا نُرْهِمُنَا
 اللَّهُ مَهْ تَالِ مَفِينِ يَعْنِي السَّلَاحَ فَوَإِ عَدَاةً أَنْ يَأْتِيَهُ فِجَاءٌ لَهُ لَيْسَ لَهُ وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ
 وَهُوَ أَحْوَجُ كَقَبٍ مِنَ الرِّمَاحَةِ نَدَا هَهُمُ إِلَى الْحِصْنِ فَزَلَّ إِلَيْهِمْ فَقَالَتْ لَهُ
 رَأْسُهُ أَيْتَ نَحْرِي هَذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَخِي أَبُو نَائِلَةَ وَقَالَ
 عُمَرُ بْنُ عَبْدِ مَرْثَةَ قَالَتْ أَسْمَعُ مَوْتَنَا كَأَنَّهُ يَقَطُرُ مِنْهُ الدَّمُ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ
 مَسْلَمَةَ وَرَفِئِيُّ أَبِي نَائِلَةَ أَنْ الْكَيْسِيَّةَ لَوْ دَرَعِي إِلَى لَعْنَتِي يَلِيدُ لَكِجَابٍ قَالَ وَ
 يَدُ خَدِّ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ قِيلَ لَسَفِينِ سَنَاهُمْ عُمَرُ وَقَالَ سَمِعِي
 بَعْضَهُمْ قَالَ عُمَرُ وَجَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ فَقَالَ إِذَا مَا جَاءَ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ مَرْثَةَ
 وَالأَخْبَارُ بْنُ أَوْسٍ وَمُبَارِزُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ عُمَرُ وَجَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ فَقَالَ إِذَا مَا جَاءَ فَإِنِّي قَائِلٌ
 بِشِعْرِهِ فَأَشْتَهُ إِذَا أَنَا يُتَبَوِّدُ فِي اسْتَمَلْتُ مِنْ رَأْسِهِ نَدَا وَنَكَّرَ فَأَمْرُ بُوَ وَقَالَ مَرْثَةَ
 ثُمَّ أَشْتَمُوا نَزَلَ إِلَيْهِمْ مَرُوحًا هُوَ يُنْفِخُ مِنْهُ رِيحٌ الْهَيْبِ فَقَالَ مَا رَأَيْتَ كَالْيَوْمِ رِيحًا
 أَيْ الْهَيْبِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ مَرْثَةَ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ مَرْثَةَ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ مَرْثَةَ
 فَقَالَ أَنَا ذَنْ لِي أَنْ أَسْمُرَ رَأْسَكَ قَالَ نَعْمُ فَشَقَّتْهُ ثُمَّ أَسْمُرَ أَمْتَابَهُ ثُمَّ قَالَ أَنَا ذَنْ
 لِي قَالَ نَعْمُ فَلَمَّا اسْتَمْسَكَ مِنْهُ قَالَ دُونَكَ فَفَقَتُوا ثُمَّ أَمْرًا أَوْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 فَأَخْبِرُوا.

৩৭৩৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সঃ)
 বললেন : কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার জন্য কে প্রস্তুত আছ? সে আল্লাহ ও তাঁর
 রসূলকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। মদহাশমদ ইবনে মাসলামা উঠে বললেন, হে আল্লাহর রসূল!
 আপনি কি মন যে, আমি গিয়ে তাকে হত্যা করি। তিনি বললেন : হাঁ, তখন মদহাশমদ

ইবনে মাসলামা বললেন, তাহলে এ ব্যাপারে আমি যা ভালো মনে করি আমাকে তা বলার অনুমতি দিন। নবী (সঃ) বললেন : হাঁ, বলো। এরপর মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা কা'ব ইবনে আশরাফের কাছে গিয়ে বললেন : এ লোকটি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] আমাদের কাছে শব্দ সাদকা চায়। আর সে আমাদেরকে জ্বালাতন ও বিরক্ত করছে। আমি (আজ) তোমার কাছে কিছু ঋণের জন্য এসেছি। কা'ব ইবনে আশরাফ বললো, আরে এখনই জ্বালাতনের কি দেখেছো? পরে সে তোমাদেরকে উৎপীড়নে অতিষ্ঠ করে তুলবে। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা বললেন : সে যাই হোক, আমরা তো তাকে মেনে নিয়েছি। শেষ পর্যন্ত কি ফল দাঁড়ায় তা না দেখে এখনই তাকে পরিত্যাগ করা ভালো মনে করি না। এখন আমি তোমার কাছে “এক ওয়াসক বা দু'ওয়াসক” পরিমাণ খাদ্য ধার চাই। হাদীসের বর্ণনাকারী সুন্নিফয়ান বলেন, আমর ইবনে দীনার আমার কাছে হাদীসটি কয়েকবার বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সে সময় তিনি “এক ওয়াসক বা দু'ওয়াসক” শব্দ উল্লেখ করেননি। তাই আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম যে, এ হাদীসে তো “এক বা দু'ওয়াসক” কথাটি আছে। তখন তিনি স্মরণ করিয়ে দিলাম যে, এ হাদীসে তো “এক বা দু'ওয়াসক” কথাটি আছে। যাই হোক, কা'ব ইবনে আশরাফ বললো, ঋণ তো পেয়ে যাবে, কিন্তু কিছু বন্ধক রাখো। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা বললেন, কি জিনিস বন্ধক চান? সে বললো, তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখো। তখন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা বললেন, আপনি আরবের সবচেয়ে সূত্রী ব্যক্তি। আপনার কাছে আমাদের স্ত্রীদের কি করে বন্ধক রাখা যেতে পারে? তখন সে বললো, তোমাদের পুত্রসন্তানদের বন্ধক রাখো। তিনি বললেন, আমাদের পুত্রসন্তানদেরকেই বা কি করে বন্ধক রাখা যায়? তাহলে পরবর্তী সময়ে লোকেরা সুযোগ পেয়ে তাদেরকে খোঁটা দিবে যে, মাত্র এক বা দু'ওয়াসক খাদ্যের জন্য বন্ধক রাখা হয়েছিল। এটা আমাদের জন্য লাঞ্জনাকর ও অপমানজনক। বরং আমরা আমাদের তরবারী (‘লামা’) বন্ধক রাখতে পারি। সুন্নিফয়ান বর্ণনা করেছেন যে, ‘লামা’ শব্দের অর্থ তরবারী। সুতরাং তিনি (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা) তাকে (কা'ব ইবনে আশরাফ) পুনরায় যাওয়ার ওয়াদা করে চলে আসলেন। পরে তিনি কা'ব ইবনে আশরাফের দু'খ-ভাই আবু নায়েলাকে সঙ্গে করে রাতের বেলা তার কাছে গেলেন। কা'ব তাদেরকে দু'গের মধ্যে ডেকে নিলো। তাদের কাছে আসার সময় তার স্ত্রী তাকে বললো, এ সময় কোথায় যাচ্ছ? সে বললো, কোন শংকার কারণ নাই। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা ও আমার ভাই আবু নায়েলা এসেছে, তাদের কাছে যাচ্ছি। রাবী সুন্নিফয়ান বলেছেন, আমর ইবনে দীনার ছাড়া এ হাদীসের অন্যান্য বর্ণনাকারীরা এতে এতটুকু কথা বেশী যোগ করে বর্ণনা করেছেন যে, কা'বের স্ত্রী বললো, এ ডাকে যেনো রক্তের গন্ধ আছে বলে মনে হচ্ছে। তখন কা'ব ইবনে আশরাফ বললো, কিছু না, ভাই মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা এবং দু'খ-ভাই আবু নায়েলা ডাকছে। আর খান্দানী ও অভিজাত ব্যক্তিকে রাতের বেলা বর্শাবিন্ধ করার জন্য ডাকলেও তার যাওয়া উচিত। রাবী আমর ইবনে দীনার বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা তার সাথে আরো দু'ব্যক্তিকে নিয়েছিলেন। রাবী সুন্নিফয়ানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে, আমর ইবনে দীনার কি তাদের (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামার সঙ্গী) দু'জনের বর্ণনা করেছিলেন? জবাবে সুন্নিফয়ান বললেন, একজনের নাম বলেছিলেন। আমর ইবনে দীনার বর্ণনা করেন, তিনি আরো দু'জন লোককে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যখনই সে (কা'ব ইবনে আশরাফ) আসবে—অবশ্য আমর অন্যান্য রাবী'গণ (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামার সঙ্গী হিসেবে) আবু আব্বাহ ইবনে জাবর, হারেস ইবনে আওস এবং আব্বাদ ইবনে বিশরের নাম উল্লেখ করেছেন। তবে আমর শব্দ এতটুকুই বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা) তার সাথে আরো দু'জন নিয়েছিলেন এবং তাদের বলেছিলেন যে, যখন সে (কা'ব ইবনে আশরাফ) আসবে আমি তার মাথার চুল ধরে শব্দকতে থাকবো। যে সময় তোমরা দেখবে যে আমি খুব শক্ত করে তার মাথার চুল ধরে শব্দকতে থাকবো। তখন তোমরা তরবারি ম্বারা তাকে আঘাত করবে। তিনি আরো বললেন যে, একবার আমি তোমাদেরকেও শব্দকবো। সে চাদর গায়ে তাদের কাছে আসলে তার শরীর থেকে খোশবু বের হচ্ছিল। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা বললেন : এতো উত্তম সুগন্ধি এর আগে আমি

কোনদিন দেখিনি। এখানে আমার ছাড়া বর্ণনাকারীগণ এতোটুকু কথা বেশী বর্ণনা করেছেন যে, তখন কা'ব বললো, বর্তমানে আমার কাছে আরবের সবচেয়ে সুন্দরী ও সবচেয়ে উত্তম এবং অধিক সুগাম্ভ ব্যবহারকারিণী স্ত্রীলোক আছে। আমার বর্ণনা করেছেন যে, তখন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা বললেন, আমাকে আপনার মাথা শূন্যতে অনুমতি দিবেন কি? সে বললো, হাঁ, অবশ্যই দেবো। তারপর তিনি তার মাথার ঘাগ শূন্যকলেন এবং সঙ্গীদেরও শূন্যকলেন। তারপর আবার বললেন, আমাকে আরেকবার শূন্যকবার অনুমতি দিবেন কি? সে বললো, হাঁ। এবার তিনি তার মাথার চুল দৃঢ় শ্রান্তিতে ধরে সঙ্গীদেরকে বললেন, এবার নাও। তখন তারা তাকে হত্যা করলো এবং নবী (সঃ)-এর কাছে ফিরে এসে ডাকে তার হত্যার সন্ধান জানালো।

অনুচ্ছেদ : ইয়াহুদ আব্দ রাফে' আবদুল্লাহ ইবনে আবুল হুকাইকের হত্যার ঘটনা। কেউ কেউ তার নাম সুলায়ম ইবনে আব্দুল হুকাইক বলে উল্লেখ করেছেন। সে খায়বরের অধিবাসী ছিলো। কেউ কেউ বলেছেন, হিজাযে তার একটি দর্গা ছিলো সেখানেই সে থাকতো। ধূহরী বলেছেন, তার হত্যার ঘটনা কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যার ঘটনার পরে সংঘটিত হয়।

৩২২৭ - عَنِ الْبُرَيْرِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَهْطًا إِلَى ابْنِ زَائِدٍ كَدَّخَلَ عَلَيْهِ مَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَتِيبَةَ بَيْتَهُ لَيْدًا وَهُوَ نَائِمٌ فَقَتَلَهُ

৩৩০৬. বারা' ইবনে আমেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) দশজনের কমসংখ্যক লোকের একটি দলকে আব্দ রাফের উদ্দেশ্যে পাঠালেন। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক আনসারীও ছিলেন। তিনি রাতের বেলা তার ঘরে প্রবেশ করে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে হত্যা করেন।

৩২২৮ - عَنِ الْبُرَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى ابْنِ زَائِدٍ أَيْمُودِي رِبَاكُ مِثْنِ الْأَنْصَارِ نَأْمَرُ عَلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيبَةَ وَكَانَ أَبُو زَائِدٍ يُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَيَجِيئُ عَلَيْهِ وَكَانَ فِي حِمْلِ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ فَلَمَّا دَوَّوْا مِثْنَةً وَكُنَّ مَرَبَاتِ الشَّمْسِ وَرَأَى النَّاسُ بِسُرْحِمِمْ تَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَخَابِ إِجْمُوا مَا نَكْفُرُ فَإِنِّي مُتَكَلِّفٌ وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَابِ لَعَلِّي أَنْ أَدْخُلَ فَأَتَّبِلُ حَتَّى وَتَأْتِي ابْنِ ابْنِ تَمْرٍ تَفْتَحُهُ بِبُؤْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً وَكَانَ دَخَلَ النَّاسُ فَمَتَفَّ بِهِنَّ الْبَوَابِ يَا عَبْدُ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَدْخُلَ فَادْخُلْ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتْلُقَ الْبَابَ فَدَخَلْتُ فَكَلَّمْتُمْ فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ أَتْلُقَ الْبَابَ تَمْرٍ عَلَّقَ الْأَعْلَانِي عِظًا وَقَالَ كُنْتُ إِلَى الْأَقَالِيهِ فَأَخَذْتُهَا فَفَتَحْتُ ابْنِ وَكَانَ أَبُو زَائِدٍ يُسْمِرُ مِثْنَةً وَكَانَ فِي عِلَاقَةِ لَهُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سِرَّةٍ وَمَعْدَتِ إِلَيْهِ فَجَعَلَتْ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَابًا أَعْلَقْتُ عَلَى مِنْ دَاخِلِ تَلَّتْ إِنَّ الْقَوْمَ لَوْ سَدَرُوا مِنِّي لَمُرِّي لَمُؤَا إِلَى حَتَّى أَتْلُهُ

فَأْتَيْتُ الْيَهُودَ وَأَذْهَبْتُ مَطْلَمٌ وَسَطَ بَيْتِهِ لَأَذْهَبَ مِنْهُ إِذْ رَأَيْتُ أَيُّنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ تَلَمَّتْ أِبْرَاهِيمَ
 تَمَّ مِنْ هَذَا، فَأَهْوَيْتُ مَحْوِ الْقُرْبِ فَأَهْوَيْتُ مَعْرَبَةً بِالسَّيْفِ وَأَنَا إِذْ هَشْتُ فَمَا أَغْنَيْتُ شَيْئًا
 وَصَاحَ فَمَجَّجَتْ مِنَ الْبَيْتِ نَامُكُثٌ غَيْرُ بَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا هَذَا الْقَوْتُ
 يَا أَبَا رِجْلٍ فَقَالَ لِمَ أَتَيْتَ الْوَيْلُ أَنْتَ رَجَلٌ فِي الْبَيْتِ مَرَبِيئِي قَبْلَ السَّيْفِ قَالَ فَأَهْوَيْتُ مَعْرَبَةً
 أَكْحَنُتُهُ وَرَأَيْتُ قَتْلَهُ ثُمَّ وَضَعْتُ مِثْبَابَ السَّيْفِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى أَخَذْتُ فِي ظَهْرِهِ فَغَمَزْتُ
 أَيْ قَتَلْتُهُ فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الْأَبْوَابَ بَابًا بَابًا حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَتِهِ لَمْ تَوْضَعْتُ
 رِجْلِي وَأَنَا أَرَى أَيْ قَدْ انْتَهَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ فَوَضَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مَقِيمَةً فَأَلْكَرْتُ
 سَاقِي فَغَمَزْتُمَا بِعَامَةٍ ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ لَأَخْرُجَنَّ الْبَيْتَ
 حَتَّى أَعْلَمَ أَقْتَلْتَهُ نَلَمَّا صَاحَ الْبَيْتُ فَأَمَّ النَّاسُ عَلَى السَّوْرِ فَقَالَ أَيْنِي أِبْرَاهِيمَ تَأْجِرًا هَذَا
 الْجَبَّارِ فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْأَشْجَارِ فَقُلْتُ النَّجَاءَ فَقَدْ تَمَّتْ لِي اللَّهُ أِبْرَاهِيمَ فَأَنْتَهَيْتُ إِلَى الْبَيْتِ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَدَّيْتُهُ فَقَالَ وَسَطَ رِجْلِكَ بَلَسْتُ رِجْلِي فَمَسَحَهَا كَمَا كُنَّا نَمَسَحُهَا لَمْ أَشْتِكُهَا
 نَطُّ

৩৭৩৭. বার্না ইবনে আবেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আতীক আনসারীকে আমার বানিয়ে তার নেতৃত্বে আনসারদের কিছুসংখ্যক লোককে ইয়াহুদ আব্দ রাফে'র (হত্যার) উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। আব্দ রাফে' রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দুঃশমন ছিলো। সে তাঁকে কষ্ট দিতো এবং তাঁর শত্রুদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতো। হিজাব ভূমিতে তার একটি দুর্গ ছিলো। সে সেখানে বসবাস করতো। যে সময় তারা তার দুর্গের কাছে গিয়ে পৌঁছলো তখন সূর্য ডুবে গিয়েছে। সম্মুখ ঘনিষ্ঠে আসার কারণে লোকজন নিজ নিজ পশুপাল নিয়ে তাদের বাড়ীর দিকে রওয়ানা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আতীক তার সাথীদের বললেন, তোমরা এখানে বসে অপেক্ষা করো। আমি গিয়ে স্বাররক্ষীকে ধোঁকা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করবো। তারপর তিনি দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছলেন এবং কাপড় দিয়ে নিজেকে এমনভাবে ঢাকলেন যেনো প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করছেন। তখন দুর্গের সবাই ভেতরে প্রবেশ করলে স্বাররক্ষী তাকে লক্ষ্য করে বললো, হে আল্লাহর বাদা! ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলে প্রবেশ করো। আমি এখনই দরখা বন্ধ করবো। আবদুল্লাহ ইবনে আতীক বলেন, আমি তখন ভেতরে প্রবেশ করলাম এবং আত্মগোপন করে থাকলাম। তখন সবাই ভেতরে প্রবেশ করলে স্বাররক্ষী দরখা বন্ধ করে তাল্লা লাগিয়ে দিলো এবং (দেয়ালে প্রাথিত) একটি পেরেকের সাথে চাৰি লটকিয়ে রাখলো। আবদুল্লাহ ইবনে আতীক বলেন, আমি পরে (দারোয়ান ঘৃমিয়ে পড়লে) উঠে চাৰি নিয়ে দরখা খুললাম। এদিকে আব্দ রাফে'র কাছে রাতের বেলা গল্পের আসর জমতো। এ সময় সে তার ওপরের ডলার কামরায় বসে কিছা-কাহিনী শুনছিলো। তার গল্পের আসরের লোকজন সবাই চলে গেলে আমি সিঁড়ি ভেঙে তার কাছে পৌঁছলাম। এ সময় আমি একটি করে দরখা খুলছিলাম এবং ভেতর থেকে আবার তা বন্ধ করে দিচ্ছিলাম যেনো লোকজন আমার আগমন বুঝতে পারলেও আমি আব্দ রাফে'কে হত্যা না করা পর্যন্ত আমার কাছে পৌঁছতে না পারে। এভাবে আমি তার কাছে পৌঁছলাম, সে একটি অন্ধকার ঘরে তার ছেলেরাগুলোর মাঝে শূয়ে আছে। কিন্তু সে ঘরের কোন জায়গায় শূয়ে

আছে তা বৃথতে পারলাম না। (তার অবস্থান জানার জন্য) আমি তাকে ডাকলামঃ “আব্দু রাফে”। সে জবাব দিলো, কে ডাকছে? তখন আমি আওয়াজ লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে তরবারী দ্বারা প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলাম। আমি তখন কাঁপছিলাম। এ আঘাতে আমি তার কোনই ক্ষতি করতে পারলাম না। সে চীৎকার করে উঠলো। আমি তখন ঘরের বাইরে চলে আসলাম এবং কয়েক মূহূর্ত পরেই আবার প্রবেশ করে বললাম, আব্দু রাফে চীৎকার করলে কেন? সে আমাকে নিজের লোক ভেবে বললো, তোমার মার সর্বনাশ হোক। একটু আগেই ঘরের মধ্যে কে যেনো আমাকে তরবারী দ্বারা আঘাত করেছে। আবদুল্লাহ ইবনে আতীক বলেন, তখন আমি আবার তাকে প্রচণ্ড আঘাত করলাম এবং ঘায়েল করে ফেললাম। কিন্তু তখনও হত্যা করতে পারি নাই। সুতরাং তরবারীর মাথা তার পেটের ওপর চেপে ধরলাম এবং পিঠি পার করে দিলাম। এরপর তাকে হত্যা করতে পেরেছি বলে আমি নিশ্চিত হলাম। তাই একটি একটি করে দরখা খুলে নীচে নামতে শুরু করলাম। অবশেষে সিঁড়ির শেষ প্রান্তে পৌঁছলাম। জ্যোৎস্নালোকিত রাত ছিলো। আমি মনে করলাম সিঁড়ির সকল ধাপ অতিক্রম করেছি। কিন্তু তখনও একটি ধাপ অবশিষ্ট ছিলো। তাই নীচে পা রাখতেই আমি পড়ে গেলাম এবং পায়ের গোছার হাড় ভেঙে গেলো। আমার মাথার কাপড় দিয়ে আমি তৎক্ষণাৎ পা বেঁধে ফেললাম এবং সেখান থেকে একটু দূরে গিয়ে দরখা সোজাই বসে থাকলাম। আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আজকের রাতে তার মৃত্যুর খবর না শুন্যে যাব না। ভোররাত্তে মোরগ ডাকার সমস্ত মৃত্যু ঘোষণাকারী প্রাচীরের ওপর উঠে ঘোষণা করলো, হিজাবের ব্যবসায়ী আব্দু রাফে’র মৃত্যু সংবাদ গ্রহণ করো। তখন আমি আমার সাথীদের কাছে গিয়ে বললাম। জলদি চলো। আল্লাহ আব্দু রাফে’কে হত্যা করেছেন। তারপর আমি নবী (সঃ)-এর কাছে পৌঁছে তাকে তার মৃত্যুর খবর দিলাম এবং সব ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি আমার পা দেখে তা ছাড়িয়ে ধরতে বললেন। আমি আমার পা ছাড়িয়ে ধরলে তিনি তা স্পর্শ করলেন। আমার পা এমন সদৃশ হয়ে গেলো যেনো তাতে কোন আঘাতই লাগেনি।

৩৮৩ - هِيَ الْبِرَاءُ قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَبِي رَافِعٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَيْتَابٍ وَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي نَائِسٍ مَعَهُمْ فَأَنْطَلَقُوا حَتَّى دَخَلُوا مِنَ الْحِصْنِ فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عَيْتَابٍ أَمَّا كَيْفَ عَمَلُكُمْ حَتَّى أَنْطَلَقَ أَنَا فَأَنْظُرُ قَالَ تَلَطَّفْتَ أَنْ تَدْخُلَ الْحِصْنَ
تَقَعَّدَ وَاجْتَمَعَ لَهُمْ قَالَ فَجُرُّوا بِقَيْسٍ يُطَلَبُونَ قَالَ خَشِيتُ أَنْ أَمْرَكَ فَتَأَن
فَخَطَيْتُ رَأْسِي وَرَجُلِي وَجَلَسْتُ كَمَا فِي الْقِصَّةِ حَاجَةً تُرَادَى مَلِجَتِ الْبَابِ مِنْ
أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فَلَيْدَ حُلِّ قَبْلِ أَنْ أُغْلِقَهُ فَمَا دَخَلْتُ ثُمَّ اخْتَبَأْتُ فِي مَرْبِطِ
حِمَارِهِ مِنْ أَبِي الْحِصْنِ فَتَعَسَّرُوا مِنْدَا بِنَ رَافِعٍ وَتَمَدُّوا حَتَّى دُمَيْتُ سَبَاعَةً
بَيْنَ الْقَيْسِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى بَيْتِهِمْ فَلَمَّا هَدَاتِ الْأَصْوَاتِ وَلَا أَسْمَهُ حَرَكَتَهُ
خَرَجْتُ قَالَتْ وَرَأَيْتُ مَا حَبَّ الْبَابِ حَيْثُ وَضِعَ مِقْتَامُ الْحِصْنِ فِي كَوْفَةٍ فَأَخَذْتُهُ
فَفَتَحْتُ بِهِ بَابَ الْحِصْنِ قَالَتْ ثَلُثُ أَنْ نَدِرَ فِي الْقَوْمِ أَنْطَلَقْتُ كَمَا مَهَلِي ثُمَّ
عَمَدْتُ إِلَى أَبْوَابِ بَيْتِهِمْ فَغَلَقْتُهَا عَلَيْهِمْ مِنْ تَلَاهِي ثُمَّ مَجَلْتُ إِلَى ابْنِ

رَأَيْتُ فِي سَكْمِ نَادِ الْبَيْتِ مَطْلِعًا قَدْ طَلَعَتْ سِرَاجُهُ نُلْمًا أَرَادَ ابْنُ الرَّجُلِ نَقَلْتُ يَا بَارِئُ
 قَالَ مِنْ هَذَا قَالَ نَعَمَدَاتُ مَحْوِ الصُّوْبِ نَأْمُرُ بِهِ وَصَاحِرٌ نُلْمُ تَغْنِ شَيْئًا ثُمَّ
 جِئْتُ كَأَنِّي أَعْبَيْتُهُ فَقُلْتُ مَا لَكَ يَا بَارِئُ وَفِيْرْتُ صَوْتِي فَقَالَ أَلَا أَعْجَبُكَ لَا يَمَكُ
 الْوَيْلُ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ فَضَمَّ يَمِيْنُ الْبَيْتِ قَالَ نَعَمَدَاتُ لَهُ أَيضًا نَأْمُرُ بِهِ أُخْرَى نُلْمُ تَغْنِ شَيْئًا
 نَمَاحٌ وَتَامَ أَهْلُهُ قَالَ تَجَلَّتْ وَفِيْرْتُ صَوْتِي كَهَيْئَةِ الْبُخَيْفِ وَإِذَا هُوَ
 مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَأَضَعَ السَّيْفَ فِي بَطْنِهِ ثُمَّ انْكَبَّ عَلَى عُنُقِهِ حَتَّى سَبَعَتْ
 صَوْتِ الْعَظْمِ ثُمَّ خَرَجْتُ دَهْنًا حَتَّى أَتَيْتُ السَّلْمَ أَرِيْدًا أَنْزِلَ فَأَسْقَطَ مِنْهُ
 نَأْمُخَلَّتْ رِجْلِي فَعَصَبْتُمَا ثُمَّ أَتَيْتُ أَصْحَابِي فَأَحْجَلْتُ فَقُلْتُ انْطَلِقُوا فَبَشِّرُوا
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَنِّي لَأَبْرَحُ حَتَّى أَسْمَعَ النَّاعِيَةَ فَلَمَّا كَانَتْ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ صَوَّلَ
 النَّاعِيَةَ فَقَالَ أُنْعَى أَبَا رَأْفِعٍ قَالَ فَقَدْتُ أَهْتِي مَا بِي قَلْبَةٌ كَأَذْرَكْتِ أَصْحَابِي
 تَرَى أَتَى يَا تَوَالِي النَّبِيِّ ﷺ فَبَشَّرْتُهُ .

০৭০৮. বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইয়াহুদ আবু রাফে'র (হত্যার উদ্দেশ্যে) রসূলুল্লাহ (স:) আবদুল্লাহ ইবনে আতীক আনসারী ও আবদুল্লাহ ইবনে উক্বাকে একদল লোকসহ তার কাছে পাঠালেন। তাবা গিয়ে দুর্গের নিকটে পৌঁছলে আবদুল্লাহ ইবনে আতীক তার সঙ্গীদেরকে বললেন, তোমরা এখানে অপেক্ষা করো আমি গিয়ে সুযোগ খুঁজতে থাকি। আবদুল্লাহ ইবনে আতীক বর্ণনা করেছেন, আমি দুর্গের ভিতর প্রবেশ করার চেষ্টা করতে থাকলাম। ইতিমধ্যে তাদের একটি গাধা হারিয়ে গেলে তারা একটি আলো নিয়ে তার সন্ধানে বের হলো। তিনি বলেন, আমি তখন ভয় পাচ্ছিলাম যে, আমাকে যদি তারা চিনে ফেলে। তাই আমি কাপড় দিয়ে আমার মাথা ও পা ঢেকে ফেললাম এবং এমনভাবে বসে থাকলাম যেন আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে নিচ্ছি। এরপর দারোয়ান সবাইকে ডেকে বললো, কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে এখনই দরজা বন্ধ করার আগে চলে আসুন। তখন আমি প্রবেশ করলাম এবং দুর্গের দরজার পাশেই গাধার খোয়াড়ে আত্মগোপন করে থাকলাম। সবাই আবু রাফে'র সাথে বসে রাতের খাবার খেলো এবং গল্পগুজব করলো। এভাবে কিছুরাত কেটে গেলে সবাই যার যার ঘরে ফিরে গেলো। (সবাই ঘুমিয়ে পড়ায়) কোলাহল ধেমে গেলো। আমি যখন কোন নড়াচড়া বা সাড়া শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম না তখন বের হলাম এবং দারোয়ান দুর্গের দেয়ালের একটি ছিদ্রপথে যেখানে চাঁবি রেখেছে সেখানে গিয়ে চাঁবিটা নিলাম। তারপর দুর্গের দরজা খুললাম এবং মনে মনে সংকল্প করলাম, যদি লোকজন আমাকে দেখে ফেলে তাহলে সহজেই পালাতে পারবো। এরপর দুর্গের অভ্যন্তরে যত ঘর ছিলো বাইরে থেকে তার দরজা বন্ধ করে দিলাম এবং সিঁড়ি বেয়ে আবু রাফে'র কামরায় উঠলাম। দেখলাম আলো নির্ভয়ে দেয়া হয়েছে তাই কামরার মধ্যে ভীষণ অন্ধকার। তাই বুদ্ধিতে পারলাম না, লোকটি (অর্থাৎ আবু রাফে') কোনখানে শূয়ে আছে। সত্বর আমি তাকে ডাকলাম, আবু রাফে'। সে জবাব দিলো, কে ডাকছে তখন আমি আওয়াজ লক্ষ্য করে ছুটে গেলাম এবং তাকে লক্ষ্য করে আঘাত করলাম। সে চীৎকার করে উঠলো কিন্তু এ আঘাত কোন কাজে আসলো না। আমি কয়েক মূহূর্ত দেৱী করে আবার তার কাছে গেলাম। যেনো আমি তার সাহায্যকারী (হিসেবে ছুটে গিয়েছি)। আমি এবার কঠম্বর পরিবর্তন করে বললাম, কি

হয়েছে, আব্দু রাফে? সে বললোঃ কি আশ্চর্য কথা তোমার মার সর্বনাশ হোক, কে যেন আমার ঘরে প্রবেশ করে আমাকে তরবারি ম্বারা আঘাত করেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে ইবনে আতিক বলেন, আমি আবার তাকে আঘাত করলাম। কিন্তু এবারও তা ব্যর্থ হলো। সে চীৎকার করলে তার পরিবারের সবাই জেগে উঠলো। আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক বলেন, আমি সাহায্যকারীর জান করে আবারও কন্ঠস্বর পরিবর্তন করে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম সে চিত হয়ে শূন্যে আছে। তাই তরবারির অগ্রভাগ তার পেটের উপর রেখে সজোরে দাবিয়ে দিলাম এবং বৃকতে পারলাম তরবারি তার পিঠের হাড় স্পর্শ করেছে। এরপর আমি কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ির পাশে গেলাম এবং পড়ে গিয়ে আমার পা ভেঙে গেলো। আমি কাপড় দিয়ে পা বেঁধে ফেললাম এবং আস্তে আস্তে হেঁটে সঙ্গীদের কাছে আসলাম। বললাম, তোমরা গিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সুসংবাদ দান করো। আমি তার মৃত্যুর ঘোষণা না শোনা পর্যন্ত এখান থেকে যাবো না। ভোর হলে মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণাকারী বললো, আমি আব্দু রাফে'র মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করছি। আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক বলেন, এরপর আমি ওঠে রওয়ানা হলাম। কিন্তু তখন (আমার পায়ে বাথা বা কষ্ট) অনুভব করলাম না। আমার সঙ্গীরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পৌঁছার আগেই আমি তাদের কাছে পৌঁছে গেলাম এবং গিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে (আব্দু রাফে'র মৃত্যুর) সুসংবাদ দিলাম।

অনুচ্ছেদঃ ওহুদ-মুশ্বের ঘটনা। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَأَذِغُوا ذَاتَ مِثْلِكُمْ تَبَرُّيَ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاوِدَ لِقَالِ وَاللَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

রাল ইমরান - আয়াত (১২) -

وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ إِذَا قُتِلْتُمْ الْوَالِدُونَ إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ - إِن يَمْسِكُمْ قَوْمٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَوْمٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ
نُزِلَ فِيهَا لَقَاءُ النَّاسِ وَيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُرَكَاءَ
وَاللَّهُ لَا يَمُحِبُّ الظَّالِمِينَ - وَيُمَخِّصُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ الْكٰفِرِينَ
أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ
وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمُرُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تُلْقُوا
فَقَدْ رَأَيْتُمْ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ - رال عمران - آية (۱۳۹)

وَقَوْلُهُ وَقَدْ صَدَّقَكُمْ اللَّهُ وَعَدَّ إِذْ تَحْسَبُونَ نَهْرًا يَدْرِيهِ حَتَّى
إِذَا فُتِنْتُمْ وَأَنَا ذَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تَتَّبِعُونَ
مِنْكُمْ مَنْ يَرْيِدُ الدُّنْيَا وَمَنْ يَرْيِدُ الْآخِرَةَ سَمَرٌ
صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا. رال عمران.

“হে নবী, আপনি সেই সময়ের কথা মু'মিনদেরকে জানিয়ে দিন যখন আপনি সকালবেলা পরিজনদের ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং (ওহৃদের ময়দানে) বিভিন্ন স্থানে মু'মিনদেরকে মোতায়েন করছিলেন। আল্লাহ সবই শোনেন এবং জানেন। (সূরা—আলে-ইমরান : ১২১) তোমরা ভ্রুশোংসাহ হম্মো না, দুঃখ করো না—যদি ঈমানদার হয়ে থাকো তাহলে তোমরাই জম্মী হবে। তোমরা আঘাত পেয়ে থাকলে (এর আগে) তারাও তো তোমারি আঘাত পেয়েছে। মানবজাতির মধ্যে যুগের এই উত্থানপতন আমিই ঘটিয়ে থাকি। তোমাদের সামনে এই কঠিন অবস্থা এ জগ্যে আনা হয়েছে যে, আল্লাহ জানতে চান তোমাদের মধ্যে কে সত্যিকার ঈমানদার—আর তোমাদের মধ্যে থেকে কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান। জালিমদেরকে আল্লাহ মোটেই পসন্দ করেন না। আর তিনি এই পরীক্ষা দ্বারা মু'মিনদেরকে কাফেরদের থেকে আলাদা করে কাফেরদের ধ্বংস করতে চান।...তোমরা কি ধরে নিয়েছো যে, তোমরা এমনি জাম্মাতে ঢুকে পড়বে? অথচ তোমাদের মধ্যে করা জিহাদ করলো আর কারা ধৈর্যের পরিত্যগ দিলো এখনও আল্লাহ তা দেখেননি। তোমরা মৃত্যু আসার আগেই তা কামনা করেছিলে। এখন তো মৃত্যু তোমাদের সামনে হাজির দেখতে পাচ্ছ। (সূরা—আলে-ইমরান : ১৩৯) আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাকে সাহায্য করার যে ওয়াদা ছিলো আল্লাহ তা সত্যে পরিণত করেছেন। প্রথমতঃ তোমরাই তাদেরকে তাঁরই হুকুমে হত্যা ও নিম্মূল করছিলে। কিন্তু পরে যখন তোমরা দুর্বলতা দেখালে এবং কাজের ব্যাপারে ঝগড়া ও মতবিরোধ করলে, আর যেই মাত্র তোমাদের পসন্দনীয় জিনিস তোমাদেরকে দেখানো হলো তখন তোমরা (নেতার) নির্দেশ লংঘন করলে। কারণ তোমাদের মধ্যে কেউ দু'নিয়ার আশা করে আবার কেউ আশেরাত চায়। তাই তোমাদেরকে পরীক্ষার জন্য কাফেরদের হাতে পরাস্ত করলেন। এরপরও আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। কেননা আল্লাহ মু'মিনদের ওপর বড়ই অনুগ্রহকারী। (সূরা—আলে-ইমরান : ১৫২) যারা আল্লাহর পথে মারা গেলো তাদেরকে মৃত মনে করো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত আছে এবং তাদের রবের কাছ থেকে রিয়ক লাভ করছে। আল্লাহ মেহেরবানী করে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন—তাই নিয়ে তারা আনন্দ করছে। আর যারা দু'নিয়ায় পড়ে আছে এবং এখনও তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি, তাদের ব্যাপারেও তারা সন্তুষ্ট যে, তাদেরও কোন ভয় নেই এবং তারা শোকার্ত হবে না। (সূরা—আলে-ইমরান : ১৬৯)

৩৮২৭ - عَنْ أَبِي مَبِإْسٍ قَالَ قَالَ تَالِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ هَذَا أَجْبُرُ بَيْتِي أَحَدًا بِرَأْسِي فَرَسِبَهُ عَلَيْهِ إِذَا قَاتِلُ الْكُفْرِ

৩৭৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) ওহৃদ-যুদ্ধের দিন (যুদ্ধের ময়দানে) বলেছিলেন ৪০ এই তো জিবরাইল অস্ত্রশাস্ত্র সঞ্জিত হয়ে তাঁর ঘোড়ার মাথায় হাত রেখে এসে পৌঁছেছেন।

৩৮২৮ - عَنْ عُقَيْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ تَحْتِي أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانَ سِنِينَ كَأَلْمُودِيٍّ عِذَا حَيَاءٌ وَالْأَمْوَاتِ تُسْرَطَلَعُ الْمَنَبَرُ فَقَالَ إِنِّي بَيْنَ أَيِّدِكُمْ مَرَّطٌ وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ وَإِنَّا مَوْعِدٌ كَمَا نَحْمُضُ وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ سَمَائِي هَذَا وَإِنِّي لَأَسْتَأْخِشُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُفْرِكُوا وَلِكِنِّي أَخْفَى عَلَيْكُمْ الدِّيْنِيَّاتِ تَنَاغُتُهَا قَالَ كُنَّا نَسْتَنْظِرُ أَخْرَجْنَا نَحْمُضُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

৪০. ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ)-এর মতে এ হাদীসে উল্লেখিত কথাটি রসূলুল্লাহ (সঃ) বদর যুদ্ধের দিন বলেছিলেন।

৩৭৪০. উকবা ইবনে আমের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আট বছর পর নবী (সঃ) ওহূদ-যুদ্ধের শহীদদের জন্য (তাদের কবরে গিয়ে) এমনভাবে দো'আ করলেন যেমন কোন বিদায় গ্রহণকারী জীবিত ও মৃতদের জন্য দো'আ করে। তারপর সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি মিস্বরে ওঠে বললেনঃ আমি তোমাদের অগ্রগামী ব্যক্তি (আগেই বলে যাচ্ছি)। আমি তোমাদের সাক্ষীদাতা। এরপরে আমার সাথে তোমাদের সাক্ষাত হাওযে কাওসারের কিনারে হবে। আর আমার এই জায়গা থেকে আমি হাওযে কাওসার দেখতে পাচ্ছি। আমি তোমাদের ব্যাপারে এ আশংকা করি না যে, আমার পরে তোমরা মূশারিক হয়ে যাবে। বরং আমার আশংকা হয় যে, তোমরা দুর্নিয়ার আরাম-আয়েশে আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। উকবা ইবনে আমের বলেন, আমার এই সময়ের দেখাই ছিলো রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে শেষবারের মতো দেখা।

৩৭৪১. عَنِ الْبُرَاءِ قَالَ لَقِينَا الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ مَيْدٍ وَأَجَلِسَ النَّبِيُّ ﷺ جِلْمًا مِنَ الرِّمَاءِ وَأَقْرَبَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ وَتَالَ لَا تَبْرَحُوا. إِثْرًا رَأَيْتُمُونَا فَمَنْ نَأَى عَنْهُمْ فَلَا تَبْرَحُوا وَإِثْرًا رَأَيْتُمُوهُمْ فَطَمُّوا وَرَأَيْتُمُونَا فَلَمَّا لَقِينَا هَرَبُوا حَتَّى رَأَيْتِ النَّسَاءَ يَشْتَدُّنَ فِي الْجَبَلِ رَفَعْنَ عَنِ سُورَتِهِنَّ قَدْ بَدَتْ خَلَاخِلَمَنْ نَأَخَذُوا وَيَقُولُونَ الْعِيبِيَّةُ الْغَيْبِيَّةُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَمِدَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَتَى لَا تَبْرَحُوا نَأَبُوا فَلَمَّا أَبَوْا صَرَخَ وَجَّوْهُهُمْ فَأَصِيبُ سَبْعُونَ وَتَيْسَلُ وَأَشْرَفَ أَبُو سَفْيَانَ فَقَالَ فِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ قَالَ لَا تَجِيبُوهُ قَالَ ابْنُ قُحَاةٍ قَالَ لَا تَجِيبُوهُ فَقَالَ ابْنُ الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِثْرًا هُوَ لَا يَنْتَلُوا كُلُّوْا كُلُّوْا أَهْلِيَاءَ لَأَجَابُوا فَنَمَّ يَمْلِكُ عَمْرُ نَفْسُهُ فَقَالَ كَذِبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ أَبْقَى اللَّهُ عَلَيْكَ مَا يَجْزِيكَ قَالَ أَبُو سَفْيَانَ أَعْلَى أَعْلَى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَجِيبُوهُ قَالُوا مَا نَقُولُ قَالَ تَوَلَّوْا اللَّهُ أَعْلَى وَاجْلَسْ قَالَ أَبُو سَفْيَانَ لَنَا الْعُرَى وَلَا عُرَى لَكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَجِيبُوهُ قَالُوا مَا نَقُولُ قَالَ تَوَلَّوْا اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ قَالَ أَبُو سَفْيَانَ يَوْمَ بَيْرُمَ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ بَجَالٍ وَتَجِدُونَ مِثْلَهُ لَمْ أَمْرِيهَا دَلَّوْا نَسُوْرِي.

৩৭৪১. বারা ইবনে আমের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ওই দিন (ওহূদ-যুদ্ধের দিন) আমরা মূশারিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বের হলে নবী (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরকে তীরন্দাজ বাহিনীর নেতা নিযুক্ত করে এক জায়গায় তাদেরকে মোতায়ন করলেন এবং বললেনঃ তোমরা সর্বাবস্থায় এখানে থাকবে। যদি তোমরা দেখো যে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেছি তবুও এখান থেকে সরবে না। কিংবা যদি দেখো যে, তারা (মূশারিকরা) আমাদের ওপর বিজয়ী হয়েছে তবুও আমাদের সাহায্যের জন্যে এখান থেকে সরবে না। অতঃপর আমরা তাদের সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলে তারা পরাজিত হয়ে পালাতে শুরূ করলো। এমনকি আমরা দেখতে পেলাম মূশারিকদের মেয়েরা দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিচ্ছে। পরিবেশ বন্দ পায়ের গোছার ওপর টেনে তোলার কারণে পায়ের মলগুলো পর্যন্ত বোরিয়ে পড়েছে। এই সময় আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরের তীরন্দাজ বাহিনীর লোকেরা বলতে শুরূ করলো, আরে চলো গণিমাতের মাল সংগ্রহ করি। আবদুল্লাহ

ইবনে জুবায়ের তাঁদেরকে স্বয়ং করিয়ে দিলেন যে, নবী (সঃ) আমাকে এ স্থান ছাড়তে নিষেধ করেছেন। কিন্তু সবাই তার কথা অগ্রাহ্য করলে তাদের বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হলো এবং তাদের সমস্ত জন লোক শহীদ হলেন। তখন আব্দু সূফিয়ান একটি উচ্চ জায়গায় দাঁড়িয়ে বললো, মুহাম্মদ কি জীবিত আছে? নবী (সঃ) তাঁর সাহাবাদেরকে বললেন: তোমরা কেউ জওয়াব দিও না। তখন সে (আব্দু সূফিয়ান) আবার বললো, আব্দু কুহাফার পুত্র (আব্দু বকর) জীবিত আছে কি? নবী (সঃ) আবারও বললেন: তোমরা কেউ জওয়াব দিও না। এবার সে (আব্দু সূফিয়ান) বললো: খাস্তাবের পুত্র (উমর) বেঁচে আছে কি? তারপর সে (আব্দু সূফিয়ান) বললো: এরা সবাই নিহত হয়েছে। জীবিত থাকলে অবশ্যই জওয়াব দিতো। তখন উমর (ইবনুল খাস্তাব) নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তিনি জওয়াব দিলেন: হে, আল্লাহর দূশমন! তুমি মিথ্যা বললে। তোমাকে জাফিত করার জন্য আল্লাহ সবাইকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তখন আব্দু সূফিয়ান বললো: হুদালই সম্মত ও মযাদাবান। তখন সাহাবাদের লক্ষ্য করে নবী (সঃ) বললেন, তাকে জওয়াব দাও। সাহাবাগণ বললেন: আমরা কি বলে জওয়াব দেবো। নবী (সঃ) বললেন: বলা, আল্লাহ সর্বাপেক্ষা সম্মত ও সর্বশক্তিমান। তখন আব্দু সূফিয়ান বললো: আমাদের দেবতা আছে—তোমাদের তো “উয়্যা” নাই। এবারও নবী (সঃ) (সাহাবাদেরকে) বললেন, তোমরা তাকে জওয়াব দাও। তারা বললো, আমরা কি বলে জওয়াব দেবো? নবী (সঃ) বললেন, বলা, আল্লাহ আমাদের প্রভু ও অভিভাবক (মাওলা)—তোমাদের তো প্রভু ও অভিভাবক নেই। এবার আব্দু সূফিয়ান বললো, আজকের দিন বদর-যুদ্ধের দিনের প্রতিশোধ হলো। আর যুদ্ধ ক্লান্ত হতে পানি উঠানোর পাত্রের মতো। (অর্থাৎ একবার এ হাতে আরকবার অন্য হাতে) আর যুদ্ধ ক্ষেত্রে তোমরা এমন কিছু লাশ দেখতে পাবে যাদের নাক-কান কাটা হয়েছে। আমি এরূপ করতে আদেশ দেইনি। তবে এতে আমার কোন দৃষ্টি নেই।

۳۴۳- عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِصْطَبِرَ الْخَمْرَ يَوْمَ أُحُدٍ نَأْسٌ تَمَرَّتُوا شَمَدًا

৩৭৪২. জাবের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কিছু লোক ওহুদ যুদ্ধের দিন সকাল বেলা শরাবঃ পান করেছিলো এবং তারপর যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়েছিলো।

۳۴۴- عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أُنِّي بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ تَتَلَّ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي كَلَّفَنِي فِي بُرْدَةٍ إِثْنِ عَشْرَةَ رَأْسَةً بَدَتْ رَجُلًا وَرَأْسُ عَطِيٍّ رَجُلًا وَبَدَتْ رَأْسُهُ دُرًّا وَ قَالَ دَتَّتْ حُمْرَةٌ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي تَمَرَّتْ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بَسَطَ إِذْ قَالَ أَعْطَيْتَارَ الدُّنْيَا مَا أَعْطَيْتَنَا وَقَدْ خَرَّيْنَا أَنْ تَكُونَنَّ حَسَنَاتِنَا مَجْلَتْ لَنَا تَمَرٌ جَعَلَ يَبْحَثُ حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ.

৩৭৪০. সাঈদ ইবনে ইবরাহীম তাঁর পিতা ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, (একদিন) আবদুর রহমান ইবনে আওফের কাছে খাবার আনা হলো। তিনি সেদিন রোযা রেখেছিলেন। (খাবার দেখে) তিনি বললেন: মদস-আব ইবনে উমাইরঃঃ ছিলেন আমার চাইতে সং ও

৪১. তখনও শরাব নির্দোষ হয়নি।

৪২. মদস-আব ইবনে উমাইরের কুরাইশ গোত্রের লোক ছিলেন। জাহেলী বঙ্গ তিনি অত্যন্ত বিদগ্ধা

উত্তম লোক। তিনি শাহাদত লাভ করেছেন। তাঁকে একখানা মাত্র অপর্ষ্যাপ্ত কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিলো। তাঁ দিনে তাঁর মাথা ঢাকলে পা বেঁধে হয়ে যাচ্ছিলো এবং পা ঢাকলে মাথা বেঁধে হয়ে যাচ্ছিলো। হাদীসের বর্ণনাকারী ইবরাহীম বলেছেন : আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে, হামযা শাহাদত লাভ করেছেন। তিনিও আমার চাইতে উত্তম লোক ছিলেন। তারপর এখন তো আমাদের জন্য পৃথিবীর সৃষ্টি-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং উত্তমরূপে করা হয়েছে অথবা (বর্ণনাকারী ইবরাহীমের সম্মেহ) তিনি বলেছিলেন, দুনিয়ায় যা কিছু আমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে। আমার আশংকা হয় যে, হয়তো আমাদের নেকীর বিনিময় এখানেই (পৃথিবীতে) দিয়ে দেয়া হবে। এরপর তিনি কাঁদতে শুরু করলেন এমনকি এ জন্য খাবারও খেতে পারলেন না।

২৫৮২ - عَنْ عَمْرِو سَمِخَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِبَنِيٍّ عَلَيْهِ يَوْمَ أَحَدٍ
أَرَأَيْتَ إِذَا تَحَلَّيْتُ نَائِنًا أَنَا تَائِنًا فِي الْجَمَّةِ فَأَلْتَقَى شَمْرَاتٍ فِي يَدَيْهِ ثُمَّ تَأْكُلُ حَتَّى
تَوَدَّ.

৩৭৪৪. আমার ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনছেন যে, ওহুদ যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-কে বললো : বলুন তো, আমি যদি শহীদ হই তাহলে আমার অবস্থা কি হবে অর্থাৎ কোথায় অবস্থান করবো? নবী (সঃ) বললেন : জাম্মাতে থাকবে। তখন সে তার হাতের খেজুরগুলো—যা সে খেতছিলো—ছুড়ে ফেলে দিয়ে জিহাদের স্মরণে ঝাঁপিয়ে পড়ে লড়াই করলো এবং শহীদ হলো।

৩৫৫ - عَنْ حَبَابٍ قَالَ مَا جُرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَسْتَعِي وَجْهَ اللَّهِ فَوَجِبَ أَجْرُنَا
كَأَنَّ اللَّهَ دَمَانٌ مَعْنَى أَوْ ذَهَبٌ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا كَأَنَّ مِنْهُمْ مَضْعَبُ
بَنِي هُمَيْرٍ قَتَلَ يَوْمَ أَحَدٍ لَمْ يَشْرِكْ إِلَّا عَمْرَةَ لَنَا إِذْ أَعْطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ
بِرِجْلِهِ وَإِذَا عَطَى بِهَا رِجْلَهُ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ لَنَا الْبَنِيُّ ﷺ عَطَا بِهَا رَأْسَهُ
وَاجْعَلُوا عَطَا رِجْلِهِ إِلَّا ذُجْرًا وَقَالَ أَلْفُوا عَطَا رِجْلِهِ مِنْ إِذْ ذُجِرَ وَمَاتَهُ أَيُّعَت
لَهُ شَرْتُهُ نَمُو يَمُدُّ بِهَا.

৩৭৪৫. খাশ্বাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে হিবরত করেছিলাম। তাই আল্লাহর কাছে আমরা পদস্কারের হুকুম হইয়ে গিয়েছি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ দুনিয়ায় তার কোন পদস্কার না নিয়েই অতীত হয়ে গিয়েছেন^{৪০} অথবা (বর্ণনাকারীর সম্মেহ) চলে গিয়েছেন। ওহুদ যুদ্ধের দিন শাহাদতপ্রাপ্ত মুস'আব ইবনে উমায়ের তাদেরই একজন। একখানা পাড়-বিশিষ্ট পশমী বস্ত্র ভিন্ন তিনি আর কিছুই রেখে যাননি। তাঁকে কাফন পরানোর সময় তা দ্বারা আমরা তার মাথা ঢাকলে পা এবং পা ঢাকলে মাথা উদাম হয়ে যাচ্ছিলো। অবশেষে

ছিলেন ও বিলাসী জীবনযাপন করতেন। মুস'আব ইবনে উমায়ের আবদুর রহমান ইবনে আউফের চেয়ে উত্তম ছিলেন এ কথাও মাখরুম তিনি বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করেছেন। অন্যথায় তিনি ছিলেন আশারয়ে মুবশ'শারর একজন।

৪০. অর্থাৎ ওহুদ যুদ্ধে সংগ্রহকারীদের স্বহস্তে ইসলামের বিজয় যুদ্ধের ফল ভোগ করতে পারেননি। বরং ইসলামের জন্য আসার পূর্বেই কেউ কেউ ইস্তিকাল করেছেন।

নবী (সঃ) বললেন : এ কাপড় দিয়ে তার মাথা ঢেকে দাও এবং পা দু'খানা ইযখের ঘাস দিয়ে জড়িয়ে দাও। অথবা বললেন, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) ইযখের ঘাস দিয়ে তার পা আবৃত করো। আবার আমাদের অনেকেই (যারা হিজরত করেছিলেন) এমন আছেন, যার ফল বেশ ভালভাবে পেকেছে এবং সে এখন তা সংগ্রহ করছে।

۳۴۴۶ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَمَّهُ غَابَ عَنْ بَدْرٍ فَقَالَ غَيْبْتُ عَنْ أَوَّلِ تَيَالِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْنَ أَشْمَدٍ فِي اللَّهِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لِيَرِيَنَّ اللَّهُ مَا أَحَدٌ فَلَقِيَ يَوْمَ أَحَدٍ فَمَرَّمَهُ النَّاسُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ لِيكَ وَمَا صَنَعَ هَؤُلَاءِ بِي عِنِّي الْمُسْلِمِينَ وَإِبْرَأُ إِلَيْكَ وَمَا جَاءَهُ الْمُشْرِكُونَ تَقَدَّمَ بِسَيْفِهِ فَلَقِيَ سَعْدَ بْنَ مَعَاذٍ فَقَالَ أَيُّنَ يَا سَعْدُ إِنِّي أَجْدِرُ بِمِحْرَابِجَتِكَ دُونَ أَحَدٍ نَمَضَى فَمَضَى فَمَا عُرِفَ حَتَّى عَرَفْتَهُ أُخْتَهُ بِشَامَةِ أُرْبِيَّتَانِهِ فِيهِ بَطْنٌ وَكَمَا تَوَاتُ مِنَ طُعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ وَرَمِيَةٍ بِسَهْمٍ -

৩৭৪৬. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, তাঁর চাচা আনাস ইবনে নযর বদর যুদ্ধে অনঙ্গপস্থিত ছিলেন। তিনি (আনাস ইবনে নযর) বলেছেন : আমি নবী (সঃ)-এর সর্বপ্রথম যুদ্ধে তাঁর সাথে শরীক হতে পারি নাই। তাই আল্লাহ যদি আমাকে নবী (সঃ)-এর সাথে কোন যুদ্ধে শরীক হওয়ার সুযোগ দেন, তাহলে তিনি অবশ্যই দেখবেন আমি কী বীরত্ব সহকারে লড়াই করি। ওহুদ যুদ্ধের দিন লোকেরা পরাস্ত হয়ে ভাগতে শুরু করলে (তা দেখে) তিনি বললেন : হে আল্লাহ! এসব লোক অর্থাৎ মুসলমানগণ যা করলো, আমি সেজন্য তোমার কাছে ওয়র পেশ করছি এবং মূশরিকরা যা করলো তার সাথে আমার সম্পর্কহীনতা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। এরপর তিনি তরবারী নিয়ে অগ্রসর হলেন। ইতিমধ্যে সা'দ ইবনে মূ'আযের সাথে তার দেখা হলে তিনি (আনাস ইবনে নযর) তাকে বললেন : হে সা'দ! তুমি কোথায় পালাচ্ছ? আমি তো ওহুদের অপর প্রান্ত থেকে বেহেশতের খোশবুদ ৪৪ পাচ্ছি। এরপর তিনি গিয়ে যুদ্ধ করলেন এবং শাহাদত বরণ করলেন। তার দেহে এতো জখমের চিহ্ন ছিলো যে, তাকে চেনা যাচ্ছিলো না। অবশেষে তার বোন তার দেহের তিল-চিহ্ন ও আঙুল দেখে তাকে সনাক্ত করলো। তার দেহে আশিটিরও বেশী বর্শা, তীর ও তরবারির আঘাতের চিহ্ন ছিলো।

۳۴۴۷ - عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابِتٍ يَقُولُ فَقَدْتُ آيَةَ مِنَ الْأَحْزَابِ جِئْتُ نَسْتَحْنَا الْمُصْحَفَ كُنْتُ أَشْمَدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَعْرَ أَيُّهَا فَالْتَمَسْنَا مَا فَوَجَدْنَا مَا مَعَ حَزْبِيَّةَ بْنِ نَابِتٍ مِنَ الْأَنْصَارِيِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلًا مَدَّ تَوَامًا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَنَسَمُ مِنْ قَضَى حُبِّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَهِي فَاخْتَفْنَا مَا فِي سُورَتَيْهَا فِي الْمَمْبَعِ -

৩৭৪৭. যারুদ ইবনে সাবেত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : [হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে] আমরা যে সময় কোরআন মজীদকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করছিলাম, তখন

৪৪. বেহেশতের খোশবুদ লাভ করার দু'টি অর্থ হতে পারে। প্রথমতঃ সত্যিকার অর্থেই হয়তো তিনি বেহেশতের খোশবুদ লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁর কথার অর্থ হয়তো এই ছিলো যে, তিনি দৃঢ় ও পাকবস্ত্রের খিলাফত পোষণ করতেন যে, শহীদদের জন্য জান্নাত অবধারিত। আর শাহাদতের মাধ্যমেই জান্নাত লাভের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়।

দেখলাম সূরা আহযাবের একটি আয়াত তাতে নাই যা আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে পাঠ করতে শুনতাম। আমরা উক্ত আয়াতটির অনুসন্ধান করতে থাকলাম। অবশেষে তা খুদাইমা ইবনে সাবেত আনসারীর কাছে পেলাম এবং কুরআন মজীদের ঐ সূরাতে (সূরা আহযাব) তা সংযুক্ত করে লিখে নিলাম। আয়াতটির তরজমা এইঃ “মু'মিনদের মধ্যে কিছ্ লোক এমনও রয়েছে—আল্লাহর সাথে তারা যে ওয়াদা করেছিলো, তাতে তারা সত্যবাদী প্রমাণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে কিছ্ লোক নিজেদের মানত পূরা করেছে এবং কিছ্ লোক (তা পূরা করার জন্য) আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছে। ৪৫ তারা কিছ্‌দায় রদবদল করেনি!”

۳۷۸ عَنْ رَيْدِ بْنِ تَابِتٍ قَالَ لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أُحُدٍ رَجَعْنَا مِثْمَنَ خَرَجَ مَعَهُ وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةٌ تَقُولُ نَقَاتِلُهُمْ وَفِرْقَةٌ تَقُولُ لَهُمْ نَقَاتِلُهُمْ فَتَرَلْتُ مَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فَسُئِلَ وَاللَّهِ أَتُرَكُّهُمْ بِمَا كَسَبُوا وَقَالَ إِنَّمَا طَيْبَةُ نَتْنِي الدُّنُوبَ كَمَا نَتْنِي النَّارُ خَبَّتْ أَيْفَهُ

৩৭৪ য়েদ ইবনে সাবেত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ওহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) ওহুদ প্রান্তরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে যারা তাঁর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে থেকে কিছ্ লোক ফিরে আসলো। নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ তাদের সম্পর্কে দু'ধরনের মতামত পোষণ করলেন। একদল বললেন : আমরা তাদেরকে হত্যা করবো। (কারণ তারা ইসলামকে পরিত্যাগ করেছে এবং কুফরকে গ্রহণ করেছে) অপর দল বললো : আমরা তাদেরকে হত্যা করবো না। তখন পবিত্র কোরআন মজীদের এ আয়াতটি নাযিল হয় :

“তোমাদের কি হলো যে, মূনাফিকদের ব্যাপারে স্বেমত পোষণ করে তোমরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেলে? অথচ তাদের কৃতকর্মের দরুন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আবার কুফরীর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন”।—(সূরা—আন—নিসা—আয়াত—৮৮)। নবী (সঃ) বললেন : মদীনার নাম ‘তায়বাহ’ বা পবিত্র জায়গা। আগুন যেমন রূপার ময়লা বিদূরিত করে দেয়, মদীনাও তেমন গোনাহ্‌গারদের বের করে দেয়।

অনুচ্ছেদ :

إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْتَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا وَكَأَنَّ اللَّهَ فَيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ :

“ঐ সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমাদের মধ্যে দু'টি দল সাহস হারাতে বসেছিলো। অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আর মু'মিনদের তো আল্লাহর ওপর ভরসা করা উচিত।—(সূরা—আলে—ইমরান, আয়াত—১২২)।

۳۷۹ عَنْ جَابِرٍ قَالَ تَرَلْتُ هَذِهِ الْآيَةَ فِينَا إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْتَلَا بَنِي سَيْمَةَ وَبَنِي حَارِثَةَ وَمَا أَحْبَبَ أَنَّهُمَا تَتَزَوَّنَ وَاللَّهُ يَقُولُ وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا

৪৫. কবর যুদ্ধ ছিলো কাফের ও মূশরিকদের সাথে মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ। এ যুদ্ধের ফলাফলের ওপর ইসলামী আন্দোলনের সফলতা ও ব্যর্থতা ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিলো। এদিক থেকে এ যুদ্ধ অংশগ্রহণ অভ্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু হযরত আব্বাস ইবনে নযর কবর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারার কারণে খুবই অনুভূত ছিলেন। তাই তিনি মানত করেছিলেন যে, ডাব্বাতে কাফের ও মূশরিকদের সাথে মুসলমানদের কোন যুদ্ধ সংঘটিত হলে তিনি প্রাণপণে লড়াই করবেন। ওহুদের ময়দানে তিনি তাঁর এ প্রতিজ্ঞা সত্য করে দেখিয়েছিলেন এবং শাহাদত বরণ করেছিলেন।

০৭৪৯. জাবের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : “ঐ সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমাদের মধ্যে দু’টি দল সাহস হারিয়ে ভীরুতা দেখাতে বসেছিলো।” আম্মাতীটি আম্মাদের সম্পর্কে অর্থাৎ বনী সালেমা ও বনী হারিসা গোত্র সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো। আর এ আম্মাতীটি নাযিল হওয়া আমি খুবই পসন্দ করি। কেননা, এতে আল্লাহ বলেছেন : “আর আল্লাহ তাদের উক্ত দলকে সাহায্য করার ওয়াদা করেছেন।”

২৫০. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا ذَا أَبْكَرَ أُمَّ قَيْبًا قُلْتُ لَا بِنِ قَيْبًا قَالَ فَمَا ذَا جَارِيَةٌ تَدْعُ بِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ كُنَّ لِي تِسْعَ أَخَوَاتٍ فَكَفَّرْتُ عَنْهُنَّ أَجْبَمَ إِلَيْهِمْ جَارِيَةٌ خَزَاءٌ مِثْلَهُمْ وَلِكِسْرٍ أَمْرًا تَمْسُطَمَنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِمْ قَالَ أَصَدَّبْتُ .

০৭৫০. জাবের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (একদিন) রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : জাবের! তুমি কি বিয়ে করেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : কেমন মেয়েকে—কুমারী না বিবাহিতা? আমি বললাম : না, কুমারী নয় বরং বিবাহিতা। তিনি বললেন : কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না কেন? কুমারী বিয়ে করলে তার সাথে হাসি-জামাসা ও আমোদ-ফর্তি করতে পারতে। আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা ওহুদ যুদ্ধে শাহাদত লাভ করেছেন। তিনি নয়টি নাবালিকা কন্যা সন্তান রেখে গিয়েছেন। তাই এখন আমার নয়টি বোন। আমি তাদের সাথে তাদেরই মতো আর একটি অনাভিজ্ঞা কুমারী মেয়েকে এনে शामिल করা পসন্দ করলাম না। বরং এমন একটি স্ত্রী-লোককে বিয়ে করা পসন্দ করলাম, যে তাদের চুল চিরণী করে দিতে পারবে এবং দেখা-শোনা ও যত্ন নিতে পারবে। এসব কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তুমি ঠিক কাজ করেছো।

২৫১. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَسْهَمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَتَرَكَ سِتَّةَ بَنَاتٍ فَلَمَّا حَضَرَ جَزَاؤَ الْخَيْدِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ وَالِدِي قَدْ اسْتَسْهَمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ دَيْنًا كَثِيرًا وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يُرَاكَ الْغُرَمَاءُ فَقَالَ إِذَا مَبَّ كَبَيْدًا رُكِّلَ تَمْرٌ عَلَى نَاجِيَةٍ فَفَعَلْتُ نَسْرَةَ عَوْثَةَ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ كَانَهُمْ أَعْرَضُوا عَنِّي تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أُعْطَمَهَا بَيْدًا رَأَيْتُكَ مَرَاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِذْ عَ لَكَ أَمْحَابُكَ فَمَا زَالَ يَكْبِيلُ لَمْ يَرْحَلْ حَتَّى أَدَى اللَّهُ بَيْنَ وَالِدِي أَمَا نَسْتُهُ وَإِنَّا نَرَى أَنَّ يَوْمَ دَى اللَّهُ أَمَا نَسْتُهُ وَالِدِي وَلَا أُرْجِعُ إِلَى أَخَوَاتِي بِمَرَّةٍ فَسَلَّمَ اللَّهُ الْبَيْدَ رُكِّلَهَا حَتَّى أَفِي أَنْظَرُ إِلَى الْبَيْدِ رِ الْبَيْدِ كَاتَ عَلَيْهِ الْبَيْدِ وَنَسَبُ كَاتَمَا لَمْ تَقْطَعْ نَسْرَةَ وَاحِدَةً

৩৭৫১. জ্বাযের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। ওহুদ যুদ্ধে তাঁর পিতা ছয়টি কন্যা রেখে শহীদ হয়েছিলেন। তার কিছুর ঋণ ছিলো। ইতিমধ্যে খেজুর কাটার মওসুম এসে গেলো। তিনি বলেন: আমি তখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বললাম: আপনি তো জানেন, আমার পিতা ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা রেখে গিয়েছেন। এখন আমি চাই যে, ঋণদাতারা আপনাকে দেখুক (এবং ঋণ আদায়ের জন্য চাপ দেয়া বন্ধ করুক)। নবী (সঃ) বললেন: তুমি গিয়ে এক এক প্রকার খেজুর কেটে আলাদা আলাদা গাদা করো। সুতরাং আমি তাই করলাম এবং পরে নবী (সঃ)-কে ডাকলাম। ঋণ দাতারা তাঁকে দেখে সেই মূহুর্তে যেন আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলো। নবী (সঃ) তাদের এ আচরণ দেখে সব চাইতে বড় গাদার চারদিকে তিনবার চক্র দিয়ে তার উপর বসে বললেন: তোমার ঋণ-দাতাদের ডাকো। এরপর তিনি সেখান থেকে মেপে মেপে তাদেরকে দিতে থাকলেন। এমন কি আল্লাহ আমার পিতার আমানত অর্থাৎ ঋণের বোঝা এভাবে পরিশোধ করে দিলেন। আমিও চাচ্ছিলাম যে, একটি খেজুর দানা নিয়েও যদি আমি আমার বোনদের কাছে না যেতে পারি তবুও যেন আমার পিতার ঋণের আমানত আল্লাহ আদায় করে দেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা খেজুরের সবগুলো গাদা অবশিষ্ট রাখলেন। এমনকি আমি দেখলাম নবী (সঃ) খেজুরের যে গাদার উপর বসেছিলেন তার একটি খেজুরও যেন কমেইনি। ৪৬

২৮৫২ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَائِمٍ قَالَ نَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ دَمْعُهُ رَجُلَانِ يُقَارِبُكَ عَنْهُ عَلَيْهِمَا نِيَابٌ بَيْضٌ كَأَشَدِّ الْقِتَالِ مَا رَأَيْتُهَا قَبْلَ وَلَا يَعُدُّ -

৩৭৫২. সা'দ ইবনে আব্দ ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: আমি ওহুদের দিন রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখলাম। তাঁর সাথে সাদা পোশাক পরিহিত দু'জন লোককে ৪৭ দেখলাম। তারা তাঁর [রসূলুল্লাহ (সঃ)] প্রতিরক্ষার জন্য প্রচন্ডভাবে লড়াই করছে। ঐ দু'জনকে আমি পূর্বেও কোনদিন দেখি নাই কিংবা পরেও কোন দিন দেখি নাই।

২৮৫৩ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَائِمٍ يَقُولُ نَشَلَّ فِي النَّبِيِّ ﷺ كِنَانَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ إِزِمِ نِكَاحَ ابْنِي وَأُمَّيَّ -

৩৭৫৩. সা'দ ইবনে আব্দ ওয়াক্কাস বলেন: ওহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) আমার সামনে তাঁর তীরদানি খুলে দিয়ে বললেন: (হে সা'দ) তোমার জন্য আমার মাতা-পিতা কোরবান হোক! তুমি তীর বর্ষণ করতে থাকো।

২৮৫৪ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ جَمَعُ فِي بِلْتِيَّ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ -

৩৭৫৪. সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি সা'দ ইবনে আব্দ ওয়াক্কাসকে বলতে শুনেছি যে, ওহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) আমার উদ্দেশে তাঁর

৪৬. এ ঘটনাটা ছিলো রসূল হিসেবে হুজুর (সঃ)-এর মজেযা। তিনি যে সত্যিই আল্লাহর রসূল ছিলেন, এ ঘটনা তারই একটা জ্বলন্ত প্রমাণ।

৪৭. ঐ দু'জন লোক কেরেশতা ছিলেন বলে মনে করা হয়। কেউ কেউ বলেন, তারা ছিলো হযরত জিবরাঈল ও মিকাইল।

মাতা-পিতাকে একসাথে উল্লেখ করেছেন। ১৪৮

৩৭৫৫. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ لَقَدْ جَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أَحَدٍ أَبَوَيْهِ كِلَيْهِمَا بَرِيدٌ حِينَ قَالَ فِدَاكَ أَيُّ ذَاتِي وَهُوَ يَقَارِلُ -

৩৭৫৫. সা'দ ইবনে আব্দু ওয়াক্কাস বলেছেন : ওহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) আমার উদ্দেশ্যে তাঁর মাতাপিতা উভয়কে একই সাথে (কোরবান হওয়ার কথা) উল্লেখ করেছেন। এ কথার স্বারা তিনি (সা'দ ইবনে আব্দু ওয়াক্কাস বুঝতে চান যে,) তিনি লড়াই করছিলেন। এমন সময় নবী (সঃ) তাকে বললেন : আমার পিতা-মাতা তোমার প্রতি কোরবান হোক।

৩৭৫৬. عَنْ ابْنِ سَلْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَجْمَعُ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ غَيْرِ سَعْدٍ -

৩৭৫৬. আবদুল্লাহ ইবনে শাম্দাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আলীকে বলতে শুনছি, (তিনি বলেছেন :) আমি সা'দ ইবনে আব্দু ওয়াক্কাস ছাড়া আর কারো উদ্দেশ্যে নবী (সঃ)-কে তার পিতা-মাতাকে একসাথে কোরবান করার কথা উল্লেখ করতে শুনিনি।

৩৭৫৭. عَنْ مَلِكِ بْنِ أَبِي النَّبَاتِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَجْمَعُ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أَحَدٍ يَا سَعْدُ أَرْمِ فِدَاكَ أَيُّ ذَاتِي وَارْتِئِ -

৩৭৫৭ আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি সা'দ ইবনে মালেক ছাড়া আর কারো উদ্দেশ্যে নবী (সঃ)-কে তাঁর পিতা-মাতাকে একসাথে কোরবান করার কথা উল্লেখ করতে শুনিনি। কারণ, ওহুদ যুদ্ধের দিন আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনছি : হে সা'দ, আমার পিতা-মাতা তোমার উদ্দেশ্যে কোরবান হোক, তুমি তাঁর বর্ষণ করতে থাকো।

৩৭৫৮. عَنْ أَبِي عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَرُبِّيَنَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ يَوْمِكَ الْأَيَّامِ الْبَنِيَّ يَقَارِلُ فِيهِمْ مَيْتْرٌ طَلْحَةَ وَسَعْدًا عَنْ حَدِيثَيْهِمَا -

৩৭৫৮. আব্দু উসমান বলেছেন : যেসব দিনগুলোতে নবী (সঃ) যুদ্ধ করেছেন তার কোন কোনটিতে (ওহুদ যুদ্ধের দিন) তালহা বিন উবায়দুল্লাহ ও সা'দ ইবনে আব্দু ওয়াক্কাস ছাড়া আর কাউকে নবী (সঃ)-এর সাথে থেকে লড়াই করতে দেখি নাই। আব্দু উসমান এ হাদীস তাঁদের উভয়ের অর্থাৎ সা'দ ইবনে আব্দু ওয়াক্কাস ও তালহা বিন উবায়দুল্লাহর নিকট থেকে শুনেন বর্ণনা করেছেন।

৩৭৫৯. عَنْ الشَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ صَحِبْتُ عِنْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَطَلْحَةَ بَنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَالْمُقَدَّادَ وَسَعْدًا فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يُؤَيِّدُ مِنِّي -

৪৮. অর্থাৎ নবী (সঃ) সা'দ ইবনে আব্দু ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর উদ্দেশ্যে ওহুদ যুদ্ধের দিন বলেছিলেন যে, তোমার জন্য আমার মাতা-পিতা কোরবান হোক। এটা একটা আশ্চর্য ব্যবহার। কারো প্রতি সম্মতি প্রকাশের জন্য এ উক্তি করা হয়।

النَّبِيِّ ﷺ أَلَا أَرَى سَمِعْتُ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمِ أُحُدٍ .

৩৭৫৯. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আমি [নবী (সঃ)-এর সাহাবী] আব্দুল রহমান ইবনে আওফ, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ, মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ এবং সাদ ইবনে আব্দ ওয়াক্কাসের সাহচর্য লাভ করেছি। তবে একমাত্র তালহা (ইবনে উবায়দুল্লাহ)-কে ওহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতে শোনা ছাড়া আর কাউকেই নবী (সঃ)-এর কোন হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি। ৪৯

৩৮৭০ - عَنْ قُتَيْبٍ قَالَ رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَدَّ عَدْوًا بِهَا النَّبِيُّ ﷺ وَيَوْمَ أُحُدٍ

৩৭৬০. কামেস ইবনে আব্দ হাযেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি দেখেছি আঘাত-জনিত কারণে তালহার (বিন উবায়দুল্লা) হাত অবশ ও অসাড় হয়ে গিয়েছিলো। ওহুদ যুদ্ধের দিন তিনি এই হাত দ্বারা নবী (সঃ)-কে রক্ষা করেছিলেন।

৩৮৭১ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَتْ يَوْمَ أُحُدٍ إِتَمَّ النَّاسُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبُو

طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ ﷺ مَجْرِبٌ عَلَيْهِ مَجْجَعَةٌ لَهُ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَأْمًا شَدِيدًا لَتُرْعَ كَسَسَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَكَانَ الرَّجُلُ

يَوْمَئِذٍ بِمَجْبِئَةٍ مِنَ النَّبْلِ يَقُولُ انْتُرَاهَا لِي فِي طَلْحَةَ قَالَ وَيُشْرَفُ

النَّبِيِّ ﷺ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ يَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ يَا بَنِي أَسْتَأْجِزُ لَكَ تَشْرِيفٌ

يُصِيبُكَ سَوْءٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ تَجْرِي دُونَ نَحْرِكَ وَقَدْ رَأَيْتَ عَائِشَةَ

بَنَتْ فِي بَطْنِ دَأْمَ سَيْئِرًا وَأَنَّهَا لَمْ يَسِرَّتَا إِنْ أَرَى خَدَمَ سَوْقِمَا تَنْزِلُ الْإِقْرَبَ عَلَى مَوْتِيهَا

تُفْرِكُ إِيَّاهُ فِي أَثْوَابِ الْقَوْمِ تَسْرُتُ جَعَانٌ فَتَسْلُزْنِيهَا تَسْرُتُ جَعَانٌ فِي أَثْوَابِ الْقَوْمِ

وَلَقَدْ وَرَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا

৩৭৬১. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন লোকজন (মুসলমান-গণ) নবী (সঃ)-কে ছেড়ে পালালেও আব্দ তালহা ঢাল হাতে সামনে দাঁড়িয়ে তাকে আড়াল করে রাখেন। আব্দ তালহা ছিলেন অত্যন্ত সুদক্ষ তীরন্দাজ। ধনুক খুব জোরে টেনে ধরে তীর ছুড়তেন। সেদিন (ওহুদ যুদ্ধের দিন) তাঁর হাতে দু'টি অথবা (স্বাভাবিক সন্দেহ) তিনটি ধনুক ভেঙেছিলো। ঐদিন যে ব্যক্তিই তাঁর [নবী (সঃ)] পাশ দিয়ে ভরা তীরদানি নিয়ে অতিক্রম করছে তাকে তিনি বলেছেন, তীরগুলো বেঁধে করে আব্দ তালহার সামনে রেখে দাও। আনাস বলেন, যখনই নবী (সঃ) ঘাড় উঁচু করে লোকদেরকে (কাফেরদেরকে) দেখতেন,

৪৯. এসব সাহাবা নবী (সঃ)-এর কোন হাদীস জানতেন না তা নয়। তারা নবী (সঃ)-এর হাদীস বর্ণনা করতে বড় ভয় পেতেন। কারণ, একটি হাদীসে নবী (সঃ) বলেছেন: যে ইচ্ছা করে আমার বিষয়ে কোন কথা বলে সে যেন তার স্থান দেখেই তলাশ করে। এ হাদীস অনুসারে এসব সাহাবা মনে করতেন যে, নবী (সঃ)-এর কোন হাদীস বর্ণনা করতে গেলে যদি তা মিথ্যা হয়ে যায় তাহলে তো তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। তাই তারা হাদীস বর্ণনা করাই অপসন্দ করতেন।

তখনই আব্দ তালহা তাঁকে লক্ষ্য করে বলতেন, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক আপনি মাথা উচু করবেন না। কারণ তাদের নিকশিত কোন তাঁর আপনাকে আঘাত করতে পারে। আপনার বক্ষ রক্ষার জন্য আমার বক্ষ পেতে দিয়েছি। সেদিন আমি আয়েশা বিনতে আব্দ বকর ও উম্মে সুলাইমাকে দেখেছি ৫০ তারা উভয়েই মশক ভরে ভরে পিঠে করে পারি বহন করে এনে লোকদেরকে পান করাচ্ছিলেন। তারপর আবার গিয়ে পদনয়ন ভর্তি করে এনে আবার লোকদেরকে পান করাতে ছিলেন। ঐদিন আব্দ তালহার হাত থেকে দূর কিংবা তিনবার তরবার পড়ে গিয়েছিলো।

۳۷۳ عَنْ مَاثِنَةَ قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ يَوْمَ أَحَدٍ مِنْ الْمَشْرُكُونَ فَمَرَّ بِالْمَيْمَنِ لَعْنَةُ اللَّهِ أَتَى مَاءَ اللَّهِ آخِرًا كَمَا تَرَجَعَتْ أَوْلَادُهُمْ فَاجْتَلَدَتْ مِنْ دَوْلَاهُمْ فَبِعَرَّ حَذَائِفَ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ فَقَالَ أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَيْتُ ابْنَ مَالٍ فَوَاللَّهِ مَا احْتَجَرْتُ وَاحِيًا وَمَلُؤُهُ فَقَالَ حَذَائِفُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ قَالُوا مُرُوءَةً فَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ فِي حَذَائِفَةَ بَقِيَّةَ خَيْرٍ حَتَّى لِحَى بِاللَّهِ بَعْرَتٌ مِلْبَتٌ مِنَ ابْصِيرَةِ فِي الْأُفْرِ وَأَبْصَرَاتٌ مِنْ بَعْرِ الْعَيْنِ وَيُقَالُ بَعْرَتٌ وَأَبْصَرْتُ وَأَبْصَرْتُ ۝

৩৭৬২. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ওহুদ যুদ্ধের দিন (প্রথম দিকে) মদ্রারিকরা পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে অভিযন্ত ইবলিশ চিৎকার করে বললো : হে আল্লাহর বান্দরা, সাবধান হও, তোমাদের পেছন দিক থেকে আরেকটি দল আসছে। এ কথা শুনে তারা (অপ্রবর্তী দল) পেছন দিকে ফিরে গেলো এবং নিজেরাই পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়লো। এক পর্যায় হুয়াইফা দেখতে পেলেন, তিনি তাঁর পিতা ইমামানের সাথে লড়াই করছেন। তখন তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন : হে আল্লাহর বান্দাগণ, ইনি তো আমার পিতা, তাঁকে আঘাত করো না। হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন : এতেও তারা বিরত হলো না বরং তাঁকে হত্যা করে ফেললো। তখন হুয়াইফা মুসলমানদের লক্ষ্য করে বললেন : আল্লাহ তোমাদের এ অপরাধ ক্ষমা করুন। উরওয়া (হাদীসের একজন রাবী) বলেছেন : পরবর্তীকালে মছু বরণ না করা পর্যন্ত হুয়াইফা তাদের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করতেন।

ইমাম বুখারী (রঃ) বলেছেন : بصرت শব্দটি بصيرة শব্দ থেকে উৎপন্ন বার অর্থ হলো কোন কিছু জানা। যেমন বলা হয়ে থাকে بصيرة لي الامر আবার بصرت শব্দটির অর্থ হলো চোখ দিয়ে দেখা। কেউ কেউ আবার بصرت ও ابصرت শব্দদ্বয়কে সমার্থক বলে উল্লেখ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَاتِ إِنَّمَا اسْتَكْرَمُ الشَّيْطَانَ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا-

وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (ال عمران - ১০০)

“যে সব লোক দুটি দলের মোকাবেলার দিন তোমাদের মধ্য থেকে সরে গেলো। তাদের কিছু বিচার্যতার কারণেই শয়তান তাদের পদচলন ঘটালো। আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও পরমসহিষ্ণু।” (আলে-ইমরান-১০৫)

৫০. ইসলামের জন্য চরম বিপদগ্রস্ত অবস্থা দেখা দিলে সেনারাও জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে পারে। তবে এটা একমাত্র জরুরী অবস্থায়ই হতে পারে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে জিহাদ বা এ ধরনের কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ ইসলাম অনুমোদন করে না।

۳۷۳ - عَنْ عُمَرَ بْنِ مَوْحِبٍ جَاءَ رَجُلٌ حَجَّ الْبَيْتَ فَرَأَى ثَمَّ مَا جُكِرَ مَا فَكَّاحٌ مِنْ هَوْلَاءِ الْقَعُودِ قَالُوا هُوَ لَوْ لَمْ تَرَوْهُ قَالِ مِنْ الشَّيْخِ قَالُوا ابْنُ عُمَرَ قَالُوا فَقَالَ إِبْنُ سَائِلِكَ عَنْ شَيْءٍ أَلْحَدَيْتَنِي قَالُوا أَنْتَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَمَانَ فَرَى يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَعَلَّمَهُ تَغَيْبٌ عَنْ بَدْرِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَعَلَّمَهُ أَنَّ تَخَلَّفَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّثْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَكَ مِمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ أَمَا فَرَأَى يَوْمَ أُحُدٍ مَا شَهِدَ أَنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ وَأَمَا تَغَيْبٌ مِنْ بَدْرِ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِمَثَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسُمِّعَ وَأَمَا تَغَيْبٌ مِنْ بَيْعَةِ الرِّثْوَانِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَتْ أَحَدٌ أَعَزَّ بِطَنٍ مَكَّةَ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَاتٌ فَبَعَثَ عُمَرَ بْنَ عَمَانَ وَكَانَ بَيْعَةَ الرِّثْوَانِ يَشُدُّ مَا ذَهَبَ عُمَرَ بْنَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَسِيدُ الْيَمِينِ هَذَا يَسِيدُ عُمَرَ بْنِ عَمَانَ فَنَزَبَ بِهَا عَلَى يَدَيْهِ فَقَالَ هَذَا لِعُمَرَ إِذْ هَبَ بِهَذَا الْأَنْ مَعَكَ

৩৭৬৩. উসমান ইবনে মাওহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এক ব্যক্তি (যায়েদ ইবনে বাশীর) হজ্জ আদায়ের জন্য বায়তুল্লাহর এসে সেখানে কিছু লোককে বসা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো : এসব লোক কারা? সবাই বললো : এরা কুরাইশ গোত্রের লোক। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো : তাদের মধ্যে বৃক্ষ লোকটি কে? উপস্থিত সবাই বললো : উনি আবদুল্লাহ ইবনে উমর। তখন (আগন্তুক) লোকটি তাঁর (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) কাছে গিয়ে বললো : আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। আপনি কি আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন? (তাঁরপর লোকটি বললো :) আমি আপনাকে এই ঘরের মর্যাদার কসম দিচ্ছি, ওহুদ যুদ্ধের দিন উসমান ইবনে আফফান ময়দান থেকে পালিয়েছিলেন, এ কথা কি সত্য। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন : হ্যাঁ, সত্য। লোকটি বললো : তিনি বদর যুদ্ধেও শরীক হননি এ কথাও কি সত্য? তিনি বললেন : হ্যাঁ, এ কথাও সত্য। লোকটি আবার বললো : তিনি বাইআতে রিদওয়ানেও অনুপস্থিত ছিলেন এ কথাও কি সত্য বলেই আপনি জানেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ, এ কথাও সত্য। বর্ণনাকারী বলেন : তখন লোকটি বিস্ময়ে আল্লাহ আকবর বলে উঠলো। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন : তাহলে শোন, এখন আমি তোমার প্রশ্নের জওয়াব খুলে বলি। ওহুদের ময়দান হতে তাঁর পালানোর ব্যাপারটি সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাঁকে মাফ করে দিয়েছেন। আর বদর যুদ্ধে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ হলো, তাঁর স্ত্রী ছিলেন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কন্যা (রুকাইয়া)। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাই নবী (সঃ) (তাঁর পরিচর্যার জন্য বাড়ীতে থাকার নির্দেশ দিয়ে) বলেছিলেন : তুমিও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মতই সওয়াব লাভ করবে। তাই তাঁকে বদর যুদ্ধের গনিমাতের অংশ প্রদান করেছিলেন। আর “বাইআতে রিদওয়ানের” সময় তাঁর অনুপস্থিতির কারণ হলো মক্কাবাসীদের কাছে উসমানের মর্যাদা ও প্রভাব থাকার কারণে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে আলোচনার জন্য মক্কার পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর যাওয়ার পর বাইআতে রিদওয়ান, অনুপস্থিত হয়েছিলো। যদি তাঁর মত আর কেউ মক্কার লোকদের কাছে মর্যাদাবান ও প্রভাবশালী থাকতো তাহলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকেই পাঠাতেন।

তাই (বাই'আত' গ্রহণের সময়) নবী (স:) তাঁর ডান হাতখানা অপর হাতে রেখে বলে-
ছিলেন: এটিই উসমানের হাত। (এসব কথা বলার পর) আবদুল্লাহ ইবনে উমর লোক-
টিকে বললেন: এগুনোই হলো উসমানের অনুপস্থিতি সম্পর্কে প্রকৃত কথা। এখন যাও
এবং এ কথাগুলো মনে রেখো। ১৫১

অনুচ্ছেদ :

إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدُ عُنُقِكُمْ فِي أَخْرَجِكُمْ فَأَنَابَكُمْ
عَمَّا يَنْفِرُ لِكَيْدِهِ تَحْتَمُ نَوَائِلُ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا مَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا

تَمَلُّونَ رَالِ عَمْرَانَ - ১৮২

“সেই সময়ের কথা স্মরণ করা, যখন তোমরা দৌড়িয়ে পাছাড়ে উঠাছিলে এবং পেছনে ফিরেও
কারো দিকে তাকিয়ে দেখাছিলে না। অথচ রসূল পেছন থেকে তোমাদের ডাকাছিলেন। তারপর
এজন্য তোমাদেরকে পর পর শোক দিলেন যেন তোমরা যা কিছ, করেছ বা যে বিপদ তোমা-
দের ওপর আপতিত হয়েছে, সেজন্য দংশ ভারাক্রান্ত না হও। আর তোমরা যা করো আল্লাহ
সে সব কিছুরই খবর রাখেন।” (সূরা—আলে-ইমরান : ১৫০) يَذْعِبُونَ نَصْعَدُونَ অর্থে
খাবহৃত হয়। অর্থাৎ তোমরা যাও বা যেতেছো। اصعد و صعد অর্থাৎ ঘরের ছাদে
আরোহণ করেছে।

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الرَّجَالِ يَوْمَ أَحَدٍ عَيْدَ اللَّهِ يَت
جَبِيْرًا وَقَبِلُوا مِنْهُمْ مِثْنَ فَذَلِكَ إِذْ يَدُ عُنُقِهِ الرَّسُولُ فِي أَخْرَجِهِمْ.

০৭৬৪. বারা ইবনে আব্বেস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন নবী (স:)
আবদুল্লাহ ইবনে জুবারেরকে পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু

৫১. হিজরী ৬ সনে নবী (স:) স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি সাহাবার কেরামদের সাথে নিয়ে মক্কার
গিয়েছেন এবং উমরা আদার করেছেন। নবীদের স্বপ্ন নিরর্থক নয়, বরং এক ধরনের অহী। তাই এ
স্বপ্নকে আল্লাহর নির্দেশ মনে করে চৌশত সাহাবা সত্বে নিয়ে উমরা আদার উদ্দেশ্যে হিজরী ৬ সনের
যুল-কলা মাসের প্রারম্ভে মদীনা থেকে যাত্রা করলেন এবং মদীনা থেকে ৬ মাইল দূরে যুল-হুলায়ফা নামক
স্থানে পৌঁছে উমরার স্ননা ইহরাম বাধলেন। ধীরে ধীরে এই কাফেলা মক্কার দিকে এগিয়ে চললো।
কিন্তু মক্কা ও মদীনার মধ্যকার সেই সময়কার সম্পর্ক ছিলো অত্যন্ত নাশুক। মাত্র এক বছর আগে
বিজরী ৫ সনে মক্কার কুরাইশরা অরবের সমস্ত শক্তি নিয়ে মদীনার ওপর আক্রমণ করেছিলো এবং এ ডানেই
আহাবাব বা খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো।

নবী (স:)—এর নেতৃত্বে মদীনার এসব মুসলমানদেরকে উমরার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে অগ্রসর হতে
দেখে মক্কাবাসী কুরাইশরা তাঁদেরকে কোন অবস্থাতেই উমরা আদার না করতে বেরার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।
এ বছর নবী (স:)—এর কাছে পৌঁছলে তিনি শব্দ উমরা আদার করতে এসেছেন। এ কথা বুঝবার জন্য
হযরত উসমান (রাঃ)—কে মক্কার কুরাইশদের কাছে পাঠালেন এবং নিজে মক্কার অদূরে হুদায়বিয়া নামক
স্থানে সাহাবার কাফেলা সহ অপেক্ষা করতে থাকলেন। ইতিমধ্যে এক পর্বতের মুসলমানদের কাছে গুজব
ছাড়িয়ে গড়লো যে, মক্কার হযরত উসমানকে হত্যা করা হয়েছে। অন্যায়ভাবে হযরত উসমানকে হত্যা করার
প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নবী (স:) একটি বাবলা গাছের নীচে সকল সাহাবার নিকট থেকে এ মর্মে বাই'আত
গ্রহণ করলেন। এই বাই'আতকে বাই'আতে রিদওয়ান বলা হয়। হযরত উসমানের নিহত হওয়া নিশ্চিত
ছিলো না বলে নবী (স:) তাঁকে এ পবিত্র বাই'আতের মর্শালা থেকে বঞ্চিত করা পশন্দ করলেন না।
তাই উসমানের পক্ষ থেকে নিজের জন হাত বাম হাতের উপর রেখে বাই'আত গ্রহণ করলেন এবং বলেছেন:
এটিই উসমানের হাত। (আর এই বাই'আতই উসমানের বাই'আত।)

তারা পরাস্ত হয়ে মদীনার দিকে পালিয়েছিলো। এটাই হলো, রসূলের তাদেরকে পেছন থেকে ডাক।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

قَدْ أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن بَيْنِ أَيْدِي النَّعْصِ أَمَنَةً لِّعَسَى يُتَخَشَى طَائِفَةٌ مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ لَّدُنَّ هُمْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ مُخِرًا لِّحَقِّ كَلِمِ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ تِلْكَ الْأُمُورُ كَلَّمَ اللَّهُ يَخْفَتُ فِي أُنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كُنَّا مِن لَّدُنَّ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا نَسْتَلْنَا هُمْنَا لَوْلَا كُنْتُمْ فِي بَيْتِكُمْ لَبُرَّ الَّذِينَ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ رَالِ عَمْرَانِ - (١٥٨)

“এই স্মোক ও দুঃখের পরে আল্লাহ পুনরায় তোমাদের কিছুর লোকের জন্য পরম প্রশান্তিময় অবস্থা সৃষ্টি করলেন। তারা তখন তন্মুদ্রাবিষ্ট হতে লাগলো। কি অপর দলটি—যাদের কাছে নিজেদের স্বার্থই ছিলো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহতাআলা সম্পর্কে তারা এমন সব জাহেলী ধারণা পোষণ করছিলেন, যা সম্পূর্ণভাবে সত্যের পরিপন্থী ছিলো। তারা এখন বলে, আমাদের হাতে কি এ কাজের কোন এখতিয়ার নেই? আপনি বলুন, (করও কোন এখতিয়ার নেই) এর যাবতীয় এখতিয়ারই আল্লাহর হাতে। আসলে তারা নিজের মনে যেসব কথা গোপন করে রেখেছে তা আপনার কাছে প্রকাশ করছে না। তাদের প্রকৃত মনোভাব হলো, যদি (কর্তৃৎ ও নেতৃত্ব) আমাদের কোন অংশ থাকতো তাহলে আমরা এভাবে এখানে নিহত হতাম না। আপনি তাদেরকে বলুন! যদি তোমরা নিজেদের ঘরের মধ্যেও অবস্থান করতে তবুও মৃত্যু নির্ধারিত ছিলো। তারা নিজে নিজেই তাদের মৃত্যুর জন্য নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে হাজির হতো। যে ঘটনা ঘটেছে, তা এ জন্য যে, তোমাদের মনে বা-কিছুর কুটিলতা আছে তা ছাটাই করে তোমাদেরকে পবিত্র করবেন। আল্লাহ মনের গোপন কথাও ভাগো করেই জানেন”। (সূরা—আলে-ইমরান : ১৫৪)—আর খলীফা বিন খাইয়্যাত আমাকে ইয়াযীদ ইবনে যুরায়ে, সাঈদ, কাতাদা ও আনাসের মাধ্যমে আবদুল্লাহ আবু তালহা নিকট থেকে শুনিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, আবু তালহা বলেছেন, ওহুদ-যুদ্ধের দিন যারা তন্মুদ্রাবিষ্ট হইয়ে পড়েছিলেন, আমিও তাদেরই একজন। এমনকি কয়েকবার আমার হাত থেকে তরবার পড়ে গিয়েছিলো। এভাবে তরবার পড়ে গেলে আমি উঠিয়ে নিতাম এবং তা আবার পড়ে যেতো এবং আমি তা আবার উঠিয়ে নিতাম।

অনুচ্ছেদ :

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ رَالِ مِثْرَانِ
لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

৫২. এই তন্মুদ্রাবিষ্ট হওয়ার ঘটনাটা ছিলো ওহুদ-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলিম সৈনিকদের জন্য এক বিশ্ময়কর অভিজ্ঞতা। হযরত আবু তালহাও এই অভিজ্ঞতাই লাভ করেছিলেন। হাদীসটিতে এ বিবরণটি উল্লেখিত হয়েছে।

“হে নবী, কোন কিছুর ফয়সালার এখতিয়ারে তোমার কোন হাত নেই। এ ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ এখতিয়ারভুক্ত। তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে মাফ করে দেবেন আবার ইচ্ছা করলে তাদের আযাব দেবেন। কারণ, তারা বড় অজাচারী। (সূরা—আলে-ইমরান : ২২৮)

হুমায়েদ ও সাবেত বানানী আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ওহূদ-যুদ্ধের দিন আঘাত করে নবী (সঃ) এর মাথা ভাঙম করে দেয়া হলে তিনি বললেন, যে কওমের লোক তাদের নবীকে আহত করে কি করে তাদের উন্নতি ও সফলতা আসবে? এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعِ مِنَ الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ اللَّهُمَّ الْغِنْنَا وَتَكُنْ لَنَا وَتَكُنْ تَابِعًا مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ إِنْ تَوَلَّيْنَا فَآتَمَّرْ تَالِيُونَ وَمَنْ جُنَّكَ بِنِ إِبْنِ سَفِينٍ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدُ مَوَاطِنَ صَفْوَاتِ بِنِ أُمَيَّةَ وَسَمِعْتُ بِنِ عُمَيْرٍ وَ الْحَارِثِ بْنِ حِشَامٍ فَخَزَلْتُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ إِنْ تَوَلَّيْنَا فَآتَمَّرْ تَالِيُونَ

৩৭৬৫. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ফজরের নামাযের শেষ রাক'আতে রুকু' থেকে মাথা উঠিয়ে “সামি'আল্লাহু লিমান হামিদা” ও “রাব্বানা ওয়া লাফাল হামদ” বলার পর বলতে শুনছেন, যে আল্লাহ তুমি অমুক অমুক ও অমুক ব্যক্তির উপর লানত বর্ষণ করো। এ কারণে আল্লাহ “হে নবী, কোন বিষয়ে ফয়সালার এখতিয়ারে তোমার কোন হাত নেই। এ ব্যাপার একমাত্র আল্লাহরই এখতিয়ারভুক্ত। তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে মাফ করে দেবেন আবার ইচ্ছা করলে তাদেরকে আযাব দেবেন। কারণ তারা বড় জালেম”। এই আয়াতটি নাখিল করেন। অপর একটি হাদীসে হেনযালা ইবনে আবু সূফিয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: আমি সালেম ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনছিঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, সুহাইল ইবনে আমর এবং হারিস ইবন হিশামের জন্য বদ'দো'আ করতেন। এ বিষয়েই “হে নবী, কোন বিষয়ে ফয়সালার ব্যাপারে তোমার কোন হাত নেই। এ ব্যাপার একমাত্র আল্লাহরই এখতিয়ারভুক্ত। তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে মাফ করে দেবেন কিংবা ইচ্ছা করলে তাদেরকে আযাব দেবেন। কারণ, তারা বড় জালেম।”—আয়াতটি নাখিল হয়।

অনুচ্ছেদ : উম্মে সালীতের ৫০ মর্ষাদা ও ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা।

عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ أَنَّ فَمْرَةَ الْخَطَّابِ قَسَمَ مَرَوْطَابَيْنِ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِقَبِيئِ بْنِ مَرْطَابٍ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ مَشَاكَ يَا أُمَيْرَ الْمُؤْمِنِينَ إِعْطِ هَذَا بِئْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْبَنِي مِنْدَكَ يَرِيدُونَ أُمَّ كَلْتُمْ بِئْسَ عَيْنِي فَقَالَ مَرَّ

৫০. উম্মে সালীত ছিলেন আবু সালীতের স্ত্রী এবং নবী (সঃ)-এর একজন সাহাবী। হিজরতের পূর্বেই তাঁর স্বামী আবু সালীত মারা যান এবং তিনি মালেক ইবনে সিননের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর গড়েই বিখ্যাত সাহাবা হযরত আবু সাদ্দ খুদরী (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

أُمِّ مَيْلِطٍ حَقٌّ بِهَا وَأُمُّ سَيْلِطٍ قَتْلُ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَرَرْنَا بِهَا
كَأَنَّكَ تَزِيرُنَا الْقِرَابَ يَوْمَ أُحُدٍ.

৩৭৬৬. সা'লাবা বিন আব্দুল মালেক থেকে বর্ণিত। একবার উমর ইবনুল খাত্তাব মদীনাবাসী মহিলাদের মধ্যে কিছু কাপড় বিলি-বন্টন করলেন। অবশেষে একখানা মাল্যবান কাপড় বেচে গেলে তাঁর কাছে উপস্থিত লোকদের একজন বললো : হে আমীরুল মুমিনীন, এই কাপড়খানা আপনার স্ত্রী রসূলুল্লাহর নাতনী অর্থাৎ আলীর কন্যা উম্মে কুলসুমকে দিন। কিন্তু উমর বললেন : আনসারী মহিলা উম্মে সালীত বিন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন তিনি এ কাপড়খানা পাওয়ার বেশী হকদার। কারণ হিসাবে উমর বললেন : ওহুদ যুদ্ধের দিন উম্মে সালীত আমাদের জন্য মশক ভর্তি করে পানি বহন করে এনেছিলেন।

অনুচ্ছেদ : হামযা ৫৪ ইবনে আবদুল মুত্তালিব শাহাদত লাভের ঘটনা।

۳۷۶۷ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ الصَّمْرِيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَيَارِ
فَلَمَّا تَدْبَرْنَا جَمْعَ تَائِلِ بْنِ عَبِيدَةَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي وَحْشِي نِسَاءَهُ عَنْ تَشْلِ حَمْرَةَ ثَلْثَ
عَشْرًا وَكَانَ وَحْشِي يَسْكُنُ جَمْعَ فَسَأَلْنَا عَنْهُ فَقِيلَ لَنَا هُوَ ذَاكَ فِي ظِلِّ قَصْرِ
كَأَنَّ حَيْثُ قَالَ فَجِئْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيْهِ بِسَيْرٍ فَسَلَّمْنَا فَرَدَّ السَّلَامَ قَالَ وَعَبِيدَةُ
اللَّهُ مُخْتَجِرٌ بِعَامَتِهِ مَا يَرَى وَحْشِي إِذْ عَيْنِيهِ وَرَجُلِيهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَا
وَحْشِي أَنْتَ قَتَلْتَنِي قَالَ مُنْظَرٌ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ إِذَا نِيَّ الْأَعْلَمُ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ الْحَيَارِ تَرَدَّ بِحِ
إِمْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ تَائِلِ بْنِ أَبِي الْعَيْشِ فَوُلِدَتْ لَهُ غُلَامٌ بِأَمْكَةٍ فَكُنْتُ أَسْتَرْضِعُ
لَهُ فَحَمَلْتُ ذَلِكَ الْغُلَامَ مَعَ أُمِّهِ فَنَادَتْهُمَا إِيَّاهُ فَكَانِي نَظَرْتُ إِلَى تَدْمِيكَ قَالَ فَكَلَفْتُ
عَبِيدَةَ اللَّهِ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا تُحِبُّنَا بِقَتْلِ حَمْرَةَ قَالَ نَعْرُ إِثْ حَمْرَةَ تَتَلَّ طَيْفِيَّةً
بَيْنَ هَدْيِ بْنِ الْحَيَارِ بِسَدْرِ فَقَالَ لِي مَوْلَايَ جَبِيئَةُ مَطْعِمَةٌ أَنْ تَتَلَّ حَمْرَةَ يَعْنِي
فَأَمْتُ حُرٌّ قَالَ فَلَمَّا أَثْ حُرَّ النَّاسُ عَامَ عَيْسِينَ وَعَيْسِينَ جَبَلِ جَبَالِ أَحَدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ
وَأَذَى خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إِلَى الْقِتَالِ فَلَمَّا أَبْ اسْتَطْفَرُوا الْقِتَالَ خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ مَعَدُ
مِنْ مَبَارِزٍ قَالَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْرَةَ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ يَا سِبَاعُ يَا بِنْتَ أُمِّ الْأَنْبَارِ
مَقْطِحَةَ الْبَطْلُو رَأَيْتَ أَنَّ اللَّهَ دَرَسُوهُ قَالَ ثُمَّ سَدَّ عَلَيْهِ كَانَ كَأَمْسِ الدَّاهِبِ

৫৪. হযরত হামযা ছিলেন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচা। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি তাঁর গভীর স্নেহ ছিলো। ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও তিনি নানাভাবে নবী (সঃ)-কে ইসলামের ডাকবীগের ব্যাপারে সহায়তা করেছিলেন। ওহুদ যুদ্ধের দিন শাহাদত বরণ করেন। প্রতিহিংসার বশবতী হয়ে আব্দুল মুত্তালিবের স্ত্রী হিন্দা তাঁর বৃদ্ধ চিত্র কালজা বের করে চিত্রের খেঁচিয়েছিলেন।

قَالَ وَكَمُنْتُ لِحُمْرَةٍ تَمَّتْ صَخْرَةٌ فَلَمَّا دَنَا مِنِّي رَمَيْتُهُ بِحُجْرَتِي فَأَضَعَهَا فِي
 تَنَائِيهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ وَرِكَائِهِ قَالَ نَكَانَ ذَلِكَ الْعَهْدَ بِهِ نَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ
 رَجَعْتُ مَعَهُمْ فَأَمْسَتْ بِمَكَّةَ حَتَّى فَتَنَانِيهَا إِذْ سَلَامٌ شَرَّ خَرَجْتُ إِلَى الْعَاطِفِ
 فَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رُسُلًا فَيَقِيلُونَ إِنَّهُ لَيَبِيحُ الرَّسُولَ قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ
 حَتَّى تَبَدَّدْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَيْتَنِي قَالَ أَنْتَ وَحِشْتِي تَلْتُمْ نَعْرَتِي قَالَ أَنْتَ
 قَتَلْتِ حُمْرَةَ قَتَلْتِ تَلْتُمْ كَانَتْ مِنَ الْأُمْرِ مَا بَلَغَكَ قَالَ فَمَلَّ تَسْتَهْطِئُ أَنْ تُغَيِّبَ
 وَجْهَكَ عَنِّي قَالَ فَخَرَجْتُ فَلَمَّا بَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ مَسِيلَمَةُ الْكُذَّابِ
 تَلْتُمْ لَأُخْرِجَنَّ إِلَى مَسِيلَمَةَ لَجَلِّي أَتَسَلُّهُ نَأْكَافِي بِهِ حُمْرَةَ قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ
 فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ قَالَ إِذَا دَرَجَلُ تَامَ فِي ثَلَاثَةِ جِدَارِ كَاتَهُ جُمَلُ أَوْ رَأَيْتِي
 ثَائِرُ الرَّأْسِ قَالَ فَرَمَيْتُهُ بِحُجْرَتِي فَأَضَعَهَا بَيْنَ تَنَائِيهِ حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ
 بَيْنِ كَتَفَيْهِ قَالَ وَذَوَّبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَامَتِهِ
 قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ نَأْخَبُ فِي سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
 يَقُولُ نَقَالَتْ جَارِيَةٌ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِي وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلَهُ الْعَبْدُ الْأَسْوَدَ .

৩৭৬৭. জাফর ইবনে আমর ইবনে উমাইয়া যামরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি উবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খিয়ারের সাথে সফরে ছিলাম। আমরা হিম্‌সে থাকাকালীন উবায়দুল্লাহ আমাকে বললেন : চলো, আমরা ওয়াহ্‌শী'র কাছে গিয়ে তার নিকট থেকে হামযার নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জেনে নেই। আমি বললাম : ঠিক আছে, চলো। ওয়াহ্‌শী' সে সময় হিম্‌সেই বসবাস করতো। আমরা তার (বাসস্থান) সম্পর্কে (লোকদেরকে) জিজ্ঞেস করলাম। আমাদেরকে বলা হলো, ঐ দেখো সে তার প্রাসাদের ছায়ায় মশকের মত স্ফূর্ত হয়ে বসে আছে। জাফর বর্ণনা করেছেন, আমরা গিয়ে তার থেকে অল্প-কিছু দূরে থামলাম এবং সালাম দিলাম। সে সালামের জওয়াব দিলো। জাফর বর্ণনা করেছেন : সেই সময় উবায়দুল্লাহ এমনভাবে মাথায় পাগড়ী বেঁধেছিলেন যে, ওয়াহ্‌শী' শব্দ মাত্র তার দুই চোখ ও দুই পা দেখতে পাচ্ছিলো। উবায়দুল্লাহ ওয়াহ্‌শী'কে লক্ষ্য করে বললেন : হে ওয়াহ্‌শী', তুমি কি আমাকে চিনেছো? জাফর বলেন : সে (ওয়াহ্‌শী') তখন তার দিকে তাকিয়ে বললো : খোদার কসম, চিনি নাই। তবে আমি জানি যে, আদী ইবনে খিয়ার উম্মে কিতাল বিনতে আবুল ইছ নান্নী এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। মক্কায় তার এক সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি তার জন্য দাই বা ধাত্রীমাতার খোঁজ করতেছিলাম। আমি ঐ বাচ্চাকে নিয়ে তার মায়ের সাথে গিয়ে ধাত্রীমাতার হাতে বাচ্চাকে সোপর্দ করলাম। তোমার দুটি পা যেনো আমি সেই বাচ্চার পায়ের মতই দেখতে পাচ্ছি। হাদীসটির বর্ণনাকারী জাফর বর্ণনা করেছেন যে, উবায়দুল্লাহ তখন মূত্থের পর্দা সরিয়ে ফেলে বললেন : হামযার শাহাদতের ঘটনা আমাদেরকে বলুন। ওয়াহ্‌শী' বললেন, হাঁ, শোন। বদর-যুদ্ধে হামযা তুআইমা ইবনে আদী ইবনে খিয়ারকে হত্যা করেছিলেন। তাই আমার প্রভু জব্বারের ইবনে মূত্থেম আমাকে বললেন : তুমি যদি আমার চাচার প্রতিশোধস্বরূপ হামযাকে হত্যা করতে পার

তাহলে তুমি দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত। যে বছর ওহুদ পাহাড়ের সম্মুখবর্তী 'আইনাইন উপত্যকার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সবাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লে আমিও তাদের সাথে বের হলাম। সবাই লড়াইয়ের জন্য বৃহৎ রচনা করে দাঁড়ালে (বিপক্ষ দল থেকে) সিবা' ইবনে আবদুল উম্মা ময়দানে এসে ম্বল্ব যুদ্ধের জন্য আহ্বান করে বললো: ম্বল্ব-যুদ্ধের জন্য কেউ প্রস্তুত থাকলে এসে মোকাবিলা করো। ওয়াহশী বর্ণনা করেন, তখন হামযা ইবনে আবদুল মুস্তালিব গিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন: ওহে মেয়েদের খাতনাকারিণী উম্মে আনসারের বেটা সিবা! তুমি তাহলে আল্লাহ ও রসুলের সাথে দৃশমনী করো? তারপর তিনি তার উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালালেন এবং সে নিহত হয়ে অতীত দিনের স্মৃতিতে পরিণত হলো। ওয়াহশী বর্ণনা করলেন: ওহুদ যুদ্ধের দিন, আমি একটি পাথরের নীচে আত্মগোপন করে অপেক্ষা করতে থাকলাম। তিনি (হামযা) আমার নিকটবর্তী হলে আমি তাঁকে আমার অস্ত্র (বর্শা) শ্বারা এমন জোরে আঘাত করলাম যে, তা তাঁর মূত্র খাল ভেদ করে দুই নিতম্বের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেলো। ওয়াহশী বর্ণনা করলেন যে, এটাই ছিলো তাঁর নিহত হওয়ার ঘটনা। সবাই ফিরে গেলে আমিও তাদের সাথে (মক্কায়) ফিরে গেলাম এবং মক্কায় অবস্থান করতে থাকলাম। অবশেষে মক্কায় ইসলাম প্রসারলাভ করলে আমি তারেফে চলে গেলাম। এরপর তারেফবাসীগণ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে দূত পাঠানোর ব্যবস্থা করলে আমাকে বলা হলো যে, তিনি দূতদের সাথে অপৌজন্যমূলক আচরণ করেন না। তাই আমি দূত হিসেবে তাদের সহগামী হলাম এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে হাযির হলাম। আমাকে দেখে তিনি বললেন: তুমি কি ওয়াহশী? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন: তুমিই কি হামযাকে হত্যা করেছিলে? আমি বললাম, যা আপনি জানতে পেরেছেন ঘটনাটা সেই রূপই ঘটেছিলো। (অর্থাৎ আপনি সবই জানেন)। তখন তিনি বললেন, তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে পার না? ওয়াহশী বলেন, তখন আমি সেখান থেকে চলে আসলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওফাতের পর (নবুওয়্যাতের মিথ্যা দাবীদার হয়ে) মূসাইলিমা কাযযাব ৫৫ আবির্ভূত হলে আমি মনে মনে সংকল্প করলাম যে, আমি মূসাইলিমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়ে তাকে হত্যা করে হামযাকে হত্যার ক্ষতিপূরণ করবো ওয়াহশী বললেন: তাই আমি সবার সাথে যাত্রা করলাম। আমি যেরূপ চেয়েছিলাম ঘটনাও সেরূপই ঘটলো। এক সময়ে আমি দেখলাম শ্যামবর্ণ উটের ন্যায় উস্কুখুস্কু চুলে এক ব্যক্তি (মূসাইলিমা) একটি ভাঙা প্রাচীরের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। তখন আমি আমার যুদ্ধাস্ত্র বর্শা শ্বারা তাকে আঘাত করলাম। বর্শা বন্ধ ভেদ করে দু' কাঁধের মাঝখান দিয়ে পেরিয়ে গেল। ওয়াহশী বলেন, তখন এক আনসারী সাহাব্য তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তরবার দিয়ে মাথার খুলিতে আঘাত করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে ফযল বর্ণনা করেছেন, সূলাইমান ইবনে ইয়াসার তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে বলতে শুনছেন যে, মূসাইলিমা নিহত হলে একটি বাড়ীর ছাদ থেকে একটি ছোট্ট বালিকা বলছে, হায়! হায়! আমার মূল মূমিনানীকে (মূসাইলিমা) এক কালো ক্রীতদাস (ওয়াহশী) হত্যা করলো।

অনুচ্ছেদ : ওহুদের যুদ্ধে নবী (সঃ)-এর আহত ৫৬ হওয়ার বর্ণনা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِشْتَدَّ عَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا

৫৫. নবী (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর যে ক'জন লোক নবুওয়্যাতের মিথ্যা দাবী করে, মূসাইলিমা তাদেরই একজন। হযরত আবু বকর তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন এবং এই জিহাদেই ওয়াহশী মূসাইলিমাকে হত্যা করেন এবং এভাবে হামযাকে হত্যা করার কামফারা আদায় করেন।

৫৬. আকবর সাল্জাক মায়ার-এর মাধ্যমে যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ওহুদ যুদ্ধের দিন যুশ-রিকন নবী (সঃ)-কে তরবারী শ্বারা সত্তরটি আঘাত করেছিলো। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করেছেন।

بَيْتِهِ يُشِيرَانِي رَبَاعِيَّتِهِ إِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَا رَجُلٍ يُقْتَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

৩৭৬৮. আব্দ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স:) তাঁর দাঁতের ৫৭ দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন : যে কওম তার নবীর সাথে এরূপ আচরণ করে তাদের জন্য আল্লাহর গম্ব বড় ভয়াবহ। আর যে ব্যক্তিকে আল্লাহর রসূল আল্লাহর পথে হত্যা করেন তার জন্য আল্লাহর গম্ব বড় ভয়াবহ।

۳۷۶۹. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَا مَنْ قَتَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَا قَوْمٍ دَسَّوْا دِحَّةَ نَبِيِّ اللَّهِ.

৩৭৬৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহর ভয়ানক গম্ব সেই ব্যক্তির জন্য যাকে নবী (স:) আল্লাহর পথে হত্যা করেছেন। আর সেই কওমের জন্যও আল্লাহর ভয়ানক গম্ব যারা আল্লাহর নবীর মূখমন্ডল রক্তে-রঞ্জিত করেছে :

অনুবাদের :

۳۷۷۰. عَنْ ابْنِ حَارِثٍ أَنَّ سَمْعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَ يَشَاءُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا أُحِبُّ مَنْ كَانَ يَخْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ
كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ وَيَمَادُ وَوَيْ قَالَ كَانَتْ كَأُطْمَةِ بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَغْلِيهِ
وَعَلَى يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْمَجْرِي كَلِمَاتُ كَالْمَيْمَةِ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً
أَخَذَتْ قِطْعَةً مِّنْ حَصِيرٍ فَأَخْرَقَتْهَا فَأَلْمَقَتْهَا فَاسْتَمَدَّ الدَّمَ وَكَسَّرَتْ
رَبَاعِيَّتَهُ يَوْمَ مَرْيَدٍ وَجُرْحَهُ وَجُمَهُ وَكَسَّرَتْ الْبَيْضَةَ عَلَا رَأْسِهِ.

৩৭৭০. আব্দ হামেম সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন। সাহল ইবনে সা'দকে রসূলুল্লাহ (স:) -এর আহত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। জবাবে তিনি (সাহল ইবনে সা'দ) বললেন : আল্লাহর কসম! সেই সময় যিনি রসূলুল্লাহ (স:) -এর জখম ধরে দাঁড়িয়ে এবং যিনি পানি ঢালাছিলেন তা আমি অবশ্যই জানি এবং যা দিয়ে চাঁকৎসা করা হয়েছিলো তাও আমি জানি। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (স:) -এর কন্যা তা ধরে দাঁড়িয়ে, আর আলী (রা:) ঢালে করে পানি এনে ঢালতেছিলেন। ফাতিমা যখন বদলেন যে, পানি ঢালার রক্ত পড়া বন্ধ না হয়ে বৃষ্টি পাচ্ছে তখন তিনি একখণ্ড চাটাই নিলেন এবং তা পন্থিয়ে যখমের ওপর ছাই লাগিয়ে দিলেন। এবার রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেলো। ঐদিন (ওহুদ যুদ্ধের দিন) নবী (স:) -এর সম্মুখ ভাগের ডান দিকের দাঁত ভেঙে গিয়েছিলো, মূখমন্ডল যখম হয়েছিল এবং শিরশ্চাগ ভেঙে গিয়েছিল।

৫৭. ওহুদের যুদ্ধে যে ব্যক্তি আঘাত করে নবী (স:) -এর দামান মোবারক ভেঙে দিয়েছিলো তার নাম হলো উতবা ইবনে আব্দ ওরাক্কাস। সে নবী (স:) -এর নীচের ঠোঁটও জখম করে দিয়েছিলো। আর রসূলুল্লাহ (স:) নিজ হাতে উবা ইবনে বালাক জামহীকে হত্যা করেছিলেন

৩৫৫১ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اسْتَشَدَّ عَضَبُ اللَّهِ عَلَيَّ مِنْ قَتْلِهِ نَبِيَّ وَاسْتَدَّ مَضَبُ اللَّهِ عَلَيَّ مِنْ دَسْحِي وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ .

৩৭৭১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তিকে কোন নবী হত্যা করেছেন তার জন্য আল্লাহর ভয়ানক গযব রয়েছে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রসূলের চেহারা রক্তে-রঞ্জিত করেছে তাদের জন্যও আল্লাহর ভয়ানক গযব রয়েছে।

অনুব্ধ : আল্লাহর বাণী :

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَالتَّقْوَى أَجْرٌ عَظِيمٌ (ال عمران - ১৫২)

আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পরও যেসব লোক আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আহ্বানে দ্বারিত সাড়া দিয়েছে। যেসব নেককার ও খোদাভীরুদের জন্য বড় পুরস্কার রয়েছে।”

৩৫৫২ - عَنْ عَائِشَةَ الَّتِي اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَالتَّقْوَى أَجْرٌ عَظِيمٌ قَالَتْ لِعُرْوَةَ يَا ابْنَ أَخْتِي كَأَنَّ أَبُوكَ مِنْهُمْ الرَّبِّيُّ وَأَبُوكَ كَيْفَ لِمَا أَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا أَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ كَانَتْ مَرَّتْ عَنْهُ الْمَشْرِكُونَ خَائِفًا أَنْ يُرْجِعُوا فَقَالَ مَنْ يَنْدُحِبُ فِي أَثَرِهِمْ كَانَتْ مَرَّتْ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا قَالَ كَانَ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَالرَّبِّيُّ .

৩৭৭২. হিশাম ইবনে উরওয়া তার পিতা উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা উরওয়াকে সম্বোধন করে বললেন : হে ভাণে জানো, “আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পরও যেসব লোক আল্লাহ ও রসূলের ডাকে দ্বারিত সাড়া দিয়েছে, তাদের নেককার ও খোদাভীরুদের জন্য বড় পুরস্কার রয়েছে।” আঘাতটিতে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে তোমার পিতা যুবায়ের ও নানা আব্দ বকরও शामिल ছিলেন। ওহুদের যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (সঃ) আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ অবস্থায় মর্শরিকরা চলে গেলে তিনি আশঙ্কা করলেন যে, তারা আবার ফিরে আসতে পারে। তাই আহ্বান জানালেন আস, কে আছে আমার সাথে তাদের পিছদ ধাওয়া করতে যাবে? এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে সত্তরজন লোক প্রস্তুত হলেন। রাবী! উরওয়া বর্ণনা করেছেন যে, তাদের মধ্যে আব্দ বকর ও যুবায়েরও ছিলেন। ৫৮

অনুব্ধ : যেসব মুসলমান ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব, (হযরত হুদাইফার পিতা) ইয়ামান, নব্ব ইবনে আনাস এবং মুসআব ইবনে উমায়ের।

৫৮. ওহুদের ময়দান থেকে ফিরে কয়েক মনবিল পরে গিরে মন্ডার মর্শরিকরা যুদ্ধে পারলো যে, মলীনার মুসলমানদেরকে খন্দে করার সর্ব্ব সুযোগ পেয়েও তারা সে সুযোগের সম্ব্যহার করতে পারেনি। বরং ফিরে এসে ভুল করেছে। তাই এক জারগায় খেমে তারা নিজেরা এ ব্যাপারে পরামর্শ

۳۴۴۱ - عَنْ تَتَادَةَ قَالَ مَا نَكَلَمُ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ أَكْثَرَ سَهْمًا أَوْ عَزْزًا
 أَيْمُنَةً مِنَ الْإِنْفَارِ قَالَ تَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ تَدَلَّ مِنْهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ
 سَبْعُونَ وَيَوْمَ بَيْرُ مَعُونَةَ سَبْعُونَ وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ سَبْعُونَ قَالَ وَكَانَ يَلْمُ مَعُونَةَ
 عَلَى عَمْدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ عَلَى عَمْدٍ أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ مَسِيلَمَةَ الْكُذَّابِ

৩৭৭৩. কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আনসারদের ছাড়া আরবের আর কোন গোত্র বা জনগোষ্ঠীকে কিয়ামতের দিন অধিকসংখ্যক শহীদ ও অধিক মর্যাদার হকদার আছে বলে জানি না। কাতাদা বর্ণনা করেছেন যে, আনাস ইবনে মালেক আমাকে বলেছেন : ওহদের যুদ্ধে আনসারদের সত্তরজন শহীদ হয়েছেন, বিরে মান্নানার ঘটনায় সত্তরজন শহীদ হয়েছেন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে সত্তরজন শহীদ হয়েছেন। বিরে মান্নানার ঘটনা তো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়েছিলো। আর ইয়ামামার যুদ্ধ (৬৩৩ নবী) মুসাহীলিমা কাব্যের বিরুদ্ধে আব্দ বকরের খিলাফতকালে সংঘটিত হয়েছিলো।

۳۴۴۲ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ
 قَتْلِيٍّ أَحَدٍ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَعْمَلُ أَيْمُنًا كَثْرًا أَخَذَ الْقُرْآنُ إِذَا أَسْأَلُوهُ
 لَهُ إِلَى أَحَدٍ تَكَاثُرًا فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا سَهْمٌ عَلَى هُوَ لَمْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَمْرٌ
 يَدُ فِيهِمْ يَدٌ مَا يَهُمُّوهُ وَلَمْ يَصِلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُسَلُّوا وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ
 شُعْبَةَ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ لَمَّا تَدَلَّ أَبِي جَعَلْتُ أَبْكِي
 كَأَنَّ كَيْشَفَ التُّرْبِ عَنْ وَجْهِهِ جَعَلَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ يَنْهَوْنِي وَالنَّبِيُّ ﷺ
 لَوْ يَنْهَى وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَبْكِيهِ أَوْ مَا تَبْكِيهِ مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تَنْظُرُهُ بِأَجْنَحَيْنِهَا
 حَتَّى تَرْفَعَهُ.

৩৭৭৪. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) ওহদের যুদ্ধের শহীদদের দৃ-দৃজনকে একই কাফনের একই কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করেছিলেন। কাফনে জড়ানো হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন : কোরআনের জ্ঞান কার বেশী ছিলো? কোন একজনকে কথা হাঁপাতে বলা হলে তিনি প্রথমেই তাকে কবরে নামাযেন এবং বলতেন : কিয়ামতের দিন আমি নিজে এদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবো। তিনি তাদেরকে রক্ত-সহ দাফন করতে নির্দেশ দিতেন। তাদের জানাযা পড়তেন এবং তাদেরকে গোসলও দেয়া হতো না। আর আব্দুল ওয়ালীদ (হিশাম ও ইবনে আব্দুল মালেক তায়ালিসী) শূ'বা ও মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদিরের মাধ্যমে জাবের থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, জাবের

করলো যে, ফিরে গিয়ে মদীনার ওপর পুনরায় আক্রমণ করবে। কিন্তু যে কারণেই হোক তারা আর সে সাহস করেনি। এদিকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও আশংকা করলেন যে, পশ্চিমধ্যে তারা তাদের এ ভুল বুদ্ধিতে পেরে পুনরায় আক্রমণের জন্য ফিরে আসতে পারে। তাই ওহদের যুদ্ধের পরের দিনই সকাল বেলা তিনি মুসলমানদের ডেকে একত্রিত করে মদ্রিকদের পশ্চাৎদিকের কথা বললেন। অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। সত্যিকার মদ্রিকগণ প্রস্তুত হয়ে গেলেন। নবী (সঃ) তাদের নিয়ে মদীনা থেকে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত হামরাউল আসাদ পর্যন্ত গেলেন। হামরাউল আসাদে এ ঘটনারই উল্লেখ করা হয়েছে।

বলেছেন : (ওহুদ যুদ্ধে) আমার পিতা (আবদুল্লাহ) শহীদ হলে আমি কাঁদছিলাম ও তার যুদ্ধের কাণড় সরিয়ে দেখছিলাম। নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ আমাকে কাঁদতে বারণ করলেন। কিন্তু নবী (সঃ) বারণ করলেন না। বরং নবী (সঃ) আবদুল্লাহর যুদ্ধকে বললেন : তার জন্য কেঁদো না। কারণ, জানাযা না উঠানো পর্যন্ত ফেরেশতারা তার ওপরে ছায়া করেছিলো।

۳۷۷ عَنْ أَبِي مُوسَى أَرَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا نَأْتِقُلَمَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أَصِيبُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أَحُدٍ سَرَّ هَزَزْتَهُ أُخْرَى نَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقْرًا أَوْ اللَّهُ حَبِيرٌ فَإِذَا هُمْ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أَحُدٍ.

৩৭৭৫. আব্দুল্লাহ নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন : আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একখানা তরবারী শান দিলাম। এরপর তার ধারালো অংশটা ভেঙে গেলো। এর অর্থ হলো ওহুদের যুদ্ধে মু'মিনদের শাহাদত লাভ করা। আমি পুনরায় তরবারীখানি ধার দিলাম। এবার তা ঠিক হয়ে গেলো। এর অর্থ হলো মু'মিনদের একতা ও আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাদের বিজয় দান। আর আমি স্বপ্নে একটি গরুও দেখছিলাম। ওহুদ যুদ্ধে মু'মিনদের শাহাদত লাভই হলো এর তা'বীর। আর আল্লাহ কল্যাণময়। (অর্থাৎ তাঁর সব কাজই কল্যাণে ভরপুর)।

۳۷۷۶ عَنْ حَبِيبِ تَالِ مَا جَزْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ كَوَجِبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فِيمَا مَنَ مَضَى أَوْ ذَهَبَ لَوْ يَأْ كُلُّ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا كَانَ مِنْهُمْ مُمْعَبٌ بِنَ عُمَيْرٍ مِتَّ يَوْمَ أَحُدٍ فَلَوْ يَثْرُكَ إِذْ نِمْرَةَ كُنَّا دَاغِطِينَ بِهَا رَأْسَهُ خَرَجْتَ رَجُلًا وَ إِذَا غَطِي بِهَا رَجُلًا خَرَجَ رَأْسَهُ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ غَطُوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رَجُلَيْهِ مِنَ الْفُجْرِ أَوْ قَالَ أَلْقُوا عَلَى رَجُلَيْهِ مِنَ الْإِدْجِرِ وَمِنَا مَنْ أَبْغَعَتْ لَهُ نَمْرَةً هُوَ يَمْدِيهَا.

৩৭৭৬. খাম্বাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে হিজরত করেছিলাম। এর বিনিময়ে আমরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করতাম। এ জন্য আল্লাহর কাছে আমাদের পদরক্ষার নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। এরপর আমাদের কেউ কেউ অতীত হয়ে গিয়েছেন অথবা বলেছেন (রাবী'র সন্দেহ) আমাদের মধ্য হতে কেউ কেউ চলে গিয়েছেন। সে তার পার্শ্ব পদরক্ষার কিছুই ভোগ করতে পারেনি। তাদের একজন ছিলেন মুস'আব ইবনে উমায়ের। তিনি ওহুদের যুদ্ধে শাহাদত লাভ করেছিলেন। তিনি একশুধু কাণড় ছাড়া আর কিছু রেখে যাননি। উক্ত কাণড় দ্বারা আমরা তার মাথা ঢাকলে পা দু'খানা বেরিয়ে যেতো। আর তা দিয়ে পা ঢেকে দেয়া হলে মাথা বের হয়ে যেতো। তখন নবী (সঃ) আমাদেরকে বললেন : এ কাণড়খানা দিয়ে তার মাথা ঢেকে দাও। আর পা দু'খানা এযুকের ঘাস দিয়ে আবৃত করো অথবা [নবী (সঃ)] বললেন, (রাবী'র সন্দেহ) তার পায়ের ওপর এযুকের ঘাস দাও। আর আমাদের মধ্যে অনেকের ফল উত্তম-রূপে পেচ্ছে এবং এখন সে তা সংগ্রহ করছে। অর্থাৎ পার্শ্ব পদরক্ষার পদরোপনি লাভ করেছে।

অনুচ্ছেদ : ওহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে। আশ্বাস ইবনে সাহল আবু হুমায়েদের মাধ্যমে নবী (স:) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১২৮৬- عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنَحْنُ نَحِبُّهُ -

৩৭৭৭. কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আনাসের নিকট থেকে শুনছি যে, নবী (স:) বলেছেন : এ (ওহুদ পাহাড়ের প্রতি ইঙ্গিত করে) পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে এ আমরাও সেটিকে ভালবাসি।

১২৮৭- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَلَّمَهُ أَحَدٌ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنَحْنُ نَحِبُّهُ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا -

৩৭৭৮. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। আবুকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে ওহুদ পাহাড় রসূলুল্লাহ (স:) -এর দৃষ্টিগোচর হলে তিনি বললেন : এটি একটি পাহাড়। এ আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। হে আল্লাহ! ইবরাহীম মক্কাকে হারাম বা পবিত্রস্থান বানিয়েছিলেন। আমিও দুটি কঙ্করময় স্থানের মধ্যস্থিত জায়গাকে (অর্থাৎ মদীনাতে) হারাম বা পবিত্রস্থান হিসেবে গণ্য করলাম।

১২৮৯- عَنْ عَقَبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ مَضَى عَلَى أَحَدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيْتِ تُرَائِنَتْ إِلَى الْمَشْرِيقِ فَقَالَ إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ وَأَنَا شَمِيمٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي لَأُنْظَرُ إِلَى حَوْضِي الْأَنْوَاعِ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَقَاتِيمَ حُرَايِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَقَاتِيمِ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَحَاتَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بِيَدِي وَلِكَيْتِي أَخَاتٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَادَسُوا فِيهَا -

৩৭৭৯. উকবা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) নবী (স:) একদিন ওহুদ প্রান্তরে গিয়ে ওহুদের শহীদদের জন্য জানাযার নামাযের মতো নামায পড়লেন এবং ফিরে এসে মিস্রের উঠে বললেন : আমি তোমাদের আগেই চলে যাচ্ছি। আমি তোমাদের কাজকর্মের সাক্ষ্যদান করবো। আমি এই মূহূর্তেই আমার হাওম দেখতে পাচ্ছি। আর আমাকে পৃথিবীর ধনভান্ডারের চাবি দেয়া হয়েছে অথবা বললেন : (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) পৃথিবীর চাবি দেয়া হয়েছে। ধোদার কসম! আমার অবর্তমানে তোমরা মূর্শরিক হয়ে যাবে সে আশংকা আমি করি না বরং আমি আশংকা করি যে, তোমরা পৃথিবীর ভোগ-বিলাসে মগ্ন হয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদ : রাজী, ৬০ রোল, শাকওয়ান, বি'রে শাহুনা, আদাল ও করাহ যুদ্ধের বর্ণনা এবং আসেম ইবনে সাবেত ও খুবাইব এবং তার সঙ্গীদের শাহাদত বর্ণনের করুণ কাহিনী। ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত। আসেম ইবনে উমর বর্ণনা করেছেন যে, রাজীর যুদ্ধ ওহুদের যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়েছিলো।

৫৯. ওহুদ পাহাড় আমাদের ভালবাসে। এর অর্থ হলো, ওহুদ পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী মদীনার লোকেরা আমাদেরকে ভালবাসে।

৬০. রাজী' হুইল গোত্রের বসবাসের একটি জায়গার নাম। চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে রাজীর নিকটবর্তী স্থানে এ বেদনাময়ক ঘটনা সংঘটিত হয়।

۳۷۱۰ - عَنْ ابْنِ مَرْزُوقَةَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةَ عَيْنَا وَأَمَرَ عَلَيْهِمُ حَاصِرَ
 بَنَ تَابِتٍ وَهُوَ جَدُّ حَاصِرِ بْنِ مَرْزُوقَةَ الْخَطَّابِ كَانَتْ لَقَعُهُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ مُمْسِقَانِ
 وَمَكَّةَ دَكَّرَهُ وَالْحَيَّ مِنْ هَدِيدٍ يُقَالُ لِمَنْ بَنَى بَيْتَانِ فَبَعَثَهُ هُوَ بِقُرْبِ
 مِثْرَ مِائَةِ رَامٍ فَاقْتَصَرُوا النَّارَ هُوَ حَتَّى اتُوا امْتِزَاةً تَزْلُوهُ فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى
 تَمْرٍ تَزْوَدُوا مِنْهَا مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا هَذَا تَمْرٌ يَثْرِبُ فَبَعَثُوا إِتْرَاهُ
 حَتَّى يَحْمُرَهُ فَلَمَّا انْتَهَى حَاصِرٌ وَأَصْحَابُهُ لَجُّوا إِلَى قَدْقَدٍ وَجَاءَ الْقَوْمُ
 فَأَحْلَوْا بِهِمْ فَقَالُوا الْكُفْرُ الْعَمْدُ وَالْبَيْشَاقُ إِنَّ تَزَلُّوا الْبَيْتَا أَلَا نَقُشَلُ مِنْكُمْ
 رَجُلًا فَقَالَ حَاصِرٌ مَا أَنَا نَدَا أَنْزَلَ فِي ذِمَّةِ كَابِرِ اللَّهِ أَحِبُّهُ عَنَّا رَسُولُكَ فَقَالُوا
 هُوَ قَرْمُؤُهُ حَتَّى قَتَلُوا مَا فِيهَا فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ بِالسُّبْدِ وَبَقِيَ جَبِيْبٌ وَرَيْدٌ
 وَرَجُلٌ آخَرٌ فَأَعْطَوْهُمُ الْعَمْدَ وَالْبَيْشَاقَ فَلَمَّا أُعْطَوْهُمُ الْعَمْدَ وَالْبَيْشَاقَ
 تَزَلُّوا إِلَيْهِمْ فَلَمَّا اسْتَمَكَّتُوا مِنْهُمْ حَلُّوا إِذْ تَارَقَتْ بِهِمْ فَرَبَطُوا صَوْرَهَا
 فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّلَاثُ الَّذِي مَعَهُمَا هَذَا أَوَّلُ الْخُدْرِ قَابِي أَنْ يَصْحَبَهُمْ لِحُرِّ رَدِّهِ
 وَفَأَجْرُهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَلَوْ يَفْعَلُ فَبَقِيَ لِقَاعُهُ وَاسْتَظْفَرُوا بِجَبِيْبٍ وَرَيْدٍ حَتَّى
 بَاعُواهُمَا بِمَكَّةَ فَاشْتَرَى جَبِيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنِ حَاصِرِ بْنِ تُوَيْلٍ وَكَانَ جَبِيْبٌ
 هُوَ كَمَلُ الْحَارِثِ يُؤْمَرُ بِدَرْ تَمَكَّكَ عِشْدَ هَرَأْسِيْرٍ حَتَّى إِذَا اجْتَمَعُوا
 قَسَلَهُ اسْتَعَارَ مَوْسَى مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ لِيَسْتَمَدَّ بِهَا ثَالِثَ فَعَفَلَتْ عَنْ
 صَبِيْحٍ لَنْ نَسَدَ رَجُلٍ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَاهُ فَوَضَعَهُ عَلَى فَيْحِدٍ فَلَمَّا رَأَيْتَهُ تَزَعَتْ فَرَعَةً
 مَرَّكَ ذَلِكَ مِتِّي وَفِي يَدَيْهِ الْمَوْسَى فَقَالَ الْمُخْتَلِئِينَ أَنْ أَسْأَلَهُ مَا كُنْتَ لِأَفْعَلُ
 ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَكَأَنْتَ تَقُولُ مَا رَأَيْتَ أَسِيْرًا تَطَّحِيْرًا مِنْ جَبِيْبٍ لَقَدْ
 رَأَيْتَهُ يَا كَلَّ مِنْ تَطْفِيفِ مَيْبٍ وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَ مَيْبِ تَمْرَةٍ وَإِنَّهُ
 لَمَوْثِقٌ فِي الْحَدِيدِ وَمَا كَانَ إِلَّا بَرِّقِي رَزَقَهُ اللَّهُ فَحَرَّجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ
 لِيَقْتُلُوهُ فَقَالَ دَعُوْنِي أَصِلِّي رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَزَدَا
 أَنَا مَا بِي جُرْعٌ مِنَ الْعَوْبِ لَوْ دُنْتُ كَانَ أَدَلَّ مِنْ سَنِّ رَكَعَتَيْنِ عِنْدَ الْفَشْلِ هُوَ شَرُّ

قَالَ اللَّهُ أَحْسِبُهُمْ عِدًّا كَأَنَّكُمْ كَالْإِبْرَاقِ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَاءُ يُبَيِّرُكُمْ كَمَا أَوْصَالِ شَيْلٍ مَمْرَجٍ ۖ تَسْرَتَامُ إِلَيْهِ عُنُقَبَةُ بَنِي الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ وَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ إِلَى عَامِرِ بْنِ تَوَيْلٍ الْيَمَنِيِّ مِنْ جَسَدِهِ يَغْرِ تَوَيْلَةَ وَكَانَ عَامِرٌ مَثَلًا عَزِيمًا مِنْ عَنَظْمَا يُبَشِّرُ يَوْمَ بَلَدِهِ فَبَعَثَكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَثَلًا الْقَلْبَةِ مِنَ الذَّبْرِ يَحْمَتُهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ .

৩৭৮০. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) (মুশারিকদের সম্পর্কে তথা সংগ্রহের জন্য) আসেম ইবনে উমর ইবনে খাত্তাবের নানা আসেম ইবনে সাবেত আনসারীর নেতৃত্বে গোয়েন্দাগিরির উদ্দেশ্যে একটি দল পাঠালেন। তারা রওয়ানা হয়ে উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলে হুযায়েল গোত্রের একটি শাখা বনী লেহইয়ানকে তাদের আগমনের কথা জানিয়ে দেয়া হলো। বনী লেহইয়ান গোত্র প্রায় একশ জন তাঁর নিক্ষেপকারীর একটি দলকে আক্রমণের জন্য তাদের পেছনে লাগিয়ে দিলো। দলটি তাদের (মুসলিম গোয়েন্দা দলের) পায়ের চিহ্ন ধরে এমন একস্থানে গিয়ে পৌঁছলো যেখানে বসে তারা খেজুর খেয়েছে। তারা (বনী লেহইয়ান গোত্রের তীরাম্বাজ বাহিনী) সেখানে খেজুরের আঁটি দেখতে পেলো যা গোয়েন্দা দল মদীনা থেকে সাথে এনেছিলো। তারা বুঝতে পারলো যে, এগুলো ইয়াসরিবের খেজুরের আঁটি। তাই পদাচিহ্ন ধরে তাদেরকে খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত সন্ধান পেয়ে গেলো। আসেম ও তাঁর সঙ্গীগণ বুঝতে পারলেন এবং উপায়ান্তর না দেখে একটি টিলার ওপরে উঠে আশ্রয় নিলেন। এবার শত্রুদল এসে তাদেরকে ঘিরে ফেললো। তারা বললো : তোমরা যদি নেমে এসে আত্মসমর্পণ করো তাহলে আমরা প্রতিশ্রুতি দাঁড়িছ যে, তোমাদের কাউকে হত্যা করবো না। এ কথা শুনে আসেম বললেন : আমি কোন কাফেরের নিরাপত্তায় আশ্রিত হয়ে এখন ঈর্ষ্য নামবো না। তারপর তিনি (আল্লাহর কাছে ফারিয়াদ করে) বললেন : হে আল্লাহ! আমাদের এ খবর তোমার রসূলকে পৌঁছিয়ে দাও। এরপর কাফেররা আক্রমণ করলো এবং তাঁর বর্ষণ করতে শুরু করলো। এভাবে তারা আসেম (ইবনে সাবেত) সহ সাতজনকে তাঁর নিক্ষেপ করে হত্যা করলো। এরপর হুযায়ের (ইবনে আদী), যায়ের ইবনুদ্দাসেনা এবং অন্য আর একজন অবশিষ্ট থাকলেন। এবার তারা তাদেরকে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দিলো। ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতিতে আশ্রিত হয়ে তারা (পাহাড় থেকে) নীচে নেমে আসলে কাফেররা তাদেরকে কাবু করে ধনুকের রশি খুলে বেঁধে ফেললো। তখন (তাদের দু'জনের সঙ্গী) তৃতীয় মুসলমান লোকটি বললেন : এটা করে প্রথমেই বিশ্বাসঘাতকতা করা হলো। তাই তিনি তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করলেন। তারা তাঁকে টানা-হেঁচড়া করে নিজেদের সাথে নিয়ে যেতে চাইলো; কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। তাই তারা তাঁকে হত্যা করলো এবং হুযায়ের ষায়েদকে মক্কা নিয়ে বিক্রি করলো। বনী হারেস ইবনে আমের নওফাল গোত্রের লোকেরা তাদের দু'জনকে কিনে নিলো। কেননা হুযায়ের বদর যুদ্ধে হারেস ইবনে নওফালকে হত্যা করেছিলেন। তাই তিনি তাদের হাতে বন্দী হয়ে থাকলেন। অবশেষে তারা তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলে যায়ের হারেসের কোন একজন কন্যার নিকট থেকে ক্ষৌরকর্ম তথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য একখানা ক্ষুর চাইলে তা দেয়া হলো। (পরবর্তী সময়ে মুসলমান হওয়ার পর) হারেসের উক্ত কন্যা বর্ণনা করেছেন যে, (ক্ষুর দেয়ার পর) আমি আমার একটি শিশুবাচ্চা সম্পর্কে অসাবধান থাকায় সে তার কাছে চলে যায় এবং তিনি স্নেহভরে তাকে নিজের কোলের ওপরে বসান। তার হাতে ছিলো তখন সেই ক্ষুর। এ অবস্থা দেখে আমি অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। হুযায়ের তা বুঝতে পেরে বললেন : আমি তাকে

হত্যা করবো বলে কি তুমি ভয় পাচ্ছ? আমি এরূপ কাজ করার মতো লোক নই। সে (হারেসের কন্যা) বলতো : আমি খুদ্বায়ের চাইতে উত্তম বন্দী আর কখনও দেখি নাই। আমি তাঁকে আঙুরের ছড়া থেকে আঙুর খেতে দেখেছি। অথচ ঐ সময় মক্কায় কোন ফল ছিলো না। আর সেও লোহার শিকলে আবদ্ধ ছিলো। ঐ আঙুর আল্লাহর তরফ থেকে প্রদত্ত রিযিক ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। এরপর তারা তাকে হত্যা করার জন্য হারামের সীমানার বাইরে নিয়ে গেলে খুদ্বায়ের বললেন : আমাকে দু'রাকআত নামায পড়ার সুযোগ দাও। নামায পড়া শেষে তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : যদি তোমরা এ কথা মনে না করতে যে, আমি মৃত্যুর কথা জেনে অতিমাগ্রায় ভীত হয়ে পড়েছি, তাহলে (নামাযকে) আরো দীর্ঘায়িত করতমান। এ ভাবে (পরিকল্পিত) হত্যার পূর্বে দু'রাকআত নামায পড়ার নিম্নম তিনি সর্ব প্রথম প্রবর্তন করলেন। নামায পড়ার পর তিনি দো'আ করলেন : হে, আল্লাহ! এক এক করে তাদেরকে পাকড়াও করো। তারপর তিনি এই দু'টি পংক্তি আবৃত্তি করলেন :

مَا مِنْ أِبَانِي حِينَ أُمَّسَلْنَا ؛ عَلَى شَيْئٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَضْرُوعِي

“আমি যেহেতু মুসলমান হিসেবে নিহত হচ্ছি তাই মৃত্যুর কোন পরোয়া করি না। আর মৃত্যুর পর যে পাশেই চলে পড়ি না কেন তাতেও কোন পরোয়া করি না।”

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَاءُ ؛ يَبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ سُلُومَتَرِيعِ .

“আমি যেহেতু আল্লাহর পথেই মৃত্যু বরণ করছি, তাই তিনি যদি চান আমার ছিন্ন ভিন্ন দেহের প্রতিটি টুকরায় বরকত দান করবেন।” এই সময় উকবা ইবনে হারেস অগ্রসর হয়ে তাঁকে হত্যা করে ফেললো। কুরাইশ গোত্রের লোকেরা আসেম ইবনে সাবেতের নিহত হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁর মৃত দেহের কিছু অংশ নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক পাঠিয়েছিলো। কারণ, বদরের যুদ্ধে আসেম ইবনে সাবেত তাদের একজন বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ ছা'আলা এক ঝাক বোলতা বা ভীমরুল পাঠিয়ে দিলেন যা তাদের প্রেরিত লোকদের হাত থেকে আসেমের লাশকে রক্ষা করলো। আর এভাবে তারা তাঁর মৃত দেহের কোন অংশ নিতে সক্ষম হলো না।

২৫৯। - عَنْ عُمَرَ وَسَيْحِ جَارِرٍ يَقُولُ الْوَالِدِيُّ قَتَلْتُ حَبِيبًا هُوَ ابْنُ سُرُوعَةَ .

০৭৮১. আমির ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। তিনি জ্বাবেরকে বলতে শুনছেন যে, খুদ্বায়েরের হত্যাকারী হলো আব্দু সারওআহ উকবা ইবনুল হারিস।

২৫৯২ - عَنْ أَنَسِ تَأَنُّبِكَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعِينَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَاءُ وَكَرَمٌ لَهُمْ حَيَاتٍ مِنْ بَيْنِ سُلَيْمٍ وَعَلٍ وَذَكَرُوا أَنَّ عِنْدَ يَمْرِ يُقَالُ لَهَا يَوْمَ مَعُونَةَ فَقَالَ الْقَوْمُ وَاللَّهِ مَا يَأْتَاكُمْ أَرْدَاكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَارُونَ فِي حَاجَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَتَقَاتَلُوا هُمْ فَكَرَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ سَخْمًا فِي صَلَوةِ الْعُدَاةِ وَذَلِكَ بِلَدِّ الْقُنُوتِ وَمَا كُنَّا نَقْتَتُّ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَسَأَلَ رَجُلٌ أَسْمَاعِينَ الْقُنُوتِ أَبْنَةَ الرَّكُوعِ أَوْ مِنْدَ فِرَاعٍ مِنَ الْقُرَاءِ قَالَ لَا بَلَّ عِنْدَ فِرَاعٍ مِنَ الْقُرَاءِ .

৩৭৮২. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) কোন একটি কাজে সমস্তরজন লোককে পাঠালেন যাদেরকে কারী বলা হতো। নবী সূলাইমের দু'টি শাখা গোত্র রেল ও যাকওয়ান বিরে মা'য়না নামক একটি কূপের নিকট তাদেরকে আক্রমণ করলে তারা সবাই বললো : আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসি নাই। বরং নবী (সঃ)-এর একটি কাজের জন্য আমরা যাচ্ছি। তবুও তারা তাদেরকে হত্যা করলো। তাই নবী (সঃ) একমাস পর্যন্ত ফজরের নামাযে তাদের জন্য বদদো'আ করলেন। এ ভাবেই দো'আ কুদূত পড়া শুরু হয়। এর আগে আমরা দো'আ কুদূত পড়তাম না। আনাসের ছাত্র আবদুল আযীয বর্ণনা করেছেন যে, দো'আ কুদূত রুকূ'র পরে পড়তে হবে না। কেরামাত শেষ করে পড়তে হবে এক ব্যক্তি এ বিষয়ে আনাসকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : কেরামাত শেষ করে কুদূত পড়তে হবে। ৩১

۳۷۸۲- عَنْ أَنَسٍ قَالَ تَنَزَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَمًّا يُعْلَدُ الرُّكُوعَ يَدْعُوهُ عَلَى أَحْيَاءِ مِنَ الْعَرَبِ.

৩৭৮৩. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) একমাস পর্যন্ত আরবের কয়েকটি গোত্রকে বদদো'আ করে নাযাযে রুকূ'র পরে দো'আ কুদূত পড়তেন।

۳۷۸۳- عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رِعْلًا وَذَكَوَانَ وَهَمَيْئَةَ وَبَنِي لِحْيَانَ اسْتَمَدُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَدُوِّهِ فَامْتَدَّ هُمْ لِبَسِيعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا نَسَبُوا الْقُرَاءَ فِي زَمَانِهِمْ كَمَا نَادُوا يَحْتَطِبُونَ بِالنَّارِ وَيَصْلُونَ بِاللَّيْلِ حَتَّى كَانُوا يَسِيرُ مَعُونَةَ تَكُونُهُمْ عُدُوٌّ بِهِمْ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَنَّتْ سَمًّا يَدْعُوهُ فِي الْقَبْرِ عَلَى أَحْيَاءِ مِنَ الْعَرَبِ عَلَى رِعْلٍ وَذَكَوَانَ وَهَمَيْئَةَ وَبَنِي لِحْيَانَ كَمَا أَنَّكَ نَقَرْنَا أَنَا فِيهِمْ قَوْمًا نَسَرْنَا ذَلِكَ رَجْمَ يَلْفُوا عَنَّا قَوْمًا أَتَانَا نَسَبُوا رَبَّنَا قَرَضِي عَنَّا وَأَرْضَانَا وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَنَّتْ سَمًّا فِي صَلَاةِ الْقَبْرِ يَدْعُوهُ عَلَى أَحْيَاءِ مِنَ الْعَرَبِ عَلَى رِعْلٍ وَذَكَوَانَ وَهَمَيْئَةَ وَبَنِي لِحْيَانَ زَادَ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ ذَرِيْعٍ حَدَّثَنَا سَجِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ أَنَّ ذَلِكَ الْبَسِيعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا يَسِيرُ مَعُونَةَ قَوْمًا نَسَبْنَا عَنَّا ۝

৩৭৮৪. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রেল, যাকওয়ান, উসাইয়া ও নবী লেহইয়ান গোত্র তাদের শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি তাদের সাহায্যের জন্য সমস্তরজন আনসারকে পাঠিয়ে দিলেন। আমরা তাদের (সেই যুগের) কারী বলজাম। তারা দিনের বেলা কাঠ সংগ্রহ করতো এবং রাতের বেলা নামাযে কাটাতো। তারা বিরে মায়নার নিকট পৌঁছলে বিশ্বাসঘাতকতা করে

তাদেরকে হত্যা করা হলো। নবী (সঃ)-এর কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি একমাস ধরে ফজরের নামাযে আরবের কিছ্র সংখ্যক গোত্রের জন্য বদদো'আ করে দো'আ কুন্দত পাঠ করলেন। অর্থাৎ রেল, যাকওয়ান, উসাইয়া ও বনী লেহইয়ানের জন্য বদদো'আ করলেন। আনাস বর্ণনা করেছেন : তাদের সম্পর্কে আমরা কিছ্র আয়াত তেলাওয়াত করতাম। অবশ্য পরে এক তিলাওয়াত মওকুফ হয়ে যায়। একটি আয়াত হলো, 'আমাদের কওমের লোকদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের প্রভুর সামিখে পৌঁছে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি খুশী হয়েছেন এবং আমাদেরকেও খুশী করেছেন। "কাতাদা আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণনা করেছেন। আনাস ইবনে মালেক তাকে বলেছেন যে, নবী (সঃ) একমাস ধরে ফজরের নামাযে আরবের কিছ্র সংখ্যক গোত্রের জন্য বদদো'আ করে দো'আ কুন্দত পাঠ করেছেন। অর্থাৎ তিনি রেল যাকওয়ান, উসাইয়া ও বনী লেহইয়ান গোত্রের জন্য বদদো'আ করেছেন। ইমাম বখারীর শায়খ খলীফা ইবনে খাইয়াত এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে মদ্বালের সাদি ও কাতাদার মাধ্যমে আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। আনাস বলেছেন : শাহাদত লাভকারী এই সত্তরজনই ছিলেন আনাসার। বিয়ে মায়না নামক একটি কুপের কাছে তাদেরকে হত্যা করা হইয়াছিলো (এখানে (لوران) কোরআন শব্দটি আল্লাহর কিতাব বা অনদৃশ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২৮১৪ - عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ خَالَ أُمِّ خَالَتِهِ سَلِيمٌ فِي سَبْعِينَ رَكْعَةً وَكَانَ رَيْسَ الْمُشْرِكِينَ فَأَمَرَتْهُ الطُّغَيْلِ كَيْرَبِيِّنَ أَنْ يَكْتُبُوا لَكَ خِصَالًا فَقَالَ يَكُونُ وَكَانَ أَهْلُ السَّمَلِ فِي أَهْلِ السَّدِ رِيًّا وَأَكْتُبُوا لِكَلْبِ بْنِ كَلْبٍ أَوْ أَهْلُ حُلَيْفَاتٍ بِأَنْفِ ذَوَالِفِ قَطِيعٍ فَأَمَرَ فِي بَيْتِ أُمِّ نَكَلٍ فَقَالَ مَدَّ كَعْبَدَةُ الْبَجِيرِيُّ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ آلِ قُلَيْبٍ أَنْتَ فِي بَقْرِيٍّ فَمَا كَانَ ظَهْرًا فَرَسِهِ فَأَنْطَلَقَ حَرَامٌ أَخُو أُمِّ سَلِيمٍ وَهُوَ جَلُّ أَعْرَجٍ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي مُلَانٍ قَالَ كُفُونَا قَرِيبًا حَتَّى الْيَمْرُ فَإِنَّهُ مَوْتِي كُنْتُمْ وَإِنْ تَسَلُّوا فِي أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ فَقَالَ أُوذِي وَمَنْ أَيْبَلْتُمْ رَمَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَمْدُ ثَمْرٍ وَأُوذِي إِلَى رَجُلٍ فَأَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ قَالَ مَنَامٌ أَحْسِبُهُ حَتَّى أَنْفَسَ يَا رَجُلُ مَرِحَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ قُرَيْشٍ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَلَحِقَ الرَّجُلُ فَسَلُّوا كَلْمٌ غَيْرَ الْأَعْرَجِ مَا كَانَ فِي رَأْسِ جَبَلٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا ثَمْرَكَ مِنَ الْمَنْسُورِ أَتَانَا لَيْقِنَا رَبَّنَا قُرَيْشِي فَمَا أَرَاْنَا مَدَّ عَالِيٍّ عَلَيْهِمْ ثَلَاثِينَ صَبَا حَاظِرٍ وَكَوْنِ دُرَيْشِي لَيْحَانٍ وَعَصِيَّةَ الْبَيْنِ عَصُوهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.

৩৭৮৬. আনাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) নবী (সঃ) তাঁর (আনাসের) মামা উম্মে সদ্দাইয়ের (আনাসের মা) ভাইকে (হারাম ইবনে হাম্বা) সত্তরজন অশ্বারোহীসহ (আমের ইবনে তুফয়েলের কাছে) পাঠালেন। ঘটনা হলো, মদ্বারিকদের নেতা আমের ইবনে তুফয়েল নবী (সঃ)-কে তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি খেঁচে নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলো।

সে বললো, গ্রাম ও পল্লী এলাকায় আপনার শাসন কর্তৃত্ব থাকবে আর শহর এলাকায় আমার শাসন কর্তৃত্ব থাকবে। অথবা আমি আপনার খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত হবো। অথবা দ্রুত-ফান গোত্রের দু'হাজার বোম্বা নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। এরপর আমার কোন এক গোত্রের এক মহিলার (উম্মে ফুলানের) ঘরে মহামারীতে আক্রান্ত হলো। সে বললো : অমরুক বাড়ীর উটের যেমন (শেলগ) গারে কোঁড়া হয় আমারও সেইরকম কোঁড়া বেরিয়েছে। তোমরা আমার ঘোড়া নিয়ে এসো। তারপর ঘোড়ার চড়লে সে ঘোড়ার পিঠেই মারা গেলো। উম্মে সুলাইমের ভাই হারাম ইবনে মেলহান, এক খোঁড়া ব্যক্তি ও কেনন এক গোত্রের আরেকজন লোকসহ বনী আমের গোত্রের কাছে গেলেন। হারাম তার দু'সংগীকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমরা নিকটেই অপেক্ষা করো। আমি একাকী তাদের কাছে যাচ্ছি। যদি তারা আমাকে নিরাপত্তা দান করে তাহলে তোমরা এখানেই থাকবে। আর যদি হত্যা করে ফেলে তাহলে তোমরা নিজের লোকদের কাছে ফিরে যাবে। এরপর তিনি তাদের কাছে গিয়ে বললেন : তোমরা আমাকে নিরাপত্তা দিলে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একটা বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছাতাম। এভাবে তিনি তাদের কাছে কথা বলতে শুরু করলে তারা এক ব্যক্তিকে ইশারা করলো। সে চূপিসারে পেছন দিক থেকে এসে তাঁকে (হারাম ইবনে মেলহান) বর্শা দ্বারা আঘাত করলো। হাদীস বর্ণনাকারী হাম্মাম বলেন : আমার মনে হয় হাদীসের রাবী ইসহাক (কথাটা এভাবে) বলেছিলেন : বর্শা দ্বারা আঘাত করে এপার-ওপার করে দিয়েছিলেন। বর্শার আঘাত করা মাত্র তিনি (হারাম ইবনে মেলহান) বলে উঠলেন : আল্লাহ আকবর! কা'বার প্রভুর শপথ! আমি কামিরাবী লাভ করলাম। এরপর তারা (মশারিক বনী আমের গোত্রের লোকেরা) হারামের সংগীদের ওপর আক্রমণ করলে খোঁড়া ব্যক্তি ছাড়া সবাই নিহত হলো। খোঁড়া লোকটি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করেছিলেন। এ ঘটনার পর নিহত মুসলমানদের উক্তি উদ্ধৃত করে আল্লাহ আঘাত নাশিল করলেন যা পরে মনসূব হয়েছিল। আয়াতের অর্থ হলো : “আমরা আমাদের রবের সান্নিধ্যে পৌঁছে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকেও সন্তুষ্ট করেছেন।” এ ঘটনার পর প্রকৃতিতে নবী (সঃ) তিন দিন পর্যন্ত ফজরে রেল, মাকওয়ান, বনী লেহ'ইরান ও উসাইয়্য গোত্রের জন্য বদ'দো'আ করলেন। কেননা, তারা আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্য হয়েছিলো।

۳۲۸۶ - عَنْ ابْنِ مَالِكٍ يَقُولُ لَسَّاطِعِنَ حَرَامِ بْنِ مِلْحَانَ وَكَانَ خَالَهُ يَوْمَ بَدْرٍ
مَعُونَةً تَأْتِي بِالدِّمِ هَكَذَا فَنَضَحَهُ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ تَأْتِي نُزُتِ
وَرِيثِ الْكُتَيْبَةِ -

৩২৮৬. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বিরে মায়ুনার দু'ঘটনার দিন হারাম ইবনে মিলহানকে বর্শাধিক্ত করা হলে তিনি (হারাম) এভাবে দু'হাতে রক্ত নিয়ে নিজের মুখমণ্ডল ও মাথার মধ্যে বললেন : কা'বার প্রভুর শপথ! আমি সফলতা লাভ করলাম।

۳۲۸۷ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِشْتَادَ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخُرُوجِ حِينَ
اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْأَذَى فَقَالَ لَهُ أَقْرَبُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَطْمَعُ أَنْ تُوَدِّدَ
لَكَ مَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ يَقُولُ لِي لَا رَجُوعَ لِي فِي ذَلِكَ قَالَتْ فَانْتَظِرْ يَا أَبُوبَكْرٍ قَاتِلَاهُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّظَرْنَا فَاتَّظَرْنَا فَقَالَ خُورِجْ خُورِجْ مَتَّعْتُكَ
فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ إِنَّمَا إِنْتَعَى فَقَالَ أَسْعُرْتُكَ أَتَيْتُكَ مَدْرُوتَ لِي فِي الْخُرُوجِ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّحْبَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الصَّحْبَةُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْهُنَّ
 اثْنَتَانِ قَدْ كُنْتَ أَفْذًا وَتَمَّا لِلْعُرْوَةِ مَا هُوَ إِلَّا النَّبِيُّ ﷺ أَحَدٌ عِنْدَ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ
 تَرْكِبًا فَاَنْطَلَقَا حَتَّى آتَيَا النَّخْرَ وَهُوَ بِنُورٍ فَتَوَارَا فِيهِ فَكَانَ فَا مَرَّتَيْنِ فَمَعِيرَةٌ
 عِنْدَ مَا لَعَبِدِ اللَّهِ بْنِ الطَّفَيْلِ بْنِ سَعْبَةَ أَخُو عَائِشَةَ لِأَيِّهَا وَكَانَتْ لِأَبِي
 بِكْرٍ مِنْهُ فَكَانَ يَرُوحُ بِهَا وَيَخْدُ عَلَيْهِمْ وَيُصْبِرُ فَيَدُّ إِلَيْهِمَا
 ثُمَّ يَسْرِعُ فَكَانَ يَنْقُطُ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّعَاءِ فَكَانَ حُرْجٌ مَعَهُمَا يُعْقِبُهُ
 حَتَّى قَسِدَ مَا لَبَسَ يَسْتَعْتِدُ فَمَرَّتَيْنِ فَمَعِيرَةٌ يَوْمَ يَوْمِ مَعُونَةَ وَهِيَ
 ابْنَةُ أَسَامَةَ قَالَ قَالَ هِنْدُ بْنُ عُرْوَةَ فَأَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ لَمَّا تَقَدَّمَ النَّبِيُّ
 بِمَعْرُوفَةَ دَأَسِرَ عُمَرُ بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمِرِيُّ قَالَ لَهُ فَا مَرَّتَيْنِ الطَّفَيْلِ
 مِنْ هَذَا دَأَسِرَ إِلَى قَتَيْلٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ أُمَيَّةَ هَذَا عُمَرُ بْنُ مَعِيرَةَ
 فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى آتَى لَأَنْظُرَ إِلَى السَّمَاءِ
 بَيْتُهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ ثُمَّ وَضِعَ فَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حَبْرَهُ فَنَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ
 أَضْحَابَكُمْ قَدْ أُصِيبُوا وَإِنَّكُمْ قَدْ سَأَلُوا رَبَّهُمْ فَقَالُوا رَبَّنَا أَخْبِرْنَا
 إِخْوَانَنَا بِأَرْضِينَا فَهَلْكَ وَرَضِينَا عَنَّا فَأَخْبَرَهُمْ عَنْهُمْ وَأُصِيبَ يَوْمَئِذٍ
 فِيهِمْ عُرْوَةُ بِنْتُ أَسْمَاءَ بْنِ الصَّلْتِ فَسُمِّيَ عُرْوَةَ بِهِ وَمُنْذُ رُبْتُ هَمْدُ
 سُمِّيَ بِهِ مُسْتَدْنَا.

৩৭৮৭. আরোশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (মক্কার কাফেরদের) অক্রমচার চরম রূপ ধারণ করলে আব্দ বকর (মক্কা ছেড়ে) বোরিয়ে যাওয়ার জন্য নবী (সঃ)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। নবী (সঃ) তাকে বললেন : (আরো কিছুদিন) অবস্থান করো। আব্দ বকর বললেন : হে আল্লাহর রসূল ! আপনি কি চান যে, আপনার জন্যও অনুমতি এসে যাওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : আমি তো তাই আশা করি। (অর্থাৎ আমার জন্যও মক্কা ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি হবে এবং তুমি ততো দিন অপেক্ষা করো)। আরোশা বর্ণনা করেছেন : আব্দ বকর এ জন্য অপেক্ষা করলেন। ইতিমধ্যে একদিন শোহরের সময়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) এসে তাঁকে (আব্দ বকরকে) ডেকে বললেন : তোমার কাছে যারা আছে তাদেরকে সরিয়ে দাও। আব্দ বকর বললেন : আমার দৃমেয়ে আরোশা ও আসমা আমার কাছে আছে। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : জানো, আমার চলে যাওয়ার অনুমতি এসে গিয়েছে। আব্দ বকর বললেন : আমি কি আপনার সাথে যেতে পারবো? নবী (সঃ) বললেন : হ্যাঁ, সঙ্গে যেতে পারবে। তখন তিনি (আব্দ বকর) বললেন : হে আল্লাহর রসূল ! আমার দুটি উট আছে। এখান থেকে বোরিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই আমি এ দুটিকে দীর্ঘদিন যাবত প্রস্তুত করে রেখেছি। তাই দুটি উটের মধ্যে যেটির কান কাটা তিনি সেটি,

নবী (সঃ)-কে দিলেন। তাঁরা উজ্জরে সওয়ার হয়ে রওয়ানা হলেন এবং সাওর গিরিগুহায় শেঁাছে আত্মগোপন করলেন। আগ্রেশার বৈমানের ডাই আমের ইবনে ফুহায়রা ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে তুফয়েল ইবনে মাখবারার গোলাম। আব্দ বকরের একটি দুধেল উট ছিলো। তিনি (আমের ইবনে ফুহায়রা) সেইট সন্ধ্যাবেলা চরাতে নিয়ে গিয়ে রাতের অন্ধকারে তাদের [রসূলুল্লাহ (সঃ) ও আব্দ বকর] কাছ নিয়ে যেতেন এবং ডোরবেলা মক্কার (কাফেরদের কাছে) নিয়ে যেতেন। কোন রাখালই তা বুঝতে পারতো না। নবী (সঃ) ও আব্দ বকর সাওর গিরিগুহা থেকে বেরিয়ে রওয়ানা হলে সে-ও তাদের সাথে রওয়ানা হলেন। তাঁরা তাকে পালান্কে সওয়ার করাতেন। অবশেষে এভাবে নবী (সঃ) ও আব্দ বকর মদীনার শেঁাছে গেলেন। আমের ইবনে ফুহায়রা পরবর্তীকালে বিয়েমান্নার দুধটনার শাহাদত লাভ করেন। (অন্য সনদে) আব্দ উসামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, হিশাম ইবনে উরওয়া তার পিতা উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন : বিয়ে মান্নার দুধটনার শাহাদত বরণকারীগণ নিহত হলে আমার ইবনে উমাইয়া যামরী বন্দী হলেন। নিহত আমের ইবনে ফুহায়রার লাশ দেখিয়ে আমের ইবনে তুফয়েল তাকে জিজ্ঞেস করলো : এ ব্যক্তি কে? আমার ইবনে উমাইয়া বললেন : ইনি আমের ইবনে ফুহায়রা। এ কথা শুনে সে (আমের ইবনে তুফয়েল) বললো : আমি দেখলাম নিহত হওয়ার পর তার লাশ আসমানে উঠিয়ে নেয়া হলো। এমনি কি আমি দেখলাম তার লাশ আসমান-যমীনের মধ্যে লটকে থাকলো এবং পরে আবার যমীনের ওপর রেখে দেয়া হলো। নবী (সঃ)-এর কাছে তাঁদের এ মর্মান্তিক খবর শেঁাছিলে তিনি সাহাবাদেরকে তাদের শাহাদাতের খবর জানিয়ে বললেন : তোমাদের ভাইদেরকে হতম করা হয়েছে। মৃত্যুর সময় তারা তাদের রবের কাছে প্রার্থনা করেছিলো যে, হে আমাদের রব! তুমি আমাদের ভাইদেরকে এ খবর শেঁাছিয়ে দাও যে, আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তুমিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছো। তাই মহান আল্লাহ তাঁদের খবর মুসলমানদেরকে শেঁাছিয়ে দিয়েছেন। ঐ দিনের নিহতদের মধ্যে উরওয়া ইবনে আসমা ইবনে সালতও ছিলেন। তাই ঐ নামেই উরওয়া ইবনে যুবায়েরের নামকরণ করা হয়েছে। আর যুনাযির ইবনে আমরও সেদিনই শহীদ হয়েছিলেন। তাই সেই নামে যুনাযির ইবনে যুবায়েরের নামকরণ করা হয়েছে।

২৮১৮- عَنْ أَنَسٍ قَالَ تَمَّتِ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ الرَّكْعَةِ ثَمَامًا أَيُّدَهُ
عَلَى رِجْلِ وَذَكَوَانٍ وَيَقُولُ عَمِيَّةُ عَصِمَتِ اللَّهُ دَرَسُوهُ.

০৭৮৮. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) নামাযে রুকু'র পর দো'আ কুন্দুত পাঠ করে এক মাস পর্যন্ত রেল, ও থাকওয়ান গোত্রের জন্য বদ'দো'আ করেছেন। তিনি বলতেন : উসাইয়া গোত্র আল্লাহর ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হয়েছে।

২৮১৭- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَةَ أَبِي سَهْلٍ
يُسْرَةَ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ صَبَاحًا حِينَ يَدُ عُمَرَ عَلَى رِجْلِ وَذَكَوَانٍ وَلِحَيَاتِ
وَعَصِيَّةِ عَصِمَتِ اللَّهُ دَرَسُوهُ قَالَ قَالَ أَنَسٌ نَأْتُرُ اللَّهَ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ فِي
الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ يَسْرَةَ مَعُونَةَ قَرَأْنَا قَرَأْنَا حَتَّى نَسَحَ بَعْدَ بَيْعَتِنَا ثُمَّ
فَقَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَمِيْنَا فَمَا دَرَسِينَا مَعَهُ

০৭৮৯. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যারা বিয়ে মান্নার নিকট নবী (সঃ)-এর সাহাবাদেরকে শহীদ করেছিলো সেই হত্যাকারী রেল, থাকওয়ান, লেহ

ইয়ান ও উসাইয়া গোত্রের জন্য নবী (সঃ) এক মাস মাবুত ফজরের নামাযে বদদো'আ করে-
ছেন। কারণ, এসব গোত্র আল্লাহ ও রসূলের নাকরমানি করেছে। আনাস বলেছেন :
বিরেমান্নানার নিকট নিহতদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর কাছে কোন
আনের আয়াত নাখিল করেছেন। আমরা সেই আয়াত পাঠ করতাম। কিন্তু পরে তা মনসুখ
হয়ে গিয়েছে। আয়াতটি হলো, "আমাদের কওমকে জানিয়ে দিন যে, আমরা আধাদের রবের
সাম্মখে পৌঁছে গিয়েছি। অতঃপর তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমরাও
তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি।"

২৭৯. عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَخْوَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَاةِ
فَقَالَ نَعَمْ تَقُلْتُ كَانَ تَبَلُّ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ تَبَلُّهُ تَقُلْتُ يَا نَبِيَّ أَمْ لَا أَخْبِرُنِي
مَنْ لَكَ إِنَّكَ تَقُلْتُ بَعْدَهُ قَالَ كَذَبَ إِتْمَأْتَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الرَّكْعِ
شَمْرًا إِنَّهُ كَانَ بَعَثَ نَاسًا يَقَالُ لِمِ الْفَرَاءِ وَهُوَ مَبْعُوثٌ رَجُلًا إِلَى نَائِمٍ مِنْ
الْمُحْرَكِينَ وَيَسْمَعُ وَيُبَيِّنُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَمْدًا وَقَبْلَهُمْ فَظَمَرُوا هَوْلًا لِلَّذِينَ
كَانَ بَيْنَهُمْ وَيُبَيِّنُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَمْدًا فَقَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِفِكَ
الرُّكُوعِ شَقْلًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ.

০৭৯০. আসেমুল আহওয়াল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আনাস ইবনে
মালেককে নামাযে কুনুত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, তা পড়তে হবে কিনা? তিনি
বললেন : হ্যাঁ, পড়তে হবে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম : রুকু আগে না পরে? তিনি
বললেন : রুকু আগে পড়তে হবে। আমি বললাম : আপনার নাম করে এক ব্যক্তি
(সম্ভবতঃ মুহাম্মদ ইবনে সিরান) আমাকে বলেছেন যে, আপনি রুকু পরে কুনুত পাঠের
কথা বলেছেন। একথা শুনে আনাস বললেন : সে মিথ্যা কথা বলেছে। কেননা নবী (সঃ)
মাঝ একমাস রুকু পরে দো'আয়ে কুনুত পড়েছেন। এর কারণ হলো, তিনি সত্তরজন
'কারীর একটি দলকে মশরিকদের কাছে একটি দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। সে সময়
রসূলুল্লাহর সাথে (ঐ সব) মশরিকদের চুক্তি ছিলো। কিন্তু তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)
ও তাদের মাঝে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে (তাদেরকে হত্যা করে)। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ)
তাদেরকে বদদো'আ করে এক মাস পর্যন্ত মাগাযে রুকু পর কুনুত পড়েছিলেন। ৬২

অনুলেখ : খন্দক ৬০ বৃন্দের বর্ণনা। এ বৃন্দ আহযাব বৃন্দ নামেও পরিচিত। মুসা ইবনে
উকবা বর্ণনা করেছেন যে, এই বৃন্দ চতুর্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিলো।

৬২. যারা রুকু পর দো'আ কুনুত পড়েন, তারা এ হাদীসটিকেই দলীল হিসেবে গণ্য করেন। আর যারা
রুকু আগে কুনুত পাঠ করেন, তারা পূর্বোক্ত হাদীসগুলোকে দলীল হিসেবে পেশ করেন।

৬০. কুর ও ওহুদ বৃন্দ ছাড়াও মুসলমানদের সাথে আরো অনেক ছোট বড় বৃন্দ সংঘটিত হওয়ার
পর গোটা আরবের ইসলাম-দুশমন শক্তি বিশেষ করে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ও মদীনা থেকে বিভাজিত বনী
কাইনুকা ও বনী নাসীর ইয়রুস গোত্রবৃন্দের নেতারা বৃকতে পারলো যে, মদীনার ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে
এককভাবে আরবের কোন গোত্রের পক্ষে বৃন্দ করে তাদেরকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। তাই এসব শত্রু গোত্র
বৃন্দের নেতৃবৃন্দ সমগ্র আরবের সম্মুখে গঠিত একটি সর্ববৃন্দ শক্তি নিয়ে মদীনার ক্ষুদ্র মুসলিম শক্তিকে
ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিলো। সুতরাং মক্তার কুরাইশ গোত্র ও মদীনা থেকে বিভাজিত ইয়রুস গোত্রের
নেতারা আরবের বিভিন্ন গোত্র সফর করে একটি সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে মদীনা, আরুসুর প্রত্যুতি গ্রহণ

৩৮৭১. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعٍ عَشْرَةَ نَكْرًا يَجُوزُهُ دَعْوَضُهُ يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَةٍ عَشْرَ فَا جَازَهُ .

৩৭৯১. আবু-লুলাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি ওহুদ যুদ্ধের দিন যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য নিজেকে পেশ করলে নবী (সঃ) তাঁকে অনুমতি দেননি। তখন তাঁর বয়স ছিলো চৌদ্দ বছর। কিন্তু খন্দক যুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য নিজেকে পেশ করলে নবী (সঃ) তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন। তখন তার (ইবনে উমরের) বয়স ছিলো পনের বছর। ৬৪

৩৮৭২. عَنْ سَمِئِيلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخُنْدَقِ وَهُوَ يُحْفَرُ ذَاتَ وَحْشٍ نَتَقَلُ التُّرَابَ عَلَى كَتِفَادِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا خَيْرٌ لِأَخِيهِ فَأَغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ .

৩৭৯২. সাহল ইবনে সাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে খন্দক খননে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। অন্যেরা খন্দক খনন করছিলেন আর আমরা পিঠে করে মাটি বহন করছিলাম। সেই সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) বলছিলেন : হে, আল্লাহ! আখেরাতের আরাম আরোশই প্রকৃত আরাম আয়েশ। তুমি মুহাজির ও আনসারদেরকে ক্ষমা করে দাও। (অর্থাৎ আনসার ও মুহাজিররা দু'নিয়ার আরাম আরোশকে ফোরবানী করেছে একগাত্র তোমার

বক্তারা এবং পণ্ডন হিজরীর শাওয়াল মাসে এক বিশাল সন্মিলিত বাহিনী নিয়ে মদীনার ওপর চড়াও হলো। বিভিন্ন গোত্র ইসলাহী আন্দোলনের যে সব খুতাবাংশী ব্যক্তিবর্গ ছিলেন তাদের মাধ্যমে নবী (সঃ) পূর্ববর্তী কয়েকদিনের এ আক্রমণ সম্পর্কে জানতে পারলেন এবং বখায্য বাবুদ্বা গ্রহণ করলেন। এ আক্রমণের মোকাবিলায় পন্থা উভাভাবের জন্য তিনি সাহাবাদের সংগে পরামর্শ করলেন এবং মদীনার চার পাশের যেসব এলাকা নিয়ে আক্রমণের সম্ভাবনা ছিলো সেসব জায়গায় পরিখা খননের নিষ্পত্তি নিলেন। মাত্র ছয় দিনের মধ্যে তিনি সাহাবাদের নিয়ে এসব জায়গায় পরিখা খনন করে ফেললেন এবং মদীনার উত্তর-পশ্চিম কোণে হিলা পাহাড়কে পিছনে রেখে পরিখার পিছনে তিন হাজার সাহাবাকে সাথে করে কয়েকদিনের মোকাবিলায় জন্য প্রস্তুত হলেন। ইয়্যহুদ ও কয়েকদিনের সন্মিলিত দশ হাজার সৈনিকের এই বিশাল বাহিনী মদীনার পৌঁছে এক অভিনব যুদ্ধ কৌশলের সম্মুখীন হলো। তারা দেখতে পেলো মুসলমানরা বড় বড় পরিখা খনন করে তার পেছনে দাঁড়িয়ে তাদের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তারা দীর্ঘ দিনের অভিবাসনের কথা চিন্তা না করে বরং তাদের এ অভিবাসনকে সংকীর্ণ সময়ের অভিজ্ঞান স্বরূপ মেয়াদী প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়েছিলো। কিন্তু পরিখার কারণে তাদেরকে দীর্ঘ সময়ের জন্য মদীনা অবরোধ করে থাকতে হলো। যেখানে তাদের ধারণা ছিলো না, কয়েক দিনের মধ্যেই এ অভিবাসন শেষ হয়ে যাবে সেখানে তাদেরকে আটটা দিন পর্যন্ত মদীনা অবরোধ করে থাকতে হলো। যুদ্ধে সহজ বিজয় লাভের কোন সম্ভাবনা না দেখে তারা মুসলমানদের সাথে সখি চুক্তিতে অগ্ণ্য মদীনার ইয়্যহুদ বনী ফুরাইযা গোত্রকে চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের সাথে একযোগে মুসলমানদের ওপর আক্রমণের কুমন্ত্রণা দান করলো। ইয়্যহুদ মানসিকতা তাদের এ পরামর্শ গ্রহণ করলো। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানী ও নবী (সঃ)-এর তাঁক। সময় কৌশলের কারণে তাদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি হয়ে গেলো। এই সময় একদিন রাতের বেলা তমুল ঝড়-ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত ও বৃষ্টির কারণে তারা ভাঙ ভুলে যুদ্ধ না করেই মিলে যেতে বাধ্য হলো। এটাই অহযাব বা খন্দক যুদ্ধের সংকীর্ণ ঘটনা।

৬৪. এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরবর্তীকালে পনয় বছর ব্যয় হলেই সামাজিক বা প্রাপ্ত কালক হয়।

স্বানের জন্য। তাই তুমি তাদের কাজ কর্মের দ্রুতি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়ে আশেরাতের পরিপূর্ণ আরামের জন্য বেহেশত দান করো।)

۳-۴۹۳- عَنْ حَبِيبٍ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ نَادًا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفَرُونَ فَإِذَا عِنْدَ بَارِكَةَ تَلَوَّ بِكُنْ لَهُمْ عَيْبُكَ يَسْأَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ فَلَمَّا رَأَى مَا بِمِثْمُورٍ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُرُوحِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْبُ عَيْشُ الْأَخِرَةِ فَأَغْفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ فَقَالُوا مَجِيبِينَ لَهُ عَنِ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيَْنَا أَبَدًا

৩৭৯৩. হুমায়দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আনাস ইবনে মালেককে বর্ণনা করতে শুনছি যে, আনসার ও মুহাজিরগণ একদিন জেরে তাঁর শাঁতের মধ্যে পরিখা খনন করছিলেন। তাদের কোন গোলাম বা ক্রীতদাস ছিলো না যে, তারা তাদেরকে এ কাজে নিয়োগ করবেন। ঠিক এমনি সময় নবী (সঃ) তাদের মাঝে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাদের অনাহার ক্লান্ততা ও কষ্ট দেখে তিনি বললেন : হে, আল্লাহ! আশেরাতের সূখ শান্তিই প্রকৃত সূখ শান্তি। তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করে দাও। এর প্রত্যুত্তরে আনসার ও মুহাজিরগণ বললেন : আমরা সেই সব লোক যারা মুহাম্মদের হাতে হাত দিয়ে বাইয়াত করছি যে, যতোদিন বে'চে থাকি (আল্লাহর পথে) জিহাদ করে যাবো।

۳-۴۹۴- عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارَ يَحْفَرُونَ وَالْخَنْدَقِ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَيُنْقَلُونَ التُّرَابَ عَلَى مَتْنِهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ -
عَنِ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيَْنَا أَبَدًا؛ قَالَ يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ يُجِيبُهُمُ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْأَخِرَةِ؛ فَبَارِكْ فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ قَالَ وَيُرْتَوَى بِإِسْنَادٍ كَثِيرٍ مِنَ الشَّعْبِ يُبَيِّنُ لَهُمْ بِأَهَالِهِ سَخِيحَةٌ تُوَضَّحُ بِأَيْدِي الْعَوْمِ وَالْقَوْمِ جَمَاعٌ وَهِيَ بَشْعَةٌ فِي الْخَلْقِ دُكْمَارٍ يُعْرَمُونَ -

৩৭৯৪. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (বন্দকের যুদ্ধের প্রাক্কালে) আনসার ও মুহাজিরগণ মদীনার চার পাশে পরিখা খনন কালে গিঠে করে মাটি বহন করছিলেন এবং আবৃত্তি করছিলেন : “আমরা তো সেই সব লোক যারা মুহাম্মদ (সঃ)-এর হাতে সারা জীবন ইসলামের ওপর কালেম থাকার ও ইসলামের জন্য জিহাদ করার বাইআত গ্রহণ করেছি।” তাদের এ কথার জওয়াবে নবী (সঃ) বলতেন : “হে আল্লাহ! আশেরাতের কল্যাণ ছাড়া আর কোন কল্যাণ নাই। তাই আনসার ও মুহাজিরদেরকে কল্যাণ ও বরকত দান করো।” আনাস বর্ণনা করেছেন যে, পরিখা খননের সেই কঠোর পরিশ্রমের সময় এক মূঠো করে সব পাওয়া যেতো, তা স্বাদ বিকৃত দুর্গন্ধ চাউলে মিশিয়ে পাক করে ক্ষুধার্ত সবাইকে পরিবেশন করা হতো বা থেকে দুর্গন্ধ বের হতো।

১২৭৫- عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِيهِ قَالَ أَمِنْتُ جَابِرًا نَقَالَ يَوْمَ خَسَفَتْ
 نَجْمٌ مَرَّتْ فَتُحَدِّثُهُ شَدِيدًا فِي جَاءِ وَالسَّبِيحِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقَامِهِ كَذِيَّةً عَوْنَتْ
 فِي الْخَسْفِ فَقَالَ أَنَا نَزَلْتُ شَرَّ قَامٍ وَبَطْنُهُ مَعْصُومٌ بِحَجْرٍ وَكَيْفَ نَكَلْنَا لَيْلَةَ أَيَّامٍ لَا تَدُونِي
 دَعَا فَا تَأَخَذَ السَّبِيحَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَحْرُونَ فَضَرَبَ فَمَا دَكَ كَثِيرًا أَهْيَلًا أَوْ أَهْيَمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ أَشَدَّ شَيْءٍ فِي الْبَيْتِ فَقُلْتُ لِإِمْرَأَةٍ تَرَأَيْتُ بِالْعَبِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مَا فِي ذِيكَ صَبْرٌ
 فَعَسَدُكَ شَيْءٌ قَالَتْ مِسْدَى سَحِيحَةٌ وَمَنَاءٌ نَدَّ كَمِثَّتِ الْعَنَاءُ وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَةَ حَتَّى
 جَعَلْنَا اللَّخْمَ فِي الْبُرْمَةِ ثُمَّ جُدَّتِ السَّبِيحَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَجَلِيَّتُ قَدِ انْكَسَرَ وَالْبُرْمَةُ
 بَيْنَ الْأُتَافِ قَدْ كَادَتْ أَنْ تَنْضَجَ فَقَالَ كَلَيْسَ بِكَ فَتَمَسَّرَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَجُلٌ
 أَوْ رَجُلَانِ قَالَ كَسُوهُ فَذَكَرْتُ لَهُ قَالَ كَيْفَ يُطَيَّبُ قَالَ تَدْلُمَا لَا تَسْتُرِعِ
 الْبُرْمَةَ وَلَا الْخَبْزُ مِنَ التَّنَوُّرِ حَتَّى آتِي فَقَالَ مُؤَمَّرًا فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ فَلَمَّا دَخَلَ
 عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ وَنَحَيْكَ جَاءَ السَّبِيحُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ قَالَتْ
 هَلْ سَأَلْتَ تِلْكَ نَسْرَ فَقَالَ إِذْ كُؤُوا أَوْ لَا تَضَاعُطُوا فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخَبْزَ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ
 اللَّخْمَ وَيَحْمِرُ الْبُرْمَةَ وَالْتَّنَوُّرَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ وَيَقْرَبُ إِلَى أَفْصَاهُ ثُمَّ يَسْتُرِعِ
 فَسَلْزِكْ يَكْسِرُ الْخَبْزَ وَيَشْرَفُ حَتَّى يَشْبَعُوا وَيَقْبِي بَقِيَّةً قَالَ لَيْلَى هَذَا إِذَا هَدَى
 بَاتَ النَّاسُ أَمَا بَشْمُورٌ مَجَاعَةٌ

৩৭১৫. আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে আব্বাস তার পিতা আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আমি জাবের ইবনে আব্দুল্লাহর কাছে গেলে তিনি বলেন : খন্দকের যুদ্ধের প্রাক্কালে আমরা খন্দক খনন করছিলাম। এই সময় একখন্ড কঠিন পাথর বের হলে সবাই নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বললো : খন্দকের মধ্যে একখানা শক্তপাথর বেরিয়েছে। তিনি [নবী (সঃ)] বলেন : আমি নিজে খন্দকে নেনে দেখবো। তখন তিনি উঠলেন। সেই সময় তার পেটে একখানা পাথর বাঁধা ছিলো। আর আমরাও তিন দিন পর্যন্ত কোন খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ পাই নাই। এরপর নবী (সঃ) কোদাল হাতে নিয়ে কঠিন পাথর খন্ডের ওপর আঘাত করলে তা চূর্ণ হয়ে বালুকণার মতো হয়ে গেল। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে (কিছুদ্ধকের জন্য) বাড়ীতে যাওয়ার অনুরোধ দিন। (তিনি অনুরোধ দিলে বাড়ী পৌঁছে) আমি স্ত্রীকে বললাম : আল্লাহ আমি নবী (সঃ)-এর এমন একটি ব্যাপার দেখছি যা দেখে শৈর্ষ-ধারণ করা কঠিন। তোমার কাছে কি খাওয়ার মতো কিছ আছে? তিনি বললেন : আমার কাছে কিছ সব ও একটি বকরীর বাচ্চা আছে। আমি বকরীর বাচ্চা খবেহ করলাম এবং তিনি (জাবেরের স্ত্রী) যব পিষে আটা তৈরী করলেন। এরপর গোশত ডেক্চিতে উঠিয়ে আমি নবী (সঃ)-এর কাছে গেলাম। এদিকে আটা খামির হাঁচিলো আর গোশত চুলার ওপর ওঠানো হরোঁছিলো এবং তা প্রায় পাক হয়ে এসেছিলো। তখন আমি [নবী (সঃ)-এর কাছে] গিয়ে বললাম : সামান্য পরিমাণ খাবার প্রস্তুত করেছি! হে আল্লাহর রসূল! আপনি

চলুন এবং সাথে আরো একজন বা দু'জনকে নিয়ে চলুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কি পরিমাণ খাবার তৈরী করেছো? আমি তাকে সব খুলে বললে তিনি বললেন : বেশ তো! অনেক এবং উত্তম খাবার। তারপর তিনি আমাকে বললেন : গিয়ে তোমার স্ত্রীকে বলো আমি না আসা পর্যন্ত সে খেনো ডেক্‌চি চুলার ওপর থেকে না নামায় এবং রুটি তৈরী না করে। তারপর তিনি সবাইকে ডেকে বললেন : চলো (জাবের তোমাদেরকে খাবার দাওয়াত দিয়েছে)। জাবের তাঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন : হায়! (এখন কি হবে?) নবী (সঃ) মুহাজ্জির ও আনসার এবং অন্য সবাইকে সাথে নিয়ে আসছেন। তাঁর স্ত্রী বললেন : তিনি কি তোমাকে কিছ্ জিজ্ঞেস করেছিলেন? (জাবের বলেন,) আমি বললাম : হাঁ। এরপর নবী (সঃ) গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি সবাইকে বললেন : ভেতরে যাও, বিশুদ্ধলা ও ভীড় করো না। তারপর তিনি [নবী (সঃ)] রুটি টুকরো করে গোশতসহ সাহাবাদের সবাইকে দিতে শুরু করলেন। কিন্তু ডেক্‌চি ও তন্দুর ঢেকে রাখলেন। সবাই পেটপূরে খাবার পরেও আরো অবশিষ্ট থাকলো। তখন তিনি (জাবেরের স্ত্রীকে) বললেন : তুমিও খাও এবং যাদের বাড়ীতে পাঠানো দরকার উপহার হিসেবে পাঠাও। কেননা, সবাইকে তীর কৃপা পেয়েছে।

২৮৭৬- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا حَفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسُكُ شِدِيدًا فَأَتَيْتُكَ فَيَتُ إِلَى امْرَأَتِي فَقُلْتُ هَلْ مِنْكَ شَيْءٌ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَمْصًا شَدِيدًا فَأَخْرَجْتَنِي إِلَى جِرَابٍ فِيهِ مَلَأٌ مِنْ مَتْعَةٍ وَتَنَا بَهِيمَةً دَاخِلَةٌ فِي بَيْتِهِمَا وَكَحْنَتِ الشَّعِيرَ فَنَهَرْتُ إِلَى فِرَاشِي. وَ قَطَعْتُمَا فِي بُرْمَتِهِمَا ثُمَّ وُئِيتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِمَنْ مَعَهُ فِجْئُهُ فَسَارَدَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَبِمَنْ بَهِيمَةُ لَنَا وَكَحْنَتِ صَاغَا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ مِنْدَنَا فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَهَرْتُ مَعَكَ نَصَامَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا أُمَّ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا تَدْمَنُ سُوْرًا فَحَسَى هَلْ يَكْفُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَنْزِلِي بُرْمَتِكُمْ وَلَا تَخْبِرِي عَمَّا يَكُونُ حَتَّى أَجِي بِجَمْعٍ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَدِّمُ النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ فَأَخْرَجْتِ لَهُ عَجِيئًا فَبَسَقَ فِيهِ وَبَارَكَ ثُمَّ عَمِدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَسَقَ فِيهِ وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ أَدْعُ حَابِرَةَ فَلْتَخْبِرْ مِنِّي وَأَتَدْعِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ فَلَا تُنْزِلُوا مَا دَهْرُ الْفَتَى فَأُتِيَ بِاللَّهِ لَكُمُ الْوَاحِشِيُّ تَرَكُوهُ دَاخِرًا وَأَدْرَأْتِ بُرْمَتِنَا لَتَبَعْنَا كَمَا جِي وَإِنَّ عَجِيئَنَا لِيُخْبِرُ كَمَا هُوَ.

৩৭১৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : খন্দকের যুদ্ধের প্রাকালে যখন খন্দক খনন করা হচ্ছিলো তখন আমি নবী (সঃ)-কে অভ্যন্ত কৃপাত অব-

স্থায় দেখতে পেলাম। আমি বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে বললাম : তোমার কাছে কি খাবার গভে কিছ্ আছে? কেননা আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত দেখে আসলাম। তখন সে (আমার স্ত্রী) আমার কাছে একটি চামড়ার পাত্র এনে তা থেকে এক সা' পরিমাণ যব বের করলো। আর মাত্র এক সা' পরিমাণ যবই তাতে ছিলো। আমাদের পোষা একটি বকরীর বাচ্চা ছিলো। আমি বকরীর বাচ্চাটি যবেহ করলাম এবং গোশত কেটে ডেক্চিতে উঠালাম। আর আমার স্ত্রীও যব পিষে আটা তৈরী করলো। আমরা একই সাথে কাজ দু'টি শেষ করলাম। এরপর আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে ফিরে চললাম। তখন আমার স্ত্রী বললো : দেখো, আমাকে রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সাহাবাদের কাছে লালিত্ত্ব করো না। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে চুপে চুপে তাঁকে বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আমরা আমাদের বাড়ীতে ছোট্ট একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করেছি। আর আমাদের ঘরে এক সা' যব ছিলো, আমার স্ত্রী তা পিষে আটা তৈরী করেছে। আপনি আরো কয়েকজনকে সাথে নিয়ে চলুন। এ কথা শুনে নবী (সঃ) উচ্চৈঃস্বরে সবাইকে ডেকে বললেন : হে পরিখা খননকারীগণ! এসো জলদি চলো, জাবের তোমাদের জন্য খাবার তৈরী করেছে। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বললেন : তুমি যাও, তবে আমি না আস। পর্যন্ত গোশতের ডেক্চি চুলা থেকে নামাবে না এবং খামীর থেকে রুটিও তৈরী করবে না। এরপর আমি বাড়ীতে আসলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) ও লোকজন (সাহাবায়ে কেয়াম) সহ হাজির হলেন। আমি আমার স্ত্রীর কাছে গেলে সে বললো : আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন। তুমি এ কি করলে? আমি বললাম : তুমি যা বলেছিলে আমি তা করেছি [অর্থাৎ তোমার আশংকা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বর্লোছি]। তখন সে (আমার স্ত্রী) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আটার খামীর এগিয়ে দিলে তিনি তাতে মুখের লালা মিশালেন এবং বরকতের জন্য দো'আ করলেন। তারপর ডেক্চির কাছে এগিয়ে গিয়ে তাতে লালা মিশালেন এবং বরকতের জন্য দো'আ করে বললেন : (হে জাবের!) রুটি প্রস্তুতকারিণীকে ডাকো। সে আমার পাশে থেকে রুটি প্রস্তুত করুক এবং চুলার ওপর থেকে ডেক্চি না নামিয়ে গোশত পরিবেশন করুক। জাবের বর্ণনা করেন, সাহাবাদের সংখ্যা ছিলো এক হাজার। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, সবাই তৃপ্ত সহকারে খাওয়ার পরও ডেক্চি ভর্তি গোশত টগবগ করে ফুটাইলো এবং আটার খামীর থেকেও রুটি তৈরী হচ্ছিলো। ৩৫

۳۷۹- عَنْ عَائِشَةَ إِذْ جَاءَتْ كُثَيْبًا مِنْ نَوَاقِثِ كُثَيْبٍ وَسَأَلَتْ مِنْكُمْ وَإِذْ رَأَيْتِ الْأَبْصَارَ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ قَالَتْ كَأَن كَانَ يَوْمَ الْخُنْدِ.

৩৭৯. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কোরআন মজীদের "স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন তারা ওপর ও নীচের দিক থেকে এসে তোমাদের ওপর চড়াও হয়েছিলো আর ভয়ে তোমাদের চোখ বিস্ফারিত হয়েছিলো এবং কলিজা কণ্ঠনালীতে এসে উপনীত হয়েছিলো।" এ আয়াতটি খল্ক যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

۳۷۸- مِنَ الْبُرْءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْقُدُ التَّرَابَ يَوْمَ الْخُنْدِ حَتَّى اشْتَرَبْتُهُ أَوْ اشْتَرَبْتُهُ يَقْرَأُ اللَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَسَدْنَا وَلَا مَلَيْتْنَا بِفَائِرَتِن سَكِينَةً مَلَيْتْنَا بِ؛ وَتَبَّتْ أُلُقَامُنَا إِذْ لَا قَيْتْنَا بِ؛ إِنَّ الْأَوْفَى كَسَفَرْنَا مَلَيْتْنَا بِ؛ إِذْ أَرَادُوا دَنْشَةَ أَبِيْنَا؛ وَرَفَعَهَا مَوْجَهُ أَبِيْنَا أَبِيْنَا؛

৩৭১৮. বারা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে খন্দক খননের সময় নবী (সঃ) মাটি বহন করছিলেন। এমনকি তাঁর পবিত্র পেট মাটি লেগে ঢেকে গিয়েছিলো। অথবা (বারা' বলেছিলেন, বর্ণনাকারী আবু ইসহাকের সন্দেহ) তাঁর পবিত্র পেট ধূলামালিন হয়ে গিয়েছিলো। তিনি সে সময় বলছিলেন : আল্লাহর শপথ ! তিনি আমাদেরকে হেদায়াত না করলে আমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হতাম না, আর দান-খয়রাতও করতাম না এবং নামাযও পড়তাম না। তাই হে আল্লাহ! আমাদের ওপর শান্তি নাযিল করো। শত্রুর সাথে মোকাবিলার সময় দৃঢ়পদ রাখো। নিশ্চয় শত্রুরা বিনা কারণে আমাদের ওপরে চড়াও হয়েছে। যখন তারা ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির সংকল্প করেছে তখনই আমরা তা প্রত্যাখ্যান করে ব্যর্থ করে দিয়েছি। শেষের কথাগুলো বলার সময় নবী (সঃ) উচ্চৈঃস্বরে **إِنَّمَا - إِيْمَانًا** (অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে) বলে উঠতেন।

৩৮৭৭ **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِّنَ النَّبِيِّ ﷺ نَصَرْتُ بِالصَّبَا وَأَهْلِكَ مَا دَا بِلَدِّ بُوَيْرٍ**

৩৭১৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন : আমাকে পশ্চিম দিকের হাওয়া দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে আর আদ কওমকে পূর্ব দিকের হাওয়া দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিলো। ৬৬

৩৮০০ **عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَعَتِ الْبِرَاءُ يُحَدِّثُ كَأَنَّ كَمَا كُنْتُ يَوْمَ الْأَخْرَابِ وَخُنْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُهُ يُنْقَلُ مِنَ تَرَابِ الْخُنْدَى حَتَّى دَاوَى عَمِّي الْفَبَارَ جُلْدًا بَطْنِهِ وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعْرِ فَسَبَعْتُهُ يَرْجُزُ بِكَلِمَاتِ ابْنِ رَدَاخَةَ وَهُوَ يُنْقَلُ مِنَ التَّرَابِ وَيَقُولُ هِ اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا هُنْدَيْنَا لَمْ نَسْتَأْنِ وَأَوْلَايَ رَغْوًا عَلَيْنَا ۖ وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةَ إِيْمَانًا ۖ تُؤَرِّمُكَ مَوْتَهُ بِالْأَخْرَابِ**

৩৮০০. আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি বারা ইবনে আযেবকে বর্ণনা করতে শুনছি। তিনি বলেছেন : খন্দক যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) খন্দক খনন করেছেন। এমনকি আমি তাকে খন্দকের মাটি বহন করতে দেখেছি। আমি দেখেছি ধূলা-বালি পড়ার কারণে তাঁর পেটের চামড়া পৰ্বলত ঢাকা পড়ে গিয়েছে। তাঁর বক্ষ ছিলো অধিক লোমশ। তিনি মাটি বহন করছিলেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার এই কবিতা আবৃত্তি করছিলেন : হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে হেদায়াত না করলে আমরা হেদায়াত লাভ করতে পারতাম না। আর দান সাদকাও করতাম না, নামাযও পড়তাম না। তাই আমাদের পরম প্রশান্তি পাঠাও, শত্রুর বিরুদ্ধে মোকাবিলার সময় দৃঢ়পদ রাখো। তারা (শত্রুরা) আমাদের ওপর জ্বলন করেছেন। অবশ্য তারা ফিতনা ছড়াতে চাইলে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করবো। বারা ইবনে আযেব বর্ণনা করেছেন, শেষের ছবিটি আবৃত্তির সময় তিনি প্রলম্বিত করে পড়তেন।

৩৮০১ **عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَدْرَأَلْ يَوْمَ سَهْلَتُهُ يَوْمَ الْخُنْدِ**

৬৬. ইসলামের শত্রুদের সম্মিলিত বাহিনী মদীনা অবরুদ্ধ করলে একদিন রাতের কোলা ঝটিকা হাওয়া প্রবাহিত হয়ে তাদের তাঁবুর ধ্বংস উপাধিত করে সব কিছু বিপর্যস্ত করে ফেলে এবং তারা অবরোধ উত্তির চলে যেতে বাধ্য হয়। এ ঝটিকা হাওয়া পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়েছিলো।

৩৮০১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি প্রথম যে যুদ্ধটিতে অংশ গ্রহণ করেছি, সেটি হলো খন্দক যুদ্ধ।

۳۸۰۱- هُوَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُهَا حَقِصَةً وَتَوَسَّاتَهَا تَشْطَبٌ تَمَلَّتْ مَدَاكَاتٍ مِنْ أُمَّرِ النَّاسِ مَا تَزِيدُنَّ نَكْوَى مُجْعَلٌ فِي مِنَ الْأُمَّرِ شَيْءٌ فَقَالَتْ إِنْ لَحِقَ بِأَتَمُّهُ يَنْتَهِي ذَلِكَ وَأَخْشَى أَنْ يَكُونُ فِي إِحْتِبَائِكَ هُنْمُ فَرَسَةٍ نَكْوَى سَدْمَةٌ حَتَّى ذَهَبَ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مَعُويَةَ قَالَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَنَكَّلَ لَمْ فِي هَذَا الْأُمَّرِ نَلِي طَلْعٌ لَنْ قَرْنَهُ فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ قَالَ جَيْبُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَمَكَ أَحْبَبْتَهُ تَمَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَحَلَلْتُ حُبْرِي وَهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ أَحَقُّ بِهِ هَذَا الْأُمَّرُ مِنْكَ مَنْ تَأْتِكَ ذَابَاكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَحَشِيتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً تَفَرِّقُ بَيْنَ الْجَمْعِ وَتَسْفِكُ الدَّمَ وَيُجْمَلُ بَيْنَ غَيْرِ ذَلِكَ فَكَثُرَتْ مَا أَعَدَّ اللَّهُ فِي الْإِحْتِنَانِ تَالَ جَيْبُ حَفِظْتُ وَعُصِمْتُ تَالَ مَعْمُودٌ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَتَوَسَّاتَهَا.

৩৮০২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি একদিন (উম্মুল মুমিনীন) হাফসার কাছে গেলাম। সে সময় তাঁর চুল থেকে টপটপ করে পানি ঝরছিলো। আমি তাঁকে বললাম : আপনি তো দেখছেন খিলাফতের ব্যাপারে লোকজন কি কান্ড করছে। [আমীর মু'আবিয়া ও আলী (রাঃ)-এর বিবাদের প্রতি ইংগিত] শাসন ক্ষমতা ও ইমারতের কিছুই আমাকে দেয়া হয়নি। (উম্মুল মু'মিনীন) হাফসা বললেন : তুমি গিয়ে তাঁদের সাথে শরীক হও। তারা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তোমার না যাওয়ার তাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হতে পারে বলে আমার আশংকা হয়। তাঁর (উম্মুল মু'মিনীন হাফসার) বার বার বলায় তিনি গেলেন। লোকজন চলে গেলে মু'আবিয়া বক্তৃতা করতে উঠে বললেন : খিলাফতের ব্যাপারে কেউ কিছু বলতে চাইলে সে মাথা উচু করে সাড়া দিক। তবে এ ব্যাপারে আমারই তার ও তার পিতার চাইতে বেশী হকদার। ৩৭ (এ কথার স্মারা আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও তাঁর পিতা হযরত উমরের প্রতি ইংগিত করা হলো।) হাবীব ইবনে মাসলামা আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে বললেন : আপনি এ কথার জওয়াব দিলেন না কেন? আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেন : আমি তখন আমার গায়ের কাপড় ঠিক করলাম এবং বলতে চাইলাম যে, যারা ইসলামের জন্য তোমার ও তোমার পিতার সাথে লড়াই করেছে, এ ব্যাপারে তারা ই সর্বাধিক হকদার। তবে আমি (মুসলমানদের মধ্যে) অনৈক্য ও রক্তপাতের আশংকার এরূপ কথা বলা থেকে বিরত থাকলাম। আমি আরো আশংকা করলাম যে, আমার এ কথার অপ-ব্যাখ্যা করা হবে। তাই আল্লাহর জাম্মাতের নেয়ামতের কথা স্মরণ করে সংযম অবলম্বন করলাম। হাবীব ইবনে মাসলামা বললেন : এ ভাবে আপনি (যিফতনা থেকে) রক্ষা পেয়েছেন।

۳۸۰۳- هُوَ سَيْلِمَانَ بْنِ صَوْدٍ قَالَ تَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ نَفَرُوا وَهُمْ لَا يَخْرُؤُنَا.

৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-কে যে জওয়াব দিতে মনস্থির করেছিলেন : অর্থাৎ খিলাফতের সর্বাধিক হকদার তারা ই যারা তোমার ও তোমার পিতার সাথে ইসলামের জন্য লড়াই

৩৮০৩. সুলাইমান ইবনে সু'রাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের সময় (কাফেররা অবরোধ উঠিয়ে চলে যাওয়ার পর) নবী (সঃ) বলেছিলেন : এরপর আমরাই তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করবো। তারা আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারবে না। (অর্থাৎ এখন থেকে আক্রমণ ক্ষমতা আমাদের হাতে চলে আসলো।)

۳۸۰۳ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَرْزُوقٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ جِئْنَا أَجْلِي الْأَحْزَابِ هُنَا الْآنَ نَعْرُزُهُمْ وَلَا يَعْرُزُونَنَا عَن نَّسِيرِ رَيْمِهِ -

৩৮০৪. সুলাইমান ইবনে সু'রাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আহযাব যুদ্ধে মদীনা আক্রমণের জন্য আগত কাফেরদের সম্মিলিতবাহিনী ফিরে যেতে বাধ্য হলে নবী (সঃ)-কে আমি বলতে শুনোছি : এখন থেকে আমরাই তাদের এলাকায় গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো, তারা আর আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারবে না।

۳۸۰۴ - عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْحَنْدِ أَرَادَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَبِيتَهُمْ وَتَبِيزَهُمْ نَأْرًا كَمَا شَخَّلُوا نَاعِينَ الصَّلَاةِ الْوُشْطَى حَتَّى قَابَتِ الشَّمْسُ -

৩৮০৫. আলী নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (সঃ)] খন্দকের যুদ্ধের দিন কাফেরদেরকে বদ'দো'আ করে বলেছিলেন : হে, আল্লাহ! তুমি তাদের বাড়ীঘর ও কবর আগুন দিয়ে পূর্ণ করে দাও। কেননা, তারা আমাকে যুদ্ধে ব্যস্ত করে রাখার কারণে সূর্য অস্ত গলেও আমি মধ্যবর্তী নামায ৬৮ আদায় করতে পারি নাই।

۳۸۰۵ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْحَنْدِ بِبَعْدِ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُّ كَقَفَارِ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَذَّبْتَ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَتَرَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِطُحَاتِ نَتْمَانًا لِلصَّلَاةِ وَكُومًا نَأْلَمَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ -

৩৮০৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) খন্দকের যুদ্ধের সময় উমর ইবনে খাত্তাব একদিন সূর্যাস্তের পরে আসলেন এবং কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের গালি দিতে থাকলেন। তিনি বললেন : হে, আল্লাহর রসূল! (আজ) সূর্য ডুবুডুবু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি নামায পড়তে পারি নাই। তখন নবী (সঃ) বললেন : আল্লাহর

করেছেন। এ কথা শ্রাব্য তিনি বা যুদ্ধতে চেয়েছেন, তাহলো তাঁর পিতা হযরত উমর (রাঃ) ও তিনি হযরত আমীর মদ'আবিয়া ও তাঁর পিতা আব্দু সাদফিয়ানের আগে ইসলাম কবুল করেছেন। হযরত আমীর মদ'আবিয়া ও তাঁর পিতা আব্দু সাদফিয়ান মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

৬৮. মধ্যবর্তী নামায কথাটির দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথমতঃ মধ্যবর্তী নামায অর্থ আছরের নামায। খন্দকের যুদ্ধে কাফেরদের মোকাবেলা করতে নবী (সঃ) একদিন এতো ব্যস্ত ছিলেন যে, সেদিন তিনি ঠিকমতো আছরের নামায পড়তে পারেননি। এজন্য তিনি কাফেরদের জন্য এ বদ'দো'আ করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ মধ্যবর্তী নামাযের অর্থ হলো উত্তম ওয়াক্ত নামায পড়া।

কসম, আমিও আজ আসরের নামায আদায় করতে পারি নাই। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন : এরপর আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে (মদীনার) বদতহান উপত্যকায় গেলাম। তিনি [নবী (সঃ)] নামাযের জন্য অযদ করলেন। আমরাও অযদ করলাম। তখন সূর্য ডুবে গিয়েছে। তিনি প্রথমে আসরের নামায এবং পরে মাগরিবের নামায পড়লেন।

৩৮০৮- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ مَنْ يَأْتِينَا بِخَبْرٍ الْقَوْمِ فَقَالَ الرَّبِيبُ أَنَا نَسُوهُ قَالَ مَنْ يَأْتِينَا بِخَبْرٍ الْقَوْمِ فَقَالَ الرَّبِيبُ أَنَا قَالَ إِنْ لَكِ بِنِي حَوَارِيَّا ذَاتِ حَوَارِيَّا الرَّبِيبِ.

৩৮০৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। আহবাব যুদ্ধের সময় একদিন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের খবর সংগ্রহ করে দিতে পার এমন কেউ আছে কি? যুবায়ের ইবনুল আওয়াম বললেন : আমি পারবো। তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] আবার বললেন : কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের খবর সংগ্রহ করে আনতে পার এমন কেউ আছে কি? যুবায়ের আবার বললেন : আমি (তাদের খবর সংগ্রহ করে দিতে) পারবো। তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] আবারও বললেন : কে আমাকে কাফেরদের খবর সংগ্রহ করে দিতে পারে? এবারও যুবায়ের বললেন : আমি পারবো। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী বা সাহায্যকারী থাকে। আর আমার সাহায্যকারী হলো যুবায়ের।

৩৮০৯- عَنْ أَبِي صُرَيْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لِإِيَّاهُ إِذَا اللَّهُ وَحْدَهُ أَهْرَ جُنْدَهُ وَتَمَرِ عَيْدِهِ وَوَلَبَّ الْأَحْزَابِ وَوَحْدَهُ فَلَا شَيْءَ يَكْدُهُ.

৩৮০৮. আব্দ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রায়ই বলতেন যে, শুধুমাত্র এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। তিনি তাঁর বাহিনীকে (মুসলমান) বিজয় দান করে মর্বাদা দিয়েছেন, তাঁর বান্দাকে [রসূলুল্লাহ (সঃ)] সাহায্য করেছেন এবং এককভাবে সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। তিনিই সর্বশেষ! তাঁর পরে কিছই থাকবে না।

৩৮০৯- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْأَحْزَابِ وَكَانَ اللَّهُمَّ مَنَزِلَ الْكُتُبِ سَرِيمِ الْعَبَابِ أَهْرَامِ الْأَحْزَابِ اللَّهُمَّ أَهْرَامِ مَهْمُ وَرُزْنِ مَهْمُ.

৩৮০৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্দ আওফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) খন্দকের যুদ্ধে মদীনা আক্রমণের জন্য আগত সম্মিলিত কাফের বাহিনীর জন্য বদ-দো'আ করেছেন। তিনি তার দো'আয় বলেছেন, হে, আল্লাহ! কিভাবে নায়িলকারী ও অচিরেই হিসাব গ্রহণকারী, তুমি সবগুলো দলকে (কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীকে) পরাজিত করো। হে, আল্লাহ! তাদেরকে পরাজিত ও মলোৎপাদিত করো।

৩৮১০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَتَلَ مِنَ الْعَرَبِ أَوْ الْحَبَشَةِ أَوْ الْعَمْرَةَ يَبْدَأُ بِكَتَبِ تِلْكَ حَوَارِيَّتِ يَقُولُ لِإِيَّاهُ إِذَا اللَّهُ وَوَحْدَهُ لَا شَرِيكَ

لَهُ لُءِ الْمَلِكِ ذَلِكُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَيُّونَ تَابِعُونَ عَابِدُونَ سَابِحُونَ
لِرَبِّنَا حَامِدُونَ سَدَقَ اللَّهُ وَهُدًى وَتَعَمَّرَ عَيْدَهُ وَهَمَّ بِالْأَحْزَابِ وَحَدَّ ۙ

৩৮১০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) রসূলুল্লাহ (সঃ) যুদ্ধ, হজ্জ বা উমরা (হজ্জ) থেকে বাড়ী ফিরে আসলে তিনবার তাকবীর বলতেন এবং তারপর এই দো'আ পড়তেন। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তিনি একক ও লাশরীক, সার্বভৌম ক্ষমতা ও বাদশাহী একমাত্র তাঁরই করায়ত্ত্ব। সব প্রশংসা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট। তিনি সব কিছুর ব্যাপারে নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী। আমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তনশীল, তাঁরই কাছে তওবাকারী, তাঁরই ইবাদতকারী এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে সিজদা নিবেদনকারী। আমরা আমাদের প্রভুর প্রশংসা বর্ণনাকারী। তিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে [রসূলুল্লাহ (সঃ)] সাহায্য করেছেন এবং খন্দকের যুদ্ধে একাই সব দলকে (সাম্মিলিত বাহিনীকে) পরাজিত করেছেন।

অনুচ্ছেদ : খন্দকের যুদ্ধ হতে নবী (সঃ)-এর প্রত্যাবর্তন ও ইয়াহুদ বনী কুরাইযা গোত্রের অবরোধ।

۳۸۱۱ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلَاحَ
وَاطَّغَلَ أَتَاهُ جِبْرِئِيلُ فَقَالَ سَدَّ وَضَعْتَ السِّدْمَ وَاللَّهُ مَا دَضَعْنَا ۙ أَخْرَجَهُ
إِلَيْهِمْ قَالَ يَا أَيُّنَ قَالَ هُمْنَا دَأْسَارُ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فُخْرِجَ النَّبِيُّ ﷺ وَسَلَّم
إِلَيْهِمْ -

৩৮১১. 'আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: নবী (সঃ) খন্দক থেকে ফিরে এসে যুদ্ধাস্ত্র রেখে গোসল করেছেন মাত্র। এমন সময় জিবরাইল এসে বললেন: আপনি তো অস্ত্র শস্ত্র রেখে দিয়েছেন। আল্লাহর কসম আমি এখনও যুদ্ধের হাত্তিয়ার নামাই নাই। ওদের বিরুদ্ধে চলুন। নবী (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন: কোথায় যেতে হবে? তিনি [জিবরাইল (আঃ)] ইয়াহুদ বনী কুরাইযা গোত্রের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে হবে। তখন নবী (সঃ) তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে রওয়ানা হলেন।

۳۸۱۲ - عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى الْغُبَارِ سَاطِعًا فِي رُقَاقٍ بَيْنِي وَعَشِيرَتِي مُؤَكَّبِ
جِبْرِئِيلَ حِينَ سَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ .

৩৮১২. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: যে সময় জিবরাইল বনী কুরাইযার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য নবী (সঃ)-এর সাথে অগ্রসর হচ্ছিলেন সে সময়ের কথা স্মরণ করলে তাঁর (জিবরাইলের) বাহিনীর পদাঘাতে বনী গুদাম গোত্রের এলাকায় উঠিত গোহুলি এখনো যেন দেখতে পাই।

۳۸۱۳ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّينَ أَحَدٌ مِنَ
الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَذْرَكَ بَعْضُ الْعَصْرِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ

لَا تُصَلِّي حَتَّى تَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ نَصِيئِي لَوْ بُرِّدْنَا ذَلِكَ نَدَّ كَسِي
ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَلَوْ يَعْتَفُفٌ وَاحِدًا مِثْمُومًا -

৩৮১০. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) খন্দকের যুদ্ধের সময় (যুদ্ধের পর কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনী চলে যাওয়ার পর) নির্দেশ দিলেন, তোমরা বনী কুরাইষা গোত্রের এলাকায় পৌঁছার আগে 'আসরের নামায পড়বে না। বরং সেখানে পৌঁছে 'আসরের নামায পড়বে। পশ্চিমধ্যে 'আসরের নামাযের সময় হয়ে গেলে কেউ কেউ বললেনঃ আমরা সেখানে পৌঁছার পর নামায পড়বো। আবার কেউ কেউ বললেনঃ আমরা এখানেই নামায পড়বো। কেননা, "বনী কুরাইষার এলাকায় পৌঁছে আসরের নামায পড়বে" নবী (সঃ)-এর এ কথার অর্থ এ নয় যে, রাস্তায় নামাযের সময় হয়ে গেলেও তা আদায় করা যাবে না। (সুতরাং তারা পশ্চিমধ্যেই নামায পড়ে নিলো) বিষয়টি নবী (সঃ)-কে বলা হলে তিনি তাদের কোন দলকেই ভৎসনা করলেন না। ৩৯

৩৮১১. عَنْ أَبِي قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ التَّخْلُوتَ حَتَّى إِفْتَتَرَ
قَرِيظَةَ وَالتَّمْيِيزَ وَإِنَّ أَهْلِي أَمْرُو فِي أَنْ اتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْأَلَهُ الَّذِينَ
كَانُوا أَعْمَاهُ أَوْ بَعْضُهُ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَهْطَاهُ أَمْ أَيْمَنَ فَبَاءَتْ أَمَّ
أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثُّوبَ فِي عُنُقِي تَقُولُ كَذَا وَالَّذِي لَدَائِهِ إِذَا هُوَ لَا يُعْطِيكُمْ
وَكَيْدًا أَعْمَاهُ أَوْ كَمَا قَالَتْ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ لَكَ كَذَا وَتَقُولُ كَذَا
وَاللَّهِ حَتَّى أَهْطَاهُ حَبِيبَتِ أَتَى قَالَ عَشْرَةٌ أَمْ تَالِهِ أَوْ كَمَا تَالِ -

৩৮১৪. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ নবী (সঃ)-এর সাংসারিক ও দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য লোকেরা তাঁকে খেজুর গাছ হাদিয়া করতো। অবশেষে তিনি বনী কুরাইষা ও বনী নাযির গোত্রের ওপর বিজয় লাভ করলে আমার পরিবারের লোকজন নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে তাদের দেয়া সবগুলো খেজুর গাছ অথবা কিছুসংখ্যক তাঁর [নবী (সঃ)] নিকট থেকে ফেরত চাইতে বললো। কিন্তু নবী (সঃ) ঐ খেজুর গাছগুলো উম্মে আয়মানকে দান করেছিলেন। এ সময় উম্মে আয়মান আসলেন এবং আমার গলায় কাপড় লাগিয়ে বলতে থাকলেন। এ কখনো হতে পারে না। যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই, সেই মহান সত্তার কসম! নবী (সঃ) ঐ গাছগুলো তোমাকে আর দিবেন না। তিনি তো ওগুলো আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। অথবা (রাবী'র সম্ভেহ) এরূপ কিছু কথা তিনি বলাছিলেন। নবী (সঃ) তাকে বলছিলেনঃ হে, উম্মে আয়মান, ওই গাছ গুলোর পরিবর্তে তুমি আমার নিকট থেকে এতগুলো

৩৯. ইয়হুদ গোত্র বনী কুরাইষার সাথে নবী (সঃ)-এর চুক্তি ছিলো যে, বাইরের কোন শত্রু কর্তৃক মদীনা আক্রান্ত হলে মদীনার অধিবাসী ইয়হুদ ও মুসলমান সবই মিলে নিজ নিজ ব্যয়ে বৌধভাবে মদীনাকে রক্ষা করবে এবং শত্রুকে প্রতিহত করবে। কিন্তু আহ্লাব বা খন্দক যুদ্ধের সময় ইয়হুদ বনী কুরাইষা মোত সে চুক্তি ভাঙা পালন করেইনি, বরং চুক্তি ভঙ্গ করে কাফেরদের সাথে মিলিত হয়ে মুসলমানদের ধ্বংস ও নির্মূল করার এক সর্বনাশা ষড়যন্ত্রে তারা লিপ্ত হয়েছিলো। এ জন্য যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সৈদিনই যুদ্ধের নামাযের সময় হযরত জিবরাইল এসে নবী (সঃ)-কে বনী কুরাইষা গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ইঙ্গিত করলেন। নবী (সঃ) সঙ্গে সঙ্গে সাহাবাদের ডেকে বনী কুরাইষার এলাকায় যাওয়ার এবং সেখানে পৌঁছে 'আসরের নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন। এর পরগই তিনিও রওয়ানা হলেন। এ সময় হযরত জিবরাইল (আঃ)-ও তাঁর সাথে ছিলেন। হাদীসটিতে এ ঘটনাই উল্লেখিত হয়েছে।

গাছই গ্রহণ করো। কিন্তু উম্মে আয়মান বলতে ছিলেন : আল্লাহর শপথ, তা কখনো হতে পারে না। অবশেষে নবী (সঃ) তাকে অনেক বেশী দিলেন। আনাস বর্ণনা করেছেন যে, আমার মনে হয়, নবী (সঃ) তাঁকে (উম্মে আয়মানকে) বললেন : এর দশগুন অথবা (রাবীর সন্দেহ) নবী (সঃ) যেমন বলছিলেন।

۳۸۱۵ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ الْخُدْرِيَّ قَالَ قَالَ نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حَكْمِ سَعِيدِ بْنِ مَعَاذٍ فَأَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ إِلَى سَعِيدٍ فَأَقَى عَلَى جَمَاعَةٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَجِيدِ قَالَ لِلْأَنْصَارِ قَوْمًا إِلَى سَعِيدٍ كُمْ أَوْ أَخِيرَكُمْ فَقَالَ هُوَ لَوْ نَزَلُوا عَلَى حَكْمِكَ فَقَالَ تَقْتُلُ مَقَاتِلَتَهُمْ وَتُسَبِّحُ ذِرَارِ يَوْمٍ قَالَ فَتَقْبَلْتِ بِحُكْمِ اللَّهِ وَرَبِّنَا قَالَ بِعَمْرٍ الْمَلِكِ .

৩৮১৫. আব্দু সাঈদ খন্দরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সা'দ ইবনে মদ'আযের ফয়সালা মেনে নিতে সম্মত ইয়াহুদ বনী কুরাইযা গোত্রের লোকজন দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসলে নবী (সঃ) সা'দ ইবনে মদ'আযকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। তিনি একটি গাধার পিঠে আরোহণ করে আসলেন। মসাজিদে নববীর কাছে এসে পৌঁছলে নবী (সঃ) আনসারদেরকে বললেন : তোমাদের নেতাকে অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) সর্বোত্তম ব্যক্তিকে স্বাগত জানাতে এঁগিয়ে যাও। তারপর তিনি [নবী (সঃ)] সা'দকে লক্ষ্য করে বললেন : এরা (বনী কুরাইযা গোত্রের লোকেরা) তোমার ফয়সালা মেনে নিতে সম্মত হয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছে। তখন সা'দ বললেন : (এদের ব্যাপারে আমার ফয়সালা হলোঃ) যুদ্ধ করতে সক্ষম সব পুরুষকে হত্যা করতে হবে এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করতে হবে। তখন নবী (সঃ) বললেন : হে, সা'দ তুমি আল্লাহর হুকুম মেতাবেক ফয়সালা করেছে। কোন কোন সময় তিনি বলেছেন : সার্বভৌম আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী ফয়সালা করেছে।

۳۸۱۶ - عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ قَالَ نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حَكْمِ سَعِيدِ بْنِ مَعَاذٍ فَأَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ إِلَى سَعِيدٍ فَأَقَى عَلَى جَمَاعَةٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَجِيدِ قَالَ لِلْأَنْصَارِ قَوْمًا إِلَى سَعِيدٍ كُمْ أَوْ أَخِيرَكُمْ فَقَالَ هُوَ لَوْ نَزَلُوا عَلَى حَكْمِكَ فَقَالَ تَقْتُلُ مَقَاتِلَتَهُمْ وَتُسَبِّحُ ذِرَارِ يَوْمٍ قَالَ فَتَقْبَلْتِ بِحُكْمِ اللَّهِ وَرَبِّنَا قَالَ بِعَمْرٍ الْمَلِكِ .

أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَ هُمُورِيكَ مِنْ تَزِيمِ كَيْدِ بَوَارِسُوكَ وَأَخْرَجُوهُ
 اللَّهُمَّ يَا قَاتِلَ أَهْلِ كُفْرٍ قَدْ وَصَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَإِنَّكَ بَعِي
 مِنْ حَرْبٍ قَرِيبٍ شَيْءٌ فَأَبْقِي لِمُحْرٍ حَتَّى أُجَاهِدَ هُمُورِيكَ وَإِنَّ كُنْتُ
 وَصَعْتَ الْحَرْبَ نَأْتِيهَا مَا أَجْعَلُ مَرْقِي فِيهَا مَا نَفَعْتِ مِنْ لَبْتِهِ فَلَمَّا رَزَعْتَهُ
 وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي فِقْعَارٍ إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ كَمَا لَوْ آيَأُ هَذَا الْجَنِيمَةَ
 مَا هَذَا إِلَيْكَ يَا بَيْتَانِ مِنْ تَبْلُكُمُ نَادَا سَعْدُ يُعْنَدُ وَجُرْحُهُ دَمَا فَكَاتِ مَثْمَا

৩৮১৬. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ খন্দকের যুদ্ধে সা'দ আহত হয়েছিলেন। হিম্বান ইবনে 'আরিফা নামক কুরাইশ গোত্রের একজন লোক তাঁর দৃষ্টি বাহুর মধ্যবর্তী রূপে তাঁর বিধি করছিলেন। তাঁকে নিকটেই রেখে সেবা শূদ্রা করা জন্য নবী (সঃ) মসজিদে নববীতে তার জন্য একটি তাঁবু খাটিয়ে দিয়েছিলেন। (কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনী চলে গেলে) নবী (সঃ) খন্দক থেকে ফিরে এসে অস্ত্র শস্ত রেখে গোসল করে মাথার ধুলো বালি সাফ করেছেন। এমন সময় জিবরাইল এসে বললেনঃ আপনি অস্ত্র শস্ত রেখে দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি এখনও অস্ত্র রেখে দেই নাই। ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য চলুন। নবী (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কোথায়? তিনি [জিবরাইল (আঃ)] ইংগিতে ইয়াহুদ বনী কুরাইশ গোত্রকে দেখিয়ে দিলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) গিয়ে তাদেরকে অবরোধ করলেন। অবশেষে তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যে কোন ফয়সালা মেনে নেয়ার শর্তে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসলো। তখন তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] ফয়সালার ভার সা'দ ইবনে মদ'আবের ওপর অর্পণ করলেন। সা'দ ইবনে মদ'আব বললেনঃ তাদের ব্যাপারে আমার ফয়সালা হলো, তাদের মধ্যে যুদ্ধোপযোগী সব পদার্থকে হত্যা করা হবে, নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করা হবে এবং সব সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হবে। হাদীসের রাবী হিশাম ইবনে 'উরওয়া বর্ণনা করেছেন যে, আমার পিতা আয়েশা থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, (আহত হওয়ার পর সা'দ ইবনে মদ'আব) আল্লাহর কাছে এই বলে দো'আ করছিলেনঃ হে, আল্লাহ! তুমি জানো, যে ক'জন তোমার রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে তোমার সন্তুটির জন্য তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেয়ে আর কিছই আমার কাছে বেশী প্রিয় নয়। হে, আল্লাহ! আমি মনে করি যে, (আহত হওয়ার পর) তুমি আমাদের ও কাফেরদের যুদ্ধ শেষ করে দিয়েছো। তবে এখনও যদি কুরাইশদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ অবশিষ্ট থেকে থাকে তাহলে তোমার পথে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আমাকে জীবিত রাখো। আর যদি তাদের সাথে যুদ্ধ শেষ হয়ে থাকে তাহলে আমার আহত স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত করে এতেই আমার মৃত্যু ঘটানো। সুতরাং তার বক্ষস্থল হতে রক্ত স্রাব হতে থাকে এবং প্রবাহিত হয়ে তা তাবুর বাইরে আসতে থাকে। মসজিদে বনী গিফার গোত্রের একটি তাঁবু ছিলো। তারা রক্ত প্রবাহিত হয়ে আসতে দেখে ভীত হয়ে বললোঃ হে, তাঁবু বাসীগণ, তোমাদের দিক থেকে এসব কি আমাদের দিকে বয়ে বয়ে আসছে? পরে তারা জানতে পারলো যে, সা'দ ইবনে মদ'আবের জখম থেকে রক্তস্রাব হচ্ছে। অতঃপর তিনি এ জখমেই মারা গেলেন। ১৭০

৩৮১৭. عَنْ الْبُرَاءِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَسَنَ أَهْجَمٍ أَوْ حَاجِمٍ وَجَبْرِيلَ
 مَعَكَ وَرَأَى بُرَاءً هَيَّوْبُنَ طَمَمَاتٍ عَنِ الشَّيْبَانِي مِنْ عَيْدِي بْنِ تَابِتٍ عَنِ الْبُرَاءِ

بِنِ عَازِبٍ تَمَّالٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانِ بْنِ تَابِيتٍ أُمِّهِ الْمُشْرِكِيِّنَ
فَاتٍ جَبْرِيئِيلُ مَعَكَ .

৩৮১৭. বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) হাস্‌সান ইবনে সাবেতকে বলেছিলেনঃ কবিতার মাধ্যমে তুমি তাদের (কাফেরদের) দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করো অথবা বলেছিলেন যে, (সাবীর সন্দেহ) কবিতার মাধ্যমে তাদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনার জওয়াব দাও। জিবরাইল এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য সহযোগিতা করবেন। অন্য একটি সনদে ইবরাহীম ইবনে ডুহ্মান শায়খানী ও আব্দু ইসহাক 'আলী ইবনে সাবেতের মাধ্যমে বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত হাদীসে এতটুকু কথা বেশী উল্লেখ করেছেন যে, নবী কর্নাইয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় নবী (সঃ) হাস্‌সান ইবনে সাবেতকে ৭১ বলেছিলেনঃ কবিতার মাধ্যমে মদুশরিকদের দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা তুলে ধরো। এ ব্যাপারে জিবরাইল তোমাকে সাহায্য সহযোগিতা করবেন।

অনুচ্ছেদ : মাতুর রিকার যুদ্ধ। মদুহারিব গোত্রের সাথে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। গাতফানের শাখা গোত্র বনী সালামার অন্তর্গত খাসাফার বংশধরদের মদুহারিব বলা হয়। এই যুদ্ধে নবী (সঃ) নাখল নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। আর এ যুদ্ধ খায়বার যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়েছিলো। কেননা, আব্দু মূসা খায়বার যুদ্ধের পরে (হাবশা থেকে) ফিরে এসেছিলেন। অপর একটি সনদে আবদুল্লাহ ইবনে রাজা ইমরানুল কাত্তান, ইয়াহুইয়া ইবনে আব্দু কাসীর ও আব্দু সালামার মাধ্যমে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) সন্তম যুদ্ধে অর্থাৎ মাতুর রিকার যুদ্ধে সাহাবাগণকে সাথে নিয়ে "সালাতুল খাওফ" ভীতিজনক পরিস্থিতিতে নামায আদায় করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : নবী (সঃ) যিকারাদের যুদ্ধে "সালাতুল খাওফ" পড়েছেন। বকর ইবনে সাওয়াদা যিয়াদ ইবনে নাফে'ও আব্দু মূসার মাধ্যমে জাবের ইবনে আবদুল্লাহর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মদুহারিব ও সালামা গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় নবী (সঃ) সাহাবাদের সাথে "সালাতুল খাওফ" পড়েছেন। ইবনে ইসহাক ওহাব ইবনে কায়সানের মধ্যে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) নাখল স্থান থেকে মাতুর রিকার যুদ্ধে রওয়ানা হয়ে গাতফান গোত্রের একটি দলের মদুখোমুখী হন। কিন্তু সেখানে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। এখানেই লোকজন একে অপরকে ডয়ের কথা বলতে থাকেন। তাই নবী (সঃ) সবাইকে নিয়ে মদুরাকআত "সালাতুল খাওফ" আদায় করেন। ইয়াযীদ ইবনে আব্দু উবায়দ সালামা ইবনে আফওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আমি নবী (সঃ)-এর সাথে যিকারাদের ৭২ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম।

۳۸۱۸ - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ وَنَحْتُ سَيْتَةً
نَفْرًا بَيْنَنَا بَعْضُهُمْ لَمَتَّعِبُهُ فَتَقَبَّلَتْ أَشْدَّ أَمْتًا وَتَقَبَّلَتْ تَدَامَى وَ سَقَطَتْ -
أَخْفَارِي ذُكْرًا بَلَّغَتْ كَلَّارًا جَلِيلًا الْخُرَّى تَسْمِيَتْ هُرُوءًا ذَاتُ الرِّجَالِ لِمَا

৭১. হাসসান ইবনে সাবেত ছিলেন একজন বাগদী কবি। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তার কাব্য প্রতিভাকে ইসলামের খেদ্মতে নিয়োজিত করেছিলেন। কাফেরদের কবি ও সাহিত্যিকরা তাদের কবিতার নবী (সঃ) ও মদুসলামানের যেমন কুৎসা ও বদনাম রটনা করতো। নবী (সঃ) হাসসান ইবনে সাবেতকে তার জবাব দিতে আদেশ করতেন। তিনি কবিতা ও সাহিত্যের মাধ্যমে সার্থকভাবে তার জওয়াব দিতেন। এজন্য তাঁকে রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর ও ইসলামের কবি বলা হতো।

৭২. যিকারাদ মদীনী থেকে কিছুরে গাতফান এলাকার সিমকটুহ একটা জায়গার মাঝে।

كُنَّا نَعْتَصِبُ مِنَ الْخَرَقِ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا وَحَدَّثَ ابْنُ مَرْسُومٍ بِهَذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ
قَالَ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكَرَ لَأَكَاثُهُ كَرِهَ أَنْ يَتَكْرَهَ نَحْنُ بِمَنْ هَمَلِهِ
مُنْثَابًا.

৩৮১৮. আব্দু মুসা আশ'আরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ)-এর সাথে আমরা একটি যুদ্ধে রওয়ানা হলাম। আমরা ছিলাম মোট ছয়জন। আমাদের সাথে একটি মাত্র উট ছিলো। আমরা পালা করে এর পিঠে আরোহণ করতাম। হাঁটতে হাঁটতে আমাদের পা ফেটে গেলো। আমারও দু'পা ফেটে গেলো এবং নখগুলো খুলে পড়লো। আমরা তখন পায়ের ছেঁড়া-ফাটা কাপড় জড়িয়ে বাঁধলাম। এ জন্য এ যুদ্ধকে "যাতুর রিকা"র (অর্থাৎ যে যুদ্ধে ছেঁড়া কাপড় ব্যবহার করা হয়েছিলো) যুদ্ধ বলা হয়। কেননা, আমরা এ যুদ্ধে ছেঁড়া-ফাটা কাপড় পায়ের জড়িয়েছিলাম। আব্দু মুসা এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। কিন্তু পরক্ষণেই এভাবে ঘটনাটাকে বর্ণনা করাটা ভালো মনে করতে পারলেন না। তিনি বললেন : আমি এভাবে বর্ণনা করাকে ভালো মনে করি না। হয়তো তিনি তাঁর কোন আমল প্রকাশ করা অপসন্দ করতেন।

۲۸۱۹ - عَنْ صَالِحِ بْنِ خُوَيْبٍ فَتَنَ شَيْطَانٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ ذِمَّتِ الرِّبَاعِ
صَلَاةَ الْخَوْفِ إِنَّكَ لَطَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وَجَاءَ الْعَدُوُّ فَصَلَّىٰ بِأَيْمَنِ مَعَهُ
وَكِعْفَةٌ ثُمَّ ثَبَّتَ تَائِبًا وَأَتَتْهُ إِلَّا نَفْسُهُمْ ثُمَّ انْمَرُوا فَصَفَّوْا وَجَاءَ الْعَدُوُّ
وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ أَلَهُ خُرَىٰ فَصَلَّىٰ بِمِيزِ الرِّكْعَةِ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ
ثُمَّ ثَبَّتَ جَائِسًا وَأَتَتْهُ إِلَّا نَفْسُهُمْ ثُمَّ سَلَّمُوا بِهِمْ وَقَالَ مُعَاذُ حَدَّثَنَا
حِشَامٌ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمُخَلِّ فَذَكَرَ
اصْلَاحَ الْخَوْفِ تَأَنُّكَ ذَلِكَ أَحْسَنُ مَا رَأَيْتُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ مَا يَفْعُهُ
اللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ إِنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَنِي أُمَيَّةٍ

৩৮১৯. সালেহ ইবনে হাওয়াত, যিনি "যাতুর রিকা"র যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে "সালাতুল খাওফ" ভয়ের নামায় আদায় করেছেন, তার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : একদল নামায় পড়ার জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালেন এবং আরেকদল শত্রুর মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকলেন। তিনি [নবী (সঃ)] প্রথমোক্ত দলের সাথে এক রাক'আত নামায় পড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন। মোক্তাদীগণ (ভাদেয়) শ্বিতীয় রাক'আত পড়ে ফিরে গেলেন এবং শত্রুর মন্থোমুখী হয়ে দাঁড়ালেন। এবার অপর দলটি এসে (এতেন্দা করে) দাঁড়ালে তিনি [নবী (সঃ)] তাদের সাথে নিয়ে অবশিষ্ট রাক'আত পড়ে চুপচাপ বসে থাকলেন। মোক্তাদীগণ নিজে নিজে শ্বিতীয় রাক'আত শেষ করে বসলে তিনি তাদের সাথে সালাম ফিরে নামায় শেষ করলেন। মু'আয ইবনে হিশাম তার পিতা

হিশাম আব্দুল্বায়েরের মাধ্যমে জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন। জাবের বলেছেন : আমরা 'যাতুর নিকার' বদখে নাখল নামক জায়গায় নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। তারপর তিনি 'সালাতুল খাওফ'র কথা উল্লেখ করলেন (যা ওপরে উল্লেখিত হয়েছে)। (এ হাদীস সম্পর্কে) ইমাম মালেক বলেছেন : 'সালাতুল খাওফ' সম্পর্কে আমি যত হাদীস শুনোছি তার মধ্যে এ হাদীসটি সবচেয়ে উত্তম। মদ'আয ইবনে হিশামের সাথে একমত পোষণ করে লাইস ইবনে সাদ, হিশাম, যায়েদ ইবনে আসলাম ও কাসেম ইবনে মদহাম্মাদের সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কাসেম ইবনে মদহাম্মাদ ৭৩ বলেছেন : নবী (সঃ) নবী আনসারের বদখে 'সালাতুল খাওফ' পড়েছিলেন।

۳۸۲۰ - عَنْ سَهْدِ بْنِ أَبِي جَثْثَةَ قَالَ يَقُومُ إِلَّا مَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَكَأَيْفَةَ مَثْمُومَةٍ ذُكِرَتْ مِنْ بَيْتِ الْعَدُوِّ وَوَجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ وَيُصَلُّونَ بِالْبُزَيْنِ مَعَهُ ذِكْرًا مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً لَأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ تَرِيدُ هَبْ هَذَا إِلَى مَقَامِ أَدْلِكَ فَيُحْيِي أَدْلِكَ نَيْرَكِعَ بِمُرَّةٍ رَكْعَةً ثَلَاثِينَ تَرِيدُ كَعُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ -

৩৮২০. সাহল ইবনে আব্দ হাসমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "সালাতুল খাওফে" ইমাম কিবলামুখী দাঁড়াবেন। মুসলমানদের একদল তাঁর পেছনে একত্বা করবে এবং আরেক দল শত্রুদের দিকে তাদের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াবে। এভাবে তাঁর পেছনে একত্বাকারীদের নিয়ে এক রাক'আত নামায পড়বেন। এরপর একত্বাকারীগণ ওখানেই দাঁড়িয়ে রুকু' ও দ'-সিজদাসহ আরো এক রাক'আত নামায পড়ে (মুসলমানদের) অপর দলের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে। এবার তারা এসে ইমামের একত্বা করবে। তিনি তাদের নিয়ে আরো এক রাক'আত পড়বেন। এভাবে ইমামের দ'রাক'আত পূর্ণ হলে একত্বাকারীগণ স্বতন্ত্রভাবে রুকু' ও সিজদাসহ আরো এক রাক'আত পড়বেন।

۳۸۲۱ - عَنْ مُسَدِّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خُوَاتٍ عَنْ سَهْدِ بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৩৮২১. মদহাম্মাদ ইয়াহ'ইয়া, শ'বা, আবদুর রহমান ইবনে কাসেম ও তার পিতা কাসেম, সাহল ইবনে খাওয়াত ও সাহল ইবনে আব্দ হাসমার মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে (ওপরে বর্ণিত হাদীসের) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

۳۸۲۲ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَارِمٍ عَنْ يَحْيَى سَمِعَ الْقَيْسَ أَخْبَرَنِي صَالِحِ بْنِ خُوَاتٍ عَنْ سَهْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَوْلَهُ -

৭০. হাদীসে কাসেম ইবনে মদহাম্মাদ থেকে যে হাদীসটি বর্ণিত তা "মুদহাম্মাদ"। সুতরাং এ ম্বারা প্রথম হাদীসটির বক্তব্য দুর্বল।

৩৮২২. মুহাম্মাদ ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দ হাবেশ, ইয়াহুইয়া সালেহ ইবনে খাওলাত ও সাহল ইবনে আব্দ হাসগার মাধ্যমে নবী (সঃ)-এর (ওপরে উল্লেখিত) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

۳۸۲۳. عَنِ ابْنِ عُمَرَ تَالِ عَزُوتٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ تَبَدُّلِ نَوَازِينِ الْعَدُوِّ فَصَافْنَا لَهُمْ.

৩৮২৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে নজ্দ এলাকার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছি। এ যুদ্ধে আমরা শত্রুদের মুখোমুখি কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। (অর্থাৎ দৃঢ়দলে বিভক্ত হয়ে) একদল রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে একবার নামাযে ছিলাম আবার শত্রুর মুখোমুখিও দাঁড়িয়েছিলাম।

۳۸۲۴. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِأَخْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى مَوَاجِمَةَ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفْنَا نَقَامًا فِي مَعَامٍ أَمْحَابِهِمْ أُولَئِكَ بُجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهَمْ ذِكْرًا ثُمَّ سَكَرَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَامَ هُوَ لِأَعْيُنِهِمْ فَصَلَّى بِهَمْ وَتَامَ هُوَ لِأَعْيُنِهِمْ وَكَرِهَهُمْ

৩৮২৪. সালাম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) (জিহাদের ময়দানে সেনাদলকে দৃঢ়দলে ভাগ করে প্রথমে) একদলকে সাথে করে নামায পড়িয়েছেন এবং অপর দলকে শত্রুদের মোকাবিলায় নিয়োজিত রেখেছেন। তারপর যে দল তাঁর সাথে নামায পড়ছে তারা শত্রুর মোকাবিলায় নিজের সঙ্গীদের জায়গায় ফিরে গেলে তারা (যারা শত্রুদের মোকাবিলায় দাঁড়িয়েছিলো) এসে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পেছনে একত্রে দাঁড়ালে তিনি তাদের সাথে নিয়ে (আরো) এক রাক'আত নামায পড়লেন এবং সালাম ফিরালেন। এবার একত্রে দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট আরেক রাক'আত পড়লো (এবং শত্রুর মোকাবিলায় গিয়ে দাঁড়ালো)। এবার আগের দল তাদের অবশিষ্ট রাক'আত পূর্ণ করলো।

۳۸۲۵. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ عَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ تَبَدُّلِ قَلَمَاتٍ تَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَقَدَّمَ مَعَهُ نَادِرٌ كَثِيرٌ الْقَائِلَةَ فِي وَادٍ كَثِيرٍ الْبَعْضُ فَتَزَلُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَغْرَى النَّاسُ فِي الْعِصَابِ يَسْتَحِطُّونَ بِالشَّجَرِ وَتَزَلُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحْتِ سُمْرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ فَان جَابِرٌ قَتَمْنَا نَوْمَةً ثُمَّ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدُهُنَا فَنُحْنَا وَنَادَا عِنْدَ الْأَعْرَابِ جَابِرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذَا احْتَرَطَ سَيْفِي وَأَنَا سُرٌّ فَاسْتَيْقَلْتُ وَهُوَ فِي يَدِي صَلَاتًا فَقَالَ لِي مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قُلْتُ اللَّهُ فَمَا حَوَذًا جَابِرٌ ثُمَّ لَسَ

يَعَاظُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي
 سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِسَدَاتِ الرَّقَاعِ فَأَذَانُنَا عَلَى
 شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَبَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ
 النَّبِيِّ ﷺ مَعَهُ بِالشَّجَرَةِ فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ تَخَافْتِي قَالَ لَا قَالَ فَمَنْ يَمْسُكَ
 مِنِّي قَالَ اللَّهُ فَتَمَدَّهَا أَحْسَابُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ
 رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلَّى بِالنَّاطِقَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ
 الرَّجُلِ عَوْرَتُهُنَّ وَأَقْبَلَتْ فِيهَا مَحَارِبٌ خَصْفَةٌ وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ
 عَنْ جَابِرٍ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِبُخْدٍ نَصَلَى الْخَوْتُ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَلَّى مَعَ
 النَّبِيِّ ﷺ عَزُودَةً تَجِدُ صَلَاةَ الْخَوْتُ وَإِنَّمَا جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
 أَيَّامَ خَيْبَرٍ.

৩৮২৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে নজ্‌দ এলাকায় জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। যুদ্ধশেষে রসূলুল্লাহ (সঃ) সে এলাকা থেকে ফিরে আসলে তাঁনও (জাবের ইবনে আবদুল্লাহ) ফিরে আসলেন। ফেরার পথে কাঁটাগাছ ভরা একটি উপত্যকায় দৃপদূর হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) সেখানেই থামলেন। লোক-জন সবাই ছায়াবান বৃক্ষের খোঁজে প্রান্তরের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) একটি বাবলা গাছের নীচে গিয়ে নিজের তরবারীখানা তাতে লটকিয়ে দিলেন। জাবের বলেন : আমরা সবমাত্র নিদ্রা গিয়েছি। এমন সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে ডাকতে থাকলেন। আমরা তাঁর কাছে গেলাম এবং গিয়েই দেখলাম, এক বেদুঈন তাঁর কাছে বসে আছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : আমি ঘুমিয়েছিলাম। এমন সময় সে আমার তরবারীখানা নিয়ে ঘুম থেকে উঠলে আমি তাকে ধরে বললো : এখন আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম : আল্লাহ রক্ষা করবেন। দেখো না, এখন সে বসে আছে। এসবের পরও রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে কোন রকম শাস্তি দেননি। (আর অন্য সনদে) আবান ইবনে মোসলেম ইয়াহ ইয়া ইবনে আবু কাসীর ও আবু সালামা ইবনে আবদূর রহমানের মাধ্যমে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জাবের বলে-ছেন : আমরা “যাতুর রিকা”র যুদ্ধে নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। একসময়ে আমরা একটি ছায়াবান বৃক্ষের কাছে এসে পৌঁছিলাম এবং নবী (সঃ)-এর আরামের জন্য গাছটি ছেড়ে আমরা একটু দূরে অস্র গেলাম। [নবী (সঃ)] তখন ঘুমুচ্ছিলেন আর তাঁর তরবারী-খানা গাছের সাথে ঝুলাইছিলো। ইতিমধ্যে এক মশরিক এসে তরবারীখানা নিয়ে তা তাঁর [নবী (সঃ)-এর] ওপর উঠিয়ে ধরে বললো : আমাকে ভয় পাও না? তিনি বললেন : না। তখন সে বললো : এখন আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে? তিনি বললেন : আল্লাহ। নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ তাকে হৃদয়-ধর্মিক দিলেন। এরপর নামায শুরূ হলে নবী (সঃ) সাহাবাদের একটি দলকে নিয়ে দূরাক’আত নামায পড়লেন। তখন ওই দল দূরে সরে গেলে অপর দলকে নিয়ে তিনি আরো দূরাক’আত নামায পড়লেন। এভাবে নবী (সঃ)-এর নামায হলো চার রাক’আত এবং অন্যদের হলো দু’রাক’আত। (সবাই আরো

দুরাক'আত রুবে পরে পড়ে নিলেম)। মদুসাম্মাদ আব্দু আও'আনার মাধ্যমে আব্দু বিশ্বর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, লোকটির নাম ছিলো গাওরাস ইবনে হারিস। নবী (সঃ) খাসাফার বংশধর মহারিষ গোত্রের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ করেছিলেন। আব্দুশ-যুবায়ের জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জাবের বলেছেন : আমরা (জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে) নবী (সঃ)-এর সাথে নাখ্লে নামক জায়গায় অবস্থান কর্তেছিলাম। এ সময় নবী (সঃ) "সালাতুল খাওফ" পড়েছিলেন। আব্দু হুরাইরা বর্ণনা করেছেন, আমি নজ্দের যুদ্ধে নবী (সঃ)-এর সাথে "সালাতুল খাওফ" পড়েছিলাম। আব্দু হুরাইরা খায়বর যুদ্ধের সময় নবী (সঃ)-এর কাছে এসেছিলেন।

অনুচ্ছেদ : বনী মদুসাতালিকের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ খুযা'আ গোত্রের সাথে সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধকে মদুসাইসীর যুদ্ধও বলা হয়।

মদুসাম্মাদ ইসহাক বলেছেন : ষষ্ঠ হিজরী সনে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মদুস ইবনে উকবা বলেছেন যে, এ যুদ্ধ চতুর্থ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছিলো। নু'মান ইবনে রাসেদ যদুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপের ঘটনা মদুসাইসীর যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়েছিলো।

২৪২৬- هُوَ ابْنُ الْمُخَرِّبِ زَيْدُ نَالَ وَحَلَّتِ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ بِالتَّحْدِثِ
فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ نَالَ أَبُو سَعِيدٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فِي غَزْوَةِ بَيْنِ الْمُضَطَّلِ نَا صَبْنَا سَبِيحًا مِنْ سَبِيِّ الْعَرَبِ نَأْتِيهِمُنَا النَّبَاءُ نَأْتِيهِمْ
عَلَيْنَا الْعَرَبِيَّةُ وَاجْتَبَيْنَا الْعَزْلَ نَأْرُدْنَا أَنْ نَعْزَلَ وَتَلْنَا نَعْزَلَ وَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ
بَيْنَ أَظْفَرِ نَأْتِيهِمْ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ نَقَالَ مَا عَيْضُكُمْ إِلَّا تَفَعَّلُوا مَا مِنْ
نَسْأَةٍ كَأَيْسَرٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَأَيْسَرٌ

৩৮২৬. ইবনুল মদুসাইসী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি (একদিন) মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে আব্দু সাঈদ খুদরীকে দেখতে পেয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম এবং "আযল" ৭৪ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আব্দু সাঈদ বললেন : আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বনী মদুসাতালিকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেই যুদ্ধে আরবের বহুসংখ্যক বন্দী আমাদের হস্তগত হয়। আমাদের স্ত্রীলোকের প্রয়োজন দেখা দিলো এবং স্ত্রীলোক থেকে দূরে থাকা আমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো। তাই আমরা আযল করা ভাল মনে করলাম এবং তা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। তখন আমাদের খেয়াল হলো যে, আন্লাহর রসূল আমাদের মধ্যে বর্তমান। আর আমরা তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস না করেই আযল করতে যাচ্ছি! [তাই ব্যাপারটি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে উত্থাপন করলে] তিনি বললেন : এরূপ না করলে তোমাদের ক্ষতি কি? তবে কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলো প্রাণের আগমন ঘটবার আছে, তা জন্ম নেবেই।

২৪২৭- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً وَكَانَ مُحَمَّدٌ
كَلَّمَ أَدْرَكْتُهُ الْقَائِلَةَ وَهَوِيَ وَإِدْ كَثِيرِ الْعَصَا نَزَلَ تَحْتِ شَجَرَةٍ وَ

৭৪. আযল হলো স্ত্রী-সম্পর্ককালে বীর্ষপাতের ঠিক পূর্বমুহূর্তে স্ত্রীস্বামী থেকে পুরুষাঙ্গ বের করে এনে বাইরে বীর্ষপাত ঘটানো। ইমাম আব্দু হানিফা ও ইমাম শাফেরী (সঃ)-এর মতে স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে স্ত্রী আযল করতে পারে।

وَأَسْطَلَّ بِمَاءٍ عَلَتْ سَيْفَهُ فَفَرَّقَ النَّاسَ فِي الشَّجَرِ يَسْتَطْلُونَ وَبَيْنَنَا نَحْوُ
 صَدَائِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِئْتُنَا فَاذًا أَعْرَابِيٌّ قَامًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ
 إِنَّ هَذَا أَتَانِي وَأَنَا نَائِسٌ فَأَخْتَرْتُ سَيْفِي كَأَسْبَقْتُكَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي
 مَخْتَرِطٌ صَلْتًا قَالَ مَنْ يَسْتَعِزُّ مِنِّي قُلْتُ اللَّهُ فَشَامَهُ ثُمَّ قَعَدَ كَمَا هَذَا
 قَالَ وَكُنْ يَعْزُبُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

৩৮২৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে নজ্দের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। দু'পন্থের প্রচণ্ড গরমে সবাইকে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) এমন একটি প্রান্তরে উপনীত হলেন, যা বড় বড় কাঁটা গাছে ভর্তি ছিলো। তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] একটি গাছের নীচে গিয়ে তার ছায়ায় আশ্রয় নিলেন এবং নিজের তরবারীখানি গাছে ঝুলিয়ে রাখলেন। লোকজন সবাই বিভিন্ন গাছের ছায়ায় ছাড়িয়ে পড়লো। আমরা এসব কাজেই ব্যস্ত আছি এমন সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে ডাকলেন। আমরা তাঁর কাছে গিয়ে দেখলাম এক গ্রাম্য আরব তাঁর সামনে বসে আছে। আমরা গেলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : আমি নির্দ্রত ছিলাম। এমন সময় সে আমার কাছে এসে আমার তরবারীখানা নিয়ে উঁচিয়ে ধরেছে। ঘুম ভেঙে গেলে আমি দেখলাম সে খোলা তলোয়ার হাতে আমার মাথার দিকে দাঁড়িয়ে বলছে : এখন আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে? [রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ] আমি বললাম, আল্লাহ। তখন সে তরবারীখানা খাপে ঢুকিয়ে বসে পড়লো। এই তো সে এখন বসে আছে। হাদীসের রাবী জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন যে, এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে কোন প্রকার শাস্তি দেননি বা প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি।

অনুচ্ছেদ : বনী আনমার ৭৫ যুদ্ধ।

৩৮২৮. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي عَزْوَةٍ
 أَنْبَارِيٍّ يَمْلِكُ رَأْسَهُ مَتَوَجِّحًا قِبَلَ الْمَشْرِقِ مَتَطَوِّعًا.

৩৮২৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আনমার যুদ্ধে নবী (সঃ)-কে কেবলমুখী হয়ে সওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায় নফল নামায পড়তে দেখেছি।

অনুচ্ছেদ : অপবাদের ঘটনা। [অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনার ঘটনা।]

৩৮২৯. عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبِيعِ وَمَوْحِدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَخَلْقَمَةَ بْنِ وَثَابِ وَ
 عُمَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ كَالْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ
 حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْأَنْبَاءِ مَا تَأْوَلُوا وَكَلَّمْتُمْ حَدِيثِي طَائِفَةً مِمَّنْ حَدِيثُهَا
 وَبَعْضُ مَرَكَاتٍ أَوْحَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضِ وَأُثْبِتُ لَهُ إِتِّصَامًا وَقَدْ عُثِّتْ عَنْ رِي

رَجُلٍ مِنْهُمْ الْحُدَيْتُ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ وَيُصَدِّقُ
 بَعْضًا وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَدْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ فَأَلَوْ أَنَا لَأَتَاكَ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ إِذَا أَرَادَ سَمًّا أَوْ قَرَعَ بَيْنَ أَذْرَاجِهِ أَيْتَمَنَ خَرَجَ سَمِيمًا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ مَعَهُ فَأَلَتْ عَائِشَةَ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي عَزْوَةٍ عَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَمِيمِي
 فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ مَا أَنْزَلَ الْحِجَابَ كُنْتُ أَحْسَلُ فِي
 هُوَذَجٍ وَأُنْزِلَ فِيهِ فِسْرًا حَتَّى إِذَا قَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَزْوَتِهِ ذَلِكَ وَ
 قَلَّ دَنَوْنَا مِنَ الْمَسْدِ يَتَنَا فِي لَيْلَةٍ بِالرَّجِيلِ فَعَمْتُ حِينَ أَنْوَا بِالرَّجِيلِ
 فَمِثَيْتُ حَتَّى جَاؤَتْ الْجَيْشُ نَلَسَا قَعَيْتُ سَأَفِي أَقْبَلْتُ إِلَى رِحْلِي فَلَمَسْتُ
 صَدْرِي فَإِذَا عَقَدْتُ مِنْ جَنْعٍ نَلَسَا قَعَدْتُ إِذْ أَنْفَلَمُ فَرَجَعْتُ فَأَلْتُمْتُ عِقْدِي
 فَحَبَسْتِي إِبْتِغَاءً وَتَأَلَّتْ وَأَثْبَلُ الرُّعْطِ الَّذِينَ كَانُوا يَرِجُلُونَ فِي نَائِحَتِهِ
 هُوَ وَجِي فَرَحَلُوا لَطَائِعِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ
 أَنِّي فِيهِ وَكَانَ النَّسَاءُ إِذْ نَالَ خَفَانًا لَمْ يُهْبَلْنَ وَكَمْ يُخْشَمْنَ اللَّحْمَ إِنَّمَا أَكُنُ
 الْمَلَقَةَ مِنَ الطَّحَامِ لَمْ يُسْتَلْبِرِ الْقَوْمُ خَفَةَ الْمَرْدِ جِيْنَ رَفَعُوا وَحَمَلُوا وَكُنْتُ
 جَارِيَّةً حَدِيثَةً أَلَسْتُ فَبَحَثُوا الْجَمَلُ فَسَارُوا وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ
 مَا اسْتَبْرَأَ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنَارَ لَمْ وَكَيْسَ بِهَا مَثْمُومٌ دَائِعٌ وَلَا مُجِيبٌ فَتَبَيَّنْتُ
 مَنَزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيُرْجِعُونَ إِلَيَّ فَبَيْنَا
 أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنَزِلِي فَلَكَتَنِي عَيْتِي فَتَمَّتْ وَكَانَ صَفْوَاتُ بْنُ الْمُعْطَلِ التَّمِيمِيُّ
 تَمَرًا لَدَى كَوَائِدِ مِنَ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنَزِلِي. قَرَأَى سَوَادُ إِنْشَاءً نَائِحَةً
 قَعَرَ فِيَّ حِينَ رَأَيْتِي وَكَانَ بَرَأَتِي قَبْلَ الْحِجَابِ كَأَسْبَقْتُ بِرَأْسِ رَجَائِهِ حِينَ
 عَرَفْتِي فَخَمَرْتُ وَجْهِي بِحُلْبَابٍ وَوَاللَّهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ
 كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ وَهُوَ حَتَّى أَنَا رَجَلَتُهُ فَوَطِئْتُ عَلَى يَدِهَا فَعَمْتُ
 إِلَيْهَا تَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِنِ الرَّاحِلَةِ حَتَّى آتَيْنَا الْجَيْشَ مُؤْمِرِينَ فِي
 نَحْرِ الطُّيْمِيرَةِ وَهُمْ تَرُؤُلُ تَأَلَّتْ فَمَلَّكَ مِنْ مَلَّكَ ذَلِكَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَ

الْإِقْلَابِ عِنْدَ اللَّهِ بِنْتِ ابْنِ سُلَيْمٍ قَالَ عُرْوَةُ أَخْبَرْتِ أَنَّكَ كَانَتْ يَسْعَاءُ وَ
 يَتَحَدَّثُ بِهِ هُنْدُ فَيَقْرَأُ ۖ وَيَسْتَنْعَهُ وَيَسْتَوْشِيهِ وَقَالَ عُرْوَةُ أَيضًا لَوْ
 يَسْرُ مِنْ أَهْلِ إِذْنِكَ أَيضًا لِأَنَّ حَسَانَ بْنَ نَابِيَةَ وَمِسْطَحَ بْنَ أَكْفَةَ وَ
 حَمْبَةَ بِنْتَ جَحِيصٍ فِي نَاسِ الْخَزْرَجِيِّينَ لَعَلُّوا لِي بِهِمْ عَيْرٌ أَنَّهُمْ جَمِيعَةٌ كَمَا
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنَّكَ كَبِيرٌ ذَلِكَ يُقَالُ لَهُ عَيْدُ اللَّهِ بِنْتُ ابْنِ سُلَيْمٍ قَالَ عُرْوَةُ
 كَانَتْ فَاؤُتَّةً تَكْفُرُ ۖ أَنَّ يَسْبُ عِنْدَ هَاجَسَاتٍ وَتَقُولُ إِنَّهُ الْإِنْسِيُّ قَالَ
 لَهُ فَإِنَّ ابْنِي وَوَالِدَهُ وَهَرِيضِي ۖ يَعْرِضِينَ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَعَاءُ ۖ قَالَتْ فَاؤُتَّةُ
 فَقُلْتُ مَا الْمُدِيبَةُ كَأَشْتَكِيهِ جِئْتُ تَدِينُكُمْ سَهْمًا ۖ وَالنَّاسُ يَقِفُونَ
 فِي قَوْلِي أَصْحَابِ الْإِذْنِكِ لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ يَرِيضِي فِي وَجْعِي أَنِّي
 لَا أَهْرُفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْإِنْسِيُّ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ جِئْتُ أَشْكِي
 إِنَّهَا يَدُ جَلٍّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَسْلَمُ ثُمَّ يَقُولُ كَيْفَ تَبْكُمُ ثُمَّ
 يَتَصَرَّفُ فَذَلِكَ يَرِيضِي وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتَّى خَرَجْتُ جِئْتُ نَقَلْتُ فخرَجْتُ
 مَعِي أُمَّ مِسْطَحٍ قَبْلَ الْمَنَامِ وَكَانَ مُتَبَرِّزًا وَكَانَ كُنَّا كَأَنَّ جُرْجُمَ الْإِسْلَامَ إِلَى لَيْلٍ
 وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَتَّخِذَ الْكُنْفَ قَرِيبًا مِنْ بِيوتِنَا وَآمُرْنَا أُمَّمُ الْعَرَبِ الْأَوَّلِ
 فِي الْبَرِيَّةِ قَبْلَ الْعَارِطِ وَكُنَّا نَتَأَذَى بِالْكُنْفِ أَنْ تَتَّخِذَ هَاعِنْدَ بِيوتِنَا
 قَالَتْ فَانطَلقتُ أَنَا أُمَّ مِسْطَحٍ وَهِيَ ابْنَةُ ابْنِ رَهْرِهِنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ
 مَنَافٍ وَاتَّهَمْتُ صَخْرَةَ مَا يَرِخَالَةَ ابْنَةَ بَكْرِ بْنِ الصَّلْدِيقِ وَابْنُهَا مِسْطَحُ
 بْنُ أَكْفَةَ بِنْتُ عُبَادَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ فَأَقْبَلْتُ أَنَا أُمَّ مِسْطَحٍ قَبْلَ بَيْتِي جِئْتُ
 فَرَفَعْنَا مِنْ شَانِنَا فَعَرَّشْتُ أُمَّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ نَحْسُ مِسْطَحٍ فَقُلْتُ
 لَهَا بَلَى مَا قُلْتُ أَنْتِ بَيْنَ رَجُلًا سَهْمًا بَدْرًا فَقَالَتْ أَيُّ هُنَّاهُ وَكَمْ تَسْعِي
 مَا قَالَ قَالَتْ وَقُلْتُ مَا قَالَ نَا أَخْبَرْتِنِي يَقُولُ أَهْلُ إِذْنِكَ كَأَنَّكَ كَأَنَّكَ مَرَّضًا عَلَى
 مَرِيضِي فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي وَحَلَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ
 تَبْكُمُ فَقُلْتُ لَهُ أَنَا ذُنُوبِي أَنِّي ابْنَةُ ابْنِ سُلَيْمٍ وَابْنَةُ ابْنِ سُلَيْمٍ أَنَا أَسْتَيْقِنُ الْخَبْرَ

مِنْ قَبْلِهِمَا قَالَتْ فَاذْكَ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لِذِي يَأْتِمُنَا مَا ذُو يَحْتَدُ
 النَّاسِ كَالثَّيَابِ يَابِيَّةَ هَوِيَّ عَلَيْكَ نَوَالَهُ لَقَلَّمَا كَانَتْ إِمْرَأَةً قَطَطٌ وَفِيئَةً عِنْدَ
 رَجُلٍ يَحِبُّهَا لَهَا عَزْرٌ إِيَّاهُ كَثُرَتْ عَلَيْهِمَا قَالَتْ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْلَقَدْ
 تَحَدَّثَ النَّاسُ بِمِثْلِ مَا قَالَتْ فَكَيْفَ تَمَلِكُ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لِذِي يَأْتِمُنَا
 دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْيَ قَالَتْ وَذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَتَ الْوَحْيَ يَسْأَلُ مِمَّا وَ
 يَسْتَسْتَجِيرُ مِمَّا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ قَالَتْ فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
 ﷺ بِالَّذِي يُعَلِّمُ مِنْ بَرَاةِ أَهْلِهِ وَيَالِئِي يَعْلَمُ نَوْمِي فِي نَفْسِهِ فَقَالَ
 أُسَامَةُ أَهْلُكَ وَلَا تَعْلَمُوا إِلَّا خَيْرًا وَآمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَضِيقِ
 اللَّهُ عَلَيْكَ وَالرِّثَاءَ سَوَاهَا كَثِيرًا وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصَدَّقْ فَكَانَتْ قَالَتْ مَدَامَ رَسُولِ
 اللَّهِ ﷺ بِرَبْرَةٍ فَقَالَ أَيُّ رَبْرَةٍ حَلَّ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيئُكَ قَالَتْ لَهُ بِرَبْرَةٍ
 وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتِ عَلَيْهِمَا امْرَأَةً قَطَطًا أَعْمَصَهُ عَيْرًا تَهْجَارِيَةً
 حَدِيثَةَ الرِّبِّ تَنَامُ عَنْ عَجَبِي أَهْلَمَا تَنَاقَرَا الدَّاجِنِ تَنَاقَرَهُ قَالَتْ فَقَامَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْدَدَ مِنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذَرٍّ وَهُوَ عَلَى الْمَشِيرِ
 فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَعْبُدُ رَفِيٍّ مِنْ رَجُلٍ كَدَّ بَلْعَنِي عَنْهُ أَدَاةٌ فِي
 أَهْلِي وَاللَّهِ مَا قَلَّتْ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا وَلَقَدْ دَكَّرْتُ وَأَرَجَلْتُ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ
 إِلَّا خَيْرًا وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي قَالَتْ فَقَامَ سَعْدُ أَخُو بَنِي عَيْدٍ
 الْأَشْهَلِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْنِ رُكَّ فَإِنَّكَ كَأَنَّكَ مِنَ الْوَيْسِ مَرَبِثِ
 عَمَّقَهُ وَإِنَّكَ كَأَنَّكَ مِنَ الْخَزْرَجِ امْرَأَتُنَا فَعَلْنَا امْرَأَتَكَ وَنَامَ
 رَجُلٌ مِنَ الْخَزْرَجِ وَكَانَتْ أُمَّ حَسَّانِ بِنْتُ عِمْرَةَ مِنْ فَخْرِيَّةٍ وَهُوَ
 سَعْدُ بْنُ مَيْدَانَ وَهُوَ سَيْدُ الْخَزْرَجِ قَالَتْ وَكَانَ كُلُّ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَلَكِنْ
 احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعْدٍ كَدَّ بَتَ لِعَمْرٍ اللَّهُ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْتُلْ
 عَلَى قَتْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ رَهْطِكَ مَا أَحْبَبْتُ أَنْ يَقْتُلَكَ فَقَامَ أَسِيدُ بْنُ حَضِيرٍ

وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ مَعْدِي كُنِيَ أَبُو سَعْدٍ قَالَ لِسَعْدِ بْنِ مَبَادَةَ كَدَّ بَتَ لِعَمْرِو اللَّهِ لَنَقُتْلَهُ
 بِأَنَّكَ مَتَانِيٌّ مُجَادِلٌ عَنِ الْمَنَافِقِينَ قَالَتْ فَتَأَرَّ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَ لُحْزَرَجٌ
 حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتُلُوهُ أَوْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَبَى عَلَى الْمَسِيرِ قَالَتْ فَلَمَّا
 بَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْفَظُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا أَوْ سَكَتَ قَالَتْ فَبُكَيْتُ
 يُدْعَى ذَلِكَ كَكَلِّهِ لَا يَبْرَأُ لِي وَمَعِي وَلَا أَكْتَحِلُ بِزَيْمٍ قَالَتْ دَأْبُ بَيْحِ ابْنِ بَرَاءِ
 عِشْرَتِي وَ مَتَدَّ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ دَيْبُ مَا لَا أَكْتَحِلُ بِزَيْمٍ وَلَا يَبْرَأُ لِي دَمْعٌ
 حَتَّى آتَى لَدَا طَلْحَةَ ابْنَ الْيَمَامَةِ حَتَّى كَبِدِي فَبَيْنَمَا ابْنُ بَرَاءِ جَالِسًا عِشْرَتِي
 وَأَنَا أَبْكِي فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ بِيكِي
 مَعِيَ قَالَتْ فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ قَالَتْ وَ
 لَمْ يَجْلِسْ عِشْرَتِي مُشَدِّ قَيْلٍ مَاقِيلٍ قَبْلَهَا وَ قَدَّ لَيْتَ شَهْمًا لَا يُؤْخِي إِلَيْهِ فِي تَأْنِي
 بِسْمِي قَالَ فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ بَلَغَنِي
 فَعَلَيْكَ كَدٌّ أَوْ كَدٌّ إِيَّانِ كُنْتُ بَرِيئَةً فَسَيَّبَ رَبُّكَ اللَّهُ مَوَانِ كُنْتُ
 الْمُسْتَبَدَّةُ بِدَائِبٍ كَأَسْتَعْفِرُ عَنِ اللَّهِ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ
 تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَتْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَالَتَهُ فَكَلَّمَنِي حَتَّى مَا
 أَحْسَسُ مِنْهُ قَطْرَةً فَقُلْتُ لِي فِي أَحِبِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِشْرَتِي فِيمَا قَالَ فَقَالَ إِيَّانِي
 وَ اللَّهُ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لِأَخِي أَحِبِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا
 قَالَ قَالَتْ أَيْمَنُ وَ اللَّهُ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ دَأْبُ نَاجِرِيَّةٍ حَدِيثَةٌ
 الْبَيْتِ لَا أَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيرًا إِيَّانِي وَ اللَّهُ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ
 حَتَّى اسْتَقْرَأَ فِي النَّبِيِّ كَمَا وَ صَدَّقْتُمْ بِهِ فَلَمَّا قُلْتُ لَكُمْ إِيَّانِي بَرِيئَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي
 وَلَيْنَ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ يَعْلَمُ إِيَّانِي مِنْهُ بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقَنِي نَدُو اللَّهِ
 لَا أَحْدِلُ فِي دَلْعَمٍ مَثَلًا إِلَّا أَبَاؤُكُمْ حِينَ قَالَ تُصَبِّرُ جَبِيْلَ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعْتَمِرَاتُ
 عَلَى مَا تَصِفُونَ. ثُمَّ تَحَوَّلَتْ وَ اسْطَجَعَتْ عَلَى فَرَاشِي وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِيَّانِي جِدْفِي بَرِيئَةٌ
 وَأَنَّ اللَّهَ مَبْرُؤِي بِبَرَاءَتِي وَ لَيْسَ وَ اللَّهُ مَا كُنْتُ أَهْلًا أَنْ اللَّهُ مُنْزَلٌ فِي مَنَافِي

وَحَيًّا يَمْلِكُ لِنَفْسِي كَانَ أَحَقُّ مِنِّي أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ كُنْتُ
 أَرْجُو أَنْ تَمُرَّ بِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يَسْبِرُ لِي اللهُ بِهَا قَوْلَهُ مَا رَأَيْتُمْ رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ مَجْلِسَهُ وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزَلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ
 يَأْخُذُ بِهِ مِنَ الْبُرْجَاءِ حَتَّى آتَاهُ لِيَتَّخِذَ مِنْهُ مِنَ الْعِرْقِ مِثْلَ الْجَمَانِ وَهُوَ فِي يَوْمٍ
 نَحَابٍ مِنْ ثِقَلِ الْقُرْآنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ تَالَتْ فُسْرِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ
 يَضْحَكُ فَكَانَتْ أَوْلَى كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ يَا فَايِسَةَ أُمَّيَا اللَّهُ فَقَدْ
 بَرَأَكَ تَالَتْ فَقَالَتْ لِي أَمْرِي قَوْمِي إِلَيْهِ تَقَلَّتْ وَاللَّهِ لَا أَحْتُمُ إِلَيْهِ يَأْتِيَنِي وَأُحْمَدُ
 إِلَّا اللَّهُ تَالَتْ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِآيَاتِنَا كُفَرُوا اللَّهُ
 هَذَا فِي بَرَاءَتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَكَانَ يُتَّفَقُ عَلَى مِسْطَحٍ مِنْ أُمَّاتِكَ لِقُرَابَتِهِ
 مِنْهُ وَقَفَرَهُ وَاللَّهِ لَا أُتَّفَقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ
 فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا يَأْتِيَنِي أَوْ لَوْلَا الْفَضْلُ مِنْكُمْ إِلَى تَوَلَّيْتُهُ عَفْوًا وَرَجِحْتُهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ
 الصِّدِّيقُ بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَعْفُرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَنِي إِلَى مِسْطَحٍ التَّفَقُّةَ الَّتِي سَكَتَ
 يُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَنْزَعُهَا مِنْهُ أَبَدًا تَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي فَقَالَ لِي زَيْنَبُ مَاذَا عَلِمْتِ أَوْ رَأَيْتِ فَقَالَتْ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصِيرَتِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتِ إِلَّا خَيْرًا قَالَتْ عَائِشَةُ وَجِئْتُ
 الَّتِي كَسَابْتِنِي مِنْ أَرْوَاحِ النَّبِيِّ ﷺ فَعَصَمَهَا اللَّهُ يَا لَوْ رَجَعْتَ تَالَتْ وَطَفَفْتِ أَحْسَمًا
 حَمْنَةً تَحَارِبُ لَهَا فَمَلَكَتْ فَيَحْنُ هَلْكَتِ قَالَ زَيْنَبُ يَتَهَابُ فَهَذَا الَّذِي بَلَغْتَنِي مِنْ
 حَدِيثِكَ هُوَ الرُّمُطُ ثُمَّ قَالَ عُرُوَّةُ تَالَتْ عَائِشَةُ وَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي تَقِيلُ لَهُ
 مَا تَقِيلُ لَيَقُولَنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ قَوْلَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَشَفْتِ مِنْ كَنَفِي أُنْثَى قَطُّ
 تَالَتْ ثُمَّ قِيلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

০৮২৯. উরওয়া ইবনে যুবায়ের, সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব, আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস ও
 উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা
 থেকে তাঁর (আয়েশার) বিরুদ্ধে অপবাদ রটানোর ঘটনা সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন।
 তাদের প্রত্যেকেই হাদীসটির অংশবিশেষ বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি স্মরণ রাখা ও সঠিক-
 ভাবে বর্ণনা করার ব্যাপারে তাদের কেউ কেউ অপরের চেয়ে অধিকতর অগ্রগামী ও নির্ভরযোগ্য।
 ইবনে শিহাব বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা আয়েশা থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন,

আমি তা মনোযোগ সহকারে স্মরণ রেখেছি। তাদের একজনের বর্ণিত হাদীসের অংশ-বিশেষ অপরের বর্ণিত হাদীসের অংশবিশেষের সত্যতা প্রতিপন্ন করে। অথচ তাঁদের কেউ কেউ অপরের চেয়ে অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তাঁরা সবাই আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) সফরে যাওয়ার সময় তাঁর স্ত্রীদের মাঝে লটারী করে যার নাম উঠতো তাঁকে সাথে নিয়ে সফরে বের হতেন। আয়েশা বলেছেন : এরূপ কোন একটি যুদ্ধে তিনি আমাদের মধ্যে লটারী করলে তাতে আমার নাম উঠলো এবং এ সফরে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে গেলাম। এটা পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পরবর্তী সময়ের ঘটনা। পর্দা রক্ষার জন্য আমাকে হাওদাসহ সওয়ারীতে উঠানো এবং হাওদাসহ নামানো হতো। এভাবে আমাদের সফর চলতে থাকলো। অবশেষে রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ যুদ্ধ শেষ করে ফিরলেন। ফেরার পথে মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি একদিন রাতের বেলা রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। যাত্রার ঘোষণা হওয়ার পর আমি উঠে (প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দিতে) গিয়ে হেঁটে সেনা ছাউনি পার হয়ে গেলাম এবং প্রয়োজন সেরে আমার সওয়ারীর কাছে ফিরে এসে বুকুে হাত দিয়ে দেখতে পেলাম যে, আমার গলার হার ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গিয়েছে। আমি ফিরে গিয়ে তা ভালোশ করতে শুরু করলাম এবং এতে দেরী হয়ে গেলো। যে লোকগুলো সওয়ারীর পিঠে আমার হাওদা উঠিয়ে দিতো তারা এসে আমার উটের পিঠে হাওদা উঠিয়ে দিলো। তারা মনে করেছিলো যে, আমি হাওদার মধ্যেই আছি। কারণ, খাদ্যাভাবে মেয়েরা তখন খুবই হালকা-পাতলা হয়ে গিয়েছিলো, তাদের দেহ বেশী মাংসল ছিলো না। তারা খুব স্বল্প পরিমাণ খাদ্য খেতে পেতো, অধিকন্তু আমি তখন অল্প বয়স্কা একজন কিশোরী ছিলাম। তাই তারা খালি হাওদা উটের পিঠে উঠানোর সময় বুঝতেই পারেনি যে, আমি তার মধ্যে নাই। এরপর তারা উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়। সেনাদল রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর আমি হার খুঁজে পেলাম এবং ফিরে এসে দেখলাম যে, সেখানে কেউ নাই। আমি মনে করলাম তারা আমাকে দেখতে না পেলে অবশ্যই ফিরে আসবে। অতএব, আমি যে স্থানটিতে ছিলাম, (রাহিয়াপন করাছিলাম) সেখানে গিয়ে বসে পড়লাম এবং বসে বসে ঘুম পেলে ঘুমিয়ে পড়লাম। (আমার ধারণা ছিলো তারা আমাকে না দেখলে ভালোশ করতে ফিরে আসবে।) বনী সুলাম গোত্রের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইবনে মদআত্তাল [যাকে রসূলুল্লাহ (সঃ) সেনাদলের ফেলে যাওয়া দ্রব্যসামগ্রী কুড়িয়ে নেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন] সেনাদল রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর সেখানে ছিলেন। সকাল বেলা তিনি আমার অবস্থানস্থলের নিকটে পৌঁছে আমাকে নিদ্রিতাবস্থায় দেখে চিনে ফেললেন এবং ইম্মা লিন্লামে ওয়া ইম্মাইলাইহে রাজ্জউন পড়লেন। পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তাই আমাকে চিনতে পেরে তিনি ইম্মালিন্লামে.....পড়লে তা শুনে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম আর চাদর টেনে মুখমন্ডল ঢেকে ফেললাম। আল্লাহর শপথ! আমাদের মধ্যে কোন কথাবার্তাই হয়নি আর আমিও তাঁর থেকে ইম্মালিন্লামে..... পাঠ ছাড়া আর কোন কথাই শুনতে পাইনি। তিনি সওয়ারী থেকে অবতরণ করলেন এবং সওয়ারীকে বসিয়ে তার পা কষে বাঁধলে আমি গিয়ে সওয়ার হলাম। তিনি ওখন সওয়ারীকে টেনে নিয়ে আগে আগে চলতে থাকলেন। অবশেষে আমরা ঠিক দুপুর বেলা প্রচণ্ড গরমের সময় সেনাদলের সাথে গিয়ে মিলিত হলাম। সে সময় তারা একটি জায়গায় অবস্থান করছিলো। এরপর যাদের ধ্বংস হওয়ার ছিলো তার (আমার প্রতি অপবাদ আরোপ করে) ধ্বংস হয়ে গেলো। এ অপবাদ আরোপের পুরোভাগে যে ছিলো, সে হলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল। রাবী উরওয়া বর্ণনা করেছেন : আমি জানতে পেরেছি যে, তার (আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল) সামনে অপবাদের কথাগুলো প্রচার ও আলোচনা করা হতো আর সে তা বাস্তব মনে স্বীকার করতো এবং শোনা কথা দ্বারাই তা প্রমাণ করার চেষ্টা করতো। উরওয়া ইবনে যুবারের আরো বর্ণনা করেছেন যে, অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তিদের মধ্যে হাসসান ইবনে সাবেত, মিসতাহ ইবনে উসাসা এবং হামনা বিনতে ভাহাশ ছাড়া আর কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। তারা গৃহীত কয়েক লোকের একটি দল ছিলো,

এতোটুকু ছাড়া তাদের সম্পর্কে আমি আর কিছুই জানি না। তাই মহান আল্লাহ কোরআন মজীদে তার সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুল্লুলকে সবচেয়ে বড় অপবাদ রটনাকারী বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। উরওয়া ইবনে যুবায়ের বর্ণনা করেছেন যে, এ ব্যাপারে আয়েশা হাসসান ইবনে সাবেতকে গাল-মন্দ করা অপসন্দ করতেন। তিনি বলেনঃ হাসসান ইবনে সাবেত তার একটি কবিতায় বলেছেনঃ আমার ও আমার বাপ-দাদার মান-সম্ভ্রম গুনাহ্মাদের মান-সম্ভ্রম রক্ষায় নির্বোধিত। আয়েশা বর্ণনা করেছেনঃ এরপর আমরা (অর্থাৎ সব মুসলমান) মদীনায় পৌঁছলাম। মদীনায় পৌঁছার পর আমি এক-মান যাবত রোগাক্রান্ত রইলাম। এদিকে অপবাদের বিষয় নিয়ে লোকজনের মধ্যে কানা-ঘৃণা ও চর্চা হতে লাগলো। কিন্তু তখনও পর্যন্ত এসবের কিছুই আমি জানতাম না। তবে আমার সন্দেহ হচ্ছিলো এবং তা আরো দৃঢ় হচ্ছিলো এ কারণে যে, আমার অসুস্থের সময় পূর্বে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট থেকে যেরূপ স্নেহ-মায়ী লাভ করতাম, এবারে তা পাচ্ছিলাম না। তিনি শূধু আমার কাছে গিয়ে “তুমি কেমন আছ” জিজ্ঞেস করে চলে আসতেন। এ ব্যাপারটাই [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই আচরণ] আমার মনে সন্দেহের উদ্ভেক করে। তবে আমি কিছুটা সুস্থ হলে—প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে য়র থেকে বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ জঘন্য অপবাদ সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে আমরা রাতেরবেলা বের হতাম। এক রাত্রে বের হলে আবার পরের রাত্রে বের হতাম। এ ছিলো আমাদের ঘরের পাশে পায়খানা তৈরী করার আগের ঘটনা। আমরা সাধারণ আরববাসীদের প্রাচীন অভ্যাসমত পায়খানার জন্য বসত এলাকায় বাইরে মাঠ বা ঝোপ-ঝাড়ুে চলে যেতাম। আর (অভ্যাস না থাকায়) বাড়ীর পাশে পায়খানা তৈরী করলে আমরা খুব কষ্ট পেতাম। তাই আবু রোহম ইবনে মুত্তালিব ইবনে আবদে মানাফের কন্যা উম্মে মিসতাহ আবু বকর স্মিদ্দী-কের খানা সাখার ইবনে আমেরের কন্যা ছিলো যার মা এবং মিসতাহ ইবনে উসামা ইবনে আবু-বাদ ইবনুল মুত্তালিব ছিলো যার পুত্র, তিনিও আমার সাথে বের হলেন। আমি ও উম্মে মিসতাহ (মিসতাহর মা) এক সাথে গেলোম এবং কাজ সেরে ফেরার সময় উম্মে মিসতাহর কাপড় তার পায়ে জড়িয়ে পড়ে গেলে বলে উঠলেনঃ মিসতাহ ধ্বংস হোক। তখন আমি তাকে বললামঃ আপনি খুব খারাপ কথা বললেন। আপনি এমন এক ব্যক্তিকে গালমন্দ করছেন, যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। উম্মে মিসতাহ বললেনঃ সে তোমার সম্বন্ধে কি বলে বেড়াচ্ছে, তা তো তুমি শোননি। আয়েশা বর্ণনা করেছেনঃ আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে (মিসতাহ) আমার সম্পর্কে কি বলেছে? তখন তিনি অপবাদ রটনাকারীদের ত্রিয়াকলাপ ও প্রচারণা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করলেন। আয়েশা বলেনঃ এরপর আমার অসুস্থ আরো বৃদ্ধি পেলো। আমি ঘরে ফিরে আসলে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে আসলেন এবং মালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কেমন আছ? আয়েশা বর্ণনা করেনঃ আমি তখন আমার পিতা-মাতার কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক খবর জানতে চাচ্ছিলাম। তাই আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললামঃ আপনি কি আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার অনুমতি দিবেন? আয়েশা বর্ণনা করেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি আমার আত্মাকে গিয়ে বললামঃ আত্মা, লোকজন কি ব্যাপারে এতো আলোচনা ও কানাঘৃণা করছে, বলুন তো? তিনি (আয়েশার মা) বললেনঃ বেটী, এ বিষয়টি নিয়ে বেশী দৃষ্টিশক্তি করো না। কারণ সতীন আছে এমন স্বামী সোহাগিণী সুন্দরী যুবতী নারীকে তার সতীনরা বদনাম করবে না, এমন খুব কমই হয়ে থাকে। আয়েশা বলেন, আমি বললামঃ সুবহানাল্লাহ! লোকজন এমন (জঘন্য) বিষয় রটিয়েছে? আয়েশা বলেনঃ আমার স্ত্রন্দরত অবস্থায় সেই রাত কেটে সকাল হলো। এর মধ্যে আমার অপ্রু বন্ধ হলো না এবং ঘুমতেও পারলাম না। সকালবেলা আমি কাঁদছিলাম। এ সময় অহী আসতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্ত্রীর (আমার) বিচ্ছেদের ব্যাপারে পরামর্শ চেয়ে আলী ইবনে আবু তালিব ও উসামা ইবনে যায়েদকে ডেকে পাঠালেন। আয়েশা বলেনঃ উসামা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রীদের পবিত্রতা ও তাঁদের প্রতি ভালবাসার কারণে বললেন, [হে আল্লাহর রসূল (সঃ)] আপনার স্ত্রী (আয়েশা) সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া অন্যকিছুই জানি না। তাই আপনি তাঁকে নিজের কাছেই রাখুন। আর আলী বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তো আপনার জন্য সংকীর্ণতা রাখেননি। তাঁকে ছাড়া তো আরও বহু মেয়ে আছে। তবে আপনি দাসী বারীরা

জিহ্বেসে করে দেখেন। সে আপনাকে সত্য কথাই বলবে। আয়েশা বলেন : তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বারীরাহকে ডেকে বললেন : বারীরাহ, তুমি তার কোন সন্দেহজনক আচরণ দেখেছো। তখন বারীরাহ বললো : সেই মহান সত্যার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন। আমি তাঁর মধ্যে কোন দোষণীয় ব্যাপার দেখিনি। তবে তিনি অল্প বয়স্কা কিশোরী হওয়ার কারণে শব্দ এতোটুকু দোষ দেখেছি যে, রুটি তৈরী করার জন্য আটা খামীর করে রেখে তিনি ঘূমিয়ে পড়েন, আর বক্রী এসে তা খেয়ে ফেলে। আয়েশা বলেন : তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ (সঃ) উঠে গেলেন এবং মিস্বরে দাঁড়িয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ব্যাপারে সাহায্য কামনা করলেন। তিনি বললেন : হে মূসলিমগণ, যে আমার স্বামীর ব্যাপারে বদনাম ও অপবাদ রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার বিরুদ্ধে—আমাকে কে সাহায্য করতে পার? আমি তো আমার স্বামী সম্পর্কে ভাল ছাড়া খারাপ কিছু জানি না। আর তারা (অপবাদ রটনাকারীরা) এমন এক ব্যক্তির (সাকওয়ান ইবনে মূআত্তাল) নাম উল্লেখ করছে যার সম্পর্কেও আমি ভাল ধারণা ছাড়া মন্দ ধারণা পোষণ করি না। সেও তো আমার অনুপস্থিতিতে আমার স্বামীর কাছে কখনও যায়নি। এ কথা শুনে বনী আবদুল আশহাল গোত্রের সা'দ ইবনে মূআয উঠে বললেন : হে আল্লাহর রসূল! এ ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করবো। সে যদি আমার আওস গোত্রের লোক হয় তাহলে আমি তার শিরোচ্ছেদ করবো। আর যদি আমাদের বন্ধু গোত্র খায়রাজের লোক হয় তাহলে অর ব্যাপারে আপনি যা আদেশ করবেন তাই পালন করবো। আয়েশা বলেন, এ সময় হাসসান ইবনে সাব্বেরের মায়ের চাচাতো ভাই খায়রাজ গোত্রের নেতা সাদ্দ ইবনে উবাদা দাঁড়িয়ে তার প্রতিবাদ করলেন। এ ঘটনার পূর্বে তিনি একজন সৎ ও নেককার লোক ছিলেন। কিন্তু গোত্র-প্রীতির কারণে উত্তেজিত হয়ে তিনি সা'দ ইবনে মূআযকে লক্ষ্য করে বললেন : তুমি মিথ্যা বলেছো—তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং তাকে হত্যা করার ক্ষমতাও তোমার নাই। সে তোমার গোত্রের লোক হলে তার নিহত হওয়া তুমি অবশ্যই পসন্দ কর্তে না। তৎক্ষণাৎ সা'দ ইবনে মূআযের চাচাতো ভাই উসায়ের ইবনে হু'বাইর উঠে সা'দের সমর্থনে বললেন : তুমিই বরং মিথ্যা কথা বললে। আল্লাহর কসম। আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করবো। তুমি মোনাফেক। তাই মোনাফেকদের পক্ষ নিয়ে কথা বলছো। আয়েশা বলেন : এ সময় আওস ও খায়রাজ উভয় গোত্রের লোকেরাই পরস্পর উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং যুদ্ধের সংকল্প করে বসলো। অথচ রসূলুল্লাহ (সঃ) তখনও তাদের সামনে মিস্বারে দাঁড়িয়েছিলেন। আয়েশা বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে ধামিয়ে শান্ত করলেন এবং নিজেও আর কোন কথা বললেন না। আয়েশা বলেন : আমি সৈদিন সারাক্ষণ কেঁদে কাটলাম। অবিরত ধারায় আমার অশ্রুপাত হচ্ছিলো। এমনি মনে হচ্ছিলো কান্নায় আমার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আমি ক্রন্দনরত ছিলাম আর আমার পিতা আমার পাশে বসেছিলেন। ঠিক এমন সময় একজন আনসারী মহিলা আমার কাছে আসতে অনুমতি চাইলে আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সে এসে বসলো এবং আমার সাথে কাঁদতে শুরুর করলো। আয়েশা বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের অবস্থা যখন এই, ঠিক সেই মূহুর্তে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কাছে পৌঁছলেন এবং সালাম দিয়ে বসে পড়লেন। আয়েশা বলেন : অপবাদ রটনার পর থেকে আর তিনি আমার কাছে বসেননি। এদিকে তিনি এক মাস অপেক্ষা করার পরও আমার বিষয়ে কোন অহী তাঁর কাছে আসেনি। আয়েশা বলেন : বসার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) কালেমা শাহাদত পড়লেন এবং তারপর বললেন : যাই হোক আয়েশা, তোমার সম্পর্কে আমি এরূপ অনেক অনেক কথা শুনতে পেলাম। যদি তুমি এ ব্যাপারে নিষ্পাপ ও পবিত্র হও তাহলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করবেন। আর যদি তোমার দ্বারা কোন গোনাহর কাজ সংঘটিত হয়েই থাকে তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তওবা করো। কারণ, বান্দা গোনাহ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। আয়েশা বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কথা শেষ করলে সহসা আমার অশ্রুপাত বন্ধ হয়ে গেলো এমনিমত আমি আর একবিন্দু অশ্রুও অনুভব করলাম না। তখন আমি আমার পিতাকে বললাম : আমার পক্ষ থেকে রসূ-

লুন্লাহ (সঃ)-কে তিনি যা বললেন তার জবাব দিন। আমার পিতা বললেন : আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এর কি জবাব দেবো তা আমি জানি না। তখন আমি আমার মাকে বললাম : রসূলুল্লাহ (সঃ) যা বললেন আমার পক্ষে থেকে তাঁকে তার জবাব দিন। আমার মা বললেন : আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কি জবাব দেবো, তা আমি বুঝতে পারছি না। আমি তখন ছিলাম অল্প বয়স্কা কিশোরী। কোরআন মজীদও বেশী জ্ঞানতাম না। কিন্তু এ অবস্থা দেখে আমিই তখন বললাম : আল্লাহর শপথ! আমি জানি আপনারা এ অপবাদের কাহিনী শুনেনেছন এবং তা বিশ্বাস করে নিয়েছেন। সুতরাং এখন যদি আমি বলি যে, আমি নিষ্পাপ ও পবিত্র, তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি তা স্বীকার করি—যে সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, আমি নিষ্পাপ—তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। আল্লাহর কসম! আমি ও আপনারা আজ যে অবস্থার শিকার, তার জন্য (নবী) ইউসুফের পিতার [ইয়াকুব (আঃ)] কথার উদাহরণ ছাড়া আর কোন উদাহরণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেন : **فصير جميل وثه المستان**

“এখন ধৈর্যধারণ করাই উত্তম পন্থা। আর তোমারা যা কিছু বলেছো সে ব্যপারে আল্লাহ-ই একমাত্র সাহায্যকারী।—(সূরা—ইউসুফ—১১)। এ কথা বলে আমি মূখ ফিরায়ে বিছানায় চূপচাপ শুলে পড়লাম। আল্লাহ তো জানেন যে, সেই মূহূর্তেও আমি পবিত্র। আর আমি এও জানতাম যে, আল্লাহ আমাকে পবিত্র প্রমাণ করবেন। তবে আল্লাহর কসম! আমি কখনও ধারণা করিনি যে, আল্লাহ আমার বিষয়ে অহী নাযিল করবেন, যা পঠিত হবে। আমার কোন ব্যাপারে আল্লাহ আয়াত নাযিল করবেন, নিজেকে আমি এতোখানি যোগ্য মনে করি নাই। বরং আমি এতোটুকু আশা করতাম যে, স্বপ্নের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আমার পবিত্রতা সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন। আল্লাহর শপথ! রসূলুল্লাহ (সঃ) তখনও তাঁর জায়গা ছেড়ে উঠেননি এবং বাড়ীর কোন লোকও তখন বাইরে যায়নি। এ সময় তাঁর ওপর অহী নাযিল শুরূ হলো। অহী নাযিল হওয়ার সময় যে বিশেষ কষ্টকর অবস্থা দেখা দিতো নবী (সঃ)-এর ওপর ঠিক সেই অবস্থা দেখা দিলো। যে বাণী তাঁর প্রতি নাযিল হয়, তার গর্বভার হওয়ার কারণে এরূপ হতো। এমনকি প্রচণ্ড শীতের দিনেও তাঁর দেহে মতীর দানার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়তো। আয়েশা বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কষ্টকর অবস্থা নিরসন হলে তিনি হাসিমুখে প্রথম যে কথাটি বললেন তা হলো : হে আয়েশা! আল্লাহ তো তোমাকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। আয়েশা বলেন : এ কথা শুনলে আমার মা আমাকে বললেন : তুমি উঠে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সম্মান প্রদর্শন করো। আমি বললাম, আমি উঠবো না এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রশংসা করবো না। আয়েশা বলেছেন : আল্লাহ তা’আলা আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে যে দশটি আয়াত নাযিল করেছিলেন, তা হলো :

“যারা এ অপবাদের ঝড় তুলছে, তারা তোমাদের মধ্যকারই ক্ষুদ্র একটি দল। এ ঘটনাকে তোমরা নিজেদের জন্য ক্ষতিকর মনে করো না বরং এও তোমাদের জন্য কল্যাণবহ। এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি ষতখানি তৎপরতা দেখিয়েছে, সে ততখানি গোনাহ অর্জন করেছে। আর যে এ ব্যাপারে বড় রকমের তৎপরতা চালিয়েছে, তার জন্য রয়েছে বড় রকমের আযাব। যে সময় তোমরা এটি শুনলে তখন তোমরা ঈমানদার নারী ও পুরুষ নিজেদের পরস্পরের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করলে না কেন? এবং কেন বললে না যে, এটা সুস্পষ্ট অপবাদ! তারা তাদের আরোপিত অপবাদ প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষী কেন হাজির করলো না? যেহেতু তারা সাক্ষী হাজির করতে পারেনি তাই আল্লাহর কাছে তারাই মিথ্যাবাদী। তোমাদের প্রতি দৃষ্টান্ত ও আখেরাতে যদি আল্লাহর রহমত ও দয়া না হতো, তাহলে তোমাদের ওপর স্ত্রানক সাজা এসে পড়তো। (একটু চিন্তা করে দেখো) যখন তোমরা মূখে মূখে এ মিথ্যা ছড়াচ্ছিলে এবং যে বিষয়ে আদৌ কোন স্তান তোমাদের ছিলো না, মূখে মূখে তার চর্চা করছিলে এবং একে একটা সাধারণ ব্যাপার বলে ভাবছিলে; অথচ আল্লাহর নিকট তা ছিল খুবই মারাত্মক ব্যাপার (তখন তোমরা কত বড় ভুল করছিলে)। এ কথা শোনা মাত্রই তোমরা কেন বললে না যে, এ ধরনের কথা মূখ থেকে বের করাও আমাদের জন্য শোভনীয় নয়।

সুবহানালাহ এতো এক মারাত্মক অপবাদ। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো তাহলে ভবিষ্যতে এরূপ কাজ আর কখনো বেনো না করে। তোমাদের জন্যই আল্লাহ তার আদেশসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও কুশলী। যারা চায় যে, ঈমানদারদের মধ্যে অশলীলতা ছাড়িয়ে পড়ুক তারা দু'নিয়ার জীবনে ও আখেরাতে কঠোর শাস্তির যোগ্য। আল্লাহ সব কিছু জানেন কিন্তু তোমরা জানো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর দয়া ও রহমত যদি না হতো (তাহলে যে বিষয়টি তোমাদের মধ্যে ছড়ানো হয়েছিলো তার কারণে তোমরা একটা জঘন্য পরিণামের সম্মুখীন হতো।) কিন্তু আল্লাহ খুবই দয়ালু ও মেহেরবান (তাই সেই পরিণাম আসেনি)।" (সূরা নূর—আয়াত—১১—২০)।

অতঃপর পবিত্রতা ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলো নাযিল করেন। আত্মীয়তাবন্ধন ও দারিদ্রের কারণে আব্দ বকর সিদ্দীক মিসতাহ ইবনে উসামাকে আর্থিক সাহায্য দিতেন। কিন্তু আয়েশা সম্পর্কে তিনি যা বলেছিলেন সে কারণে আব্দ বকর সিদ্দীক কসম করে বললেন : আল্লাহর কসম, আমি আর কখনো মিসতাহকে আর্থিক সাহায্য দেবো না। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন :

"তোমাদের মধ্যে যারা সম্প্রসৃত, মর্যাদা সম্পন্ন ও বিস্তারিত তাদের উচিত নয়—এমন শপথ করা যে, আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে সাহায্য করবে না। বরং মাফ করে দেয়া এবং মন থেকে গ্লানি দূর করে দেয়া তাদের কর্তব্য। শোন! তোমরা কি পসন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা বড় কুমাশালী ও দয়ালু।" (সূরা—নূর, আয়াত—২২)

(এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর) আব্দ বকর বলে উঠলেন : হাঁ, আল্লাহর কসম—অবশ্যই আমি পসন্দ করি যে, আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। তাই মিসতাহ ইবনে উসামার জন্য তিনি যে অর্থ খরচ করতেন তা আবার দিতে শুরু করলেন এবং বললেন : আল্লাহর শপথ, আমি তাকে এ অর্থ দেয়া কখনো বন্ধ করবো না। আয়েশা বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখনাব বিনতে জাহাশ্কে [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রী] আমার বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি যখনাবকে বলেছিলেন : তুমি আয়েশা সম্পর্কে কি জানো বা দেখছো? জবাবে তিনি [যখনাব (রাঃ)] বলেছিলেন : হে আল্লাহর রসূল, আমি আমার কান ও চোখকে রক্ষা করেছি। আল্লাহর কসম, আমি তাঁর সম্পর্কে ভাল ছাড়া মন্দ জানি না। আয়েশা বলেন : নবী (সঃ)-এর স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই [যখনাব (রাঃ)] আমার সমকক্ষ ও প্রতিস্বল্ভী ছিলেন। কিন্তু খোদাভীতি স্বেয়া আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করলেন। অথচ তাঁর বোন হামযা বিনতে জাহাশ তাঁর পক্ষ হয়ে এ কুৎসা ছড়াচ্ছিলো। আর এভাবে সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে ধ্বংস হয়ে গেলো। (এ হাদীসের) রাবী ইবনে শিহাব যুহরী বর্ণনা করেছেন যে, ওই লোকগুলির নিকট থেকে যা আমার কাছে পৌঁছেছে তাই হলো এ হাদীসটি। উরওয়া ইবনে যুবারের আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা বলেছেন : আল্লাহর কসম—যে ব্যক্তি সম্পর্কে আমাকে অপবাদ দেয়া হয়েছিলো এসব কথা শুনে তিনি বলতেন : সুবহানালাহ! যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ করে বলাই, আমি কখনো কোন স্ত্রীলোকের মাথা খুলে কেশ পর্যন্ত দেখি নাই। আয়েশা বলেন, পরে তিনি আল্লাহর পথে শাহাদত লাভ করেছিলেন।

عَنِ الرَّهْرِئِيِّ قَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ بِنْتُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي كَيْسَانَ
 فِيئِنَّ مَدَّتْ كَائِبَةً قُلْتُ لَأَوْ لِيكَنْ تَدَاخِيرِي فِي رَجَلَةٍ مِنْ قَوْمِكَ أَوْ
 سَكَّةً بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرٍ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ كَائِبَةً
 تَأْتَتْ كَمَا كَانَ عَلَى مَسَلِكِي فِي سَائِمَا.

৩৮৩০. য়হরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (উমাইয়া রাজ বংশের শাসক) আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের দলে আলীও शामिल এ বিষয় কি তুমি কিছ্ জানো? আমি বললাম: না, এ বিষয় আমি কিছ্ই জানি না। তবে আব্দ সালামা আবদুর রহমান ও আব্দ বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারেস মাখরুমী নামক তোমার কওমের দু'জন লোক আমাকে জানিয়েছেন, আয়েশা তাদেরকে বলেছিলেন যে, আলী তাঁর ব্যাপারে চূপচাপ ছিলেন।

۳۸۳۱ - عَنْ أُمِّ رُوْمَانَ وَحَمِيٍّ أُمِّ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَا أَنَا وَمَدَانَا عَائِشَةُ إِذْ وَجِئْتُ

أُمْرًا فَبَيْنَ الْأَنْصَارِ نَقَلْتُ لَعَلَّ اللَّهَ بِغَلَابٍ وَكَعَدْتُ فَقَالَتْ أُمُّ رُوْمَانَ وَمَا ذَاكَ قَالَتْ إِنْخِي فِي

مَنْ حَدَّثَكَ الْمُعَدِّيكَ قَالَتْ وَمَا ذَاكَ قَالَتْ كُنْتُ أَعْلَمُ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ ﷺ قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ وَأَبُو بَكْرٍ كَمَا نَأْتِ نَعَمْ فَخَرَّتْ مُخْبِتًا عَلَيْهِمَا فَمَا نَأْتِ إِلَّا وَ

عَلَيْهَا حُكْمِي بِأَنْفِي كُنْتُ عَلَيْهِمَا نِيَابًا نَكَيْتُهُمَا نِيَابَةَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا تَأْتِ حَدِيثًا

حَدِيثًا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَهُمَا الْحُكْمِي بِأَنْفِي تَلَا نَعَدْتُ فِي حَدِيثِي مُحَمَّدٌ قَالَتْ

نَعَمْ نَعَدْتُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ اللَّهُ الْبَيْنُ حَلَفْتُ لَا تُصَدِّقُونِي وَلَيْسَ تَكَلَّمَ لَأَعْبُدُونِي

مِثْلًا وَمِثْلَكُمْ كَيْفَ تَقْرَبُ وَبَيْنِيهِ وَاللَّهِ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ قَالَتْ كَانَتْ تَصْرَفُ

وَلَمْ يَقُلْ لِي شَيْئًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَذَابًا مَا قَالَتْ بِمُحَمَّدٍ اللَّهُ لَا يُحَدِّثُ أَحَدًا وَلَا يُحَدِّثُكَ -

৩৮৩১. আয়েশার মা উম্মে রুমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (অপবাদের প্রচার চলাকালীন সময়ে একদিন) আমি ও আয়েশা বসেছিলাম। এমন সময় একজন আনসারী মহিলা প্রবেশ করে বলতে শব্দ করলো : আল্লাহ অমুক অমুককে (অপবাদ রটনায় অংশগ্রহণকারীদের নাম নিয়ে) ধ্বংস করুন। তার কথা শব্দে [আয়েশা (সঃ)-এর মা] উম্মে রুমান বললেন : তুমি একি বলছো! সে বললো : যারা কথা (অপবাদ) রটিয়েছে, তাদের মধ্যে আমার পুত্রও शामिल আছে। উম্মে রুমান (আবার) বললেন : কি কথা রটিয়েছে? তখন সে অপবাদ আরোপকারীদের রটনো সব কথা বর্ণনা করলো। তখন আয়েশা তাকে জিজ্ঞেস করলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) কি এসব কথা শব্দেছেন? সে (আনসারী মহিলা) বললো, হ্যাঁ। আয়েশা বললেন : আব্দ বকরও কি শব্দেছেন? সে বললো : হ্যাঁ, তিনিও শব্দেছেন। এ কথা শব্দে আয়েশা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরলে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসলো। আমি (উম্মে রুমান) তখন চাদর দিয়ে তার সারা শরীর ঢেকে দিলাম। পরে নবী (সঃ) আসলেন এবং (এ অবস্থা দেখে) বললেন, এর অবস্থা কি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে। নবী (সঃ) বললেন, হয়তো সে অপবাদের ঘটনা জেনে ফেলেছে। উম্মে রুমান বললেন, হ্যাঁ। এই সময় আয়েশা উঠে বসে বললেন, খোদার শপথ, আমি যদি শপথ করেও আমার পবিত্রতার কথা বলি, তবুও তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে না এবং আমার যুক্তি মানবে না। আমার ও তোমাদের অবস্থা এখন নবী ইব্রাকুব ও তাঁর ছেলে (ইউসুফ)-এর অবস্থায়ই অনুন্নত। তিনি [ইব্রাকুব (সঃ)] বলেছিলেন, -
 وَاللَّهِ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ -
 আল্লাহই আমার সাহায্যকারী।" উম্মে রুমান বর্ণনা করেছেন, এ কথা শব্দে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকেও কিছ্ না বলে চূপচাপ চলে গেলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা আমায় নাখিল করে আয়েশার পবিত্রতা ঘোষণা করলেন। তাই আয়েশা বললেন : আমি একমাত্র আল্লাহর প্রশংসা করি। আর কারও প্রশংসা করি না।

۳۸۳۲ - عَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقْرَأُ إِذَا تَلَّفَوْنَهُ بِاللَّسْتِصَكْرِ وَتَقُولُ أَلَوْ لَقِيَ الْكَذِبُ
قَالَ ابْنُ أَبِي مَيْكَةَ وَكَانَتْ أَهْلَكَ مِنْ غَيْرِ مَا يَذُكُّ بِكَ نَزَلَ فِيهَا.

৩৮৩২. আরোশা থেকে বর্ণিত। তিনি যখন (কোরআন মজীদের সূরা নূরের) আয়াত
الولى اذ تَلْفُونَهُ بِاللَّسْتِصَكْرِ পাঠ করতেন, তখন বলতেন: শব্দের মূল খাত, আলওয়
অর্থ হলো মিথ্যা কথা বা বিষয়। ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ক্বলেছেন: আয়াতের ব্যাখ্যা আরোশা
অন্যদের চাইতে বেশী জানতেন। কেননা, এ আয়াত তাঁরই ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।

۳۸۳۳ - مِنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذُهِبَتْ أَسْبُ حَسَاتٍ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ
لَهُ كَسِبَتْ بِكَ كَانَتْ يَنْفِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَتْ فَاعْتَبِرْ إِسْتَأْذَانَ النَّبِيِّ ﷺ
فِي هِجَابِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ كَيْفَ بِنَبِيِّ قَالَ كَمَا سَأَلْتَ مِنْ الشَّعْرَةِ مِنْ
الْعَجِينِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قُرَيْدٍ سَمِعْتُ هِشَامًا عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَبَّتُ
حَسَاتٍ وَكَانَ مَعِيَ كَقَوْلِهَا.

৩৮৩৩. হিশাম ইবনে উরওয়া তার পিতা উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন।
তিনি বলেছেন যে, আমি আরোশার সামনে হাসসান ইবনে সাবেতকে গালি দিলে তিনি
(আরোশা) বললেন: তাকে গালি দিও না। কেননা, তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পক্ষ হয়ে
কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন। আরোশা বলেছেন যে, হাসসান ইবনে সাবেত কাব্যের
মাধ্যমে মদ্যশরিক কুরাইশদের নিন্দাগাথা বর্ণনা করার অনুমতি চাইলে নবী (সঃ) বললেন:
তুমি কিভাবে তাদের নিন্দাগাথা বর্ণনা করবে? কারণ, আমিও তো তাদেরই বংশধর। হাসসান
ইবনে সাবেত বললেন: আমি আপনাকে এমনভাবে তাদের থেকে আলাদা করে রাখবো, যেমন
আটার খামীর হতে চুল আলাদা করা হয়। মদ্যশরিক ইবনে উকবা বলেছেন যে, উসমান
ইবনে ফারকাদ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন: আমি হিশাম ইবনে উরওয়াকে তার পিতা
উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণনা করতে শুনছি। তিনি বলেছেন: আমি হাসসান ইবনে
সাবেতকে গালি দিয়েছি। কারণ, সেও আরোশার প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের একজন
ছিলো।

۳۸۳۴ - عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْتُ كَلَّ عَائِشَةَ وَعِنْدَ مَا حَسَاتُ بْنُ ثَابِتٍ يُشْفِدُهَا
بِشَعْرٍ أَيْتَبَّ بِأَيَاتٍ لَهُ وَقَالَ هَ حَسَاتُ رَزَائٍ مَا تَرْتَقِي بِرَيْبِيَّةٍ ۚ وَتَصْبِرُ عُرْثِي مِنْ
مُجُومِ الْخَوَازِئِلِ ۚ . فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ لِكَيْتِكَ لَيْتَكَ كَمَا تَلِكُ قَالَ مَسْرُوقٌ نَقَلْتُ
لَهَا بِرِثَاءُ فِي لَهْ أَنْ يَشُدَّ حَلَّ عَلَيْكَ وَتَمَدَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى « وَالَّذِينَ تَأْتُوا بِكِبْرَةٍ مِنْهُمْ
لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ » قَالَتْ وَأَيُّ عَذَابٍ أَسْتَدَّ مِنَ الْعَمَى فَقَالَتْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ
يُنَافِرُ أَوْبَهُاجِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

ইতিহাসে আরোশা থেকে বর্ণিত। তিনি যখন (কোরআন মজীদের সূরা নূরের) আয়াত
الولى اذ تَلْفُونَهُ بِاللَّسْتِصَكْرِ পাঠ করতেন, তখন বলতেন: শব্দের মূল খাত, আলওয়
অর্থ হলো মিথ্যা কথা বা বিষয়। ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ক্বলেছেন: আয়াতের ব্যাখ্যা আরোশা
অন্যদের চাইতে বেশী জানতেন। কেননা, এ আয়াত তাঁরই ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।

০৮৩৪. মাসরূক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আয়েশার কাছে গিয়ে দেখলাম, হাসসান ইবনে সাবেত তাকে নিজের রচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন। তিনি (হাসসান ইবনে সাবেত) হযরত আয়েশার প্রশংসা করে আবৃত্তি করছেন :

“তিনি সতীষ ও দৃঢ় নৈতিক চরিত্রের অধিকারিণী, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন জ্ঞানবতী, তার প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ পোষণই শোভা পায় না। তিনি অভুক্ত থাকেন তবুও অন্দর্শিত লোকদের গোশত খান না অর্থাৎ কারো গীবত করেন না।” এ কথা শুনে আয়েশা তাকে বললেন : কিন্তু আপনি যা বলেছেন নিজে তো তেমন নন। মাসরূক বর্ণনা করেছেন যে, আমি আয়েশাকে বলোছিলাম, আপনি হাসসান ইবনে সাবেতকে আপনার কাছে আসতে অনুরোধ দেন কেন? আল্লাহ তা’আলা তো তার সম্পর্কেই কোরআন মজীদে বলেছেন : তাদের মধ্যে যে অপবাদ রটনার ব্যাপারে বেশী তৎপর হয়েছে, তার জন্য বড় শাস্তি অপেক্ষা করছে। আয়েশা বললেন : অন্ধ থেকে বড় শাস্তি আর কী হতে পারে? তিনি [আয়েশা (রাঃ)] আরো বললেন : হাসসান ইবনে সাবেত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে কাফেরদের মোকাবিলা করেছেন এবং তাঁর পক্ষ হয়ে কাফেরদের নিন্দার্গাথা (কবিতার মাধ্যমে) প্রচার করেছেন।

অনুচ্ছেদ : হুদাইবিয়ার যুদ্ধ। মহান আল্লাহর বাণী :

لَقَدْ رَمَى اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمُوا مَا فِي قُلُوبِهِمْ
فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَاهُمْ فِتْنًا قَرِيبًا۔ (سورة الفتح- آية ١٨)

“নিশ্চয়ই আল্লাহ মু’মিনদের প্রতি সম্মুখ হইয়াছেন—যখন তারা গাছেরতলায় বসে আপনার হাতে বাইআত গ্রহণ করছিলো, তাদের অন্তরের সেই সময়ের কথা আল্লাহ জানতেন। তাই তিনি তাদেরকে প্রশান্তি দান করলেন এবং অতিশীঘ্র বিজয়ও দান করলেন।”

২৪২৫ - عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَبَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمُوا مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَاهُمْ فِتْنًا قَرِيبًا۔ (سورة الفتح- آية ١٨)

مَطْلُوكَ ذَاكَ نَيْلَةَ نَصْلِ تَنَارِ سَوْلِ اللَّهِ ﷺ الْقَبْرِ ثُمَّ أَتَيْتَنَا فَقَالَ أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فَلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ نَقَالَ قَالَ اللَّهُ أَصْبِرْ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنِينَ وَكَافِرِينَ فَمَا مَن تَالِ مَطْرُنَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَبِرِزْقِ اللَّهِ وَيُقْبَلُ اللَّهُ تَعْمُرُ مُؤْمِنِينَ وَكَافِرِينَ بِالنُّكُوبِ وَأَمَّا مَنْ تَالِ مَطْرُنَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَبِرِزْقِ اللَّهِ وَيُقْبَلُ اللَّهُ تَعْمُرُ مُؤْمِنِينَ وَكَافِرِينَ بِالنُّكُوبِ كَأَنِّي بِنِ.

০৮৩৫. য়ায়েদ ইবনে খালেদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : হুদাইবিয়ার যুদ্ধের বছর আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। একদিন রাতের বেলা বৃষ্টি হতে থাকলো। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ালেন এবং তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন : তোমরা কি জানো, তোমাদের রব (আল্লাহ তা’আলা) কি বলেছেন? আমরা বললাম : আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন যে, আল্লাহ তা’আলা বলেছেন : আমার বান্দাদের অনেকেই (এ বৃষ্টির দ্বারা) আমার প্রতি ঈমান পোষণকারী হয়েছে আবার অনেকেই আমাকে অমান্য করে কাফের হয়ে গিয়েছে। যারা বলেছে আল্লাহর রহমত ও করুণায় নিষক হিসেবে এ বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার প্রতি ঈমান পোষণকারী এবং তারকার প্রভাব অস্বীকারকারী।

আর যারা বলেছে যে, অমরু তারকার প্রভাবে ৭৬ বৃষ্টি হয়েছে, তারা তারকার প্রতি ঈমান পোষণকারী এবং আমাকে অস্বীকারকারী।

۳۸۳۶ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرَ كَلَمَنَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ
إِلَّا أَنِّي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ عُمَرَةُ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةُ مِنَ
الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةُ مِنَ الْجِعْرَاتِ حَيْثُ قَسَمَ عَلَانِيَةً
حَيْنَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةُ مَعَ حَجَّتِهِ.

৩৮৩৬. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) চারটি উমরা পালন করেছেন এবং হজ্জের সাথে যেটি করেছেন সেটি ছাড়া সব কাঁটি য়ুল-কা'দাহ মাসে পালন করেছেন। হুদাইবিয়া থেকে যে উমরাটি তিনি পালন করেছিলেন, তা ছিলো য়ুল-কা'দাহ মাসে, হুদাইবিয়ার পরের বছর যে উমরাটি পালন করেছিলেন সেটি ছিলো য়ুল-কা'দাহ মাসে এবং জিরানা নামক স্থান থেকে যে উমরাটি পালন করেছিলেন তাও ছিলো য়ুল-কা'দাহ মাসে। এখানে এসেই তিনি হুদায়নের যুদ্ধে লক্ষ গণমাতে মাল বণ্টন করেছিলেন। আর সর্বশেষ উমরাটি তিনি হজ্জের সাথে পালন করেছিলেন।

۳۸۳৮ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَتَادَةَ أَنَّ أَبَا حَدَّادَةَ قَالَ إِسْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ
ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَأَحْرَمَ أَجْمَعًا وَلَمْ أَحْرَمِ.

৩৮৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা তাকে বর্ণনা করেছেন যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর নবী (সঃ)-এর সাথে আমরাও গিয়েছিলাম। তাঁর সমস্ত সাহাবা উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি ইহরাম বাঁধিনি।

۳۸۳۸ - عَنِ الْبُرَّاءِ قَالَ تَعَدُّونَ أَسْتَمَرَ الْقَوْمَ فَمَكَةَ وَتَدَّكَانَ كَثْرَةَ
مَكَّةَ فَمَا وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ كُنَّا نَخِ النَّبِيَّ
ﷺ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً وَالْحُدَيْبِيَّةَ بِئْسَ فَتْرَةً عَلَيْنَا مَا نَلُونُ تَرُكُ فِيهَا
قَطْرَةً بَلَّغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَاهَا جُلُوسًا عَلَى الْمَشْفِئِ مَا تَرَدَّ عَابَانِيَةٌ مِنْ مَاءٍ

৭৬. তারকা বা অন্য কোন বস্তুর প্রভাবে এ পৃথিবীতে কিছই সংঘটিত হয় না। বরং যা কিছ সংঘটিত হয় একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার কুদরত, শক্তিমত্তা ও ইচ্ছাতেই হয়। কারণ, এ গোটা বিশ্বের নিয়ন্তা প্রশাসক ও সার্বভৌম ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক মালিক তিনিই। কোন কিছ ঘটনা-ঘটা তাঁরই এখতিয়ারাধীন। তিনি যা ঘটান তাই ঘটে। সুতরাং তাঁর এখতিয়ারের বাইরে কোন তারকার প্রভাবে কিছ সংঘটিত হয় এমন আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করা প্রকারণতরে আল্লাহর এখতিয়ার ও সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা। সুতরাং বৃষ্টিপাত হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে যারা তারকার প্রভাব আছে বলে বিশ্বাস করে, তারা তারকার শক্তির প্রতিই ঈমান পোষণ করে। আর এটা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী হওয়ার তা কুফরীর পর্যায়ভুক্ত। তাই ইমাম নবত্বীর মতে যারা এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, তারকার প্রভাব ও শক্তিমত্তাই বৃষ্টিপাতের মূল উৎস, তারা কুফরীতে লিপ্ত হয় এবং তাদের এ আচরণ জাহেলী আচরণ। ইমাম শাকেরী এবং অধিকাংশ উলামা এ মতই পোষণ করেন।

مَتَوَّعًا مَّفْصُوعًا وَدَعَا نَسْرَ مَبِيَّةٍ فِيهَا فَتَرَ كُنَّا مَا غَبَّرَ بَعِيدًا ثُمَّ إِنَّمَا أَصْدَرْنَا
مَا شِئْنَا عَنَّا وَرِكَابَنَا۔

৩৮৩৮. বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: কুরআন মজীদের আয়াত
إِنَّا قَتَلْنَا لَكَ لَمَتًا مَهِينًا তে যে ফাত্বাহ বা বিজয়ের কথা বলা হয়েছে মক্কা বিজয়কে
তোমরা সেই বিজয় বলে মনে করো। অবশ্য মক্কা বিজয়ও একটি বিজয়। তবে এ আয়াতে
উল্লেখিত বিজয়কে আমরা হুদাইবিয়ায় অবস্থানকালে অন্তর্ভুক্ত “বাই’আতুর রিদওয়ানকেই”
মনে করি। সে সময় নবী (সঃ)-এর সাথে আমরা চৌদ্দশ’ লোক ছিলাম। ঐখানে একটি
কূপের নাম ছিলো হুদাইবিয়া। (সেখানে পৌঁছে) আমরা এর পানি উঠিয়ে ব্যবহার
করতে করতে তা নিঃশেষ হয়ে গেলো। এমনকি এক বিন্দু পানিও আর ছিলো না। রসূ-
লুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি এসে কূপের পাড়ে বসলেন, পরে এক পায়
পানি আনিয়ে অবনু করলেন এবং গড়গড়া কুপিল করলেন। তারপর দো’আ করে অবশিষ্ট পানি
কূপের মধ্যে ঢেলে দিলেন। আমরা অল্প কিছুক্ষণ কূপের পানি উঠানো বন্ধ রাখলাম।
পরক্ষণেই আমরা আমাদের নিজেদের ও সওয়ারী পশুর জন্য প্রচুর পানি কূপ থেকে লাভ
করলাম। ৭৭

۳۸۳۹- عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ أَتَانَا الْبِرَاءُ بْنُ عَازِبٍ أَتَمَّرًا كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ أَقْفَادًا رُبِحَ مِائَةٌ أَوْ أَكْثَرَ فَتَرْتَرُوا عَلَيَّ بِرَفْرَجِهَا
فَأَتَوَارَسُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَبَى الْبِرَاءُ وَقَعَدَ عَلَيَّ سَقِيرًا مَأْسُورًا قَالَ أُمَّتِي فِي يَدَيْهِ
مِنْ مَائِنَا فَأَتَى بِهِ فَبَصَقَ نَدَا عَاشِرًا قَالَ دَعَوْهَا سَاعَةً فَأَرَوُوا أَنفُسَهُمْ وَ
رِكَابَهُمْ حَتَّى إِذَا تَجَلَّوْا۔

৩৮৩৯. আব্দু ইসহাক (আমর ইবনে আবদুল্লাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন:
আমাকে বারা ইবনে আযেব জানিয়েছেন যে, হুদাইবিয়ার যুদ্ধে তাঁরা চৌদ্দশ’ কিংবা তারও
বেশী সাহাবা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন। হুদাইবিয়াতে তাঁরা একটি কূপ থেকে
পানি সংগ্রহ করতে থাকলেন। উঠাতে উঠাতে সব পানি নিঃশেষ হয়ে গেলো। সবাই
রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বিষয়টি জানালে, তিনি কূপটির কাছে এসে এর কিনারে
বসে বললেন: আমাকে এই কূপের এক বালতি পানি দাও। তাঁকে এক বালতি পানি দেয়া হলে
তিনি তাতে থুথু নিষ্ক্ষেপ করলেন এবং পরে দো’আ করে বললেন: কিছু সময়ের জন্য এ
থেকে পানি উঠানো বন্ধ রাখো। এরপর সবাই সে কূপ থেকে নিজেদের ও সওয়ারী জন্তু-
সমূহের জন্য প্রচুর পানি সংগ্রহ করেছেন এবং পরে স্থান ত্যাগ করেছেন।

۳۸۴۰- عَنْ جَابِرِ تَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ
بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ فَتَدَعَا مِنْهَا نَسْرًا قَبِلَ النَّاسُ نَحْوَهُ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ مَا لَكُمْ تَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا نَشْرَبُ
إِلَّا مَا فِي رَكْوَتِكَ سَأَلَ مَوْصِعَ النَّبِيِّ ﷺ يَدُكَ فِي الرِّكْوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ

مِنْ بَيْنِ أَمْصَاعِهِ كَأَمْثَالِ الْعِيُونِ قَالَ فَسُرِينَادُ تَوْضَانَا نَقَلْتُمْ لِمَا بَدَلْتُمْ كُنْتُمْ
يَوْمَئِذٍ قَالُوا كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكِنَّا كُنَّا خُمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً

০৮৪০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: হুদাইবিয়ার যুদ্ধের সময় একদিন লোকেরা পিপাসার্ত হয়ে পড়লো। সে সময় মাত্র একটি চর্ম-পাত্র ভর্তি পানি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে ছিলো। তিনি তা দিয়ে অর্থ করলেন। পরে লোকেরা তাঁর কাছে আসলে, তিনি তাদেরকে ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করলেন। তারা বললো: হে আল্লাহর রসূল! আপনার চর্ম-পাত্রের পানি ছাড়া আমাদের কাছে পান করার বা অর্থ করার মতো কোন পানি নেই। জাবের বর্ণনা করেছেন: এ কথা শুনে নবী (সঃ) তাঁর হাত চর্ম-পাত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আঙ্গুলগুলোর মধ্যবর্তী জায়গা থেকে ঋণাধারার মতো পানি ফুটে বের হতে লাগলো। জাবের বর্ণনা করেছেন যে, আমরা সে পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করলাম এবং তা দিয়ে অর্থও করলাম। রাবী সালেম ইবনে আবদুল জা'অদ বলেছেন: আমি তখন জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম, সে সময় আপনাদের সংখ্যা কত ছিলো? জাবের বললেন: আমাদের সংখ্যা এক লাখ হলেও সেই পানিই আমাদের জন্য যথেষ্ট হতো। কিন্তু আমাদের সংখ্যা ছিলো তখন পনেরশ' ৭৮ মাত্র।

৩৮৮১- عَنْ قَتَادَةَ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بَلَعْنِي أَتْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كَانَتْ
يَقُولُ كَانُوا أَرْبَعًا عَشْرَةَ مِائَةً فَقَالَ لِي سَعِيدٌ حَدَّثَنِي جَابِرٌ كَانُوا خُمْسَ
عَشْرَةَ مِائَةٍ الَّذِينَ بَايَعُوا النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ تَابَعَهُ أَبُو دَاوُدَ
وَحَدَّثَنَا قَتَادَةَ وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

০৮৪১. কাভাদা ইবনে দি'আম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি সাদ্দ ইবনে মুসাইয়েবকে বললাম: আমি জানতে পারলাম জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করতেন যে, হুদাইবিয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবাদের সংখ্যা ছিলো চৌদ্দশ'। এ কথা শুনে সাদ্দ ইবনে মুসাইয়েব আমাকে বললেন: জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁদের সংখ্যা (হুদাইবিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) ছিলো পনেরশ'। অর্থাৎ হুদাইবিয়ার যুদ্ধে যারা নবী (সঃ)-এর হাতে হাত দিয়ে (গাছতলায়) বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন। আবু দাউদ অর্থাৎ সাল্ত ইবনে মুহাম্মদ কুর'রা ইবনে খালেদ মাসদুদীর মাধ্যমে কাভাদা ইবনে দি'আমা থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং মুহাম্মদ ইবনে বাশশার আবু দাউদ অর্থাৎ সাল্ত ইবনে মুহাম্মাদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৮৮২- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ
أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعًا مِائَةً وَلَوْ كُنْتُمْ أَلْفًا لَأَبْصَرْتُمُ الْيَوْمَ

৭৮. দেখা যাচ্ছে হুদাইবিয়ার যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের সংখ্যা কোন হাদীসে চৌদ্দশ', কোন হাদীসে পনেরশ' আবার কোন হাদীসে তেরশ' উল্লেখিত হয়েছে। তাহলে প্রকৃত সংখ্যা কত? এর জবাবে বলা যেতে পারে, সাহাবাদের সংখ্যা চৌদ্দশ'-র কিছু বেশী ছিলো। কেউ ভ্রংশান বদ দিয়ে নিম্নতম সংখ্যা চৌদ্দশ' বর্ণনা করেছেন আবার কেউ ভ্রংশান উল্লেখ না করে অঞ্চল সংখ্যা (Round figure) উল্লেখ করেছেন। আর যারা তেরশ' বর্ণনা করেছেন, তাদের সঠিক সংখ্যা জানা না থাকায় অন্তর্মনে ওপর নির্ভর করে তেরশ' উল্লেখ করেছেন।

আর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আঙ্গুলসমূহের মধ্যখান থেকে ঋণাধারার মতো পানি ফুটে বের হওয়া তার একটা মন্বজ্জ্বা।

لَدَيْكُمْ مَكَاتِ الشَّجَرَةِ تَابِعَهُ الْأَعْمَشُ سَمِعَ سَالِمًا سَمِعَ جَابِرًا أَلْفَاذَ أَرْبَعٍ
 مِائَةٍ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ مَعَاذَ حَدِّ تَنَا ابْنِ حَدِّ تَنَا شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدٍ
 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي أَوْفَى كَانَتْ أَشْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفَاذَ ثَلَاثِ مِائَةٍ وَ
 كَانَتْ أَسْأَلُوا تَمَنَّى الْمُهَاجِرِينَ.

৩৮৪২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে বলেছিলেন : পৃথিবীর সকল অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই উত্তম। তখন আমাদের [যারা হুদাইবিয়ার যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলাম] সংখ্যা ছিলো চৌদ্দশ'। আজ যদি আমার দৃষ্টিশক্তি থাকতো (তিনি তখন অশ্ব হয়ে গিয়েছিলেন) তাহলে যে গাছের নীচে বাই'আত হয়েছিলো তা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম। আমাশও হাদীসটি সালেমের মাধ্যমে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে হুদাইবিয়ার সন্ধির অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ হুদাইবিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের সংখ্যা ছিলো চৌদ্দশ'। উবায়দুল্লাহ ইবনে মু'আয তার পিতা, শূ'বাও আমর ইবনে মুররার মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে আব্দু আওফা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, গাছের নীচে বাই'আত গ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিলো তেরশ'। আর মুহাজিরদের মধ্যে আসলাম গোত্রের লোকের সংখ্যা ছিলো মুহাজিরদের মোট সংখ্যার এক অষ্টমাংশ।

۳۸۴۳- عَنْ كَيْسِ بْنِ سَمِيعٍ مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّ يَقُولُ وَكَانَ مِنْ أَشْحَابِ
 الشَّجَرَةِ يُقْبِعُ الصَّاحِبُونَ الْأَوَّلَ وَالْأَوَّلَ وَتَبَقِيَ حَفَالَةَ كُنْفَالَةَ النَّمْرِ وَالشَّعْبِ
 لَيَقْبَأُ اللَّهُ بِمِثْرٍ شَيْئًا.

৩৮৪৩. কয়েস ইবনে আব্দু হাযেম থেকে বর্ণিত। তিনি হুদাইবিয়ার যুদ্ধে গাছের নীচে বাই'আত গ্রহণকারী সাহাবা মিরদাস ইবনে মালেক আসলামীকে বলতে শুনছেন যে, পদাযান ও সং লোকদেরকে একের পর এক উঠিয়ে নেয়া হবে। তারপর যারা থাকবে তারা হবে খেজুর ও যবের ছালের গতো অপদার্থ। ৭৯ আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের কোন গুরুত্ব ও প্রয়োজন থাকবে না।

۳۸۴۴- عَنْ هُرَيْرٍ وَالدَّيْلَمِيِّ مَوْلَى أَبِي سَلَمَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي
 بَيْعَةِ عَشْرَةِ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَتْ يَدَى الْحَيْفَةِ تَكَدَّ الْعَدَى وَ
 أَشْعَمُ وَآخِرُ مِمَّا لَا أَحْمَى كَثُرَ سَمِعْتُهُ مِنْ سَقِينٍ حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيْ
 أَحَقُّ مِنَ الرَّجْمِ فِي الْأَشْعَارِ وَالْتَقْلِيدِ فَلَا أُدْرِي بَيْنِي مَوْضِعَ الْأَشْعَارِ وَ
 التَّقْلِيدِ أَوْ الْحَبِيبِ كَلَّةً.

৭৯. অর্থাৎ দু'নিয়া থেকে মু'মিনদের উঠিয়ে নেয়ার পর থাকবে শূদ্র, দৃষ্ট ও দৃষ্টিহীন লোক। এদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

৩৮৪৪. মারওয়ান ইবনুল হাকাম ও মিসওয়াল ইবনে মাখযামা থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) তেরশ'র অধিক সাহাবা নিয়ে হুদাইবিয়ার দিকে রওয়ানা হলেন। যুল-হুলাইফা ১০ নামক স্থানে উপনিত হলে তিনি কোরবানীর পশুর গলায় কোরবানীর প্রতীকস্বরূপ কাপড় বাঁধলেন, (কোরবানীর পশুর) ক'জ কাটলেন এবং ইহরাম বাঁধলেন। হাদীসের রাবী আলী ইবনে আবদুল্লাহ আল মাদানী বলেন, আমি সূফিয়ান ইবনে উয়াইনার নিকট থেকে হাদীসটি কতবার শুনছি (অথবা হুদাইবিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের সংখ্যা কত শুনছি) তার সংখ্যা উল্লেখ করতে পারছি না। অবশেষে তাকে বলতে শুনলাম কোরবানীর পশুর গলায় কোরবানীর চিহ্নস্বরূপ কাপড়খন্ড বাঁধা এবং ক'জ কাটার কথা শুনছি বলে মনে নেই। এ কথা বলে আলী ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাদানী ক'জ কাটাও কোরবানী-পশুর চিহ্নস্বরূপ কাপড় খন্ড বাঁধার স্থান, না পুরা হাদীসটি স্মরণ না থাকার কথা বলেছিলেন তা আমার জানা নেই।

۳۸۴۵. عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى وَقَمَلَهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُّؤْذِيكَ هَذَا يَا كَعْبُ قَالَ تَأَلَّمْتُ نَوْمًا فَارَمَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَن يَمْلِكَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ لَمْ يَبْتِنْ لَمْ يَأْتِهِمْ أَنَّهُمْ يَجْلُونَ نَابَهَا وَصَوَّرَ عَلَى طَمْحِ أَثَدٍ يَدٌ خَلَا وَمَكَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفَيْدِيَّةَ فَارَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَن يَطْلِعَ فَرَتَا يَنْ سِتَّةَ مَسَاكِينٍ أَوْ يَهْدِي مِائَةَ أَوْ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

৩৮৪৫. কা'ব ইবনে উজরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে (কা'ব ইবনে উজরাকে) দেখলেন উকুন তার মাথা থেকে মৃদুমন্দলের ওপর করে করে পড়ছে। এ অবস্থা দেখে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: এই ক্ষুদ্র কীটগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তাই হুদাইবিয়ার অবস্থানকালে রসূলুল্লাহ (সঃ) তার মাথা মৃদুন্দন করতে আদেশ করলেন। তখন মক্কার প্রবেশ করতে তারা খুবই বগ্ন-ব্যাকুল ছিলেন। কিন্তু হুদাইবিয়াতেই ইহরাম ভঙ্গ করতে হবে তা তিনি তাদেরকে জানাতে পারেননি। তাই আল্লাহ তা'আলা ফিদয়া আদায়ের আদেশ করে আয়াত নাযিল করলেন। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে (কা'ব ইবনে উজরা) ছ'জন মিসকীনকে এক ফারাক (প্রায় বারো সের) খাদ্য খাওয়াতে; অথবা একটি বকরী কোরবানী করতে অথবা তিন দিন রোযা রাখতে আদেশ করলেন।

۳۸۴۶. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى التَّوَقِّ فَلَحَقَتْ عُمَرَ امْرَأَةٌ مِثْلُهَا فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ ضَيْبِيَّةً صَغَارًا وَاللَّهِ مَا يَنْضَجُونَ كَرَامًا وَلَا لَهُمْ رِزْقٌ وَلَا صُرْعٌ وَحَنِيئَةٌ أَثَنًا كُلُّهُمْ لِقَبِيحٍ وَأَنَا بِنْتُ جَعْفَرِ بْنِ أَيَّمَاءِ الْعِفَارِيِّ وَتَدْرُسُهُمْ أَيْفَى الْحُدَيْبِيَّةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَقَفْتُ مَعَهُمَا عُمَرُو لَوْ يُعِينُ لَمْ يَقَالَ

৮০. যুল-হুলাইফা মদীনাবাসী বা মদীনী অভিক্রম করে হজ্জের উদ্দেশ্যে আগমনকারীদের মাকাত বা ইহরাম বাঁধার স্থান। ইহরাম না বেঁধে এ ভ্রমণে অতিক্রম করা নিষিদ্ধ।

مُرَجَّبًا يَسْبِقُ فَرِيضَةَ نَوْمِ أَنْصَرَفَ إِلَى بَيْتِ طَهْمِيذٍ كَانَ مَرْبُوبًا فِي الدَّارِ فَعَمَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ
 مَلَكَةَ مِمَّا لَهَا مَا وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَنِيَابًا شَرًّا نَادَا لَهَا بِحُكْمِهَا شَرًّا قَالَ ائْتَدِ بِهِ
 فَلَنْ يَفْنَى حَتَّى يَأْتِيَكُمُ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَقَالَ رَجُلًا يَا أُمِّيَّةُ الْمُرُومِيَّةُ أَكْثَرَتْ لَكَ
 قَالَ عُمَرُ نَكِحْتُكَ أُمَّكَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى أَبَا هَذِهِ وَأَخَاهَا تَدَا حَا مَرَّ حُصْنًا
 زَمَانًا فَافْتَحَا شَرًّا صَبِحْنَا نَسْتَفِي سُهُمَا نُهُمَا فِيهِ .

৩৮৪৬. য়ায়েদ ইবনে আসলাম তার পিতা আসলাম থেকে বর্ণনা করেছেন : আসলাম বলে-
 ছেন যে, আমি উমর ইবনুল খাতাবের সাথে বাজারে গেলাম। সেখানে তাঁর কাছে একজন
 যুবতী এসে বললো : হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার স্বামী ছোট ছোট বাচ্চা রেখে মৃত্যু-
 বরণ করেছেন। কিন্তু বাচ্চাদের খাবার সংস্থান করতে পারি এমন কিছুই রেখে যাননি।
 কিংবা কোন কৃষিভূমি বা দখল উট বকরীও রেখে যাননি। কঠিন দুর্ভিক্ষে তারা ধ্বংস হয়ে
 যাবে বলে আমি শংকিত। আমি খুফাফ ইবনে আয়মা গিফারীর কন্যা, আমার পিতা হুদাই-
 বিয়ার যুদ্ধে নবী (সঃ)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উমর তাকে অতিভয় না করে
 দাঁড়িয়ে থাকলেন। এরপর তিনি (উমর) বললেন : তোমার গোত্র-গোষ্ঠীকে ধন্যবাদ, তারা
 তো আমার নিকটের লোক। তারপর তিনি গিয়ে আস্তাবলে ব্রহ্মিষ্ঠ উটের মধ্য থেকে বোঝা
 বহনে শক্ত-সামর্থ্য একটি উট এনে দু'টি বস্তায় খাদ্য ভর্তি করে এবং তার মধ্যে কিছু নগদ
 অর্থ ও কাপড় দিয়ে মহিলার হাতে তার লাগাম দিয়ে বললেন ; এর লাগাম ধরে নিয়ে যাও।
 এগুলো নিঃশেষ হওয়ার আগেই আল্লাহ তা'আলা হয়তো এর চেয়ে উত্তম কিছু তোমাকে
 দান করবেন। এ দেখে এক ব্যক্তি বললো : আমীরুল মু'মিনীন! আপনি তাকে অনেক
 বেশী দিলেন। উমর তাকে বললেন : তোমার জন্য তোমার মা কাঁদুক। আল্লাহর কসম,
 আমি জানি এ মহিলার পিতা ও ভাই দীর্ঘদিন পর্যন্ত কাফেরদের একটি দুর্গ অবরোধ করে
 রেখেছিলো এবং অবশেষে তা দখলও করেছিলো। পরে আমরা তাদের দু'জনকে (মহিলার
 পিতা ও ভাইকে) দুর্গ বিজয়ের পর গণিমাতের অংশ যথাযোগ্যভাবে প্রদান করেছিলাম।
 অর্থাৎ ঐ দুর্গ বিজিত হওয়ার পর তার গণিমাতের মাল আমরাও গ্রহণ করেছিলাম এবং এ
 মহিলার পিতা ও ভাইকেও দিয়েছিলাম।

۳۸۴۷ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ شَرًّا أَيَّتَمَّا
 بَعْدَ نَلْمِ أَهْلِهَا قَالَ مُحَمَّدٌ دُرًّا أَيَّتَمَّا بَعْدَ .

৩৮৪৭. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব তার পিতা মুসাইয়েব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি
 বলেছেন : যে গাছের নীচে বাই'আত গ্রহণ করা হয়েছিলো, আমি সেই গাছটি দেখেছিলাম।
 পরে এক সময় সেটি আবার দেখতে গেলাম। কিন্তু সেবার আর তা চিনতে পারলাম না।
 [ইমাম বুখারী (রঃ)-এর শায়েখ] মাহমুদ ইবনে গায়লান বর্ণনা করেছেন যে, সাঈদ ইবনে
 মুসাইয়েব বলেছিলেন, পরে আমি সেটি ভুলে গিয়েছি।

۳۸۴۸ - عَنْ طَارِقِ بْنِ عَسِيدِ الرَّحْمَنِ قَالَ إِذْ نَطَلْتُ حَاجًّا كُرْرَتْ بِقَوْمٍ يُمَلِّوْنَ
 ثَلْتِ مَهْلًا الْمَسْجِدَ تَأْوِأَهُ هَذِهِ الشَّجَرَةَ حَيْثُ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْعَةَ الزُّمَلِ
 تَأْتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ مَا خُبَرْتُهُ فَقَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ كَانَ يَمِينُ

بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَحْتِ الشَّجَرَةِ قَالَ نَلْنَا كُرْجَنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ لَيْسَ مَا
 نَلْمُ نَقْدِرُ عَلَيْهِمَا فَقَالَ سَعِيدٌ إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَمْ يُكَلِّمُوا مَا
 عَلِمْتُمُوهُمَا أَتَشْرُونَ أَنْتُمْ أَعْلَمُوا-

৩৮৪৮. তারেক ইবনে আবদুল রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি হুশ্জর উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে রাস্তায় একদল লোককে এক জারগায় নামায পড়তে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, এটা আবার নামাযের কেমন জায়গা? তারা বললো : এটি সেই গাছ, যার নীচে বসে রসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবাদের নিকট থেকে বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন—যে বাই'আতের নাম বাই'আতুর রিদওয়ান। পরবর্তী সময়ে আমি সাঈদ ইবনে মুসাইয়েবের কাছে গিয়ে তাকে সব জানালে তিনি বললেন : গাছটির নীচে যারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বাই'আত করেছিলেন, আমার পিতা মুসাইয়েব ইবনে হাসান ছিলেন তাদের একজন। তিনি বলেছেন : বাই'আতের পরের বছর আমরা গাছটির কাছে গেলে বৃষ্টিতে পারলাম যে, আমরা সেটি ভুলে গিয়েছি। তাই আমরা আর সে গাছটি চিনতে পারলাম না। এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব বললেন : নবী(সঃ)-এর সাহাবাগণ (সেখানে উপস্থিত থেকে বাই'আত গ্রহণ করা সত্ত্বেও) যে গাছটিকে চিনতে পারলেন না, আর তোমরা সেটি চিনে ফেললে। তাহলে কি তোমরা তাঁদের চেয়েও বেশী জানো?

۳۸۴۹- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّكَ كَاتٍ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتِ الشَّجَرَةِ
 فَرَجَعْنَا إِلَيْهَا الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَعَبَيْتُ عَيْلَتِ-

৩৮৪৯. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, গাছের নীচে যারা [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে] বাই'আত হয়েছিলেন, তাঁর পিতা মুসাইয়েব ছিলেন তাদের একজন। মুসাইয়েব বর্ণনা করেছেন, কিন্তু পরের বছর আমরা সেখানে গেলে বৃষ্টিতে পারলাম যে, গাছটিকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি (অর্থাৎ চিহ্নিত করতে পারছি না)।

۳۸۵۰- عَنْ طَارِقِ بْنِ كَسْرَةَ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الشَّجَرَةَ فَضَعِكَ
 فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي وَكَانَ شَاهِدًا مَا-

৩৮৫০. তারেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (যে গাছের নীচে বাই'আতুর রিদওয়ানের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের কাছে (সে) গাছটির ৮১ বিষয় উল্লেখ করা হলে তিনি হেসে বললেন যে, আমার পিতা ছিলেন বাই'আতুর রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারীদের একজন। তিনি আমাকে গাছটি সম্পর্কে বলেছিলেন (অর্থাৎ পরবর্তী বছর তাঁরা সেখানে গেলে গাছটিকে চিনতে পারেননি)।

৮১. পরের বছর সাহাবাগণ হুদাইবিয়ায় গিয়ে গাছটিকে চিনতে পারেননি। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব তাঁর পিতা হযরত মুসাইয়েবের বর্ণনার ওপর নির্ভর করে বলেছেন। অন্যথায় পরবর্তী সময়ে গাছটি কেউ-ই চিনতে পারেননি, এমন নয়। বরং যাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত হাদীসে জানা যায়, তিনি বলেছিলেন : আমি অন্ধ না হলে গাছটির স্থান তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম। এতে প্রমানিত হয়, গাছটির স্থান তিনি খুব ভালভাবে স্মরণ রেখেছিলেন। হযরত নাফে' থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে জানা যায়, লোকজন গাছটির নীচে এসে নামায পড়তে শুরু করেছে—হযরত উমর (রাঃ) এ কথা জানতে পেয়ে কেটে ফেলায় নির্দেশ দিলে গাছটি কেটে ফেলা হয়েছিলো।

٢٨٥١- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَأْتَا قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَاتَاكَ أَيْتٌ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أُوَيْسٍ.

৩৮৫১. গাছের নীচে বাই'আতকারী সাহাবা আবদুল্লাহ ইবনে আব্দ আওফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কোন কওম বা গোত্র থাকাতের অর্থ নিয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে আসলে তিনি তাঁদের জন্য দো'আ করে বলতেন : হে আল্লাহ, তুমি এদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো। আমার পিতা আব্দ আওফা (আলকামা ইবনে খালিদ আসলামী) তাঁর কাছে থাকাতের অর্থ নিয়ে গেলে তিনি তাঁর জন্যও দো'আ করে বললেন : হে আল্লাহ তুমি আব্দ আওফা ও তাঁর বংশধরদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো।

٢٨٥٢- مَنْ مَبَادِبِ تَيْسِرٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ الْحُرَّةِ وَالنَّاسُ يَأْبَعُونَ لِعَبْدِ اللَّهِ ابْنَ حَنْظَلَةَ فَقَالَ ابْنُ تَرْيِدٍ عَلَى مَا يَبِيعُ ابْنُ حَنْظَلَةَ النَّاسَ قِيلَ لَهُ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا يُبِيعُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ الْحَدِيثِيَّةَ

৩৮৫২. আব্বাদ ইবনে তামীম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : হারুরার ঘটনার দিন (লোকেরা ইয়াযীদের সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য) আবদুল্লাহ ইবনে হানযালার হাতে বাই'আত হচ্ছিলো এ দেখে ইবনে যায়েদ জিজ্ঞেস করলেন, লোকজন আবদুল্লাহ ইবনে হানযালার হাতে কিসের জন্য বাই'আত হচ্ছে। তাঁকে বলা হলো লড়াই করে শাহাদত বরণের জন্য। তখন তিনি (ইবনে যায়েদ) বললেন : এ জন্য রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বাই'আত (বাই'আতুর রিদওয়ান) করার পর আর কারো হাতে বাই'আত করবো না। ইবনে যায়েদ রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে হুদাইবিয়ার (বাই'আতে) শামীল হয়েছিলেন।

٢٨٥٣- عَنْ أَبِي بَرْزَةَ بْنِ سَمَةَ بْنِ الْأَكْحُوْعِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كُنَّا نَصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَنَيْسُ لِلْجِبَّاتِ طَلًّا يُسْتَنْطَلُ فِيهِ.

৩৮৫৩. ইয়াস ইবনে সালামা ইবনুল আকওয়া থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতা—যিনি গাছের নীচে বাই'আত গ্রহণকারীদের একজন—থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে জুম'আর নামায পড়ে যখন ফিরে আসতাম, তখনও দেয়াল-প্রাচীরের নীচে ছায়া পড়তো না, যাতে বসে আরাগ করা যায়।

٢٨٥٤- عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ تَلَّتْ لِكَلْبَةَ بْنِ الْأَكْحُوْعِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ بَابِ عَشْرٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْحَدِيثِيَّةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ.

৩৮৫৪. ইয়াযীদ ইবনে আব্দ উবায়্যেদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি সালামা ইবনে আকওয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা (হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়) গাছের নীচে

নবী (সঃ)-এর হাতে যে বাই'আত করেছিলেন, তাতে কি অঙ্গীকার করেছিলেন? তিনি বললেন : উক্ত বাই'আতে আমরা মৃত্যু বরণের অঙ্গীকার করেছিলাম। [অর্থাৎ মক্কার কাফেররা সীতাই যদি হযরত উসমান (রাঃ)-কে কতল করে থাকে, তাহলে তার প্রতিশোধের জন্য প্রয়োজন হলে আমরা মৃত্যু বরণ করবো।]

۳۸۵۵- عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمَيْتِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمِيتِ الْبِرَاءِ بِنْتِ عَازِبٍ فَقُلْتُ
مَوْفِي لَكَ صَحِبتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَبَايَعْتُهُ تَحْتِ الشَّجَرَةِ فَقَالَ يَا ابْنَ
أَخِي أَنْتَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدْنَا بَعْدَهُ -

৩৮৫৫. আলা ইবনুল মদসাইয়েব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা মদসাইয়েব বলেছেন : আমি বারা ইবনে আযেবের সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে বললাম, আপনার জন্য তো সুখবর। কারণ আপনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর হাতে গাছের নীচে (অর্থাৎ বাই'আতে রিদওয়ানে) অংশ গ্রহণ করেছেন। এসব কথা শুনে তিনি বললেন : ভীতিজ্ঞা, তুমি জানো না, নবী (সঃ)-এর ইনতিকালের পরে কি কি কান্ড করেছি।

۳۸۵۶- عَنْ أَبِي تَلَابَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الصَّحَّاحِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ
تَحْتِ الشَّجَرَةِ .

৩৮৫৬. আব্দু ক্বিলাবাহ থেকে বর্ণিত। সাবেত ইবনে দাহ্‌হাক তাঁকে বলেছেন, যে, তিনি (সাবেত ইবনে দাহ্‌হাক) গাছের নীচে অনর্দস্তত বাই'আত (বাই'আতুর রিদওয়ানে) নবী (সঃ)-এর হাতে হাত দিয়ে বাই'আত করেছেন।

۳۸۵۷- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ إِنَّا تَخْتَمْنَاكَ فَنَمَّا بَيْتًا قَالَ الْحَدِيثُ قَالَ
أَسْمَاءُ بِنْتُ مَرْيَمَ قَالَتْ لَنَا نَزَلَ اللَّهُ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
جَنَّاتٍ ۖ قَالَ سَعْبَةَ فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَخَدِّثْتُ بِهَذَا كَلِمَةٍ عَنْ
قَتَادَةَ ثُمَّ رَجَعْتُ فَكَكَّرْتُ لَهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّا تَخْتَمْنَاكَ فَعَنْ أَنَسِ وَأَمَّا هَيْبَةُ
مَرْيَمَ فَعَنْ عِكْرَمَةَ .

৩৮৫৭. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : انا نعتناك فتعابينا "আমি নিশ্চয়ই আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি"—আয়াতটিতে বিজয় বলতে হৃদাই-বিয়ার সন্ধিক্ষে বদ্বানো হয়েছে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাগণ বললেন : আপনার জন্য এটা আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু আমাদের জন্য কিছ্‌ আছে কি? তখন আব্বালাহ জা'আলা (এ আয়াতটি) নাযিল করলেন : لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ "লিদ্খল মুমিনিন" তিনি (আব্বালাহ জা'আলা) ঈমানদার নারী ও পুরুষদেরকে জান্নাতে জায়গা দিবেন। হাদীসের বর্ণনাকারী শূ'বা বলেন : এরপর আমি কুফা গেলাম এবং আনাস থেকে শোনা হাদীসটির সবটুকু বিষয় বর্ণনা করলাম। তারপর ফিরে এসে কাতাদাকে সব কিছ্‌ জানালে তিনি বললেন : কোরআনের আয়াত انا نعتناك -এর অর্থ হৃদাই-বিয়ার গাছের নীচে অনর্দস্তত বাই'আতে রিদওয়ান। এ বিষয়টি আমি আনাস থেকে শুনে বর্ণনা করেছি। আর সাহাবাদের سرها هنا বলা কথাটা ইকরামা থেকে শুনে বর্ণনা করেছি।

۳۸۵۸- عَنْ مَجْرَأَةَ بِنِّ زَاهِرٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنِ أَبِيهِ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجْرَةَ
 قَالَ إِنِّي لَأُرِيدُ تَحْتَ الْقُدُورِ بِلَحْوِمِ الْحُمُرِ إِذْ نَادَى مُنَادٍ رَسُولَ اللَّهِ
 ﷺ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَاكُمُ عَنْ حُمْرِ الْحُمُرِ وَعَنْ مَجْرَأَةَ عَنْ رَجُلٍ
 مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجْرَةِ اسْمُهُ أَهْبَاتُ ابْنُ أُوَيْسٍ وَكَانَ اسْتَكْبَرَ كُتَيْبَةَ
 نَكَانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ ذِكْبَيْتِهِ وَسَادَةً.

৩৮৫৮. মাজ্বাহিবনে যাহের আসলামী তার পিতা—যিনি হুদাইবিয়ায় গাছের নীচে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বাই'আত হয়েছিলেন—থেকে বর্ণনা করেছেন। তার পিতা যাহের আসলামী বলেছেন : আমি খায়বরের যুদ্ধে ডেকাচিতে করে গাধার গোশত পাকাতে ছিলাম। ঠিক এ সময় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পক্ষ থেকে তাঁর ঘোষক আবু তালহা ঘোষণা করলেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাদেরকে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করছেন। মাজ্বাহ ইবনে যাহের আসলামী আসলাম গোত্রের উহ্বান ইবনে আওস নামক রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবা গাছের নীচে অনুষ্ঠিত বাই'আতে রিদওয়ানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তার নিকট থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাটতে যা থাকার কারণে উহ্বান ইবনে আওস আসলামী নামাযে গিজদা দেয়ার সময় হাটের নীচে বালিশ রাখতেন।

۳۸۵۹- عَنْ سُوَيْدِ بْنِ الثَّمَعَانِ وَكَانَ مِنَ أَصْحَابِ الشَّجْرَةِ كَانَ رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ اتَّوَابِسُوِيْقِي نَكَ كَوَالِ تَابِعُهُ مَعَادٍ عَنْ شُعْبَةَ.

৩৮৫৯. গাছের নীচে অনুষ্ঠিত বাই'আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবা সুওয়াইদ ইবনে তামান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সাহাবাদের জন্য ছাতু আনা হতো। তারা তা পানিতে গুলে খেয়ে নিতেন। মদআয ইবনে মদআয শূবা থেকে ইবনে আবু আদরী বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

۳۸۶۰- عَنْ ابْنِ جُمُرَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِدَةَ ابْنَ عُمَرَ وَكَانَ مِنَ أَصْحَابِ
 النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجْرَةِ هَلْ يَنْقَضُ الْوُجُوهُ قَالَ إِذَا تَوَضَّعَتْ مِنْ أَوَّلِهِ فَلَا
 تَوُزُّ مِنْ آخِرِهِ ۝

৩৮৬০. আবু জামরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : গাছের নীচে অনুষ্ঠিত বাই'আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবা 'আয়েয ইবনে 'আমরকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, বিতর নামায কি দ্বিতীয়বার পড়া যাবে? তিনি বললেন : রাতের প্রথম ভাগে একবার বিতর নামায পড়ে থাকলে শেষ রাতে পুনরায় পড়বে না।

৮২. বিতর নামায দ্বিতীয়বার পড়া যাবে কি না—এ কথা জিজ্ঞেস করার কারণ হলো, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : বিতরকে তোমাদের রাতের শেষ নামায হিসেবে পড়ো। সুতরাং রাতের প্রথম বিতর তিন রাক'আতই পড়া হয়ে থাকলেও এ হাদীসের নির্দেশ পালন করার জন্য শেষ রাতে আবার বিতর পড়তে হবে কি না। এ প্রশ্নের জবাবে হাদীসটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একবার বিতর নামায পড়া হয়ে থাকলে পুনরায় আর পড়তে হবে না। ইমাম শাফে'রী, ইমাম মালেক (রঃ) ও অধিকাংশ হানফী আলেমদের মতে এটিই সঠিক।

۳۸۱۱ - عَنْ رُسَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَوْمَئِذٍ فِي بَعْضِ أَشْفَارِهِ دَعَمَرُ بْنُ عَمْرٍو أَخْطَابَ يَسِيرٌ مَعَهُ لَيْلًا فَسَأَلَهُ عَمْرٍو عَنِ الْخُطَابِ عَنْ مَنْ فَعَلَهُمْ يَجِبُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ سَأَلَهُ فَعَلَهُمْ يَجِبُهُ نَفْسًا لَمْ يَجِبْهُ وَقَالَ عَمْرٍو الْخُطَابُ بِكَ نَتَأْتِكَ أُمَّكَ يَا عَمْرُ نَزَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَفَّكَ مَرَاتٍ كُلَّ ذَلِكَ لِيَجِيبَكَ قَالَ عَمْرُ كَمَا كُنْتُ بَعِيرِي ثُمَّ تَقَدَّمَ مَتَّ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِيَّ قُرْآنٌ فَمَا أَتَيْتُ أَنْ سِعَتُ صَارَ عَائِقُ مَرْمُ فِي قَالَ قُلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنِكَ وَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أَنْزَلْتُ عَلَى اللَّيْلَةِ سُورَةً لِيَوْمِ أَحَبِّ إِلَيَّ مِمَّا لَقَعْتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَرَأَ : إِنَّا فَخَخْنَاكَ فَخَخْنَا مِيثًا .

৩৮১১. যাহেদ ইবনে আসলাম তার পিতা আসলাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) কোন এক সময় রাত্রিকালে সফর করছিলেন। এ সফরে উমর খাতাবও তাঁর সাথে ছিলেন। এক সময় উমর ইবনুল খাতাব কোন একটি বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু সেই মহত্বের নবী (সঃ)-এর ওপরে অহী নাযিল হচ্ছিলো বলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে কোন জবাব দিলেন না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলে এবারও তিনি তাঁকে কোন জবাব দিলেন না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ এবারও তাঁকে জবাব দিলেন না। জাই উমর ইবনে খাতাব নিজেকে লক্ষ্য করে মনে মনে বললেন : হে উমর! তোমার মা তোমাকে খুইয়ে বসুক। তুমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তিন তিনবার পীড়াপীড়ি করলে। কিন্তু তিনি প্রতিবারই কোন জবাব দিলেন না। উমর বর্ণনা করেছেন : আমি তখন আমার উটকে জোরে হাঁকিয়ে মদসলমানদের আগে চলে গেলাম। কারণ, আমি এ কথা ভেবে শঙ্কিত হয়ে পড়লাম যে, আমার সম্পর্কে হয়তো কোরআনের কোন আয়াত নাযিল হতে পারে। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি চীৎকার করে আমাকে ডাকতে শুরুর করলো। উমর বর্ণনা করেছেন যে, আমি তাকে বললাম : আমি তো ভয় পাচ্ছি। কারণ, আমার সম্পর্কে হয়তো অহী নাযিল হয়েছে। যাই হোক, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন : আজ রাতে আমার প্রতি একটি সূরা নাযিল হয়েছে যা আমার নিকট পৃথিবী এবং তার মধ্যকার সমস্ত বস্তুর চেয়েও প্রিয়। তারপর তিনি লেখা : اِنَّا فَخَخْنَاكَ فَخَخْنَا مِيثًا - আয়াতটি পাঠ করে শুনালেন।

۳۸۱۲ - عَنْ عُمَرَ وَرَوَاهُ بِنُ الرَّبِيعِ عَنِ الْمُسَوِّدِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَشُرَوَانَ بْنِ الْحَكِيمِ يَرْبُيَةَ أَحَدَ مَهَابِطِ مَا جِئِبِهِ قَالَ أَخْرَجَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَّ الْمُحَدِّثِينَ فِي بَعْضِ عَشْرَةِ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا أَتَى دَالِحِيْمَةَ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَالشَّجْرَةَ وَأَخْرَجَهُمْ

مِنْهَا بِعُمُرَةَ وَبَعَثَ يَتْنَالَهُ مِنْ خُرَاعَةَ وَمَا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ حَتَّىٰ أَذْكَانَ بِعَدِيبِ
 الْأَشْطَاةِ أَمَا عَلَيْكَ قَالَ إِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوا لَكَ جَمْعًا وَكَدَّ جَمْعُوا لَكَ الْأَحَابِيثَ
 الْأَشْطَاةَ وَهُمْ مَقَاتِلُوكَ وَمَا ذَكَرَكَ مِنَ الْبَيْتِ وَمَا نَعَزَكَ نَعَالَ أَمْشِيرُوا أَيُّهَا النَّاسُ
 هَلَّىٰ أُنْتَرُونَ أَنْ أَوْسِلَ لِي إِلَىٰ عِيَالِيهِمْ وَذُرِّيَّتِي هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا أَن تَصُدُّونَا
 عَنِ الْبَيْتِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَطَعَ عَيْنًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْأَنْزَلْنَا هُوَ مُعْرُوبِينَ
 قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْتَ فَأَمِلَ إِلَيْهِ الْبَيْتَ لِأَنَّ رِشِدًا قَتَلَ أَحْمَدَ بْنَ
 خَرْبٍ أَحَدَ فَتَوَجَّهَ لَهُ فَمَنْ مَدَّنَا عَنْهُ فَأَتَيْنَا ۖ قَالَ أَمْشُرْنَا عَلَىٰ إِسْرَائِيلَ

৩৮৬২. উন্নওয়া ইবনে যুবায়ের মিসওয়াল ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান ইবনুল হাকাম উভয়ের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়েরই পল্পপরের চাইতে বেশী বর্ণনা করেন। তারা বলেছেন : হুদাইবিয়ার বৎসর নবী (সঃ) তের শ'র অধিক সাহাবা সংগে নিয়ে রওয়ানা হলেন। যুল-হুলাইফা নামক জায়গায় পৌঁছে তিনি কোরবানীর পশুর গলায় কোরবানী চিহ্নস্বরূপ বস্ত্রখন্ড বাঁধলেন, কোরবানীর পশুর ক'জ কাটলেন, উমরার জন্য ইহ-রাম বাঁধলেন এবং খুদা'আ গোত্রের একজন লোককে গোয়েন্দাগরীর জন্য পাঠালেন। পরে নবী (সঃ) নিজেও সেখান থেকে যাত্রা করলেন। তিনি 'গাদীরুল আশতাত' নামক স্থানে পৌঁছলে তাঁর প্রেরিত গোয়েন্দা সেখানে এসে সাক্ষাত করে তাঁকে জানান : কুরাইশরা বিরাট একটি সৈন্যদল আপনার বিরুদ্ধে প্রস্তুত করে বসে আছে। বিভিন্ন গোত্র থেকে এ সৈন্যদলের লোক সংগ্রহ করা হয়েছে। তারা আপনার সাথে লড়াই করতে এবং বায়তুল্লাহর যিয়ারতে আপনাকে বাধা দিতে প্রস্তুত হয়ে আছে। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তোমরা সবাই এসো আমরা একত্রিত হয়ে পরামর্শ করি। তোমরা কি মনে করো যে, আমি তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি! যারা তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও, এসব লোক যারা আমাদেরকে বায়তুল্লাহর যিয়ারতে বাধা দিতে চায় আমি কি তাদের পরিবার বর্গ ও সন্তান সন্ততিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়িবে? তারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সংকল্প করে থাকলে আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করবেন। তিনি মদ্রারিকদের কাছ থেকে (আমাদের) একজন গোয়েন্দাকে নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছেন। তারা তার কথা না মানলে আমরা তাদেরকে যুদ্ধে বিধ্বস্ত ও পরাজিত করবো। তখন আব্দ বকর বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আপনি শত্ৰুমাত্র বায়তুল্লাহ ঝিয়ারতের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন। কারো সাথে যুদ্ধ করতে বা কাউকে হত্যা করতে এখানে আসেননি। সত্তরাং বায়তুল্লাহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়ে চলুন। এমতাবস্থায় কেউ আমাদেরকে বাধা দিলে আমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করবো। তখন নবী (সঃ) বললেন : তাহলে আল্লাহর নাম নিয়ে সামনে এগিয়ে চलो।

۳۸۷۳- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبِيعِ أَنَّهُ سَمِعَ مُرْوَانَ الْحَكَمِيَّ وَابْنَ إِسْحَقَ بْنَ عَمْرٍو
 يُخْبِرَانِ خُبْرًا مِّنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي عُمُرَةَ الْأَسَدِيَّةِ فَكَانَ نَيْمًا
 أَخْبَدَ فِي عُرْوَةَ عَنْهَا أَنَّ لَهَا كَاتِبَ دَمْرُؤَ اللَّهِ ﷺ سَمِيْلَ بْنَ عَمْرٍو يَوْمَ
 الْعَدَايَةِ عَلَى قِصِيَّةِ الْمَدَاةِ وَكَانَ نَيْمًا اشْتَرَطَ سَمِيْلُ بْنُ عَمْرٍو مَعَهُ

قَالَ لَا يَا تَيْبُكَ مَثَا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتُكَ إِلَيْنَا وَخَلَيْتُكَ بَيْنَنَا
 وَبَيْنَهُ وَأَبِي سَهَيْلٌ أَنْ يَقَامِنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ فَعَكَّرَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ
 ذَلِكَ وَامْتَعَقُوا فَتَكَلَّمُوا فِيهِ فَلَمَّا أَبَى سَهَيْلٌ أَنْ يَقَامِنِي رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ إِذْ هُوَ ذَلِكَ كَاتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَرَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا جَنْدَلٍ
 فِي سَهَيْلٍ يَوْمَئِذٍ إِلَى أَبِيهِ سَهَيْلِ بْنِ عَثْرَةَ لَمْ يَأْتِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَدٌ
 وَتَمَّ الرِّجَالُ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمَدِينَةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَجَاءَتْ الْمُؤْمِنَاتُ
 مِمَّا حَرَّابَتْ كَمَا تَأْتِي أُمَّ كَلْتُومٍ بِنْتُ عَقْبَةَ بِنْتُ أَبِي مَعْشَرٍ مِثْنُ حَرْجٍ إِلَى رَسُولِ
 اللَّهِ ﷺ وَهِيَ عَاتِقٌ نَجَاءُ أَهْلِهَا نِسَاءً لَوْنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ
 حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُؤْمِنَاتِ مَا أَنْزَلَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ يَوْمَئِذٍ فَسَرَدَهُ
 بِنْتُ الزَّسْبَيْرِ أَنَّ مَالِكَةَ دَوَّجَ الْمَسِيَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُ
 مِثْنُ حَاجِرٍ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذَا الْآيَةِ « يَا أَيُّهَا الْمَسِيَّبِيُّ إِذْ لَجَأَتْكَ الْمُؤْمِنَاتُ » وَعَنْ
 مَوْهٍ قَالَ بَلَّغْنَا جِنَّ أَمْرَانَهُ رَسُولُهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مِثْنُ حَاجِرٍ مِنْ
 أَنْزَلُوا جِمْرًا وَبَلَّغْنَا أَنْ أَبَا بَيْبِطٍ فَذَكَرَهُ يَطْلُوهُ

০৮৬০. উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি মারওয়ান ইবনুল হাকাম মিস-
 ওয়ার ইবনে মাখরামাকে হুদাইবিয়ার (যুদ্ধের) বছর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উম্মা আদায়ের
 ঘটনা বর্ণনা করতে শুনছেন। তাঁদের দৃষ্টির নিকট থেকে উরওয়া ইবনে যুবায়ের যা
 বর্ণনা করেছেন তা হলো : হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) সুহাইল ইবনে
 আমরকে নির্দিষ্ট মেয়াদের সন্ধিপত্র যা লিখে দিয়েছিলেন তার মধ্যে সুহাইল ইবনে আমরের
 আরোপিত শর্তসমূহের মধ্যে একটি শর্ত ছিলো : আমাদের মধ্য থেকে (মজ্জা থেকে) কেউ
 যদি আপনার কাছে চলে যায় তাহলে আপনার দ্বাণে বিশ্বাসী হলেও তাকে আমাদের
 কাছে ফেরত দিতে হবে। তার ও আমাদের এ ব্যাপারে আপনি কোন বাধা সৃষ্টি করবেন
 না, বরং আমাদের হাতেই ছেড়ে দিবেন। এ শর্ত মেনে না নিলে সুহাইল ইবনে আমর রসূ-
 লুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সন্ধি করতেই অস্বীকৃতি জানায়। অন্যদিকে ঈমানদারগণ এ
 শর্তটি গ্রহণের ব্যাপারে আপত্তি এবং অসম্মতি জানালেন এবং এ নিয়ে অনেক আলাপ-
 আলোচনা করলেন। কিন্তু সুহাইল ইবনে আমর এ শর্ত ছাড়া অন্য কোন শর্তে সন্ধি
 করতে অস্বীকৃতি জানালে রসূলুল্লাহ (সঃ) এটিকে সন্ধির অন্তর্ভুক্ত করলেন এবং আব্দ
 জানদাল ইবনে সুহাইলকে সেই মতই তার পিতা সুহাইল ইবনে আমরের হাতে ছেড়ে
 দিলেন। সন্ধির মেয়াদকালে পুরুষদের মধ্য থেকে যারাই পারিলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর
 কাছে এসেছেন মসলমান হলেও তিনি তাদেরকে (কাফেরদের হাতে) ফেরত দিয়েছেন।
 ইতিমধ্যে কিছু সংখ্যক ঈমানদার নারী হিজরত করে চলে আসলেন। উম্মে কুলসুম বিনতে
 উকবা ইবনে আব্দ মন্নাত ছিলেন এভাবে হিজরতকারিণী একজন যুবতী মেয়ে। তিনি
 হিজরত করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে পৌঁছলে তাঁর পরিবারের আত্মীয়-স্বজন

রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে তাদের হাতে ফেরত দিতে বললো। তখন মহান আল্লাহ ঈমানদার নারীদের সম্পর্কে আয়াত নাযিল করলেন। হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনে শিহাব বলেন, উরওয়া ইবনে যুবায়ের আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা মুহাজির নারীদেরকে পরীক্ষা করতেন।

“হে ঈমানদারগণ, ঈমানদার মেয়েরা হিজরত করে তোমাদের কাছে আসলে তারা সত্যই ঈমানদার কি না তা জিজ্ঞাসাবাদ করে যাঁচাই করে নাও। অবশ্য আল্লাহই তাদের ঈমান সম্পর্কে ভালো জানেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা ঈমানদার তাহলে তাদেরকে আর কাফেরদের হাতে ফেরত দিও না। কেননা তারা তাদের (কাফের পুরুষ) জন্য হালাল নয় এবং ওরাও (কাফের পুরুষ) তাদের (ঈমানদার মেয়েদের) জন্য হালাল নয়। তারা (কাফের স্বামী) যা (মোহরানা) খরচ করেছে, তা তাদের ফেরত দিয়ে দাও। তাদেরকে মোহরানা দিয়ে বিয়ে করলে তোমাদের জন্য কোন গোনাহ হবে না। আর তোমরা নিজেরাও তোমাদের কাফের স্ত্রীদেরকে বিবাহ-বন্ধনে আটকে রাখবে না। তোমরা তোমাদের কাফের স্ত্রীদেরকে যে মোহরানা দিয়েছিলে তা ফেরত নাও। আর কাফের স্বামীরাও তাদের মুসলমান স্ত্রীদেরকে যে মোহরানা দিয়েছিলো তা ফিরিয়ে নিক। এটাই আল্লাহর নির্দেশ। তিনিই তোমাদের মধ্যকার এ বিষয়টি ফয়সালা করে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ মহাক্সানী ও নিপুণ কুশলী।” (আল-মুমতাহিনা, আয়াত—১০) আর ইবনে শিহাব তার চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবনে শিহাবের চাচা) বলেছেন : আমাদের কাছে এ হাদীসও পৌঁছেছে যে, আল্লাহ তা’আলা যখন তার রসূলকে মূর্শরিক স্বামী কর্তৃক তার হিজরত-কারিণী মুসলমান স্ত্রীকে দেয়া মোহরানা (মূর্শরিক স্বামীকে) ফিরিয়ে দিতে হুকুম করে-ছেন। আর আবু বাসীরের ঘটনার হাদীসও জানা আছে। এরপর তিনি আবু বাসীরের ঘটনা সংক্রান্ত সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন।

۳۸۴ - عَنْ نَافِعِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَرَجَ مَعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ فَقَالَ إِنَّ صِدْقًا
عَنِ ابْنَتِ صَنْعَنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَأْخُذُ بِعَمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ كَانَ أَحْلَ بِعَمْرَةٍ مِمَّا أَحْمَدُ بِبَيْتِهِ .

৩৮৬৪. নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ফিতনার সময় (হাজ্জাজের মক্কা আক্রমণের সময়) আবদুল্লাহ ইবনে উমর 'উমরা' আদায়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে বললেন : যদি আমি বায়তুল্লাহর ষিয়ারত করতে বাধাপ্রাপ্ত হই তাহলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে যা করে-ছিলাম এ ক্ষেত্রেও ভাই করবো। তাই তিনি উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন। কারণ, হুদাই-বিয়ার (সাঁধর) বছর রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও উমরার ইহরাম বেঁধে যাত্রা করেছিলেন।

۳۸۴۵ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَحْلَ وَ قَالَ إِنَّ حَيْلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَكَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ
بِنِ كَالْتِ كَمَا قَرَأَ قُرْآنَ بَيْنَهُ وَتَلَا لَقَدْ كَانَ كُفْرًا فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَسَنَةً .

৩৮৬৫. ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। ফিতনার বছর তিনি উমরার ইহরাম বেঁধে বললেন : বায়তুল্লাহর ষিয়ারত করতে আমার সামনে যদি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয় তাহলে কুরাইশ গোত্রের কাফেররা বায়তুল্লাহর ষিয়ারতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে নবী (সঃ) যা করেছিলেন, আমিও ঠিক তাই করবো। এ কথা বলে তিনি “আল্লাহর রসূলের জীবনে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে”—এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

۳۱۶۷ - عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ لَوْ أَقْسَمْتُ الْعَامَ يَا قَاتِلَ أَجَافٍ أَنْ لَا تَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ حُرْجُبًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَمَالَ كَعْبَادُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَخَصَّ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا آيَةً وَخَلَقَ وَتَقَرَّرَ أَصْحَابُهُ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي أَدَجِبْتُمْ عُمَرُوهُ فَإِنِ حُرِيَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طَلُفْتُ وَإِنِ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ مَا أَرَى شَأْنَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَدَجِبْتُ حَبَّةً مَعَ عُمَرُوهُ فَطَلَّ كَرَانًا وَاحِدًا وَنَعِيًا وَاحِدًا حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.

৩৮৬৬. নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে উমরের কোন এক ছেলে তাকে লক্ষ্য করে বললেন : এ বছর আপনি উমরা আদায় করতে না গেলেই ভালো হতো। কারণ আমি আশংকা করছি যে, আপনি বায়তুল্লাহ পর্যন্ত যেতে পারবেন না। এ কথা শুনে তিনি বললেন : আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে উমরা আদায়ের জন্য রওয়ানা হয়েছিলাম। কিন্তু কুরাইশ গোত্রের কাফেররা বায়তুল্লাহর বিঘ্নারতে বাধা সৃষ্টি করলে নবী (সঃ) কেরবানীর পশুগুলো জবাই করলেন ও মাথা মন্ডন করলেন। তাঁর সাহাবাগণও চুল ছাটলেন। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, উমরা আদায় করা আমার জন্য ওয়াজিব করে নিয়েছি। আমার ও বায়তুল্লাহর মাঝে যদি কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা না হয় তাহলে বায়তুল্লাহর তাওযাফ করবো। আর যদি বায়তুল্লাহ ও আমার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় তাহলে (হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর) রসূলুল্লাহ (সঃ) যা করৌছিলেন আমিও ঠিক তাই করবো। এরপর কিছুক্ষণ পথ চলার পর তিনি আবার বললেন : হজ্জ ও উমরাকে আমি একই মনে করি। তাই আমি উমরার সাথে হজ্জ ও আমার জন্য ওয়াজিব করে নিলাম। এরপর তিনি হজ্জ ও উমরার জন্য একই জওয়াফ ও একই সাক্ষী করলেন এবং হজ্জ ও উমরার ইহরাম খুলে ফেললেন।

۳۱۶۸ - عَنْ نَافِعٍ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ ابْنَ مُمَرَّأَ سَلَّمَ بَيْتَ عُمَرَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ مُمَرَّوهُمُ الْخُدَيْبِيَّةَ أَدَسَ عَبْدَ اللَّهِ إِلَى قَوْمٍ لَهُ عِشْدَرٌ جَدٍ مِنَ الْأَشْجَارِ يَأْتِيهِ يَتَقَارِلُ عَلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبِيعُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ وَعُمَرُوهُ يَدْرِي بِذَلِكَ تَبَايَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ رَدَّ هَبَ إِلَى الْقُرَيْشِ فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَوهُ فَيَسْتَلْبِشُ بِهِ الْفَتَانَ تَأْخِذُوهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَبِيعُ تَحْتِ الشَّجَرَةِ قَالَ فَأَنْطَلَقَ نَبَذَ هَبَ مَعَهُ حَتَّى تَابَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَهَمِيَ الْبَنِي يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ ابْنَ مُمَرَّأَ سَلَّمَ بَيْتَ عُمَرَ وَ قَالَ جُلْمٌ مِنْ مَتَابِعِهِ حَدَّثَنَا أَبُو لَيْسَةَ مِنْ مَسْلُومٍ حَدَّثَنَا مُمَرَّوهُ مَعْمَدِ بْنِ الْعُمَرِوهُ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مِنْ ابْنِ مُمَرَّأَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا مَعَ الْعَبْدِيِّ ﷺ يَوْمَئِذٍ يَتَحَدَّثُ بَيْتَةَ تَقَرَّرُوا فِي بِلْدَانِ الشَّجَرِ نَادَى النَّاسَ مُحَمَّدُوهُ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَسِدَ

أَحَدًا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَهُمْ يُبَايِعُونَ بَابِجٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَمْرِ بْنِ قَبِيحٍ

৩৮৬৭. নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : লোকেরা বলে থাকে যে, (হযরত উমরের পুত্র) আবদুল্লাহ ইবনে উমর উমরের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এ কথা ঠিক নয়। (বরং এ ধারণার ভিত্তি হলো) হুদাইবিয়ার বাই'আতে রিদওয়ানের দিন উমর (তার পুত্র) আবদুল্লাহকে এক আনসারীর কাছে রাখা তাঁর একটি ঘোড়া আনতে পাঠিয়েছিলেন। কারণ ঐ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়েই তিনি যুদ্ধ করবেন। ঠিক এ সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) গাছের নীচে লোকদের বাই'আত গ্রহণ করছিলেন। উমরের তা জানা ছিলো না। আবদুল্লাহ তখন রসূলুল্লাহর হাতে বাই'আত করে তারপর ঘোড়ার জন্য গেলেন এবং ঘোড়া নিয়ে উমরকে দিলেন। তখন তিনি (উমর) যুদ্ধসাজে সজ্জিত হচ্ছিলেন। আবদুল্লাহ তাঁকে জানালেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) গাছের নীচে সবার থেকে বাই'আত গ্রহণ করেছেন। নাফে' বলেন, তখন উমর তার (আবদুল্লাহ ইবনে উমরের) সাথে গিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বাই'আত করলেন। এ ব্যাপারটি বলতে গিয়েই লোকেরা বলে থাকে যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর তার পিতা উমরের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অন্য একটি সনদে হিশাম ইবনে আশ্মার ওয়ালীদ ইবনে মোসলেগ, উমর ইবনে মুহাম্মাদ আল উমারী ও নাফে'র মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন লোকজন সবাই বার বার মত গাছের ছায়ায় অবস্থান করছিলো। এক সময়ে তারা নবী (সঃ)-এর চারদিকে ঘিরে দাঁড়ালে উমর তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে বললেন : দেখতো লোকজনের কি হয়েছে? তারা এভাবে ভিড় করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ঘিরে দাঁড়িয়েছে কেন? তখন আবদুল্লাহ গিয়ে দেখলেন তারা বাই'আত করছে। তাই তিনিও বাই'আত করলেন এবং উমরের কাছে ফিরে গিয়ে বললে তিনিও এসে বাই'আত করলেন। ১০

৩৮৬৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ جِئْنَا غَتَمَةَ فَطَلَبْنَا مَعَهُ وَصَلْنَا وَمَعَهُ سَخِي بَيْنَ الشَّفَا وَالْمُرْوَةِ فَكُنَّا نَسْتَبْرَأُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لِيُصِيبَهُ أَحَدٌ بِكَيْفِيٍّ.

৩৮৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে আব্দু আওফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) যে বছর উমরাতুল কাযা আদায় করেন সে বছর আমরাও নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। তিনি তাওয়াক্কুফ করলে আমরাও তাঁর সাথে তাওয়াক্কুফ করলাম, তিনি নামায পড়লে আমরাও তাঁর সাথে নামায পড়লাম এবং তিনি সাক্ফা-মারওয়ার সাঈ করলে আমরাও সাক্ফা-মারওয়ার সাঈ করলাম। মক্কাবাসী কাফেরদের কেউ যাতে তাঁকে আঘাত করতে না পারে সে জন্য সदा সর্বদা আমরা তাঁকে ঘিরে আড়াল করে রাখতাম। ১৪

৩৮৬৯. عَنْ أَبِي حَظِيمٍ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرِّيبٍ لَنَا تَدِيمٌ سَفَدٌ مِنْ حَنِيْفٍ مِنْ صِقِيْبٍ

৪০. হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে গাছের নীচে যে বাই'আত অনর্দিত হয়েছিলো, সেখানে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) প্রথম বাই'আত করেন এবং হযরত উমর (রাঃ) তার পরে বাই'আত গ্রহণ করেন। এ ঘটনাই এভাবে হাদিসের পড়ে যে, হযরত উমর (রাঃ)-এর আগে তার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আসলে ব্যাপারটি ঠিক নয়।

৪৪. অনুচ্ছেদ শিরোনামের সাথে হাদীসটির সম্পর্ক হলো হাদীসটির বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে আব্দু আওফা গাছের নীচে বাই'আতকারীদের একজন। নবী (সঃ) যে বছর উমরাতুল কাযা আদায় করেন, সে বছরও তিনি তাঁর সাথে ছিলেন।

أَسْتَأْذِنُكُمْ بِمَنْ لَمْ يَأْتِ بِالسَّلَامَةِ وَالرَّأْيَ فَلَقَدْ رَأَيْتَنِي يَوْمَ أُرْفِي جَنْدَالَ وَكُلُّهُ اسْتِطْبِيعَ آتٍ
 أُرْدَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَمْرُهُ لَرُدِّدُكَ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَمَا وَضَعْنَا شَيْئًا فَنَاطَلْنَا
 عَوَاتِقَنَا إِلَّا مَرَّ يُفْطِنُنَا إِلَّا أَشْهَلُنَا بِأَنِّي أَمْرٌ نَعْرِفُهُ قَبْلَ هَذَا إِلَّا مَرَّ مَا نَسُدُّ بَيْنَهُمَا
 حُصَمَاً إِلَّا أَنْتَجَمَّ عَلَيْنَا حُصْرٌ تَأْتِيهِ كَيْفَ تَأْتِي كُهُ.

০৮৬৯. আব্দু হেছাইন থেকে বর্ণিত। আব্দু ওয়ায়েল বলেছেন : সাহল ইবনে হুদাইফ সিক্‌ফীনের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলে আমরা যুদ্ধের পরিষ্কৃত ও খবরা-খবর জানতে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বললেন : এ যুদ্ধের ব্যাপারে নিজেদের মতামতকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করো না। আব্দু জান্দালের ৬৫ ঘটনার দিন (হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন) আমি নিজেবে আল্লাহর পথেই নিয়োজিত দেখতে পেয়েছিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আদেশ ফয়সালা অমান্য করার ক্ষমতা থাকলে আমি ঐ দিনই তা করতাম। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তে কোন দঃসাধ্য কাজের জন্যও আমরা যখন তরবার হাতে নিয়েছি তখন তা আমাদের জন্য অত্যন্ত সহজসাধ্য হয়ে গিয়েছে। এ যুদ্ধের আগে আমরা যত যুদ্ধ করছি, তার সবগুলোকে আমরা নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে করছি। কিন্তু এ যুদ্ধের অবস্থা এই যে, আমরা একটি বিষয়কে সামাল দিতে না দিতেই আরেকটি নতুন বিষয় দেখা দেয়। কিন্তু তার সমাধানের কোন পথ আমাদের জানা নাই।

৩৮৫০- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَجْرَةَ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَمَى الْحَبَشِيَّةَ وَالْقَوْلَ
 يَتَنَاثَرُ عَلَيَّ وَجِهِي فَقَالَ أَيُّؤْذِيكَ حُرَامٌ رَأَيْتَ نَأْسِكَ تَحْمَرُ قَالَ فَاحْلِقْ وَمَسْرُوكَاتُهُ
 أَيَّامٌ أَوْ أَطْعَمَ سِتَّةً مَسَاكِينَ أَوْ آتَيْتَ نَيْكَةً فَإِنَّ أَيُّؤْذِي بِأَيِّ حَلَا
 بَدَأَ.

০৮৭০. কা'ব ইবনে উজরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : হুদাইবিয়াতে অবস্থানকালে নবী (সঃ) আমার কাছে আসার পর দেখতে পেলেন আমার মাথার চুল থেকে উকুন ঝরে ঝরে আমার মুখমন্ডলের ওপর পড়ছে। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন : তোমার মাথার উকুনের কারণে কি তোমার কষ্ট হচ্ছে? আমি বললাম : জি, হ্যাঁ। তিনি তখন আমাকে বললেন :

৬৫. হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন সবেমাত্র সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হলো, ঠিক সেই সময় আব্দু জান্দাল আস ইবনে সুহাইল শৃঙ্খল হাত পা বাঁধা অবস্থায় মক্কা থেকে পালিয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে এসে পৌঁছেন। তার সমস্ত শরীরে অত্যাচারের চিহ্ন স্পষ্ট ছিলো। আব্দু জান্দালের পিতা বললো : হে হুদাইফ, আব্দু জান্দালের ব্যাপার দিয়েই তোমাকে জানা যাবে যে, তুমি সন্ধির শর্তাবলী পালন করবে কিনা। নবী (সঃ) আব্দু জান্দালকে ফেরত দিলেন। কিন্তু তাকে ফেরত দেয়াটা মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত অসহনীয় মনে হলো। সুহাইল ইবনে হুদাইফ এ ঘটনা উল্লেখ করে বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আদেশ না মানলে সেই দিনই তা লংঘন করতাম। কিন্তু তা লংঘন করি নাই কারণ, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করাই আমাদের প্রকৃত কাজ।

সাধারণ মুসলমানেরা খিলাফতের ব্যাপারে হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে বাই'আত করে তাঁকে খলীফা স্বীকার করলেও হযরত আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ)-এর খুনের দাবীতে হযরত আলী (রাঃ)-এর বাই'আত না করে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিলে সিক্‌ফীন নামক স্থানে উজরের সেনা দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। একেই সিক্‌ফীনের যুদ্ধ বলা হয়।

তোমার মাথা মশ্‌ডন করে ফেলো। আর এ জন্য তিন দিন রোযা রাখো অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাওয়াও অথবা একটি পশু কোরবানী করো ৮৬। তবে আমি জানি না এ তিনটি কথার কোনটি আগে বলেছিলেন।

২৮১। عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ وَنَحْنُ مَحْمُومُونَ وَقَدْ حَفَرْنَا الْمَشْرِكُونَ. قَالَ وَكَانَتْ لِي ذُرِّيَّةٌ فَبَعَلْتِ الْمَوَاطِمَ تَأْتِطُ عَلَيَّ وَجْهِي فَمَرَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَيُّ ذُرِّيَّتِكَ هَؤُلَاءِ يَا سَيْدَ تِلْكَ نَحْسَرُ قَالَ وَأَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أذى مِنَ رَأْسِهِ فَغَدَاةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ تَصَدَّقَ.

৩৮৭১. কা'ব ইবনে উজরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : হুদাইবিয়ায় অবস্থানকালে আমরা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। মশরিকরা আমাদেরকে ঠেঁকিয়ে রেখেছিলো। কা'ব ইবনে উজরা বলেন : আমার কান পর্যন্ত বাবারি ছিলো। মাথার চুল থেকে উকুন আমার মশ্‌মন্ডলের ওপর পড়িছিলো। নবী (সঃ) আমার কাছে এসে এ অবস্থা দেখে বললেন : তোমার মাথার উকুনের জন্য তুমি কষ্ট পাচ্ছ না? (কা'ব ইবনে উজরা বর্ণনা করেন) আমি বললাম : হাঁ। তিনি বলেন, এরপর আয়াত নাযিল হলো : "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয় অথবা মাথায় অসুবিধা থাকে তাহলে রোযা অথবা সাদকা কিংবা কোরবানী দিয়ে 'ফিদইয়া' আদায় করবে।" (বাকারা-১১৬)

অনুচ্ছেদ : উকল ও উরাগনা গোত্রের ঘটনা।

৩৮৫৮ - عَنْ تَمَادَةَ ابْنِ أَنَسٍ حَدَّثَنَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَا تَلَا يَا أَيُّهَا اللَّهُ إِنَّكَ كُنَّا هَلْ كَرِهَ وَكَرِهْنَا أَهْلَ رَيْثٍ وَأَشْرَقُوا الْمَدِينَةَ فَأَمْرُهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَؤُودٍ وَكَارِئِي وَأَمْرُهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ يَشْرَبُوا مِنْ الْبُيُوتِ وَأَبْوَابِهَا فَانْظُرُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا تَاجِئَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَتَلَّوْا رَاعِي النَّبِيِّ ﷺ وَأَسْأَقَرِ الدُّوْدِ بَلَّغَ النَّبِيُّ ﷺ بَعَثَ الْكَلْبَ فِي أَثَرِهِمْ فَأَمْرُهُمْ فَشَمِرُوا وَعَيْنُهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتَرَكُوا فِي تَاجِئَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَا تَوَاطَا حَالَهُمْ قَالَ تَمَادَةُ بَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَتْ يَدُكَ عَلَى سَدَنَةِ

৮৬. মাথায় উকুন বা অন্য কোন অসুবিধা থাকার কারণে ইহরাম খোলার আগেই যদি মাথা মশ্‌ডনে হয় তাহলে কোরবানীর নির্দেশ মোতাবেক মিসকীনকে খাওয়ানো, রোযা রাখা বা একটি পশু কোরবানী করতে হয়।

وَيَسْمَىٰ عِنَ الْمَثَلَةِ وَقَالَ سَجِيَّةٌ ذَا بَاتٍ وَحَمَادٌ مِّن مَّنَادٍ وَ مِنْ عَمْرِيَّةٍ وَقَالَ يَحْيَىٰ
بُنَ أَبِي كَثِيرٍ وَابْنُ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي قَدِيمٍ نَفَرًا مِّن مَّكِينٍ.

০৮৭২. কাভাদা থেকে বর্ণিত। আনাস ইবনে মালেক তাকে বলেছেন যে, উকল ও উরায়না গোত্রের কতিপয় লোক মদীনাতে নবী (সঃ)-এর কাছে এসে কালেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং নবী (সঃ)-কে বললো : হে, আল্লাহর নবী আমরা দুখেল পশু পালন করতাম। আমরা কৃষি কাজ করতাম না। তারা মদীনার আবহাওয়া তাদের জন্য অনুকূল মনে করলো না রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে একজন রাখালসহ কয়েকটি উট দিয়ে মদীনার বাইরে মাঠে চলে যেতে এবং তার দুধ ও পেশাব পান করতে বললেন। তাই তারা মদীনার বাইরে চলে গেলো। হাররা নামক জায়গায় পৌঁছে তারা ইসলাম পরিত্যাগ করে পুনরায় কাফের হয়ে গেলো এবং নবী (সঃ)-এর দেয়া রাখাল ইয়াসারকে হত্যা করে উটগুলোসহ পালিয়ে গেলো। নবী (সঃ)-এর কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য লোক পাঠালেন। তাদেরকে পাকড়াও করে আনা হলে তিনি লোহ শলাকা দিয়ে চক্কু উৎপাটিত করতে এবং হাত কাটতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর হাররা এলাকার একপ্রান্তে ফেলে রাখা হলো এ অবস্থায়ই তারা মৃত্যু মুখে পতিত হলো। ১৮৭

۳۸۷۳ عَنْ أَبِي زَبَاءٍ مَوْلَىٰ أَبِي قَلَابَةَ وَكَانَ مَعَهُ بِاللَّيْلِ أَنَّ عَمْرِيَّةَ عُبَيْدِ الْعَزِيزِ
اسْتَشَارَ النَّاسَ يَوْمًا قَالُوا مَا تَقُولُونَ فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ تَقَالُوا حَقًّا قَعْنِي بِمَا رَسُو لَ
اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِّمْتَ بِهَا الْمُخْتَفَاءَ تَبْلُوكَ تَالُوا وَأَبُو قَلَابَةَ خَلْفَ سَرِيحٍ فَقَالَ عَيْسَةُ بِنْتُ
مَحْبُوبٍ كُنْتُ حَدِيثٌ أَبِي فِي الْعُرَيْبِيِّينَ تَقَالُوا أَبُو قَلَابَةَ إِيَّايَ حَدَّثَهُ أَلَسْتُ بِنْتُ مَالِكٍ

০৮৭৩. আব্দু ক্বিলাবার আজাদকৃত ক্বীতাদাস আব্দু রাজা,—যিনি শাম (সিরিয়া) দেশে অবস্থানকালে তাঁর সাথে ছিলেন—বলেছেন : একদিন উমর ইবনে আবদুল আযীয কাসামত বা নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে পরামর্শ জানতে চেয়ে বললেন, তোমরা কাসামত বা নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে কি মতামত পোষণ করো? সবাই বললেন : এটা করা যেতে পারে। আপনার পূর্বে রসূলুল্লাহ (সঃ) ও খলীফাগণ কাসামতের নির্দেশ দিয়েছেন। আব্দু রাজা বলেন : এ সময় আব্দু ক্বিলাবা উমর ইবনে আবদুল আযীযের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন আম্বাসা ইবনে সাঈদ বললেন : উরায়না গোত্রের লোকদের ঘটনা সম্পর্কে হাদীসটি কে বলতে পারবে? তখন আব্দু ক্বিলাবা বললেন, হাদীসটি আমার জানা আছে। আনাস ইবনে মালেক হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ১৮৮

১৮৭. কাভাদা বর্ণনা করেছেন যে, এ ঘটনার পর নবী (সঃ) প্রায়ই লোকজনকে সাদকা প্রদান করতে উৎসাহ দিতেন এবং মুসলা অর্থাৎ অংগ প্রভাংগ কেটে বিকৃত করতে নিষেধ করতেন। শূ'রা, আযান ও হাম্মদ কাভাদা থেকে শূ'র উরায়না গোত্রের কথা বর্ণনা করেছেন (উকল গোত্রের কথা উল্লেখ করেননি)। আর ইয়াহুইয়া ইবনে আব্দু কাসারী ও আইয়ুব আব্দু ক্বিলাবার মাধ্যমে ইবরত আনাস ইবনে মালিক থেকে শূ'র উকল গোত্রের কথা বর্ণনা করেছেন যে, তাদের কিছ্র লোক নবী (সঃ)-এর কাছে এসেছিলো।

১৮৮. আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আনাস ইবনে মালেক উরায়না গোত্রের কিছ্র লোকের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি উকল গোত্রের কথা উল্লেখ করেননি। আর আব্দু ক্বিলাবা আনাস ইবনে মালেক থেকে উকল গোত্রের কথা উল্লেখ করে গোটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি উরায়না গোত্রের কথা উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ : যি-কারাদের যুদ্ধ ১৮১ এ যুদ্ধ খামবার যুদ্ধের তিন দিন আগে সংঘটিত হয়।
মদ্যারকরা নবী (সঃ)-এর উট লুণ্ঠন করে নিয়ে গেলে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো।

۳۸۷۴. عَنْ سَلْمَةَ بِنِ الْأَكْوَعِ يَقُولُ خَرَجْتُ مَبْلًا أَنْ يُكْرَهَ أَنْ يَأْتِيَ دَاكِنًا وَكَانَتْ لِقَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرَى سِدَائِي قَرِيْبًا قَالَ تَلَقَيْتِي فَلَمْ لِي بِبَيْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ عَوْفٍ فَقَالَ أَخَذْتُ لِقَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَنَ أَخَذَ مَا قَالَ عَطْفَاكَ قَالَ تَصَرَّحْتَ لِي بِكَ مَرَحَاتٍ يَا صَبَا مَا قَالَ فَأَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَدَيْهِ الْمَدِينَةَ تَتَرَانِدًا نَعْتٌ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أَذْرُكَتُهُ مُمْرُوقًا خَلِدًا وَاسْتَقْرُونَ مِنَ الْمَاءِ فَجَعَلْتُ أَلْبِسُهُمْ بِبَيْتِي وَكُنْتُ رَامِيًا وَأَتْرُلُ بِهِ أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ الْيَزِيدُ بْنُ يَزِيدِ الرُّفَيْعِ. وَانْتَجِمَتْ حَتَّى اسْتَعْدْتُ لِلِقَاءِ مِثْمُورٍ اسْتَلْبِثْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ بَرْدًا ثُمَّ قَالَ وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَالنَّاسُ قَالُوا يَا بَنِي اللَّهِ قَدْ حَيْثُ الْقَوْمِ الْمَاءِ وَحَرِيْمًا شَأْنًا بَاتَتْ إِلَيْهِمْ السَّاعَةَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ مَلِكْتُ فَأَسْجِعُهُمْ قَالَ تَسْمُرُ نَجْعُنَا وَيُرِدُنِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ.

৩৮৭৪. সালামা ইবনে আক'ওয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি (একদিন) ভোরে ফজরের নামাযের আযানের পূর্বেই (মদীনার বাইরে মাঠের দিকে) বের হলাম। রসূল-লুলাহ (সঃ)-এর দৃষ্টিতে উটগুলো যি-কারাদ নামক স্থানে চরানো হতো। এ সময় আবদুল রহমান ইবনে আওফের ক্রীতদাস এসে বললো : রসূল-লুলাহ (সঃ)-এর দৃষ্টিতে উটগুলো লুণ্ঠিত হয়েছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কে ওগুলো লুণ্ঠন করলো? সে বললো : গাতফান গোত্রের লোকেরা। সালামা ইবনুল আক'ওয়া বলেন : আমি তখন "ইয়া সাবাহাহ্" (ما صباحه) (এ শব্দটি শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য চেয়ে লোকজন জমা করার জন্য বলা হয়) বলে তিন তিনবার চীৎকার করে সারা মদীনার অধিবাসীদের কানে পেঁাছিরে দিলাম এবং তারপর দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে শত্রুর কাছে পেঁাছে গেলাম। তারা তখন ঐ উটগুলোকে পানি পান করাচ্ছিলো। আমি একজন দক্ষ তীরন্দাজ। আমি তাদের প্রতি তীর বর্ষণ করতে করতে বলছিলাম : আমি আক'ওয়ার সূযোগ্য পুত্র। আর আজকের দিনটি হলো নিকট লোকগুলোর নিশ্চিত ধ্বংসের দিন। শেষ পর্যন্ত আমি তাদের নিকট থেকে উটগুলো ছিনিয়ে নিলাম এমনকি তাদের নিকট থেকে প্রশখানা চাদরও ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হলাম। সালামা ইবনুল আক'ওয়া বর্ণনা করেছেন : তারপর নবী (সঃ) এবং আরো লোকজন এসে পেঁাছলে আমি বললাম! হে আল্লাহর রসূল! তারা সবাই পিপাসাত ছিলো। আমি তাদেরকে পানি পান করার সূযোগ্যও দিই নাই। এখনই—তাদের পিছ দাওয়া

৮৯. যি-কারাদ বা বাতুল কারাদ মদীনা থেকে এক দিনের দূরত্বে গাতফানের এলাকার অদূরে একটি কূপ বা মরুস্থানের নাম। কোন কোন বর্ণনায় এ যুদ্ধ হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে ষষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিলো। তবে বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনার সাথে একমততা পোষণ করে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বেই যি-কারাদের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার বর্ণনাকেই সঠিক বলে মত পোষণ করেছেন।

করার জন্য লোক পাঠান। নবী (স:) বললেন: হে, আকওয়ার পুত্র! তুমি তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছো। এখন কিছটা বিনয় হও। সালামা ইবনুল আকওয়া বলেন: এরপর আমরা সবাই মদীনায ফিরে আসলাম। নবী (স:) আমাকে তাঁর সওয়ারী উটনীর পিছনে বসিয়ে নিয়ে মদীনায প্রবেশ করলেন।

অনুচ্ছেদ : খায়বারের ১০ মধ্য।

৩৮৫৫- عَنْ سُوَيْدِ بْنِ الثُّعَيْنِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ حَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصُّهْبَاءِ وَجِئْتُ مِنْ أَدْنَى حَيْبَرَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا يَا لَذَرْدٍ وَدِ نَكَرُ يُرَاتُ إِلَيْ السُّوَيْبِيِّ فَأَمْرِي فَأَكَلْتُ وَأَكَلْنَا ثُمَّ تَأَمَّرَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضَى وَمَضَيْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

৩৮৭৫. সুওয়াইদ ইবনুল-নুমান থেকে বর্ণিত। খায়বার যুদ্ধের অভিযানে তিনি নবী (স:) এর সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেন: আমরা খায়বারের নিকটবর্তী সাহ্বা নামক জায়গায় পৌঁছলে নবী (স:) সেখানে আসরের নামায পড়লেন। তারপর সাথে করে আনা খাবার পরিবেশন করতে বললেন। কিন্তু ছাতু ছাড়া আর কিছই দেয়া সম্ভব হলো না। তিনি পানিতে ছাতু গুলতে বললেন। ছাতু গুলানো হলে তিনি তা খেলেন। আমরাও তাঁর সাথে খেলায়। এরপর তিনি নতুন অযু না করে শুধু কুল্লি করে মাগারিবের নামায পড়লেন। আমরাও শুধু কুল্লি করে নামায পড়লাম।

৩৮৮৭- عَنْ سَلْمَةَ بِنِ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى حَيْبَرَ فَمَرْنَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ يَا عَامِرُ أَلَا تَسْبِعُنَا مِنْ هَيْبَتِكَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَمْدُؤُ بِالْقَوْمِ يَقُولُ هِ اللَّهُمَّ وَلَا أَنْتَ مَا- اهْتَدَيْنَا؛ وَلَا تَصَدُّنَا وَلَا صَلِّينَا؛ فَاغْفِرْ فِدَاؤَكَ مَا أَيْقَيْنَا- وَتَبَّتْ أَلْقَدَامُ إِنْ لَا قَيْئَنَا؛ وَأَلْقَيْنَا سَكِينَةً عَلَيْنَا؛ إِنَّا إِذَا مَرَّ بِأَيِّنَا

১০. খায়বার সিরিয়ার পথে মদীনা থেকে আটরোদ পর্যন্ত প্রায় একশ মাইল দূরে অবস্থিত একটি দুর্গময় শহর। এর আশেপাশে ফসলের মাঠ ও চারণভূমি ছিলো। আন্দালিকা জাতির খায়বার নামক এক ব্যক্তির নামানুসারে এর নামকরণ হয়েছিলো খায়বার। তার আরেক ভাই ইয়াসারিবের নামানুসারে মদীনায পূর্ব নাম ছিলো ইয়াসারিব। হুসাইফিয়ার সম্বন্ধে স্বাক্ষরিত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (স:) মদীনায ফিরে আসেন এবং ৬ষ্ঠ হিজরীর অবশিষ্ট দিনগুলো মদীনায অবস্থানের পর সপ্তম হিজরীর মহারাম মাসে খায়বার অভিযানে রওয়ানা হন। এখানে ইয়াহুদীরা বাস করতো। একদিকে তারা ছিলো সুদৃক ও সুসজ্জিত সৈনিক অন্যদিকে বাইরের আক্রমণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য তারা সুরক্ষিত বড় বড় মজবুত দুর্গ নির্মাণ করেছিলো। তারা চরম ইসলাম বিরোধী ছিলো। মুসলমানদের ধ্বংস ও উৎখাত করার জন্য তারা সব সময় ফন্দি-ফিকির আটতো। পঞ্চম হিজরী সনে আহযাব যুদ্ধের সময় মদীনায মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য মক্কার মুশরিকদের সাথে তারাও বিরাট একদল সৈন্য পাঠিয়েছিলো। তাদের এসব ইসলাম বিরোধিতার কারণে নবী (স:) তাদের শত্রুকে খর্ব করার জন্য খায়বার অভিযান পরিচালনা করেন এবং প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন।

وَالْقِيَامِ عَزَّوَجَلَّتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَن هَذَا السَّائِقُ تَأَلَّوْا عَامِرِينَ
 أَكْرَمَ قَالَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ قَالَ رَجُلًا مِّنَ الْقَوْمِ وَجَبْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَوْلَا
 مُتَعَتْنَا بِهِ فَأَيُّنَا خَيْرٌ فَأَمْرًا نَاهَوْحَتِي أَصَابْنَا مَخْمَمَةً سُدَّ يَدَا
 ثُمَّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَتَحَمَّا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي مُنِحَتْ
 عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نَارًا كَثِيرَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا هَذِهِ الْبَيْتَاتُ عَلَى
 أَيْ شَيْءٍ تَوَدَّوْنَ قَالَوا لَمْ نَجِدْ أَحَدًا لَمْ نَجِدْ أَحَدًا لَمْ نَجِدْ أَحَدًا لَمْ نَجِدْ أَحَدًا
 النَّبِيُّ ﷺ أَهْرِيَقْرُ مَاذَا أَكْسِمُوكُمْ مَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ يُقَمُّوْنَ
 نَحْسِلُهَا قَالَ أَوَ ذَلِكَ تَلَسَّ نَعَاتِ الْقَوْمِ كَانَ سَيْفٌ عَامِرٍ قَمِيئًا فَتَنَادَوْا بِهِ سَأَفِ
 يَعْزُودِي لِيُفْرِيَهُ كَيْرِحَجَّ ذُبَابٌ سَيْفِهِ فَأَصَابَ عَيْنَ رَجُلٍ فَامْرٍ فَمَاتَ مِنْهُ
 قَالَ فَلَمَّا تَقَفُوا قَالَ سَلِمَةٌ رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهَذَا خِذُّ يَدِي قَالَ مَالِكٌ
 تَلَسَّتْ لَهُ يَدُكَ أَبِي وَأَخِي زَهْمًا أَنْ عَامِرًا حَبَطَ عَمَلَهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَذَبَ
 مَن تَأَلَّوْا ذَلِكَ لَاجْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ إِسْبَعِيهِ أَنْتَهُ لِمَا جَدَّ مُجَاهِدٌ تَلَّ عَرَبِيٌّ
 مَثَابًا مِثْلَهُ.

৩৮৭৬. সালামা ইবনুল আক'ওয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : খায়বার যুদ্ধের
 অভিযানে আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। আমরা রাতের বেলা পথ চলা ছিলাম।
 কোন এক ব্যক্তি আমেরকে (সালামা ইবনুল আক'ওয়ার চাচা) বললো : তুমি আমাদেরকে
 তোমার কবিতা ও সমর-সংগীত শোনাচ্ছ না কেন? আমের ছিলেন একজন কবি। তাই
 তিনি সওয়ারী হতে অবতরণ করে সবার সাথে সুরেলা কণ্ঠে গাইতে শুরু করলেন : হে
 আল্লাহ! তোমার ইচ্ছা ও করুণা না হলে আমরা হেদায়াতের পথ পেতাম না, সাদকা দিতাম
 না, নামায পড়তাম না। আমরা যতোদিন বেঁচে আছি ততোদিন তোমার নবী ও নবীদের
 জন্য নির্বোধিতা প্রাণ থাকবে। তাই তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও। আর যুদ্ধে শত্রুদের
 মোকাবিলায় আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখো এবং আমাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করো। আমা-
 দেরকে যখনই অসত্যের দিকে আহ্বান করা হয়েছে তখনই আমরা তা অস্বীকার করেছি,
 আর তারা চীৎকার করে আমাদের ওপরে আক্রমণ করেছে। এসব শুনে রসূলুল্লাহ
 (সঃ) বললেন : এ সমর-সংগীতের গায়ক কে? সবাই বললো : আমের ইবনুল আক'ওয়া।
 তিনি বললেন : আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। একজন লোক বললেন : হে আল্লাহর
 নবী! তার জন্য তো শাহাদত অবশ্যাম্ভাবী হয়ে পড়লো। আপনি যদি তার থেকে আমা-
 দেরকেও উপকৃত হতে দিতেন! এরপর আমরা খায়বারে পেঁছিলাম এবং শত্রুদেরকে অবরোধ
 করলাম। অবশেষে এক সময়ে খাদ্যের অভাবে আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম।
 অবশেষে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন। বিজয় লাভের দিন সম্মুখ
 মুসলমানরা রান্নাবান্নার জন্য ব্যাপকভাবে আগুন জ্বালালো তা দেখে নবী (সঃ) জিজ্ঞেস
 করলেন : এ কিসের আগুন, আর কি জন্যই বা এ আগুন জ্বালানো হয়েছে? (অর্থাৎ কি
 জিনিস পাক করার জন্য এ আগুন জ্বালানো হয়েছে?) লোকজন বললো : গোশত পাকানো

হচ্ছে। নবী (সঃ) বললেন : কিসের গোশত থাকানো হচ্ছে? তারা বললো : গৃহপালিত গাধার গোশত। তখন নবী (সঃ) বললেন : এ গোশত সব ফেলে দাও। আর গোশতের ডেকাচিগ্দুলো ভেঙে ফেলো। এক ব্যক্তি বললো : হে আল্লাহর রসূল! আমরা যদি গোশত ফেলে দিই এবং ডেকাচিগ্দুলো ধুয়ে নেই, তাহলে কি হবে না। নবী (সঃ) বললেন : তা করতে পারো। যুদ্ধের ময়দানে সবাই বাহ রচনা করে দাঁড়ালো, আমের ইবনে আক'ওয়ার তরবারী ছিলো খাটো। তিনি তরবারী উঠিয়ে এক ইয়াহুদীর পায়ে আঘাত করলে তা ঘুরে এসে তার নিজের হাটুতে আঘাত করলো এবং হাটুর ঠিক ওপরে চোট পড়লো। এ আঘাতেই তিনি মারা গেলেন। সালামা ইবনুল আক'ওয়া বলেন : যুদ্ধ শেষে প্রত্যাভর্তন করতে শুরু করলে এক সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার হাত চেপে ধরে বললেন : তোমার কি খবর? আমি বললাম : আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। লোকজন বলাবলি করছে যে, আমেরের সব আমল নষ্ট হয়ে গেলো। এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন : কে বা কারা এ ধরনের কথা বলছে? নবী (সঃ) তার দু'টি আঙুল একত্রিত করে সৈদিকে ইশ্টিগাত করে বললেন : আমের দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী। সে অত্যন্ত কর্ম-তৎপর মজাহীদ ছিলো। জীবিত আরবী ভাষীদের মধ্যে তার মত গুণসম্পন্ন লোক খুবই কম।

« ৩৭ - عَنْ أَبِي أَسَدٍ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَتَى حَيْبَرَ يَسُدُّ كَمَا إِذَا أَتَى تَوْمًا يَلْبَسُ لِرَبِّهِمْ بَمُرَّ حَتَّى يُعْبِرَهُمْ فَلَمَّا أُصِيبَ خُرَجْتَ أَيُّمُودٌ بِمَسَاجِيْمِهِمْ وَمَكَاتِيْمِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْهُ تَأَلَّوْا مُحَمَّدًا وَاللهِ مُحَمَّدٌ ذَا النُّجَيْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُرِبَتْ حَيْبَرَ أَنَا إِذَا تَرْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ قَسَاءَ صَبَاحِ الْمُنْدَرِيِّينَ .

৩৮৭৭. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : খায়বার অভিযানের সময় নবী (সঃ) রাতের বেলা খায়বারে গিয়ে পৌঁছলেন। আর নবী (সঃ)-এর নিয়ম ছিলো রাতের বেলা কোন কওমের এলাকায় পৌঁছলে রাতে তাদের আক্রমণ না করে ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। ভোর হলে ইয়াহুদীরা কুড়াল ও কোদাল নিয়ে ক্ষেতে কাজ করার উদ্দেশ্যে বের হলো। কিন্তু নবী (সঃ)-কে দেখেই তারা বলে উঠলো : মুহাম্মাদ, খোদার কসম! মুহাম্মাদ তার গোটা সেনাদল সহ এসে পৌঁছেছে। তখন নবী (সঃ) বললেন : খায়বার ধ্বংস হয়েছে। কারণ, আমরা যখন কোন কওমের নিকটে গিয়ে পৌঁছি তখন সতর্কত্বের রাত পোহায় বড় করণ বার্তা নিয়ে।

« ৩৮ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَبَّحْنَا حَيْبَرَ بِكُفْرٍ ۖ فَخَرَجَ أَهْلُهَا بِالْمَسَاحِي فَلَمَّا سَبَّحُوا بِالنَّبِيِّ ﷺ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللهِ مُحَمَّدٌ ذَا النُّجَيْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللهِ الْكَبْرِ خُرِبَتْ حَيْبَرَ إِنَّا إِذَا تَرْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ قَسَاءَ صَبَاحِ الْمُنْدَرِيِّينَ ۖ نَأْمِنًا مِنْ قَوْمِ الْحَمْرِ قِنَادَى مَنَادَى النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يُنَبِّئَانِي بِكُفْرٍ عَنْ قَوْمِ الْحَمْرِ قِنَادَى مَنَادَى النَّبِيِّ ﷺ .

৩৮৭৮. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (খায়বার অভিযানকালে) আমরা খুব ভোরে খায়বারে পৌঁছলাম। খায়বারের অধিবাসীগণ তখন কোদাল ও কুড়াল

ইত্যাদি নিয়ে ক্ষেত্রের কাজে বের হচ্ছিলো। নবী (সঃ)-কে দেখতে পেয়েই তারা বলে উঠলো : মুহাম্মদ, খোদার শপথ! মুহাম্মদ তার গোটা সেনাদল সহ আমাদের ওপর চড়াও হয়েছে। নবী (সঃ) তখন আচ্ছাদিত আকবর ধর্নি দিয়ে বললেন : খায়বার ধ্বংস হয়েছে। কারণ, আমরা যখন কোন কওমের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হই তখন ঐসব সতর্ককৃত লোকদের রাত পোহায় অত্যন্ত অশুভ বার্তা নিয়ে। এ যুদ্ধে আমরা গাধার গোশত লাভ করলাম। (আমরা তা পাকসাভেছিলাম)। ঠিক এ সময় নবী (সঃ)-এর পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করলো যে, আচ্ছাদিত ও তাঁর রসূল তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করছেন। কারণ, গৃহপালিত গাধার গোশত নাপাক।

৩৮৯৭- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَهُ جَاءَهُ فَقَالَ أَجَلْتِ
الْحُمُرُ فَسَكَتَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ أَجَلْتِ الْحُمُرُ فَسَكَتَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ
فَقَالَ أَجَلْتِ الْحُمُرُ فَأَمْرًا دِيًّا فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ دَرَسُوهُ يَتَهَيَّنُ لَكُمْ
عَنْ حُمُرِ الْحُمْرِ الْأَجَلِيَّةِ فَأَجَلْتِ الْقِدْرَ وَرَأَتْهَا تَتَعَوَّرُ بِاللَّحْوِ .

৩৮৭৯. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে একজন আগন্তুক এসে বললো : গোশত খাওয়ার কারণে গৃহপালিত পশুগুলো নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এ কথা শ্রবণে নবী (সঃ) চূপ করে রইলেন, কিছুই বললেন না। (পরবর্তী সময়ে) লোকটি দ্বিতীয়বার নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বললো : গোশত খাওয়ার কারণে গাধা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। নবী (সঃ) এবারও নিশ্চুপ রইলেন। পরবর্তী সময়ে লোকটি তৃতীয়বার এসে বললো : গাধা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। এবার নবী (সঃ) লোকজনের কাছে এ কথা ঘোষণা করার জন্য একজন ঘোষককে আদেশ করলেন যে, আচ্ছাদিত ও তাঁর রসূল তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। (ঘোষণার সময়) যেসব ডেকাচিতে গৃহপালিত গাধার গোশত টগবগ করে ফুটছিলো লোকজন সে ডেকাচি উল্টিয়ে ফেলে দিলো।

৩৮৮০- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَهُ جَاءَهُ فَقَالَ أَجَلْتِ
الْحُمُرُ فَسَكَتَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ أَجَلْتِ الْحُمُرُ فَسَكَتَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ
فَقَالَ أَجَلْتِ الْحُمُرُ فَأَمْرًا دِيًّا فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ دَرَسُوهُ يَتَهَيَّنُ لَكُمْ
عَنْ حُمُرِ الْحُمْرِ الْأَجَلِيَّةِ فَأَجَلْتِ الْقِدْرَ وَرَأَتْهَا تَتَعَوَّرُ بِاللَّحْوِ .

৩৮৮০. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (খায়বার অভিযানে রওয়ানা হয়ে) নবী (সঃ) খায়বারের নিকটবর্তী একটি জায়গায় পৌঁছে অশ্বকার থাকতেই ফজরের নামায পড়লেন। তারপর আচ্ছাদিত আকবর ধর্নি দিয়ে বললেন : খায়বার ধ্বংস হয়েছে। আমরা যখন কোন শত্রু কওমের নিকট উপনীত হই তখন সেই সব সতর্ককৃত লোকদের রাত পোহায় বড় অশুভ বার্তা নিয়ে। এরপর খায়বারের বাসিন্দা ইয়াহুদীরা ভয়ে ছুটা-

ছদটি করে আলিতে গলিতে আশ্রয় নিতে শত্রু করলো। (যুদ্ধের পর) নবী (সঃ) তাদের মধ্যকার যুদ্ধে সক্ষম লোকদের হত্যা করলেন। আর শিশু ও অনাদের বন্দী করলেন। সাফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব বন্দীদের মধ্যে ছিলেন। বন্টিত গর্নামাতের মাল হিসেবে তিনি (সাফিয়া) প্রথমে দেহ-ইয়া কালবীর অংশে এবং পরে নবী (সঃ)-এর অংশে বন্টিত হন। তিনি তাঁকে আজাদ করে বিয়ে করেন এবং বলেন যে, গর্নামাত দেয়াই তাঁর জন্য মোহর। আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব সাবেতকে বললেন : 'হে, আব্দু মুহাম্মাদ! রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর মোহরানা কত ধার্য করছিলেন তা কি আপনি আনাসকে জিজ্ঞেস করছিলেন? এ কথা হাঁ সূচক জওয়াব দিয়ে সাবেত মাথা নাড়লেন।

৩৮৮১ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَعُوذُ سَبِيَّ النَّبِيِّ ﷺ صَغِيرَةً نَأْتَتْهَا وَتَرَوُ جَمًا نَقَالُ نَابِكِ لَيْسَ مَا أَسَدٌ تَمَّا قَالَ أَسَدٌ تَمَّا نَقَسْنَا نَأْتَتْهَا -

৩৮৮১. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) খানবায়ের যুদ্ধে সাফিয়াকে ১১ বন্দী করেছিলেন এবং পরে তাঁকে আজাদ করে বিয়ে করেছিলেন। সাবেত আনাসকে জিজ্ঞেস করলেন : নবী (সঃ) [সাফিয়া (রাঃ)-এর] মোহর কত ধার্য করছিলেন? আনাস বললেন : তিনি সাফিয়াকেই তাঁর মোহর ধার্য করেছিলেন? অর্থাৎ তাঁকে আজাদ করে দিয়েছিলেন।

৩৮৮২ - عَنْ سَمِئِيلِ بْنِ سَعْدِ بْنِ التَّامِيمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِتَقَى هَوَّ وَالمُشْرِكُونَ فَأَمَّتْ لَهَا مَالٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَشْكَسٍ وَ مَالِ الأَحْرُونَ إِلَى عَشْكَسٍ هِمْ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ كَ يَدْعُ لَهُمْ سَادٌّ وَ لَا فَادٌّ إِذْ إِتَيْعَهَا بَيْعًا بِهَا سَيْفِهِ فَقَالَ مَا أَجْرُ أَيُّهَا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْرُ أَيُّهَا فَلَدَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ بَرَّتْ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كَمَا وَتَفَّ وَتَفَّ مَعَهُ وَإِذَا اسْرَعَ اسْرَعَ مَعَهُ قَالَ نُجْرِمُ الرَّجُلَ جُرْحًا سَدِيدًا فَأَسْتَجِلَّ المَوْتِ فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالْأَرْضِ وَدُبَابُ بَيْنَ شَدَيْبِهِ ثُمَّ نَحَا مَنْ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَهُ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَنَسُ مُحَمَّدٌ أَمَّتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَأَلُّ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتُمْ إِثْقَالُهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَمَطَرَ النَّاسَ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَنَا كُفْرِي بِهِ فَخَرَجْتُ فِي طَلِبِهِ ثُمَّ جَرِمُ جُرْحًا سَدِيدًا فَأَسْتَجِلَّ المَوْتِ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الأَرْضِ

১১. উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রাঃ) ছিলেন মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে খানবায়ের গিয়ে বসতি স্থাপনকারী ইয়াহুদ নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা। খানবায় যুদ্ধে ইয়াহুদীরা পরাজিত হলে হযরত সাফিয়া (রাঃ) বন্দী হন। গর্নামাত ও যুদ্ধ বন্দীদের বন্টন করা হলে তিনি সাহাবা হযরত দেহ-ইয়া কালবী (রাঃ)-এর অংশে পড়েন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে হযরত দেহ-ইয়া কালবী (রাঃ)-এর নিকট থেকে কিনে নেন এবং দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে উম্মুল মু'মিনীনের মর্যাদা দান করেন।

وَدُّ بَابُهُ بَيْنَ شَدِّ يَمِينِهِ ثُمَّ تَحَامَلُ عَلَيْهِ وَوَقَّتْ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْمَلُ مَعَهُ الْجَنَّةُ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ
النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْمَلُ مَعَهُ أَهْلُ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ
الْجَنَّةِ.

৩৮৮২. সাহল ইবনে সাদ সাঈদী থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) খায়বারের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ) মর্শারিক ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ করলেন। (দিন শেষে) রসূলুল্লাহ নিজ সেনা ছাউনীতে ফিরে আসলেন। অন্যরাও নিজ নিজ সেনাদলে ফিরে গেলো। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিলো যে ত্রিদিন একা বা দলবদ্ধ কোন ইয়াহুদীকেই রক্ষা পেতে দেয়নি। বরং পিছন ধাওয়া করে তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করেছে। তাই সবাই তার সম্পর্কে বলাবলি শুরু করলো যে, আজ অমূল্য ব্যক্তি একাই যা করেছে তা আমাদের মধ্য থেকে আর কেউ করতে পারেনি। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : সে তো দোষখবাসী। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি বললো : তার পরিণতি জানার জন্য আমি তাকে অনুসরণ করবো। সাহল ইবনে সাদ সাঈদী বলেন : ঐ ব্যক্তি তার সাথে সাথে রইলো। সে যখনই খামতো সেও থেমে পড়তো। আবার যখন সে দ্রুত গতিতে চলতো সেও তখন দ্রুত গতিতে চলতো। অবশেষে সে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে (যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে) দ্রুত মৃত্যু কামনা করলো। তাই তরবারির গোড়া মাটিতে রেখে অগ্রভাগের উপর নিজের বুক সজোরে চেপে ধরে আত্মহত্যা করলো। এ দেখে তার অনুসরণকারী ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে বললো : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সত্যিই আল্লাহর রসূল! রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : কি ব্যাপার? লোকটি বললো : যে লোকটি সম্পর্কে আপনি বলেছিলেন যে, সে দোষখবাসী, তার সম্পর্কে এরূপ কথা লোকজনের কাছে বড় কষ্টকর মনে হয়েছিলো। তাই আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে, লোকটির পরিণাম জানার জন্য আমি নিজে তাকে অনুসরণ করবো। তখন থেকে আমি তার পেছনে লেগে থাকলাম। এক সময়ে সে মারাত্মকভাবে আহত হলো এবং দ্রুত মৃত্যু কামনা করলো। তাই নিজের তরবারির বাঁটি মাটির উপর রেখে তাঁক্ষ অগ্রভাগ বুকের সাথে ঠেকিয়ে সজোরে বুক পড়ে আত্মহত্যা করলো। ১২ সব কথা শোনার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : অনেক সময় মানুষ বাহ্যত বেহেশতবাসী হওয়ার মতো আমল বা কাজ-কর্ম করে এবং লোকজনও তাই মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে জাহান্নামের অধিবাসী আবার অনেক সময় মানুষ বাহ্যত : দোষখের উপযুক্ত কাজ-কর্ম করে এবং লোকজনও তাই মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতবাসী।

৩৮৮৩- هُنَّ أَيُّ هَرِيرَةٍ قَالَ شِهْدُ نَجِيْبَرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلٍ مِمَّنْ
مَعَهُ يَدْعِي الْإِسْلَامَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمَا حَصْرُ الْإِقْتَالِ فَأَنَّ الرَّجُلَ أَشَدَّ
الْقِتَالِ حَتَّى كَثُرَتْ بِهِ الْجُرْحَةُ فَكَادَ يَمُوتُ لِلنَّاسِ يَثْرَتَابِ تَوَجَّدَ الرَّجُلُ
أَلَمَ الْجُرْحَةَ فَأَصْوَى بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَأَسْتَخْرَجَ مِنْهَا شَهْمًا فَخَرَّ بِهَا

১২ ইসলামে আত্মহত্যা করা কবীর গোনাহ। কোন মানুষ যেমন অন্য কাজকে হত্যা করতে পারে না। ঠিক তেমনি নিজেও নিজেকে হত্যা করার অধিকারী নয়। আত্মহত্যাকারী পার্থক্য কীভাবে আল্লাহর দেয়া পরীক্ষা এড়িয়ে যেতে চায়, জ্ঞানীরে বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহর ওপর তার পূর্ব ইমান ও তাওরাককুল থাকে না। তাই সে আত্মহত্যা করে। আর এ কারণেই সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

نَفْسُهُ فَأَشَدَّ رَجَائٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَدَّقَ اللَّهُ حَدِيثَكَ
إِنْتَحَرْنَاكَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ تَشْرِيَانَا ذَاتَ نَأْدِثِ أَنْ لَدَى يَدِ حُلِّ الْجَنَّةِ
إِلَّا مُؤْمِنٍ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الْبَيْتَ بِالرَّجُلِ الْفَاحِشِ-

৩৮৮০. আব্দ হুসাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা (মুসলমানগণ) খায়বার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর গাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের একজন সম্পর্কে বললেন যে, এ লোকটি জাহান্নামী। অথচ লোকটি মুসলমান হওয়ার দাবী করতো। লড়াই শুরু হলে সে প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করলো। এমনকি আঘাতে তার শরীরের বহু জায়গা জখম হলো। এসব দেখে কেউ কেউ লোকটি সম্পর্কে নবী (সঃ)-এর উক্তিতে সন্দেহান হওয়ার উপক্রম হলো। জখমের ব্যর্থতার লোকটি কাতর হয়ে পড়লো এবং তীরখার হতে কয়েকটি তীর বের করে তার নিজের গলদেশে ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করলো। এ দেখে কিছুসংখ্যক মুসলমান দৌড়িয়ে গিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললো : হে, আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তা'আলা আপনার কথা সত্য প্রতিপন্ন করেছেন। ঐ লোকটি নিজে নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করেছে। তখন নবী (সঃ) একজনকে সম্বোধন করে বললো : হে, অমরক। তুমি গিয়ে সবার কাছে ঘোষণা করে দাও যে, মদামিন ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না। (তবে অনেক সময়) গোনাহগার লোক দ্বারাও আল্লাহ দ্বীনকে সাহায্য করেন।

۳۸۸۴ - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ لَمَّا فَزَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ أَوْ قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَى النَّاسَ عَلَى أَدَاةٍ فَرَنَعُوا هَذَا تَهْمُ بِالْكَيْبَرِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ذَلِكَ وَاللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ جِئْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَكْفُرُوا تَدْعُونَ أَمْسِرُوا وَلَا قَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَيْحًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ وَأَنَا خَلْفٌ دَائِبَةٌ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَبِحْنِي وَأَنَا أَقُولُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ابْتَئِ لِي مِنْ كَلِمَةٍ يَأْتِيكَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا ذَلِكَ كَلِمَةٌ مِنْ كَلِمَاتِ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَأَحْوَلُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ-

৩৮৮৪. আব্দ মুসা আশ'আরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) যে সময় খায়বার অভিযানে বের হলেন অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) খায়বারের দিকে যাবা করলেন তখন একটি উপত্যকায় পৌঁছে মুসলমানরা আল্লাহ্ আকবর আল্লাহ্ আকবর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এই তাকবীর ধ্বনি বদলন্দ কণ্ঠে উচ্চারণ করতে শুরু করলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তোমরা নিজেদের প্রতি একটু সদয় হও। অর্থাৎ এতো জোরে চীৎকার করো না। কারণ, তোমরা কোন বোধ বা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না। বরং এমন এক সত্তাকে ডাকছো যিনি অতি দ্রুত প্রবণকারী ও অতি নিকটে অবস্থানকারী। আর তিনি অহরহ তোমাদের সাথে আছেন। আব্দ মুসা আশ'আরী বলেন : আমি তখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-

এর সওয়ারীতে তাঁর পেছনে বসেছিলাম। তিনি আমাকে "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" পড়তে শুনেন বললেন : হে আবদুল্লাহ! ইবনে কায়েস, (আব্দ মূসা), আমি (আব্দ মূসা আশআরী) বললাম : হে, আল্লাহর রসূল! আমি উপস্থিত আছি এবং শুনছি। তখন তিনি বললেন : আমি কি তোমাকে এমন একটি কথা শিখিয়ে দেবো যা বেহেশতের ভাণ্ডারসমূহের মধ্যে একটি ভাণ্ডার। (আব্দ মূসা আশআরী বলেন,) আমি বললাম : হাঁ, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। আপনি বলুন। তিনি বললেন : সেই কথাটি হলো : "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।"

৩৮১৫ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أُنْزِلَ فِي سَاقِ سَكْمَةَ فَقَالَ يَا أَبَا مُسْلِمٍ مَا هَذَا، الضَّرْبَةُ قَالَ هَذَا ضَرْبَةٌ أَصَابَتْهَا يَوْمَ حَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أُصِيبَ سَكْمَةُ فَأَتَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَفَكَّرْتُ فِيهِ ثَلَاثَ نَفَاطَاتٍ فَمَا اسْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ .

৩৮১৫. ইয়াযীদ ইবনে আব্দ উবায়্যেদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি সালামা ইবনুল আকওয়াল পায়ের গোছায় আঘাতের চিহ্ন দেখেছি। তিনি (ইয়াযীদ ইবনে আব্দ উবায়্যেদ) জিজ্ঞেস করলেন : হে, আব্দ মূসালিম! (সালামা ইবনুল আকওয়াল) এসব কিসের চিহ্ন? তিনি জবাব দিলেন : এসব খায়বার যুদ্ধের আঘাতের চিহ্ন। (আঘাত দেখে) লোকজন বলাবলি শুরু করলো যে, সালামা মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু আমি নবী (সঃ)-এর কাছে আসলে তিনি এসব জখমের ওপর তিনবার ফর্দ দিলেন। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত আর আমার কোন কষ্ট হয়নি।

৩৮১৬ - عَنْ سَهْلِ بْنِ قَالٍ أَيْ النَّبِيِّ ﷺ وَأَشْرِكُونَ فِي بَعْضِ مَعَارِضِهِ فَأَمْتَلُوا قَمَالًا كُلَّ قَوْمٍ إِلَى عَشَكَيْهِمْ وَفِي الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا لَا يَدْعُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاءَ وَهُوَ وَلَا فَادٍ إِلَّا اتَّبَعَهَا فَضَرَبَهَا بِسَيْفِهِ فَيَقِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجْزَأُ أَحَدًا مِمَّا أَجْزَأُ مُلْدَكَ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالُوا أَيُّنَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنْ كَانَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَا تَبِعْتَهُ فَإِذَا أَسْرَعَ وَابْطَأَ كُنْتُ مَعَهُ حَتَّى جِزَحَ فَأَسْتَجِبَلُ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نِصَابَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبابُهُ بَيْنَ تَدْيِيهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَتَمَمْتَ أَمْرَكَ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُنَابِئُكَ وَاللَّيْسَ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيُنَابِئُكَ وَاللَّيْسَ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

০৮৮৬. সাহল ইবনে সাদ সাঈদী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : [নবী (সঃ) বেসব যুদ্ধ করেছেন] তার কোন একটিতে তিনি ইয়াহুদী মদ্রশারিকদের সাথে তুমুল লড়াই করলেন। ঐ দিনের যুদ্ধ শেষে ইয়াহুদী ও মদ্রসলমান উভয় কওম নিজ নিজ সেনা ছাউনিতে ফিরে গেলো। মদ্রসলমানদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিলো যে ঐদিন একাকী বা দলবদ্ধ কোন মদ্রশারিককেই রক্ষা পেতে দেয়নি। বরং পিছন ধাওয়া করে তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করেছে। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলা হলো যে, হে, আল্লাহর রসূল! আজকে (যুদ্ধের ময়দানে) অমুক লোকটি একা যা করেছে আর কেউ-ই তা করতে সক্ষম হয়নি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : সে তো দোষখবাসী। এ কথা শুনে সবাই বলাবলি করলো যে, সে যদি দোষখবাসী হয় তাহলে আমাদের মধ্যে জামাতবাসী হওয়ার যোগ্য আর কে আছে? তখন সবার মধ্য থেকে একটি লোক উঠে বললো : তার পরিণাম কি হয় তা জানার জন্য আমি তাকে অনুসরণ করবো। যুদ্ধের ময়দানে সে ক্ষিপ্ৰগতিতে চলুক আর ধীরগতিতে চলুক আমি তার সাথে থাকবো। অতঃপর লোকটি যুদ্ধের ময়দানে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে সফর মৃত্যু কামনা করলো এবং এ জন্য সে তরবারির বাঁট মাটিতে রেখে তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ বৃকে ঠেকিয়ে তার ওপর সবেগে ঝুঁকে পড়ে আত্মহত্যা করলো। তাকে অনুসরণকারী লোকটি তখন নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বললো : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি সত্যিই আল্লাহর রসূল! এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন : কি ব্যাপার? সে তখন নবী (সঃ)-কে সব ঘটনা অবহিত করলো। নবী (সঃ) বললেন : অনেক লোক বাহ্যতঃ বেহেশবাসী হওয়ার উপযুক্ত কাজ-কর্ম করে আর লোকজনও তাই মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে জাহান্নামের অধিবাসী। আবার অনেক সময় কোন ব্যক্তি বাহ্যতঃ দোষখের উপযুক্ত কাজ-কর্ম করে আর লোকেও তাই মনে করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে জামাতবাসী হয়।

৩৮৮৭. ۳۸۱۷- مَثَٰلُ مِثْرَاتٍ نَّالَ تَنْظَرُ اِلَيْهِ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قُرَٰى لِيَا سَبِّهَ
تَقَالُ كَمَا تَمُتُ السَّاعَةَ يَوْمَ دَخَيْبِرٍ -

০৮৮৭. আব্দ ইমরান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কোন এক জুম'আর দিনে আনাস লোকজনের গায় খায়বারের ইহুদীদের মতো চাদর দেখে বললেন : এই মদ্রহুতে তাদেরকে খায়বারের ইহুদীদের মতো মনে হচ্ছে।

৩৮৮৮. ۳۸۱۸- عَنْ سَلْمَةَ قَالَتْ كَانَتْ عَلِيٌّ تَخْلَفُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَيْبَرَ وَكَانَ رَمِدًا
تَقَالُ اَنَا تَخْلَفُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَحِقَ بِهِ فَلَمَّا شَأْنَا اللَّيْلَةَ اَلَّتِي فُتِحَتْ نَالَ
لَا عِطِيَّةَ الرَّايَةَ عَدَا اَوْ لِيَا حَدَّتْ الرَّايَةَ عَدَا رَجُلٌ يَجِبُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ
يُقْتَرُ عَلَيْهِ فَنَحْنُ نَرُجُوهَا فِقِيلٌ هَذَا عَلِيٌّ نَاعِظًا مَفْقَهُ عَلَيْهِ -

০৮৮৮. সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : খায়বারের যুদ্ধে আলী (রাঃ) চক্ষু রোগে আক্রান্ত থাকার কারণে নবী (সঃ)-এর সাথে যেতে পারেননি। তারপর তিনি মনে মনে ভাবলেন : আমি নবী (সঃ)-এর সাথে না গিয়ে (বাড়ীতে) বসে থাকবো (তা হতে পারে না)। সুতরাং তিনি গিয়ে নবী (সঃ)-এর সাথে মিলিত হলেন। যেদিন খায়বার বিজিত হলো সেদিন রাতে নবী (সঃ) বললেন : আমি আগামী কাল সকালে এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝান্ডা দেবো অথবা বলোঁছিলেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আগামী কাল সকাল

বেলা এমন এক ব্যক্তি কাণ্ডা গ্রহণ করবে যাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালবাসেন। তার হাতে খায়বার বিজিত হবে। সালামা বলেন : আমরা সবাই পতাকা পাওয়ার আশা করছিলাম। নবী (সঃ)-কে জানানো হলো এইতো আলী এসে পৌঁছেছেন। তাই তিনি তাঁকে কাণ্ডা দিলেন এবং তার হাতেই খায়বার বিজিত হলো।

৩৪৮৭- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ حَيْبَرَ لَا أُعْطِيَتْ هَذِهِ الرَّايَةُ عَدُوًّا رَجَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَبِحِبَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ نَبَاتُ النَّاسِ يَبْدُو كَوْنِ لَيْلَتِهِمْ أَيُّهُمْ يُعْطَى مَا نَلَمْنَا أَصْبَحُ النَّاسُ عَدُوًّا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطَى مَا نَقَالُ آيَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَشْتَكِي حَبِيبَهُ فَإِنْ سَأَلُوا إِلَيْهِ فَأَقْبَبَهُ فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ نَبْرًا حَتَّى كَانَتْ تُورِيكُنْ بِهِ دَمِيحٌ فَأُطْعِمَهُ الرَّايَةَ فَقَالَ هَلُمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي لَيْلَتُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ أَتَعُدُّ عَلَى رِجْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِمَا حَتَمْتُمْ ثُمَّ أَدْعُمْتُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْتُمْ بِمَا يَحِبُّ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَشْفِي اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا حَيْثُ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ-

৩৮৮৯. সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত। খায়বারের যুদ্ধের সময় একদিন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : আগামীকাল সকালে আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে এ পতাকা অর্পণ করবো যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলও যাকে ভালোবাসেন। সাহল ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, এ ঘোষণা শুনে আগামীকাল কাকে পতাকা দেয়া হবে সে সম্পর্কে সবাই সারা রাত জটপটু-কল্পনা করে অতিবাহিত করলো। রাত শেষে লোকজন সবাই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলো। সবারই আশা যে, পতাকা হয়তো তার হাতেই অর্পণ করা হবে। কিন্তু নবী (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন : আলী ইবনে আবু তালিব কোথায়? সবাই বললো : হে আল্লাহর রসূল! তিনি চক্কুরোগে আক্রান্ত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তাঁকে লোক পাঠিয়ে ডাকো। তাঁকে আনা হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর দু'জোখে যুদ্ধের লালা লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁয় কল্যাণের জন্য দো'আ করলেন। সপ্তে সপ্তে তিনি এমন সুস্থ হরে গেলেন যেহেতু তাঁর জোখে কোন অসুস্থই ছিলো না। পরে নবী (সঃ) তাঁর হাতে পতাকা অর্পণ করলেন। (পতাকা হাতে নিয়ে) আলী বললেন : হে আল্লাহর রসূল! বতর্কণ-তার আমাদের মতো মুসলমান না হর ডভোক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তুমি খায়বারের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হও এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওরাত পেশ করো। আর ইসলাম গ্রহণ করলে ইসলামের বিধান মোতাবেক তাদের ওপর আল্লাহর যে হক বর্তাবে-তাও অবহিত করো। খোদার শপথ! তোমার দাওরাতের মাধ্যমে আল্লাহ যদি একজন লোককেও হেদায়াত করেন তাহলে তুমি তোমার জন্য লোহিত বর্ণের উটের চাইতে মূল্যবান হবে। ৯০

৩৮৭০- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ تَدَامَنَا خَيْبَرٌ نَلَمْنَا ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَمْعُ ذَكَرَ
لَهُ جَمَالٌ صَفِيَّةَ بِنْتِ حَبِيبِ بْنِ أَخْطَبٍ وَقَدْ تَتَلَّ رَوْجَمًا وَكَانَتْ عُمُرًا وَسَا
نَاصِطِقًا مَا النَّبِيُّ ﷺ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّيْبَاءِ حَلَّتْ فَبَيْنَا
بِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرَوْنَحَ جَيْتًا فَإِن بَطَحَ صَغِيرٌ تَرْتَالَى لِئِذَا مِنْ حَوْلِكَ
فَكَانَتْ تِلْكَ وَلَيْسَتْ عَلَى صَفِيَّةَ تَرَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ
يُحَوِّثُ لَهَا ذُرَاءَ الْبِعَاءِ تَرَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ وَتَضَعُ
صَفِيَّةَ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ -

৩৮৭০. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: আমরা অভিবান চালিয়ে খায়বার গিয়ে পৌঁছলাম। অতঃপর আব্বালাহ তা'আলা নবী (সঃ)-কে দুর্গাগুলোর ওপর বিজয় দান করলেন। তারপর নবী (সঃ)-এর কাছে ইয়াহুদী নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়ার সৌন্দর্যের কথা বলা হলো। তিনি (সাফিয়া) ছিলেন সদা পরিণীতা বধু। তার স্বামী (কিনানা ইবনে রাবী খায়বার যুদ্ধে) নিহত হয়েছিলেন। নবী (সঃ) তাঁকে নিজের জন্য মনোনীত করলেন এবং তাঁকে সাথে নিয়ে খায়বার থেকে ব্রওয়ানা হলেন। আমরা যখন 'সান্দুস্ সাহ্'বা' নামক জায়গায় উপনীত হলাম সাফিয়া তখন মাসিক ঋতু থেকে পবিত্রতা লাভ করলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) এখানে তাঁর সাথে নিজের দৈর্ঘ্য দেখা করলেন। তারপর ঘিটে খেজুর ভিজিয়ে 'হাইস' নামক এক প্রকার খাবার প্রস্তুত করে ছোট দস্তরখানে সাজিয়ে আমাকে বললেন: তোমার আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে জানিয়ে দাও। এটিই ছিলো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাফিয়ার বিয়ের "ওয়ালিমা"। এরপর আমরা মদীনার দিকে রওয়ানা হলাম। আমি নবী (সঃ)-কে তাঁর পিছনে সাফিয়ার জন্য একখানা চাদর (আবা) বিছাতে দেখলাম। তারপর তিনি উটের ওপর নিজের হাঁটু দু'টি মেলে বসতেন আর সাফিয়া তার হাঁটুর ওপরে পা রেখে [নবী (সঃ)-এর সাথে তাঁর পিছনে] সওয়ারীতে আরোহণ করতেন।

৩৮৭১- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حَبِيبِ
يَطْرُقُ خَيْبَرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَهْرَسَ بِهَا وَكَانَتْ فِيمَنْ مَرَّبَ عَلَيْهَا الْحَبَابُ -

৩৮৭১. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) খায়বার থেকে মদীনার পথে নবী (সঃ) সাফিয়া বিনতে হুয়াই (ইবনে আখতাবের) কাছে তিনদিন অবস্থান করে তাঁর সাথে মেলামেশা করেছেন। আর সাফিয়ার জন্য হিযাব বা পর্দার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। ১৪

১৪. ইসলামী বিধান অনুযায়ী যুদ্ধে বন্ধ্যীদের গর্ভাশ্রয় হিসেবে বন্টন করার পর যার ভাগে যে পড়তো সে তার সাথে মিলকে ইয়ামান বা ক্রীতদাসী হিসেবে সহবাস করতে পারতো কিংবা তাকে দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করে স্বাধীন করে রাখার করতে পারতো। এক্ষেত্রে ক্রীতদাসীর জন্য পর্দার ব্যবস্থা ছিলো না। কিন্তু তাকে হাযু 'ছতর' আবৃত করে চোখেরা করতে হতো। কিন্তু স্বাধীন মহিলাকে পর্দা করতে হতো। নবী (সঃ) সাফিয়ার পর্দার ব্যবস্থা গ্রহণ করার ব্যর্থ হওয়া তাকে তিনি ক্রীতদাসী হিসেবে দর, স্বাধীন হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

২১৭২- عَنْ أَبِي يَحْيَىٰ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَةَ لَيَالٍ يُبْنَىٰ عَلَيْهِ
 أَنْصَفِيَّةَ فَدَاهَوَتْ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ دِيَارِهِمْ وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خَيْبَرَ وَلَا لَحْمٍ وَلَا مَاءٍ
 كَانَتْ فِيهَا إِلَّا أَنْ مَرَّ بِكَ لَيْلًا نَطَاعٌ فَبَسِطَتْ فَأَلْقَىٰ عَلَيْهَا الصَّخْرَ وَالرَّقِطَ وَالسَّنَنَ
 فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَىٰ أُمَّتَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ قَالُوا إِثْنَانِ
 حَجَبًا فَمَيَّ إِحْدَىٰ أُمَّتَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ لَوْ يَجُجِبُهَا فَمَيَّ مَا مَلَكَتْ
 يَمِينُهُ فَلَمَّا إِذَا رَجَعُوا وَطَلَّهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ .

৩৮৯২. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) খায়বার থেকে মদীনায় যেতে পথিমধ্যে তিনদিন অবস্থান করলেন এবং এ সময়ই সাফিয়ার সাথে নিজীবাসে থাকলেন। আর আমি মুসলমানদেরকে নবী (সঃ)-এর "ওয়ালিমার দাওয়াত দিলাম। কিন্তু "ওয়ালিমার এ দাওয়াতে রুটি বা গোশত কোন কিছুই ব্যবস্থা ছিলো না। ব্যবস্থা যা ছিলো তাহলো ; তিনি বেলালকে দস্তরখান বিছাতে বললে তা বিছানো হলো আর তিনি সবার জন্য খেজুর, পানির ও ঘি পরিবেশন করলেন। এ ব্যবস্থা দেখে মুসলমানরা পরস্পর বলাবলি শুরু করলো যে, তিনি (সাফিয়া) কি উম্মুল মুমিনীন না (মিলকে ইরামীনের ভিত্তিতে) ক্রীতদাসী। তখন সবাই বললো : যদি নবী (সঃ) তাকে পর্দা করান, তবে তিনিও একজন উম্মুল মুমিনীন আর যদি পর্দা না করান তাহলে বৃদ্ধিতে হবে ক্রীতদাসী। রওয়ানা হওয়ার সময় নবী (সঃ) তাঁর (সাফিয়া) জন্য নিজের পিছনে বসার জায়গা করে পর্দা টানিয়ে আড়াল করে দিলেন।

২১৭৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَجْعَلٍ قَالَ كُنَّا مَعَ صِرْمَى خَيْبَرَ قَرْمَى إِسْكَاتٍ
 بِجَرَابٍ فِيهِ شَعْرٌ فَزَوَّدَتْ لِأَجْدًا فَأَلْفَتْ نَادِيَ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ

৩৮৯৩. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : খায়বার যুদ্ধে আমরা খায়বারের দুর্গ অবরোধ করেছিলাম। একদিন একটি লোক কিছু চাবিসহ একটি বর্দা বা খলে ছুঁড়ে মারলে তা কুড়িয়ে নেয়ার জন্য আমি দ্রুত ধাবিত হলাম। কিন্তু ফিরে পিছনে তাকাতেই নবী (সঃ)-কে দেখে খুব লজ্জিত হলাম (এবং বর্দা কুড়ানোর ইচ্ছা পরি-
 ত্যাগ করলাম)। ১৫

২১৭৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ يَزْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ
 التَّوْمِ وَعَنْ لَحْوِمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ نَهَىٰ عَنْ أَكْلِ التَّوْمِ كَوَمَنْ نَافِعٍ
 وَحَدِيثٌ وَ لَحْوِمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ عَنْ سَالِمٍ -

৩৮৯৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন :) খায়বার যুদ্ধের সময় নবী (সঃ) রসূদন ১৬ ও গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। নবী (সঃ) রসূদন

১৫. নবী (সঃ)-কে সাহাবাগণ কত সম্মান করে চলতেন এবং সাহাবাদের ওপর তাঁর বাস্তব ও প্রভাব কিরূপ ছিলো তা এ হাদীস থেকে বুঝা যায়।

১৬. রসূদন খাওয়া জারাজ এ ব্যাপারে সকল ইমাম ও উলামায়ে কেয়াম একমত। তবে জন্মস্থান নামস ও জামাআতে অংশ গ্রহণকারীর জন্য রসূদন খেয়ে দুর্গন্ধ নিয়ে জন্মস্থান ও জামাআতে অংশগ্রহণ করা মাকরুহ।

খেতে নিষেধ করেছেন এ কথাটি একমাত্র নাফে কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। আর গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এ কথাটি শব্দ মাত্র সালাম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

১৮৭৫- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ مَتْعَةِ الْبَنَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ إِلَّا نَيْبَةً-

০৮৯৫. আলী ইবনে আব্দ তালিব থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) খায়বার যুদ্ধকালে রসূলুল্লাহ মদত'আ বা মেয়াদী বিয়ে১৭ করতে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

১৮৭৬- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ تَحْرِيمِ الْحُمُرِ إِلَّا هَيْبَةً-

০৮৯৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) রসূলুল্লাহ (সঃ) খাইবর যুদ্ধের সময় গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

১৮৭৭- عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ إِلَّا هَيْبَةً

০৮৯৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) রসূলুল্লাহ (সঃ) গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

১৮৭৮- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ تَحْرِيمِ الْحُمُرِ وَرَحْصَى فِي الْحَيْلِ-

০৮৯৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) খাইবর যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) গাধার গোশত খেতে নিষেধ করে দিয়েছেন, তবে ঘোড়ার গোশত খেতে অনুমতি প্রদান করেছেন। ১৮

কারণ, এতে মনে যে দু'গুণ সৃষ্টি হয় তা অন্যদের কষ্টের কারণ হয়ে দেখা দেয়। তাই নবী (সঃ) রসূল খাওয়া স্বাভাবিকভাবে পরিভ্যাগ করেছিলেন। কেননা, তাঁর কাছে অহী নিরে ফেরেশতা আগমনের সম্ভাবনা সব সময়ই থাকতো।

১৭. মদত'আ বা মেয়াদী বিয়ে হলো সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ছাড়া শব্দ মাত্র ভোগের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন স্ত্রী-লোক বিয়ে করাকেই মদত'আ বিয়ে বা মেয়াদী বিয়ে বলে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ ধরনের বিয়ের অনুমতি ছিলো। খায়বার যুদ্ধের সময় থেকে নবী (সঃ) তা নিষিদ্ধ করে দেন।

১৮. কাজী শুরাইহ, হাসান বাসারী, আতা ইবনে আব্দ রাবাহ, সাঈদ ইবনে জুবাইর এবং হাম্মাদ ইবনে জুবাইর এবং হাম্মাদ ইবনে আব্দ সুলাইমান (রাঃ)-এর মতে ঘোড়ার গোশত খাওয়া 'হ'বাহ'। ইমাম শাফেরী (রাঃ), ইমাম আহমদ (রাঃ), ইসহাক (রাঃ) ইমাম মাহমুদ (রাঃ) এবং ইমাম আব্দ ইউসুফ (রাঃ) এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং ইমাম আব্দ হানিফা (রাঃ) ঘোড়ার গোশত খাওয়া হারাম বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আব্দ হানিফা (রাঃ)-এর দলীয় হলো; কুরআন

৩৮৭৭- عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى أَسَابِنًا مَجَاعَةً يَوْمَ خَيْبَرَ قَاتِ الْقَدْوَةَ لَتَغْلِي
قَالَ وَبَعْضُهَا نَضَّجَتْ كَجَاءِ مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ لِذَاتِ كَلَامٍ مِنْ لُحُومِ
الْحُمْرِ تَيْبًا وَأُضْمِرُ يُقْرَأُ مَا نَالَهُ ابْنُ أَبِي أَوْفَى فَتَنَحَّدَ ثَنَا أَنَّهُ إِتَمَّ نَهْيَ عَنَّا لِذَنْبِهَا
لَتُرْتَحَسَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ نَهَى عَنْهَا الْيَتَّةَ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعُدَاةَ .

৩৮৭৯. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) খায়বার যুদ্ধের দিন আমরা অভ্যন্তরীণ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম। ডেকাচিদগুলোতে গৃহপালিত গাধার গোশত টগবগ করে ফুটছিলো। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা বলেছেন: কোন কোন ডেকাচির গোশত রান্না হয়ে গিয়েছিলো। ইতিমধ্যে নবী (সঃ)-এর পক্ষ থেকে একজন ঘোষক এসে ঘোষণা করলো: তোমরা গৃহপালিত গাধার গোশত একটুকরা পরিমাণও খেয়ো না। বরং ডেকাচি উল্টিয়ে তা ফেলে দাও। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা বলেন: আমরা তখন পরস্পর বলাবলি করলাম, নবী (সঃ) শৃঙ্খলা এ কারণে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন যে, তা থেকে (আল্লাহ ও রসূলের হক) একপঞ্চমাংশ আলাদা করা হয়নি। আবার কেউ কেউ বললেন: তা চিরদিনের জন্য নিষেধ করেছেন। কারণ, তা নাপাক বস্তু খেয়ে থাকে।

৩৮৭৮- عَنْ أَبِي بَرَاءٍ وَعَبِيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَامًا بِرُحْمَةٍ
فَطَبَخُوا مَا قَامُوا مِنْ مَنَادِي النَّبِيِّ ﷺ أَكْفَفُوا الْقَدْوَةَ .

৩৯০০. বারা' ইবনে আযেব ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা থেকে বর্ণিত। খায়বার যুদ্ধে তারা নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলেন। খাবার জন্য তারা শৃঙ্খলায় গৃহপালিত গাধার গোশত সংগ্রহ করে তা রান্না করলেন। ইতিমধ্যে নবী (সঃ)-এর পক্ষ থেকে একজন ঘোষক এসে বললেন: ডেকাচিদগুলো উল্টিয়ে তার ভিতরকার সব গোশত ফেলে দাও।

৩৮৭৮- عَنْ عَبْدِ بْنِ تَيْمِيَّةٍ سَمِعْتُ أَبَانَ بْنَ أَبِي أَوْفَى يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَكُنَّا نَصْبُوا الْقَدْوَةَ وَكَانُوا الْقَدْوَةَ .

৩৯০১. আদী ইবনে সাবেত থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) আমি বারা' ইবনে আযেব ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা থেকে নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করতে শুনছি যে, খায়বার যুদ্ধের সময় তারা ডেকাচি ভর্তি করে গৃহপালিত গাধার গোশত রান্না করা হচ্ছিলো। তখন নবী (সঃ) আদেশ দিলেন: ডেকাচি উল্টিয়ে সব গোশত ফেলে দাও।

৩৮৭৮- عَنْ أَبِي بَرَاءٍ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ أَنْ تُلْقَى
لُحُومُ الْحُمُرِ الْأَقْلِيَّةِ نَيْتَةً وَنَضَّجَةً ثُمَّ لُحُومًا مُزَانًا بِأَكْبَرِهِ بَعْدَ .

মদীনে আল্লাহ তাআলা যোড়া, গাধা ও খচ্চরকে সওয়ারী ও সৌন্দর্যের উপকরণ বলে উল্লেখ করেছেন। এর গোশত খাওয়া মূল উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলে আল্লাহ তাআলা তাও উল্লেখ করতেন। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসেও রসূলুল্লাহ (সঃ) যোড়া, গাধা ও খচ্চরের গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। কথিত আছে যে, ইয়াম আবু হানিফা (ঃ) ইয়েত্বাকালের তিনদিন পূর্বে যোড়ার গোশত খাওয়া আরম্ভ বলে মত দিয়েছিলেন।

৩৯০২. বারা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : খায়বার যুদ্ধকালে নবী (সঃ) আমাদেরকে গৃহপালিত গাধার কাঁচা ও রান্না করা সব রকম গোশত ফেলে দিতে আদেশ করেছিলেন। পরে আর কোনদিনও তা খেতে আদেশ করেননি।

৩৯০৩- هُنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَأُذِرِّيَ أَمْسَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ أَنَا كَأَنَّ حُمُولَةَ النَّاسِ نَكْرِيءَ أَن تَدَّ هَبَّ حُمُولَتَهُمْ أَوْ حَرَمَهُ فِي يَوْمٍ حَيْبَرَ كَفَرُوا
الْحَمْرُ الْأَهْلِيَّةُ

৩৯০৩. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : গৃহপালিত গাধা মানুষের মালপত্র পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হয়। (এর গোশত খেলে) তা নিঃশেষ হয়ে যাবে (এবং মানুষ কষ্ট পাবে) এ জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) তা নিষেধ করেছেন, না খায়বার যুদ্ধের সময় তা স্থায়ীভাবে নিষেধ করেছেন, তা আমি জানি না।

৩৯০৪- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَسَوَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حَيْبَرَ لِنَفْسٍ مِنْ سَهْمِيِّينَ وَلِإِخْوَانِهِ سَهْمِيًّا قَالَ تَسَوَّرْتُ نَارًا إِذَا كَانَتْ مَعَ الرَّجُلِ قُرْسٌ فَلَهُ فَتَنَةٌ أَسْهَرِيَّاتٌ لَتُرِيكَنَ لَهُ قُرْسٌ فَلَهُ مَهْمَرٌ

৩৯০৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) খায়বার যুদ্ধের গণীমাত বণ্টন করার সময় তা থেকে ঘোড়ার জন্য দু'অংশ এবং পদাতিক সৈনিকের জন্য এক অংশ করেছিলেন। নাফে' এ কথা ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, কোন ব্যক্তির ঘোড়া থাকলে অর্থাৎ ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধ করে থাকলে তাকে তিন অংশ এবং ঘোড়া না থাকলে তাকে এক অংশ করে দিয়ার্থে ছিলেন।

৩৯০৫- قَالَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ مِثْلُ مَا أَنَا وَمِثْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَا أَمْلَيْتَ بَيْنَ الْمُطَّلِبِ بْنِ حُثَيْبٍ وَتَرْكَتْنَا وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةِ وَاجِدٍ وَمِثْلُ قَالَ إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاجِدٌ قَالَ جُبَيْرٌ وَكَرْتِي سِرِّ النَّبِيِّ ﷺ لِبَنِي مِثْلِ مِثْلِ شَيْءٍ وَبَنِي تَوْكَلٍ شَيْءًا

৩৯০৫. জুবাইর ইবনে মৃতইম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি এবং উসমান-ইবনে আফফান নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বললাম : আপনি বনী মূস্তালিবদেরকে খায়বারের গণীমাতের এক-পঞ্চমাংশের অংশ দিলেন আর আমাদেরকে কিছুই দিলেন না। অথচ আমরা এবং বনী মূস্তালিব আপনার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কে একই পর্যায়ে। নবী (সঃ) বললেন : হাঁ, বনী হাশেম ১৯ ও বনী মূস্তালিব আমার সাথে আত্মীয়তার বিচারে সমমর্যাদার অধি-

১৯. রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরদাদা হাশেমের আরও তিন ভাই ছিলেন যাদের নাম হলো: মূস্তালিব, নাওফাল ও আবদে শামস। হযরত উসমান (রাঃ) ছিলেন আবদে শামসের বংশধর এবং জুবাইরের ইবনে মৃতইম ছিলেন নাওফালের বংশধর। আর হাশেম, মূস্তালিব, আবদে শামস ও নাওফাল 'ব' ই আবদে মানাফের পুত্র। এ কারণেই হযরত জুবাইরের ইবনে মৃতইম (রাঃ) ও হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে আত্মীয়তার ব্যাপারে বনী মূস্তালিবের সমপর্যায়ের কথা উল্লেখ করেছেন।

কারী। জুবায়ের বলেন : নবী (সঃ) বনী আবদে শামস ও বনী নাওফেলদেরকে খায়বারে প্রাপ্ত 'খুমস' (এক-পঞ্চমাংশ যা আল্লাহ ও রসূলের জন্য নির্দিষ্ট) থেকে কোন অংশই দেননি।

৪-৩৭- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ لَبَخْنَا مَخْرَجَ النَّبِيِّ وَنَحْنُ بِالْيَمِينِ فَخَرَجْنَا مَهَا جَرِيَتِ إِلَيْهِ
 أَنَا وَارْتُوخِي فِي ذَاتِ اثْمَرَ هُمَا أَحَدُهُمَا أَبُو بَرْدَةَ وَالْآخَرُ أَبُو ذَرٍّ هُوَ أَمَّا تَنْ يَصْعَقُ
 وَإِنَّمَا قَالَ فِي ثَلَاثَةِ دَحْشِيِّينَ أَوْ إِثْنَيْنِ دَحْشِيِّينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي فَوَكَّلْنَا
 سَفِينَةَ فَالْقَتْنَا مَقِيمًا إِلَى النَّجَّاشِيِّ بِأَجْبَةِ فَوَاتَقْنَا جَعْفَرَ ابْنَ أَبِي كَالِبٍ فَأَقَمْنَا
 مَعَهُ حَتَّى نَسَّيْنَا جَيْدًا فَوَاتَقْنَا النَّبِيَّ ﷺ حِينَ أَتَمَّ حَيْبَرُ وَكَانَ أَنَا مِنَ النَّاسِ
 يَقْرَأُونَ لَنَا يَعْزِي لَأَهْلِ السَّفِينَةِ سَبَقْنَا كُسْرًا بِالْهَجْرَةِ وَدَخَلَتْ أَسَاءُ بِنْتُ
 عُمَيْسٍ وَجِي مِثْنِ تَدَامٍ مَعَنَا حَقِصَةَ زُرْجِ النَّبِيِّ ﷺ زَائِرَةً وَتَدَاكَتْ مَا جَرَّ
 إِلَى النَّجَّاشِيِّ فِيمَنْ هَا جَرُّكَ حُلَّ عُمَرَ عَلَى حَقِصَةَ وَأَسَاءُ عِشْدًا مَا نَقَالَ عُمَرَ حِينَ
 رَأَى أَسَاءَ مِنْ هَذِهِ قَالَتْ أَسَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ قَالَتْ أَمْرٌ أَلْبَسِيتهُ هَذِهِ الْبِجْرِيَّةَ هَذِهِ قَالَتْ
 أَسَاءُ نَعَسُوا قَالَتْ سَبَقْنَا كُسْرًا بِالْهَجْرَةِ كُنْتُمْ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكُمْ فَتَقَبَلْتِ
 وَتَالَتْ كَلَّمَ وَاللَّهِ كَثُرَتْ رَمُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُونَ جَانِكُمْ وَيَحْتَاجُ جَاهِكُمْ دَكْنَا
 فِي دَارِ أَوْ فِي أَرْضِ الْبُعْدَاءِ وَالْبُغْضَاءِ بِالْبُشَيْبَةِ وَذَلِكَ فِي اللَّهِ فِي رَسُولِهِ وَأَيُّرِهِ
 لَأَهْلَهُمْ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبَ شَرَابًا حَتَّى أَذْكَمَ مَا تَلَّتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ
 كُنَّا نُوَدِّي وَنَخَانُ وَنَأْذُكُمْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَسْأَلُهُ ذُو اللَّهِ لَأَكْذِبُ وَكَ
 أَرْبُحُ وَلَا أَرْيَدُ عَلَيْهِ نَلْمًا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا
 قَالَتْ قَالَتْ لَهُ تَالَتْ تَلَّتْ لَهُ كَذَا وَكَذَا قَالَ لَيْسَ بِأَحَقُّ لِي مِنْكُمْ وَكَ
 وَلَا مُعَابَهَ هَجْرَةً وَأَجْدَةً وَكُفْرًا نَشْرَأُ هَلِ السَّفِينَةَ هَجْرَتَانِ تَالَتْ فَلَقَدْ رَأَيْتِ
 أَبَا مُوسَى وَأَمْعَابَ السَّفِينَةِ يَا تَوْنِي أُرْسَالًا يَسْأَلُونَ قِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ مَا مِنْ النَّبِيَا
 نِي هُوَ أَوْ قَرْمُ ذَلِكَ أَعْظَمَ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا تَالَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ أَبُو بَرْدَةَ
 قَالَتْ أَسَاءُ فَلَقَدْ رَأَيْتِ أَبَا مُوسَى دَأْتَهُ لِيَسْتَعِيدَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّي وَكَانَ أَبُو بَرْدَةَ
 مِنْ أَبِي مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَأَعْرِفُ أَسْوَاتَ رُفَعَةَ الْأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرَّانِ حِينَ
 يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ وَأَعْرِفُ مَنَارَ لِمَنْ مِّنْ أَهْلِ الْقُرَّانِ بِاللَّيْلِ وَإِنْ كُنْتُ

لَوَازِمًا لِّمُتْرَجِينَ نَزَلُوا بِالْقَوْمِ وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إِذِ الْيَقِينِ الْخَيْلُ أَوْ قَالَ الْعَدُوُّ قَالَ
لَمُتْرَاتٍ أَمْحَابٍ يَا مَرْؤُوسٌ كَسْرَاتٍ تَنْظُرُ ذُهُورًا

৩১০৬. আব্দু মূসা আশআরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: আমরা ইয়ামানে থাকতেই আমাদের কাছে নবী (সঃ)-এর হিজরতের খবর পৌঁছলো। আমি ও আমার আরো দু' ভাই আব্দু বুরদা ও আব্দু রুহুম আমাদের কওমের মোট তিনপায় অথবা চয়্লানজন লোকের সাথে হিজরতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আমি ছিলাম তাদের সকলের চেয়ে ছোট। আমরা সমুদ্রোপকূলে গিয়ে একটি জাহাজে আরোহণ করলাম। জাহাজ যোগে আমরা হাবশায় পৌঁছলাম এবং (সেখানকার বাদশাহ) নাজ্জাশীর দরবারে গিয়ে উপনীত হলাম। আমরা সেখানে জাফর ইবনে আব্দু তালিবের সাক্ষাৎ পেলাম এবং তাঁর সাথে সেখানেই অবস্থান করলাম। অবশেষে নবী (সঃ)-এর খায়বর বিজয়কালে সেখান থেকে ফিরে এসে তাঁর সাথে মিলিত হলাম। এই সময় কিছুসংখ্যক লোক আমাদেরকে (অর্থাৎ জাহাজে আরোহীদেরকে) বলতো যে, হিজরতের ব্যাপারে আমরা তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী। আসমা বিনতে উমাইস ও আমাদের সাথে হাবশা থেকে জাহাজে করে ফিরে এসেছিলেন। তিনি একদিন নবী (সঃ)-এর স্ত্রী হাফসার সাথে সাক্ষাত করতে আসলেন। তিনিও সবার সাথে নাজ্জাশীর দেশে হিজরত করেছিলেন; আসমার উপস্থিতিতেই উমর হাফসার কাছে গেলেন এবং আসমাকে দেখে হাফসাকে জিজ্ঞেস করলেন: এ কে? হাফসা বললেন: এ আসমা বিনতে উমাইস। উমর বিস্ময় ভরে বললেন: এ সেই হাবশায় হিজরতকারিণী আসমা! জাহাজে সমুদ্র ভ্রমণকারিণী আসমা! আসমা বললেন: হাঁ। তখন উমর বললেন: আমরা তোমাদের আগে হিজরত করেছি। তাই তোমাদের তুলনায় আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বেশী নিকটবর্তী ও হকদার। এ কথা শুনে আসমা রাগান্বিত হয়ে বললেন: কখনো না। আল্লাহর কসম! তোমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলে। তিনি তোমাদের ক্ষুধার্তকে খেতে দিতেন, অস্ত্র ও স্ত্রী হীনকে উপদেশ দিতেন। আর আমরা ছিলাম বহুদূরে অবস্থিত হাবশা দেশে—যা ছিলো শত্রুর দেশ। সেখানে আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হতো এবং ভীতি প্রদর্শন করা হতো। তোমাদের মত সুযোগ আমাদের জন্য ছিলো না। আর আমরা একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কারণেই এসব কষ্ট বরদাশত করেছি। খোদার কসম, তুমি যা বলছো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে তা বর্ণনা না করা পর্যন্ত আমি খাবার গ্রহণ করবো না এবং পানিও পান করবো না। আমি এসব কথা শীঘ্রই রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলবো এবং জিজ্ঞেস করবো। আল্লাহর শপথ, আমি মিথ্যা বলবো না, অপব্যাখ্যা করবো না কিংবা বাড়িয়ে ও বলবো না। অতঃপর নবী (সঃ)-এর আগমনের পর আসমা তাঁকে বললেন: হে আল্লাহর নবী! উমর এসব কথা বলেছে। নবী (সঃ) তাকে (আসমাকে) জিজ্ঞেস করলেন: তুমি তাকে (উমরকে) কি বলেছো? আসমা বললেন: আমি তাকে এরূপ এরূপ কথা বলেছি। তখন নবী (সঃ) বললেন: তোমাদের তুলনায় উমর আমার বেশী ঘনিষ্ঠ ও হকদার নয়। কারণ, উমর ও তার সাথী অন্যরা মাত্র একবার হিজরত করেছে। আর তোমরা জাহাজে ভ্রমণকারীরা দু'বার হিজরত করেছে। আসমা বিনতে উমাইস বলেন: আমি আব্দু মূসা ও জাহাজে ভ্রমণকারীদেরকে এ হাদীসটি শোনার জন্য আমার কাছে দলে-দলে আসতে দেখছি। তাদের সম্পর্কে নবী (সঃ) যা বলেছিলেন তাদের নিকট তার চেয়ে দু'নিয়্যার আর কোন বস্তু বড় ও বেশী আনন্দদায়ক ছিলো না। আব্দু বুরদা বর্ণনা করেন যে, আসমা বলেছেন: আব্দু মূসাকে দেখেছি, তিনি আমার নিকট থেকে বারবার এ হাদীসটি শুনতে চাইতেন। আব্দু বুরদা আব্দু মূসা থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন: আশআরী গোত্রের লোকজন রাতের বেলা আসলে, কুরআন পড়ার আওয়াজ শুনেই আমি তাদের চিনতে পারি। আর যদিও দিনের বেলা আমি তাদের বাড়ী দর্শনি। তবুও কুরআন পাঠের আওয়াজ শুনেই রাতের বেলা আমি তাদের বাড়ী চিনে নিতে পারি। হাকীমও আশআরী গোত্রের লোক। বখনই তিনি কোন দল অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ)

শত্রুর মোকাবিলা করতেন তখনই তিনি তাদেরকে বলতেন যে, আমার বন্ধুরা তোমাদেরকে অপেক্ষা করতে বলেছেন।

১৩৭. عَنْ أَبِي مُرَيْسَةَ قَالَ تَدَامَنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ أَنْ أَنْتَمُ خَيْرٌ نَفْسُو
لَنَا وَكُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ أَحَدًا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَحَدًا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَحَدًا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَحَدًا

৩১০৭. আব্দু মুসা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : খায়বার বিজয়ের পর আমরা নবী (সঃ)-এর কাছে আসলাম। তিনি খায়বার যুদ্ধের গণীমাতে আমাদেরকে অংশ দিলেন। তিনি আমাদেরকে ছাড়া খায়বার বিজয়ে অংশগ্রহণ করেনি এমন কাউকে খায়বারের গণীমাতের অংশ প্রদান করেননি। ১০০

১৩৭. عَنْ أَبِي مُرَيْسَةَ يَقُولُ إِفْتَحْنَا حَيْبَرَ فَلَمْ نَخْبِرْهُ دَهَابًا وَلَا نِصْفَةَ إِنَّمَا
فِيهَا بَيْعَةٌ وَالْإِبِلُ وَالشَّاعُ وَالْخَوَاطِرُ فَاصْرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى وَادِي الْقَرْيِ
وَمَعَهُ فَيْدَاهُ يَقَالُ لَهُ مِدْفَعُ أَمْدَانٍ لَهُ أَحَدًا بَيْنَ الْقَبَابِ بَيْنَنَا هُوَ يَوْمَئِذٍ رَحَلْنَا
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ سَهْرٌ عَارِضٌ حَتَّى أَصَابَ ذَلِكَ الْعَيْبَةَ فَقَالَ النَّاسُ هَيْبَةً
لَهُ الشُّمَادَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الْقَمَلَةَ أَيْ لَعَابِنَا
يَوْمَ حَيْبَرَ مَنِ الْمَخَانِسُ لَمْ تَعْمِيهَا الْمَقَامِسُ لَشْتَعِلَ عَلَيْهِ نَارًا فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ سَبَحَ
ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بِشِرَاكِ أَوْ شِرَاكَيْنِ فَقَالَ هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصْبَيْتُهُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشِرَاكِ أَوْ شِرَاكَيْنِ مِنْ نَابِ.

৩১০৮. আব্দু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা খায়বার যুদ্ধে বিজয়লাভ করার পর গণীমাত হিসেবে স্বর্ণ বা রৌপ্য লাভ করিনি। বরং গণীমাত হিসেবে আমরা যা পেলাম তা ছিলো গরু, উট, দ্রব্যসামগ্রী ও ফলের বাগান। আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সেখান থেকে ওয়াদউল কুরা পৌঁছলাম। মিদআম নামক একজন গোলাম রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলো। বনী দুবাব গোত্রের একজন লোক এই গোলামটি তাঁকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলো। সে সওয়ারী থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 'হাওদা' নামাচ্ছিলো এমন সময় অজানা স্থান থেকে একটি তীর এসে তার শরীরে বিম্ব হলো এবং সে মারা গেলো। এ দেখে লোকজন বলে উঠলো : কি খুশীর বিষয়, সে শাহাদাত লাভ করলো। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ। বন্টন করা ছাড়াই খায়বার যুদ্ধের গণীমাত থেকে যে চাদর নিয়েছে তা আগুন হয়ে অবশ্যই তাকে দংশ করবে। নবী (সঃ)-এর মূখে এ কথা শুনে এক ব্যক্তি জুতার একটি কিংবা দুটি ফিতা নিয়ে এসে বললো : আমি এটি পেয়েছিলাম। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : এই একটি বা দুটি জুতার ফিতা আগুনের ফিতায় রূপান্তরিত হতো। ১০১

১০০. অর্থাৎ আশআরা গোত্রের লোক যারা খায়বারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তারা গণীমাতের অংশ পাননি।

১০১. ইসলামী শরীয়তে যুদ্ধলব্ধ সব সম্পদ অর্থাৎ গণীমাত বন্টিত হওয়ার বিধান আছে। বন্টন অনুযায়ী প্রাপ্ত হওয়া ছাড়া নিজে নিজেই গণীমাতের কোন মাল হস্তগত করা বা চুরি করা মারাত্মক রকমের

৩৭০- عَنْ مُعْرُتِ بْنِ الْحَطَّابِ يُقُولُ أَمَا الَّذِي نَفْسِي بِمَدِينَةِ لَوْلَا أَنَا أَتْرَكَ الْآخِرَ
التَّاسِ بِنَا لَيْسَ لَكُمْ شَيْءٌ مَا فَتَحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ
حَيْبَرًا وَلَكِنِّي أَتْرَكُهَا خِرَانَةً لَمْ يَقْتَسِمُوا نَهَا.

৩৯০৯. উমর ইবনুল খাত্তাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: সেই মহান সত্যের শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি আমাদের পরবর্তী বংশধরদের নিঃশ্ব ও দরিদ্র হওয়ার আশংকা না থাকতো তাহলে আমি গণ্যমাতের সমুদয় বিজিত জনপদ অর্থাৎ ভূ-সম্পত্তি মুসলমান সৈনিকদের মধ্যে ঠিক তেমনভাবে বন্টন করে দিতাম। নবী (স:) যেমন খায়বারের ভূমি ও সম্পদ-রাজি বন্টন করেছিলেন। কিন্তু আমি তা বন্টন না করে গচ্ছিত সম্পদ হিসেবে রেখে যাচ্ছি যেমনো পরবর্তী বংশধরগণ নিজেরা ঐগুলো একের পর এক বন্টন করে নিতে থাকে।

৩৭১০- عَنْ مُعْرُتِ بْنِ لَوْلَا الْخِرَانَةَ الْمَيْلِينَ مَا فَتَحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا
كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ حَيْبَرَ

৩৯১০. উমর ইবনুল খাত্তাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: পরবর্তী মুসলমানদের কথা ভাবতে না হলে বিজিত সব জনপদ ও ভূমিকে আমি ঠিক তেমনভাবে বন্টন করে দিতাম যেমন ভাবে নবী (স:) খায়বারের ভূমি বন্টন করেছিলেন। ১০২

৩৭১১- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَاهُ يَرْوَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ
بُنَيْ بَنِي سَعِيدٍ مِنَ الْعَجَابِ لَا تَعْطِهِمْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْسٍ فَقَالَ
وَأَعْجَابُهُ لَوْ بَرَّكَتُ مِنْ تَدْوِمِ الْبَقَانِ وَبَدَأْتُ مِنْ الرَّبِيِّدِيِّ عَنِ الرَّهْمِيِّ قَالَ
أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَرْوَى يُخْبِرُ سَعِيدُ بْنُ الْعَجَابِ
قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَانًا عَلَى مَسْرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قَبْلَ نَجْدِ بَنِي أَبِي هُرَيْرَةَ
فَقَدِمَ أَبَانٌ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِحَيْبَرَ بَعْدَ مَا انْتَحَمَهَا وَإِنَّ حُرْمَ
حَيْلِمَةَ لَيُفِي قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَقْسِمُوا لَكُمْ قَالَ أَبَانٌ
وَأَنْتَ بِهَذَا يَا وَبُرٍّ تَحْدَرُ مِنْ رَأْسِ مَنْابٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَانُ اجْلِسْ
فَلَمْ يَقْسِمُوا لَكُمْ -

খেরমানত। কুরআন মজীদার সূরা আল-ইমরান ১০১ নং আয়াতে এ বিষয়ে কঠোর সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে। নবী (স:) এ হাদীসটি কুরআন মজীদার উক্ত আয়াতেরই ব্যাখ্যা।

১০২. হযরত উমর (রা:) -এর আশংকা ছিলো যে, বিজিত সবগুলো জনপদ ও ভূমি বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিলে পরবর্তী মুসলমানদের জন্য কিছই থাকবে না এবং তারা নিঃশ্ব হয়ে পড়বে। তাই বিজিত ভূখণ্ডের ওপর প্রত্যেক মুসলমানের যে মালিকানা স্থাপিত হয়েছিলো তা বিক্রি করতে তাঁর তদের সম্মত করেছিলেন এবং পরবর্তী মুসলমানদের জন্য সাধারণভাবে রেখে দিয়েছিলেন।

৩৯১১. আমবাসা ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন : খায়বার যুদ্ধের পর) আব্দ হুরাইরা নবী (সঃ)-এর কাছে এসে খায়বারের গণীমাতের অংশ চাইলেন। কিন্তু সাঈদ ইবনে আসের এক ছেলে বললো : তাকে খায়বারের গণীমাতের অংশ দিবেন না। জবাবে আব্দ হুরাইরা বললেন : এতো ইবনে কাওকালের হত্যাকারী। ১০০ (তাকেই বরণ দিবেন না।) সাঈদ ইবনে আসের পুত্র বললো : 'দান' পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে আসা বুনো বিড়ালের কথা শুনেন বিস্মিত হচ্ছি। যুবাইদী যুহরী ও আমবাসা ইবনে সাঈদের মাধ্যমে সাঈদ ইবনুল আস সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আব্দ হুরাইরা) বলেছেন : নবী (সঃ) আযান ইবনে সাঈদ ইবনুল আসের নেতৃত্বে একদল লোককে নাজদের একটি এলাকায় যুদ্ধে পাঠালেন। খায়বার বিজয়ের পর আযান তার সহযাত্রী সৈনিকদের সাথে নবী (সঃ)-এর কাছে এসে পৌঁছলো। তখন তাদের ঘোড়ার পিঠে খেজুর ছালের পেটি বাঁধা ছিলো। (অর্থাৎ তারা নিঃস্ব ও সহায়-সম্বল হীন ছিলো) আব্দ হুরাইরা বর্ণনা করেন যে, আমি তখন বললাম : হে আল্লাহর রসূল! তাদেরকে কোন অংশ দিবেন না। এ কথা শুনেন আযান বললো : হে, 'দান' পাহাড় শীর্ষের বুনো বিড়াল তুমিই বরণ এ ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য। (অর্থাৎ খায়বারে গণীমাতের অংশ পাওয়ার অযোগ্য) নবী (সঃ) (আযানকে) বললেন : হে আযান, তুমি বসে পড়ো। নবী (সঃ) তাদেরকে (আযান ও তার সঙ্গীদেরকে) কিছই দিলেন না।

۳۹۱۱ - عَنْ عُبَيْدِ بْنِ يُحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّي أَنَّ أَبَانَ بْنَ سَعِيدٍ أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَ عَلَيْهِ قَالُ أَبُو هُرَيْرَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا كَاتِبٌ لِي مِنْ قَوْمِي قَالُ زَانٌ فِي بَيْتِي وَهَرَبِيَّةٌ وَنَجَبَاتٌ وَأَبْرَأْتُكَ مِنْ قَوْمٍ صَاتٍ يَنْتَحِي عَلَيَّ إِمرًا أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِبَيْدِي وَمَنْعَهُ أَنْ يَمِينَنِي بِسَيْدِي ۴

৩৯১২. আমর ইবনে ইয়াহইরা ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার দাদা সাঈদ ইবনে আমর ইবনে সাঈদ আমাকে জানিয়েছেন যে, আমর ইবনে সাঈদ নবী (সঃ)-এর কাছে আগমন করলেন এবং তাকে সালাম দিলেন। তখন আব্দ হুরাইরা বললেন : হে, আল্লাহর রসূল! এ লোকটি তো ইবনে কাওকালের হত্যাকারী। এ কথা শুনেন আযান ইবনে সাঈদ আব্দ হুরাইরাকে লক্ষ্য করে বললেন : 'দান' পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে অকস্মাৎ নেমে আসা বুনো বিড়াল, তোমার কথায় বিস্ময় লাগছে। সে এমন এক ব্যক্তির (হত্যার) ব্যাপারে আমাকে দোষারোপ করছে আমার হাতে (শাহাদত লাভের মাধ্যমে) আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন এবং তার হাতে আমাকে লাঞ্চিত করা থেকে তাকে বিরত রেখেছেন। (অর্থাৎ তখন আমি কাফের ছিলাম। এ অবস্থায় তাঁর হাতে নিহত হলে আল্লাহর গণ্যের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতাম। কিন্তু আল্লাহ তা হতে দেননি)।

۳۹۱۲ - عَنْ مَائِنَةَ ابْنَتِ خَالِطَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا رَأَتْهُ أُرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مَائِنَةُ ابْنَتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّا كَانَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالسَّيِّئَةِ وَكُنْتُكَ وَمَائِنَةُ مِنْ حَسَنِ خَيْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَكَ نُؤْتِيكَ مَا تَرْتَحَنَّا مَدَانَةَ إِنَّمَا يَأْكُلُ

১০০. ওহদ যুদ্ধের সময় আযান ইবনে সাঈদ ইবনুল আস কাফের ছিলেন। সাহাবা নুমান আনসারী ওহদ যুদ্ধে তার হাতে শহীদ হয়েছিলেন। সাহাবা নুমান আনসারীকেই হাদীসে ইবনে কাওকাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই হরভতা হযরত আব্দ হুরাইরা (রাঃ) তাকে (আযানকে) গণীমাতের অংশ দিতে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন।

اَلْمُحَمَّدِ فِي هَذَا الْمَالِ وَاِنِّي دَاخِرٌ لِّاُغْيَرِ شَيْءٍ مِّنْ مَّوَدَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ
 عَنْ حَالِهَا اَتَى كَانَتْ عَلَيْهِمْ فِي عَمْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَا مَمَانَتَيْنِ بَيْنَهُمَا عَيْلٌ بِهِ رَسُوْلُ
 اللهُ ﷺ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ اَنْ يَّدَّ فَمَلَ اِلَى فَايَمَةً مِنْهَا عَيْتًا فَوَجَدَتْ فَايَمَةً
 فَلَا اَبْنَ بَكْرٍ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تَكَلِّمْهُ حَتَّى تُوْمِيَتْ وَعَاشَتْ بِحَدِّ النَّبِيِّ
ﷺ سِتَّةَ اَشْهُمٍ فَلَمَّا تُوْمِيَتْ وَفَتَّهَا زَوْجُهَا عَلِيُّ لِيَلِدَ وَلَدًا لَمْ يُوْدِّ زَيْنُهَا اَبَا بَكْرٍ
 وَوَسَّيَ عَلَيْهِمَا وَكَانَ لِعَلِيِّ بَيْنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةً فَايَمَةً فَلَمَّا تُوْمِيَتْ اِسْتَشْكَبَ
 عَلِيُّ وَجُوهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُمَاحِجَةَ اَبْنِ بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ يُمَاحِجُ يَوْمَ ذَلِكَ
 اَلْاَشْهُمِ فَأَرْسَلَ اِلَى اَبْنِ بَكْرٍ اَنْ اُتِنَا وَكَذَلِكَ يَأْتِنَا اَحَدٌ نَعْلَمُ كَمَا هِيَ لِيَحْضُرَ عَمْرُ
 نَقَالَ عَمْرُ لَوَدَا اللهُ لَوْ تَدَخَّلَ عَلَيْهِمْ وَحَدِّكَ نَقَالَ اَبُو بَكْرٍ وَمَا عَيْتُهُمْ اَنْ يَفْعَلُوا
 فِي اللهِ لَوَيْتُهُمْ فَمَدَّ حُدَّ عَلَيْهِمْ اَبُو بَكْرٍ فَتَشَمَّ عَلِيُّ نَقَالَ اِنَّمَا قَدْ حَرَفْنَا
 نَعْلَمُكَ وَمَا اَعْطَاكَ اللهُ وَكَمْ نَقُتُّسْ عَلَيْكَ خَيْرًا نَأْتِي اللهُ اِيْذَكَ وَلكِنَّكَ اِسْتَبَدَّ
 قَلْبُنَا بِالْاَمْرِ وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَيْبِيَا حَتَّى قَامَتْ
 عَيْتُنَا اَبْنَ بَكْرٍ نَلَمَّا تَكَلَّمُوا اَبُو بَكْرٍ مَالٌ وَالدِّيْنُ نَفْسِي بِيَدِهِ لِقَرَابَةِ
 رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَحَبُّ اِلَى اَنْ اَصِلَ مِنْ تَبْرَاجَتِي وَاَمَّا الدِّيْنُ فَشَجَرٌ بَيْنِي وَ
 بَيْنَكُمْ مِنْ هُدًى اَلْاَلْوَالِ يَأْتِي لَسُوْا لَنْ يَشْهَرَ اَلْحَبِيْبُ وَكُوْا اَنْتُمْ اَمْرًا اِيْذُ
 رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَضُنُّعُهُ فِيهَا اَلَا صَنَعْتُهُ نَقَالَ عَلِيُّ لِاَبْنِ بَكْرٍ مَوْجِدَكَ الْعَرَشِيَّةَ
 لِبَيْعَةٍ فَلَمَّا صَلَّى اَبُو بَكْرٍ بِالنَّظْمِ رَدِّيَ عَلَيَّ الْمُنْبَرِ فَتَشَمَّ وَذَكَرَ شَأْنَ
 عَلِيِّ وَتَشَلَّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعَدَّ رَأْيَ الدِّيْنِ اِعْتَدَّ رَأْيَهُ شَرًّا اِسْتَعْمَرَ وَتَشَمَّ
 عَلِيُّ فَعَظَمَ حَقَّ اَبْنِ بَكْرٍ وَحَدِّكَ اَنْتَ لَمْ يَعْصِلْهُ عَلَى الدِّيْنِ مَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى اَبْنِ
 بَكْرٍ وَكَذَلِكَ اَوْ لَدِيْهِ فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ وَلكِنَّكَ تَرَى لَنَا فِي هَذَا اَلْاَمْرِ
 نَيْبِيَا وَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا فَوَجَدْنَا فِي اَنْفُسِنَا مَسْرَرَةً بِذَلِكَ اَلْمُحْمَدِيْنَ وَنَقَلُوا
 اَصْبَحْتَ وَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ اِلَى عَلِيِّ قَرِيْبًا حَيْثُ رَاجَعَ اَلْاَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ -

‘ফাই’ (বিনা যুদ্ধে লক্ষ্য সম্পদ) এবং খাইবারের “খুদ্দুহ” বা এক-পশুমাংশের মিরাস চেয়ে পাঠালেন। জবাবে আবু বকর বললেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : আমাদের (নবীদের) কোন ওয়ারিস নাই। আমরা যা রেখে খাই তা সাদকা হিসেবে গণ্য হবে। মুহাম্মদ (সঃ)-এর বংশধরগণ অবশ্য প্রয়োজন মতো এ সম্পদ থেকে ভোগ করতে পারেন। আল্লাহর কসম, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রেখে যাওয়া এই সাদকা তাঁর জীবদ্দশায় যে অবস্থায় ছিলো তাতে সামান্যতম পরিবর্তনও আমি করতে পারবো না। আর এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সঃ) যে নীতিতে কাজ করেছেন আমিও ঠিক তাই করবো। সুতরাং আবু বকর এ সম্পদ থেকে ফাতেমাকে দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। তাই এ ব্যাপারে ফাতেমা আবু বকরের ওপর রাখাশ্বিত হলেন এবং তাকে বর্জন করলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আর তাঁর সাথে কথা বললেন। তিনি নবী (সঃ)-এর ইনতিকালের পর ছয়মাস জীবিত ছিলেন। তিনি ইনতিকাল করলে তাঁর স্বামী আলী একাই তাঁকে রাতের বেলা দাফন করলেন। এগনিক তাঁর ইনতিকালের খবর তিনি [আলী (রাঃ)] আবু বকরকেও জানালেন না। তিনি [আলী (রাঃ)] নিজেই তাঁর জানাযা পড়েছিলেন। ফাতেমা রোগশয্যা জীবিত থাকা পর্যন্ত লোকজনের কাছে আলীর মর্যাদা ও প্রভাব ছিলো। কিন্তু ফাতেমা ইনতিকাল করলে গান্দুষের কাছে আলীর সেই মর্যাদা নষ্ট হয়ে গেলো। তাই তিনি আবু বকরের সাথে সমঝোতা ও তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অসুস্থ ফাতেমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি উল্লেখিত মাসগুলোতে বাইআত হওয়ার সুযোগ পাননি। তাই আবু বকরের কাছে লোক পাঠিয়ে তিনি [আলী (রাঃ)] তাঁকে বললেন : আপনি আমার কাছে আসুন। তবে আর কেউ যেন আপনার সাথে না আসে। কারণ, উমর এসে হাজির হোক তা তিনি [হযরত আলী (রাঃ)] পসন্দ করতেন না। (কিন্তু বিষয়টি জানার পর) উমর বললেন : না, খোদার কসম, আপনি একাকী তার কাছে যাবেন না। আবু বকর বললেন : আমি আশংকা করি না যে তারা আমার সাথে কোন খারাপ আচরণ করবে। আল্লাহর কসম, আমি তাদের কাছে যাবো। তারপর আবু বকর তাঁদের কাছে গেলেন। তাশাহ হুদদের পর আলী বললেন : আমরা আপনার মর্যাদা এবং যা কিছুর আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন সে সম্পর্কে জানি। আর যে কল্যাণ অর্থাৎ খিলাফত আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন সে বিষয়ও আপনাকে হিংসা করি না। তবে খিলাফতের ব্যাপারে আপনি (আমাদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ না করে) স্বাধীনচেতা ও খোদ-মোখতার হয়ে বসেছেন। অথচ আমরা মনে করি যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে খিলাফতের কাজে (পরামর্শদানের মাধ্যমে) আমাদেরও কিছুর হক আছে। এ কথা শুনে আবু বকর কাদিতে শব্দ করলেন। তারপর যখন কথা বললেন তখন বললেন : সেই মহান সত্তার শপথ, যার হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ, আমার নিকটাত্মীয়ের চেয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকটাত্মীয়গণ আমার নিকট বেশী অগ্রগণ্য। আর [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর] এই মাল-সম্পদ নিয়ে আমার ও আপনাদের মধ্যে যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে সে ব্যাপারে আমি উত্তম ও কল্যাণকর পথ অনুসরণ করতে কসুর করি নাই। এক্ষেত্রে আমি এমন কোন কাজ পরিত্যাগ করি নাই যা আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে করতে দেখেছি। বরং তিনি যা করেছেন আমিও ঠিক তাই করেছি। এরপর আলী আবু বকরকে বললেন : আমি আগামীকাল যোহরের পর আপনার হাতে বাইআত হওয়ার ওয়াদা ফরছি। (পর দিন) আবু বকর যোহরের নামায পড়ে মিম্বরে উঠে তাশাহ হুদ পড়লেন এবং আলীর অবস্থা ও সেই সাথে (এতদিন) তাঁর বাইআত না করার যে কারণ তিনি (আলী) তাঁর (আবু বকর) কাছে পেশ করেছেন তাও বর্ণনা করলেন। এরপর আলী খোদার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাশাহ হুদ পাঠের পরে আবু বকরের অধিকারের অগ্রগণ্যতা উল্লেখ করে বললেন যে, তিনি যা করেছেন তা করতে আবু বকরের প্রতি হিংসা বা যা ম্বারা (খিলাফত) আল্লাহ তাঁকে মর্যাদায় ভূষিত করেছেন তা অস্বীকার করার মনোবৃত্তি তাঁকে উৎসাহিত করেনি। বরং আমরা মনে করি যে, এই খিলাফতের দায়িত্ব পালনে আমাদের পরামর্শ দানের হক আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি (আবু বকর) আমাদের পরিহার করে স্বাধীন ও খোদ-মোখতার হয়ে গিয়েছেন। এ কারণে আমাদের মনে কিছুরটা ব্যথা লেগেছে। এ কথা শুনে সব মুসলমান আর্নান্দত হলো এবং সবাই বললো : আপনি ঠিকই করেছেন। যখন আলী আমার বিল

মায়দকের (বাইআত) দিকে ফিরে আসলে সব মদসলগান আবার তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ও বনিষ্ট হয়ে উঠলো।

৩৭১২ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا تَبَحَثْ خَيْبَرَ قُلْنَا أَلَا تَنْشِجُ بِالنَّبِيِّ -

৩৯১৪. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : খায়বার বিজিত হলে আমরা বললাম : এখন আমরা পেট ভরে খেজুর খেতে পাববো। ১০৪

৩৭১৫ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا شَبِعْنَا حَتَّى قَتَعْنَا خَيْبَرَ -

৩৯১৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : খায়বার বিজয়ের পর পর্যন্ত আমরা পেট পূরে খেতে পেতাম না।

অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ) কর্তৃক খায়বরবাসীদের জন্য প্রশাসক নিয়োগ।

৩৭১১ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَبَاءَ بِهِ -

بِمَهْرٍ جَبِيْبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ تَمُرَّ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ لَهُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَأُخِذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعِيْنِ وَالْبَهَامِيْنَ بِالثَّلَاثَةِ نَقَالَ لَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعِ بِالدَّارِ هِي ثُمَّ ابْتِغِ بِالدَّارِ هِي جَبِيْبًا -

৩৯১৬. আব্দ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন : খায়বর বিজয়ের পর) রসূলুল্লাহ (সঃ) খায়বারের অধিবাসীদের জন্য এক ব্যক্তিকে প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। (পরবর্তী সময়ে) তিনি উন্নতমানের কিছু খেজুর নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলে (খেজুর দেখে) রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : খায়বরের সব খেজুরই কি এরূপ? সে বললো : হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর শপথ—সাধারণ খেজুরের দুই সা' বা তিন সা'য়ের বিনিময়ে আমরা এ ধরনের খেজুরের এক সা' সংগ্রহ করে থাকি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : এরূপ করবে না ১০৫ (অর্থাৎ দুই বা তিন সা' সাধারণ খেজুরের বিনিময়ে এক সা' উত্তম খেজুর সংগ্রহ করবে না। বরং দিরহামের বিনিময়ে (প্রাপ্ত) সব খেজুর বিক্রি করে ফেলবে এবং পরে দিরহামের বিনিময়ে উত্তম খেজুর খরিদ করবে।

অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ) কর্তৃক খায়বরের কৃষি ভূমি বন্দোবস্ত দেয়ার বর্ণনা।

৩৭১৮ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوا هَا وَ! يَزِدُّوْهَا دَلْمَسًا سَطْرًا مَا يَخْرُجُ مِنْهَا -

১০৪. হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এ উক্তি থেকেই বুঝা যায়, ইসলাম কালের জন্য নবী (সঃ) ও তাঁর স্ত্রী-কন্যাদের কত কঠোর দৃষ্ণ কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়েছে যে, খায়বর বিজয়ের পূর্বে ঠিক পেট পূরে খাওয়ার মতো খেজুর ও তাঁদের ভাগ্যে জ্যেটনি। নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ একই রকম দৃষ্ণ কষ্ট ভোগ করেছেন।

১০৫. নবী (সঃ) দুই সা' বা তিন সা' সাধারণ খেজুরের বিনিময়ে এক সা' উত্তম খেজুর কিনতে এজনা নিষেধ করলেন যে, এভাবে কেনা-বেচা সূদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

৩৯১৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) নবী (সঃ) খায়বারের ভূমি এই শর্তে সেখানকার অধিবাসী ইয়াহুদীদেরকে (ফেরত) দিয়েছিলেন যে, তারা এতে চাষ করে ফসল উৎপন্ন করবে। এর বিনিময়ে তারা উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক লাভ করবে। ১০৬

অনুচ্ছেদ : যে বকরীকে নবী (সঃ)-এর জন্য বিধাত করা হয়েছিলো। উরওয়া আয়েশার মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৩৭১৮ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمَّا قَتَعَتْ خَيْبَرَ أَسَدَيْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَائِدٌ فِيهَا سَوْءٌ.

৩৯১৮. আব্দ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) খায়বার বিজিত হলে (এক ইয়াহুদী নারীর পক্ষ থেকে) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বিষ প্রয়োগকৃত একটি বকরী উপহার দেয়া হয়েছিলো। ১০৭

অনুচ্ছেদ : যায়ের ইবনে হারিসার মৃত্যু।

৩৭১৭ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَسَامَةَ عَلَى تَوَمِّمْ فَطَعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَالَ أَلَا تَكْفَنُونَا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كَفَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ تَبِيلِهِ وَأَبِيهِرَ اللَّهُ لَقَدْ كَانَ حَلِيفًا لِلِإِمَارَةِ وَأَلَا كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَإِنَّ هَذَا الْمِثْلَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ يَعْتَدُونَ.

৩৯১৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) এক যুদ্ধে উসামা ইবনে যায়েরকে (মুহাজির ও আনসার সাহাবাদের সমন্বয়ে গঠিত) একদল সৈনিকের সেনাপতি নিযুক্ত করে পাঠালেন। লোকজন তার (উসামা ইবনে যায়েরের) সমালোচনা করতে শুরু করলো। তা দেখে নবী (সঃ) বললেন : আজ তোমরা তার আমীর নিযুক্ত হওয়ার সমালোচনা করছো ইতিপূর্বে তার পিতার সেনাপতি নিযুক্ত হওয়ার ও তোমরা সমালোচনা করেছো। আল্লাহর শপথ, সে (উসামা ইবনে যায়েরের পিতা যায়ের ইবনে হারিসা) আমীর হওয়ার যোগ্য ও অধিকারী ছিলো। সে আমার কাছে সব চেয়ে প্রিয় ব্যক্তি ছিলো। তার মৃত্যুর পর এ (উসামা ইবনে যায়ের) সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি। ১০৮

১০৬. এ হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যায়। জিহাদে পরাজিত শত্রুর সব সম্পদই “গণীমাত” নয়। বরং বা কেবল যুদ্ধের ময়দান থেকে হস্তগত হবে তাই গণীমাত, এবং অন্যান্য সম্পদ যেমন ঘর-বাড়ী, জু-সম্পত্তি ইত্যাদি ফাইয়ের মাল হিসেবে গণ্য হবে।

১০৭. খায়বার বিজিত হলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে ইয়াহুদী হারিসের কন্যা ও সালাম ইবনে মুশাকিমের স্ত্রী-ধরনাব রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে একটি বিষ প্রয়োগকৃত বকরী উপহার পাঠায়। রসূলুল্লাহ (সঃ) উক্ত বকরীর গোশড় খেলেও আল্লাহর রহমতে তাঁর কোন ক্ষতি হয়নি। তিনি উক্ত ইয়াহুদী মহিলাকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু সাহাবা হযরত বারা ইবনে মাসরুর বিষ ক্রিয়ার পরে মারা গেলে কিসাস হিসেবে তাকে হত্যা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো।

১০৮. হযরত উসামা ইবনে যায়ের ছিলো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আত্মদাতা স্ত্রীভ্রাতা ও পালক পুত্র যায়ের ইবনে হারিসার পুত্র। তাঁকে যে সেনাপতির আমীর বা সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়েছিলো ভয়ত ছিলেন হযরত আব্দ বকর, উমর, সাদ, সাঈদ, আব্দ উবাইদা এবং কাতালা ইবনে নুমান (রাঃ)-এর মতো প্রবীণ আনসার ও মুহাজির সাহাবা। হযরত উসামা (রাঃ) ছিলেন তাদের তুলনায় তরুণ। তাই তাঁকে আমীর

অনুলেখ্য : উমরাতুল কাযা পালন। আনাস উমরাতুল কাযা বিষয়ক হাদীস নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩৭২- مِّنَ الْبَرَاءِ قَالِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَبَانِ أَهْلَ مَكَّةَ أَن يَدْخُلُوا يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَامَا صَوْرًا أَن يَقْيِرَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَامَنَا عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا لَا نُقِرُّ بِهَذَا أَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَتَعْنَاكَ شَيْئًا وَ لَكِنَّ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ يَعْزِي أُمُّ رَسُولِ اللَّهِ قَالَتْ يَعْزِي لَدَى اللَّهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكِتَابَ وَ لَيْسَ بِمُحْسِنٍ كَيْتَبُ فَكَتَبَ هَذَا مَا تَعْنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ إِلَّا تَلْبَسَ فِي الْفَرَابِ وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَبْتِعَهُ وَأَنْ لَا يَتَّبِعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يَقْيِرَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَعْنَى الْأَجَلِ أَتَوْا عَيْشًا فَقَالُوا أَتَلَّ تَصَابِيحَكَ أَخْرَجْنَا عَنْهَا مَعْنَى الْأَجَلِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَبِتَّبَعَتْهُ ابْنَةُ حَمْرَةَ تُنَادِي يَا عَجْرَ يَا عَجْرَ فَتَنَادَى لَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِقَابِلَتِي دُونَكَ ابْنَةُ عَمِّكَ حَمَلْتَهَا فَأَحْتَصَرُونِيهَا عَلِيٌّ وَرَيْدٌ وَجَعْفَرٌ قَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي وَقَالَ جَعْفَرٌ ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُمَا تَحْتِي وَقَالَ رَيْدٌ ابْنَةُ أَخِي فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِحَالَتِهَا وَقَالَ الْحَالَةُ بِمَثْوَلَةِ الْأُمِّ وَقَالَ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِثِّي وَأَنَا مِثُّكَ وَقَالَ لِحَمْرَةَ أَشْبَهْتِ خَلْقِي وَخَلْقِي وَقَالَ لِرَيْدٍ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا تَالِ عَلِيٍّ أَلَا تَنْزُوجُ ابْنَةَ حَمْرَةَ قَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّمَاعَةِ.

৩৯২০. বারা' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) যদুল-কা'দা মাসে উমরা পালনের নিয়তে মক্কা রওয়ানা হলেন। মক্কাবাসীরা তাঁকে প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকারিত জানালো এবং এ শর্তে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করলো যে, (আগামী বছর উমরা পালন করতে আসলে) তিন দিন মাত্র অবস্থান করতে পারবেন। সন্ধিপত্রে মদসলমানরা লিখলেন : “মুহাম্মাদুল

নিবৃত্ত করা কেউ কেউ সন্দেহ চিত্তে গ্রহণ করতে পারলেন না। আইয়াজ ইবনে আব্দ রাবী'আ ছিলেন তাদের অগ্রভাগে। তিনি বললেন : এ বাচ্চা কি মুহাজিরদের নেতা হতে পারে। হয়ত উমর (রাঃ) রসুলুল্লাহ (সঃ)-কে এ বিষয়ে জানালে তিনি এ হাদীসে উল্লেখিত কথাগুলো বলেছিলেন। পিতা-পুত্রের মর্যাদাই হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে।

রসূলুল্লাহ^স আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ আগাদেরকে এ চুক্তিনামা লিখে দিয়েছেন। এতে আপত্তি করে মুশরিকরা বললো : আমরা তো এ কথা (মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল) স্বীকার করি না। আমরা আপনাকে আল্লাহর রসূল স্বীকার করলে মোটেই বাধা দিতাম না। আমরা তো আপনাকে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ বলে জানি। শুনে নবী (সঃ) বললেন : আমি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ও আল্লাহর রসূল। অতঃপর তিনি আলীকে বললেন : রসূলুল্লাহ কথাটা মুছে ফেল। আলী বললেন : আল্লাহর কসম! আমি কখনো আপনার নাম মুছে ফেলবো না। রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন নিজেকে চুক্তিনামাখানা হাতে নিলেন। তিনি লিখতে বা পড়তে পারতেন না। ওবুও তিনি লিখলেন : মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহর পক্ষ থেকে এ সন্ধিপত্র লিখে দেয়া হলো যে, তিনি কোবলপথ ডরবারী ছাড়া আর কোন অস্ত্র মক্কায় আনবেন না। তাঁর সাথে বেতে চাইলেও মক্কার কোন অধিবাসী সংগে নিয়ে যেতে পারবেন না। তাঁর সাথে বেতে মক্কায় অবস্থান করতে চাইলে তাকে বাধা দিতে পারবে না। পরবর্তী বছর (উমরাতুল কাবা আদায়ের জন্য তিনি সাহাবাদের সাথে) মক্কায় প্রবেশ করলেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে (মক্কাবাসী মুশরিকরা) আলীর কাছে এসে বললো : আপনার সংগীকে [রসূলুল্লাহ (সঃ)] বলুন : নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে গিয়েছে তাই তিনি যেন চলে যান। এরপর নবী (সঃ) মক্কা থেকে রওয়ানা হলে হামযার কন্যা চাচা চাচা বলে ডাকতে ডাকতে তাঁর পেছনে পেছনে আসলো। আলী তার হাত ধরে উঠিয়ে নিলেন এবং ফাতিমাকে গিয়ে বললেন : তোমার চাচার কন্যাকে নাও। ফাতিমা তাকে উঠিয়ে নিলেন। (মদীনার পেঁছে) আলী, যারের ইবনে হারিসা এবং জাফর তাকে নিয়ে ঝগড়া শুরু করলেন। আলী বললেন : আমিই তাকে এনেছি এবং আমার চাচার কন্যা। জাফর বললেন : সে আমার চাচার কন্যা। তার খালা আমার স্ত্রী। অতএব সে আমার কাছেই থাকবে। আর যারের ইবনে হারিসা বললেন : সে আমার ভাইয়ের কন্যা। অতএব সে আমার কাছেই থাকবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর খালার কারণে জাফরের পক্ষে ফয়সালা করলেন এবং বললেন : খালা মায়ের সমপর্ষায়ের। তারপর তিনি আলীকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আমার সাথে সম্পর্কিত এবং আমি তোমার সাথে সম্পর্কিত। জাফরকে বললেন, তুমি শারীরিক ও চারিত্রিক দিক থেকে আমার মতো। আর যারের ইবনে হারিসাকে বললেন : তুমি আমাদের (স্বীনী) ভাই ও আজাদকৃত ক্রীতদাস। আলী [নবী (সঃ)-কে] বললেন : আপনি হামযার কন্যাকে বিয়ে করছেন না কেন? তিনি বললেন : সে আমার দুধ-ভাইয়ের কন্যা। ১০১ সূত্রায় আমি তাকে বিয়ে করতে পারি না।

৩৭৮- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَبَجَ مَعْتَمِرًا نَحَالَ كِفَارًا تَرَوْنَسَ بَيْتَهُ
 وَبَيْتَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ حَدَّيْهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِأُحْدَى يَدَيْهِ وَكَأَمَّا هُوَ عَلَى أَثَرِ
 يَعْتَمِرِ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَلَا يَحْمِلُ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ إِلَّا سِيُونًا وَلَا يَقِيحُو بِمَا إِلَّا
 مَا أَحْبَبُوا فَأَمَّا هُنَّ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلْنَ كَمَا كَانَتْ مَا لِحَمُو نَلْمًا إِذَا نَاءَ
 بِمَا نَلْمًا مَرُودًا أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ.

৩৯২১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) রসূলুল্লাহ (সঃ) উমরা পূর্ণানের জন্য (মক্কার উদ্দেশ্যে) রওয়ানা হলে কুরাইশ গোত্রের কাফেররা তাঁর ও বারতুল্লাহর মধ্যে বাধা হলে দাঁড়ালো। তাই নবী (সঃ) হুদাইবিয়াতেই কোরবানীর পশু

১০১. হযরত রসূলে আকরাম (সঃ) ও হযরত হামযা (রাঃ) একই সাথে এক মহিলায় দুধ পান করেছিলেন। সেই বিচারে তাঁরা পরস্পরে দুধ-ভাই। ইসলামে বংশগত সম্পর্কের কারণে বহুসংকে বিয়ে করা হারাম দুধের সম্পর্কের কারণেও তাহদেরকে বিয়ে করা হারাম।

ঘবেহ এবং মাথা গুঁড়ন করলেন। আর এ শর্তে মক্কার কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের সন্ধিপ্রাপ্ত লিখে দিলেন যে, তিনি পরবর্তী বছর উমরা পালন করবেন এবং শব্দ উন্নয়নের ছাড়া আর কোন অস্ত্রশস্ত্র সাথে আনবেন না এবং মক্কাবাসীগণ যে ক'দিন মনে করবে সেই ক'দিন তিনি মক্কার অবস্থান করবেন। নবী (সঃ) পরবর্তী বছর উমরা পালন করলে সন্ধিচুক্তির শর্ত অনুযায়ী তিনি মক্কার প্রবেশ করলেন। তিন দিন অবস্থানের পর কাফেররা তাঁকে মক্কা ছেড়ে যেতে বললে তিনি মক্কা ছেড়ে চলে আসলেন।

৩৭২২- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ يَأْذَا عِنْدَ
 النَّوْبِ عُمَرَ جَالِسًا إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ قَالَ كَسِرَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ تَأَن
 أَذْبَعَاثَرَسِعْنَا ابْتِنَانِ عَائِشَةَ تَأَن عُرْوَةُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أُو
 مَيْرُ الْوَحْشِيِّ النَّبِيُّ ﷺ اعْتَمَرَ أَنْ يَكُ عُمَرَ فَقَالَتْ مَا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ
 عُمَرَ إِلَّا وَهُوَ شَاهِدٌ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطًّا

৩৯২২. মুজাহিদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি এবং উরওয়া ইবনে যুবাইর মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলে দেখতে পেলাম আবদুল্লাহ ইবনে উমর আয়েশার কামরার পাশে বসে আছেন। উরওয়া ইবনে যুবাইর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, নবী (সঃ) ক'টি উমরা পালন করেছেন? আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন : তিনি [নবী (সঃ)] চারটি উমরা পালন করেছেন। এরপর আমরা আয়েশার মিসওয়াক করার শব্দ শুনতে পেলাম। তখন উরওয়া ইবনে যুবাইর তাঁকে বললেন : হে উম্মুল মুমিনীন, আব্দ আবদুর রহমান (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উমর) বলছেন যে, নবী (সঃ) চারটি উমরা পালন করেছেন। তাঁর এ কথা কি আপনি শুনছেন। আয়েশা বললেন, নবী (সঃ) যতগুলো উমরা পালন করেছেন তার সবগুলোতেই তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) তাঁর সাথে ছিলেন। তবে নবী (সঃ) রজব মাসে কখনো কোন উমরা পালন করেননি।

৩৭২৩- عَنْ إِسْحِقَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ سَمِعَ ابْنَ أَبِي أُو فِي يَقُولُ لَنَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 سَنَرْنَا مِنْ غُلَامَاتِ الْمُشْرِكِينَ وَمِنْهُمْ أَنْ يُؤْرَدَ وَارَسُولُ اللَّهِ ﷺ

৩৯২৩. ইসহাক ইবনে আব্দ খালেদ থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্দ আওফাকে বলতে শুনছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) হুদাইবিয়ার পরের বছর যখন উমরাতুল কাবা পালন করলেন তখন মদ্যশরিক ও তাদের ছেলোপেলোয়া যাতে কষ্ট দিতে বা আঘাত করতে না পারে সে জন্য আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আড়াল করে রেখেছিলাম।

৩৭২৪- عَنْ ابْنِ قَبَائِمٍ تَدِيمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ
 عَلَيْكُمْ وَتَدُوا وَهَنَهُمْ حَتَّى يَثْرِبَ دَأْمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمَلُوا إِيَّاهُ
 ائْتَلَفَ وَأَذْبَعُوا مَا بَيْنَ الرَّكْبَتَيْنِ وَلَمْ يَنْتَخِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمَلُوا

لَا تَشْكُرُ كُتْمًا إِلَّا الْإِبْقَاءَ عَلَيْهِمْ وَزَادَ ابْنُ سَلْمَةَ عَنْ أَبِي زَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ لِعَامِهِ الَّذِي اسْتَأْمَنَ ذَاكَ أَرْمَلُوا إِلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ
قَوْلَهُمْ وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قَبْلِ قِيَامِكَ .

৩৯২৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন : হুদাইবিয়ার সন্ধির পরের বছর উমরাতুল কাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে) রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ (মক্কার) আগমন করলে মদ্যশরিকরা পরস্পর বলতে শুরু করলো যে, এমন একদল লোক তোমাদের কাছে আসছে ইয়াসারিবের জ্বর ১১০ যাদেরকে দুর্বল করে ফেলেছে। তাই নবী (সঃ) সাহাবাদের সবাইকে তাওয়াক্ফের প্রথম তিন “শওত” বা চক্রের (দুর্ভুক্তনের মধ্যবর্তী স্থান বাদে) “রমল” অর্থাৎ শরীর হেলিয়ে-দুলিয়ে বীরত্ব প্রকাশ করতে নির্দেশ দিলেন। আর দুর্ভুক্তনের মাঝে স্বাভাবিক গতিতে হাঁটতে বললেন। মুসলমানদের প্রতি স্নেহপরবশ হয়েই শব্দ তিনি সব ক’টি “শওত” বা চক্রের “রমল” করতে নির্দেশ দেননি অপর একটি সনদে ইবনে সুলামা আইয়ুব ও সাঈদ ইবনে জুবায়েরের মাধ্যমে ইবনে আব্বাস থেকে অতিরিক্ত এতটুকু বর্ণনা করেছেন যে, পরবর্তী বছরে (অর্থাৎ যে বছরের জন্য মদ্যশরিকদের নিকট থেকে চুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ করেছিলেন) উমরা পালনের জন্য মক্কা আগমন করলে মদ্যশরিকদেরকে দৈহিক শক্তি প্রদর্শনের জন্য সব সাহাবাকে (তাওয়াক্ফে) “রমল” করতে নির্দেশ দিলেন। এ সময় মদ্যশরিকরা মক্কার কুয়াইকিয়ান পাহাড়ের দিক থেকে মুসলমানদেরকে দেখতেছিলো।

৩৭৩৫ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
يُرَى الْمُشْرِكِينَ قَوْلَهُ

৩৯২৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : উমরাতুল কাযা পালন-কালে বায়তুল্লাহর “তাওয়াক্ফে”র সময় শব্দ মদ্যশরিকদেরকে শক্তিপ্রদর্শনের জন্য নবী (সঃ) “সাফা-মারওয়ার” মাঝে দৌড়িয়েছিলেন।

৩৭৩৬ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَرَوُجَ النَّبِيِّ ﷺ مِيمُونَةَ وَهُوَ مَخْرُومٌ وَبَنَى بِهَا
وَهُوَ حَلَالٌ وَمَأْتَتْ بِسُورَةٍ وَزَادَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي بَحِيرٍ وَأَبَانُ بْنُ
صَالِحٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ تَرَوُجَ النَّبِيِّ ﷺ مِيمُونَةَ فِي عُمْرَةٍ
الْقَضَا .

৩৯২৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) ইহরাম অবস্থায় মায়মুনাকে বিয়ে করেছিলেন এবং ইহরাম খুলে (ইহরামের সময় শেষ হলে) তার

১১০. মদ্যশরিকরা বলাছিলো ইয়াসারিবে অর্থাৎ গদীনার জ্বরে মুসলমানেরা দুর্বল হয়ে গিয়েছে। তাই মুসলমানরা দুর্বল বা হীনবল হয়ে পড়েনি তা প্রদর্শনের জন্য নবী (সঃ) তাদের শরীর হেলিয়ে-দুলিয়ে বীরত্ব সহকারে তাওয়াক্ফ করতে নির্দেশ দেন। যাত মুসলমানদের শৈথিল্য-বীর্য দেখে মদ্যশরিকরা হতভম্ব হয়ে ধায়। আর দুর্ভুক্তনের মধ্যবর্তী স্থানে “রমল” না করে সাধারণ গতিতে হাঁটতে বলাছিলেন এ জন্য যে, মদ্যশরিকরা মুসলমানদেরকে “কুয়াইকিয়ান” পাহাড়ের দিক থেকে দেখাছিলো। সেদিক থেকে দুর্ভুক্তনের মধ্যবর্তী স্থানটুকু আড়াল হয়ে থাকে, দেখা যায় না।

সাথে নিজরন বাস করোছিলেন। মায়মুনা (মক্কা থেকে দূরে) 'সারিফ' নামক স্থানে ইম্শিকাল করোছিলেন।

অপর একটি সনদে ইবনে ইসহাক ইবনে আব্দু বৃহাইহ, আবান ইবনে সালেহ, আতা ও মজাহিদের মাধ্যমে ইবনে আব্বাস থেকে এতদুর্কু অতিরিঙ্ক বর্ণনা করেছেন যে, উমরাতুল কাযা পালনের সময় নবী (সঃ) মায়মুনাকে বিয়ে করোছিলেন।

অনুচ্ছেদ : শামদেশে (সিরিয়া) সংঘটিত মৃত্যুর যুদ্ধ।

৩৭২৮. عَنْ نَائِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَتَمَّتْ عَلَاجِعُهُمْ يَوْمَ مَيْدٍ وَهُوَ قَبِيلٌ نَعْدَدُوا بِهِ خَمْسِينَ بَيْتًا طَعْنَةً وَضَرْبَةً لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ فِي دُبُرِهِ.

৩৯২৭. নাফে' থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) মৃত্যুর যুদ্ধে শাহাদতপ্রাপ্ত জাফর ইবনে আব্দু তালিবের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন যে, জাফর ইবনে আব্দু তালিবের দেহে বর্শা ও তরবারীর পঞ্চাশটি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এসব আঘাতের সবগুলোই ছিলো সম্মুখ থেকে। পেছন দিক থেকে একটি আঘাতের চিহ্নও ছিলো না। (অর্থাৎ তিনি কোন অবস্থায়ই পেছন ফিবে পালাতে চেষ্টা করেননি)।

৩৭২৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَسْرَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ مَوْتَةَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ جَعَمْ) وَإِنْ قُتِلَ جَعَمْ نَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ حَارِثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ نَجَعَمْ) وَإِنْ قُتِلَ جَعَمْ بِنْتُ رَدَا حَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ كُنْتُ فِيهِمْ فِي يَتِّكَ الْغَزْوَةِ نَأَلْتُنَا جَعَمْ بِنْتُ أَبِي كَالِبٍ فَوَجَدْنَا فِي أُنْفُسِنَا وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِنَا بِمُنَادَا تَبْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمِيَةٍ

৩৯২৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মৃত্যুর যুদ্ধে রসুলুল্লাহ (সঃ) য়ায়েদ ইবনে হারিসাকে আমীর নিযুক্ত করে বলেছিলেন : য়ায়েদ নিহত হলে জাফর ইবনে আব্দু তালিব আমীর হবেন। যদি জাফর ইবনে আব্দু তালিবও নিহত হয় তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ আমীর হবেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন : সে যুদ্ধে আমিও তাদের সাথে ছিলাম। যুদ্ধ শেষে আমরা জাফর ইবনে আব্দু তালিবকে খোঁজ করলে তাঁকে শহীদদের মধ্যে দেখতে পেলাম। আমরা তাঁর শরীরে নব্বইটির অধিক তীর ও বর্শার আঘাতের চিহ্ন দেখেছি। ১২১

১১১. আগের হাদীসে শহীদ জাফর ইবনে আব্দু তালিবের দেহে পঞ্চাশটি আঘাতের চিহ্নের কথা বলা হয়েছে। আর এ হাদীসটিতে নব্বইটির অধিক বলা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে দুটি হাদীসে পঞ্চাশটি কিভাবে বর্ণিত হলো? এর জবাবে বলা যায়, আগের হাদীসে তরবারী ও বর্শার আঘাতের সংখ্যা বলা হয়েছে। এর মধ্যে তাঁর আঘাতের কথা বলা হয়নি। আর পরের হাদীসটিতে বর্শা ও তীরের আঘাতের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং উভয় সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য হওয়াটাই স্বাভাবিক।

۲۹۲۹ - عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَإِبْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبْرُهُمْ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأَمْسَبَ ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأَمْسَبَ ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأَمْسَبَ وَعَيْنَا كَأَنَّ رَيْنَانَ حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفَ تَيْنِ مَيْبُوتِ اللَّهِ حَتَّى نَكَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ.

৩৯২৯. আনাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) বৃদ্ধের মরদান থেকে খবর আসার আগেই নবী (সঃ) লোকদেরকে যার্বাদ ইবনে হারিসা, জাফর ইবনে আব্দু তালিব এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার শাহাদতের কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি বললেন : যার্বাদ পতাকা নিয়ে অগ্রসর হলে শাহাদত লাভ করলো। তখন জাফর পতাকা নিয়ে অগ্রসর হলো। কিন্তু সেও শাহাদত লাভ করলো। তখন ইবনে রাওয়াহা পতাকা নিয়ে অগ্রসর হলো এবং সেও শাহাদত বরণ করলো। এ কথা বলার সময় নবী (সঃ)-এর দৃষ্টি থেকে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে থাকলো। (তিনি বললেন:) অবশেষে আল্লাহর এক তরবারী পতাকা নিয়ে অগ্রসর হলো আর তার নেতৃত্বে আল্লাহ তাদের বৃন্দান শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করলেন।

۳۹۳۰ - عَنْ عُمَرَ تَالَتْ سَبْعَتٌ مَائِيَّةٌ يَقُولُ لَمَّا جَاءَ تَتْلُو ابْنُ حَارِثَةَ وَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي كَابِبٍ وَمَبِيدُ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْرَتُ فِيهِ الْخُرُونُ تَالَتْ عَائِشَةُ وَأَنَا الْكَلْبُ مِنْ سَائِرِ الْبَابِ تُعْنِي مِنْ شِقِّ الْبَابِ مَا أَنَا زَجَلٌ تَقَالُ أَمَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ تَالَتْ وَذَكَرَ بَكَاءَ مَنْ قَامَرَهُ أَنْ يَتَّهَمَنَّ قَالَ نَدَّ حَبَّ الرَّجُلِ شَرِيقَ تَقَالُ نَدَّ يُهَيِّمَنَّ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ يَطِئُهُ قَالَ قَامَرًا يَضَانُ فَدَمَبَ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ فَلَيْتُنَا نَزَمْتِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَأْحَتْ فِي أُنُوجِمَتْ مِنَ التَّرَابِ تَالَتْ مَائِيَّةٌ فَقُلْتُ أَرَهُمُ اللَّهُ أَنْفَكَ فَوَاللَّهِ مَا أَثَتْ تَفْعَلُ وَمَا تَرَكْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَاءِ .

৩৯৩০. আমরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আরেশাকে বর্ণনা করতে শুনছি যখন যার্বাদ ইবনে হারিসা, জাফর ইবনে আব্দু তালিব ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার শাহাদতের খবর এসে পৌঁছলো তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদে গিয়ে বসলেন। সে সময় তাঁর চেহারায় শোক ও বেদনার ছাপ স্পষ্ট বৃদ্ধা যাচ্ছিলো। আরেশা বলেন : আমি তখন দরবার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছিলাম। দেখলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো : হে আল্লাহর রসূল! জাফর ইবনে আব্দু তালিবের বাড়ীর মেয়েরা কাম্বাকাটি করছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকটিকে ফিরে গিয়ে তাদেরকে কাম্বাকাটি করতে নিষেধ করতে বললেন। আরেশা বলেন : লোকটি চলে গেলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে বললো, আমি তাদেরকে নিষেধ করেছি। কিন্তু তারা তা শুনেনি। আরেশা বলেন : তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] লোকটিকে আবার বেতে বললে সে গেলো এবং ফিরে এসে বললো : আল্লাহর শপথ! তারা আমার কথায় আমল দিচ্ছে না। আরেশা বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তাদের মূর্খের ওপর মাটি ছুঁড়ে মারো। আরেশা বলেন, আমি তখন লোকটিকে বললাম : আল্লাহ তোমার নাকে ক্ষত সৃষ্টি করুন। আল্লাহর শপথ!

রসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাকে যা করতে বলছেন, তুমি তা করতেও সক্ষম নও আবার ক্লান্ত হয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কেও ছেড়ে যাচ্ছ না।

۳۹۳- مَن عَامِرٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَيَّيْتُ ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ

ذِي الْيُنْحَالَيْنِ

৩৯৩১. আমের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে উমর যখনই জাফর ইবনে আব্দ তালিবের পত্রকে সালাম দিতেন তখনই বলতেন : হে দু'পাখনাওয়ালার পত্র! ১১২

۳۹۳۲- عَنْ تَيْبِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ لَقَدْ انْفَطَقَتْ

فِي يَدَيْ يَوْمَ مَوْتِهِ تِسْعَةُ أَسْيَابٍ نَمَا بَعِي فِي يَدَيْهِ إِلَّا مَفِيحَةً يَمَانِيَّةً

৩৯৩২. কায়েস ইবনে আব্দ হাযেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে বলতে শুনছি। তিনি বলেছেন : মৃত্যুর যুদ্ধে আমার হাতে ন'খানা তরবারী ভেঙেছিলো। আমার হাতে শব্দমাত্র একখানি প্রশস্ত ইয়ামানী তরবারী অবশিষ্ট ও অক্ষত ছিলো।

۳۹۳۳- عَنْ تَيْبِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ لَقَدْ دَقَّتْ فِي يَدَيْ يَوْمَ مَوْتِهِ

تِسْعَةُ أَسْيَابٍ وَصَبَّرْتُ فِي يَدَيْهِ صَفِيحَةً يَمَانِيَّةً

৩৯৩৩. কায়েস ইবনে আব্দ হাযেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে বলতে শুনছি, মৃত্যুর যুদ্ধে ন'খানা তরবারী ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েছিলো। শব্দমাত্র আমার একখানা প্রশস্ত ইয়ামানী তরবারী অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পেরিয়েছিলো।

۳۹۳۴- عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ أَبِي كَلْبَةَ عَمْرٍاءُ بْنُ رُوَاهَةَ فَجَعَلْتُ أُفْتُةَ

عُمَرَ يُنْكِي رَأْسَهُ وَكَأَنَّكَ وَكَأَنَّكَ تَعَدُّ عَلَيْهِ فَقَالَ جِئْتُ أَنَا يَا تَلْبَةَ

شَيْئًا إِلَّا قَيْدًا لِي أَنْتَ كَذَّابٌ

৩৯৩৪. নুমান ইবনে বাশীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা একদিন বেহুশ হয়ে পড়লে তাঁর বোন আম্রা বিনতে রাওয়াহা—হায়! হায়! পাহাড়ের মতো ভাই আমার। হায়! অমৃকের মতো, হায়! অমৃকের মতো, এভাবে তাঁর বিভিন্ন গদগাবলী বলে ক্রন্দন শব্দ করলো। সংজ্ঞা ফিরে পেসে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা তাঁর বোনকে বললেন : তুমি যা যা বলে কান্নাকাটি করোছো আমাকে সেসব কথা জিজ্ঞেস করে বলা হয়েছে যে, তুমি কি সত্যিই এরূপ? (অর্থাৎ পাহাড়ের মতো ভাই বলা হলে বেহুশ অবস্থায় তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, তুমি কি সত্যিই পাহাড়ের মতো?)

১১২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর জাফর ইবনে আব্দ তালিবকে দু'পাখনাওয়ালার বলতেন এ জন্য যে, মৃত্যুর যুদ্ধে তার দু'হাত কাটা গেলে তিনি শহীদ হন। আব্দুল্লাহ তাঁর দু'হাতের বিনিময়ে দু'টি পাখা দান করেন যার সাহায্যে তিনি বেহেশতের মধ্যে উড়ে বেড়ান।

৩৭৩৫- عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَهَمُّ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُوَاكَةَ بِمَدِّ أُنْكَرْنَا مَا تَكْرَهُنَّ عَلَيْهِ .

৩১৩৫. নুমান ইবনে বাশীর থেকে বর্ণিত। তিনি “কোন এক সময় আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা বেহুশ হয়ে পড়লেন” বলে এ (উপরোক্ত) হাদীসটি বর্ণনা করলেন। (তবে এ হাদীসে এতটুকু বেশী বর্ণিত আছে যে,) তিনি ইনাতকাল করলে তাঁর বোন মোটেই কাঁদেননি। ১১০

অনুচ্ছেদ : জুহাইনা গোত্রের অন্তর্গত ‘হুদুকা’ ১১৪ উপগোত্রের বিরুদ্ধে নবী (সঃ)-এর উসামা ইবনে যায়দকে প্রেরণ।

৩৭৩৬- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَقُولُ بَشَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحُرَّةِ فَمَضَيْنَا أَلْعُومَ كُنُوزًا مَنَا مَسْرُودًا وَلِحَقَّتْ أُنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مَشْهُورًا كَلَّمَا فِئْتِنَا ۖ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَكَفَّ الْأَنْصَارِيُّ كَلْعَتَهُ بِرُمِيحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ فَلَمَّا تَدِمْنَا بَنِي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا سَامَةَ أَمَتَلْتَهُ بِنَدِّ مَا تَأَلَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- قُلْتَ كَانَ مَشْهُورًا فَتَأَزَّلَ الْبُكَيرُ رَهْمًا حَتَّى تَمَيَّتَ أَنْ لَرَأَى كُنَّ أَنْكَلْتِ بِنَلِ ذَلِكِ الْيَوْمِ .

৩১৩৬. উসামা ইবনে যায়দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে হুদুকা গোত্রের বিরুদ্ধে পাঠালে আমরা খুব ভোরে গোত্রটির ওপরে আক্রমণ করে তাদের পরাজিত করলাম। এ সময়ে আমি এবং আনসারদের একজন লোক তাদের (হুদুকা উপগোত্রের) একজনের পিছন ধাক্কা করলাম। আমরা তাকে ঘিরে ফেললে সে তখন “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু” পড়ে ঈমান গ্রহণের ঘোষণা করলো। (আমার সাথের) আনসারী তখন অস্ত্র সংবরণ করলো। কিন্তু আমি তাকে বশীর আঘাতে হত্যা করলাম। পরে আমরা মদীনায়ে ফিরে আসলে খবরটি নবী (সঃ)-এর কাছে পৌঁছলো। তিনি আমাকে বললেন : উসামা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করেছো? আমি বললাম : সেতো প্রাণ রক্ষার জন্য কালেমা পড়েছিলো। এরপরও স্মৃতির্ন বথাটি (অর্থাৎ উসামা, “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু” বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করেছো?) বার বার বলতে থাকলেন। এগনাক আমার মনে হচ্ছিলো, আজকের এ দিনটির পূর্বে যদি আমি ইসলাম গ্রহণ না করতাম, তাহলে কতই ভালো হতো। ১১৫

১১০. স্বয়ং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)-এর মৃত্যুর বন্ধু শহীদ হন। তাঁর বেহুশ হওয়ার ঘটনা এ বন্ধুর পূর্বের কোন এক সময়ের। বেহুশ হওয়ার ঐ ঘটনায় তাঁর বোন আমরা বিন্দুতে রাওয়াহা তাঁর বিভিন্ন গুণাবলী উল্লেখ করে কল্পকাহিনী করলে তিনি তাঁর বোনকে নিবেদন করেছিলেন। তাই মৃত্যুর বন্ধু তাঁর শাহাদতের খবর পেলে তাঁর বোন মোটেই কাঁদেননি। এ হাদীসে এ বিবরণটি উল্লেখ করা হয়েছে।

১১৪. হারকুন (حرق) শব্দ থেকে হুদুকা শব্দের উৎপত্তি। ‘হারকুন’ শব্দের অর্থ আগুন পোড়ানো। তারা একটি গোত্রকে আগুন পড়িয়ে নশ্বণভাবে হত্যা করেছিলো। তাই এ উপগোত্রের নাম হুদুকা বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

১১৫. উসামা ইবনে যায়দের উক্তি “আজকের এ দিনটির পূর্বে যদি আমি ইসলাম গ্রহণ না করতাম, তাহলে কতই না ভালো হতো”-এর অর্থ এ নয় যে, পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে তিনি কোন খারাব কাজ করেছেন বলে মনে করেছিলেন। ইসলামের মতো নেয়ামতকে গ্রহণ করতে পারা নিঃসন্দেহে সবার জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। তবে ‘হুদুকা’ উপগোত্রের “লাইলাহা ইল্লাল্লাহু” উচ্চারণকারী ব্যক্তিকে হত্যা করে

৩৭২৫ - عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ يَقُولُ فَرَزْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سِتْمَ فَرَاوَاتٍ وَكَمْثًا
فِيهَا يُبْمَتُ مِنَ الْبُعُوثِ تِسْعَ فَرَاوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أُوذُ بِكَبِيٍّ وَمَرَّةً عَلَيْنَا أَسَامَةَ

৩৯৩৭. সালামা ইবনদুল আকওয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি নবী (সঃ)-এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। এ ছাড়া অন্য যেসব সেনাদল তিনি (বিভিন্ন সময়) প্রেরণ করেছেন তার নয়টিতে অংশ গ্রহণ করেছি। তার মধ্যে একবার আব্দ বকর আমাদের আমীর ছিলেন এবং একবার উসামা ইবনে যায়েদ আমাদের আমীর ছিলেন।

৩৭২৮ - عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ فَرَزْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سِتْمَ فَرَاوَاتٍ
وَهُرُوتٍ مَعَ ابْنِ حَارِثَةَ اسْتَمَلَهُ عَلَيْنَا

৩৯৩৮. সালামা ইবনদুল আকওয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি নবী (সঃ)-এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। আর যায়েদ ইবনে হারিসার সাথেও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। নবী (সঃ) তাঁকে আমাদের সেনাদলের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন।

৩৭২৭ - عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَزَّوَتٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ فَرَاوَاتٍ نَدَّكَرُ
خَيْبَرَ وَالْمُدَيْبِيَّةَ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ وَيَوْمَ الْفُرْدِ قَالَ يَرْثِيكَ وَنَيْبُكَ بِقِيَّتَمُ

৩৯৩৯. সালামা ইবনদুল আকওয়া থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন :) আমি নবী (সঃ)-এর নেতৃত্বে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তার মধ্যে তিনি খায়বার, হুদাইবিয়া, হুদাইন ও যি-কারাদের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছিলেন। বর্ণনাকারী ইয়াযীদ ইবনে আব্দ উবায়দ বলেছেন যে, অবশিষ্ট যুদ্ধগুলির কথা আমি ভুলে গিয়েছি।

অনুবোধ : মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ। নবী (সঃ)-এর অভিযান প্রস্তুত সম্পর্কে মক্কাবাসী মদ্যশরিকদের খবর দিয়ে হাতিব ইবনে আব্দ বালতা'আর সোক পাঠানোর ঘটনা।

৩৭২৬ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ أَنَا وَالرَّبِيعُ وَالْبُقْدَادُ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْصَةَ حَاجِمٍ فَإِنَّ بِهَا
كَلِيمَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوا فِيهَا تَالِ مَا نَطَلَقْنَا تَعَادِي بِمَا خَلَقْنَا حَتَّى آتَيْنَا
الرَّوَصَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالْطَّيْبِيَّةِ قُلْنَا أَخْرَجِي الْكِتَابَ تَالِ مَا مَوَى الْكِتَابُ فَقُلْنَا
لَمْ نَجِدْ فِي الْكِتَابِ إِذْ نَلْقَيْنَ لِقَابَ تَالِ مَا أَخْرَجْتَهُ مِنْ عِقَابِهَا فَاتَيْنَاهُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَالِبِ ابْنِ أَبِي بَنْتَةَ إِلَى نَاسٍ بِمَكَّةَ مِنْ
الْمَشْرِكِينَ يُنْبِئُهُمْ بِسِينِ أُمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا حَالِبُ
مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ إِمْرًا مُلْعَقًا فِي قَرْيَةٍ يَقُولُ كُنْتُ

নবী (সঃ)-এর কাছে যে প্রশ্নের সম্বন্ধীয়ন হয়েছিলেন তা মেটেই চাননি। ঐ দিনটির পরে ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁকে এ প্রশ্নের সম্বন্ধীয়ন হতে হতো না।

حَيْلِفًا ذَلِمُوا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمَا ذَكَرَكَ مِنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَاتٍ يَمِينًا
 أَيْمَانُهُمْ وَأَمَّا لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَاتٍ إِذْ نَاسَخْنَا ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ فِيْمِثْرَاتٍ أَلْتَمَدَ مِنْدَهُمْ
 يَدًا يَحْمَدُونَ قَرَأْتِ وَلَمْ تَعْلَمْ إِذْ تَبَدُّدَا عِنْدَ دِيْنِي وَلَا يَرْضَى بِالْكَفْرِ بَعْدَ
 الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا إِنَّهُ تَدَّ صَدْرُكَ كَصَدْرِ قَتَالِ عُمَرَ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبُ عَنْقَ هَذَا الْمُتَنَبِّئِ فَقَالَ إِنَّهُ تَدَّ شِمْدَ بَدْرًا وَمَا يَدُ رِيكَ
 لَعَلَّ اللَّهَ إِطْلَمَ عَلَى مَنْ شِمْدَ بَدْرًا قَالَ إِعْمَلُوا مَا تَشْتُمُونَ نَعْتَدُ فَخْرَتَ لَكُمْ مَا نَزَلَ
 اللَّهُ السُّورَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ
 إِلَيْهِمْ بِالْمُؤَدَّةِ إِلَى أَيْدِيهِمْ فَيَقْتُلُونَ مَنْ سَاءَ الَّذِي يَفْعَلُ

৩১৪০. উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আলীকে বলতে শুনোছি। নবী (সঃ) (মক্কা বিজয়ের পূর্বে একদিন) আমাকে এবং যুবায়ের ও মিকদাদকে বললেন : তোমরা রওয়ানা হয়ে রুওয়ায়ে খাখ্ নামক জায়গায় চলে যাও। সেখানে দেখবে উটের পিঠে হাওদায় বসে এক মহিলা (মক্কার দিকে) যাচ্ছে। তার কাছে একখানা পত্র আছে। ঐ পত্রখানা তার নিকট থেকে ছিনিয়ে আনবে। আলী বলেন : আমরা রওয়ানা হলাম। আমাদের ঘোড়া আমাদেরকে নিয়ে দ্রুত ধাবিত হলো। আমরা রুওয়ায়ে খাখে পৌঁছে গেলাম এবং (উটের পিঠে) হাওদায় বসে এক স্ত্রীলোককে দেখতে পেলাম। আমরা তাকে বললাম : পত্রখানা আমাদেরকে দাও। সে বললো, আমার কাছে কোন পত্র নাই। আমরা বললাম : পত্র বের করো। অন্যথায় আমরা তোমার কাপড় খুলে তালাশ করবো। আলী বলেন : তখন সে তার চুলের ঝড়টির মধ্য থেকে পত্র বের করে আমাদেরকে দিলো। আমরা পত্রখানা নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলাম। দেখা গেলো মক্কার কিছ্ব মদ্বারিক বাস্তিবর্গের নামে লেখা হাতিব ইবনে আবু বালতা'আর পত্র। তাদের বিরুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কিছ্ব তৎপরতার খবর দিয়ে পত্রখানা লেখা। হাতিবকে (ডেকে) রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : হাতিব, এ কি কাণ্ড করছো! তখন হাতিব বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়ু করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। আমি গোত্রগত দিক থেকে কুরাইশদের নিজের লোক ছিলাম না। বরং কুরাইশদের সাথে সংশ্লিষ্ট একজন লোক অর্থাৎ তাদের বন্ধু ছিলাম। কিন্তু আপনার সাথে যারা হিজরত করেছেন, কুরাইশ গোত্রে তাদের সম্বন্ধই আত্মীয়-স্বজন আছে। আর এসব আত্মীয়-স্বজনই তাদের পরিবার-পরিজন ও সম্পদ রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে। কিন্তু কুরাইশদের মধ্যে আমার কোন বংশগত আত্মীয়-স্বজন যখন নাই, তাই আমি মনে করলাম যে, এভাবে আমি কুরাইশদের কিছ্ব উপকার করলে তারা আমার আত্মীয়-পরিজনদের রক্ষা করবে। ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও এ কাজটি আমি স্বীকৃতি পরিভ্যাগ বা কুফরের প্রতি রাজী হওয়ার কারণে করি নাই। সব কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : সে তোমাদেরকে সত্য কথাই বলেছে। এ সময় উমর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মনোফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : সে তো বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি তো জানো না, হয়তো আল্লাহ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কাজকর্ম দেখে বলে দিয়েছেন : তোমরা যা ইচ্ছা করতে থাকো। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। এরপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন :

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা যদি আমার পথে জিহাদ কবো এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য (বাসভূমি ও ঘরবাড়ী ছেড়ে) বেরিয়ে থাকো তাহলে আমার ও তোমাদের নিজদের শত্রুকে

বন্দু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের সাথে বন্দুয়ের আচরণ করবে অথচ, যে সত্য (সঠিক জীবনবিধান) তোমরা লাভ করেছো, তা মানতে তারা অস্বীকার করেছে। তাদের আচরণ এমনই যে, একমাত্র তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করার কারণেই তারা রসূল ও তোমাদের দেশান্তরিত করেছে। তোমরা লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের কাছে বন্দু-মূলক পত্র পাঠাও। অথচ গোপনে ও প্রকাশ্যে তোমরা যা করো, তার সবই আমি ভাল করে জানি। তোমাদের মধ্য থেকে যেই এরূপ করাবে নিশ্চিতভাবেই সে সরল-সঠিক পথ হারিয়ে ফেলবে।” — (সূরা মূমতাহানা, আয়াত-১)।

অনুচ্ছেদ : মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ রমযান মাসে সংঘটিত হয়।

৩৭৮১ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَاهُ وَغَزَاهُ النَّبِيُّ فِي رَمَضَانَ قَالَ وَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَعَنْ مُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَأَمَّرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَبِيدَ الْمَاءَ الَّذِي بَيْنَ كَيْدِ وَ عُسْفَانَ أَنْطَرْنَا نَلْرِي أَنْ يُنْطَرُ حَتَّى نَسْمَرَ الشَّمَا -

৩৯৪১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযান মাসে মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ করেছেন। যুহরী বর্ণনা করেছেন যে, আমি ইবনে মুসাইয়েবকেও এরূপ হাদীস বর্ণনা করতে শুনছি। (অর্থাৎ তিনি বলেছেন যে, মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ রমযান মাসে সংঘটিত হয়েছিলো) অপর একটি সনদে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : (মক্কা বিজয়ের অভিযানে) রসূলুল্লাহ (সঃ) রোযা রেখেছিলেন। অবশেষে কাদ্দীদ নামক এলাকার কুদাইদ ও উসফান নামক জায়গার মধ্যবর্তী একটি বর্ণার ধারে উপস্থিত হলে ইফতার করেন। এরপর মাসের শেষ পর্যন্ত আর রোযা রাখেননি।

৩৭৮২ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشْرَةُ أَلْفٍ وَخَلِيفَتُهُ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ شَيْئِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقَدٍ بِهِ الْمَدِينَةُ فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ يَمْشُونَ وَيَمْشُونَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَبِيدَ وَ هُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَ كَيْدِ أَنْطَرْنَا وَ قَالَ الرَّهْرِيُّ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْآخِرُ -

৩৯৪২. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) নবী (সঃ) মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে রমযান মাসে দশ হাজার মুসলমানসহ মদীনা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তখন (মক্কা থেকে) হিজরত করে মদীনায় আসার সাড়ে আট বছর হয়ে গিয়েছে। নবী (সঃ) ও তাঁর সঙ্গী মুসলমানগণ রোযা অবস্থায় মক্কার দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। উসফান ও কুদাইদ নামক জায়গার মধ্যবর্তী কাদ্দীদ নামক বর্ণার পাশে পৌঁছলে তিনি ইফতার করলেন এবং মুসলমানগণও সবাই ইফতার করলেন। যুহরী বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাজকর্মের সর্বশেষটিকেই আমলের জন্য দলিল হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ১১৬

৩৭৩ - مَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَمَضَانَ إِلَى حَبْيَيْنَ وَالنَّاسُ
مُخْتَلِفُونَ نِصَابًا وَمُخْتَلِفُونَ نَسَبًا لَمَّا اسْتُرِيَ كَرَّاجِلَيْهِ دَعَا يَا نَاءُ مِنْ لَيْلٍ أَدَّى كَارِ
فَوَضَعَهُ فَلَا رَجْلَيْهِ ثُمَّ نَظَرَ النَّاسَ فَقَالَ السُّقَطُ وَتِ لِّلصَّوْمِ أَطِطُوا وَقَالَ عَيْدُ
الرِّزْقِ أَحْبَبْتُ كَمَا مَعَهُمْ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَنْ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ
عَامَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ

০১৪০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) নবী (সঃ) রমযান মাসে হুনায়েনের যুদ্ধে রওয়ানা হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গী মুসলমানদের অবস্থা ছিলো তখন বিভিন্ন। তাদের কেউ কেউ ছিলো রোযাদার আবার কেউ কেউ ছিলো রোযাহীন অবস্থায়। নবী (সঃ) তাঁর সওয়ারীতে আরোহণ করে ঠিকমত বসে একপাত্র দুধ অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) পানি আনতে বললেন। তারপর পাত্র নিজের হাতের ওপর অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) সওয়ারীর পিঠে রেখে লোকজনের দিকে তাকালেন। এ দেখে রোযাহীন লোকেরা রোযাদারদের ডেকে বললো : তোমরা রোযা ভেঙে ফেলো। অপর একটি সনদে আবদুল রাজ্জাক মামার, আইয়ুব ও ইকরামার মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সঃ) রমযান মাসে এ অভিযানে রওয়ানা হয়েছিলেন। এ বিষয়টি হাম্মাদ ইবনে য়ায়েদ আইয়ুব, ইকরামাহ ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এর মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩৭৪ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَمَامَ حَتَّى بَلَغَ
عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا يَا نَاءُ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ ثَمَّ الرَّيْبَةَ النَّاسُ فَافْطَرُ حَتَّى قَدِمَهُمْ كَهْ
قَالَ دَكَانُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الشَّرْفَانِ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ
شَاءَ أَفْطَرَ.

০১৪৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযান মাসে রোযা রেখে মক্কা বিজয়ের অভিযানে রওয়ানা হয়েছিলেন। উসফান নামক জায়গায় পৌঁছে তিনি একপাত্র পানি চাইলেন এবং সবাই যাতে দেখতে পারে সেজন্য তিনি তা দিনের বেলা পান করলেন এবং পরে মক্কা না পৌঁছা পর্যন্ত রোযা রাখলেন না। পরবর্তী সময়ে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলতেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) কোন কোন সময় সফরে রোযা রেখেছেন আবার কোন কোন সময় সফরে রোযা ভেঙেছেন। তাই কেউ চাইলে সফরে রোযা রাখতে পারে আবার কেউ চাইলে সফরে রোযা ভাঙতেও পারে।

অনুচ্ছেদ : মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সঃ) যেখানে পতাকা স্থাপন করেছিলেন।

৩৭৫ - عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ لَمَّا سَأَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ النَّبِيِّ ﷺ بَلَّغَهُ ذَلِكَ قُرَيْبًا
خَرَجَ أَبُو سَهْيَانَ بِنْتُ حَرْبٍ وَحَكِيمٌ مِنْ حِزَامٍ وَبَدِيلُ بْنُ وَرْقَاءٍ يَلْتَمِسُونَ

কোন সময় একটি কাজ করে থাকলেও পরে যদি তারা বিপরীত বা তা থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকেন, তাহলে পরবর্তী কাজটি আমলের জন্য দালাল হিসেবে গণ্য হবে। কারণ, রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পরবর্তী কথা বা কাজের দ্বারা পূর্বের কথা বা কাজ বিপরীত ধর্মী বা ভিন্নতর হলে তা 'অনসুখ' বা রহিত হয়ে যায়।

الْخَبْرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَقْبَلُوا يَسِيرُونَ حَتَّى أَتَوْا مَرَّ النَّظْمَانَ فَاذْهَبُوا يَسِيرِينَ
 كَأَنَّهَا نِيَّاتٌ مَرْثَةٌ فَقَالَ أَبُو سُهَيْبٍ مَا هَذَا لَكُمْ أَتَيْتُمْ عُرْفَةَ فَقَالَ بَدِيلُ
 بْنُ وَرْثَانَ نِيَّاتٌ سَخِي عَمْرٍو فَقَالَ أَبُو سُهَيْبٍ عَمْرٍو أَتَى مِنْ ذَلِكَ نَوَافِلُ هُوَ
 نَاسٌ بَيْنَ حَرَسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَذْرَكُوهُمْ فَأَخَذُوا وَصَبُوا فَأَتَوْا بِمُرْسُولٍ
 اللَّهُ ﷺ فَأَسْلَمَ أَبُو سُهَيْبٍ نَلَمًا سَارًا قَالَ لِلْعَبَّاسِ أَحْبَسْ أَبَا سُهَيْبٍ عِنْدَ حَطْمِ الْحَمِيلِ
 حَتَّى يَنْقُضُوا إِلَى الْمَسْلُوبِينَ فَحَبَسَهُ الْعَبَّاسُ فَمَجَلَّتِ الْقَبَائِلُ تَمَرَّحَ النَّبِيِّ ﷺ تَمَرَّ
 كَتَيْبَةُ كَتَيْبَةُ عَلَى ابْنِ سُهَيْبٍ فَمَرَّتْ كَتَيْبَةُ قَالَ يَا عَبَّاسُ مِنْ هَذِهِ
 قَالَ غَفْلًا قَالَ مَا لِي وَلِغَفَارٍ تَمَرَّتْ جَمَيْبَةُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ تَمَرَّتْ سَعْدُ بْنُ
 هُدَيْرٍ فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ تَمَرَّتْ سَيْبُ فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى أَقْبَلْتُ كَتَيْبَةَ
 لَمْرِي مِثْلَهَا قَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالَ هُوَ لَوَاؤُ الْأَنْصَارِ عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ قَبِيَّةَ
 مَعَهُ الرَّايَةُ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ هُبَيْرٍ يَا أَبَا سُهَيْبٍ الْيَوْمَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ - الْيَوْمَ
 تَسْتَحِلُّ الْكُفْبَةَ فَقَالَ أَبُو سُهَيْبٍ يَا عَبَّاسُ جَدَّ أَيُّومَ الْقِدَامِ ثُمَّ جَاءَتْ
 كَتَيْبَةُ وَهِيَ أَقْبَلُ الْكُتَابِ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَآمَنَ بِهَا وَرَايَةَ النَّبِيَّ
 ﷺ مَعَ الرَّبَائِرِ مِنَ الْعَوَامِ نَلَمًا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِابْنِ سُهَيْبٍ قَالَ أَلَمْ تَقُلْ مَا قُلْتَ
 سَعْدُ بْنُ مَبَادَةَ قَالَ مَا قَالَ قَالَ كَذَّادٌ كَذَّادٌ فَقَالَ كَذَّبَ سَعْدٌ وَلَكِنْ
 هَذَا يَوْمٌ يَعْظُمُ فِيهِ الْكُفْبَةُ وَيَوْمٌ مَكْشَى فِيهِ الْكُفْبَةُ قَالَ دَامَرَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَرَوْكُمْ رَايَتَهُ بِالْحُجُوبِ قَالَ عُرْوَةُ فَأَخْبَرَنِي نَابِغُ بْنُ
 جَبْرِائِيلَ مَطْلَعِهِ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِرَبِّبَيْرِ بْنِ الْعَوَامِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
 هَهُنَا مَرَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَرَوْكُمْ الرَّايَةَ قَالَ دَامَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 يَوْمَ سَيْدِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كَدَاوٍ وَدَخَلَ
 ابْنُ سُهَيْبٍ مِنْ كَدَاوٍ فَقَتِلَ مِنْ خَيْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَجُلَيْنِ حَبِيشِ بْنِ الْأَمْرِ
 وَكَثْرَةَ بْنِ الْحَبَابِ الْفَهْرِيِّ -

অভিযানে রওয়ানা হলেন। এ খবর কুরাইশদের কাছে পৌঁছলে আবু সদ্দীফয়ান ইবনে হারব, হাকীম ইবনে হিশাম এবং বদাইল ইবনে ওয়ারাকা (একদিন রাতের বেলা) রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে বের হলো। সাগনে অগ্নসর হয়ে তারা 'গার্নায্-শাহ্-রান' নামক স্থানে গিয়ে উপনীত হলে হুজর গওসুসে আরাক্ষাত ময়দানে যেমন আগুন জ্বালিয়ে আলো রুনা হয়, সে রকম অনেক আলো দেখতে পেলো। আবু সদ্দীফয়ান বললো : এসব আলো কিসের? এ যেন হুবহুদ আরাক্ষাতের আলোর মত (সংখ্যায় অনেক) দেখা যাচ্ছে। বদাইল ইবনে ওয়ারাকা বললো, এসব বন্যী 'আমর' গোত্রের আলো। জ্বাবে আবু সদ্দীফয়ান বললো, বন্যী 'আমর' গোত্রের লোকসংখ্যা এর চেয়ে অনেক কম। ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রক্ষীরা তাদেরকে দেখে ফেললো এবং পাকড়াও করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে নিয়ে গেলো। এদের মধ্যে আবু সদ্দীফয়ান ইসলাম গ্রহণ করলেন। পরে যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) সেনাবাহিনী নিয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন তখন আশ্বাসকে বললেন : আবু সদ্দীফয়ানকে সেনাদলের যাত্রাপথের সংকীর্ণ জায়গায় দাঁড় করাতে যেনো সে মুসলমানদের গোটা সেনাবাহিনীকে দেখতে পায়। তাই আশ্বাস তাকে এরূপ একটি স্থানে থামিয়ে রাখলেন। এবার নবী (সঃ)-এর সঙ্গে আগমনকারী বিভিন্ন গোত্রের (শশস্ত) লোকেরা আলাদাভাবে দলবদ্ধ হয়ে আবু সদ্দীফয়ানের সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে শুরুর করলো। প্রথমে একটি দল অতিক্রম করলো। তা দেখে আবু সদ্দীফয়ান বললেন : হে আশ্বাস! এরা কোন গোত্রের লোক? আশ্বাস বললেন : এরা গিফার গোত্রের লোক। আবু সদ্দীফয়ান বললেন : আমার এবং গিফার গোত্রের মধ্যে তো কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ বা কলহ-বিবাদ ছিলো না। তারপর জুহাইনা গোত্রের সেনাদল অতিক্রম করলো। এবারও আবু সদ্দীফয়ান অন্তরূপ প্রশ্ন করলেন। তারপর সা'দ ইবনে হুখাইম গোত্রের সেনাদল অতিক্রম করলো। আবু সদ্দীফয়ান আবারও পূর্বের মতো প্রশ্ন করলেন। তারপর সুলাইম গোত্রের সেনাদল অতিক্রম করলো। আবু সদ্দীফয়ান এবারও অন্তরূপ প্রশ্ন করলেন। এরপর আবু সদ্দীফয়ান দেখেননি এরূপ একটি বিশাল সেনাদল অতিক্রম করলে তিনি জিজ্ঞাস করলেন : এরা কোন গোত্রের? আশ্বাস বললেন : এটি আনসারদের সেনাদল। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন সা'দ ইবনে উবাদ। তিনি পতাকা বহন করে নিচ্ছিলেন। সা'দ ইবনে উবাদ বললেন : হে আবু সদ্দীফয়ান! আজকের দিন রক্তপাতের দিন। আজ কা'বার অভ্যন্তরেও রক্তপাত হালাল। এ কথা শুনে আবু সদ্দীফয়ান বললো : হে আশ্বাস! ধ্বংসের দিন কত উত্তম! এরপর সবচাইতে ছোট একটি সেনাদল অতিক্রম করলো। এ দলের মধ্যে খোদ রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ ছিলেন। যুবাইর ইবনুল আওয়ামের হাতে ছিলো নবী (সঃ)-এর পতাকা। রসূলুল্লাহ (সঃ) যে সময় আবু সদ্দীফয়ানের সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি (আবু সদ্দীফয়ান) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন : উবাদা যা বলেছে তা কি আপনি জানেন? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : সে কি বলেছে? আবু সদ্দীফয়ান বললেন : সে এরূপ এরূপ কথা বলেছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : সা'দ ইবনে উবাদা মিথ্যা কথা বলেছে। আজকের এদিনে বরং আঞ্জাহ তা'আলার কা'বাকে মর্গাদার ভূষিত করা হবে এবং আজকের এদিনে কা'বাকে গিলাফ দিয়ে আচ্ছাদিত করা হবে। উরওয়া ইবনে যুবাইর বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) 'হাছুন' নামক জায়গায় তাঁর পতাকা স্থাপনের আদেশ করলেন। উরওয়া ইবনে যুবাইর বলেন : নাফে' ইবনে জুবাইর ইবনে মৃত-এম আমাকে বলেছেন : আমি আশ্বাসকে বলতে শুনছি। মক্কা বিজয়ের পর তিনি যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে বলেছিলেন : হে আবু আবদুল্লাহ! (মক্কা বিজয়ের দিন) রসূলুল্লাহ (সঃ) তো আপনাকে এখানেই পতাকা স্থাপন করতে আদেশ করেছিলেন। উরওয়া ইবনে যুবাইর বলেন : সেদিন রসূলুল্লাহ (সঃ) খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে মক্কার উচ্চভূমি কাদার দিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করতে আদেশ করেছিলেন। আর নবী (সঃ) খোদ 'কুদা' নামক এলাকা দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। সেদিন শূরু খালিদ ইবনে ওয়ালীদদের দৃজন অশ্বারোহী সৈনিক হুবাইশ ইবনুল আশ'আর এবং কুর্শ ইবনে জাবের ফিহরী শহীদ হয়েছিলেন।

৩১৮৬- عَنْ مَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَخْلَبٍ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ نَبِيٍّ مَكَّةَ عَلَى نَأْتِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْعَمِّ يُرْجِعُ وَقَالَ لَوْلَا أَنِّي جَسَّحَ النَّاسُ حَوْلِي لَوَجَعْتُ كَمَا رَجَحَ-

৩১৮৬. আবদুল্লাহ ইবনে মূগাফ্ফাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মক্কা বিজয়ের দিন আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তার উটের ওপর বসে মিশ্র স্বরে সূরা “ফাতহ” পাঠ করতে দেখেছি। মূআবিয়া ইবনে কুররা বলেছেন : যদি আমার পাশে লোকজন জড়ো হওয়ার সম্ভাবনা না থাকতো তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে মূগাফ্ফাল বেভাবে মিশ্র কণ্ঠে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোরআন শরীফ পড়া শুনিয়েছেন, আমিও সেভাবে শুনাতাম।

৩১৮৭- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ رَمَنَ الْعَمِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَ تَنْزِلُ فَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَحَلَّ تَرَكْنَا عَمِيْلًا وَنَ مَنْزِلِي سُرَّ مَالٌ لَا يَبْرِكُ الْمُؤْمِنِ الْكَاْفِرُ وَلَا يَبْرِكُ الْكَاْفِرُ الْمُؤْمِنِ

৩১৮৭. উসামা ইবনে যামেদ থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের অভিযানে (বিজয়ের একদিন আগে) তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আগামীকাল কোথায় অবস্থান করবেন বা রাত্রিযাপন করবেন? জবাবে নবী (সঃ) বললেন : আক্ষীল কি কোন জায়গা রেখে গিয়েছে। তারপর (তিনি) বললেন : ঈমানদার ব্যক্তি কাফেরের উত্তরাধিকারী হয় না আর কাফেরও ঈমানদারের উত্তরাধিকারী হয় না। ১১৭

৩১৮৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنَزِلَاتِنَا نَاءُ اللَّهِ إِذَا نَاءُ اللَّهُ لِحَيْبَتٍ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ-

৩১৮৮. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা বিজয়ের পূর্বে বলেছিলেন : আল্লাহ আমাদেরকে বিজয় দান করলে ইনশা আল্লাহ “খাইফ” হবে আমার অবস্থান স্থল যেখানে কুরাইশরা শপথ করে বনী হাশিম ও বনী মূস্তালিবের বিরুদ্ধে বিখ্যাত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছিলো।

৩১৮৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَرَادَ حَمَيْنَيْنِ مَنَزِلَنَا عَمَّا إِثْنِ نَاءُ اللَّهِ يَحْيَيْفُ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ-

১১৭. হাদীসের বর্ণনাকারী রাবী হুরাইকে জিজ্ঞেস করা হলো : আবু তালিবের উত্তরাধিকারী হরোছিশো কে : জবাবে তিনি বললেন : আক্ষীল এবং তালিব তার উত্তরাধিকারী হরোছিশো। আমার নূরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উসামা ইবনে যামেদ হযরত পন্নর রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন : আগামীকাল আপনি কোথায় অবস্থান করবেন? তবে ইউনুসের বর্ণনার হুজ্ব বা বিজয় কোন কথারই উল্লেখ নাই।

৩১৪৯. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) হুদাইনের যুদ্ধের সিংহাস্ত গ্রহণ করে বললেন : ইনশা আল্লাহ বনী কিনানা গোত্রের 'খাইফ' নামক জাঙ্গা হবে আমাদের অবস্থানস্থল; যেখানে কুরাইশরা কুফরের ওপর শপথ করেছিলো।

৫০-২৭. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَكَانَ فِيهِ الْيَهُودُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ بَيْنَ حَطْبٍ مَتَّعِلٍ بِأَمْتَارِ الْكُحْبَةِ فَقَالَ أَتَيْتُهُ قَالَ مَالِكٌ وَتَشْرِيكِي النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا لَرَى وَاللَّهِ أَعْلَمُ يُؤْمِدُ مَخْرَمًا.

৩১৫০. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সঃ) লৌহ-শিরম্যান পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। তিনি সবোচ্চ শিরম্যান খুলে রেখেছেন তখনই এক ব্যক্তি এসে বললো, ইবনে খাতাল খানায় কা'বার গিলাফ ধরে আছে। ১১৮ নবী (সঃ) বললেন : তাকে হত্যা করো। মালেক বলেছেন : আমার মনে হয় সেদিন (মক্কায় প্রবেশের দিন) নবী (সঃ) ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না। সঠিক ব্যাপার অবশ্য আল্লাহই ভালো জানেন।

৫১-৩৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَدَخَلَ الْبَيْتِ سِتْرُونَ وَذَلِكَ مَاءٌ نَصَبٌ فَجَعَلُوا يَطْعَمُهَا يَوْمَ فِي يَدَيْهِ وَيَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يَبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِينُ.

৩১৫১. আবু হুরাইরা ইবনে মাস'উদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সঃ) যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন বায়তুল্লাহর চারপাশে হারাম শরীফের মধ্যে তিনশত ঘাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিলো। নবী (সঃ) তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে মূর্তিগুলোকে আঘাত করছিলেন এবং বলছিলেন : সত্য এসেছে, আর মিথ্যা পালিয়েছে। সত্য এসেছে, বাতিল পুনরায় আর আসবে না। (অর্থাৎ আল্লাহর বিধান ইসলাম বাতিলকে পরাভূত করে বিজয়ী করেছে। এখন শব্দ ইসলামই থাকবে।)

৫২-৩৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ إِلَى أَن يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْأَيْدِيَةُ فَأَمْرًا بِهَا فَأَخْرَجَتْ فَأَخْرَجَ صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَاسْتَجِيلَ فِي أَيِّدِيهِمَا مِنَ الْأَزْدَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَاثْلَمُوا اللَّهَ لَقَدْ عَلِمُوا مَا شِئْتُمَا

১১৮. জহেলী যুগে ইবনে খাতালের নাম ছিলো আবু হুরাইরা। ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম হয় আবু হুরাইরা। কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ করার পর আবার "মুরতাল" হয় এবং কিনা কারণে কয়েকজন মুসলমানকে হত্যা করে পালিয়ে যায়। তার দু'জন গায়িকা স্ত্রীভাসাণী ছিলো। তারা তার নির্দেশে গান গেয়ে গেয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কুৎসা প্রচার করতো। তাই মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশে তাকে বম্বম কপ ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যস্থলে হত্যা করা হয়।

بِمَا قَطَّ شَرْدَ دَخَلَ الْبَيْتَ تَكْبِيرًا فِي تَوَاحِي الْبَيْتِ وَخَرَجَ وَتَوَجَّهَ إِلَى كَابِعَةَ مَعْرًا
مِنْ أَيُّرُبَ وَتَنَالَ وَحَيْثُ حَدَّثَنَا أَيُّرُبَ عَنْ عِكْرَةَ مَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৩১৫২. আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) মক্কা বিজয়ের
অভিযানে রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কার আগমন করলেন এবং উৎসবগাং বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ
থেকে নিরত থাকলেন। সেই সময় বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে বহু সংখ্যক মূর্তি ছিলো। তিনি
ঐগুলোকে বের করে ফেলার নির্দেশ দিলে তা বের করে ফেলা হলো। ইবরাহীম ও ইসমা-
ইলের মূর্তিও সেখান থেকে বের করা হলো। তাঁদের হাতে ভালো মন্দ ভাগ্য গণনার তীর
ছিলো। তা দেখে নবী (সঃ) বললেনঃ আল্লাহ তাদেরকে (মুশারিকদেরকে) ধ্বংস করুন।
তারা (মুশারিকরা) জানতো যে, ইবরাহীম ও ইসমাইল ভাগ্যের ভালো-মন্দ গণনার জন্য
কখনো তীর নিক্ষেপ করেননি। এরপর (সব মূর্তি বের করা হলে) নবী (সঃ) বায়তুল্লাহ-
হর ভিতর প্রবেশ করলেন, একপাশে গিয়ে তাকবীর বললেন, এবং নামায আদায় না করেই
বেরিয়ে আসলেন।

মা'মার আইয়ুবের নিকট থেকে এ হাদীসটিই বর্ণনা করেছেন। উহাইব ইবনে খালিদ
আবুলানানী আইয়ুব ও ইকরামার মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

জনস্বেদঃ মক্কার উচ্চভূমির দিক থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মক্কার প্রবেশ। লাইস ইবনে
আস'আদ বলেছেন, ইউনুস নাকে' ও আবদুল্লাহ ইবনে উমরের মাধ্যমে আমার কাছে বর্ণনা
করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ (সঃ) সওয়ারীতে আরোহণ করে উসামা ইবনে
যায়দকে পিছনে বাসিয়ে উচ্চভূমির দিক থেকে মক্কার প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর সাথে বেলাল
এবং বায়তুল্লাহর চাবিরক্ষী উসমান ইবনে তালহাও ছিলেন। নবী (সঃ) মসজিদে হারামের
আঙিনায় নিজের সওয়ারীকে বাসিয়ে উসমান ইবনে তালহাকে বায়তুল্লাহর চাবি আনতে বল-
লেন। এরপর তিনি বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করলেন। উসামা ইবনে যায়দ, বেলাল ও
উসমান ইবনে তালহাও তাঁর সাথে প্রবেশ করলেন। নবী (সঃ) বায়তুল্লাহর মধ্যে দীর্ঘসময়
অবস্থান করে বের হলে অন্য সবাই কা'বাতে প্রবেশ করার জন্য ছুটে গেলো। এদের মধ্যে
সর্বপ্রথম আবদুল্লাহ ইবনে উমর প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করেই তিনি বেলালকে দরজার
পাশে দাঁড়ানো দেখতে পেয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) কোন জায়গায় নামায পড়েছেন তা জিজ্ঞেস
করলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) যে জায়গায় নামায পড়েছেন বেলাল ইশারা করে তাকে সে
জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল্লাহর
অভ্যন্তরে কত রাক'আত নামায পড়েছিলেন, আমি বেলালকে সে কথা জিজ্ঞেস করতে শুধু
গিরিয়েছিলাম।

২৭৫৩- مِنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كُدَاءِ الْبَيْتِ
بِأَعْلَى مَكَّةَ تَابِعَهُ أَبُو سَامَةَ وَوَحَيْثُ فِي كُدَاءِ

৩১৫৩. আয়েশা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সঃ)
মক্কার উচ্চভূমির "কাদা" নামক স্থান দিয়ে মক্কার প্রবেশ করেছিলেন।

৩৭৫৪- مِنْ جِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كُدَاءِ

৩১৫৪. হিশাম ইবনে উরওয়া তাঁর পিতা উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন যে,
মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সঃ) মক্কার উচ্চভূমির 'কাদা' নামক স্থান দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন।

অনুচ্ছেদ : মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সঃ) যেখানে অবস্থান করেছিলেন।

৩৭৫৫- مِّنْ ابْنِ أَبِي لَيْسَى قَالَ مَا أَخْبَرْنَا أَحَدًا أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَمْلِكُ النَّصْحَى غَيْرَ
أَمْ حَافِيًا يَأْتِيهَا ذَكَرَتْ أَنَّهُ يَزُومُ نَحْرَ مَكَّةَ اغْتَدَلُ فِي بَيْتِهَا شَرَّ مَلِي ثَمَانِ رُكْعَاتٍ ثَالِثَ
سُرُورًا مَلِي مَلُورًا أَحْفَ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتَرَّرُ الرَّكُوعَ وَالسُّجُودَ

৩৭৫৫. আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : একমাত্র উম্মেহানী ছাড়া আর কেউ নবী (সঃ)-কে সালাতুদদহা বা চাশতের নামায পড়তে দেখেছেন— এমন কথা বলেননি। উম্মে হানী বলেছেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সঃ) তার বাড়ীতে গোসল করে আট রাক'আত নামায পড়েছেন। উম্মে হানী বলেছেন : আমি আর কখনো তাঁকে [নবী (সঃ)-কে]-এর চাইতে সংক্ষিপ্ত নামায পড়তে দেখি নাই। তবে তিনি রুকু' ও সিজদা পূর্ণাঙ্গভাবেই আদায় করেছিলেন।

অনুচ্ছেদ : মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার গুনদার, শূ'বা, জনসুর, আবুদুহা ও মানসুরের মাধ্যমে আয়েশা থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা বলেছেন : নবী (সঃ) নামাযের রুকু' ও সিজদায় বলতেন, "সুবহানাকা আল্লাহু মুম্বা রাম্বানা ওয়া বি হাম্বিকা আল্লাহু মুম্বাগফিরালি।" "অর্থাৎ হে আল্লাহ তুমি পাক ও পবিত্র। হে আমাদের প্রভু, আমি তোমারই প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দাও।"

৩৭৫৬- عَنِ ابْنِ مَيْمَانَ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطِّابِ مَعَ أَشْيَاجِ بْنِ بَدْرٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِرُبِّهِ
هَذَا النَّبِيُّ مَنَا وَنَا أَبْنَاؤُكُمْ فَقَالَ إِنَّهُ بِمَنْ قَدْ مَلِئْتُمْ قَالَ كَدَّ عَاهِرٌ ذَلِكَ يَحْتِمُ
وَدَعَا فِي مَمْرٍ قَالَ دَمَا رَأَيْتَهُ دَعَا فِي يَوْمِئِذٍ الْأَيْرِيمُ مَتَى فَقَالَ مَا تَقُولُونَ إِذَا
جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ذُرَّيْتِ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَنْوَابًا حَتَّى خْتَمَ السُّورَةَ
فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَمْرًا أَنْ مُحَمَّدٌ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ إِذَا أَمْرُنَا وَفِيهِ عَيْتٌ إِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ
لَا تَدْرِي ذَلِكَ يُقَالُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا فَقَالَ لِي يَا ابْنَ مَيْمَانَ أَكُنْ أَكُ تَقُولُ مَلِئْتَ لَكَ
قَالَ فَمَا تَقُولُ تَلِئْتَ هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَهُ اللَّهُ لَهُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ
نَحْرٌ مَكَّةَ فَذَلِكَ عَلَمَةٌ أَجَلِكَ نَبِيِّ مُحَمَّدٍ رَيْكَ اسْتَغْفِرُ إِذْ أَنَّهُ كَانَ تَوَابًا قَالِ
مَمْرًا مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ

৩৭৫৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : উমর তাঁর কাছে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী বড় বড় সাহাবাদের সাথে আমাকেও शामिल করতেন। তাই তাঁদের কেউ কেউ আপনিস্তি জানিয়ে বললেন : আপনি আমাদের সাথে এ যুদ্ধকেও शामिल করেন কেন? আমাদেরও তো তার মত ছেলে আছে। উমর বললেন : তার (মর্শাদা ও জ্ঞানের গভীরতা) সম্পর্কে আপনারা অবহিত আছেন। তাই তিনি (উমর) একদিন তাঁদের (বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবা) সাথে আমাকেও তাঁর (উমর) কাছে ডাকলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন : আমার মনে হয়, তাদেরকে আমার জ্ঞানের গভীরতা ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখানোর

জন্যই শব্দ আমাকে ডাক হইয়াছিলো। উমর ইয়া জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাত্‌হু ওয়া রাআইতান্নাসা ইয়াদখুল্লনা ফি শ্বানিন্‌লাহি আফওয়াজা” সূরার শেষ পর্ষস্ত পাঠ করে বললেন : এ সূরা সম্পর্কে আপনাদের রায় বা বক্তব্য কি? কেউ কেউ বললেন : সাহায্য ও বিজয়লাভ করলে আমাদেরকে আল্লাহর প্রশংসা করতে ও তাঁর কাছে কমা প্রার্থনা করতে হুকুম দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ বললেন যে, আমরা এর অর্থ জানি না। অবশিষ্ট সবাই চূপ করে থাকলেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন : হে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, তোমার মতামতও কি এরূপ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন : তাহলে তোমার ব্যাখ্যা কি? আমি বললাম : এর অর্থ আল্লাহ তা’আলা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওফাতের খবর তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য আসলে এবং বিজয় অর্থাৎ মক্কা বিজয় হলে সোঁটি হবে তোমার ওফাতের আলামত। এমতাবস্থায়, তুমি প্রশংসাসহ তোমার রবের পবিত্রতা বর্ণনা করো এবং তার কাছে কমা প্রার্থনা করো। তিনি অবশ্যই তওবা কবুলকারী। এ ব্যাখ্যা শুনে উমর বললেন : এর অর্থ তুমি যা জানো, আমিও তাই জানি।

৩৭৫৫. عَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يُجْعَلُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ إِذْ ذَكَرْتُ لِي أَيُّهَا الْأُمَيْرُ أَحَدَ نِكَاحٍ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَدَمِ مِنَ يَوْمِ الْفَتْحِ مِمَّعْتَهُ أَذُنًا يَدْعَاةً قَلْبِي وَإِبْرَاهِيمَ عِيْنًا يَتَكَلَّمُ بِهِ إِشْرَافُ حَمْدِ اللَّهِ وَإِشْرَافُ عَلَيْهِ شَرُّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَ اللَّهُ تَلْوِئَ يَمِينِهَا النَّاسُ لَا يَجِلُّ لِأَمْرِ يَوْمٍ يَوْمٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُشْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يُخْضِدَ بِهَا شَجْرًا نَأْتِ أَحَدًا تَرَحُّصَ لِقَتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نِيْمًا نَقُولُ الْإِلَهَ إِنَّ اللَّهَ إِذْ ذَكَرْتُ لِرَسُولِهِ وَكَرِيْذَاتُ لَكُفْرًا وَإِنَّمَا إِذْنَ لِي نِيْمًا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَتَدْعَاةً حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأُمْسِ وَلِيُبَلِّغَ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ قَيْلٌ لِي فِي شَرِيحٍ مَاذَا قَالَ لَكَ عُمَرُ وَقَالَ قَالَ دَنَا أَعْلُو بِيَدِ اللَّهِ مِنْكَ يَا أَبَا شَرِيحٍ أَنَّ الْحُرْمَ لَا يُعِيدُ عَاصِيًا وَلَا نَارًا يَدِيمٌ وَلَا نَارًا يَخْرَبَةٌ۔

৩৯৫৭. আব্দ শরীহ ইহ আদাবী থেকে বর্ণিত। আমরা ইবনে সাঈদ যে সময় মক্কায় সেনাদল পাঠাচ্ছিলেন সেই সময় তিনি (আব্দ শরীহ ইহ আদাবী) তাকে বলছিলেন যে, হে আমার আপর্নি অনুমতি দিলে আমি আপনাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এমন একটি বাণী শুনতে পারি, যা তিনি মক্কা বিজয়ের ঠিক পরদিন বলছিলেন। তাঁর সেই বাণীটি আমার দু’টি কান শুনেছে, হৃদয় সেটিকে হেফযত করে ধরে রেখেছে এবং যে সময় তিনি কথাটা বলছিলেন তখন আমার এ দু’টি চোখ তাঁকে দেখেছে। প্রথমে তিনি [নবী (সঃ)] আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করলেন এবং পরে বললেন : আল্লাহ নিজেকে মক্কাকে মর্ষাদা দিয়েছেন, মানুষ তাকে এ মর্ষাদা দেয়নি। তাই যে ব্যক্তির আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আছে, তার পক্ষে অনায়ত্তাবে এখানে রক্তপাত করা বা এর গাছপালা কাটা হালাল নয়। মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর লড়াইয়ের কথা বলে কেউ যদি সেখানে লড়াইয়ের অবকাশ আছে বলে মনে করে তাহলে তাকে বলা যে, আল্লাহ তাঁর রসূলকে এ জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তোমাদেরকে অনুমতি দেননি। আল্লাহ তা’আলা আমাকেও দিনের নির্দিষ্ট কিছুর সময়ের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। আজকে আবার তার ‘হূরমত’ ও মর্ষাদা গতকালের মতই বদল হয়েছে। উপস্থিত লোকেরা আমার এ কথাগুলো অনুপস্থিতদের

কাছে পৌঁছিয়ে দেবে। আব্দু শুরাইহকে জিজ্ঞেস করা হলো আপনার এ কথায় জবাবে আমার ইবনে সাঈদ আপনাকে কি জবাব দিয়েছিলেন? আব্দু শুরাইহ বললেন : আমার আমাকে বললেন : হে আব্দু শুরাইহ এ বিষয়ে আমি তোমার চাইতে বেশী অবগত। কিন্তু হারাম (মক্কা) কোন গোনাহ্‌গার, খন্দী (পলাতক) এবং কোন চোর ও বিশৃঙ্খল সৃষ্টি-কারীকে আশ্রয় দেয় না। অর্থাৎ মক্কায় হুদরমতের কারণে এরা রক্ষা পেতে পারে না)।

৩৭৫৮- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَأْمُرُ الْفَقِيرَ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِذْ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حُرْمَ بَيْعِ الْحُمْرِ

৩৭৫৮. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বিজয়ের বছর মক্কায় অবস্থানকালে বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল মদের কেনা-বেচাকে হারাম করে দিয়েছেন। ১১১

অনুবাদ : মক্কা বিজয়কালে নবী (সঃ) যেখানে অবস্থান করেছিলেন।

৩৭৫৭- عَنْ أَنَسِ قَالَ أَسْمَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَثْرًا نَقَصْرَ الصَّلَاةِ -

৩৭৫৯. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে দশ দিন মক্কায় অবস্থান করেছিলাম। এ দশদিন নামায কসর করেছিলাম।

৩৭৬০- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَكَّأَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَمِينِي زَكَاةً يَمِينِي -

৩৭৬০. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) উনিশ দিন পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করেছিলেন এবং এ সময় দু' রাক'আত করে নামায আদায় করেছিলেন (অর্থাৎ কসর পড়ছিলেন)।

৩৭৬১- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَسْمَعَ النَّبِيَّ ﷺ فِي سَفَرِهِ تِسْعَ مَسْرُورَةٍ نَقَصْرَ الصَّلَاةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَثْرًا نَقَصْرَ مَا يَسْتَأْذِنُ بَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَإِذَا رُزِدْنَا أَتَمْنَا

৩৭৬১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মক্কা বিজয়ের সফরে আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে উনিশ দিন মক্কায় অবস্থান করেছিলাম এবং এ সময়ে নামাযে কসর করেছিলাম। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন : সফরে উনিশ দিন পর্যন্ত আমরা কসর পড়তাম। এর চাইতে অধিক দিন অবস্থান করলে পূর্ণ করে (চার রাক'আত) পড়তাম।

অনুবাদ : লাইস ইউনুস ও ইবনে শিহাবের মাধ্যমে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাবাহ ইবনে নু'আইব তাকে বর্ণনা করেছেন, মক্কা বিজয়ের বছর রসূলুল্লাহ (সঃ) যার মধ্যম-ডল মসেহ করে দিয়েছিলেন।

১১১. কুরআন মজীদেও মদ, জুয়া, ইত্যাদিকে অপবিত্র, শয়তানের কাজ, এ থেকে বিরত থাকা কল নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৩৭৭২- عَنْ أَبِي جَبِيلَةَ أَنَّهُ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ وَخَرَجَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْحِ-

৩১৬২. আব্দ জামিলা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, তিনি নবী (সঃ)-কে দেখেছেন এবং মক্কা বিজয়ের বছর তার সাথে শরীক ছিলেন। ১২০

৩৭৭৩- عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي تَلْحَبَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَلْمَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو تَلْحَبَةَ
 أَلَا تَلْقَاهُ فَتَسْأَلُهُ قَالَ لَلْفَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا فِي مَسِيرِ الرَّاسِ وَكَانَ يَمُرُّنَا
 الرُّكَبَاتُ فَسَأَلْتُهُمْ مَا لِي بِمَا لَيْسَ بِي مَا هَذَا الرَّجُلُ يَقُولُونَ يُزَعَمُ أَنَّ اللَّهَ
 أَرْسَلَهُ أَوْ حَى إِلَيْهِ أَوْ حَى اللَّهُ كَذَا فَكُنْتُ أُحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ وَكَأَنَّمَا يَمُرُّ فِي
 صَدْرِي وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَلُومُ بِإِسْلَامِهِمْ الْفَتْحِ يَقُولُونَ أَتُرْكُوهُ وَتَقْدِمُهُ
 يَا هَذَا أَتَلْمِزُكُمْ رَبِّي صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ بَادِرُكَلَّ قَوْمٍ
 بِإِسْلَامِهِمْ وَبَدَّ رَأْيِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ
 النَّبِيِّ ﷺ حَقًّا فَقَالَ صَبْرًا صَلُّوا كَمَا كُنْتُمْ فِي جَبِينِ كَذَا فِي جَبِينِ كَذَا
 فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّئْ أَحَدُكُمْ وَيُؤَدِّئُكُمْ أَكْثَرَ قُرْآنًا
 تَعْلَمُوا وَأَقْلَمُ يَكُنْ أَحَدًا أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلْفِي مِنَ الرُّكَبَاتِ
 فُقُلْدُمُ فِي بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا مِنْ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ وَكَانَتْ عَلَيَّ بَرْدَةٌ
 كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّبَتْ عَيْنِي فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْحَيَّةِ أَلَا تَنْظُرُونَ عَنَّا
 إِسْتَأْذِنُكُمْ وَأَسْتُرُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْنَا فِيمَا نَأْمُرُ بِشَيْءٍ نُرْحَى بِذَلِكَ
 الْقَبِيصِ-

৩১৬৩. আইয়ুব আব্দ কিলাবার মাধ্যমে আমার ইবনে সালামা থেকে বর্ণনা করেছেন। আইয়ুব বলেছেন যে, আব্দ কিলাবা আমাকে বললেন : তুমি আমার ইবনে সালামার সাথে সাক্ষাত করে তাকে (তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস কর না কেন? আব্দ কিলাবা বলেন : এরপর আমি আমার ইবনে সালামার সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে (তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : আমরা লোকজনের যাতায়াত পথের পাশে অবস্থিত একটি বরণা-খারার তীরে বাস করতাম। আমাদের পাশ দিয়ে বহু কাফেলা অতিক্রম করতো। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম যে, লোকজনের অবস্থা কি এবং নব্বয়্যাতের দাবীদার লোকটিরই [রসুলুল্লাহ (সঃ)] বা অবস্থা কি? তারা (কাফেলার

১২০. রাবী বহরী বলেছেন : সুনাইল আব্দ জামিলা যে সময় তার কাছে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন তখন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়ের সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অর্থাৎ হাদীসের সনদ অত্যন্ত মজবুত।

লোকজন) আমাদেরকে জওয়াব দিতো যে, তিনি বলেন : আল্লাহ তাঁকে রসূল করে পাঠিয়েছেন, তাঁর কাছে অহী পাঠিয়েছেন, আল্লাহ তাঁর কাছে এইসব (কোরআন মজীদার আয়াত শুনিয়ে) অহী পাঠিয়েছেন। আমি ঐ কথাগুলো গৃহস্থ করে রাখতাম যেন সেগুলো আমার হৃদয়ে গেথে থাকতো। গোটা আরববাসী ইসলাম গ্রহণের জন্য তাঁর [রসূলুল্লাহ (সঃ)] বিজয় লাভ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলো। তারা (আরববাসীরা) বলতো : তাঁকে এবং তাঁর কওম কুরাইশদেরকে বদ্বাপড়া করতে দাও। তিনি যদি তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হন তাহলে তিনি সত্যই নবী। সত্তরাং মক্কা বিজয়ের ঘটনা সংঘটিত হলে প্রত্যেক গোত্র তাড়াহুড়া করে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকলো। আমার পিতাও আমাদের গোত্রের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে এসে বললেন : আল্লাহর কসম, আমি সত্য নবীর নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছি। তিনি বলেছেন : অমদুক সময় অমদুক নামায এবং অমদুক সময় অমদুক নামায পড়বে। নামাযের সময় হলে তোমাদের একজন আযান দেবে আর যে কুরআন বেশী জানে, সে ইমাম হবে। সবাই এ রকম একজন লোক (যে কুরআন বেশী জানে) তাল্লাশ করলো। কিন্তু কুরআন বেশী জানে এমন কোন লোক পাওয়া গেল না। যেহেতু আমি কাফেলার লোকদের নিকট থেকে কুরআন শিখে মনে রাখতাম তাই সবাই আমাকে ইমামতের জন্য সামনে এগিয়ে দিলো (ইমাম বানালো)। আমি তখন ছয় বা সাত বছরের বালক। আমার পরিধানে একখানা চাদর ছিলো। আমি সিজদায় গেলে তা গায়ের সাথে জড়িয়ে ওপরের দিকে উঠে যেতো। এ অবস্থা দেখে গোত্রের একজন মহিলা বললো : তোমরা তোমাদের ইমামের পেশনের অংশ আবৃত করো না কেন? সত্তরাং সবাই মিলে কাপড় কিনে আমাকে জামা তৈরী করে দিলো। সেই জামা পেয়ে আমি এতো আনন্দিত হয়েছিলাম যে, আর কিছতে ততো আনন্দিত হইনি।

৩৭৭২- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عُثْبَةُ ابْنُ أَبِي دُقَايِمٍ عَمِدًا إِلَىٰ أَخِيهِ سَعْدٍ أَن يَقْبِضَ ابْنَ وَليدَةَ رُمَعَةَ وَقَالَ عُثْبَةُ إِنَّهُ ابْنِي نَلَمْتَهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ فِي الْفَجْرِ أَخَذَ سَعْدُ ابْنَ أَبِي دُقَايِمٍ وَليدَةَ رُمَعَةَ فَأَتَيْكَ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَقْبَلَ مَعَهُ عُثْبُ بْنُ رُمَعَةَ قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي دُقَايِمٍ هَذَا ابْنُ أَخِي عَمِدًا إِلَىٰ أَخِي إِنَّهُ ابْنِي قَالَ عُثْبُ بْنُ رُمَعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا ابْنِي هَذَا ابْنُ رُمَعَةَ وَليدَةَ عَلَىٰ فِرَاسِهِ فَنَزَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَىٰ ابْنِ وَليدَةَ رُمَعَةَ نَادَىٰ أَشْبَهُ النَّاسِ عُثْبَةَ ابْنَ أَبِي دُقَايِمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ لَكَ هُوَ أَحْوَجُ يَأْتِيكَ مِنْ رُمَعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وَليدَةَ عَلَىٰ فِرَاسِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ احْتَبَيْ مِنْهُ يَا سُوْدُ ثُمَّ لَكَ رَأْيٌ مِنْ شَبِّهِ عُثْبَةَ ابْنَ أَبِي دُقَايِمٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْلَادُ الْفِرَاسِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَمِيْرًا بِكَ.

৩৯৬৪. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস তার ভাই সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে যামআর ক্বীতদাসীর সন্তান নিয়ে নেয়ার জন্য বলেছিলেন। উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস বলেছিলেন যে, সে আমার ওয়সজাত সন্তান। মক্কা বিজয়ের

বছরে রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কায় আগমন করলে সা'দ ইবনে আব্দ ওয়াক্কাস যাম'আর ক্রীত-দাসীসী সন্তান নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলেন। তার সাথে সাথে আব্দ ইবনে যাম'আও আসলো। সা'দ ইবনে আব্দ ওয়াক্কাস রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললেনঃ এ তো আমার ভ্রাতৃজা। আমার ভাই আমাকে বলেছিলেন যে, এ তার পুত্র। তখন আব্দ ইবনে যাম'আ বললোঃ হে আল্লাহর রসূল, এতো আমার ভাই। কারণ সে যাম'আর ওরসজাত সন্তান। সে তার (যাম'আর) বিছানাতে জন্মলাভ করেছে। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) যাম'আর ক্রীত-দাসীসী পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখতে পেলেন যে, তার (সন্তানের) চেহারা উত্তবা ইবনে আব্দ ওয়াক্কাসের চেহারার সদৃশ। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ হে আব্দ ইবনে যাম'আ, একে নিয়ে যাও, এ তোমার ভাই। কেননা সে তোমার পিতার বিছানায় জন্মলাভ করেছে। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ সন্তানের চেহারা উত্তবা ইবনে আব্দ ওয়াক্কাসের চেহারার সাথে সামঞ্জস্যশীল দেখে তাঁর স্ত্রী সাওদা বিনতে যাম'আকে বললেনঃ তুমি তার সামনে পর্দা করবে। ইবনে শিহাব আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আয়েশা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যার বিছানায় সন্তান হলো সন্তান তার। আর ব্যাভিচারীর জন্য রয়েছে পাতথর। ইবনে শিহাব বর্ণনা করেছেন যে, আব্দ হুরাইরা উচ্চৈঃস্বরে এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন।

২৭৭৫ - عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الرَّبِيعِ بْنِ إِمْرَأَةَ سُرَّتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةِ الْفَجْرِ فَخَرَعَتْهُمَا إِلَى أَسْمَةَ بِنِ زَيْدٍ يَسْتَفْعُوْنَهَا قَالَتْ عُرْوَةُ فَلَمَّا كَلَّمَهُ أَسْمَةُ نَبَّهَا تَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَنْتَ كَلِمَتِي فِي حَيْدَتِي مِنْ حُدَّاءِ اللَّهِ قَالَ أَسْمَةُ اسْتَغْفِرُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ نَلَسَاكَ الْغَيْثِي تَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيبًا نَأْتِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ شَرَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ يَا نَبَا هَلَكِ النَّاسُ قَبْلَكُمْ إِيَّاهُمْ كَانُوا إِذَا سَكُرُوا فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَكُرُوا فِيهِمْ الضَّرِيفُ أَتَمُّوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاللَّيْثُ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ نَاطِقَةَ بَشَرٍ مَحْمَدٍ سَرَّتْ لَقَطَعْتَ يَدَهَا ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنِكَ الْمَرْأَةِ فَقَطَعْتَ يَدَهَا فُحِمَّتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَرَوُجَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ نَكَثَتْ بِي فِي بَعْدِ ذَلِكَ فَارْفَعِ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

৩৯৬৫. উরওয়া ইবনে যুরাইর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যামানায় মক্কা বিজয়ের যুদ্ধকালে একজন স্ত্রীলোক চুরি করেছিলো। তার কণ্ঠের লোক-জন আতঙ্কিত হয়ে তার ব্যাপারে সূপারিশ করানোর জন্য উসামা ইবনে যয়েদের কাছে আসলো। উরওয়া বলেছেনঃ উসামা ইবনে যয়েদ উক্ত মহিলার ব্যাপারে (তাকে শাস্ত না দেয়ার জন্য) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে সূপারিশ করলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চেহারা রক্তিমবর্ণ ধারণ করলো। তিনি (উসামা ইবনে যয়েদকে) বললেনঃ তুমি আল্লাহর (নির্ধারিত) 'হদ' জারি থেকে বিরত রাখার জন্য আমার কাছে সূপারিশ করছো? উসামা সঙ্গে সঙ্গে বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। সন্ধ্যা হলে রসূ-

মুসল্লাহ (সঃ) খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তাআলার যথাযোগ্য প্রশংসার পর বললেনঃ অতঃপর (আমি বলছি) তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ জন্য ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যকার অভিজাত বংশের কোন লোক চুরি করলে তাকে আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি (হদ) না দিয়ে ছেড়ে দিতো। কিন্তু কোন দুর্বল লোক চুরি করলে তাকে শাস্তি প্রদান করতো। যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ সেই সত্তার শপথ করে বলাই, মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করতো তাহলে আমি তারও হাত কেটে দিতাম। এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) এই স্ত্রী-লোকটির হাত কাটতে হুকুম করলে তার হাত কেটে দেয়া হয়েছিলো। এরপর সে উত্তম তওবা করেছিলো (এবং আল্লাহ তার তওবা কবুল করেছিলেন)। পরে সে (বনী মুলাইম গোত্রের) একজন লোককে বিয়ে করেছিলো। আয়েশা বর্ণনা করেছেনঃ এ ঘটনার পর সে আমার কাছে আসতো। আমি তার প্রয়োজনসমূহ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পেশ করতাম।

۳۹۶۶ - عَنْ مَجَاشِعَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِأَخِي بَعْدَ الْفَجْرِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ بِأَخِي لَيْبَائِكُ عَلَى الْهِجْرَةِ تَأَلَّ ذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا فَقُلْتُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ لَيْبَائِكُ قَالَ أَيْبَائِكُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْجِهَادِ فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبُدٍ بَعْدَ ذَلِكَ أَكْبَرَهُمَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مَجَاشِعُ.

৩৯৬৬. মুজাশে' ইবনে মাসউদ ইবনে সাজাবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ মক্কা বিজয়ের পর আমি আমার ভাই (মুজালিদ)-কে নিয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বললামঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার ভাইকে এ উদ্দেশ্যে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি যে, আপনি হিজরতের জন্য তার থেকে বাইআত গ্রহণ করবেন। (এ কথা শুনে) নবী (সঃ) বললেনঃ (মক্কা থেকে মদীনায়) হিজরতকারীগণ হিজরতের সব মর্যাদা লাভ করেছে। ১২১ আমি বললামঃ তাহলে কোন বিষয়ে আপনি তার থেকে বাইআত গ্রহণ করবেন? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ আমি তার নিকট থেকে ইসলাম, ঈমান ও জিহাদের বাইআত গ্রহণ করবো। হাদীস বর্ণনাকারী আব্দু উসমান বলেছেনঃ এরপর আমি আব্দু মা'বাদ (অর্থাৎ মুজাশে'র ভাই মুজালিদ)-এর সাথে দেখা করে হাদীসটি সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ মুজাশে' ঠিকই বর্ণনা করেছে। দু' ভাইয়ের মধ্যে তিনিই (মুজালিদ) ছিলেন বড়।

۳۹۶۷ - عَنْ مَجَاشِعَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ انْطَلَقْتُ بِأَبِي مَعْبُدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْبَائِكُ عَلَى الْهِجْرَةِ قَالَ مَضَيْتَ الْهِجْرَةَ لِأَهْلِمَا أَيْبَائِكُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبُدٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ خَالِدٌ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ مَجَاشِعَ أَنَّهُ جَاءَ بِأَخِيهِ مَجَالِدٍ.

৩৯৬৭. মুজাশে' ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি আমার ভাই আব্দু মা'বাদ (মুজালিদ)-কে নিয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে এই উদ্দেশ্যে গেলাম যে, তিনি তাকে

১২১. মদীনায় হিজরতকারীগণ হিজরতের সব মর্যাদা লাভ করেছেন হাদীসে বর্ণিত এ কথাটির অর্থ হলো; মক্কা বিজয়ের পর বর্তমানে আর হিজরত করার মতো পরিস্থিতি নাই। এখন ইসলামকে পুরো-পুরি মেনে চলা, ঈমানকে মজবুত করা এবং জিহাদ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ কথাটিই অন্য একটি হাদীসে এ ভাবে বলা হয়েছে যে, বিজয়ের পর হিজরতের প্রয়োজন নাই বা থাকে না। বরং জিহাদ ও হিজরতের নিয়ত থাকতে পারে।

হিজরতের জন্য বাইআত করবেন। নবী (সঃ) বললেন: হিজরতকারীগণ (মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকারীগণ) হিজরতের মর্যাদা লাভ করেছে। এখন আমি ইসলাম এবং জিহাদের জন্য বাইআত গ্রহণ করি। রাবী আব্দ উসমান বর্ণনা করেছেন: পরে আমি আব্দ মা'বাদের সাথে সাক্ষাৎ করে হাদীসটি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন: মদুজাশে' সভ্য কথাই বলেছে। খালিদ আব্দ উসমানের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (মদুজাশে') তার ভাই মদুজালিদকে নিয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়েছিলেন।

۳۹۶۱ - عَنْ مُجَاهِدٍ ثَلَّثَ لِإِبْنِ عُمَرَ أَنَّ أُرَيْدَةَ بْنَ أَهْلَ حِرَاءِ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ لَا هِجْرَةَ وَلَا لِكُنْ جِهَادًا نَأْتِيكَ فَأَعْمُرْ مِنْ نَفْسِكَ فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئًا وَلَا رَجَعْتَ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَيْشَرَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قَالَتْ لِإِبْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ لَوْ بَعُدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ

৩৯৬৮. মদুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে বললাম: আমি শামদেশে (সিরিয়া) হিজরত করতে মনস্থ করছি। একথা শুনে তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনে উমর) বললেন: এখন আর হিজরতের প্রয়োজন নাই। বরং এখন জিহাদের প্রয়োজন আছে। অতএব এখন যাও এবং চিন্তা-ভাবনা করে দেখ। যদি জিহাদের কোন শক্তি নিজের মধ্যে দেখতে পাও তাহলে জিহাদ করো। অন্যথায় হিজরত থেকে বিরত থাকো। নযর ইবনে শুমাইল শূ'বা ও আব্দ বিশর এর মাধ্যমে মদুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। মদুজাহিদ বলেছেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে (সিরিয়ায়) হিজরতের কথা বললে তিনি বললেন, বর্তমানে আর হিজরতের প্রয়োজন নেই। অথবা (রাবীর সম্বন্ধে) বললেন: রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরে হিজরতের প্রয়োজন নেই। আব্দ বিশর মদুজাহিদ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন। ১২২২

۳۹۶۹ - عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرِ الْمُحَسَّبِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْوَلِيدِ قَالَ يَقُولُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

৩৯৬৯. মদুজাহিদ ইবনে জাবর আল মক্কা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বলতেন যে, বিজয়লাভের পর হিজরতের প্রয়োজন থাকে না।

۳۹۷۰ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِبَاعٍ قَالَ زُرْتُ مَالِكَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرِو كَسَأَلَهَا عَنْ الْهِجْرَةِ فَقَالَتْ لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ كَانَ الْمُؤْمِنُ يَبْرُحُ أَحَدًا حُرِّدَ إِلَيْهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَخَانَةً أَنْ يَقْتُلَ عَلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَكْثَمَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ فَالْمُؤْمِنُ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ سَاءَ وَلَكِنْ جِهَادًا وَنِيَّةً

১২২. এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, বিজয়ের পূর্বে পর্বত হিজরতের প্রয়োজন থাকতে পারে।

কিন্তু বিজয়ের শক্তিকে পরাভূত করে বিজয় আসার পর ইসলাম শক্তিশালী হয়ে আবির্ভূত হয়। সুতরাং তখন হিজরতের প্রয়োজনীয়তা আর থাকে না।

৩৯৫০: আতা ইবনে আব্দু রাবাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি উবাইদ ইবনে উমাইরের সাথে আরেশার সাক্ষাতের জন্য গেলাম। উবাইদ ইবনে উমাইর তাকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : বর্তমানে হিজরতের প্রয়োজন নেই। এর আগে একজন ঈমানদার তার স্ত্রীকে ফিতনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে (মদীনায়) চলে যেতো। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পরে বর্তমানে আল্লাহ ইসলামকে বিজয়ী করেছেন। তাই বর্তমানে একজন ঈমানদার যেখানে বেড়াবে ইচ্ছা আল্লাহর ইবাদত করতে পারে। বর্তমানে জিহাদ এবং হিজরতের নিয়ত করা যেতে পারে।

৩৭৭১- عَنْ مَجَاهِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ نَهَى حَرَامَ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ تَبْلُغِي وَلَا تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَلَا تَحِلُّ لِي نَفْسًا إِلَّا سَاعَةً مِنَ الدَّهْرِ لَا يَنْفَرُ صَيْدٌ هَا وَلَا يُعْمَدُ شَوْكُهُمْ وَلَا يَحْتَلِي حَلَاةٌ وَلَا تَمِلُّ لِقُطْمَا إِلَّا لِمَنْشِدٍ فَقَالَ الْبَعَثِيُّ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَّا ذُخْرِيَارِ رَسُولِ اللَّهِ نَاتَهُ لَا بَدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَالْأَيْبُوتِ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ إِلَّا ذُخْرِيَارَهُ حَلَالٌ

৩৯৭১: মজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ (সঃ) খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে বললেন : আল্লাহ তা'আলা যেদিন আসমান ও মরীন সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকেই মক্কাকে মর্যাদা দান করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মর্যাদা দানের কারণেই মক্কা কিয়ামত পর্যন্ত মর্যাদা শ্রীভূত। এখানে বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত ঘটানো আমার পূর্বেও কারো জন্য হালাল ছিলো না এবং আমার পরেও কারো জন্য হালাল হবে না। আর একদিনের কিয়দংশ সময়ে আমার জন্য মক্কাকে হালাল করা হয়েছিলো। এখানে শিকারকে তাড়ানো যাবে না, কাটা চয়ন করা যাবে না, ঘাস কাটা যাবে না এবং প্রচারের মাধ্যমে মালিকের কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্য ছাড়া পড়ে থাকা কোন জিনিসও কুড়িয়ে নেয়া যাবে না। এ কথা শনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুল মজাহিদ বললেন : হে আল্লাহর রসূল! তবু ইখ্খের, ঘাস ছাড়া। কেননা, ইখ্খের ঘাস লৌহ কর্মকার ও বাড়ীর কাজে ব্যবহৃত হয়। এ কথা শনে রসূলুল্লাহ (সঃ) চুপ করে থাকলেন এবং কিছুক্ষণ পরে বললেন : হাঁ "ইখ্খের" ঘাস ছাড়া (অন্য সব ঘাস কাটা নাজায়েজ)। ইখ্খের ঘাস কাটা হালাল।

(অপর একটি সনদে আবদুল করীম ইকরামা ও ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে এ হাদীসের অন্যরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আব্দু হুরাইরা নবী (সঃ)-এর নিকট থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

অনুবাদ : মহান আল্লাহর বাণী :

لَقَدْ نَهَى اللَّهُ وَمَوَالِدَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبْتَكُمْ كَمَا نَهَيْتُمْ قُلُوبَكُمْ قُلُوبٌ نَفْسٌ عَنْكُمْ فِيمَا وَفَاتَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُرُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَدَدًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ هُتُوتُ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ فَتَوَدُّرٌ جِيمُهُ وَالتَّوْبَةُ - ٢٥ - ٢٤

“আল্লাহ ইতিপূর্বে অনেকগুলো ক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করেছেন। আর হুনাইন যুদ্ধের দিনেও। (এ দিন তোমরা তাঁর সাহায্য পশ্চতভাবে অনুভব করেছো)। এ দিন তোমরা সংখ্যাধিক্যের গর্বে গর্বিত ছিলে। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি। নিপুল বিপ্লুত পৃথিবীও সোদিন তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। তারপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক পালিয়েছিলে। এরপর আল্লাহ তাঁর রসূল ও ঈমানদারদের ওপর প্রশান্তি নায়িল করলেন। আর এমন একটি সেনাবাহিনী পাঠালেন যা তোমরা দেখতে পাতনি। এ ডাবে তিনি কাফেরদের শাস্ত দিলেন। কাফেরদের জন্য এটাই উপযুক্ত প্রতিফল। এভাবে সাজা দেওয়ার পরেও আল্লাহ যাকে চান তাকে জওয়ার সদ্যোগ দান করেন। আল্লাহই তো ক্রমাশীল ও দয়ালু।” (আড্-জাওবা-আমাত-২৫-২৭)

৩৭৮ - عَنْ إِسْبَعِيلَ قَالَ رَأَيْتُ بَيْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْفَى صُرْبَةَ تَالٍ صُرْبَتَهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ ثَلُثَ شَهْرَاتٍ حَتَّى تَأْتِيَ تَالٍ ذَلِكَ .

৩৭৯. ইসমাইল (ইবনে আব্দুল খালিদ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুল আওয়াল হাতে আঘাতের চিহ্ন দেখেছি। তিনি বলেছেন : আমি হুনাইন যুদ্ধের দিন নবী (সঃ)-এর সাথে থেকে এ আঘাত পেয়েছিলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি হুনাইন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন : এর আগের যুদ্ধগুলিতেও আমি অংশ গ্রহণ করেছি।

৩৭৮ - عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ دَجَاؤًا لِرَجُلٍ قَالَ يَا أَبَا عَمْرَةَ أَتَوَلَّيْتُ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَمَا أَنَا فَاشْهَدْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَرِ لَوْلَ وَلكِنَّ هَجَلَ سُرْمَاتِ الْقَوْمِ فَرَسَقْتُمْ هَوَازِينَ وَأَبُو سَعِيدٍ بِنْتُ الْحَارِثِ أَخَذَ بِرَأْسِ بَغْلَتِهِ الْبَيْعَاءَ يَقُولُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ يَا أَبَا بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

৩৭৯. আব্দুল ইসহাক সার্বিস্ত্রী থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বারা ইবনে আযেবের কাছে এসে তাকে প্রশ্ন করলো : হে, আব্দুল উমারা! হুনাইন যুদ্ধের দিন কি আপনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন? আব্দুল ইসহাক সার্বিস্ত্রী বলেন : এর জবাবে আমি বারা ইবনে আযেবকে বলতে শুনিয়েছি : আমি নিজে নবী (সঃ) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি। তবে সেনাবলের অগ্রগামী বাহিনী তাড়াহুড়া করলে হাওয়ারিয়ন গোত্র তাদের প্রতি তাঁর স্বর্ষণ করলো। এ সময় আব্দুল সদ্দীফমান ইবনুল হারিস রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাদা খচ্চরটিয় মাথা ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলছিলেন : আমি যে নবী তা মিথ্যা নয়। ১২০ আমি তো আবদুল মদ্তালিবের সন্তান।

৩৭৮ - عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَيْدَ الْبَرَاءِ وَأَنَا سَمِعُ أَوْلَيْتُمْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَمَا النَّبِيُّ ﷺ فَكَأَنَّا نَوَارِمَاءُ فَقَالَ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ .

১২০. ‘আমি যে নবী তা মিথ্যা নয়।’ এ কথার অর্থ হলো, আমি সত্যই আল্লাহর রসূল। আল্লাহ আমাকে সাহায্যের ওয়াদা করেছেন। তাই আমি পরাজিত হবো না। উপরন্তু আমি কুরাইশ নেতা আবদুল মদ্তালিবের সন্তান।

৩১৭৪. আব্দ ইসহাক সাবিরী থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) আমি শূনলাম, বারা ইবনে আবেবকে জিজ্ঞেস করা হলো; হুনাইন যুদ্ধের দিন আপনি কি নবী (সঃ)-এর সংগে থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন? তিনি বলেনঃ নবী (সঃ)-এর কথা বলছো? না, তিনি কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি। তারা (হাওয়ারিন গোত্রের লোকেরা) ছিলো সুদক্ষ তীরন্দাজ। তারা তীর বর্ষণ শুরুর করলে সবাই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো তখন নবী (সঃ) বলছিলেন, আমি যে নবী এ কথা মিথ্যা নয়। আর আমি আবদুল মুস্তালিমের সন্তান।

۳۹۷ - عَنْ ابْنِ إِسْحَانَ سَمِعَ الْبَرَاءَ وَ سَأَلَ رَجُلًا مِّنْ قَبْلِ أَنْ يُرَازَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ لَكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّكَ تَرَى كَأَنَّكَ تَرَى رَمَاهُ وَرَأَى مَا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ كَسَفُوا نَاكِبِينَ نَاظِرِينَ كَأَنَّ مَثَقِيلَنَا بِأَيْتِهِمْ وَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّ بِلْتَمِ الْبَيْضَاءِ وَ أَنَّ أَبَا سَفِينٍ إِخْلُدُ بِرِ مَابِمَا وَ هُوَ يَقُولُ أَنَا الشَّيْءُ لَا كَذِبَ فِي قَالَ إِسْرَائِيلَ وَ زَهَيْرٌ قَوْلَ الشَّيْءِ ﷺ مِّنْ بِلْتَمِ.

৩১৭৫. আব্দ ইসহাক সাবিরী থেকে বর্ণিত। কাইস গোত্রের একজন লোক এসে বারা ইবনে আবেবকে জিজ্ঞেস করলো; হুনাইন যুদ্ধের দিন আপনারা কি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ফেলে পালিয়েছিলেন? আব্দ ইসহাক সাবিরী বলেনঃ এর জবাবে আমি বারা ইবনে আবেবকে বলতে শুনছি; রসূলুল্লাহ (সঃ) কিন্তু পালাননি। হাওয়ারিন গোত্রের লোকজন ছিলো সুদক্ষ তীরন্দাজ। আমরা তাদের ওপর আক্রমণ করলে তারা বিপর্যস্ত হয়ে ভাগতে শুরুর করলে আমরাও গণীমাত সংগ্রহ করতে শুরুর করলাম। তখন হঠাৎ করে আমরা তীরন্দাজ বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হলাম। এ সময় আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তার সাদা খচ্চরের পিঠে দেখলাম। আব্দ সুফিয়ান ইবনে হারিস তার লাগাম ধরে আছে। আর তিনি [নবী (সঃ)] বলেছেনঃ আমি যে নবী তা মিথ্যা নয়। ইসরাইল ইবনে ইউনুস এবং যুহাইর ইবনে মুআবিরা বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) এ সময় তীর খচ্চরের পিঠ থেকে অবতরণ করেছিলেন।

۳۹۷ - عَنْ هُرُوذَةَ بْنِ الرَّبِيعِ أَنَّ مَرْوَانَ وَ الْمُسَوِّدِينَ مَخْرَمَةَ أَحْبَرَاءَ . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَ قَدْ حَوَّارَتْ مَسْلُومِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُرَدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَ سَبَّهِمْ فَقَالَ لَمْ يَرَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ مَن تَرَوْنَ وَ أَحَبَّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَنَّهُ تَكَلَّمَ نَاظِرًا وَ إِحْدَى الْغَلَائِقَيْنِ إِمَّا الشَّيْءُ وَ إِمَّا النَّالُ وَ قَدْ كُنْتُ إِتْسَانِيَّتٍ بِكُفْرٍ وَ كَانَ أَنْتُمْ مَرَرْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَعْمَرَةَ يَمْلِكُ حِينَ قَفَلَ مِنَ الْغَلَائِقِ نَلَّتَ تَبَيَّنَ لَمْ يَرَأَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيُرَادُ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِخْلُدُ الْغَلَائِقَيْنِ كَالْوَأَانِ نَاظِرًا بَيْنَنَا قَامَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُسْلِمِينَ نَأْتِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ شَرَّ قَالَ إِمَّا بَلَدًا فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَاءُوا نَاتِبِينَ وَ إِيَّاهُ قَدْ رَأَيْتُ أَنَّ

أَرَادَ الْإِسْرَافِيئِيُّ فَمَنْ أَحَبَّ وَنَكَّرَ أَنْ يُكَلِّبَ ذَلِكَ تَلْفِعَهُلْ وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ
 أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ حَتَّى تَمْلِكَهُ أَيُّهَا مِنْ أَوْلَى مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ تَدَّ
 كَيْتًا ذَلِكَ يَأْرُسُونَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا لَنَدْرِي مَنْ أَدْرَنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ
 وَمَنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا هَرْنَاذُ كُمْ أَمْ كُمْ فَرَجَحَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ
 عَرْنَاذُ هُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ تَدَّ طَيْبُوا إِذَا دُنُوا
 هَذَا الَّذِي بَلَّغْنِي عَنْ سَبِيهِ حَوَارِثَ .

৩৯৭৬. উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) মারওয়ান ইবনে মনসুর ও মিসওয়াল ইবনে মাখরামা তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হাওয়ালিযিন গোত্রের প্রতিনিধিগণ মুসলমান হয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে এসে তাদের সম্পদ ও বন্দীদের ফেরত চাইলে নবী (সঃ) তাদেরকে বললেন : আমার কাছে যারা আছেন (সাহাবাগণ) তাদেরকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। সত্য কথা বলাই আমার কাছে বেশী প্রিয়। সম্পদ ও বন্দী এ দুটির যে কোন একটি তোমরা গ্রহণ করো। আমি তোমাদের জন্য (তোমরা আসবে মনে করে) অপেক্ষা করেছি। তায়েফ থেকে ফিরে আসার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের আগমনের জন্য দশ রাতেরও অধিক অপেক্ষা করেছেন। হাওয়ালিযিন প্রতিনিধিদের কাছে যখন এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পদ ও বন্দী এ দুটির যে কোন একটির বেশী তাদেরকে প্রত্যাৰ্পণ করবেন না তখন তারা বললো, আমরা আমাদের বন্দীদেরকেই ফিরে চাই তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলমানদের সামনে 'খুতবা' দিতে দাঁড়ালেন। আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসার পর তিনি বললেন : তোমাদের ভাইয়েরা (হাওয়ালিযিন গোত্রের প্রতিনিধিরা) কুমফর থেকে তওবা করে) আমাদের কাছে এসেছে। আর আমি তাদের বন্দীদেরকে তাদের কাছে প্রত্যাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমরা যারা আমার এ সিদ্ধান্তকে খুশী মনে গ্রহণ করবে তারা (নিজের অংশের) বন্দীদেরকে প্রত্যাপণ করো। আর যারা তাদের অংশের অধিকার অবশিষ্ট রেখে এ শর্তে বন্দীকে প্রত্যাপণ করতে চাও যে, "ফাইয়ের সম্পদ (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত) থেকে সর্ব প্রথম আল্লাহ আগাকে যা দিবেন তা দিলে আমি তার এ বন্দীর মূল্য পরিশোধ করবো তাহলে তারা তাই করো। সবাই বললো : হে, আল্লাহর রসূল! আমরা বরং খুশী মনে আপনার (প্রথম) প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তোমরা কে খুশী মনে অনুমতি দিলে আর কে খুশী মনে দিলে না তা তো আমি জানতে পারলাম না। তাই তোমরা ফিরে গিয়ে তোমাদের বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকদের সাথে আলোচনা করো। তারা আমার কাছে এসে বিষয়টি জানাবে। লোকজন ফিরে গেলো। তাদের বিজ্ঞ লোকেরা তাদের সাথে আলাপ করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে জানালো যে, সবাই খুশী মনে বিষয়টি (সম্পর্কে) আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এবং সম্মতি জানিয়েছে। উরওয়া ইবনে যুবাইর বর্ণনা করেছেন যে, হাওয়ালিযিন গোত্রের বন্দীদের সম্পর্কে আমি এ হাদীসটিই অবহিত আছি।

৩৯৭৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা হুদাইন অভিযান

থেকে ফেরার পথে উমর রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জয় (উমরের) জাহেলী যুগে নয়র মানা--
ই'তিকাফ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে নবী (সঃ) তাকে তা পূরণ করতে আদেশ করলেন।

৩৭৮১- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ. فَأَمَّ حَتَيْنَ فَلَمَّا اتَّقَيْنَا كَانَتْهُ الْمُسْلِمِينَ
جَوْلَةً فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَخَرَّبْتُهُ مِنْ دَرَابِهِ
فَخَبِلَ عَاتِقَهُ بِثِيَابٍ فَتَقَطَعَتِ الدَّرْعُ وَأُقْبِدَ عَلَيَّ فَضَعَيْتُ مَسَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا يَمْحَرُ
الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلْتُ نَلْمَعْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمْرًا اللَّهُ هُوَ
وَجِلُّ ثُمَّ رَجَعُوا وَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ قَتَلَهُ قَتِيلًا لَهُ بَيْتَةٌ نَلْمَعْتُ نَلْمَعْتُ
مَنْ يَثْمَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَثَلْمَعْتُ مَنْ يَثْمَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ
ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَثَلْمَعْتُ مَنْ يَثْمَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ
وَمَنْ يَثْمَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَثَلْمَعْتُ مَنْ يَثْمَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ
اللَّهُ يُقَاتِلُ مِنَ اللَّهِ دَرَسُو لِي يُخْبِرُكَ سَلْبُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَثْمَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ
مَخْرَجًا فِي بَيْتِي سَلْبَةً فَأَتَانِي لَوْلَ مَا لِي تَأْتِي فِي الْإِسْلَامِ

৩৯৭৮. আব্দু কাত্যাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলছেন : হুনাইন যুদ্ধের বছর আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে হুনাইনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। আমরা শত্রুর মূখোমুখি হলে মুসলমানদের মধ্যে কিছু বিশংখলা দেখা দিলো। এ সময় আমি দেখলাম এক মূশরিক ব্যক্তি একজন মুসলমানকে পরাভূত করে ফেলেছে। আমি পেছন দিক থেকে গিয়ে তরবারি দ্বারা তার ঘাড় ও কাঁধের মধ্যকার বড় রগের ওপর আঘাত করলাম এবং তার পরিহিত বর্ম কেটে ফেললাম। সে ফিরে আমার ওপর আক্রমণ করলো এবং এমন জোরে আমাকে চেপে ধরলো যে, আমি যেনো মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করলাম। এরপরই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে আমাকে ছেড়ে দিলো। তারপর আমি উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে গিয়ে বললাম, লোকজন পরাস্ত হলো কেন? তিনি বললেন : মহান ও শক্তিমান আল্লাহর মর্জি। এরপর মুসলমান-গণ ফিরে এসে আবার হামলা করলো (এবং মূশরিকদেরকে পরাজিত করলো)। যুদ্ধ শেষে নবী (সঃ) এক জায়গায় বসে বললেন : যে মুসলমান কোন মূশরিককে হত্যা করেছে এবং তার কাছে এ বিষয়ের প্রমাণ আছে তাকে নিহত ব্যক্তির সব দ্রব্য দেয়া হবে। আব্দু কাত্যাদা বলেন : আমি বললাম, আমার পক্ষে (ঐ ব্যক্তিকে হত্যার) সাক্ষ্য দেয়ার মতো কেউ আছে কি? এ কথা বলে আমি বসে পড়লাম। তিনি বলেন : নবী (সঃ) আবারও অনুরূপ কথা বললেন। আমি তখন উঠে বললাম : আমার পক্ষে (ঐ ব্যক্তিকে হত্যার) সাক্ষ্য দেয়ার মতো কেউ আছে কি? তারপর আমি বসে পড়লাম। নবী (সঃ) পুনরায় আগের মতো বললেন। আমি আরাও দাঁড়িলাম। এ দেখে নবী (সঃ) আমাকে বললেন : আব্দু কাত্যাদা তোমার কি ব্যাপার? আমি তখন তাঁকে সব কিছু বললাম। এ সময় এক ব্যক্তি বলে উঠলো : সে সত্য কথা বলছে আর তার হাতে নিহত ব্যক্তির দ্রব্য দামগ্রী আমার কাছে আছে। তাকে সম্মত করে ঐ গুলো আমাকে দিয়ে দিন। তখন আব্দু বকর বললেন : আল্লাহর কসম, তা হতে পারে না। আল্লাহর এক সিন্ধে যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষে লড়াই করে (স্বপ্নের ময়দান থেকে) তার ছিনিয়ে নেয়া দ্রব্যাদি তোমাকে দেয়ার ইচ্ছা রসূলুল্লাহ (সঃ)

করতে পারেন না। নবী (সঃ) বললেন : আব্দ বকর ঠিক বলেছে। অতএব, এ সব দুব্বাদি ভূমি তাকে (আব্দ কাভাদাকে) দিয়ে দাও। তিনি [নবী (সঃ)] তার নিকট থেকে ঐগুলো আমাকে নিয়ে দিলেন। ঐ প্রবাগ্দুলোর বিনিময়ে আমি একাট (ফলের) বাগান কিনলাম। আর ইসলাম গ্রহণের পর এটাই ছিলো আমার প্রথম সম্পদ।

৯৮৭- عَنْ أَبِي تَمَادَةَ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ نَظَرْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُ رُجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَخْرَجَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَحْتَلُهُ مِنْ دَرَاهِمٍ يُقْتَلُهُ فَأَسْرَعَتْ إِلَيَّ الَّذِي يَحْتَلُهُ فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَضْرِبَنِي وَأَضْرِبَ يَدَهُ فَقَطَعْتُمَا شَرًّا خُدَيْي نَضَعْتِي مِمَّا شَدِيدًا حَتَّى تَحَوَّرْتُ شَرَّ تَرَكْتُ فَتَحَلَّلْتُ وَكَفَفْتُهُ تَرْتَلْتُهُ وَإِنَّهُمْ مِ الْمُسْلِمُونَ وَإِنَّهُمْ مِمَّا مَعَهُمْ فَأَذَى الْمُعْرَبِينَ الْمُخَاطَبِ فِي النَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ مَا كَانَتِ النَّاسُ قَالَتْ أَمْرًا لِي تَمْرًا رَجَعَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَقَامَ بَيْنَهُ عَلَى يَدَيْهِ تَقْتُلُهُ فَلَهُ سَبْعَةٌ تَقْتُلُهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَتَحْتَلِي فَمَنْ أَرَا حَدًّا يَشْهَدُ لِي نَجَلْتُ شَرِّبَهُ أَرَاكَ فَنَدَّكَ مَرَّةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ وَجَلُّ مِنْ جَلَابِ يَدِهِمْ هَذَا الْقَيْسُ الَّذِي يَدُكُمُ عِنْدِي فَارْضُ بِهِ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كَلَّا لَا يُعْطِيهِ أَمِيبُ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدُكُمْ أَسَدًا مِنْ أَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَذَى إِلَى قَائِلِي فَاسْتَرَيْتُ بِهِ خِرَافًا كَانَ أَوَّلَ مَا لِي نَأْتَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ.

৩৯৭৯. আব্দ কাভাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : হুনাইন যুদ্ধের দিন আমি একজন মুসলমানকে একজন মূশরিকের সাথে লড়াই করতে দেখলাম। অন্য একজন মূশরিককে পেছন দিক থেকে তাকে (মুসলমান লোকটিকে) হত্যা করার জন্য আঁড়ি পাততে দেখলাম। পেছন দিক থেকে আঁড়ি পেতে হামলাকারী লোকটির প্রতি দ্রুত ধেয়ে চললাম। সে আমাকে আঘাত করার জন্য হাত উঠালে আমি তার হাতের ওপর আঘাত করে তা কেটে ফেললাম। সে এঁগিয়ে এসে এমন কঠোরভাবে আমাকে চেপে ধরলো যে, (মৃত্যুর ভয়ে) ভীত হয়ে পড়লাম। কিন্তু পরক্ষণেই সে আমাকে ছেড়ে দিলো এবং শিথিল হয়ে পড়লো। তাকে আমি একটু দূরে সরিয়ে হত্যা করলাম। এরপর মুসলমানগণ ভাগতে থাকলে তাদের সাথে আমিও ভাগলাম। লোকজনের ভীড়ের মধ্যে উমর ইবনে খাত্তাবের সাথে আমার সাক্ষাত হলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। লোকজনের হলো কি যে, তারা এভাবে পালালো। উমর বললেন : আল্লাহর ফয়সালা তাই। অতঃপর (যুদ্ধ শেষে কাফেরদের পরাজিত করার পর) লোকজন সবাই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে একত্রিত হলে তিনি বললেন : কেউ কাউকে (কোন মূশরিককে) হত্যা করেছে বলে প্রমাণ দিতে পারলে নিহত ব্যক্তির নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া সব জিনিসপত্র তাকে (হত্যাকারীকে) প্রদান করা হবে। আব্দ কাভাদা বলেন, এ কথা শুনে আমি আমার হাতে নিহত লোকটি সম্পর্কে সাক্ষী প্রমাণ তালাশ করতে বের হলাম। কিন্তু আমার পক্ষে (ঐ লোকটিকে হত্যা করার ব্যাপারে) সাক্ষী দেয়ার মতো একজনও পেলাম

না। তাই আমি (চূপচাপ) বসে রইলাম। তারপর এক সময়ে সুযোগ মতো আমি আমার সব ঘটনা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বললাম। তখন তাঁর পাশে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি বলে উঠলো যে নিহত ব্যক্তির কথা সে বলেছে তার অন্দ্রশস্য আমার কাছে আছে। তাকে রাজি করে এগলো আমাকেই দিন। এ কথা শুনে আব্দ বকর বললেন : আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে লড়াই করে এমন এক আল্লাহর সিংহকে না দিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) একজন কুরাইশকে তা দিবেন। আব্দ কাতাদা বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ দ্রব্যগুলো আমাকে দিয়ে দিলেন। আর তার বিনিময়ে আমি একটি ফলের বাগান খরিদ করলাম। ইসলাম গ্রহণের পর এটাই ছিলো আমার প্রথম সম্পদ।

অনুচ্ছেদ : আওতাস যুদ্ধ।

۳۹۸۰ - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حَنْظَلٍ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ إِلَى جَيْشِ
إِلَى أُوْدَانَ فَلَمَّحِي دَرَيْدَ بْنَ الصَّمَةِ فَقَتَلَ دَرَيْدًا دَهْرَمَ اللَّهُ أَصْحَابَهُ قَالَ أَبُو مُوسَى
وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ فَرَمَى أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتَيْهِ رُمْلًا جَشِيمًا بِسَهْمٍ فَأَثْبَتَهُ فِي
رُكْبَتَيْهِ فَأَثْبَتَتْ إِلَيْهِ نُقُطٌ يَا عَمْرٍو مَنْ رَمَاكَ فَأَشَارَ إِلَيَّ أَبِي مُوسَى فَقَالَ ذَاكَ
قَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي فَقَعُدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ فَلَمَّا زَانِي دَلِي فَأَثْبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ
أَلَا تَسْتَحْيِي الْأَثْبَتَ دَكَّكَ فَأَخْتَلَفْنَا مُرَبَّتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عَامِرٍ
تَمَلَّ اللَّهُ صَاحِبَكَ قَالَ فَأَنْزَعَهُ هَذَا السَّهْمُ فَزَرَعْتُهُ فَزَارَ مِنْهُ الْمَاءُ قَالَ يَا بْنَ أَخِي
أَتُرْمِي النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ لَهَ اسْتَعْفَانِي وَأَسْتَعْفَانِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ فَمَكَثَ يَسِيرًا
ثُمَّ مَاتَ فَرَجَعْتُ كَمَا خَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِهِ عَلَى سِرِّيرٍ مَرْمُولٍ وَعَلَيْهِ فَرَأْسٌ
فَدَاثَرُ رُمَالٍ السَّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبْرِنَا وَخَبَرَ أَبِي عَامِرٍ قَالَ قُلْ لَهُ
اسْتَعْفَانِي فَمَا عَابَاهُ فَتَرَمَانَا ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبِيدِ أَبِي عَامِرٍ وَ
رَأَيْتَ بَيَانَ إِبْلِيسَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَوْءًا كَثِيرًا مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ
فَقُلْتُ ذَلِكَ فَاسْتَعْفَانِي فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبِيدِ اللَّهِ بْنِ تَيْسٍ وَنَيْسِهِ دَاخِلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مِنْ حُلَاكِ كَيْبِيَاءَ. قَالَ أَبُو مُرَّةَ إِحْدَاهُمَا لِذَلِكَ عَامِرٍ وَالْأُخْرَى لِأَبِي مُوسَى.

৩৯৮০. আব্দ মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) হুদায়ের যুদ্ধ শেষে আব্দ আমেরকে একটি সেনাবাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে আওতাস গোত্রের ২৪

১২৪. আওতাস গোত্রের অন্দ্রে অবস্থিত একটি উপত্যকা এ এলাকার অধিবাসীদেরকে কওমে আওতাস বলা হতো। এদেরকে হমন করার জন্য আশ'আরী গোত্রের হবরত আব্দ আমের (রা)-কে পাঠানো হয়। রাবী হবরত আব্দ মুসা আশ'আরী (রাঃ) তাঁর ডাডকা। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় হুদায়ের যুদ্ধের পর পরই হিজরী অষ্টম সনে।

প্রতি পাঠান। তাঁর মোকাবেলা হয় দু'রাইদ ইবনে সিম্মার সাথে। দু'রাইদ নিহত হয় এবং আল্লাহ তার সাথীদেরকে পরাজয় দান করেন। আব্দু মুসা বলেন, [রসূলুল্লাহ (সঃ)] আমাকেও আব্দু আমেরের সাথে পাঠান। আব্দু আমেরের হাটুতে একটি তীর নিক্ষেপ্ত হয়। জুশামী গোত্রের এক ব্যক্তি এ তীরটি নিক্ষেপ করে। তীরটি তাঁর হাটুর মধ্যে প্রবেশ করে। আমি তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বললাম : চাচাকান! কে আপনাকে তীর মেরেছে? তিনি আব্দু মুসাকে ইশারার দেখিয়ে বলেন : ঐ যে ঐ ব্যক্তি আমাকে তীর মেরে হত্যা করেছে। তার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়ে আমি তার কাছে গেলাম। সে আমাকে দেখেই পালালো। আমি এ কথা বলতে বলতে তার পেছনে ধাওয়া করলাম, ওরে বেহায়া, খামিসনা কেন? সে থেমে গেলো। আমরা দু'জন তলোয়ার নিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করলাম। আমি তাকে হত্যা করলাম। তারপর আমি (ফিরে এসে) আব্দু আমেরকে বললাম : আল্লাহ আপনার হত্যাকারীকে মেরে ফেলেছেন। তিনি বললেন : আমার (হাটু থেকে) তীরটি তো আগে বের করে দাও। আমি তীরটি টেনে বের করে আনলাম। তা (আহত স্থান) থেকে পানি বের হলো। তিনি বললেন : হে, আমার ভাতিজা! নবী (সঃ)-কে আমার সালাম জানাবে এবং তাঁকে আমার মাগফেরাতের জন্য দো'আ করতে বলবে। আব্দু আমের আমাকে তাঁর স্থলে সেনাবাহিনী প্রধান নিযুক্ত করলেন। এরপর তিনি আর কিছুক্ষণ বেঁচে রইলেন তারপর মারা গেলেন। আমি ফিরে এলাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাবির হলাম। তিনি নিজের গৃহে একটি পাকানো দাড়ির তৈরী চারপাইতে শায়িত ছিলেন। চারপাইতে (নামমাত্র একটা) বিছানা ছিল। তাঁর পিঠে ও পার্শ্বদেশে চারপাইয়ের দাড়ির মাগ পড়ে গিয়েছিল। আমি তাঁকে আমাদের ও আব্দু আমেরের সব খবর জানালাম এবং তাঁকে এ কথাও বললাম যে, আব্দু আমের আপনাকে তার মাগফেরাতের জন্য দো'আ করতে বলেছেন। তিনি পানি আনিতে অস্ব করলেন তারপর দু'হাত তুলে বললেন : হে, আল্লাহ! উবাইদ আব্দু আমেরকে মাগফেরাত দান করো। (তিনি হাত এত ওপরে তুলেছিলেন যে,) তাঁর বগলের শূভ্রতা আমি দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর তিনি বললেন : হে, আল্লাহ! কিয়ামতের দিন তাঁকে তোমার সৃষ্ট মানব জাতির অধিকাংশের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করো। আমি বললাম : আমার জন্যও মাগফেরাতের দো'আ করুন। তিনি বললেন : হে, আল্লাহ! আব্দুল্লাহ ইবনে কয়েসের, গুনাহ মাফ করে দাও এবং কিয়ামতের দিন তাকে মর্যাদা দান করো।

আব্দু বুরদা (আব্দু মুসার পরবর্তী বর্ণনাকারী) বলেন, এর মধ্যে একটি দো'আ আব্দু আমেরের জন্য এবং অন্যটি আব্দু মুসার জন্য।

অনুচ্ছেদ : ভায়েফ হুন্খ।

মুসা ইবনে উকবার বর্ণনা মতে এ হুন্খটি অন্তর্ভুক্ত হয় সপ্তম হিজরীর শওয়াল মাসে।

۳۹۸۱ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمِنْ دِي مَعَنَتِكَ فَمَسَعَتْهُ يَقُولُ
لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ نَحَرْنَا اللَّهُ عَلَيْكَ وَالطَّائِفُ عِنْدَ
نَعْيِكَ بِأَبْسَةِ عَيْلَاتٍ نَاتِمَاتٍ تَقْبَلُ بِأَرْبَعٍ وَتَذُرُ بِرَبِّهَا وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَدْخُلُكَ
حَوْلَاءٌ عَلَيْكَ

৩৯৮১. উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন,) আমার কাছে এক হিজ্জাড়া ২৫ বসে ছিল এমন সময় নবী (সঃ) আসলেন। আমি শুনলাম সে আব্দুল্লাহ

১২৫. ইমাম বখারী ইবনে উরইনা ও ইবনে জুরাইজের উম্মতি দিয়ে লিখেছেন যে, এ হিজ্জাটির নাম ছিল হাত।

ইবনে আবু উমাইয়াকে বলছে, হে, আবদুল্লাহ! দেখো যদি আল্লাহ আগামী কাল তোমাদেরকে তায়েফে বিজয় দান করেন তাহলে গাইলানের মেয়েদেরকে নিয়ে নিয়ো। কারণ তারা (এতই কোমল দেহাবয়বের অধিকারিণী যে,) সামনে আসলে তাদের পেটে চারটে করে ভাঁজ পড়ে আর পিঠ ফিন্নলে আটটা ভাঁজ পড়ে। (এ কথা শ্রবণে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : এদেরকে তোমাদের কাছে আসতে দিয়ো না (অর্থাৎ এদের থেকে পর্দা করো)।

১৮ ৩৭- عَنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَوْزَادَ وَهُوَ مَعَ مِيرِ الطَّائِفِ يَوْمَئِذٍ

৩৯৮২. আর হিশাম (রাঃ) থেকেও এ একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি এর ওপর এতটুকু বান্ধ করেছেন যে, সোদিন তিনি তায়েফ অবরোধ করেছিলেন।

১৮ ৩৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا حَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّائِفَ نَزَلَتْ مِنْهُو
شَيْئًا قَالَ إِنَّا تَانِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ نَقَدْنَا خَيْمَهُمْ وَتَأَلَّوْا أَتَدَّهَبُ وَلَا تَقْتُمُهُ وَقَالَ
مَرَّةً نَقَدْنَا فَقَالَ أَغْدَا عَلَيَّ الْبَيْتَانِ نَقَدًا وَإِنَّا صَابِئُهُمْ جِرَاعًا فَقَالَ إِنَّا تَانِلُونَ عُدَاؤِ
شَاءَ اللَّهُ فَأَعْجَبَهُمْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ سُبْحَانَ مَرْءٍ قَبِيحٍ.

৩৯৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন তায়েফ অবরোধ করলেন এবং তাদের থেকে তিনি কিছুই হাসিল করতে পারলেন না, তখন তিনি বললেন : ইনশা আল্লাহ আমরা (অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে) চলে যাবো। মূসলমানদের কাছে এ কথাটা বড় ভারী ঠেকলো। তারা বললো, আমরা কি এটাকে জয় না করে চলে যাবো? বর্ণনাকারী একবার 'চলে যাবো'-এর স্থলে 'ফিরে যাবো' বলেন। এতে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : ঠিক আছে, সকালে গিয়ে লড়াই করো। কয়েকই তারা লড়াই করলো। এর ফলে তারা আহত হলো। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : আগামী কাল ইনশা আল্লাহ আমরা ফিরে যাবো। এখন (রসূলের) এ ফরমানটি মূসলমানদেরকে খুশী করলো। তিনি হেসে দিলেন। সূফিয়ান (বর্ণনাকারী) একবার বলেন তিনি মূচ্চকি হেসে দিলেন।

১৮ ৩৭- عَنْ عَائِصَةَ قَالِ سَمِعْتُ أَبَا عُمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ أَوْ قَالَ
بِشِيرَةَ اللَّهِ وَأَبَا بَكْرَةَ كَانَتْ سَوْرَةَ رِحْمَنِ الطَّائِفِ فِي أَيَّامِ بُعَاثِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ
سَمِعْنَا النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ إِذْغَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يُبْكِرُ تَابَتْهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَقَالَ
هَيْئًا أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَائِصَةَ عَنْ أَبِي عُمَانَ التَّمُذِي قَالِ سَمِعْتُ
سَعْدَ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ عَائِصَةَ قَالِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ إِذْغَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يُبْكِرُ تَابَتْهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَقَالَ
حَبْلُكَ بِمَعْنَى تَابَتْ لَكَ حَرَامٌ وَأَمَّا أَحَدٌ فَهُوَ مَنْ إِذْغَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يُبْكِرُ تَابَتْ لَهُ حَرَامٌ وَأَمَّا الْآخَرُ
فَنَزَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَابَتْ لَكَ حَرَامٌ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الطَّائِفِ.

৩৯৮৪. আসেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু উসমানকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি শুনেছি সাপের কাছ থেকে, যিনি আল্লাহর পথে প্রথম ভীর নিক্ষেপ

করেছিলেন আর আব্দু বাকুরর কাছ থেকে, যিনি (রসূলে করীমের কাছে আসার জন্য) করেকজন লোকের সাথে তায়েফের প্রাচীরের ওপর চড়ে ছিলেন তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে গিয়েছিলেন। তাঁরা দু'জনই বলেছেন, তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা বলতে শুনছেন যে, যে ব্যক্তি জানা সত্ত্বেও এমন এক ব্যক্তিকে নিজের পিতা বলে দাবী করে যে তার পিতা নয়, তার জন্য বেহেশত হারাম।

মা'মার ও আসেমের মাধ্যমে হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল আলীরা বা আব্দু উসমান আল্ নাহ্দী বলেছেন, তিনি সা'দ ও আব্দু বাকুরা (রাঃ) থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রেওয়াজেত শুনছেন। আসেম বলেন : আমি বললাম, নিশ্চয়ই এমন দু'জন লোক এ রেওয়াজেট আপনাদের কাছে করেছে নিজের নিশ্চয়তার জন্য আপনাদেরকে যথেষ্ট মনে করেন। জবাবে তিনি বললেন : অবশ্যই। (আর হবেই বা না কেন, যখন) তাদের একজন হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি আল্লাহর পথে সর্বপ্রথম তাঁর ছোঁড়েন আর স্বিতীয়জন হচ্ছেন তায়েফ থেকে (নগর পাঁচিল উপক্) যে তেইশজন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসেন তাদের অন্তর্ভুক্ত।

৩৭১৫. عَنْ أَبِي مُوسَى تَالِ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجَحْرَانَةِ بَيْتِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لَا تَنْجِرُونَ مَا وَمَدِينَتِي؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَيْشْرٍ فَقَالَ تَدَا كَثُرَتْ عَلَيَّ مِنْ ابْتِشْرٍ فَأَتَيْتُكَ عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلَالٍ كَمَيْمَةِ التُّغْضَابِ فَقَالَ رَدَّ الْبَشْرِي نَاتِبَكَ أَنْتُمْ لَا لِقَبْلُنَا تَرَدُّ مَا يَفْدَحُ فِيهِ مَاءٌ تَفَلَّ يَدَيْهِ وَوَجْهُهُ فِيهِ وَمَخْرَجُهُ فِيهِ تَرَدُّ قَالَ أَشْرِبَا مِنْهُ دَاوْرُغًا كَمَا وَجُوهُكُمْ مَا دُوْرُغًا كَمَا دَاوْرُغًا حَذَّ الْقِدْحِ تَفْعَلُكَ تَنَاثُتُ أُمَّ سَلْبَةَ مِنْ دَرَاءِ الْبَشْرَانِ أَتَيْتُكَ لِذِكْرِكَ مَا نَأْتِيكَ لَهَا مِنْهُ طَائِفَةٌ.

৩৯৮০. আব্দু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর সংগে ছিলাম, যখন তিনি মক্কা মদীনার মধ্যবর্তী জি'রানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল। এমন সময় নবী (সঃ)-এর কাছে একজন গ্রামবাসী এসে বললো : আপনি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা পূরণ করবেন না? তিনি জবাবে তাকে বললেন : সুসংবাদ গ্রহণ করো। সে বললো : আপনি অনেকবার সুসংবাদের কথা শুনিয়েছেন। এতে তিনি সন্তোষে আব্দু মুসা ও বিলালের দিকে ফিরে বললেন : এ ব্যক্তি তো সুসংবাদ প্রত্যাখ্যান করলো, তোমরা দু'জন তা গ্রহণ করো। তাঁরা দু'জন বললেন : আমরা গ্রহণ করলাম। এরপর তিনি এক পেয়লা পানি আনালেন। তার মধ্যে নিজের হাত ও মুখ ধুয়ে কুন্সি করলেন তারপর বললেন : তোমরা দু'জন এ থেকে পানি পান করো এবং নিজেরদের চেহারায় ও বৃকে ছি'টিয়ে দাও আর সুসংবাদ গ্রহণ করো। কাজেই তাঁরা দু'জন পেয়লাটি উঠিয়ে নিয়ে তাই করলেন। উম্মে সালামা পর্দার পেছন থেকে ডেকে বললেন : তোমাদের মায়ের (অর্থাৎ আমার) জন্যও কিছটা রেখে দিয়ো। ফলে তাঁরা তাঁর জন্যও কিছটা রেখে দিলেন।

৩৭১৬. عَنْ يَعْقُبَ كَانَ يَقُولُ لِبَيْتِي أُرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ مَا لَيْسَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْجَحْرَانَةِ وَعَلَيْهِ تَوْبٌ تَدَا ذَلِكَ بِهِ مَعَهُ بَيْتُهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ

إِذْ جَاءَهُ أَهْرَافِي عَلَيْهِ جَبَّةٌ مَّتَّصِمَةٌ بِطَيْبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى
 فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بَعْمُرَةٍ فِي جَبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّعَ بِالطَّيِّبِ نَأْسَارَ عُمَرَ إِلَى بَيْعَلَى بِيَدِهِ
 أَنْ تَعَانَ فِجَاءَ بَيْعَلَى فَأَذْهَلَ رَأْسَهُ نِازِدَ الشَّبَبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَحْمَرًا أَوْجُهُ يَغُطُّ كَذَلِكَ
 سَاعَةً ثُمَّ سَرَى عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنِ الْحُمْرَةِ إِنَّمَا فَالْتَمَسَ الرَّجُلُ
 فَأَقْبَى بِهٍ فَقَالَ أَمَا الطَّيِّبُ الَّذِي بِكَ فَأَعْبَلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ دَأْمًا الْجَبَّةَ فَأَنْزَعَهَا
 ثُمَّ أَضْمَعَ فِي عُمُرِكَ كَمَا تَضَمَّعَ فِي حَيْفِكَ.

৩১৮৬. ইয়ালা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, হায়! যদি আমি অহী নাযিল হবার সময় নবী (সঃ)-কে দেখতাম। তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জি'রানায় ১২৬ ছিলেন। একটি কাপড় দিয়ে তাঁর মাথার ওপর ছায়া করে দেয়া হয়েছিল। তাঁর একদল সাহাবাও তাঁর সাথে এই ছায়াতলে ছিল। এমন সময় একজন গ্রামবাসী আসলো তাঁর কাছে। সে পরেছিল একটি বৃশব্দ মাথানো জুঙ্গা। সে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল। সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন যে এমন এক জুঙ্গায় উমরাহর এহরাম কাঁধলো যাতে বৃশব্দ মাথানো ছিল? এ সময় উমর (রাঃ) হাতের ইশারায় ইয়ালাকে ডাকলেন। ইয়ালা এসে ছায়াতলে মাথা ঢুকিয়ে দেখলেন। (তিনি দেখলেন) নবী (সঃ)-এর চেহারা রক্তাভ হয়ে গেছে এবং তাঁর শ্বাস প্রবৃত্ত ওঠানামা করছে। এ অবস্থা কিছুক্ষণ বিরাজিত থাকলো তারপর তা পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তখন তিনি [নবী (সঃ)] জিজ্ঞেস করলেন : সে ব্যক্তি কোথায় গেলো যে এখন আমাকে উমরাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল? সে লোকটিকে বৃশ্জে আনা হলো। তিনি তাকে বললেন : তোমার গায়ের যে বৃশব্দ লেগেছে তা তিনবার ধুয়ে ফেলো এবং জুঙ্গাটি খুলে ফেলো আর হৃদয়ে যা-কিছ করো উমরাহে তার সবগুলোই করো।

৩১৮৮ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا نَادَى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ يَوْمَ حُتَيْنٍ
 كَسَرَ فِي النَّاسِ فِي الْمَوْلَعَةِ تَلْوَاهُمْ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَكَانَتْهُمْ وَجَدُوا
 إِذْ لَوْ يَبِيهُهُمْ مَا صَابَ النَّاسَ أَوْ كَانَتْهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَوْ يَبِيهُهُمْ مَا صَابَ النَّاسَ
 نَخَطِبُهُمْ بِكَلِمَاتٍ أَلْتَصَارِ الْوَجْدِ كَرْمُ صَدَا لَوْ كَرْمُ اللَّهِ مِنْ وَكَانَتْهُمْ
 مَتَفَرِّقِينَ نَأْفَكُمُ اللَّهُ فِي دَعَاةٍ نَأْفَكُمُ اللَّهُ مِنْ كَلِمَاتٍ شَيْئًا تَأْوَى اللَّهُ وَ
 رَسُولُهُ أَمْرًا قَالَ مَا يَنْفَعُكُمْ أَنْ يَجِيئُوا رَسُولَ اللَّهِ كَلِمَاتٍ شَيْئًا تَأْوَى اللَّهُ دَرَسُولُهُ
 أَمْرًا قَالَ لَوْ شِئْتُمْ تَلَسْتُمْ جَلَسْتُمْ كَلِمًا أَوْ كَلِمًا أَلْتَرْتُمْ مَوْتٌ أَنْ يَنْدَهَبَ النَّاسُ
 بِالنَّشَاةِ وَ الْبَحِيرِ دَرْتَدُّ هَيُونَ بِالنَّبِيِّ إِنْ رِي حَالِكُمْ لَوْلَا الْعَجُوزَةُ لَكُنْتُمْ إِمْرًا

১২৬. জি'রানায় একটি জারসার নাম। এর অবস্থান নিয়ে মতবিবাদ আছে। কারো মতে মক্কা ও মদীনার মাঝখানে এ স্থানটি ছিল। আবার কারো মতে এটি ছিল মক্কা ও তারেকের মাঝখানে।

مِنَ الْأَنْصَارِ رُوِيَ سَنَتَ النَّاسِ وَإِيَّاءَ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَإِيَّاءَ الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا
الْأَنْصَارِ شِعْبًا وَالنَّاسِ وَتَارُكُمْ سَتَلْقَوْنَ بِيَدِي أَثْرَةً فَأَصْبِرُوا
حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ.

৩৯৮৭. আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ ইবনে আসেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : হুনায়েনের দিন আল্লাহ যখন তাঁর রসুলকে গণ্যমান্যতার মাল দান করলেন তখন যেসব লোকের হৃদয়কে ঈমানের ওপর সন্দেহ করার উদ্দেশ্যে ছিল তাদের মধ্যে তিনি তা বণ্টন করে দিলেন। আর আনসারদেরকে কিছুই দিলেন না। অন্য লোকেরা যা পেয়েছে তারা যখন তা পেলো না তখন তারা রাগান্বিত হলো অথবা অন্য লোকেরা যা পেয়েছে তারা তা না পেয়ে মর্মান্বিত হলো। তখন তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন : হে আনসারগণ! আমি কি তোমাদেরকে গোমরাহীতে লিপ্ত পাইনি? তারপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে হেদায়াত দান করেন। আর তোমাদের মধ্যে কি বিভেদ ও অনৈক্য ছিল না? তারপর আমার সাহায্যে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও প্রীতি সৃষ্টি করেন। আর তোমরা কি দরিদ্র ছিলে না? তারপর আমার সাহায্যে আল্লাহ তোমাদেরকে বিস্তালালী করেন। যখনই তিনি কিছু বলতেন, তার জ্বাবে আনসাররা বলতেন : আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরাট এহসান আমাদের ওপর। তিনি বললেন : আল্লাহর রসুলের কথার জ্বাব দিতে তোমাদেরকে কিসে বাধা দিচ্ছে? যখনই তিনি কিছু বলেন, তারা জ্বাবে বলে যায়, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরাট এহসান তাদের ওপর। তিনি বলেন : হাঁ, তবে তোমরা চাইলে এ কথা বলতে পারো যে, আপনি আমাদের কাছে এমন (সংকটময়) অবস্থায় এসেছিলেন (যখন আমরা আপনাকে সাহায্য করেছিলাম)। তোমরা কি এতে খুশী নও যে, লোকেরা বকরী ও উট নিয়ে চলে যাবে আর তোমরা নবীকে নিয়ে আসবে তোমাদের ঘরে। যদি আমি হিজরত না করতাম তাহলে আনসারদের একজন হতাম। যদি অন্য লোকেরা কোনো উপত্যকা ও গিরিপথে চলে, তাহলে আমি চলবো আনসারদের উপত্যকা ও গিরিপথে। আনসাররা হচ্ছে ভেতরের পোশাক আর অন্য লোকেরা হচ্ছে বাইরের পোশাক। আমার পর তোমরা শির্কাগির দেখবে অন্যদের অগ্রাধিকার, তখন তোমরা সবর করো যে পর্যন্ত না হাউষে কাওসারে তোমাদের সাথে আমার মোলাকাত হয়ে যায়।

৩৭৮৮- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَاءًا فَآءٍ مِنْ الْأَمْوَالِ حَوَازِنُ تُطَبَّقُ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطَى رِجَالًا نِ الْمِائَةِ مِنَ الْإِبِلِ
فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُعْطَى قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسَيُؤْتُنَا تَقَطُّرٌ مِنْ
وَمَا نَبِيٌّ قَالَ أَنَسٌ نَحَدَّثَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَا قَالْتُمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ
فَجَعَلْتُمْ فِي قَبْضَةٍ مِنْ أَرْحَمِ دَنَاءٍ مَعْمَرٌ فَيُرْهُو نَلَمْنَا اجْتَمَعُوا قَامَ
النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا حَدِيثٌ بَلَغُنِي عَنْكُمْ فَقَالَ نَقَمْنَا الْأَنْصَارِ أَمَا رُوِيَ سَأَوْنَا
يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَكُونُ بِقُرَيْشٍ وَنَا نَاسٍ وَمَا نَأْسُ مِنَّا حَدِيثٌ أَهْنَأْتُمْ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ
يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُعْطَى قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسَيُؤْتُنَا تَقَطُّرٌ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أَعْطِي رِبَالَ حَدِيثِي عَمْدًا بِكُنْفِي أَمَا تَرَوْنَ أَن
 تَبْدُؤُا النَّاسَ بِأَلْسِنِي وَإِلَّا مَرَّالِ ذُنُوبُكَ بِالسَّبِيحِ إِلَى رِبَالِكُمْ قَوْلَ اللَّهِ لَمَّا
 تَقْبَلُونَ بِهِ خَيْرًا مِمَّا يَقْبَلُونَ بِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا رِيشًا نَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مَتَّعِدُونَ أَثَرَهُ مَسَدًا يَدَا نَاصِبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْا اللَّهَ دَرَسُوهُ فَإِنِّي عَلَى
 الْخَوْفِ قَالَ أَيْسَى نَلْمُ يَصْبِرُوا-

৩৯৮৮. আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন আল্লাহ তাঁর রসূলকে হাওয়াযেনের গণীমাতের মাল দান করলেন এবং উট দান করলেন তখন কয়েকজন আনসার বললেন, আল্লাহ তাঁর রসূলকে মাফ করুন, তিনি আমাদেরকে না দিয়ে কুরায়েশদেরকে দান করছেন। অথচ আমাদের তলোয়ার থেকে কুরাইশদের রক্ত টপকাচ্ছে। আনাস বলেন : আনসারদের এ কথা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পৌঁছলো। তিনি আনসারদের কাছে খবর পাঠিয়ে তাদেরকে জমায়ত করলেন চামড়ার ডাবুতে। তাদের সাথে আর কাউকে ডাকলেন না। যখন আনসাররা সবাই এসে গেলেন তখন নবী (সঃ) দাঁড়িয়ে বললেন : তোমাদের কাছ থেকে কি কথা আমার কানে পৌঁছলো? আনসারদের আলোম ও স্ত্রানী লোকেরা জবাব দিলেন, হে, আল্লাহর রসূল! আমাদের নেতৃস্থানীয়রা তো কোনো কথা বলেননি, তবে আমাদের সাধারণ পর্যায়ের কিছদ লোকের মূখ থেকে এ কথা বের হয়ে গেছে যে, আল্লাহ তাঁর রসূলকে মাফ করুন, তিনি আমাদেরকে বাদ দিয়ে কুরাইশদেরকে দেন অথচ আমাদের তলোয়ার থেকে তাদের রক্ত টপকে পড়ছে। এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন : অবশ্য আমি নও মুসলিমদেরকে তালীফে কালবের (ইসলামের ওপর মনকে সদ্‌দ করা) জন্য দান করি। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা ধন নিয়ে চলে যাবে আর তোমরা নবীকে নিয়ে তোমাদের ঘরে ফিরবে? আল্লাহর কসম, তোমরা যা নিয়ে ফিরে আসবে তা তার চাইতে অনেক ভালো হবে যা তারা নিয়ে ফিরে আসবে। তারা বললেন : হে, আল্লাহর রসূল! আমরা রাজী আছি। এ কথায় নবী (সঃ) তাদেরকে বলেন : আমার পরে তোমরা শিগগির দেখবে (তোমাদের ওপর অন্যদের) অগ্রাধিকার, তখন তোমরা সবার করো এমনকি অবশেষে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে মোলাকাত করবে। আর আমি তোমাদের সাথে মিলবো হাউজে (কাওসারে)।

আনাস (ইবনে মালিক) বলছেন, তারা (আনসাররা) সবার করেননি।

৩৭১৭- عَنْ أَيْسَى قَالَ لَمَّا كَانَ يُؤْمَنُ فَتَرَى مَكَّةَ تَسْمُرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنَّا
 بَيْنَ قُرَيْشٍ فَتَقَبَّلَتْ الْأَنْصَارُ قَالَ الْمَسِي ﷺ أَمَا تَرَوْنَ أَن يَبْدُؤُا النَّاسَ
 بِاللَّيْثِ وَأَنْتَ هَبُونَ رَسُولَ اللَّهِ تَأْوِلُوا إِلَيَّ قَالَ لَوْ لَسَفَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شَجْبًا لَسَكَلْتُ
 وَادِي الْأَنْصَارِ أَوْ شَجْبِمْز-

৩৯৮৯. আনাস থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের দিন যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) মালে গণী-
 মাত কুরাইশদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন তখন আনসাররা ক্ষুব্ধ হলো। নবী (সঃ) (আন-
 সারদেরকে) বললেন : তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা দুনিয়া (পার্থিব ধন-সম্পদ)
 নিয়ে চলে যাবে আর তোমরা আল্লাহর রসূলকে নিয়ে যাবে? তারা বললো : আমরা অবশ্যই

সমতুষ্ট। এ কথায় তিনি বললেন: যদি লোকেরা কোনো উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়ে চলে তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়ে চলবো।

৩৭৭- عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ اتَّقَى حَوَازِنَ وَدَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ مَشْرَةً

الْأَيْفَ وَالْمَلَقَاءَ نَادَى بَرْدًا قَالَ يَا مُعْتَصِرُ الْأَنْصَارِ تَالُوا لِيْبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعَدَيْكَ

لِيْبَيْكَ وَنَحْنُ بَيْنَ يَدَيْكَ نَنْزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَانْتَمِرْ

الْمَشْرِ كُفُونًا عَلَى الْمَلَقَاءِ وَالْمَهَاجِرِينَ وَكَلِمَةُ الْأَنْصَارِ نِيَابًا فَقَالُوا نَدَا عَاهِرٌ

نَادَى حَلْمُوفِي تَبَّةً فَقَالَ أَمَا تَرْمُونَ أَنِّي يَدُ حَبِّ النَّاسِ بِالْقَائِ وَالْبَعِيرِ وَتَذَجُرُونِ

بِرَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَّحَتِ الْأَنْصَارُ بِشَيْبَا

لَتُحْتَرَّتْ بِشَعْبِ الْأَنْصَارِ .

৩৯৯০. আনাস থেকে বর্ণিত। ১২৭ তিনি বলেন: হুনায়েনের দিন ১২৮ হাওয়ানে গোত্রের সাথে মোকাবিলা হলো। এ সময় নবী (স:) এর সাথে ছিলো দশ হাজার (মুহাজির ও আনসার) এবং মক্কার নও মুসলিমগণ। তারা (যুদ্ধক্ষেত্রে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। তিনি বললেন: হে, আনসারগণ! তারা জবাব দিল: হে আল্লাহর রসূল! আমরা হাযির আছি, আপনাকে সাহায্য করার জন্য আমরা প্রস্তুত এবং আমরা আপনার সামনেই আছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেমে পড়লেন। তিনি বললেন: আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। কাজেই মূশরিকরা পরাজিত হলো, তিনি মক্কার নও মুসলিম ও মুহাজিরদেরকে (মালে গণীমাত) ভাগ করে দিলেন এবং আনসারদেরকে কিছুই দিলেন না। আনসাররা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলো। এতে তিনি তাদেরকে ডেকে একটি ঘিমার মধ্যে বসালেন এবং বললেন: তোমরা কি এতে রাজী নও যে, লোকেরা বক্রী ও উট নিয়ে যাবে আর তোমরা নিয়ে যাবে আল্লাহর রসূলকে? তারপর নবী (স:) বললেন: যদি সব লোক একটি উপত্যকায় চলে এবং আনসাররা চলে একটি গিরিপথে তাহলে আনসারদের সাথে গিরিপথ দিয়ে চলবো।

৩৭৭- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ نِشَابِينَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنِّي

كُرَيْشِيَّاحِدِيْكَ عَمْدٌ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٌ وَإِنِّي أُرَدُّتُ أَن أَجِيْرَهُمْ

وَإِنَّا لَقَوْمٌ أَمَا تَرْمُونَ أَنِّي يَدُ النَّاسِ بِاللَّيْنِ وَتُرْجَعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ

إِلَى يَوْمٍ تَكْفُرُ قَالُوا بَلَى قَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَّحَتِ الْأَنْصَارُ بِشَيْبَا لَسَلَّكْتَ

وَادِي الْأَنْصَارِ أَوْ شَعْبِ الْأَنْصَارِ .

১২৭. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে একাধিকবার প্রায় একই ধরনের হাদীস বর্ণিত হলেও হাদীসগুলোর রাবী ও বর্ণনা পদ্ধতির বিভিন্নতা এগুলোকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

১২৮. হুনায়েনের যুদ্ধ হয় মক্কা বিজয়ের পর পরই হিজরী অষ্টম মাসে।

৩১১১. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) আনসারের লোকদেরকে একত্রিত করে বললেন, কুরাইশরা নওমুসলিম এবং তারা তাজা মুসিবতও বরদাশত করেছে। আমি তাদের চিন্তা জয় করতে মনস্থ করছি। তোমরা কি এতে রাজী নও যে, লোকেরা দুনিয়া হাসিল করে নিলে বাবে আর তোমরা আল্লাহর রসূলকে নিলে ঘরে ফিরবে? আনসাররা বললো : অবশ্যি, আমরা রাজী আছি। তিনি বললেন : যদি সব লোক একটি উপত্যকা দিয়ে চলে আর আনসাররা চলে একটি গিরিপথ দিয়ে তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকা অথবা আনসারদের গিরিপথ দিয়ে চলবো।

۳۹۹۲ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا قَسَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَسْمَةَ حُنَيْنٍ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَا رَأَيْتُهَا وَجْهَ اللَّهِ فَأَيُّكَ النَّبِيُّ ﷺ نَاخِبَتْهُ فَتَفَكَّرَ وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مَوْسَى قَدْ أَوْذَى بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبِرَ.

৩১১২. আবদুল্লাহ ১২১ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন নবী (সঃ) হুনায়েনের মালা গণীমাত বণ্টন করে দিলেন তখন জনৈক আনসার বললেন, এ বণ্টনের ব্যাপারে তিনি (রসূল) আল্লাহর হুকুমকে সামনে রাখেননি। (আবদুল্লাহ বলেনঃ) আমি নবী (সঃ)-এর কাছে এসে এ কথাটি জানিয়ে দিলাম। তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তারপর তিনি বললেন : আল্লাহ হযরত মুসার ওপর রহমত বর্ষণ করুন, তাঁকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি সবর করোছিলেন।

۳۹۹۳ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ انْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ نَائِسًا أَطْلَى الْأَثَرِ وَمَاتَتْ مِنَ الْإِبِلِ وَأَعْطَى عِيْنَةً مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى نَائِسًا نَقَالَ رَجُلًا مَّا أَرَيْتُ بِمَدَى الْقِسْمَةِ وَجْهَ اللَّهِ فَقُلْتُ لَدَخِبَرَتِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَوْسَى قَدْ أَوْذَى بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبِرَ.

৩১১৩. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হুনায়েনের দিন নবী (সঃ) কোনো কোনো লোককে বেশী দেন। তিনি আকরা ও উরাইনাকে একশো করে উট দেন। আর অন্য লোকদেরকেও (কুরাইশী) এভাবে দেন। এতে এক ব্যক্তি বলে : এ বণ্টন বাস্তবায় আল্লাহর হুকুমের পয়োরা করা হয়নি। আমি বললাম : এ কথাটি আমি অবশ্যি নবী (সঃ)-কে বলবো। (আমার কাছ থেকে এ কথা শুনেন) নবী (সঃ) বলেন : আল্লাহ মুসার ওপর রহম করুন। তাঁকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছিল। তবে তিনি সবর করো-ছিলেন।

۳۹۹۴ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَقْبَلْتُ مَوَارِثَ وَجْهَتَابِ وَأَقِيمِمْ بِنَجْمِهِمْ وَذَلَّارِ يَهْمِرُ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَسْرَةً الْأَيْدِ مِنَ الطَّلَاقِ فَأَذْبَرُوا هُنْتُ حَتَّى نَبَى وَحْدَهُ فَأَذَى يَوْمَئِذٍ نَبَى لَمْ يَخْلُطْ بَيْنَهُمَا انْتَمَتْ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَا لَوْ أَبَيْتُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَيْتُمْ مَعَكُمْ ثُمَّ انْتَمَتْ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ

يَا مُعْتَصِرِ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتُرْتُ مَعَكَ وَهُوَ كَمَا بَقِلْتُ بَيْنَمَا وَكَذَلِكَ
 قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ مَا نَهَمَّ الْمُشْرِكُونَ دَا صَابَ يَوْمَئِذٍ غَنَائِمٌ كَثِيرَةٌ
 فَتَسَرَّعِي السَّامِجِرِينَ وَالْمُكَلَّفَاءَ وَكُلَّ رَيْفِ الْأَنْصَارِ قِينًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا كَانَتْ
 شِدَادُ يَدَيْهِ فَتَنَعْنَا سُدَّ حَى وَيُعْطِي الْغَنِيمَةَ غَيْرَنَا بَلَّغْنَا ذَلِكَ فَجَمَعَهُمْ فِي قَبِيلَةٍ
 فَقَالَ يَا مُعْتَصِرِ الْأَنْصَارِ مَا حَدِيثٌ بَلَغْتَنِي فَمَكَتُوا فَقَالَ يَا مُعْتَصِرِ الْأَنْصَارِ الْأَتْرَامُونَ
 أَنْ يَدَّ صَبَّ النَّاسِ وَاللَّهِ يَأْتِي دَعْدُ هُبُونٌ بِرَسُولِ اللَّهِ تَحْوِزُونَ إِلَى بِيوتِكُمْ فَأَلَا
 بَلَى فَقَالَ السَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْ سَلَّكَ النَّاسُ وَادِيًا سَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شَجَالًا خَذَّتْ
 شُعْبُ الْأَنْصَارِ تَمَالَ هِشَامٌ قُلْتُ يَا أَبَا حَمْرَةَ وَأَنْتَ نَاهِدٌ ذَلِكَ قَالَ وَابْنُ أَبِي عَيْبٍ
 عَشْرَةٌ .

০৯১৪. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হুনায়েনের দিন হাওয়ারায়েন ও গাত্‌ফান গোত্র এবং অন্যেরা নিজেদের শিশুসন্তানদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসে। আর নবী (সঃ)-এর সঙ্গে আসেন দশ হাজার (৩ কিছ্বঃসংখ্যক) নওমুসলিম। ১৩০০ এরা পৃষ্ঠদর্শন করে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তিনি একাকী রয়ে গেলেন। সৈদিন তিনি সুস্পষ্ট দৃষ্টির ডাক দেন। তিনি ডান দিকে ফিরে বলেন : হে আনসারগণ! জ্বাবে তারা বলেন : হে আল্লাহর রসূল! আমরা হাযির আছি, আপনি চিন্তা করবেন না, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। তারপর বামদিকে ফিরে বলেন : হে আনসারগণ! জ্বাবে তারা বলেন : হে আল্লাহর রসূল! আমরা হাযির আছি, আপনি চিন্তা করবেন না, আমরা আপনার পাশে আছি। সৈদিন তিনি একটি সাদা খচ্চরের পিঠে সওয়ার ছিলেন। তিনি (খচ্চরের পিঠ থেকে) নীচে নেমে পড়েন তারপর বলেন : আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। কাজেই মর্শারিকরা পরাজিত হয়। সৈদিন বিপুল পরিমাণ মাল গণীমাত পাওয়া যায়। তিনি সেগুলো মূহাজির ও নওমুসলিমদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করেন এবং আনসারদের কিছ্বই দেন না। আনসাররা বলেন, কঠিন সময়ে আমাদেরকে ডাক হয় আর গণীমাতের মাল পায় অন্যেরা। এ কথা তাঁর [নবী (সঃ)] কানে পৌঁছে যায়। তিনি তাদেরকে ডাকেন একটি খিমার মধ্যে। তিনি বলেন : হে আনসারগণ! তোমাদের পক্ষ থেকে আমি এ কি কথা শুনলাম! তারা সবাই চুপ করে থাকেন। তিনি (আবার) বলেন : হে আনসারগণ! তোমরা কি এটা পসন্দ করবে না যে, লোকেরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ নিয়ে চলে যাবে আর তোমরা আল্লাহর রসূলকে নিয়ে তোমাদের ঘরে ফিরবে? তারা জ্বাবে বলেন : অবশ্য আমরা এটা পসন্দ করবো। তারপর তিনি বলেন : যদি লোকেরা একটি উপত্যকায় চলে আর আনসাররা চলে একটি গিরিপথ দিয়ে, তাহলে আমি আনসারদের গিরিপথ দিয়েই চলবো। (বর্ণনাকারী) হিশাম সাহাবী হযরত আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আবু হামযাহ! আপনি কি এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী? (হযরত আনাস) জবাব দেন : আমি তাঁর কাছ থেকে আলাদা হতামইবা কখন (যে আমি সেখানে থাকবো না)।

১৩০. হালীসের মূল লিপিতে আছে 'দশ হাজার নওমুসলিম।' কিন্তু অন্য লিপিতে আছে 'দশ হাজার ও নওমুসলিম' (عشرة الألف و من الطلقاء)। অর্থাৎ দশ হাজার মূহাজির ও আনসার এবং কিছ্বঃসংখ্যক নওমুসলিম। এ বাক্যটিই বদ্বার্থ বলে মনে হয়। কারণ, মক্কা বিজয়ের পর পরই মক্কার নওমুসলিমদের সংখ্যা দশ হাজার তৌ ছিল না বরং এর দশ ভাগের এক ভাগ ছিল বলে অনুমান করা

অনুচ্ছেদ : নজ্দের দিকে সেনাবাহিনীর অভিযান।

৩৭৭৫ عَنْ ابْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً قَبْلَ نَجْدٍ فَكَانَتْ نَيْمًا
فَلَفَّتْ مِنْهَا نَائِمًا إِشْتِي مَشْرَبِيًّا وَنَقَلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا فَرَجَعْنَا بِثَلَاثَةِ
عَشْرٍ جَيْمًا

৩৯৯৫. ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) নজ্দের দিকে যে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন আমি তার অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। (মালে গণ্যমাত বণ্টনের সময়) আমাদের প্রত্যেকের ভাগে বারটি করে উট পড়ে। আবার একটি করে উট আমরা বেশী করে পাই। কাজেই তেরটি করে উট নিয়ে আমরা ফিরে আসি।

অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ) হযরত খালেদ ইবনে অলীদকে বনী জাযীমার দিকে পাঠান।

৩৭৭৬ - مَثَّ سَالِرٌ مِنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي
حُدَيْمَةَ فَدَعَا صَوْرًا إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُجِئُوهُ أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَعَلُوا
يَقُولُونَ صَبَأًا صَبَأًا فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ ذِي أَسِيرٍ وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِثْلَ أُسَيْرَةٍ
حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدًا أَنْ يَقْتُلَ كُلَّ رَجُلٍ مِثْلَ أُسَيْرَةٍ فَتَقَلَّتْ وَاللَّهِ لَا
أَمْتَدَّ أُسَيْرِي وَلَا يَقْتُلُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِي أُسَيْرَةٍ حَتَّى تَبْدَأَنَا عَلَى
النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْنَا لَهُ لَهْ فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ
إِلَيْكَ بِمَا مَنَعَ خَالِدًا مَرَّتَيْنِ -

৩৯৯৬. সালাম ১০১ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সালামের পিতা) বলেন : নবী (সঃ) খালেদ ইবনে অলীদকে বনী জাযীমার বিরুদ্ধে এক অভিযানে পাঠালেন। খালেদ তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা এ দাওয়াত গ্রহণ করে নিলো; কিন্তু নিজেদের মুখে) আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এ কথা বলা তারা ভালো মনে করলো না বরং তারা বলতে থাকলো : 'আমরা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করেছি', 'আমরা নিজেদের ধর্ম-ত্যাগ করেছি।' কিন্তু খালেদ তাদেরকে কতল ও বন্দী করতে থাকলেন। আর বন্দীদেরকে আমাদের প্রত্যেকের হাতে সোপর্দ করতে থাকলেন। একদিন খালেদ আমাদের প্রত্যেককে নিজেদের বন্দীদেরকে হত্যা করার হুকুম দিলেন। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি নিজের বন্দীকে হত্যা করবো না এবং আমার সাথীদের কেউও তার বন্দীকে হত্যা করবে না। অবশেষে আমরা নবী (সঃ)-এর খেদমতে হাযির হলাম। তাঁর কাছে আমরা এ ঘটনা

হয়। তাই হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ও কিরঘানী প্রভৃতি হাদীসবিদের মতে এখানে ওয়াও (و) উহ্য হয়ে গেছে।

১০১. সালাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-এর পুত্র।

বিবৃত করলাম। নবী (সঃ) তাঁর হাত উঠালেন এবং বললেন : হে আল্লাহ! খালেদ যা করেছে তার দায় থেকে আমি মুক্ত। এ কথা তিনি দু'বার বলেন।

অনুচ্ছেদ : আবদুল্লাহ ইবনে জুযায়ফাহ সাহামী ও আলকামা ইবনে মূজায্বিয আল মূদাললিযির সেনাদল এবং একে আনসার সেনাদলও বলা হয়।

৩৭৭৮- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً فَاسْتَحْمَلَتْ جِدَارَ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمْرَهُمْ أَنْ تَطِيعُوهُ فَغَفِيبٌ قَالَ أَيْسَرُ أَمْرِكُمْ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَطِيعُونِي قَالُوا بَلَى قَالَ فَاجْمَعُوا لِي حَطْبًا فُجِّمَعُوا فَقَالَ أَوْ تَدُونَ نَارًا فَأَوْ قَدِ وَهَا فَقَالَ إِذْ حَلَوْ هَا فَمَثُوا وَاجْعَلْ بَعْمُومِمْكَ بَعْضًا ذِيْفُؤُونَ فَرَدْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ النَّارَ نَمَا زَالُوا حَتَّى جَمَدَتِ النَّارُ فَسَكَنَ غَضْبَهُ فَبَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوا لَوْ دَخَلُوا هَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْفَيْتَامَةِ الطَّاعَةَ فِي الْمَعْرُوثِ .

৩১১৭. আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) একটি সেনাবাহিনী পাঠালেন। জনৈক আনসারকে তার আমীর (সেনাপতি) নিযুক্ত করলেন এবং সেনাদলের সবাইকে তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন। (কোনো কারণে) আমীর ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি বললেন, নবী (সঃ) কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার হুকুম দেননি? জবাবে তারা বললো। অবশ্য দিলেছেন। আমীর বললেন, তাহলে তোমরা আমার জন্য কিছু কাঠ সংগ্রহ করো। তারা কাঠ সংগ্রহ করলো। তিনি বললেন, এবার কাঠে আগুন লাগাও। তারা কাঠে আগুন লাগালো। তখন তিনি বললেন, তোমরা আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ো। লোকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ার সংকল্প করলো। কিন্তু তারা আবার পরস্পরকে বাধা দিতে লাগলো এবং বলতে লাগলো : আমরা তো জাহান্নামের আগুন থেকে পালিয়ে নবী (সঃ)-এর আশ্রয় নিয়েছিলাম। এভাবে তারা ইতস্তত করতে করতে একসময় আগুন নিভে গেলো। আর (ওদিকে) আমীরের রাগও পড়ে গেলো। নবী (সঃ)-এর কাছে যখন এ খবর পৌঁছলো, তিনি বললেন : যদি তারা ঐ আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তো তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত আর তার মধ্য থেকে বের হতো না। আনুগত্য কেবলমাত্র মারুফের (সৎকাজের) ক্ষেত্রেই হতে হবে।

অনুচ্ছেদ : বিদায় হজ্জের পূর্বে হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) ও হযরত মূআয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে ইরামনে প্রেরণ।

৩৭৭৯- عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ بَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَخْلُوفٍ قَالَ وَالْيَمَنُ بِمِثْلِكَ فَإِنْ تَمَّرَ قَالَ يَسْرًا وَلَا تَعْسِرًا وَبَشْرًا وَلَا تَنْفِرًا فَإِنْ تَلَّكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى هَيْبِهِ قَالَ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا سَارَ فِي أَرْضِهِ كَانَ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَخَذَتْ يَدَهُ عَمْدًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ نَارًا مُعَادًا فِي أَرْضِهِ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَيْ مَدْنَى فَبَاءَ يَسِيرًا عَلَى

بُعِثَتْ حَتَّىٰ انْتَهَى إِلَيْهِ وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ وَقَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ وَإِذَا رَجُلٌ عَسَدًا
 قَدْ جَمِعَتْ يَدَاكَ إِلَىٰ عُنُقِهِ فَقَالَ لَهُ مَعَاذَ يَٰعَبْدَ اللَّهِ بَيْنَ قَيْسٍ أَيْمَهُ هَذَا قَالَ
 هَذَا رَجُلٌ كَفَرٌ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَالَ لَا أُتْرَلُ حَتَّىٰ يَقْتَدَ قَالَ إِنَّمَا جِئْتُ بِهِ لِنِ بِلَدٍ
 فَأُتْرَلُ قَالَ مَا أُتْرَلُ حَتَّىٰ يَقْتَدَ نَأْمَرُ بِهِ فَقَتِلَ شَرًّا نَزَلَ فَقَالَ يَٰعَبْدَ اللَّهِ كَيْفَ
 تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ أَتَقْرَأُهُ تَقْرَأُ قَالَ فَكَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتَ يَٰمَعَاذَ قَالَ إِنَّمَا أَدْوَلُ
 اللَّيْلَ نَأْمُرُ قَوْمًا وَقَدْ كُفَيْتَ جَزْفِي مِنَ التَّمْرِ فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي فَأَخْبَيْتَ
 نَوْمِي كَمَا أَخْبَيْتَ قَوْمِي.

৩১১৮. আব্দু বরদাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) আব্দু মূসা ও মূ'আয ইবনে জাবালকে ইয়ামনের দিকে পাঠালেন। তিনি তাঁদের প্রত্যেককে পাঠালেন পৃথক পৃথক প্রদেশে। ইয়ামনে ছিল দু'টি প্রদেশ। তারপর তিনি বললেন : তোমরা দু'জন কোমল ব্যবহার করো, কঠোর ব্যবহার করো না, মানুষকে সুস্থী করো, অসুস্থী করো না। তাঁরা প্রত্যেকে নিজের শাসন এলাকায় চলে গেলেন। আব্দু বরদাহ বলেন : তাঁদের প্রত্যেকে যখন নিজের হুকুমাতের সীমানায় সফর করতেন, আর তা হতো তাঁর অন্য সাথীর কাছাকাছি, তখন তাঁরা সাক্ষাত করে সালাম বিনিময় করতেন। মূ'আয একবার আব্দু মূসার এলাকার সীমান্তের কাছাকাছি নিজের সীমান্তে খচ্চরের গিঠে চড়ে সফর করতে করতে আব্দু মূসার নিকট এসে গেলেন। আব্দু মূসা তখন বসেছিলেন। তাঁর চারপাশে ছিল লোকদের জমায়েত। আর তাঁর কাছে একজন লোককে গলার সাথে হাত বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছিল। মূ'আয তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : হে আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস (অর্থাৎ আব্দু মূসা)! এ লোকটি কে? তিনি জবাবে বললেন : লোকটি ইসলাম গ্রহণ করার পর মূ'রতাদ হয়ে গেছে। মূ'আয বললেন : একে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি সওয়ারী থেকে নামবো না। আব্দু মূসা বললেন : একে হত্যা করার জন্যই আনা হয়েছে। কাজেই আপনি নেমে আসেন। তিনি বললেন : না, একে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি নামবো না। কাজেই আব্দু মূসার হুকুমে তাকে হত্যা করা হলো। এরপর তিনি নামলেন খচ্চরের পিঠ থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : হে আব্দুল্লাহ (আব্দু মূসা)! আপনি কুরআন কিভাবে পড়েন? জবাবে আব্দু মূসা বললেন, আমি ধেমে ধেমে কুরআন পড়ি। আব্দু মূসা জিজ্ঞেস করলেন, হে মূ'আয! তুমি কেমন করে পড়ো? মূ'আয বললেন : আমি রাতের প্রথম দিকে শূয়ে পড়ি, তারপর এক ঘন্টা দিয়ে উঠে পড়ি এবং আল্লাহ আমার জন্য বড়টা মনজুর করেন পড়ে ফেলি। আমি নিজের ঘন্টকেও ইবাদতের সমান সওয়ারী মনে করি।

৩৭৭৭ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ عَمَّا
 أَشْرَبِيَّةً تَمَّتُمْ بِمَا تَقَالُ وَمَا حَىٰ قَالَ الْبَشَعُ وَالْمِرْرُ فَقُلْتُ لِأَبِي بَرْدَةَ مَا أَيْتِمُّ قَالَ يَبِيدُ
 الْفَيْسُ وَالْيَسْدُ وَيَبِيدُ الشَّعْبِيُّ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِبٍ حَرَامٌ زِدْهُ جَوْرِيٌّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ
 مِنَ الْيَتْبَانِي عَمَّا أَبِي بَرْدَةَ.

৩৯৯. আব্দু মূসা আশ'আরী থেকে বর্ণিত। নবী (স:) তাঁকে ইয়াসমিনের দিকে পাঠালেন। আব্দু মূসা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়াসমিনে তৈরী শরাবগুলো সম্পর্কে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলো কি কি? আব্দু মূসা বললেন, সেগুলো হচ্ছে 'বিতউ' ও 'মিমরু'।

বর্ণনাকারী সাঈদ বলেন : আমি আব্দু বুরদাহকে জিজ্ঞেস করলাম 'বিতউ' কি? জবাবে তিনি বললেন : মধুর গাছানো রস হচ্ছে বিতউ আর 'মিমরু' হচ্ছে জোয়ারের গাছানো গানি।

জবাবে তিনি বলেন : প্রত্যেক নেশা উপাদানকারী বস্তুই হারাম। এ হাদীসটি বর্ণনা করেন আরাবী ও আবদুল ওয়াহেদ শাইবানী থেকে এবং তিনি বর্ণনা করেন আব্দু বুরদাহ থেকে। ১০২

...م- عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ جَدَّهُ أَبَا مُوسَى وَمَعَادًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَتَرَاوُ لَا تَقْتِرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تَتَغَمَّرُوا وَكُنُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا بِهَا شُرَابٌ مِنَ الشَّجَرِ الْمُرْدُ وَشُرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ الْبَيْعُ فَقَالَ كُلُّ مُشْرِكٍ حَرَامٌ نَأْتِلُنَا فَقَالَ مَا ذَلِكَ يَا مَوْسَى كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ تَأْتِلُنَا وَتَاهِدُنَا وَهَلَّا رَاجِلِي وَانْقَرَتْ تَقْرُوتَا قَالَ أَمَا أَنَا فَأَنَا مُدْرِكُ قَوْمٍ فَأَحْسِبُ قَوْمِي كَمَا أَحْسِبُ قَوْمِي وَمَنْ رَبُّ فَسَطَا فَجَعَلَهُ يَتَرًا وَرَاحِلًا فَزَارَ مَعَادًا أَبَا مُوسَى فَإِذَا رَجُلًا مُؤْتِنٌ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى يُعْزِدُنِي أَشْرَكَتُمْ أُرْسِدُ فَقَالَ مَعَادٌ لَا مَشْرُوبَتٍ مَعَكُمْ تَابَعَهُ الْعَقُوبِيُّ وَوَضَعَهُ مَتَّ شَعْبَةَ وَقَالَ وَكَحِيمٌ وَالتَّغْمَرُ وَالْبُؤُودُ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ -

৪০০. সাঈদ ইবনে আব্দু বুরদাহ থেকে বর্ণিত। আব্দু বুরদাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন : নবী (স:) তার দাদা আব্দু মূসা ও মূ'আযকে ইয়াসমিনের দিকে পাঠালেন। তিনি তাদের দু'জনকে উপদেশ দিয়ে বললেন : তোমরা লোকদের প্রতি সদয় হয়ো, কঠোর হয়ো না। লোকদেরকে সুখী করো, অসুখী করো না। আর তোমরা দু'জন একমত থেকে। আব্দু মূসা বললেন : হে আল্লাহর নবী! আমাদের দেশে (অর্থাৎ আমরা যে দেশে যাচ্ছি) যবের শরাব মিমরু আর মধুর শরাব বিতউ-এর প্রচলন রয়েছে (এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?) তিনি বললেন : নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেকটি জিনিসই হারাম। অতঃপর তাঁরা দু'জন চলে গেলেন। (এরপর একসময়) মূ'আয আব্দু মূসাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন করে কুরআন পড়ো? তিনি জবাবে বললেন, দাঁড়িয়ে, বসে ও আমার সওয়ারীর পিঠে সওয়ার থাকা অবস্থায় খেমে খেমে পড়ি। মূ'আয বললেন, আর আমি! আমি তো শূন্যে ঘুমিয়ে পড়ি, তারপর উঠি। আমি তো আমার ঘুমের মধ্যেও ঐ সওয়ার আছে বলে মনে করি, যা ইবাদতের মধ্যে আছে। তারপর আব্দু মূসা একটি তাঁবু খাটালেন। তাদের দু'জনের মদ্যাকাত হতে থাকলো। (একদিন) মূ'আয আব্দু মূসার কাছে আসলেন। (তিনি

দেখলেন) এক ব্যক্তি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? আব্দু মনসা জবাব দিলেন, লোকটি ইয়াহুদী ছিল ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে গেছে। মনসা বললেন, আমি একে হত্যা করবো।

শুবার কাছ থেকে আকদী ও অহাব এই একই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর অকী, নাযার ও আব্দু দাউদ শুবার মাধ্যমে সাঈদ থেকে, সাঈদ তার পিতা থেকে এবং সাঈদের পিতা তার পিতা থেকে এবং তিনি নবী (সঃ) থেকে এ হাদীসটি রেওয়াজেত করেছেন। জারীর ইবনে আবদুল হামীদ শাইবানী থেকে এবং তিনি আব্দু বদরদাহ থেকে রেওয়াজেত করেছেন।

৪০০১ - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْجَعِيِّ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَرْضِ تَوْمِي فَمُنْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْبَغْمٍ بِالْأَبْطَحِ فَقَالَ أَحْبَبْتِ يَا عُبْدُ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ثَلَاثَ نَعَسٍ -
يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأَلَّ كَيْفَ ثَلَاثُ قَالَ قُلْتُ بَيْنَكَ إِسْلَامًا وَإِسْلَامِيكَ قَالَ فَمَلَّ مَقْتًا مَعَكَ
هَذَا يَا ثَلَاثُ لَسْرَأْسِي قَالَ نَطَعْتُ بِالْبَيْتِ وَأَسْعُ بَيْنَ الصَّفَادِ الْمُرَادِ فِي شَرْحِهَا فَفَعَلْتُ
حَتَّى مَشَطْتُ لِي إِمْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ وَكَرِهْنَا هَذَا إِلَيْكَ حَتَّى اسْتَخْلَفَ عُمَرُ

৪০০১. আব্দু মনসা আশ-আরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে আমার জাতির দেশে (গবর্ণর পদে নিযুক্ত করে) পাঠালেন। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলাম। তখন তিনি আবতাহ নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়স, তুমি কি এহরাম বেঁধেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে বলেছিলে? আমি বললাম, আমি বলেছিলাম : হে আল্লাহ! আমি হাযির হয়ে গেছি এবং আপনার মতো এহরাম বেঁধেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি নিজের সাথে কোরবানীর জানোয়ার এনেছো? আমি জবাব দিলাম, না। তিনি বললেন, বায়তুল্লাহর তওয়াফ করো এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ (দৌড়) করে এহরাম খুলে ফেলো। আমি তেমনিটি করলাম। এমনকি বন্দু কায়সের জনৈক মহিলা আমার চুল আঁচড়েও দিলো। আর আমরা হযরত উমরের খিলাফত আমল পর্যন্ত এমনিটিই করতে থাকলাম।

৪০০২ - عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ
إِلَى الْيَمَنِ. إِنَّكَ سَأَلْتَنِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَأَدَّجْتَهُمْ فَأَدَّجْتَهُمْ
إِلَى أَنْ يَشْعُرُوا أَنَّهُمْ لَدَى اللَّهِ وَإِلَّا اللَّهُ ذَاتُ مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ هُوَ أَطَاعُواكَ
بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ حُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَبَيْتَةَ فَإِنَّ هُمْ
أَطَاعُواكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ مَدَنَةً تَوْحَدًا مِنْ
أَعْيَابِهِمْ فَتَرَدَّ عَلَى أَعْيَابِهِمْ وَأَطَاعُواكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ ذَكَرْنَا مِنْ أَعْيَابِهِمْ
وَأَنَّ دَعْوَةَ الْمُتَكَلِّمِ قَائِلُهُ لَيْسَ بِيَهُ دَيْبِي اللَّهُ جَعَلَتْ -

৪০০২. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মদ্ব আয ইবনে জাবালকে ইয়ামনে (গবর্গর নিযুক্ত করে) পাঠাবার সময় বলেন : তুমি শীগগির আহলে কিতাবদের মধ্যে যাবে। যখন তুমি তাদের কাছে যাবে, তাদেরকে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মদ্বাহম্মদ আল্লাহর রসূল—এ কথার সাক্ষ্য দেবার জন্য আহ্বান জানাবে। যদি তারা তোমার ঐ দাওয়াত গ্রহণ করে তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তোমাদের ওপর দিনে ও রাত্তে পাঁচবার নামায ফরয করে দিয়েছেন। যদি তারা এটাও মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তোমাদের ওপর শাকাত ফরয করে দিয়েছেন, যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে তাদের গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে। তারা যদি এটাও মেনে নেয় তাহলে তাদের সর্বোত্তম সম্পদ (যাকাত হিসেবে) গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। আর মজলুমের বদদোআকে ভয় করো। কারণ তার বদদোআ ও আল্লাহর মাঝখানে কোনো অন্তরাল থাকে না।

৪০০৩. عَنْ هُرَيْرِ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ مَعَاذَ لَمَّا تَسَدَّمَ الْيَمَنَ صَلَّى بِمِثْرِ الصَّبْرِ فُكِّرَ أَيَّ دَأْتَمَهُ اللَّهُ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لَقَدْ قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ حِينَ رَأَتْ مَعَاذَ عَنِ شُعَيْبَةَ عَنْ جَبِيْطٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ هُرَيْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَتْ مَعَاذُ إِلَى الْيَمَنِ فُكِّرَ مَعَاذُ فِي مَلَلَةِ الصَّبْرِ سُورَةَ النَّسَاءِ فَلَمَّا قَالَ دَأْتَمَهُ اللَّهُ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلًا قَالَ رَجُلٌ خَلْفَهُ قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ.

৪০০৩. আমার ইবনে মায়মুন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মদ্ব আয যখন ইয়ামনে আসেন, লোকদেরকে সকালের নামায পড়াতে গিয়ে তিনি 'ওয়াসুখাখাবল্লাহ ইবরাহীমা খালীলা' (আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্দু বানিয়ে নিলেন) আয়াতটি পড়লেন। স্থানীয় লোকদের একজন বললো, ইবরাহীমের মায়ের চোখ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মদ্ব আয ১৩৩ শব্দা থেকে, তিনি হাবীব থেকে, তিনি সাঈদ থেকে এবং সাঈদ আমার থেকে এতটুকু বর্ণিত বর্ণনা দিয়েছেন যে, নবী (সঃ) মদ্ব আযকে ইয়ামনের দিকে পাঠালেন। (সেখানে গিয়ে) মদ্ব আয সকালের নামাযে পড়লেন সূরাত্তে নিসা। যখন তিনি বললেন : ওয়াসুখাখাবল্লাহ ইবরাহীমা খালীলা, তখন পেছন থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠলেন : ইবরাহীমের মায়ের নিজের চোখ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

অনুচ্ছেদ : আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ) ও খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ)-এর বিদায় হজ্জের পূর্বে ইয়ামন গমন।

৪০০৪. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ تَرْتَبِعُ عَلِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ مَكَاتَهُ فَقَالَ مَرَّ بِمَنْزِلٍ خَالِدٍ مِّنْ شَأْنٍ مِّنْهُمْ أَن يَقْبَلُ مَعَكَ فَيُعَقِّبُ وَمَنْ شَاءَ فَيُقْبَلُ فَكُفِّتْ فِيهِمْ مَعْقِبٌ مَّعَهُ قَالَ فَكُنْتُ أَدْرِي دَوْرِي عَدُوًّا.

৪০০৪. আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারাতা (রাঃ)-কে বলতে শুনছি যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে খালেদ ইবনে অলীদদের সাথে ইয়ামনে পাঠালেন।

১০০. এই বর্ণনাকরী মদ্ব আয ইবনে জাবাল নন বরং তিনি হচ্ছেন পরবর্তীকালের আর একজন মদ্ব আয। তার পিতার নাম মদ্ব আয আল বসরী।

তারপর তাঁর জ্ঞানগায় আলীকে পাঠালেন এবং তাঁকে বলে দিলেন : খালেদের সাথীদেরকে বলে দেবে তোমার সাথে যারা (ইয়ামনের দিকে) যেতে চায় তারা যেতে পারে আর যারা (মদীনায়) চলে আসতে চায় তারা চলে আসতে পারে। (বারা'আ বলেনঃ) আমি তাঁর (আলী) সহগামীদের দলে থাকলাম। (ফলে) আমি বহু আওকীয়া ১০৪ গণীমাতের মাল লাভ করলাম।

৮০০৫. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا إِلَى خَالِدِ لَيْقِيصَ الْخَمْسَ وَكُنْتُ أَبْغِضُ عَلِيًّا وَقَدْ اغْتَلَّتْ لِي لِدِ الْأَثَرِ إِلَى هَذَا أَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ذُكِرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا بُرَيْدُ أَتَبْغِضُ عَلِيًّا فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا تَبْغِضْهُ فَإِنَّ لَهُ فِي الْخَمْسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

৪০০৫. আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা বুরাইদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : নবী (সঃ) আলীকে খৃম্‌স ১০৫ নেবার ১০৬ জনা খালেদের কাছে পাঠান। আমি আলীর বিরোধী ১০৭ হয়ে গেলাম। আর তিনি (রাতে) গোসলও করেছিলেন। ১০৮ আমি খালেদকে বললাম, তুমি কি ওকে দেখছে না? (এরপর) যখন আমরা নবী (সঃ)-এর কাছে ফিরে আসলাম, তাঁকে এ ব্যাপারে বললাম। তিনি বললেন : হে বুরাইদাহ! তুমি কি আলীর বিরোধিতা করছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : তার বিরোধিতা করো না। কারণ খৃম্‌স থেকে তার প্রাপ্য এর চাইতে আরো অনেক বেশী।

৮০০৬. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَعِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي تَالِبٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ بِنْدَ حَيْبَةِ فِي أَدْسِيرٍ مَشْرُوفٍ لَمْ يَخْضَلْ مِنْ تَرَابِهَا تَالَ وَقَسَمَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَهْرٍ بَيْنَ مَيْثَنَةَ بْنِ بَدْرِ وَآثِرَةَ بْنِ حَابِسٍ وَرَسِيْدَةَ الْيَنْبِلِ وَالرَّابِعَ إِمَّا عُلْقَمَةَ وَإِمَّا عَامِرَةَ الْتَفْقِيسِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنُ أَحَقُّ بِهَذَا مِنْ هَوْلَاءِ قَالَ بَلَى ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَلَا تَأْمَنُونَ فِي دَانَا أَيْمِينَ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِيَنِي حُبُّ السَّمَاءِ صَبَا حَا

১০৪. এক আওকীয়া প্রায় ৪০ দিরহামের সমান।

১০৫. খৃম্‌স হচ্ছে মদনে গণীমাতের এক-পঞ্চমাংশ। চার ভাগ সৈন্যদের প্রাপ্য এবং এক ভাগ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের। এ এক ভাগকে বলা হয় খৃম্‌স।

১০৬. ইসমাইলী আবা' রাওহ ইবনে ইব্রাহিম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (রাঃ)-কে খৃম্‌স বন্টন করার জন্য পাঠানো হয়েছিল।

১০৭. হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরোধী হয়ে পড়েছিলেন। কারণ হযরত আলী (রাঃ) খৃম্‌স থেকে একটি বাদী নিয়ে অন্য নিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন হযরত আলী (রাঃ) নিজের অংশ বেশী নিয়ে নিয়েছেন।

১০৮. রাতে গোসল করা থেকে বৃদ্ধা যার, হযরত আলী (রাঃ) যে বাদীটিকে নিজের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন, তার সাথে রাহিবাসও করেছিলেন। কাসতালানী লিখেছেন, তিনি একটি বাদীকে নিজের জন্য নির্বাচিত করে নিয়েছিলেন এবং রাহি শেবে দেখা গেলো তাঁর চুল থেকে পানি টপকে পড়ছে।

وَمَا قَالَ نَقَامَ رَجُلٌ غَارِبٌ الْعَيْنَيْنِ مُشْرَبٌ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِرٌ الْجُمَّةِ كَتَّ
 الْفَحِيحَةَ فَمَلَّوْا الرَّأْسَ مُشْرَبٌ إِذْ زَارَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ اللَّهُ قَالَ وَوَيْلَكَ أَوْلَسْتَ
 أَحَقُّ أَهْلَ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّبِعِيَ اللَّهُ تَائِبٌ ثُمَّ وَلى الرَّجُلَ قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ أَلَا أُخْرِبُ عَنْقَهُ قَالَ لَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونُ يَمْلِكُ فَقَالَ خَالِدٌ وَكَشْرَتَيْنِ مُصَلِّ
 يَقُولُ بِلسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي كَلْبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأُرَاؤُمْرَأَاتٍ أَنْتَقُبُ عَنْ
 مَلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَتَقُبُّ بِلُؤْمِهِمْ قَالَ ثُمَّ نَكَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقْبِي فَقَالَ إِنَّهُ يُخْرِجُ
 مِنْ مِصْفِي هَذَا تَرْمٌ يَتَلَوْنَ كِتَابَ اللَّهِ زُلْطًا لَا يُجَاوِزُ حَاجِرَ صَوْمِئِزَّةٍ
 مِنَ الدِّيَّانِ كَمَا يَمْرُقُ السَّمُرُ مِنَ الرَّمِيَّةِ وَأَطْلَسَهُ قَالَ لَيْتَ لَيْتَ أَدْرَكَتَهُمْ
 لَا قَتَلْتَهُمْ قَتَلَ تَمْرُودٌ

৪০০৬. আব্দু আবদুর রহমান ইবনে আব্দু নু আম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি
 আব্দু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আলী ইবনে আব্দু তালেব ইয়ামন থেকে
 রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্য রঙীন চামড়ার খেলের মধ্যে সামান্য সোনা পাঠিয়েছিলেন। তার
 মাটি (তখনো) তার থেকে আলাদা করা হয়নি। ১০১ তিনি চারজনের মধ্যে সোনাটি বন্টন
 করে দিলেন। এ চারজন হচ্ছেন : উরাইনা ইবনে বদর, আকরা ইবনে হাবেস, শারেকুল খাইল
 আর চতুর্থজন হচ্ছেন আল কামাহ বা আমের ইবনে তোফারেল। তাঁর সাহাবাদের মধ্য থেকে
 এক ব্যক্তি বললেন : এ লোকগুলোর চাইতে আমরা এর বেশী হকদার। কথাটি নবী (সঃ)-
 এর কানে পৌঁছলো। তিনি বললেন : তোমাদের কি আমার ওপর আস্থা নেই? অথচ
 আমি আসমানের বাসিন্দার আমানতদার। আমার কাছে দিন-রাত আকাশের খবর আসছে।
 এ সময় এক ব্যক্তি যার চোখ দুটি ছিল কোঠরাগত, চোয়ালের হাড় ঠেলে বের হয়ে পড়েছিল,
 কপাল ছিল উচু, দাঁড়ি ছিল ঘন, মাথা ছিল ন্যাড়া এবং তহবন্দ ছিল অনেক ওপরে ওঠানো—
 দাঁড়িয়ে বললো : হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহকে ভয় করুন। তিনি বললেন : তুমি
 ধ্বংস হয়ে যাও, সারা দুনিয়ার মধ্যে আমি কি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করার হকদার
 নই? তারপর লোকটি চলে গেলো। খালেদ ইবনে অলীদ আরজ করলেন : হে আল্লাহর
 রসূল! আমি কি তাকে হত্যা করবো না? তিনি জবাবে বললেন : না, হয়তো সে নামায
 পড়ে। ১৪০ খালেদ বললেন : এমন অনেক নামাযী আছে যারা মধ্যে এমন কথা বলে যা
 তাদের মনের মধ্যে নেই। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : আমাকে লোকদের দিল চিরে ফেলার
 ও তাদের পেট ফেড়ে ফেলার হুকুম দেয়া হয়নি। আব্দু সাঈদ খুদরী বলেন : তারপর
 তিনি সেই লোকটির দিকে চোখ তুলে দেখলেন। সে তখনো পিঠ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল।
 তিনি (তার দিকে দৃষ্টি রেখে) বললেন : ঐ ব্যক্তির বংশে এমন এক জাতির উদ্ভব হবে, যারা
 সন্মুখ ম্বরে আল্লাহর কিতাব পড়বে কিন্তু তা তাদের গলার নীচে নামবে না। ম্বান
 তাদের কাছ থেকে এমনভাবে ছিটকে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর লক্ষ্যবস্তু ছাড়িয়ে দূরে চলে
 যায়। আব্দু সাঈদ বলেন, আমার মনে পড়ছে তিনি এ কথাও বলেন : আমি যদি সেই
 জাতিতে পাই তাহলে সামুদ জাতির মতো তাদেরকে হত্যা করবো।

১০১. অর্থাৎ খনি থেকে বের করে তার মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন না করেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল।

১৪০. অর্থাৎ বহাতি ইসলামকে মেনে চলার কারণে তাকে হত্যা করা হবে না।

৪০০৫. عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ جَابِرٌ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا أَنْ يَتَّقِيَهُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ جَابِرٌ نَقَلَهُ عَلِيُّ بْنُ ابْنِ طَالِبٍ بِسَعْيَاتِهِ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَلِيُّ تَأْتِي بِمَا أَهْلَكَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ تَأْتِي تَأْتِي خَرَامًا كَمَا أَتَيْتَ قَالَ ذَا هَدَى لَهُ عَلِيُّ هَدَانًا.

৪০০৫. ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আতা এবং জাবের বলেছেন : নবী (সঃ) আলীকে হুকুম দিলেন এহরামের ওপর কায়েম থাকতে। মুহাম্মাদ ইবনে বিকর ইবনে জুরাইজ, আতা ও জাবের থেকে এতদ্রুপ বর্ণনা করেছেন যে, আলী তাঁর আদায়কৃত কর ১৪২ নিয়ে হাযির হয়েছিলেন। নবী (সঃ) তাঁকে বললেন : হে আলী! তুমি কোন এহরাম বেঁধেছো? জবাবে আলী বললেন : নবী (সঃ) যেমন এহরাম বেঁধেছেন তেমনি। তিনি বললেন : তুমি কোরবানীর পশু পাঠিয়ে দাও এবং এহরাম বাঁধা অবস্থায় অবস্থান করো যেমন এখন আছে।

বর্ণনাকারী বলেন, আলী তাঁর [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর] জন্য কোরবানীর পশু পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

৪০০৬. عَنْ بَكْرِ أَنَّهُ ذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْلَكَ بِعُمَرَةَ وَحَجَّةَ تَقَالَ أَهْلَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْحَجَّةِ وَأَهْلَنَا بِهِ مَعَهُ فَلَمَّا تَبَدُّمَا مَكَّةَ تَأْتِي مَنْ تَرِيكُنِي مَعَهُ هَدِيًّا فَيُجْعَلُهَا عُمَرَةَ وَكَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا نَقَدِمَ مَيْتَا حَلِي بْنِ ابْنِ طَالِبٍ مِنَ الْيَمَنِ مَا جَاءَنَا تَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَا أَهْلَكَ تَأْتِي مَعَنَا أَهْلَكَ تَأْتِي مَعَنَا هَدِيًّا.

৪০০৬. বাকার থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমর (রাঃ)-এর কাছে বলেন, আনাস (রাঃ) লোকদেরকে শুনিয়েছেন যে, নবী (সঃ) হজ্জ ও উমরাহের জন্য এহরাম বেঁধেছিলেন। তিনি বলেন, নবী (সঃ) হজ্জের এহরাম বেঁধেছিলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে হজ্জের এহরাম বেঁধেছিলাম। তারপর যখন আমরা মক্কায় আসলাম, তিনি বললেন, যারা নিজের সাথে কোরবানীর পশু আনেন তারা যেন এ এহরামকে উমরাহর এহরামে পরিণত করে (এবং এহরামের নিরস্ত করে নের)। আর নবী (সঃ)-এর সাথে কোরবানীর পশু ছিল। (ওদিকে) আলীও ইয়ামন থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে এসে গিয়েছিলেন। নবী (সঃ) তাঁকে বললেন : (হে আলী!) তুমি কোন এহরাম বেঁধেছো? কারণ আমাদের সাথে তোমার পরিবার আছে। তিনি জবাবে বললেন : আমি নবী (সঃ)-এর এহরাম বেঁধেছি। নবী (সঃ) বললেন : তাহলে তুমি এহরাম অবস্থায় থাকো। কারণ আমাদের সাথে কোরবানীর পশু আছে।

অনুচ্ছেদ : য়ুল খালাসার য়ুখ্ব ।

৪০০৭. عَنْ جِرْبْرِ قَالَ كَانَ بَيْتٌ فِي الْبَجَالِيَّةِ يُقَالُ لَهُ ذُو الْخَلْمَةِ وَالْكَعْبَةُ
 الْيَمَانِيَّةُ وَالْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ الْأَتْرِيحِيُّ مِنْ ذِي الْخَلْمَةِ
 تَفَقَّرْتُ فِي مَائَةٍ وَخَمْسِينَ رَاكِبًا مَلَسَرْنَا هُ وَتَمَلْنَا مِنْ وَجْدِنَا عِنْدَهُ فَأَتَيْتُ
 النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَمَا عَلَانَا وَلَا حُمُسٌ -

৪০০৯. জারীর (মঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জাহেলী য়ুগে একটি ঘর ছিল
 তাকে বলা হতো য়ুল খালাসা এবং ইয়ামনী কা'বা ও সিরীয় কা'বা। ১৪২ নবী (সঃ)
 আমাকে বললেন : তুমি কি আমাকে য়ুল খালাসা থেকে মর্দিত দেবে না? (এ কথা শুনে)
 আমি দেড়শো অম্বারোহী সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হলাম এবং সেটিকে (য়ুল খালাসা) ভেঙে
 গাড়িয়ে দিয়ে তার আশেপাশে বাদেদেরকে পেলাম হত্যা করলাম। তারপর নবী (সঃ)-এর
 কাছে এসে এ খবর দিলাম। তিনি আমাদের জন্য ও আহমাস (গোত্রের) জন্য দো'আ
 করলেন।

৪০১০. عَنْ تَيْسٍ قَالَ قَالَ لِي جِرْبَرٌ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ الْأَتْرِيحِيُّ مِنْ ذِي الْخَلْمَةِ
 وَكَانَ بَيْتًا فِي حُمْرِ يَسْعَى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَّةِ فَأَنْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةٍ فَايِسُ مِنْ
 أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْعَابَ خَيْلٍ وَكُنْتُ لَدَا أَثْبَعَا عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبْتُ فِي مَسْدِرِي حَتَّى رَأَيْتُ
 أُنْزَامِيهِمْ فِي مَسْدِرِي وَقَالَ أَقْمَسُو نَيْبَهُ دَا جَعَلَهُ جَارِيًا مَهْدِيًا فَأَنْطَلَقْتُ إِلَيْهَا
 فَكَسَيْتُ مَا دَحْرَتْهَا ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ جِرْبَرِ وَالَّذِي بَعَثَكَ
 بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تُرْكُمَا كَمَا جَعَلْتُمَا أَجْرَبُ قَالَ بَارَكَ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا
 حُمْسٌ مَرَّاتٍ -

৪০১০. কাসেস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জারীর আমাকে বলেছেন যে, নবী (সঃ)
 তাঁকে বলেন : তুমি কি আমাকে য়ুল খালাসা থেকে মর্দিত দেবে না? খাস'আম গোত্রের একটি
 ঘর ছিল, তাকে বলা হতো ইয়ামনী কা'বা। আমি আহমাস গোত্রের দেড়শো সওয়ার নিয়ে
 রওয়ানা দিলাম। তারা সবাই (অর্থাৎ আমার সাথীরা) ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। আর আমি
 ঘোড়ার পিঠে জয়ে বসতে পারছিলাম না। নবী (সঃ) আমার বৃকের ওপর হাত

১৪২. এটি ছিল একটি বসাইদের মতো। মনে হয় মক্কার বায়তুলশার মর্দাকিলার একটি ঘর তৈরী করা
 হয়েছিল। সেখানে আল্লাহর মর্দাকিলার দেবসেবীর পূজা হতো ইয়ামনী কা'বা বলার অর্থ হচ্ছে এটির
 অবস্থান ছিল ইয়ামনে তার সিরীয় কা'বা বলার অর্থ ছিল এর দরবা খুলতো সিরিয়ার দিকে। কবী
 ইয়াম বলেছেন, কোনো কবীর কা'বা ইয়ামনী ও কা'বা শামী এর মাঝখানে ও (و) নেই। এর অর্থ
 দাঁড় কখনো একে ইয়ামনী কা'বা আবার কখনো সিরীয় কা'বা বলা হতো।

মারলেন। এমন কি তাঁর আঙুলের নিশানাগুলো আমি নিজের বুকের ওপর দেখলাম। তিনি বললেন : হে আল্লাহ! তাকে (ঘোড়ার পিঠে) মজবুত করে বসিয়ে দাও এবং তাকে হেদায়াত দানকারী ও হেদায়াত লাভকারী বানিয়ে দাও। অতঃপর তিনি (জারীর) সেখানে গেলেন, তাকে ছেড়ে ফেললেন এবং লুহালিহে দিলেন। তারপর নবী (সঃ)-এর কাছে দত্ত পাঠালেন। জারীরের সেই দত্ত তাঁকে বললেন : সেই সস্তার কসম! যিনি আপনাকে হক সহকারে পাঠিয়েছেন, আমি যখন সেখান থেকে আপনার কাছে আসার জন্য রওয়ানা দিই তখন সেই ঘরটি পড়ে চর্মরোগগ্রস্ত উটের মতো কালো হয়ে গিয়েছিল। (এ কথা শুনে) তিনি আহমাসদের অশ্বারোহী ও পদাতিকদের জন্য পাঁচবার বরকতের দোআ করলেন।

۱۱-۳۰ - مَنْ جَرَّهٖ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخُلْمَةِ فَقُلْتُ بَلَى نَأْتَلُقْتُ فِي خَشِيئِنِ وَبَابِ فَارِسٍ أَحْمَسٍ ذَكَرُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ وَكُنْتُ لَا أَتْبِتُ عَلَى الْخَيْلِ نَدَّ كُنْتُ ذَلِكَ السَّبِيُّ ﷺ فَتَرَبَّيْتُ يَدَهُ عَلَى مَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَكْرَبِيهِ فِي مَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ بَيْتَهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا تَهْدِيًا تَأَانَ مَا وَقَعْتَ عَنْ فَرَسٍ بَعْدَ تَأَانَ وَكَانَ ذُو الْخُلْمَةِ بَيْتًا بَالِيئِينَ يُشْعَرُ وَبِحَيْلَةٍ نَبِيهِ نُعْبِتُ نَعْبَدُ يَقَالُ لَهُ الْغَبِيَّةُ تَأَانَ فَا تَأَامَتْهَا بِالنَّارِ وَكُتْرَهَا تَأَانَ وَكُنَّا نَدِيمُ جَرَّهٖ لِيَمِينِ كَانَ بِهَا رَجُلٌ يَسْتَقْرِ بِأُولَى زَلِيمٍ يَقِيدُ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هُمَا يَا نَسَدَ عَلَيْكَ مَرَبٌ مَعْتَكُفَ تَأَانَ بَيْنَنَا مَوَيِّزٌ بِهَا إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرَّهٖ فَقَالَ لَتَكْفِيَنَا تَعَادَلْتُمْ مَدَانِ لِأَلِةِ إِذْ أَلِةِ أَوْلَى شَرِيئًا مَعْتَكُفَ تَأَانَ نَكْسَرَهَا وَشَهْدَ تَعْرَبْتُ جَرَّهٖ رَجُلًا مِّنْ أَحْمَسٍ يَكْفِيَنِي أَبَا زَلِيمًا إِلَى السَّبِيِّ ﷺ يَبْتَرُهُ بِذَلِكَ كُنَّا أَنَّ السَّبِيَّ ﷺ تَأَانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعْتُكَ بِأَحْسَبٍ حَتَّى تَرَكْتُمَا كَاتِمَا جَمَلٍ أَجْرَبُ تَأَانَ نَبْرَكَ السَّبِيَّ ﷺ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسٍ وَرَجُلَانِ أَحْمَسٍ مَرَاتٍ

৪০১১. জারীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেন : তুমি কি আমাকে বুল খালাসা থেকে মৃত্তি দেবে না? আমি বললাম, হাঁ, (অবশ্য মৃত্তি দেবো)। এরপর আমি রওয়ানা দিলাম আহমাস গোত্রের একশো পৃষ্ঠাশজন সওয়ার নিয়ে। তারা সবাই ঘোড়ার সওয়ার ছিল। আর আমি ঘোড়ার পিঠে মজবুতভাবে বসতে পারছিলাম না। নবী (সঃ)-কে এ কথা বললাম। তিনি আমার বুকে তাঁর হাত মারলেন। এমনকি আমি নিজের বুকে তাঁর হাতের ছাপ দেখতে পেলাম। তিনি বললেন : হে আল্লাহ! একে ঘোড়ার পিঠে মজবুতভাবে কামে রাখো এবং একে হেদায়াতদানকারী ও হেদায়াত গ্রহণকারীতে পরিণত করো। জারীর বলেন : এরপর থেকে আমি কখনো ঘোড়া থেকে পড়ে যাইনি। জারীর বলেন : বুল খালাসা ছিল ইয়ামনে খাস'আম ও বুজীলা গোত্রের একটি ঘর। এ ঘরে মৃত্তি পুজা করা হতো। একে কা'বাও বলা হতো। ১৪৩ বর্ণনাকারী ১৪৪ বলেন :

১৪০. অর্থাৎ এ ঘরে মৃত্তি পুজা করতো তারাই একে কা'বা বলাতো।

১৪৪. জারীরের পরবর্তী বর্ণনাকারী কামেস।

তিনি (জারীর) সেখানে পৌঁছলেন। সেটাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলেন এবং ভেঙে পুড়িয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন : জারীর যখন ইয়ামনে আসলেন। তখন সেখানে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে তাঁরের ফলার সাহায্যে ভাগ্য গণনা করতো। লোকেরা তাকে বললো, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দূত এখানে এসেছেন, তিনি তোমার কথা জানতে পারলে তোমাকে হত্যা করে ফেলবেন। বর্ণনাকারী বলেন, একদিন সে ভাগ্য গণনা করছিল এমন সময় জারীর সেখানে পৌঁছে গেলেন। তিনি তাকে বললেন, এ তাঁরগুলো ভেঙে ফেলো এবং আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এ কথা সাক্ষ্য দাও, অন্যথায় আমি তোমাকে হত্যা করবো। বর্ণনাকারী বলেন, সে তার তাঁর-টির সব ভেঙে ফেললো এবং কালেমায়ে শাহাদত পড়লো। তারপর জারীর আহমাস গোত্রের এক ব্যক্তিকে নবী (সঃ)-এর কাছে পাঠালেন, যার ডাক নাম ছিল আব্দু আরতাত। সে তাকে এ সুসংবাদ দিলো। সে এসে নবী (সঃ)-কে বললো : হে আল্লাহর রসূল! সেই সন্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমি যখন সেখান থেকে রওয়ানা দিই, তখন সেই ঘরটিকে দেখেছি চর্মরোগে আক্রান্ত উটের মতো (জ্বলে-পুড়ে কালো হয়ে গেছে)। নবী (সঃ) আহমাসের অশ্বারোহী ও পদাতিকদের জন্য পাঁচবার বরকতের দো'আ করলেন।

অনুচ্ছেদ : সালাসিল বৃদ্ধ। ইসমাইল ইবনে আব্দু খালেদ বলেছেন, এ বৃদ্ধটি হয়েছিল লাহাম ও জুমাম গোত্রের মাঝে। ইবনে ইসহাক ইম্মাযীদ ও উরওয়ার উম্মতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, বালী, উযরাহ ও বানীল কয়েন শহরগুলোর এ গোত্রস্বরের বাস।

১২-১৩ - عَنْ أَبِي مُثَنَّى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ عُمَرُو بْنَ النَّاصِطِ بْنِ جَيْشِ ذَاتِ النَّوَابِ
ثَلَاثِينَ نَفْسًا فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ فَأَيْشَةُ ثَلُثٌ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ الْإِمَامُ ثَلُثٌ
فَرَمْنٌ ثَلَاثٌ عُمَرُو بْنُ رِبْعَةَ ثَلَاثٌ مَعَانَةٌ أَنْ يَجْعَلُنِي فِي أَجْرِهِمْ

৪০১২. আব্দু উসমান থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার ইবনুল আসকে সালাসিল বৃদ্ধে ১৪ সেনাবাহিনী প্রধান করে পাঠালেন। আমার বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন? জবাব দিলেন, আরেশাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, পুরুষদের মধ্যে কাকে? জবাব দিলেন, তার বাপকে। জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কাকে? জবাব দিলেন, উমরকে। তারপর তিনি একের পর এক আরো কয়েকজনের নাম নিলেন। কিন্তু আমি চুপ করে গেলাম এ জন্মে যে, আমার নামটি তিনি সবার শেষে না উচ্চারণ করেন।

অনুচ্ছেদ : জারীর (রাঃ)-এর ইয়ামনে ১৪৬ গমন।

১৩-১৪ - عَنْ جَرِيرٍ قَالَ كُنْتُ بِالْيَمَنِ فَلَقِيْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ذَا كَلْبٍ وَذَا عَمْرِو
فَجَعَلْتُ أَحَدَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ ذُو عَمْرِو لَنْ كَانَ الَّذِي تَدْعُو كَسْرًا مِنْ أَمْرِ

১৪৬. হমাসের মূল শব্দ হচ্ছে 'যাতুস্ সালাসিল'। অর্থাৎ সালাসিলওরাল। সালাসিল হচ্ছে 'সিলাসিলাতুন'-এর ক্ববলন। আর সিলাসিলা মানে হচ্ছে শিকল। অর্থাৎ শিকল বৃদ্ধ। এ বৃদ্ধের নাম শিকল বৃদ্ধ হবার যে কিশর কারণটি জালালুদ্দীন সূরুতী বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে এই যে, এ বৃদ্ধে বিপাক কাফের দলের সৈন্যরা জীবনপন বৃদ্ধ করার জন্য এবং যাতে প্রায়জরে বৃদ্ধকেই থেকে কেউ পালিয়ে যেতে না পারে সে জন্য শিকল দিয়ে পরস্পরকে সংযুক্ত করে রেখেছিল। এ বৃদ্ধটি হর অর্কন বিজারীর জমাদিউল আখের মাসে।

১৪৬. হযরত জারীর বাজালী (রাঃ)-এর এযারকর ইয়ামনে অভিবান বুল খালসা ধনে অভিবান থেকে ভিমতর আর একটি অভিবান। এ অভিবানটি ছিল তাঁর জিহা ও ইসলাম প্রচরের অভিবান।

صَاحِبِكَ لَقَدْ مَرَّ عَلَىٰ أَجَلِهِ مَسْبَدٌ ثَلَاثٌ وَأَثْبَلَا مِوَىٰ حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ الْكُرُوفِ رَفَعْنَا
رُكُوبَنَا وَبَنَىٰ قَبِيلَ الْمَدْيَنَةِ فَمَأْتَانَا هُمْ فَقَالُوا يَا سَيِّدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاسْتَحْبَلَفَ
أَبُو بَكْرٍ وَالنَّاسُ مَا يَحْمُونَ فَقَالُوا أَحْبَبْتُ صَاحِبِكَ أَنَا نَسُدُّ جِلْدًا لَعَلَّنَا سَعَوْدُ رِثَانِ
شَاءَ اللَّهُ وَرَجَعْنَا إِلَىٰ الْيَمِينِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرٍ بِمُحَمَّدٍ يَشْتُرُ قَالَ أُنْكَرُ جِئْتِ بِمِثْرٍ فَلَمَّا
كَانَ بَعْدَ قَائِلِي دُوَّ بِعُمُرٍ وَيَا جِيرَةَ إِنْ لَيْكَ عَلَيَّ كَهْرَامَةٌ وَإِنِّي مُخْبِرُكَ خُبْرًا أَنْتَ كَسْرَ
مَغْشَرِ الْعَرَبِ لَنْ تَرَاؤُوا بِمُحَمَّدٍ مَا كُنْتُمْ تَرَاؤُونَ إِذَا هَلَكَ أَمِيرٌ تَأَمَّرَ شُرَفَىٰ الْخَيْرِ نَادَا كُنَّا بِكَ تَائِبِينَ
كَأَنَّا أَمْلُوْنَا لَيْفَ يُجْرُونَ فَصَبَّ الْمَلُوكُ وَيَرْمُونَ رَضِيَ الْمَلُوكُ.

৪০১০. জারীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইয়ামনে ১৪৭ হিজাম। সেখানে দৃজন ইয়ামননী বাসিন্দার সাথে দেখা হলো। তাদের একজনের নাম যু'কালো' আর একজনের নাম যু'আমর। ১৪৮ আমি তাদেরকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীস শুনতে লাগলাম। (বর্ণনাকারী বলেনঃ) যু'আমর জারীরকে বললেন, এ কথা তুমি যা বর্ণনা করছো এ যদি তোমাদের নবীর কথা হয়ে থাকে, তাহলে (জেনে রাখো) তিনি তিন দিন আগে মারা গেছেন। ১৪৯ এরপর তারা দৃজন আমার সাথে আসলেন। আমরা একটি পথে চলছিলাম এমন সময় মদীনার দিক থেকে কিছু সওয়ারী আসতে দেখলাম। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম। তারা বললো, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকাল হয়ে গেছে এবং লোকদের পরামর্শক্রমে আব্দ বকর খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন। তারা দৃজন আমাকে বললো, তোমার লোককে (অর্থাৎ খলীফাকে) বলে দিয়ো, আমরা এসেছিলাম আর সম্ভবতঃ আমরা ইন্-শা আল্লাহ আবার আসবো। এরপর তারা দৃজন ইয়ামনে ফিরে গেলেন। আমি আব্দ বকরকে তাদের কথা শুনলাম। আব্দ বকর বললেন, তুমি তাদেরকে সাথে করে আনলে না কেন? এরপর (আবার বখন দেখা হলো তখন) যু'আমর আমাকে বললেন : হে জারীর! তুমি আমার চাইতে বেশী মর্যাদা সম্পন্ন ও জ্ঞানী। আমি তোমাকে একটি খবর দিচ্ছি, তোমরা আরববাসীরা উত্তরণ কল্যাণ ও সাফল্যের মধ্যে অবস্থান করবে যতক্ষণ তোমরা একজন আমীর (নেতা) মারা গেলে আর একজনকে আমীর বানিয়ে নেবে। যদি ভলোয়ারের মাধ্যমে এর (ইমারত-তথা জাতীয় নেতৃত্বে) ফায়সালা হয় তাহলে তারা হয়ে যাবে বাদশাহদের মতো। তারা বাদশাহদের মতো নিজেদের সন্তোষ-অসন্তোষ, ক্রোধ ও করুণা প্রকাশ করবে।

জনদুচ্ছেদ : সাইফুল বাহারের যু'খ। এ যু'খে তারা কুরাইশদের ককেলার প্রতীকার ছিল এবং মদনলমানদের আমীর ছিলেন আব্দ উবাইদাহ (রাঃ)।

৪০১১ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ تَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعَثًا قَبْلَ السَّاجِلِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا بَكْرٍ بِنَ الْخِرَاءِ وَكَوَلْتُ مَاتَةً فَعَرَّجْنَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَبَيْنَ

১৪৭. অন্য একটি লিপিতে এখানে ইয়ামনের জারীর বাহার' অর্থাৎ সমগ্র অভিবাসনের কথা কলা হয়েছে।

১৪৮. যু'কালো ও যু'আমর ইয়ামনের দৃজন মর্যাদাপালী সোত্র-প্রধান ছিলেন।

১৪৯. সম্ভবতঃ যু'আমর কারোর যু'খে পূর্বেই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যু'খা লেখল যু'লে থাকতেন। অথবা এও হতে পারে জাহেলী যু'লে তিনি জ্যোতির্বিদ্যার পারদর্শী ছিলেন এবং সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে এ কথা বলে থাকতেন।

الرَّادُ فَأَمْرًا بُوْعِبِيْدَةً يَا زَادَ الْجَيْشِ جَمِيْعٌ نَكَاتٌ مِرْوَدِيٌّ تَشْرِكَا تَكَاتٌ يَفُو تَنَاكَلٌ يَوْمٌ
 تَلِيْلٌ تَلِيْلٌ حَتَّى قَسِيٌّ فَكَلِمَةٌ يَكُنُّنُ يُمِيْبِيْنَا إِلَّا تَسْرَةً تَسْرَةً نَقَلْتُ مَا تَعْنِي مِنْكُمْ تَسْرَةً
 نَقَالَ اللهُ لَقَدْ وَجَدْنَا فَعَدَّ مَا جِئْنَا فِيْهِ تَسْرَةً تَسْرَةً نَقَلْنَا إِلَى الْبَحْرِ يَا ذَا حَوْثٍ وَمَثَلُ الْكَلْبِ
 نَاكَلٌ مَثَلًا الْقَوْمُ تَانٌ مَثْرَةً لَيْلَةً تَسْرَةً مِرْوَبِيْبِيْلَةً يَصْلَعِيْنَ مِنْ أَمْلَاعِهِ فَمَثَلًا تَسْرَةً
 بِرَأْجُلَةٍ فَرُجَلَتْ تَسْرَةً تَسْرَةً تَسْرَةً تَسْرَةً تَسْرَةً تَسْرَةً تَسْرَةً تَسْرَةً تَسْرَةً تَسْرَةً تَسْرَةً تَسْرَةً

৪০১৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) সমুদ্র-সৈকতের দিকে তিনশো সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত একটি সেনাদল পাঠান এবং আব্দ উবাইদাহ ইবনুল জাররাহকে তার আমীর নিযুক্ত করেন। আমরা বের হয়ে পড়লাম। আমরা পথে ছিলাম এমন সময় খাদ্য শেষ হয়ে গেলো। আব্দ উবাইদাহ হুকুম জারী করে সমগ্র সেনাদলের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে নিলেন। তা ছিল খেজুরের দড়িটি ধলে। তিনি সামান্য সামান্য করে আমাদের দিতেন। এমনকি একদিন তাও শেষ হয়ে গেলো। এখন একটি করে খেজুর হাড় আর আমরা কিছই পেতাম না। (বর্ণনাকারী বলেনঃ) আমি জাবেরকে বললাম, একটা খেজুর খেয়ে কতটুকু পেট ভরবে! জাবের বললেন, আল্লাহর কসম। সেই একটি খেজুর পাওয়াও যখন বন্ধ হয়ে গেলো তখন আমরা তার কদর বুদ্ধিলাম। তারপর আমরা সমুদ্র-সৈকতে পৌঁছে গেলাম। সেখানে পেয়ে গেলাম একটি তিমি মাছ ঠিক পাহাড়ের মতো। সমগ্র সেনাবাহিনী সে মাছটি খেলো আঠারো দিন ধরে। তারপর আব্দ উবাইদাহ সেই মাছটির পাঞ্জরের দড়িটি হাড় খাড়া করার হুকুম দিলেন এবং তার নীচে দিয়ে একটি সওয়ারী পার করালেন। সওয়ারী তার গা স্পর্শ না করে নীচে দিয়ে গলে বেরিয়ে গেলো।

২০১৫ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ بَقَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مِائَةِ رَيْبٍ أَمِيْرُنَا
 أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَعْفَرِ بْنِ مَسْعُودٍ حَيْثُ مَرَرْنَا فَأَتَمْنَا بِالسَّجْلِ نَصْفَ شَهْرٍ نَامَا بِنَا جَوْعٌ
 شَدِيْدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْبَيْضَ فَسَجَى ذَلِكَ الْجَيْشُ حَيْثُ الْبَيْضُ فَاتَى لَنَا الْبَعْرُ دَابَّةٌ
 يَقَالُ لَهَا الْعُسْبُورُ فَكَانَتْ مِثْلَ نَصْفِ شَهْرٍ وَأَدَهَاتِيْنَ وَدَوْبِهِ حَتَّى تَابَتْ إِلَيْنَا
 أَجْسَامُنَا فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ صَلْعًا مِنْ أَعْصَابِهِ فَتَصَبَّهَ فَعَمِدَ إِلَى الطُّوْلِ رَجُلٍ
 مَعَهُ قَالَ سَقِيَاتُ مَرَّةٍ صَلْعًا مِنْ أَمْلَاعِهِ فَتَصَبَّهَ وَأَخَذَ رَجُلًا وَبَعِيْرًا مَرَّتْ مَعَهُ
 قَالَ جَابِرٌ وَكَانَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرٍ تَحْرَهُ ثَلَاثَ جَزَائِرٍ تَحْرَهُ ثَلَاثَ
 جَزَائِرٍ تَحْرَهُ ثَلَاثَ جَزَائِرٍ تَحْرَهُ ثَلَاثَ جَزَائِرٍ تَحْرَهُ ثَلَاثَ جَزَائِرٍ تَحْرَهُ ثَلَاثَ جَزَائِرٍ
 قَالَ لِأَبِيهِ كُنْتُ فِي الْجَيْشِ فَيَجَاعُوا قَالَ أَيْمَنُ قَالَ نَحَرْتُ قَالَ تَرَ جَاعُوا قَالَ أَيْمَنُ قَالَ
 نَحَرْتُ تَرَ جَاعُوا قَالَ أَيْمَنُ قَالَ نَحَرْتُ قَالَ تَرَ جَاعُوا قَالَ أَيْمَنُ قَالَ نَحَرْتُ

৪০১৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : আব্দু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহের নেতৃত্বে আমাদের তিনশো সওয়ারের একটি সেনাদলকে কুরাইশদের কাফেলার ওপর আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্যে পাঠালেন। আমরা অর্ধ-মাস সমুদ্র-সৈকতে অবস্থান করলাম। সেখানে আমরা মারাত্মক ক্ষুধার শিকার হলাম। এমন কি আমরা পাতা খেয়ে জীবনধারণ করতে থাকলাম। এ কারণে এ সেনাদলকে পাতাওয়াল (বা পাতাখোর) সেনাবাহিনী বলা হয়। সমুদ্র আমাদের জন্য আশ্বর নামক একটি মাছ তীরে নিক্ষেপ করলো। আমরা সেটিকে খেলাম পনের দিন ধরে। আর তার চর্বি ব্যবহার করলাম। এর ফলে আমাদের শরীর আবার আগের ফর্মে এসে গেলো। আব্দু উবাইদাহ মাছটির শরীর কাঠামোর একটি পাঞ্জর ধরে দাঁড় করালেন। সুফিয়ান (বর্ণনাকারী) আর এক বর্ণনায় পাঞ্জরগুলোর মধ্য থেকে একটি পাঞ্জর ধরে দাঁড় করতে বলেছেন। তারপর আব্দু উবাইদাহ নিজের সাথীদের মধ্য থেকে সবচেয়ে লম্বা লোকটিকে উটের পিঠে চাঁড়িয়ে তার নীচে দিয়ে সোজা গলিয়ে আনলেন। জাবের বলেন, সেনাদলের একজন তিনটি উট জ্বাই করলো। তারপর তিনটি উট জ্বাই করলো। তারপর আবার তিনটি উট জ্বাই করলো। এ সময় আব্দু উবাইদাহ তাকে মানা করলেন। (অপর একজন বর্ণনাকারী) আমর বলেন, আব্দু সালেহ তাকে কায়স ইবন সা'দ থেকে জানিয়েছেন যে, তিনি তার ষাপ (সা'দ)-কে বললেন : আমিও ঐ সেনাদলে ছিলাম। সবাই তীষণ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লো। সা'দ বললেন, (তাহলে এ অবস্থায়) উট জ্বাই করতে। তিনি বলেন, আমি উট জ্বাই করেছিলাম। তারপর আবার ক্ষুধা লাগলো। তিনি বললেন, (এ অবস্থায়) উট জ্বাই করতে। তিনি বলেন, এবার আমাকে মানা করা হয়েছে। ১৫০

১৫০ - عَنْ عُمَرَ وَآلِهِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ عَزَّرْنَا جَيْشَ الْحَبِطِ دَاوَمَرَيْنَا أَبُو عَمْبِيْدَةَ نَجَعْنَا جُرْعًا شَدِيدًا فَأَلْفَى الْبَحْرَ حَوْثًا مَيْثًا لَمْ نَرْمِثْهُ يُقَالُ لَهُ الْقَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نَصْفَ سَهْمٍ فَأَخَذَ أَبُو عَمْبِيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ نَسَرَ الرَّأْسَ تَعْتَهُ فَأَخْبَرَنِي أَبُو الرَّبِيعِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ أَبُو عَمْبِيْدَةَ كَلُّوا نَلْسًا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ذَكَرْنَا ذَا لَيْلٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَلُّوا إِرْتِنًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ أَطْعَمُونَا إِنْ كَانَ مِنْكُمْ فَأَتَانَا بِعَضْمٍ نَأْكُلُهُ.

৪০১৬. আমরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি জাবেরকে বলতে শুনছেন, আমরা জাইশুল খাব্তের বৃন্দে ছিলাম। আমাদের আমীর (সেনাপতি) ছিলেন আব্দু উবাইদাহ। আমরা ভীষণ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। সমুদ্র একটি মরা তিমি জাতীয় মাছ (তীরে) নিক্ষেপ করলো। এ ধরনের মাছ আমরা (ইতিপূর্বে) দেখিনি। এ (জাতীয় তিমিকে) আশ্বর বলা হয়। আমরা পনের দিন ধরে মাছটি খেলাম। আব্দু উবাইদাহ তার হাড়গুলোর মধ্য থেকে একটি হাড় তুলে ধরলেন। তার নীচে থেকে সওয়ার চলে গেলো। আবার আব্দু বুদাইর জাবের থেকে আমাকে এ কথা জানিয়েছেন যে, তিনি জাবেরকে বলতে শুনছেন, আব্দু উবাইদাহ বললেন : খাও। এরপর আমরা মদানায় ফিরে এসে নবী (সঃ)-এর কাছে এ কথা বললাম। তিনি বললেন : খাও, এ রিযিক, এটা আল্লাহ পাঠিয়েছেন। (আর) তোমাদের সাথে যদি এর কিছু (অংশ) থাকে তাহলে আমাদেরকেও এর স্বাদ গ্রহণ করতে দাও। তাদের ফেউ তার কিছুটা এনে দিলে তিনি তা খেলেন।

১৫০. অর্থাৎ সেনাপতি আব্দু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ) উট জ্বাই করতে মানা করে দেন। তাঁর মানা করার কারণ হচ্ছে এই যে, উটগুলো তো কারেস (যত)-এর নয় বরং তাঁর পিতা সা'দ (রাঃ)-এর। আর পিতার অনুমতি ছাড়া পুত্র কেমন করে তার সম্পদ ব্যয় করতে পারে।

অনুচ্ছেদ : হিজরী নবম সনে আব্দ বকর (রাঃ)-এর লোকদের হক্কে নেতৃত্ব দান।

২০১৫- عَنْ أَبِي صُرَيْبَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهَا تَبَسَّلَ حَجَّةَ الْوُدَاعِ يَوْمَ النَّعْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَدُّونَ فِي النَّاسِ لَا يُعَمَّرُ بَعْدَ النَّعَامِ مُشْرِكٌ لَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرَيَاتٌ-

৪০১৭. আব্দ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। বিদায় হক্কে পূর্ববর্তী হক্কেটিতে নবী (সঃ) আব্দ বকর সিন্দীকে আমীরে হক্কে বানিয়ে ছিলেন। তাতে আব্দ বকর তাঁকে (আব্দ হুরাইরাহকে) একটি দল সহকারে দশ তারিখে লোকদের মধ্যে এ ঘোষণা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন যে, এ বছরের পর আর কোনো মূশরিক হক্কে করতে পারবে না এবং উলংগ হয়ে কেউ বায়তুল্লাহর তওযাফ করতে পারবে না। ১৫৫২

২০১৮- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ أَخْرَجَ سُورَةٌ نَزَلَتْ كَامِلَةً سُورَةٌ بَرَاءَةٌ وَأَخْرَجَ سُورَةٌ نَزَلَتْ حَاتِمَةً سُورَةُ الْبَنَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ قَوْلَ اللَّهِ يُفْتِيكَ فِي الْكَذِبَةِ-

৪০১৮ বার্নাআ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সর্বশেষ যে পূর্ণাঙ্গ সূরাটি নাযিল হয়েছিল, সেটি ছিল সূরয়ে বার্নাআত আর সর্বশেষ যে সূরার আয়াতটি নাযিল হয়েছিল সেটি ছিল সূরায়ে নিসার-ইয়াস্ তাফতুনা কা কুলিল্লাহ ইউফতাকুম ফিল কালালাহ-আয়াতটি। ১৫৫২

অনুচ্ছেদ : বনী তামীমের প্রতিনিধি দল।

২০১৭- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ أَتَى نَفْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَتَيْتُمُ الْبَشَرَى يَأْتِي تَمِيمٌ فَأَوْأَى أَيْارُ سَوْلَ اللَّهِ قَدْ بَشَّرْنَا فَأَعْطَانَا فَرَى ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ فَبَاءَ نَفْرًا مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ أَتَيْتُمُ الْبَشَرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَوَّ تَمِيمٌ فَأَوْأَى بِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ-

৪০১৯. ইয়রান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বনী তামীমের একটি প্রতিনিধিদল নবী (সঃ)-এর কাছে আসলেন। তিনি বললেন : হে বনী তামীম! সুসংবাদ গ্রহণ করো। তারা বললো : হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো সুসংবাদ দিলেন এবার আমাদেরকে কিছ্ দিন (অর্থাৎ ধন-সম্পদ)। তাঁর [রসূলুল্লাহ (সঃ)] চেহারায় এর প্রভাব পরিমলিত হলো। তারপর ইয়ামনের একটি প্রতিনিধিদল আসলো। তিনি (তাদেরকে) বললেন : বনী তামীম তো সুসংবাদ গ্রহণ করেনি কিন্তু তোমরা তা গ্রহণ করো। তারা জবাবে বললো : হে আল্লাহর রসূল! আমরা গ্রহণ করে নিলাম।

অনুচ্ছেদ : ইবনে ইসহাক বলেন, উন্নাইনাহ ইবনে হিস্ন ইবনে হুদাইফাহ ইবনে বদরকে রসূলুল্লাহ (সঃ) বনী তামীমের শাখা বনী আশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পাঠান।

১৫৬. আইয়ামে আহলিয়াতে লোকেরা সম্পূর্ণ উলংগ হয়ে কাবা শরীফের তওযাফ করতে।

১৫৭. শিরোনামের সাথে এ হাদীসটির সম্পর্ক এভাবে জোড়া যেতে পারে যে, এখানে সূরা বার্নাআতে মূশরিকদের নামকসাত সম্পর্ক এবং এ বছরের পর তাদের আর কাবা শরীফে না আসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর হযরত আব্দ বকর (রাঃ) এটিরই ঘোষণা দেন।

তিনি নিশি আক্রমণ চালিয়ে পুরুষদেরকে হত্যা এবং তাদের নারীদেরকে বন্দী করেন।

৪০২০. عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ لَا أُرَىٰ أَحَبَّ بِنْتِي تَمِيمٍ لَعْنَةُ سَعْتَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَفْرُؤُهَا نَبِيَّهُ هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَالِ وَكَانَتْ فِيهِمْ سَبِيَّةً عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ اعْتَقِيهَا يَا نَهْمًا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ دَجَاءَتْ مَدَنًا تَأْتُمُّ فَقَالَ هَلْ دِيَّةٌ مَدَنًا تَأْتُمُّ أَوْ تَوْرَمِي .

৪০২০. আব্দ হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মদ্ব থেকে বনী তামীমের পক্ষে তিনটি কথা শুনান পর থেকে আমি বনী তামীমকে ভালোবাসতে শুরু করেছি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, আমার উম্মতের মধ্যে দাঙ্গালের মোকাবিলায় বনী তামীম হবে সবচেয়ে কঠোর। আরেশার কাছে এই গোত্রের একটি বাদী ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন: একে আজাদ করে দাও। কারণ সে ইসমাইলের বংশধর। তাদের সাদকার অর্থ-সম্পদ আসলে তিনি বললেন: এটা জাতির বা আমার জাতির সাদকাহ।

৪০২১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ قَدِمَ رَكِيبًا مِنْ بِنْتِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَبُو الرَّقْعَاءِ بْنُ مَعْبُدِ بْنِ زُرَّارَةَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْاَثَرِ بْنِ حَابِسٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَرَدْتُ إِلَّا خِلَافِي قَالَ عُمَرُ مَا أَرَدْتُ إِلَّا خِلَافِي قَدْ تَمَّارِيَا حَتَّى ارْتَفَعْتَ أَصْوَاتُكُمْ فَانْزَلْ فِي ذَلِكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدَحُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى انْقَضَتْ .

৪০২১. আব্দুল্লাহ ইবনে জুইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: বনী তামীমের অশ্বারো-হীরা নবী (সঃ)-এর কাছে আসলেন। আব্দ বকর বললেন, কা'কা' ইবনে মা'বাদ ইবনে যরারাহকে এদের আমীর (সেনাপতি) বানান। উমর বললেন, বরং আকরা' ইবনে হাবেসকে আমীর বানিয়ে দিন। আব্দ বকর বললেন, তুমি কেবল আমার বিরোধিতাই করো। উমর বললেন, আমি আপনার বিরোধিতা করার ইচ্ছা কখনো করি না। তাঁদের দু'জনের বিতর্ক চলতে থাকলো। তাদের আওয়াজ উচ্চমার্গে পৌঁছে গেলো। এর ওপর নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হলো: "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও রসূলের সামনে তোমরা নিজেদেরকে অগ্রবর্তী করো না। আর আল্লাহকে ভয় করো। অবশ্যি তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন। হে ঈমানদারগণ! নবীর আওয়াজের ওপরে তোমাদের আওয়াজকে বৃদ্ধ করে না। আর তোমাদের নিজেদের মধ্যের কথাবার্তার মতো নবীর সাথে উচ্চস্বরে কথা বলো না। এতে এমনও হতে পারে যে, তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।" ১৫০

অনুব্ধ : আব্দুল কারেম গোত্রের প্রতিনিধি দল। ১৫৪

৪০২২. عَنْ ابْنِ جُمَيْرَةَ تَلَّتْ رِبَابِي مَبَارِسَ إِنَّ لِي جُرَّةً تَنْبَدُ لِي نَبِيْدًا فَأَشْرِيَهُ

১৫০. সূরা আল হুদ্রাত ১-২ আয়াত।

১৫৪. আব্দুল কারেম আরবের বড় বড় গোত্রগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এদের বাস বাহরইনে।

حَلُوهَا فِي حَيْرَانٍ أَكْثَرَتْ مِنْهُ فَجَالَسَتْ الْقَوْمَ فَأَلْطَمَتْ الْجُلُوسَى حَيْثُ مَثَلَتْ أَنْتُمْ
 فَقَالَ تَيْمٌ وَنَدَّ عَبْدَ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَرْجِعًا بِالْقَوْمِ خَيْرٌ حَذَى يَأْتِي
 نَدْمِي فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الشُّرَكَاءُ مِنْ شُفْرٍ وَإِنَّا لَا نَصِلُ
 إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْمُحْرَمِ حَيْثُ نَأْتِي بِجَمَلٍ مِنَ الْأُمْرَانِ عَلَيْهِمْ مِنْ دَخَلْنَا الْجَمْعَةَ وَنَدَّعُو
 بِهِ مِنْ وَرَاءِ نَأْتِي قَالَ أَمْ كُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْتُمْ كُمْ عَنْ أَرْبَعِ الْإِيمَانِ يَا اللَّهِ وَهَلْ تَدْرُونَ
 مَا الْإِيمَانُ يَا اللَّهِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ
 رَمَضَانَ وَإِذَا هُوَ مِنَ الْمَغَائِبِ الْخُمْسِ وَأَنْتُمْ كُمْ عَنْ أَرْبَعٍ مَا تَنْبِذَ فِي الدِّبَاءِ
 وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْشِيرِ وَالْمُرْتَمِ.

৪০২২. আব্দুল জামরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম, আমার কাছে একটি কলসি আছে, তাতে আমার জন্য নাবীয (খেজুরের পানি) তৈরী হয়। সেই পানিকে মিঠা বানিয়ে পেয়ালায় ঢেলে আমি পান করি। যদি সেই পানি বেশী পরিমাণ পান করে আমি লোকদের মজলিসে বসে পড়ি এবং দীর্ঘকাল এ মজলিসে থাকি তাহলে আমার ভয় হয় (নেশা করার দোষে) আমি অপমানিত হবো। (এর জবাবে) ইবনে আব্বাস বলেন: আবদুল কারেস গোত্রের প্রতিনিধিদল রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলো। তিনি বললেন: খোশ আমদেদ, হে জাতি, যারা ক্ষতিগ্রস্ত নয় এবং লাজ্জিতও নয়। তারা (এ অভ্যর্থনার জবাবে) বললো: হে আব্বাসের রসূল! আমাদের ও আপনার মধ্যে মধ্যকার ১৫৫ মধ্যকার প্রবিধক হয়ে আছে। কাজেই আমরা হারাম মাসগুলো ১৫৬ ছাড়া অন্য সময় আপনার কাছে আসতে পারছি না। তাই আমাদেরকে এমন কিছু সংক্ষিপ্ত কথা শিখিয়ে দেন, যার ওপর আমল করলে আমরা জামাতে প্রবেশ করতে পারবো এবং আমাদের পেছনে যারা রয়ে গেছে, তাদেরকেও এদিকে আহ্বান করতে পারবো। তিনি বললেন: আমি তোমাদেরকে চারটি কাজ করার হুকুম দিচ্ছি এবং চারটি কাজ করতে নিষেধ করছি। (আমি তোমাদেরকে) আব্বাসের ওপর ঈমান আনার হুকুম দিচ্ছি। আর তোমরা কি জানো আব্বাসের ওপর ঈমান আনা কাকে বলে? আব্বাস ছাড়া আর কোনো মাদুদ নেই, এ কথাই সাক্ষ্য দেয়া। আর নামায কয়েম করা, যাকাত দেয়া, রমযান মাসে রোযা রাখা এবং মালে গণীমাতের এক-পঞ্চমাংশ দেয়া। ১৫৭ আর চারটি কাজ: কদুর খোল, নাকীর নামক কাঠের পাত, হানতাম নামক সবুজ কলস ও মদ্যাক্ষফাত নামক তৈলাক্ত পাত্রে নাবীয (এক ধরনের শরাব) তৈরী করতে নিষেধ করছি। ১৫৮

১৫৫. মদ্যার মদীনা ও বহরায়নের মধ্যবর্তী একটি এলাকা। সেখানকার লোকেরা এখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং মসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের ভূমিকা ছিল অসহযোগিতা।

১৫৬. হারাম মাস হচ্ছে চারটি: রজব, যিলকাদ, যিল-হজ্জ ও মুহররম। এই চার মাসে যত্ন করা ছিল হারাম। কাফেরদের মধ্যেও এটা স্বীকৃত ছিল।

১৫৭. এখনো নামায, যাকাত ও রোযার সাথে হজ্জের নির্দেশ না দেবার কারণ হচ্ছে এই যে তখনো পর্যন্ত হজ্জ ফরয হয়নি। আবদুল কারেস গোত্র আসে মক্কা বিজয়ের বছরে এবং তার পরের বছর অর্থাৎ নবম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়।

১৫৮. হালীসের প্রথমে উল্লেখিত হযরত আব্দুল জামরাহ (রাঃ)-এর প্রশ্নের জবাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আবদুল কারেস গোত্রের যে এই দীর্ঘ প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, নাবীয নামক যে শরাবটি খেজুরের পানি থেকে তৈরী হয় তা যথার্থই নেশা সৃষ্টি করে এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে হারাম গণ্য করেছেন।

۴۳۰- عَنْ ابْنِ جُمَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ تَدِيمٌ وَتَدِيمٌ مَبْدِ الثَّقَيْنِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الْحَيُّ مِنْ رَبِّبَعَةٍ وَتَدِيمٌ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كَقَاتٍ مُمْرٍ فَلَمَّا نَخَلَصْنَا إِلَيْكَ الرَّفِئَةَ شَمْرُ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِأَشْيَاءَ نَأْخُذُ بِهَا وَتَدِيمٌ عَوَاثُ الْيَمَانِ وَرَأَى نَا قَالَ أَمْرٌ كَرِهَ بِأَرْبَعٍ وَأَنَّهَا كُرِهَ عَنْ أَرْبَعِ الْيَمَانِ بِاللهِ شَمَادَةٌ أَتَى لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ وَفَعَدَّ وَجَدَهُ وَإِقَامِ السَّلَاةِ وَإِتْيَانِ الرَّكْعَةِ وَإِنْ تَوَدُّوا اللهُ وَخُشِعُوا مَا عَشَرَةٌ وَأَنَّهَا كُرِهَ مِنَ النَّبَاؤِ وَالنَّبِيِّ وَالْحَنْتَرِ وَالْمُرْتَفِئَةِ-

৪০২০. আব্দুল জামরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছি, আবদুল কাম্বেসের প্রতিনিধি দল নবী (সঃ)-এর কাছে আসলেন। তারা আরজ করলেন: হে আব্বাস! আমরা হলাম রাবী আর গোত্র। আর আমাদের ও আপনার মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে মদ্যের কাফেররা। কাজেই হারাম মাসগুলো ছাড়া অন্য কোনো সময় আমরা আপনার খেদমতে হাযির হতে পারছি না। তাই আমাদেরকে এমন কিছু বিষয়ের হুকুম দিন যেগুলোর ওপর আমরা আমল করতে পারি এবং আমাদের পিছনে যারা আছে তাদেরকেও এর দিকে দাওয়াত দিতে পারি। জবাবে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন: আমি তোমাদেরকে চারটি কাজ করার হুকুম দিচ্ছি এবং চারটি কাজ করতে নিষেধ করছি। (তা হচ্ছে:) আব্বাসের ওপর ঈমান আনা তথা আব্বাস ছাড়া আর কোনো মাদ্দ নেই—এ কথায় সাক্ষ্য দেয়া এবং তিনি (আব্দুলের সাহায্যে) একের ইশারা করলেন আর নামায কামেয় করা, যাকাত দেয়া এবং গণীমাতের মাল থেকে খুদুস (এক-পঞ্চমাংশ) আদায় করা। আর তোমাদেরকে কদর খোল, নাকীর কাঠের পাঠ, সবুজ কলস ও তৈলাক্ত পাঠ ব্যবহার করতে নিষেধ করছি। ১৫২

۴৩০- عَنْ بَكْرِ بْنِ كَرِيمٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَرْهَمَ وَالسُّوْرِيَّ مَعْرُومَةَ أُرْسَلُوا إِلَى عَائِشَةَ فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْنَا السَّدَامَ مَتَّاجِعِيًا وَتَلَمَّا مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَإِنَّا أَخْبَرْنَا أَنَّكَ تَصَلِّيْتُمَا وَقَدْ بَلَّغْتَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهُمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ مَعَ عُمَرَ النَّاسِ عَنْهُمَا قَالَ كَسَيْتُ نَدَّ حَلَّتْ عَلَيْهِمَا وَبَلَّغْتُمَا مَا أُرْسَلْتُمَا فَقَالَتْ سَلِّمْ أَمْ سَلَّمَةٌ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَرَدَّوْنِي إِلَى أُمِّ سَلَّمَةَ بِمِثْلِ مَا أُرْسَلْتُمَا إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَمْ سَلَّمَةٌ سَمِعْتِ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْهُمَا وَأَنَّ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدَ عَائِشَةَ حِينَ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا فَأُرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْخَادِمُ فَقُلْتُ قَوْلِي إِلَى جَنِبِهِ فَقَوْلِي تَقُولُ أَمْ سَلَّمَةٌ

১৫২. আসলে এ পাঠগুলোতেই মদ তৈরী করা হতো এবং এগুলো দেখলেই মদের কথা মনে উঠতো। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রথমদিকে মদের সাথে সাথে এ পাঠগুলোও হারাম করে দেন।

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ أَسْمَعْكَ تَمْتَلِي عَنْ هَاتَيْنِ الرُّكْعَتَيْنِ نَأَاكَ تَمْلِيهِمَا إِنَّا نَسَأَرُ
بِيَدِهِ نَأَسْتَا خَيْرِي فَنَعْمَلِ الْجَارِيَةَ نَأَسَأَرُ بِيَدِهِ نَأَسْتَا خَرَّتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْفَرَفَ
ثَأَنَ يَأَسِبْتَ ابْنِي أَيْسَةَ سَأَلْتِ عَنِ الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ أَتَأَنِي أَنَأَسِي مِنْ عِبْدِ
الْقَيْسِ بِإِشْرَافِي مِنْ تَوَمِيمِي فَنَعْمَلَانِي عَنِ الرُّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَمَأَا
هَاتَيْنِ .

৪০২৪. বৃকাইর থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাসের মাওলা (আজাদকৃত গোলাম) কুরাইব তাঁকে জানিয়েছেন যে, ইবনে আব্বাস, আবদুর রহমান ইবনে আবহার ও মিসওয়াল ইবনে মাখরামাহ (তাকে) আয়েশার কাছে পাঠালেন। তারা (তাকে) বলে দিলেন, আয়েশাকে আমাদের সবার সালাম বলবে এবং আসরের পরের দু'রাকাত (নফল) সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করবে আর তাঁকে বলবে, আমরা জানতে পেরেছি আপনি এ দু'রাকাত পড়েন অথচ নবী (সঃ) থেকে আমাদের কাছে (হাদীস) পৌঁছেছে যে, তিনি ঐ দু'রাকাত পড়তে মানা করেছেন। ইবনে আব্বাস বলেন, লোকেরা ঐ দু'রাকাত পড়তো বলে আমি উমরের সাথে মিলে লোকদেরকে মারতাম। কুরাইব বলেনঃ আমি তাঁর (আয়েশার) কাছে গেলাম এবং তাঁরা যা বলেছিলেন, তা তাঁর সমীপে পেশ করলাম। আয়েশা জবাব দিলেন, উম্মে সালামার কাছে গিয়ে এ কথাটা জিজ্ঞেস করে নাও। আমি তাঁদেরকে গিয়ে আয়েশার এ কথা জানালাম। তাঁরা আমাকে (এবার) উম্মে সালামার কাছে পাঠালেন এবং আয়েশাকে যা বলতে বলেছিলেন, সব তাঁর কাছেও গিয়ে বলতে বললেন। উম্মে সালামা আমার কথা জবাবে বললেনঃ নবী (সঃ) ঐ দু'রাকাত পড়তে মানা করতেন তা আমি শুনছি। আর (একদিন) তিনি আসরের নামায পড়ে আমার কাছে আসলেন। তখন আনসারদের বনী হারাম গোত্রের কয়েকজন মহিলা আমার কাছে বসেছিল। তিনি ঐ দু'রাকাত পড়লেন। আমি খাদেমাকে তাঁর কাছে পাঠালাম। তাকে বলে দিলাম, তাঁর [রসূলুল্লাহ (সঃ)] পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে এ কথা বলো যে, উম্মে সালামা বলছেঃ "হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আপনাকে ঐ দু'রাকাত পড়তে নিষেধ করতে শুনিনি? কিন্তু এখন দেখছি আপনি ঐ দু'রাকাত পড়ছেন?" যদি তিনি হাত দিয়ে ইশারা করেন তাহলে তুমি পেছনে সরে যাবে। কাছেই খাদেমটি গিয়ে (উম্মে সালামার কথামতো) বললো। তিনি হাতের ইশারা করলেন। তাতে সে সরে গেলো। তারপর যখন তিনি বলতে লাগলেন, বললেনঃ হে আব্দু উমাইয়্যার কন্যা! তুমি ঐ আসরের পরের দু'রাকাত সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞেস করছো? (আসলে আজ) আমার কাছে আবদুল কায়সের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করার জন্য এসেছিল। তাই তাদের সাথে ব্যস্ততার কারণে মোহরের পরের দু'রাকাত আজ পড়তে পারিনি। এ দু'রাকাত হচ্ছে সেই দু'রাকাত।

৪০২৫. - ২৫. - عَنِ ابْنِ مَيْمَانَ قَالَ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ بَعْدَ جُمُعَةِ جَمْعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِمَجْرَأِي مِنَ الْبَحْرَيْنِ .

৪০২৫. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মসজিদে জুম'আর নামায পড়ার পর সর্বপ্রথম যে মসজিদে জুম'আর নামায পড়া হয় সেটি হচ্ছে বাহ-রাইনের জায়াসী এলাকায় আবদুল কায়সের একটি মসজিদ।

অনুব্ধ : বন্দ হানীফার প্রতির্নাধ মন ও সন্মামা ইবনে উগালের কথা ।

৩৭-৩৮ - **قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَكَ بَلَّ نَجْدِ نَجْدَاتِ بَرَجِدٍ مِنْ بَيْتِ حَيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثَمَامَةٌ بَيْنَ أَثَالٍ قَرَبَلَوْهُ بِسَادِيَّةٍ مِنْ سَوَارِ الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثَمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدٌ إِنَّ تَقْتُلُنِي تَقْتُلُ دَائِمٌ وَإِنْ تَعْمُرْ تَعْمُرْ عَلَا شَاكِرِي وَإِنْ كُثِرَ ثَرِيدُ الْمَالِ مَثَلُ مِثْنَةٍ مَا شِئْتُ فَتَوَكَّكُهُ حَتَّى كَانَتِ الْعِدَّةُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثَمَامَةُ قَالَ عِنْدِي مَا كُنْتُ لَكَ إِذْ تَعْمُرْ تَعْمُرْ عَلَا شَاكِرِي فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثَمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي مَا كُنْتُ لَكَ فَقَالَ أَلَيْقَدْ أَثَمَامَةُ فَأَنْطَلَقَ إِلَى نَجْدٍ قَرِيبٍ مِمَّنَّ الْمَسْجِدِ فَأَعْتَلَّ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ دَجَّةٌ أَلْبَعَضُ لِي مِنْ دَجْمِكَ فَقَدْ أَصْبِرُ وَجْمَكَ أَحَبُّ الْوَجْوَةِ إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَلْبَعَضُ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ وَأَهْوَى رِيْقِكَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَلْبَخُضُ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَاصْبِرْ لِبَلَدِكَ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَيَّ وَإِنَّ خِيَابَ أَخْدَانِي وَأَنَا رَيْدُ الْعُمْرَةِ فَمَا ذَا تَرَى فَبَشِّرْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَمْرُهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ تَائِدٌ صَبُوتٌ قَالَ لَا ذَلِكُنَّ أَسْأَلْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا وَاللَّهِ لَا تَأْتِيكَ شَرٌّ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةٍ خُنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ**

৪০২৬. আব্দ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) নাজ্দের দিকে কিছু অশ্বারোহী পাঠালেন। তারা বন্দ হানীফার সন্মামাহ ইবনে উসাল নামক ব্যক্তিকে ধরে আনলো। তাকে মসজিদে (মসজিদে নববী) একটি খামের সাথে বেঁধে রাখলো। নবী (সঃ) তার কাছে আসলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন “ওহে সন্মামা তোমার কি মনে হচ্ছে?” সে বললো, “আমি তো ভালোই মনে করছি। যদি আপনি আমাকে কতল করে দেন তাহলে অবশ্য আপনি একজন খুনীকে কতল করবেন (এত কোনো সম্প্রদায় নেই)। আর যদি আপনি মেহেরবানী করেন, তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির ওপর মেহেরবানী করবেন। যদি আপনি ধন-সম্পদ চান তাহলে ষতটা ইচ্ছা চান।” তিনি তাকে (তার অবস্থার ওপর) ছেড়ে দিলেন। এভাবে (একটি দিন পার হয়ে গিয়ে) পরের দিন আসলো। (এবারেও) তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “ওহে সন্মামা! তোমার কি মনে হচ্ছে?” সে জবাবে বললো, “আমার তাই মনে হচ্ছে যা আমি আপনাকে আগেই বলেছি। (অর্থাৎ) যদি আপনি মেহেরবানী করেন তাহলে একজন কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীর ওপর মেহেরবানী করবেন।”

তিনি তাকে (তার অবস্থার ওপর) ছেড়ে দিলেন। এভাবে তৃতীয় দিন আসলো। তিনি বললেন, “ওহে সুমামা! তোমার কি মনে হচ্ছে?” সে জবাবে বললো, “আমার জই মনে হচ্ছে, যা আমি আপনাকে বলেছি।” তিনি বললেন, “সুমামাকে মৃত্তি দাও।” কাজেই (মৃত্তি পেয়ে) সে মসজিদের কাছে একটি খেজুর বাগানে গেলো এবং সেখানে গোসল করলো। তারপর মসজিদে প্রবেশ করে বললো : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো যাবুদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রসুল। হে মুহাম্মদ! আল্লাহর কসম, সারা দুনিয়ায় আপনার চাইতে বেশী কারোর প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু এখন পৃথিবীতে আপনিই আমার কাছে সব চাইতে বেশী প্রিয়। আল্লাহর কসম, (ইতিপূর্বে) আপনার স্বীনের চাইতে বেশী অপ্রিয় স্বীন আমার কাছে আর কোনোটিই ছিলো না। কিন্তু এখন আপনার স্বীনই আমার কাছে সবচাইতে প্রিয়। আল্লাহর কসম, (ইতিপূর্বে) আপনার শহরের চাইতে বেশী ঘৃণ্য শহর আর কোনোটিই ছিল না। কিন্তু এখন আপনার শহরটিই আমার কাছে সবচাইতে প্রিয়। আপনার অশ্বারোহীরা আমাকে পাকড়াও করেছে এমন এক সময়, যখন আমি উমরাহ করার জন্য বের হয়েছিলাম। এখন আপনি আমাকে কি করতে বলেন? রসুলুল্লাহ (সঃ) তাকে সুসংবাদ দিলেন এবং তাকে উমরাহ করার হুকুম দিলেন। যখন সে মক্কায় পৌঁছলো, কোনো এক ব্যক্তি তাকে বললো, তুমি নাকি বেপ্বান হয়ে গেছো? সে জবাব দিলো, না তা হবে কেন? বরং আমি মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর আল্লাহর কসম, নবী (সঃ)-এর অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে ইয়ামামা থেকে গমের একটি দানাও আসতে পারবে না।

৭.২৫ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمْتُ مُسَيْلِمَةَ الْكُذَّابِ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَدَأَ يَقُولُ إِنَّ جَعْلَلَ لِي مَعَمَدًا مِنْ بَعْدِي يَشْتَعُهُ وَقَدْ مَهَّمَا فِي بَشِيرٍ كَثِيرٍ رَتَنَ دَرْمِهِ فَأَتَيْتُ إِلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ نَائِبٌ ابْنُ تَيْبٍ ابْنُ سُمَّاسٍ وَفِي يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِطْعَةٌ جَرِيرَةٌ حَتَّى وَتَمَّتْ كَلِمَتُهُ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْفِطْرَةَ مَا قَطَعْتُهَا وَذَلِكَ تَعْلُؤًا لِلَّهِ نَيْكٌ وَلَبَنٌ أَدْبُرَتْ لِعَقْرَتِكَ اللَّهُ ذَا إِلَهِي لَوْ زَاكَ الَّذِي أَرَيْتَ زَيْبِ مَا رَأَيْتُ وَهَذَا نَائِبٌ يُمَيِّبُ عَنِّي تَعْرَائِمُ عَنَّهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَسَأْتُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّكَ أَرَى الرَّبَّ أَرَيْتَ نَيْبِهِ مَا رَأَيْتَ فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُنَّا نَائِبُ نَائِبٍ فِي يَدَيْ سَيِّدِي سَيِّدِي مِنْ دَهَبٍ فَأَهْمَيْتُنِي سَأَلْتُهُمَا فَأَذَى إِلَيَّ فِي الْبَتَامِ مِنْ أَنْفُخْتُمَا تَنْفُخْتُمَا فَطَارْنَا وَذَلَّتْهُمَا كُذَّابِيْنِ يُخْرَجَانِ بَعْدِي أَيُّ أَحَلَّ مِمَّا أَلْعَنِي وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةَ -

৪০২৭. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ)-এর জামানায় মুসা ইলামা কাযযাব মদানায়) আসলো। সে বলতে লাগলো, যদি মুহাম্মদ আমাকে তাঁর পরে খলীফা বানিয়ে দেন তাহলে আমি তাঁর অনুগত হয়ে যাবো। তার কওমের বহু লোককে সংগে নিয়ে সে (মদানায়) এসেছিল। রসুলুল্লাহ (সঃ) সাথে ইবনে কয়েস ইবনে

গাম্‌মাসকে সংগে নিয়ে তার কাছে চললেন। (সে সময়) তাঁর [রসূলুল্লাহ (সঃ)]-এর হাতে ছিল খেজুরের একটি ডাল। অবশেষে তিনি নিজের সাহাবাগণকে সংগে নিয়ে মূসা ইলামার কাছে খেদে গেলেন। তিনি বললেন : যদি তুমি আমার কাছে এ ডালটি - চাও তাহলে আমি তাও তোমাকে দেবো না। তোমার ব্যাপারে আব্বাহর হুকুম মিথ্যা হতে পারে না। যদি তুমি আমার সান্নগত্য অস্বীকার করো তাহলে আব্বাহ তোমাকে ধ্বংস করে দেবেন। আমি তো তোমাকে ঠিক তেমনই দেখছি যেমনটি আমাকে দেখানো হয়েছিলো আর এই সাবেত রইলো, আগার পক্ষ থেকে সে তোমাকে জওয়াব দেবে। তারপর তিনি তার কাছ থেকে চলে আসলেন। ইবনে আব্বাস বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর "আমি তো তোমাকে ঠিক তেমনই দেখছি যেমনটি আমাকে দেখানো হয়েছিল" - কথাটির অর্থ জিজ্ঞেস করায় আব্ব হুরাইরা (রাঃ) আমাকে বললেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : একদিন আমি ঘুমিয়েছিলাম। ঘুমের মধ্যে দেখলাম, আমার হাতে দুটো সোনার কংকন। কংকন দুটোর (খারাপ) অবস্থা দেখে আমার দুঃখ হলো। তখন স্বপ্নের মধ্যে আমাকে অহীর মাধামে জানানো হলো যে, কংকন দুটোতে ফুক দাও। আমি সে দুটোতে ফুক দিলাম। তাতে সে দুটো উড়ে গেলো। এই কাব্যাব-মিথ্যাক ও ভুল দুটিই হচ্ছে আমার সেই স্বপ্নের তাবীর। আমার পর এরা দু'জন বের হবে। এদের একজন হচ্ছে আনসী এবং অন্যজন হচ্ছে মূসা ইলামা।

২-২৮ عَنْ هَمَامِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَا أَنَا وَأَبُو إِيمْتٍ بِحَضْرَتِ الْأَثَرِ بْنِ قُضَيْعٍ فِي كَفَى سَوَارِبٍ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبَّرَ أَيْ نَادَى إِلَى أَنْ انْفُخْتُمَا فَنَفَخْتُمَا نَدَّ حَبَانًا فَادَّرْتُمَا الْكَذَّابِينَ الَّذِينَ أَنَابِيَهُمَا صَاحِبٌ صُعَاءٌ وَصَاحِبٌ أَيْمَامَةٌ.

৪০২৮. হাম্মাম থেকে বর্ণিত। তিনি আব্ব হুরাইরাকে বলতে শুনছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : একদিন আমি ঘুমিয়েছিলাম। (ঘুমের মধ্যে) দু'নিয়ার সম্পদ আমাকে সন্না হলো। তারপর আমার হাতে দুটো সোনার কাঁকন রাখা হলো। তা আমার ওপর বেশ ভারী হয়ে গেলো। আমার ওপর অহী নাযিল হলো। ওই দুটোতে ফুক দাও। আমি দুটোতে ফুক দিলাম। দুটো উধাও হয়ে গেলো। এই দু' কাব্যাবকে আমি এর তাবীর ধরে নিয়োঁছ—যাদের মাঝখানে এখন আমি অবস্থান করছি। এদের একজন হচ্ছে সামআ'ওরাল্লা (অর্থাৎ আনসী) এবং অন্যজন হচ্ছে ইয়ামামাওরাল্লা (অর্থাৎ মূসা ইলামা)।

২-২৯ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعَطَارِيِّ يَقُولُ كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ بِأَدَا وَجَدْنَا حَجْرًا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ أَيْمَانَةٌ وَأَخَذْنَا الْأَخْرَ نَادَا لَمْ نَجِدْ حَجْرًا جَمَعْنَا جُثَّةً مِنْ تَرَابٍ تُرَجِّمُنَا بِأَشَاةٍ فَحَلَبْنَا عَلَيْهِ نَسْرَ طِفْنَابِهِ نَادَا دَخَلَ شَهْرٌ رَجَبٌ ثَلَاثًا مَنِيصَلُ الْأَيْمَةِ فَلَا نَدْعُ رَمْعَانِيهِ حَدِيدٌ وَلَا سَهْمَانِيهِ حَدِيدٌ وَالْأَنْزَعَانَةُ نَالَيْتُهُمَا مَعَهُمْ رَجَبٌ قَالَ وَ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ يَقُولُ كُنْتُ يَوْمَ بَيْتِ النَّبِيِّ

وَعَلَى اللَّهِ قُدْرَةٌ مَا أَرْمَى إِلَيْهِ فَلَمَّا سَمِعْنَا بِمَجْرَدِهِ فَكَّرْنَا إِلَى التَّارِكِ الْمَيْلَةَ
الْكَذَّابِ.

৪০২৯. আব্দ রাজা উতারিদী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা পাথর পূজা করতাম। একটার চাইতে আর একটা ভালো পাথর পেলে আমরা প্রথমটা ফেলে দিতাম এবং দ্বিতীয়টা কুড়িয়ে নিতাম। আর কোনো পাথর না পেলে মাটি স্তূপাকার করতাম। তারপর ছাগল নিয়ে আসতাম এবং সেই মাটির স্তূপের ওপর ছাগলের দুধ দোহন করতাম। তারপর তার চারদিকে ভোগ্য করতাম। আর রজব মাস আসলে আমরা বলতাম, এটা হচ্ছে তাঁর প্রভৃতির তীক্ষ্ণতা দূর করার মাস। কাজেই কোনো তাঁর ও বর্ষার তীক্ষ্ণতা দূর না করে আমরা ছাড়তাম না এবং রজবের সারা মাস ধরে আমরা সেগুলো নিক্ষেপ করতে থাকতাম। (বর্ণনাকারী) মেহদী বলেন : আমি আব্দ রাজাকে বলতে শুনোছি, যেদিন নবী (সঃ) নব্বুয়াত লাভ করেন সোঁদন আমি ছিলাম অল্পবয়স্ক বালক মাত্র। তখন আমি আমাদের পরিবারের উট চরাতাম। যখন আমরা শুনলাম তাঁর [মুহাম্মদ (সঃ)-এর] আবির্ভাবের খবর, আমরা পালিয়ে গেলাম জাহান্নামের দিকে, (অর্থঃ) মুসাইলামাতুল কাশ্বাবের দিকে।

অনুচ্ছেদ : আলওয়াদুল জানানির কাহিনী।

৪০৩০. عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ بَلَّغْنَاكَ مَيْلَةَ الْكَذَّابِ قَدِيمَ الْمَدِينَةِ فَتَزَلُّ فِي ذَارِبِئِ الْحَارِثِ وَكَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ الْحَارِثِ بْنِ كُرَيْبٍ وَهِيَ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ مَسْبُوحٍ وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ حَطِيبٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَضْيِيبٌ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ لَهُ مَيْلَةُ إِنَّ شِدَّتْ عَلَيَّتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْأُمْرَةِ جَعَلْتَهُ لَنَا بَعْدَكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ سَأَلْتَنِي هَذَا الْعَفْصِيبَ مَا حَطِيبْتَكُهُ وَإِنِّي لَا رَأْيَ لِي فِيهِ مَا أَرَيْتُ فِيهِ وَهَذَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ سَيْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَتْبَةَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي دُكِرَ بِهَا الْبَيْنُ الْبَيْنُ مِنْ دُحَيْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَامِرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ وَفَعَّ فِي يَدَيْ سَوَائِرَ مِنْ دُحَيْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَامِرٍ فَفَعَّلْتُهُمَا وَكَسَرْتُهُمَا فَاذِنِي فَنَشَقَّتُهُمَا فَفَارَا أَنَا دُحَيْبُ بْنُ قَيْسِ بْنِ عَامِرٍ يَخْرُجَانِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْعَنْبِيَّ الَّذِي قَتَلَهُ فَيُرْوَى بِأَيْمَنِ وَالْأَخْرَجَهُ مَيْلَةَ

৪০৩০. উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের কাছে খবর পৌঁছেছে যে, মুসাইলামাতুল কাব্বা মদীনার আসলো। সে হারেস কন্যার গৃহে অবস্থান করলো। হারেস ইবনে কুরেযের কন্যা এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমেরের মা ছিল তার স্ত্রী। রসূলুল্লাহ (সঃ) সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাসকে নিয়ে তার কাছে আসলেন। সাবেতকে বলা হতো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খতীব (মুখপাত্র)। সে সময় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে ছিল একটি গাছের ডাল। তিনি তাঁর কাছে ধামলেন এবং তার সাথে কথা বললেন। মুসাইলামা তাঁকে বললো : আপনি চাইলে আমার ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের মাঝখান থেকে প্রতিবন্ধক উঠিয়ে দিতে পারেন তারপর তা আমার জন্য নির্দিষ্ট করে দেবেন। নবী (সঃ) তাকে বললেন : তুমি যদি আমার কাছে এ গাছের ডালটি চাও তাহলে তাও আমি তোমাকে দেব না। আর আমি তো তোমাকে ঠিক তেমনটিই দেখছি যেমনটি স্বপ্নের মধ্যে দেখানো হয়েছিল। আর এই সাবেত ইবনে কায়েস রইলো, সে আমার পক্ষ থেকে তোমাকে জওয়ার দেবে। তারপর নবী (সঃ) ফিরে আসলেন। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ বলেন : আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উল্লেখিত স্বপ্নটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। ইবনে আব্বাস বললেন : আমাকে বলা হয়েছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন : একদিন ঘুমের মধ্যে আমাকে দেখানো হলো আমার হাতের ওপর দুটি সোনার কংকন রাখা হয়েছে। আমি মাঝে গেলাম এবং ও দুটি আমার কাছে খারাপ ঠেকলো। আমাকে হুকুম করা হলো, আমি ও দুটিতে ফর্দক দিলাম। তারা উধাও হয়ে গেলো। আমি এর তাবীর করলাম, (আমার পরে) দু'জন ভন্ড (নবী) বের হবে। উবাইদুল্লাহ বলেন : তাদের একজন হচ্ছে আনসী, যাকে ফাইরোয নামক এক বর্জ্জ ইয়ামনে হত্যা করে এবং অন্যজন ছিল মুসাইলামা।

অনুচ্ছেদ : নাজরানবাসীদের কাহনী ১৬০

৪-৩৮ - عَنْ حَدِيثِ تَالِ جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبًا نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 يُرِيدَانِ أَنْ يَكُونَا تَالِ تَقَالَ اَهْلًا هَا. لِصَاحِبِهِ لَأَتَعُدَّ قَوْلَهُ لِيْنِ كَانَتْ سَيِّئًا لَنَا عَنَّا
 لَا نُفِيْمُ عَنِّي وَلَا عَقِبْنَا مِنْ يَعْدِ تَا قَالِ اِبْنُ تَعِيْبِكَ مَا سَأَلْنَا وَابْنُكَ مَعَنَا رَجُلًا
 اَمِيْنًا وَلَا تَبِعْتْ مَعَنَا اِلَّا اَمِيْنًا فَقَالَ لَا بَعَثْتُمْ مَعَكُمْ رَجُلًا اَمِيْنًا اَحَقَّ اَمِيْنٍ حَقِّ اَمِيْنٍ
 فَاسْتَشْرَفَتْ لَهَا اصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ قَسْرِيَا اِبَاعِيْبِكَ تَبْنِ الْجَمْرَةَ اِحْرَقْنَا
 تَامَ تَانَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَدَّ اَمِيْنٍ هَذِهِ الرُّمَّةُ -

৪০৩১. হুসাইফা থেকে বর্ণিত। আকেব ও সাইয়েদ নামক নাজরানের দু'জন সরদার রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলো। তারা চাচ্ছিল তাঁর সাথে লা'আন করতে। ১৬১ তাদের একজন অন্যজনকে বললো : লা'আন করো না। কারণ আল্লাহর কসম, যদি ইনি সত্যই নবী হয়ে থাকেন এবং আমরা তাঁর সাথে লা'আন করি তাহলে আমরা এবং আমাদের পর আমাদের সন্তানরা কখনো নাজাত লাভ করতে পারবে না। তারা দু'জন বললো :

১৬০. নাজরান ইয়ামনের একটি প্রসিদ্ধ শহর।

১৬১. পর-পর লা'আন করাকে মুরাহালও বলা হয়। এর পশ্চাৎ হচ্ছে, উভয় পক্ষ নিজেদের পরিবার-পরিজনসহ লোকালয় থেকে বের হয়ে যখন চলে যাবে এবং সেখানে গিয়ে এ বলে আল্লাহর কাছে সোয়া করবে আনাদের মধ্যে যে মিথ্যুক তার ওপর গম্বব নাখিল করবে।

আপনি আমাদের কাছে যা চাইবেন আমরা তাই আপনাকে দেবো। আর (এজন্য) একজন আমানতদার ব্যক্তিকে আমাদের সাথে পাঠান এবং আমানতদার ছাড়া অন্য কোনো (খেরা-নতকারী) ব্যক্তিকে আমাদের সাথে পাঠাবেন না। তিনি বললেন : আমি তোমাদের সাথে এমন একজন আমানতদারকে পাঠাবো যে যথার্থই এবং পাকা আমানতদার। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাগণ অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় তিনি বললেন : দাঁড়াও, হে আব্দু উবাইদাহ ইবনুদ জাররাহ! আব্দু উবাইদাহ দাঁড়াবার পরে তিনি বললেন : এ হচ্ছে এ উম্মতের আমানতদার।

২০৩২. عَنْ حَدِيثَةٍ تَالِ جَاءَ أَحَدُ بَحْرَانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ابْعَثْ لَنَا رَجُلًا أَمِينًا فَقَالَ لَدُعْتَنِي إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا عَقِي أَمِينٌ كَأَسْتَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ -

৪০৩২. হুসাইফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নাজরানবাসীরা আসলো নবী (সঃ)-এর কাছে। তারা বললো : আমাদের জন্য একজন আমানতদার ব্যক্তিকে পাঠান। তিনি বললেন : অবশ্যই আমি একজন যথার্থ ও পাকা আমানতদার ব্যক্তিকে তোমাদের কাছে পাঠাবো। লোকেরা (এ সম্মানের অধিকারী কে হর তা জানার জন্য গভীর উৎসুকা নিয়ে) অপেক্ষা করছিল। এমন সময় তিনি আব্দু উবাইদাহ ইবনুদ জাররাহকে পাঠালেন।

২০৩৩. مَنْ أُنِسَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ هَدِيهِ الْأُمَّةَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ -

৪০৩৩. আনাস নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : প্রত্যেক উম্মতের একজন আমানতদার আছে আর এ উম্মতের আমানতদার হচ্ছে আব্দু উবাইদাহ ইবনুদ জাররাহ।

অনুবাদ : ওমান ও বাহরাইনের কাহিনী।

২০৩৪. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ تَدْرَجَاءَ مَا لِي بِالْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا تَلَا مَا تَلَا ثُمَّ يَقْدُمُ مَا لِي بِالْبَحْرَيْنِ حَتَّى قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا تَلَا مَا لِي بِالْبَحْرَيْنِ قَالَ لِي يَا بَكْرِ أَمْرٌ مَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ دِينِي أَدْعِيهِ فَلْيَأْتِنِي قَالَ جَابِرٌ فَجِئْتُ يَا بَكْرِ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَوْ تَدْرَجَاءَ مَا لِي بِالْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا تَلَا مَا تَلَا قَالَ فَأَعْطَانِي قَالَ جَابِرٌ فَلَقِيتُ يَا بَكْرِ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتُهُ تَلَا يَعْطِينِي ثُمَّ أَيْتِيَهُ الثَّانِيَةَ فَلَمْ يَعْطِينِي ثُمَّ أَيْتِيَهُ الثَّلَاثَةَ فَلَمْ يَعْطِينِي فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَيْتَيْتَكَ فَلَمْ تَعْطِنِي ثُمَّ أَيْتَيْتَكَ فَلَمْ تَعْطِنِي يَا مَأَاثُ تَعْطِينِي دَامَا أَنْ يَجْعَلَ

عَمِّي نَقَالَ أَتَلَّتْ تَبْحُلَ عَمِّي وَأَيُّ ذَاوِ أَدْوَاهِ مِنَ الْبَحْلِ تَأَلَّمَا تَلَّةً تَأَمَّا مَعْتَك مِنْ
مَرَّةٍ إِلَّا دَأَانَا رِيْدًا أَنْ أُعْطِيكَ وَهَكَذَا هَمِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جُنْتُهُ -

৪০৩৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেছিলেন, বাহরাইন থেকে ধন-সম্পদ আসলে আমি তোমাকে দেবো। এতোটা, এতোটা, তিনবার (তিনি ইশারা করেন)। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় বাহরাইন থেকে কোনো ধন-সম্পদ আসলো না। তাঁর ইন্তেকালের পর আব্দু বকরের আমলে যখন সেই ধন-সম্পদ আসলো তিনি ঘোষক দিয়ে ঘোষণা করে দিলেন : যদি নবী (সঃ)-এর কাছে কারো ঋণ বাবদ প্রাপ্য থাকে বা তিনি কাউকে কিছ্ দেবার ওয়াদা করে গিয়ে থাকেন, তাহলে সে আমার কাছে আসতে পারে। জাবের বলেন, আমি আব্দু বকরের কাছে গেলাম। আমি তাঁকে জানালাম যে, নবী (সঃ) আমাকে তিনবার ইশারা করে বলেছিলেন, বাহরাইন থেকে ধন-সম্পদ আসলে তোমাকে এতোটা, এতোটা, এতোটা দেবো। জাবের বলেন : আব্দু বকর আমাকে ধন-সম্পদ দিলেন। তারপর আমি আবার আব্দু বকরের কাছে গেলাম এবং তাঁর কাছে চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাকে দিলেন না। তারপর আমি স্বীয়ভায়ে গেলাম। কিন্তু তিনি আমাকে দিলেন না। আমি তৃতীয়বার তাঁর কাছে গেলাম। কিন্তু এবারও তিনি দিলেন না। আমি তাঁকে বললাম, আমি আপনার কাছে আসলাম কিন্তু আপনি আমাকে দিলেন না। তারপর আসলাম, তখনো দিলেন না। আবার আসলাম, তবুও দিলেন না। কাছেই এখন হস্ত আপনি আমাকে দিন, নগ্নতো আমি মনে করবো আপনি আমার ব্যাপারে কাপণ্য করছেন। আব্দু বকর বললেন : "তুমি এঁকে বলছো, আমি তোমার ব্যাপারে কাপণ্যতা করছি? কাপণ্যতার চাইতে খারাপ ব্যাধি (দুর্নিয়াম) আর কি আছে? তিনবার তিনি এ কথা বললেন। আমি যখনই তোমাকে অর্থ দেয়া থেকে হাত গুড়িয়ে নিরোছি তখনই আমি মনে করছি অন্য কোথাও থেকে তোমাকে দেবো।" আর আমার মুহাম্মাদ ইবনে আলী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছেন : আমি আব্দু বকরের কাছে গেলাম। তিনি বললেন : এগুলো (অর্থ) গুণতি করো। আমি গুণলাম। এগুলো পাঁচশো ছিল। তিনি বললেন : (ওখান থেকে) এ পরিমাণ আরো দেবার নিয়ম নাও।

অনুচ্ছেদ : আশ'আরী ও ইয়ামনীদের আগমন। আর হযরত আব্দু মুসা আশ'আরী (রাঃ) আশ'আরীদের ব্যাপারে নবী (সঃ)-এর এ বাণী উদ্ধৃত করেছেন—তারা আমার অন্তর্ভুক্ত এবং আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত।

২-৩৫ - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَدِمْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ فَمَكَّنْتُنَا جِبْتًا مَاتَرَا
بَيْنَ مَعْرِدٍ دَأَمَةٌ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ مِنْ كَثْرَةٍ دَحُوْلِمِمْ وَكَرُوْمِمْ لَهُ -

৪০৩৫. আব্দু মুসা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ও আমার ডাই ইয়ামন থেকে আসলাম। দীর্ঘকাল আমরা অবস্থান করলাম। [নবী (সঃ)-এর খেদমতে]। ইবনে মাসউদ ও তাঁর মায়ের অত্যধিক আসা-যাওয়ায় এবং অধিকাংশ সময় তাঁর [নবী (সঃ)]-এর সংগে থাকার কারণে আমরা তাদেরকে আহলে বায়েতের অন্তর্ভুক্ত মনে করেছিলাম।

২-৩৬ - عَنْ زُهَيْدٍ قَالَ لَبَّاسِي أَبُو مُوسَى أَلْزَمَ هَذَا الْكُفَى مِنْ جِبْتٍ وَإِنَّا لَجُلُوسٌ

هَذَا وَذَوْرَيْحُ دِي وَجَا دِي الْقَوْمِ اِرْمَلِ جَالِسٍ قَدْ مَا بِلِي الْعَدَا اِقْتَالَ اِنِّي رَاَيْتُكَ
 يَا حُلْدُ شَيْئًا فَقَدِ رُتُهُ تَاكَ حَلْمَ نَايَةَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَا حُلْدُ تَاكَ اِنِّي حَلَفْتُ
 لَا اَحْكُلُهُ تَاكَ حَلْمَ اُحْيِيكَ هَنْ يَمِينِكَ اِنَّا اَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ نَمْرًا مِّنَ الْاَشْعَرِيِّينَ
 نَاَسْتَحْمَلُنَا ۗ فَاِيْنَا اَنْ يَّحْمِلُنَا نَاَسْتَحْمَلُنَا ۗ فَحَلَفْتُ اَنْ لَا يَحْمِلُنَا ثُمَّ لَمَّا يَلَيْتُ
 النَّبِيَّ ﷺ اَنْ اِنِّي بِنَصْبِ اِبْلِ نَا مَوْلَانَا يَحْسِبُ دُوْدٍ فَلَمَّا بَقِصْنَا مَا تَلْنَا تَفَلَّنَا النَّبِيَّ ﷺ
 يَمِيْنُهُ لَا نَقْرِبُ بَعْدَ مَا اَبَدْنَا نَاَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَنْتَ لِي حَلَفْتُ اَنْ لَا يَحْمِلُنَا
 وَ قَدْ حَمَلْنَا تَاكَ اَجَلًا وَلِكُنِي لَا اَحْلِفُ عَلَا يَمِيْنٍ نَا رَاَيْ عِيْرًا حَا خِيْرًا مِّنْهَا اِلَّا
 اَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِّنْهَا۔

৪০৩৬. ষাহদাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আব্দু মন্সা আসলেন। তিনি জারম গোত্রকে মর্ষাদার অভিষিক্ত করলেন। আমি তখন সেখানে তাঁর কাছে বসেছিলাম, তিনি মদ্রগী খাচ্ছিলেন। (উপস্থিত) লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি বসে ছিলেন, আব্দু মন্সা তাকে খেতে ডাকলেন। লোকটি বললেন : আমি মদ্রগীকে কিছু খেতে দেখেছি, তাই তার গোশত খেতে আমার অনিচ্ছা। আব্দু মন্সা বললেন : (সেজন্য কি হয়েছে?) এসে যাও কারণ আমি নবী (সঃ)-কে মদ্রগী খেতে দেখেছি। লোকটি বললেন : আমি কসম খেয়েছি কখনো মদ্রগী খাবো না। আব্দু মন্সা বললেন : এসে যাও, তোমার কসম সম্পর্কে আমি তোমাকে বলছি। আমরা আশ'আরী গোত্রের একদল লোক একদিন নবী (সঃ)-এর কাছে আসলাম। আমরা তাঁর কাছে সওয়ারী চাইলাম। তিনি আমাদেরকে সওয়ারী দিতে অস্বীকার করলেন। আমরা আবার সওয়ারী চাইলাম। এবার তিনি সওয়ারী না দেবার জন্য কসম খেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে নবী (সঃ)-এর কাছে নালে গণীমাতের উট এসে গেলো। তিনি আমাদেরকে পাঁচটি উট দেবার হুকুম দিলেন। উট নিজেদের হস্তগত করার পর বললাম, নবী (সঃ) তাঁর কসম ভুলে গেছেন, এ অবস্থায় আমরা কখনো সফলকাম হতে পারবো না। কাজেই আমি তাঁর কাছে এসে বললাম : হে আশ্লামের রসূল! আপনি আমাদেরকে সওয়ারী না দেবার জন্য কসম খেয়েছিলেন, অথচ আপনি আমাদেরকে সওয়ারী দিলেন। জবাবে তিনি বললেন : অবশ্যই কসম খেয়েছিলাম, তবে আমি যদি কখনো কোনো কসম খাই এবং তার বিপরীতভাবে ভালো পাই তাহলে যার মধ্যে ভালো আছে, সেটিই গ্রহণ করি।

۴۳۴ هـ هُنَّ عِمْرَاتُ بْنُ حَصِيْنٍ قَالَتْ جَاءَتْ بَنُو تَمِيْمٍ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ
 اَبْتَرُوْا يَا بَنِي تَمِيْمٍ قَالُوْا اِمَّا اِذَا بَشَرْنَا نَا هِطْنَا مُعْبِرًا وَجْهَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ
 فَبَاءَ نَاسٌ مِّنْ اَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَقْبِلُوْا الْبَشْرَى اِذْ لَمْ يَقْبَلَا بَنُو تَمِيْمٍ
 قَالُوْا اَقْبَلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ۔

৪০৩৭. ইয়মান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বন্দু তামীম রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলো। তিনি বললেন : হে বন্দু তামীম! সুসংবাদ গ্রহণ করো। তারা বললো : আপনি সুসংবাদ তো দিয়ে দিলেন এখন আমাদেরকে কিছু (আর্থিক) দেন। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেলো। এমন সময় ইয়ামনের কি

লোক আসলো। নবী (সঃ) বললেন : বন্দু ভায়ীম বখন সুসংবাদ গ্রহণ করলো না তখন তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। ভারা বললো : হে আল্লাহর রসূল! আমরা অবশ্যই গ্রহণ করে নিলাম।

৩৮৩৮ - مَنْ أَيْدِي مُسَوِّدَاتِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلَيْمَاتٌ هُمْنَادَا شَارِبِيذٍ إِلَى الْيَمِينِ وَالْيَحْفَاءُ ذُقْنَا الْقُلُوبِ فِي الْفَدَايَيْنِ فَبَدَأَ أَمْوَالِ أَدْنَابِ الْإِبِلِ مِنْ حَيْثُ تَطْلُعُ قُرْنَا الشَّيْطَانِ رُبَيْعَةَ وَمَصْرَ.

৪০৩৮ আব্দু মাস'উদ থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) নিজের হাতের সাহায্যে ইয়ামনের দিকে ইশারা করে বললেন : ঈমান ওখানে আছে। ১৩৩২ আর কঠোরতা ও হৃদয়হীনতা মসার ও রাবায়ার এক চেটিয়া, যারা উটের লেজের কাছে দাঁড়িয়ে আওয়াজ দেন, যেখান থেকে সূর্য ওঠে। ১৩৩৩

৩৮৩৯ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمِينِ مُوَارَاتٍ أَفْسِدُكُمْ ذَاتَيْنِ تَلَوْنَا أَلَيْمَاتٌ يَمَانٌ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ وَالْفَخْرُ وَالْحَمْدُ فِي أَصْحَابِ الْإِبِلِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ النَّخْرِ.

৪০৩৯. আব্দু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেন : ইয়ামনবাসীরা তোমাদের কাছে এসেছে। তাদের মন সংবেদনশীল ও হৃদয় কোমল। ঈমান হচ্ছে ইয়ামনী এবং হিকমাতও ইয়ামনী। আর গর্ব ও অহংকার উটওয়ালাদের একচেটিয়া। অন্য দিকে শান্তি ও শৈর্ষ-গাম্ভীর্য মেয়পালকদের (সম্পত্তি)।

৩৮৪০ - مَنْ أَيْدِي مُسَوِّدَةٍ أَنْتَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَلَيْمَاتٌ يَمَانٌ وَالْفِتْنَةُ هُمَا هُمَا يَطْلُعُ قُرْنَا الشَّيْطَانِ

৪০৪০. আব্দু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেন : ঈমান হচ্ছে ইয়ামনী আর ফিতনা সেখানে আছে। ১৩৩৪ যেখান থেকে উদ্ভূত হয় সূর্য।

৩৮৪১ - مَنْ أَيْدِي مُسَوِّدَةٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمِينِ أَضْعَفُ قُلُوبًا ذَاتَيْنِ أَلْفِيهِ يَمَانٌ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ.

১৬২. ইয়ামনের দিকে ইংগিত করার কোনো গভীর অর্থ থাকতে পারে। তবে আপাত দৃষ্টিতে যা মনে হয়, এখানে ইয়ামনবাসীদের দ্রুত ও সুন্দরভাবে ঈমান কবুল করার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে অইয়ামনবাসীদের ঈমানের প্রতি কোনো নেতিবাচক ইংগিত নেই, এ কথা ও সুস্পষ্ট।

১৬৩. বুল হাদীসে শরতানের দু'শিখ-এর মাঝখান থেকে সুবে'লয়ের কথা বলা হয়েছে। কারণ সুবে'লয়ের সময় শরতান গিয়ে সুবে'ল সামনে দাঁড়ায়। যেখান থেকে সূর্য ওঠে বলে আসলে ইয়ামনের পূর্ব দিকে অবস্থানকে নিদেশ করা হয়েছে।

১৬৪. বিভিন্ন হাদীসে ইয়ামন থেকে ফিতনার আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে।

৪০৪১. আব্দ হুদাইরা থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেন : তোমাদের কাছে এসেছে ইয়ামনবাসীরা। তারা নরম দিন ও সংবেদনশীল হৃদয়ের অধিকারী। ফিকাহ হচ্ছে ইয়ামনী এবং হিকমত ও ইয়ামনী। ১৬৫

۴۰۴۱ عَنْ عَلْقَمَةَ تَالِ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَجَاءَ خُبَابٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَيْسْتَبِيحُ هُوَ لِإِذِ النَّبِيِّ أَنْ يَقْرَأَ وَكَمَا تَقْرَأُ قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوِ تَبِتُّ أَمْرًا بَعْضُهُمْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ قَالَ أَجَلٌ قَالَ إِتْرَأُ يَا عَلْقَمَةُ فَقَالَ رَأَيْتُ بِنَ مُحَمَّدٍ بَرًّا خَيْرًا زِيَادِ بْنِ مُحَمَّدٍ بَرًّا تَأْمُرُ عَلْقَمَةَ أَنْ يَقْرَأَ وَكَأَنَّهَا قَالَتْ يَا أُمَّتُكَ إِنَّ نَسْتُ أَخْبَرْتُكَ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي تَزْوِيكِ وَتَزْوِيهِ تَقْرَأُتُ حَمِيْنِ آيَةً مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى قَالَ تَرَى أَتَى أَحْسَنَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَا أَقْرَأُ شَيْئًا إِلَّا ذَهَبَ يَقْرَأُ الْأَشْرَارُ لَقِيتُ إِلَى خُبَابٍ وَعَلَيْهِ خَاشِعٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ الْكُرَيَانُ لِمَ ذَا الْخَاشِعِ أَنْ يَأْتِيَ فَقَالَ أَمَا إِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ عَلَى يَدِ الْبُرْمِ فَأَنْقَالَ-

৪০৪২. আলকামাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা ইবনে মাসউদের সাথে বসে-ছিলাম এমন সময় খাব্বাব আসলেন। তিনি বললেন : হে আব্দ আবদুর রহমান (অর্থাৎ ইবনে মাসউদ)! এ যবকরা কি আপনার মতো কোরআন পড়তে পারে? ১৬৬ তিনি জবাব দিলেন : যদি আপনি চান তাহলে আমি তাদের কাউকে আদেশ করি আপনাকে কোরআন পড়ে শুনান। খাব্বাব বললেন : অবশ্য শুনবার ব্যবস্থা করুন। ইবনে মাসউদ বললেন : হে আলকামাহ্! পড়ে। যিয়াদ ইবনে জুদাইরের ভাই যিয়েদ ইবনে জুদাইর বললেন : আপনি আলকামাকে পড়তে বলছেন? অথচ সে আমাদের চেয়ে ভালো পড়ে না। ইবনে মাসউদ জবাবে বললেন : যদি তুমি চাও তাহলে আমি তোমার কওম ও তার কওম সম্পর্কে নবী (সঃ) যা বলেছেন তা শুনিয়ে দিতে পারি। (আলকামা বলেনঃ) আমি সূরা মারিয়ম থেকে পঁচাত্তি আয়াত পড়ে শুনিয়ে দিলাম। আবদুল্লাহ (অর্থাৎ ইবনে মাসউদ) বললেন : (হে খাব্বাব!) কেমন মনে হলো? খাব্বাব জবাব দিলেন : বেশ ভালোই পড়েছে। আবদুল্লাহ বললেন : আমি যেমন পড়ি আলকামাহ্ ঠিক তেমনিই পড়ে। তারপর তিনি খাব্বাবের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করলেন, যার হাতে সোনার আংটি ছিল এবং বললেন : আচ্ছা, এ আংটিটা খুলে ফেলার সময় কি এখনো আসেনি? খাব্বাব জবাবে বললেন : আজকের পর থেকে এটা আর আমার হাতে দেখবেন না। তারপর তিনি সেটা ফেলে দিলেন।

অনুচ্ছেদ : দাওস গোত্র এবং তুফাইল ইবনে আমর দাওসীর কাহিনী। ১৬৭

১৬৫. ফিকাহ হচ্ছে শ্বাবীর গভীর জ্ঞান আর হিকমত হচ্ছে এ জ্ঞানের সূক্ষ্ম প্রয়োগ পদ্ধতি।

১৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ অত্যন্ত সুমিস্ট স্বরে কোরআন পড়তেন। রসুলুল্লাহ (সঃ) যে গুণটিকের সাহাবা থেকে কোরআন শিখতে বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তাদের অন্যতম।

১৬৭. দাওস ইয়ামনের একটি প্রভাবশালী গোত্র। এ গোত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তি তুফাইল দাওসী

۴۰۳۳- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ الطَّفِيلُ بِنِ عَمْرِو الدَّؤِيبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ دُونَكَ هَلَكَتْ عَمَتْ وَأَبَتْ فَأَدْعُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَهْلُ دُونَكَ أَتَيْتَ بِهِمْ-

8080. আব্দ হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ছুফাইল ইবনে আমর দাওসী নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বললেন : দাওস গোত্র তো ধ্বংস হয়ে গেছে, তারা নাফরমানী করেছে ও ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করুন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : হে আল্লাহ! দাওস গোত্রকে হেদায়াত করো এবং তাদেরকে ইসলামের মধ্যে নিয়ে এসো।

۴۰۳۴- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ تَلَمَّتْ فِي الظَّرِيقِ يَا لَيْكَةَ مِنْ لَوْلِيَاءَ عَنَائِيهَا عَلَى أَنْتُمْ مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّيْتِ وَأَبَتْ عَلَامَ لِي فِي الظَّرِيقِ لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَا يَعْنَتُهُ بَيْنَنَا أْنَا عِنْدَهُ إِذَا طَلَعَ الْعَلَامُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَاهُ يِرَّةَ هَذَا عَلَامُكَ تَقُلْتِ هُوَ لَوْ جِهَ اللَّهِ فَأَمْتَقْتَهُ

8088. আব্দ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন নবী (সঃ)-এর খেদমতে এসেছিলাম তখন পথে বলেছিলাম :

“যত দীর্ঘ পরিপ্রমে কাটুক এ রাতটুক
দারুল কুফর থেকে মুক্তি পেয়েছি
এতটুক সাল্বনা আমার।

আর আমার একটি গোলাম ছিল। গোলামটি মাঝপথে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর আমি এসে পেঁাছিলাম নবী (সঃ)-এর কাছে। তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করলাম। এক সময় আমি তাঁর কাছে বসেছিলাম, হঠাৎ দেখি আমার গোলামটি সেখানে এসে হাযির। নবী (সঃ) বললেন : হে আব্দ হুরাইরা! এই যে তোমার গোলামটি এসে গেছে। আমি বললাম, তাকে আমি আশাদ করে দিলাম আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে।

অনুচ্ছেদ : তায়ী গোত্রের প্রতিনিধিদল ও আদী ইবনে হাতেমের কথা। ১৬৮

۴۰۳۵- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ أَتَيْنَا عُمَرَ فِي وَدُنْدٍ فَيَعْلَى يَدِ عُمَرَ مَجْلَدٌ رَجُلًا يُسَيِّئُهُمْ فَقُلْتُ أَمَا تَعْرِفُنِي يَا أُمَيْرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ بَلَى أَسَلِمْتُ إِذْ كَفَرْتُ وَإِذَا أَتَيْتُ إِذَا دُرُّو دَاؤُ دَيْتُ إِذْ عَدُّرُوا إِذْ عَرُمْتُ إِذْ أُنْكُرُوا فَقَالَ عَدِيٌّ نَدَى أَبَا إِذَا

মক্কার ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর নিজের দেশে ফিরে যান এবং তাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করেন। সেখান থেকে খাব্রবার বিখ্যয়ের বছরে নিজের গোত্রের লোকজনসহ মদীনার হিজরত করেন। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইস্তিকাল পর্বত তিনি এখানে অবস্থান করেন।

১৬৮. হবরত আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) ইসলামের বিখ্যাত তায়ী গোত্রের শাসক দাতা'প্রধান হাতেম

৪০৪৫. আদী ইবনে হাতেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে উমরের কাছে আসলাম। তিনি এক একজনকে নাম ধরে ধরে ডাকতে লাগলেন। আমি বললাম : হে আমীরুল মুমেনীন! আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না? তিনি বলেন : কেন চিনতে পারবো না? যখন লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল, তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছিলে। যখন লোকেরা পেছনে সরে গিয়েছিল, তুমি সামনে এগিয়ে এসেছিলে। যখন লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তুমি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছিলে। যখন লোকেরা (ইসলামের সত্যতা) অস্বীকার করেছিল, তুমি তা চিনেছিলে। এ জবাব শুন্যর পর আদী বললেন : এখন আমার আর কোনো চিন্তা নেই।

অনুচ্ছেদ : বিদায় হজ্জ।

৪০৪৬. عَنْ عَائِشَةَ تَأَلَّتْ خُرُوجًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوُدَّعِ نَاهِلْنَا بِعُمَرَةَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمَرَةَ ثُمَّ لَيْمِلْ حَتَّى يَمِلَ بِمَعْمَأُجَيْنَا نَقْدُمْتُ مَعَهُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَسْتُ أَلْفُتُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَتَشَكَّرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الْقَضِي رَأْسُكَ وَأَمْسِطِي وَأَهْلِي بِالْحَجِّ وَدَمِي الْعُمَرَةَ ففَعَلْتُ نَلَسْنَا قَصِينَا الْحَجَّ أَوْ سَلَّمْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَالْقِسْدَيْنِ إِلَى الشَّؤْبِ نَاعْتَمُرْتُ نَقَالَ هَذِهِ مَكَاتُ عُمْرَتِكَ تَأَلَّتْ قَطَاتِ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمَرَةَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ كَانُوا إِذَا أَحْرَبْنَا أَحْرَبُوا مِنْ مِثْلِي وَإِنَّمَا لِلَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمَرَةَ نَائِمًا كَانُوا كَانُوا إِذَا أَحْرَبْنَا أَحْرَبُوا.

৪০৪৬ আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বিদায় হজ্জের জন্য আমরা রওশানা দিলাম রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে। আমরা উমরাহর এহরাম বাঁধলাম। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু সঙ্গে করে এনেছে, তাকে একসাথে হজ্জ ও উমরাহ উভয়ের এহরাম বাঁধতে হবে। তারপর এ দুটি কাজ পুরোপুরি সম্পাদন না করা পর্যন্ত এহরাম খুলতে পারবে না। তাঁর সাথে মক্কার পেঁাছেই আমি ঋতুবতী হয়ে গেলাম। কাজেই আমি কা'বা শরীফ তাওয়াফ করলাম না এবং সাফা-মারওয়্যার মাঝখানে দৌড়ও দিলাম না। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন : মাথার চুলগুলো খুলে চিরুনী দিয়ে আঁচাড়িয়ে নাও এবং হজ্জের নিয়ত করে এহরাম বাঁধো আর উমরাহ বাদ দাও। আমি তাই করলাম। তারপর যখন হজ্জ শেষ করলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) আবদুর রহমান ইবনে আব্দ বকরের সাথে আমাকে তানঈমে পাঠিয়ে দিলেন। আমি সেখান থেকে উমরাহর এহরাম বাঁধলাম। তিনি বললেন : এটা হচ্ছে জোম্বাঙ্গ সেই পরিভাষে উমরাহ। আয়েশা বলেন : যারা উমরাহর এহরাম বেঁধেছিল, তারা বারতুল্লাহর তাওয়াফ ও

তারার পদ। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশে হযরত আলী (রাঃ) তাঁদের এলাকায় এক অভয়ান চালালে তিনি পরিবার-পরিজন নিয়ে পলায়ন করেন। পরে তিনি নিজে মদীনায় এসে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

সাফা-মারওয়ার সাঈর (দৌড়) পর এহরাম খুলে ফেলেছিল তারপর (হজ্জ শেষে) মিনা থেকে ফিরে আর একবার বায়তুল্লাহ'র তাওয়াফ করেছিল। আর যারা হজ্জ ও উমরাহ'র এহরাম একসাথে বেঁধেছিল তারা মাত্র একবার তাওয়াফ করেছিল।

৪০৮৫. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ فَقُلْتُ مِنْ ابْنِ كَالِ هَذَا ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِنْ تَوَلَّى اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ مَعْلَمًا إِلَى الْبَيْتِ الْعِثْقِ وَمِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَصْحَابُهُ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوُدَّاعِ تَلَّتْ إِنَّمَا كَانَتْ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعْتَمَرِ تَمَّ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ تَبَسُّلًا وَبَعْدَ.

৪০৮৫. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (উমরাহকারী) বায়তুল্লাহ'র তাওয়াফ করার পর হালাল হয়ে যায়। (বর্ণনাকারী ইবনে জুরাইজ তাঁর উস্তাদ আতাকে) ১০১ জিজ্ঞেস করেন, ইবনে আব্বাস এটা কোথায় পেলেন? (আতা) জবাব দিলেন, আল্লাহ'র এ বাণী থেকে, যেখানে বলা হয়েছে : “তারপর বায়তুল আতীকের (বায়তুল্লাহ) কাছে তারা হালাল হয়।” এবং নবী (সঃ)-এর এ বাণী থেকে, যাতে তিনি নিজের সাহাবাদেরকে বিদায় হুজ্জে এহরাম খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (জুরাইজ) বললেন : সেটা নিশ্চয়ই ছিল আরামফাতে দাঁড়বার পর। (আতা) জবাব দিলেন : ইবনে আব্বাসের মতে আরামফাতে পৌঁছার আগে ও পরে (যখনই তাওয়াফ শেষ করবে এহরাম খুলতে পারবে)।

৪০৮৬. هُنَّ ابْنُ مُوسَى الْأَشْجَرِيِّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْبَيْتِ فَقَالَ أَحَبُّتُ تَلَّتْ كَعَشْرٍ قَالَ كَيْفَ أَهَلَّتْ تَلَّتْ لَبَيْتِكَ يَا هَلَالٌ يَا هَلَالٌ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَفَّ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بَسْرًا حَوْلَ تَلَّفَتْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ دَأَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسِ قَفَلْتُ رَأْسِي.

৪০৮৬. আব্দুল মুসা আশআরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী (সঃ)-এর সাথে বাতহায় হিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি হজ্জের এহরাম বেঁধেছো? আমি বললাম : জিদ হাঁ, বেঁধেছি। তিনি বললেন : কিভাবে বেঁধেছো? বললাম : (আমি বলছিঃ) আমি সেই এহরাম বঁধিলাম, যে এহরাম বেঁধেছেন রসূলুল্লাহ (সঃ)। তখন তিনি বললেন : কা'বার তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার সাঈর পর এহরাম খুলে ফেলো। কাজেই তাওয়াফ ও সাঈর পর এহরাম খুলে ফেললাম এবং কায়েস গোয়েের একটি মেরের সাহায্যে আমার মাথার উকুন বাছলাম।

৪০৮৭. مَنْ كَانَتْ أَنْ ابْنَ عَمْرٍَا حَبْرَةً أَنْ حَفْصَةَ رُوِيَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَنْ رَأَجَةً أَنْ يَهْلِكَنَّ فَأَمَّ حَجَّةِ الْوُدَّاعِ فَقَالَتْ حَفْصَةَ

فَمَا يَسْتَعْلِكُ نَقْلًا لِبَسَدَتِ رَأْسِي وَتَكُنْتُ هَوَيْتُ نَلْتُ أَجَلًا حَتَّى أَنْبَعَرَ حَدِيثِي

৪০৪৯. নাফে' থেকে বর্ণিত। ১৭০ ইবনে উমর তাঁকে জানিয়েছেন যে, নবী (সঃ)-এর স্ত্রী হাফসা তাঁকে বলেছেন : বিদায় হজ্জের নবী (সঃ) তাঁর স্ত্রীদেরকে এহরাম খুলে ফেলার হুকুম দিয়েছিলেন। হাফসা বললেন, আপনি কেন এহরাম খুলেছেন না? তিনি জবাবে বললেন, আমি মাথার চুল জমিয়ে ফেলেছি এবং কোরবানীর পশুর গলায় কেলাদা ১৭১ বুলিয়ে দিয়েছি, কাজেই আমি নিজের কোরবানীর পশু জবাই না করা পর্যন্ত এহরাম খুলতে পারছি না।

৫০- ৫০- هُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْمُرَادُ مِنْ هَذَا اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوُدَّاعِ وَالْقَضَاءِ بْنِ عَبَّاسٍ رَدِيْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى مَبَادِيءِ أَحْدَاكُتِ ابْنِ سَيْئَانَ كَبِيرًا لَا يَسْتَحِبُّ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ كَمَا يَفْعَلُ أَنْ أَحَبَّ مِنْهُ تَالَ نَعْمَ -

৪০৫০. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জের ফয়ল ইবনে আব্বাস রসূল-সাহ (সঃ)-এর পেছনে সওয়ারীর ওপর বসেছিলেন। এমন সময় খাস'আম গোত্রের জৈনকা স্ত্রীলোক রসূল-সাহ (সঃ)-কে একটি প্রশ্ন করলেন। বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমার আব্বার ওপর হজ্জ ফরয হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি বড় বেশী বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। এমনকি সওয়ারীর ওপর বসার ক্ষমতাও তাঁর নেই। এ অবস্থায় আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারি? তিনি বললেন : হ্যাঁ (অবশ্যই পারো)।

৫১- ৫১- عَنْ ابْنِ هَمْدَانَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَّ الْفَيْلِمْ وَهُوَ مُرَدِّتُ أُسَامَةَ عَنِ الْقَمُورَاءِ دَمْعُهُ بِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ حَتَّى أَنَا فِي بَيْتِ ثَمْرَةَ نَالَ لِعُثْمَانَ أُتِينَا بِالْفَيْلِمْ جَاءَهُ بِالْمَغْفِرَةِ فَفَتَحَ لَهُ الْبَابَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَسَامَةُ دِيْلَانٌ وَعُثْمَانُ ثَمْرَةَ أَخْلَقُوا عَلَيْهِمْ الْبَابَ فَكَتَبْنَا نَهَارًا لِيُكَلِّمَ ثَمْرَةَ فَابْتَدَأَ النَّاسَ الَّذِي قَبْلَهُمْ فَوَجَدَتْ بِكَ تَائِبًا مِنْ ذَرَاةِ الْبَابِ فَقُلْتُ لَهُ أَيُّنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ صَلَّى بَيْنَ دُيْنِكَ الْقَمُورِيِّنَ الْمُعَدَّ مَائِنِ دُكَانِ الْبَيْتِ عَلَى سِتَّةِ أَعْمُورَةٍ سَطْرِيْنَ صَلَّى بَيْنَ الْعَمُورِيِّنَ مِنَ السَّطْرِ الْمُعَدِّمْ وَجَعَلَ بَابَ الْبَيْتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَاسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الَّذِي يَسْتَقْبَلُكَ حَيْثُ تَلِمَ الْبَيْتَ بَيْتَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ قَالَ وَنَبِيْتُ أَنْ أَسْعُدَ كَثْرَ صَلَّى وَفِي ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَرَّةً حَمْرًا

১৭০. হযরত নাফে' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-এর গোলাম। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তাবেরীদের অন্যতম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৭১. কেলাদা, পশুর গলায় এক বিশেষ ধরনের মালা পরানো, যা থেকে বৃদ্ধা বায় বে, পশুটাকে হজ্জের কোরবানী করার জন্য নিয়ে যাওয়া হত।

৪০৫১. ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সঃ) কাস-ওয়ারা^{১৭২} পিঠে সওয়ার ছিলেন। তাঁর পেছনে বসেছিলেন উসামা।^{১৭৩} তাঁর সংগে ছিলেন বেলাল ও উসমান ইবনে ডাল্‌হা। অবশেষে তিনি কা'বার কাছে এসে উম্মী বসিয়ে দিলেন। তারপর উসমানকে বললেন : (কা'বা শরীফের) চারিটা আমাকে এনে দাও। তিনি তাঁর কাছে চারি নিয়ে আসলেন। তাঁর জন্য (কা'বার) দরযা খোলা হলো। নবী (সঃ), উসামা, বেলাল ও উসমান ভেতরে প্রবেশ করলেন। তারপর দরযা বন্ধ করে দিলেন। দীর্ঘক্ষণ তার মধ্যে অবস্থান করলেন, তারপর তিনি বের হয়ে আসলে লোকেরা ভেতরে প্রবেশ করার জন্য অগ্রসর হলো। কিন্তু আমি সবার আগে ভেতরে প্রবেশ করলাম। আমি বেলালকে দরযার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) কোথায় নামায পড়েছেন? (বেলাল) জবাব দিলেন, তিনি নামায পড়েছেন ওই সামনের দু'স্তম্ভের মাঝখানে। আর ঘরটি ছিল দ'সারিতে ছা'টি স্তম্ভের ওপর। তার মধ্যে প্রথম সারির দু'টি স্তম্ভের মাঝখানে তিনি নামায পড়েন। ঘরের দরযা ছিল তাঁর পেছন দিকে এবং তাঁর মুখ ছিল সামনের দেয়ালের দিকে। ইবনে উমর বলেন, তিনি ক'রাক'আত নামায পড়েছিলেন এবং যেখানে তিনি নামায পড়েছিলেন সেখানে কোনো লাল মর্মর পাথর ছিল কি না, তা জিজ্ঞেস করতে আমি ভুলে গেছি।

৪০৫২. فَتَى عُرْوَةَ بِنْتُ الرَّبِيعِ وَابْنِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُمَا أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتُ حَزِيٍّ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ خَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَحَابِسْنَا هِيَ فَقُلْتُ ! ثُمَّ قَدَأْنَا مَنَّتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَاثَتْ بِالْبَيْتِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فُلْتُنَّ.

৪০৫২. উরওয়া ইবনে আব্বাস ও আব্বাস মালামা ইবনে আব্বাস রহমান থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা তাঁদেরকে জানিয়েছেন, নবী (সঃ)-এর স্ত্রী মাফিয়া বিনতে হুয়াই বিদায় হজ্জে ঋতুবতী হয়ে পড়েছিলেন। নবী (সঃ) বললেন : তার জন্য কি আমাদেরকে খেমে যেতে হবে? আমি (আয়েশা) বললাম : হে আব্বাসের রসূল! সে তো (মক্কায় এসে) তাওয়াফে বিয়ারত করেছিল। নবী (সঃ) বললেন : (তাহলে তো কোনো চিন্তা নেই,) সে আমাদের সাথে চলতে পারে (মদীনার দিকে)।

৪০৫৩. مِنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِعَجَّةِ الْوُدَاعِ وَالنَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ أَظْفُرِنَا وَلَا نَسْتَدْرِي مَا حَجَّتُهُ الْوُدَاعِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَاسْتَشْفَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُبِيرُ الَّذِي جَالَ فَأَلْتَبْتُ فِي ذِكْرِهِ وَقَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَسْذَرَأْمَتَهُ أَسْذَرَ الْوُدَاعُ وَالْبَيْتُونَ مِنْ بَعْدِهِ وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ فَمَا خِفَى فَلَيْتُكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْكُمُ لَيْسَ بِأَفْوُودَاتِهِ أَعْمَدَرَعَيْنِ أَيْمَنِي كَأَنَّ عَيْنَهُ عَيْنَةُ عَلِيٍّ فَإِنَّهُ إِذَا نَزَلَ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ كَحُرْمَةِ

১৭২. কাসওয়া হচ্ছে নবী (সঃ)-এর উম্মীর নাম।

১৭৩. উসামা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পালিত পুত্র হযরত যারদ (রাঃ)-এর ছেলে।

يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِ كَيْسْرِ هَذَا الْاَذْهَلِ بَلَّغْتِ تَالُوَا نَكْر تَانِ
 اللَّهُمَّ اشْفِئْ لَنَا وَيْلِكُمْ اَوْ دُوَيْكُمْ اَنْظُرْ وَلَا تَرْجِعْهُنَّ اِلَيْهِنَّ كَمَا
 يَنْبَغُ بَعْضُكُمْ رِثَابُ بَيْنِ.

৪০৫০. ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা বিদায় হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। নবী (সঃ) আমাদের মধ্যে ছিলেন। আর বিদায় হজ্জ কি, তা তখন আমরা জানতাম না। নবী (সঃ) আল্লাহর প্রশংসা করার পর মসীহ দাঙ্গালের অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন এবং বললেন : আল্লাহ এমন কোনো নবী পাঠাননি, যিনি তাঁর উম্মতকে (মসীহ দাঙ্গালের) ভয় দেখাননি। (এমনকি) নূহ ও তাঁর পরে আগমনকারী নবীগণও ভয় দেখিয়েছেন। আর সে নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে বেয় হবে। তাকে চিহ্নিত করার নিশানা তোমাদের কাছে মোটেই অপ্রকাশ থাকবে না। তোমাদের কারোর কাছে এ কথা অবিস্মৃত নেই যে, তোমাদের রব (আল্লাহ) কানা নন। কিন্তু তার (দাঙ্গাল) ডান চোখটি কানা। তা ঠিক আঙ্গুরের দানার মতো ফলে থাকবে। কাজেই ভালো করে শুনুন রাখো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের ওপর তোমাদের ভাইদের রক্ত ও সম্পদ হারাম করে দিয়েছেন (চিরকালের জন্য) যেমন হারাম আজকের দিনে, এ শহরে ও এ মাসে তোমাদের রক্ত ও সম্পদ। (তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ) আচ্ছা আমি কি তোমাদের কাছে (আল্লাহর সমস্ত হুকুম) পেঁাছিয়ে দিয়েছি? (উপস্থিত) সবাই বললো : হ্যাঁ, (অবশিা আপনি পেঁাছিয়ে দিয়েছেন)। তিনি তিনবার বললেন : হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকে। (তারপর তিনি বললেনঃ) দেখো, এ সর্বনাশা কাজ তোমরা করো না, আমার পরে তোমরা আবার কুফরীতে ফিরে যেয়ো না এবং পরস্পরকে হত্যা করার কাজে লিপ্ত হয়ো না।

৪০৫১. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْثَرَ النَّخَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَشْرَةَ عَشْرَةَ ذَاتَهُ حَجَّ
 بَيْدًا مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَعْجَبْ بَيْدًا مَا حَجَّ الْوَدَاعِ قَالَ أَبُو إِسْحَانَ دِعْلَةَ أَحْرَبًا

৪০৫৪. যারেক ইবনে আরকাম থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) ১৯টি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর হিজরতের পর মাত্র একটিবার হজ্জ করেছিলেন। সেটি হচ্ছে বিদায় হজ্জ। আব্দু ইসহাক বলেন, আরেকটি হজ্জ তিনি করেছিলেন মক্কায় অবস্থানকালে।

৪০৫৫. عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَجَرِيرٍ اسْتَنْصَتِ النَّاسَ
 فَقَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا رِثَابًا بَيْنَ.

৪০৫৬. জারীর থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বিদায় হজ্জ তাঁকে বলছিলেন, লোকদেরকে চপ করিয়ে দাও। তারপর বললেন : আমার পরে তোমরা কুফরীর দিকে ফিরে যেয়ো না এবং পরস্পরের গলা কেটো না।

৪০৫৭. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّمَانُ كَبِدُ الشَّيْءِ اِرْكَهَاتِهِ
 يَذْمُ خَلْقَ اُمَّةِ السُّمُوتِ وَالْاَرْضِ السَّنَةِ اِنَّا هَشَرْنَا مِنْهَا اَرْبَعَةَ حَرَمٍ نَلَسَ
 مَثَرَالِيَاتٍ ذَا لُقْعَدَةِ وَذَوَا نَوْجَةِ وَالْمَحْرَمِ وَرَجَبٍ مَبْرَأِ الَّذِي بَيْنَ جَمَادَى

وَسُبْعَانَ أَيَّ شَهْرٍ هَذَا أَتَلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى قُلْنَا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ
بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ نَأَى بَلَدٌ هَذَا أَتَلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ
فَسَكَتَ حَتَّى قُلْنَا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ الْبَلَدَةُ قُلْنَا بَلَى نَأَى أَيُّومٍ
هَذَا أَتَلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى قُلْنَا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ
يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَ كَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاسْمُهُ قَالَ وَأَعْرَاضُكُمْ
هَلْيَكُمُ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا
سَتَلْفُونَ رَبَّكُمْ فَيَسِيئُوا لَكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي صُلَا لَا يَغْرُبُ
بِعَضِّكُمْ بِرِجَالِكُمْ بِشَيْءٍ أَلَا لِيَبْلُغَ الشَّاهِدَ الْغَارِبَ فَلَعَلَّ بَعْضٌ مِّنْ يَلِيكُمُ أَنْ يَكُونَ
دُعَاهُ مِنْ بَعْضٍ مِّنْ سِجِّهِ فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ يُقْرَأُ مَدَقَّ مُحَمَّدٌ
عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الْأَعْلَى بَلَّغْتَ مَرَّتَيْنِ .

৪০৫৬. আব্দ বাকরাহ্ থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) (বিদায় হজ্জে: দিন তাঁর ভাষণে) বলেন : আল্লাহ যেদিন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন যামান সোদিন যেখানে অবস্থান করছিল আজ আবর্তন করতে করতে আবার সেখানে এসে গেছে। বারো মাসে এক বছর হয়। তার মধ্যে চারটি হচ্ছে হারাম মাস। তিনটি মাস পরস্পর : যিলকাদ, যিলহাজ্জ ও মহররাম এবং চতুর্থ মাসটি রজব, এ মাসটি জমাদিউস্সানী ও শাবানের মাঝখানে আছে। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এটা কোন মাস? আমরা বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। তিনি চুপ করে গেলেন, এমনকি আমরা মনে করলাম হয়তো তিনি মাসটির নাম পালটে রাখবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি যিলহাজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম, অবশ্য। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোন শহর? আমরা বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। তিনি চুপ করে গেলেন, এমনকি আমরা মনে করলাম হয়তোবা তিনি শহরটির নাম বদলে অন্য নাম রাখবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি মক্কা শহর নয়? আমরা বললাম : অবশ্য। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আজ কোন দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। তিনি চুপ করে গেলেন, এমন কি আমরা মনে করলাম হয়তোবা তিনি দিনটির নাম বদলে দেবেন। তিনি বললেন : আজ কি 'ইয়াও মুন নাহার' (কোরবানীর দিন) নয়? আমরা বললাম : অবশ্য। তিনি বললেন : জেনে রাখো, তোমাদের রক্ত ও তোমাদের ধন-সম্পদ—বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বলেন, আমার মনে হয় আব্দ বাকরাহ্ এও বলেছিলেন যে, তোমাদের ইজ্জত-আরবু—তোমাদের ওপন্ব ঠিক তেমনভাবে হারাম যেমন এ মাসটি, এ শহরটি ও এ দিনটি হারাম। তোমাদেরকে একদিন তোমাদের রবের সামনে যেতে হবে। তিনি তোমাদেরকে নিজেদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। কাজেই আমার পর তোমরা গোমরাহীর দিকে ফিরে যেয়ো না এবং পরস্পরের গলা কাটতে শুরুর করো না। শোনো, তোমরা খাড়া এখানে হাযির আছে, তারা এ কথাগুলো ব্যাড়া হাযির নেই তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে। কখনো এমনও হয়, যাদের কাছে পৌঁছানো হয় তারা সেগুলো তাদের চাইতে বেশী হেফাজত করতে পারে খাড়া সেগুলো স্বকর্ণে শুনিয়েছিল। বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ হাদীসটি বর্ণনা করার সময় বর্ণাছিলেন, মুহাম্মাদ (সঃ) যথাযথই বলেছেন। শেষে তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] বলেন : শুনো, আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর পরগামে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি? এ কথা তিনি দু'বার বলেন।

৮৫. مَن كَانَ رِبِيًّا ابْنِ شَكَايٍ أَنْتَ أُنَاسًا مِنَ الْيَوْمِ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ هَذِهِ آيَةٌ مِنَّا لَتَأْتُنَّكَ نَادِيَةُ الْيَوْمِ عَيْدًا فَقَالَ عُمَرَاءُ آيَةٌ قَالُوا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُمْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي فَقَالَ عُمَرَاءُ إِنَّا أَهْلُ مَكَّانٍ أَنْزَلْتَ أَنْزَلْتَ وَرَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَاتِفَ بَقِيَّةٍ

৪০৫৭. তারেক ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। কয়েকজন ইয়াহুদী একবার বললো : যদি এ আয়াতটি আমাদের ওপর নাযিল হতো তাহলে আমরা আয়াতটি নাযিলের দিনটিতে ঈদ পালন করতাম। উমর জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ আয়াতটি। তারা বললো : “আজ আমি তোমাদের জন্য স্বীকৃতি পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার অনুগ্রহকেও পরিপূর্ণ করে দিলাম।” ১৭৪ উমর বললেন : আমি ভালোভাবেই জানি আয়াতটি কোথায় নাযিল হয়েছিল। আয়াতটি যখন নাযিল হয়েছিল তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) আরাফাতে দাঁড়িয়েছিলেন।

৮৬. مَن عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجَّةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ قَامًا مِّنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كُلُّهُمُ يَحِلُّوهُ حَتَّى يَوْمَ النَّحْرِ -

৪০৫৮. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে (বিদায় হজ্জ করার জন্য) বের হয়ে পড়লাম। আমাদের সাথে যারা ছিলেন তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক উমরাহর এহরাম বেঁধেছিলেন, কিছু লোক বেঁধেছিলেন হজ্জের এহরাম আবার কিছু লোক হজ্জ ও উমরাহ উভয়টির এহরাম বেঁধেছিলেন একসাথে। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) হজ্জের এহরাম বেঁধেছিলেন। কাজেই যারা কেবলমাত্র হজ্জের এহরাম বেঁধেছিলেন অথবা হজ্জ ও উমরাহ উভয়ের এহরাম একসাথে বেঁধেছিলেন, তারা ইয়াও-মুননাহার ১৭৫ পর্যন্ত এহরাম বেঁধে থাকলো এবং ইয়াওমুননাহারের পর তারা হালাল হলো।

৮৭. مَن عَبَدَ اللَّهَ يُؤْتِيكَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَقَالَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ -

৪০৫৯. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ (ইমাম) মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি উপরোক্ত হাদীসটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন : আমরা বিদায় হজ্জের রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলাম।

৮৮. مَن رَسَا عَيْبَلٌ تَأَلَّ حَدَّ نَحْيٍ مَالِكٌ مِثْلَهُ -

৪০৬০. ইসমাঈল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (ইমাম) মালিক আমাদের কাছেও ওপরে বর্ণিত হাদীসটির মতো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৭৪. এটি সূরা মায়দার ৩য় আয়াত।

১৭৫. ইওরামুননাহার হজ্জের বিলাহজ্জ মাসের দশ তারিখ অর্থাৎ কোরবানীর দিন।

۴۰۶۱ - عَنْ مَالِكِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا دَرَى النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
 وَمَا دُجِعَ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمُؤْتَبِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْ فِي مِنَ الْوُجُعِ مَا تَرَى
 وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَدْرِيئِي إِلَّا ابْنَةُ لِي وَاحِدَةٌ فَتَأْتِدُنِي بِمَلَأِي مَالًا لَأَمْلِكَنَّ مَأْتِدُ
 بِسَطْرِهِ قَالَ لَا تَمْلِكَنَّ تَمْلِكَنَّ تَمْلِكَنَّ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَعْدَرَ وَرَثَتِكَ أَغْنِيَاءُ
 خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَعْدَرَ هُمْ مَالَةٌ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَكُنْتَ تُنْفَعُ نَفْعَةً بَتَّخِي بِهَا
 وَجْهَ اللَّهِ إِذْ أُجْرَتِ بِهَا حَتَّى التَّقَمَةَ تَجْعَلُمَانِي فِي إِمْرٍ لِي كُنْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 أَخْلَفْتُ بَعْدَ أَمْعَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَمْلِكَنَّ فَتَمْلِكَنَّ عَمَلًا بَتَّخِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِذْ
 أَرْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرَفَعْتَ وَكَلَّفْتَ تَمْلِكَنَّ حَتَّى يُنْفَعَكَ بِكَ أَقْدَامٌ وَيَعْمُرَكَ
 الْخُرُونُ اللَّهُمَّ امْضِ بِأَمْعَابِي هَجْرًا تَمْرًا وَلَا تَرُدَّهُ هَرًا عَلَى أَهْقَابِهِمْ لِيَكُنَّ
 الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ حَوْلَةَ رَفِي لَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُوَفِّي بِمَكَّةَ.

৪০৬১. আমের ইবনে সা'দ তাঁর পিতা ১৭৬ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন :
 বিদায় হজ্জে আমি রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দ্বারায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। নবী (সঃ) আমাকে
 দেখতে আসলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি দেখছেন আমি কত রোগ-
 গ্রস্ত হয়ে পড়েছি। আমার বেশ কিছু ধন-সম্পদ আছে। একটি মাত্র মেয়ে ছাড়া আমার
 আর কোনো ওয়ারিস নেই। আমি কি আমার দুই-তৃতীয়াংশ সম্পদ সাদকা করতে পারি?
 তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে কি আমি অর্ধেক সাদকা করতে পারি? তিনি বললেন,
 না। তাহলে তিন ভাগের এক ভাগ? তিনি বললেন : হাঁ, তা করতে পারো। তবে নিজের
 ওয়ারিসদেরকে দরিদ্র করে রেখে যাবে এবং তারা অন্যের কাছে হাত পাতবে তার চেয়ে তাদেরকে
 ধনী ও অমুখাপেক্ষী হিসেবে রেখে যাওয়াই ভালো। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের
 জন্য তুমি যা কিছু খরচ করবে তার প্রতিদান পাবে। এমনকি তোমার স্বামীর মুখে যে
 আহাৰ্য্যটি তুলে দাও তারও প্রতিদান পাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি
 কি আমার সাথীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো (এবং তারা আপনার সাথে মদীনায়া চলে
 যাবে)? তিনি জবাব দিলেন : না, তারা তোমাকে রেখে কখনোই চলে যাবে না। (আর
 তারা রেখে গেলেও) তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করে যাবে। এতে তোমার
 মরতবা ও গর্বাদা বৃদ্ধি পাবে। আর হয়তো তুমি বেশী দিন জীবিত থাকবে এবং তোমার
 মাধ্যমে একদল (মুসলমানরা) উপকৃত হবে এবং আর একদল (কাফেররা) ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
 হে আল্লাহ! আমার সাহাবীদের হিজরত পূর্ণ করো এবং তাদেরকে পিছনের দিকে ফিরায়ে
 দিলো না। তবে সা'দ ইবনে খাওলা মক্কায় গারা গিয়েছিলেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)
 এজন্য মনোকণ্ঠ পেয়েছিলেন।

۴۰۶۲ - عَنْ تَابِعٍ أَنَّ ابْنَ عَمْرٍأَ أَخْبَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَلَقَ رَأْسَهُ
 فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ -

৪০৬২. নাফে' থেকে বর্ণিত। ইবনে উমর তাঁদেরকে জানিয়েছেন যে, বিদায় হজ্জের রসূলুল্লাহ (সঃ) (হজ্জের সমস্ত আরকান আদায় করার পর) নিজের মাথা ন্যাড়া করেছিলেন।

৪০-৭৯. عَنْ نَافِعِ أَخْبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَقَ فِي حَجَّةِ الْوُدَّاعِ ، دُ
أَنَاسٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ -

৪০৬৩. নাফে' থেকে বর্ণিত। ইবনে উমর (রাঃ) তাঁকে জানিয়েছেন, নবী (সঃ) এবং আরো অনেক সাহাবা বিদায় হজ্জের তাঁদের মাথা ন্যাড়া করে ছিলেন আবার কিছ্ সাহাবা শব্দমাত্র চুল ছেঁটে ফেলেছিলেন।

৪০-৭৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَيْتَهُ
أَقْبَلَ يَسِيرًا فَلَا حِمَارَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَأْسُرُ بِيْنِي مِنْ حَجَّةِ الْوُدَّاعِ يَصْرِي
بِالنَّاسِ فَسَارَ الْحِمَارَ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ النَّاسِ ثُمَّ نَزَلَ مِنْهُ فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ

৪০৬৪. উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাঁকে জানিয়েছেন : আমি গাধার পিঠে চড়ে আসছিলাম এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বিদায় হজ্জ উপলক্ষে মিনায় অবস্থান করে লোকদেরকে নামায পড়াচ্ছিলেন। সবেমাত্র কয়েকটা সারির সামনে দিয়ে আমার গাধা অগ্রসর হয়েছিল এমন সময় আমি নীচে নেমে নামাযে शामिल হয়ে গিয়েছিলাম।

৪০-৭৫. عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَأَلَ أُسَامَةَ دَأْنَا شَاهِدًا مِّنْ سَيْرِ
النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّتِهِ وَقَالَ الْعَتَقُ فَإِذَا وَجَدَ نَجْرَةً تَصَّى -

৪০৬৫. হিশাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর পিতা তাঁকে বলেছেন : উসামাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এবং আমি তা স্বকর্নে শুনোঁছিলাম। (তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল) বিদায় হজ্জের নবী (সঃ) কিভাবে সওয়ারী চালিয়েছিলেন? তিনি জবাবে বলেছিলেন : মাঝারী চালে, আর জায়গা প্রশস্ত হলে আবার জোরে চালাতেন।

৪০-৭৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَيْدِنِ الْمُخَطَّبِيِّ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَيْتَهُ مَلَى
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوُدَّاعِ الْمُغْتَرَبِ وَالْعِشَاءِ جَمِيعًا -

৪০৬৬. অবদুল্লাহ ইবনে ইস্রাযীদ খাতমী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আব্দ আইয়ুব তাঁকে জানিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বিদায় হজ্জের মাগরিব ও এশার নামায একসাথে পড়েছেন। ১৭৭

অনুবাদ : তাবুকের যুদ্ধ ১৭৮ একে 'উসরাতের বা কষ্টের যুদ্ধও বলা হয়।

৩০৬৮- عَنْ أَبِي مُؤَسِبٍ قَالَ أُرْسِلْتُ أَسْعَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ الْجَمَلَاتِ لَمْ يَمْ أَذْهَمَ مَعَهُ فِي جَيْشِي الْعُمَرَاءَ وَهِيَ عَزْدَةٌ تَبْرُكٌ نَقَلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهُ إِنَّ أَسْعَانَ أُرْسَلُ فِي إِيَّاكَ لِجَمَلِكُمْ فَقَالَ اللَّهُ أَحْمِلْكُمْ عَلَيْنِي وَوَدَّ أَنْتَهُ دَهْرَ قَبِيَّاتٍ وَلَا أَسْمُ وَصَجَّتْ حَزِينًا مِنْ مَنَجِ النَّبِيِّ ﷺ وَبِئْسَ مَا كَانَ يَكُونُ النَّبِيُّ ﷺ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَى تَرْجَعَتْ إِلَى الصَّمَاتِ أَحْبَبْتُ تَمْرَ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ أَلْبَسُ إِلَّا سَوِيئَةً إِذْ سِعَتِ بِأَلْدِ يَنَادِي أَيُّنَ عَبْدَ اللَّهِ بِنِ تَيْسٍ نَأَجَبْتُهُ فَقَالَ أَحِبُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَدُ هَذِهِ كَلَّمَا تَيْسُهُ قَالَ هَذَيْنِ الْقَرِيْبَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرِيْبَيْنِ لَيْسَتْهُ أَبْعَدُ إِنَّمَا هُمَنْ جَيْشِي مِنْ سَعِيدٍ نَأَطْلُقُ بِمَنْ إِلَى أَسْعَانَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْمِلُكُمْ عَلَى حَوْلِهِ نَأَكْبُرُ مِنْ نَأَطْلُقُ إِلَيْهِمْ بِمَنْ نَقَلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَحْمِلُكُمْ عَلَى حَوْلِهِ وَالْحِكْمَى وَاللَّهُ لَا أَدْعُكُمْ حَتَّى تَنْطَلِقُ بِمَنْ يَمْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَعَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا تَنْطَلِقُوا إِنِّي حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا إِنِّي وَاللَّهِ إِنَّكَ مُنَدِّ نَأَصْدِيكُ وَنَفَعَلْتَ مَا أَحْبَبْتَ نَأَطْلُقُ أَبْرَمُ سِي بِنْفِ مِنْهُمْ حَتَّى التَّرَالِيْنَ سِعُوا تَوَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنَعَهُ إِيَّا هُمْ تَمْرَ عَطَاءَ هُمْ بَعْدَ فَجَدَ تَوْ هُمْ بِمِثْلِ مَا حَدَّثْتُمْ بِهِ أَبْرَمُ سِي.

৪০৬৭. আবু মুসা থেকে বর্ণিত। 'উসরাতের ১৭৯ সেনাবাহিনী অর্থাৎ তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আমার সাথীরা তাদের সওয়ারী চাইবার জন্য আমাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পাঠালো। আমি বললাম : হে আল্লাহর নবী! আমার সাথীরা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে তাদের জন্য সওয়ারী চাওয়ার উদ্দেশ্যে। তিনি বললেন : আল্লাহর কসম আমি তোমাদেরকে কোনো সওয়ারী দেবো না। তখন তিনি ক্রোধান্বিত অবস্থায়

*১৭৮. তাবুক সিরিয়ায় অবস্থিত। কিয়াম হস্তের পূর্বে নবম হিজরীর রজব মাসে এ যুদ্ধটি হয়। যেসব যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বশরীরে উপস্থিত ছিলেন এটি তার মধ্যে সবশেষ যুদ্ধ। রোম সলাট হিযাকেল সিরিয়া সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করছে বিরাট আকারের অভয়ান পরিচালনা করে রসূলুল্লাহ-দেরকে নিশ্চয় করার জন্য, এ খবর শ্রুত রসূলুল্লাহ (সঃ) তিরিশ হাজার সাহাবী সঙ্গীত করে তাবুকের দিকে অগ্রসর হন।

১৭৯. তাবুকের যুদ্ধকে কষ্টের যুদ্ধ বলার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাক্ষ্যের মধ্যে এ যুদ্ধের ডাক আসে। যখন ঘর থেকে বের হওয়াই ছিল মানবের জন্য কষ্টকর তখন সাজ সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধে যাওয়া কত বেশী কষ্টকর তা সহজেই অনুমান করা যায়! তার ওপর ছিল সাহায্যের চরম দারিদ্রের মধ্যে এ বিরাট যুদ্ধের খরচ বহন করার ব্যাপারটি।

ছিলেন। আমি ব্যাপারটি না বুঝে দঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে আসলাম। (দঃখ এজন্য যে,) একদিকে তো নবী (সঃ) আমাদেরকে সওয়ারী দিলেন না আবার অন্যদিকে আমার ভয় হচ্ছিল নবী (সঃ) আমার ওপরই না অসন্তুষ্ট হন। কাজেই আমি সাথীদের কাছে ফিরে এসে তাদেরকে নবী (সঃ)-এর জবাব জানিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই বেলালের আওয়াজ শুনতে শেলাম : আবদুল্লাহ ইবনে কয়েস কোথায়? আমি তার ডাকে জবাব দিলাম। তিনি বললেন, চলুন রসূলুল্লাহ (সঃ) আপনাকে ডাকছেন। আমি তাঁর কাছে আসলে তিনি বললেন : এ দু'টি উট ও এ দু'টি উট ১৮০ এ ছ'টি উট এখনই সা'দের ১৮১ কাছ থেকে নিয়ে যাও। এগুলো তোমার সাথীদের কাছে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে বলো, এগুলো অবশ্য আল্লাহ অথবা বলেন, এগুলো অবশ্য রসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাদের সওয়ারীর জন্য পাঠিয়েছেন, এগুলোর পিঠে সওয়ার হও। আমি উটগুলো তাদের কাছে নিয়ে আসলাম। তাদেরকে বললাম, এ উটগুলো নবী (সঃ) তোমাদের সওয়ারীর জন্য দিয়েছেন। তবে আল্লাহর কসম, তোমাদের কয়েকজন আমার সংগে এসো আমি তাদেরকে সেইসব লোকের কাছে নিয়ে যাই, যারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রথমবারের কথা শুনেনি, যাতে তোমরা এ কথা না মনে করো যে, আমি তোমাদেরকে (ইতিপূর্বে) এমন কোনো কথা বলেছিলাম, যা রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেননি। তারা বললো : না, আমরা তোমাকে সত্যবাদীই জানি। তবুও যদি তুমি বলো তাহলে আমরা যেতে প্রস্তুত আছি। কাজেই তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আবু মূসার সাথে তাদের কাছে আসলো যারা প্রথমে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা শুনেনি। তারা আমার সত্যবাদিতার সাক্ষ্য দিয়ে বললো, যথাধই রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রথমে এ কথা বলেছিলেন।

২৮-৬৮. عَنْ مُضْعِبِ بْنِ سَعْدٍ مَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَرَّمَ اِنِّي تَبْرُكٌ فَاسْتَمَلْتُ عَيْشًا قَالَتْ اَتَخَلَّفُنِي فِي الْقُبُورِ وَالنِّسَاءِ قَالَتْ اَلَا تَرْمِيْنِي اَنْ تَكُوْنَتْ مِنْ رِجْلِ بَعْدِي هَٰذُوْنٌ دُمُوْسِي اِلَّا اَنْتَ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي۔

৪০৬৮. মূস'আব ইবনে সা'দ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাবুক অভিযানে বের হলেন। আলীকে বললেন নিজের স্থলাভিষিক্ত। আলী বললেন, আপনি কি আমাকে শিশু ও নারীদের মধ্যে রেখে যাচ্ছেন? তিনি জবাব দিলেন : তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমার কাছে তোমার মর্যাদা ঠিক তেমনি, যেমন মূসার কাছে হারুনের মর্যাদা? তবে কথা হচ্ছে, আমার পরে আর কোনো নবী নেই।

২৯-৬৯. عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَزَّوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعُسْرَةَ قَالَ كَأَنَّ يَعْلى يَقُوْلُ تِلْكَ الْعَزَّوْةُ اَوْ تَنْ اَصْحَابِي عِنْدِي قَالَ مَطَاءُ نَقَالَ صَفْوَانُ قَالَ يَعْلى نَكَاتِ لِي اَجِيْرٌ نَقَالَ اِنْسَانًا فَعَصَّ اَحَدًا هَمَا يَدِ الْاُخْرَى قَالَ عَطَاءٌ تَلَقَّدْتُ اُخْبَرْتِي صَفْوَانُ اِيْهْمَا عَصَّ الْاُخْرَى فَنَبِيْتُهُ قَالَ نَأْتِرْعُ الْغَفُوْرُ يَدُ وَفِي الْكَاْبِرِ نَأْتِرْعُ اِحْدَى نَبِيْتُهُ نَأْتِيَا النَّبِيَّ ﷺ فَاهْدَا رَبِّيْتُهُ

১৮০. সম্ভবত তিনি এভাবে তিনবার বলে থাকবেন, যার ফলে মোট ছ'টি হয়। কিন্তু বাক্য সংক্ষেপ করার জন্য রাবী দঃবার উল্লেখ করেই থেমে গেছেন।

১৮১. ইনি হযরত ইবনে ইবাদাহ, উদানীশতন বায়তুলমালের নাজেম।

تَالَ عَطَاءٌ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ تَالَ تَالَ النَّبِيِّ ﷺ أَجِدُ عَسَدًا فِي نَيْدِكَ تَقْرُبُنِي
كَأَنَّمَا فِي فِي فُحْدٍ يَتَضَمُّمَا.

৪০৬৯. সাফওয়ান ইবনে ইয়ালা ইবনে উমাইয়া তার পিতা (ইয়া'লা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইয়া'লা বলেন : নবী (সঃ)-এর সাথে আমি তাবুক্কের যুদ্ধে গিয়েছিলাম। ইয়া'লা বলেন : আমার সমস্ত আমলের মধ্যে এ আমলটির ওপর আমি সবচেয়ে বেশী ভরসা করি। আতা (পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী) বলেন, সাফওয়ান ইয়া'লা থেকে বলেছেন : ইয়া'লা এক ব্যক্তিকে নিজের কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। সে এক ব্যক্তির সাথে লড়াই করলো। তাদের একজন আর একজনের হাত কামড়ে ধরলো। আতা বলেন : সাফওয়ান আমাকে তাদের কে কার হাত কামড়ে ধরেছিল তা বলেছিলেন। কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছি। ইয়া'লা বলেন : যার হাত কামড়ে ধরেছিল, সে অন্যের মুখ থেকে হাতটা টেনে বের করে নিয়েছিল। এতে তার একটা দাঁত ভেঙে বের হয়ে এসেছিল। তারা দু'জন নবী (সঃ)-এর কাছে আসলো। কিন্তু তিনি দাঁতের কোনো দিয়াত দেবার ব্যবস্থা করলেন না। আতা বলেন : সম্ভবত সাফওয়ান এ কথাও বলেছিলেন যে, নবী (সঃ) (দাঁতওয়ালাকে) বলেছিলেন, সে কি তার হাতটা তোমার মুখের মধ্যে রেখে দিতো আর তুমি তা উঠের মতো চিবাতে ?

অনুচ্ছেদ : কাব ইবনে মালিক (রাঃ)-এর হাদীস এবং মহান আন্বাহর বাণী :

و على الثلاثة الذين خلفوا "আর পেছন থেকে সাওয়া তিন জন লোকের ওপর।" ১৮২

৪. م. من عبداً رَحْمَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَ تَائِدًا كَعْبٍ مِّنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ تَالَ سَبَعْتِ
كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يَحْدُثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ قَعَةِ تَبُوكَ تَالَ كَعْبٍ لَّمَّا تَخَلَّفَ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي فَرُوزَةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِي غُرُوزَةٍ تَبُوكَ فَيُرَى فِي كُنْتِ تَخَلَّفَتْ فِي
فَرُوزَةٍ بَدْرٍ وَلَوْ يَأْتِي أَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهَا إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرِيدُ عَيْرَ
قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدَائِهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ وَذَلِكَ سَمِعْتُ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْلَةَ الْحَقْبَةِ حِينَ تَوَاتَقْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَا أَحَبُّ أَنْ
لِي فِيهَا مَشْفِدٌ بَدْرٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرًا أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا كَانَتْ مِنْ خَبْرِي
أَنِّي لَمَّا كُنْتُ تَطَأُ أَقْدَمِي وَكَأَيْسَرِ حِينَ تَخَلَّفْتُ مِنْهُ فِي بَلَدِ الْغَزَاةِ وَاللَّهُ مَا
جْتَمَعَتْ عِشْدِي تَيْلُهُ رَاجِلَتَانِ تَطَأُ حَتَّى جَمَعْتُمَا فِي بَلَدِ الْغَزَاةِ وَكَلِمَتِي
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَرِيدُ فَرُوزَةَ إِلَّا وَرَمَى بِعَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ بَلَدِ الْغُرُوزَةِ غَزَاهَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَرِّ سُدَيْدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفْرًا يَبِيدُ أَوْ مَغَارًا أَوْ عَدَا وَكَثِيرًا

১৮২. তাবুক্ক যুদ্ধে যে তিনজন সাহাবা পেছনে থেকে গিয়েছিলেন, যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছতে পারেননি, তাদের কমান বাপারে বলা হয়েছে।

لِحَيْثُ الْمُتَّبِعِينَ أَمْرُهُمْ لِيَأْتُوا أَهْبَةَ هَزْرٍ فَإِذَا خَبَرَهُمْ بِرَجْمِهِ الَّذِي
 يَرِيدُ وَالْمُسْلِمُونَ سَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَثِيرًا وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَانَظَ
 بِرِيدِهِ الَّذِينَ تَأَلَّ كَعَبٌ فَمَا رَجَلٌ يَرِيدُ أَنْ يَتَّيَّبَ إِلَّا لَكَ أَنْ سِيخْفِي
 لَهُ مَا لَمْ يُنْزَلْ فِيهِ وَحَسَى اللَّهُ وَعَزَّارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الْعَزَّةَ وَجِئْتُ
 كَلَابِثَ الْبِشَارِ وَالطَّلْدَانَ وَتَجَمَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ فَطَفِقْتُ أَفْعُدُ
 بِحِكْمِي أَتَجَمَّزُ مَعَهُمْ فَارْجِعْ وَلَوْ أَقْبَضَ شَيْئًا نَأْقُولُ فِي نَفْسِي أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ
 فَلَمْ يَنْزَلْ يَتْنَادِي بِي حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْبُحْدُ فَأَصْبَحُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ ذَلُمًا أَقْبَضَ مِنْ جِهَارِي شَيْئًا فَطَلْتُ أَنْ تَجَمَّزَ بَعْدَ هَذَا يَوْمٍ
 أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ أَلْحَقَهُمْ فَخَدَّوْتُ بَعْدَ أَنْ نَصَلُوا لِأَتَجَمَّزَ فَرَجَعْتُ
 ذَلُمًا أَقْبَضَ شَيْئًا ثُمَّ عَدَدْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَوْ أَقْبَضَ شَيْئًا فَلَمْ يَدْرِي حَتَّى
 أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْخَزْوُ وَهَمِدْتُ أَنْ أُرْتَحِلَ فَأَذْرِكُهُمْ وَلَيْسَتْ بِي فَعَلْتُ
 حَلْمٌ يَقْدَرُ لِي ذَلِكَ فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ
 اللَّهِ ﷺ فَطَفِقْتُ فِيهِمْ أَحْرَفِي أَيْ لَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مَعْمُومًا عَلَيْهِ
 التَّفَاتُ أَوْ رَجُلًا مَمَّنْ هَكَذَا اللَّهُ مِنَ الضُّعْفَاءِ وَلَمْ يَدْرِكْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
 ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُّوكَ فَقَالَ دَهُوجَالِي فِي الْقَوْمِ يَبْنُونَ، إِنَّمَا كَذَبَ فَقَالَ رَجُلٌ
 مِنْ بَنِي سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَبَسَهُ بَرْدًا هَذَا وَنَظَرُ هَذَا فِي عَطْفِيهِ فَقَالَ مَعَادِيْنُ جَبَلٍ
 يَلَسُ مَا مَلَّتْ وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَا فِئْتَهُ إِلَّا حَبِيرًا فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ
 كَعَبُ بْنُ مَالِكٍ نَلَمْنَا بَلَعْنِي أَنْتَ تَوَجَّهَ تَانِلًا حَصْرًا فِي هَيْمِي وَطَفِقْتُ أَنْذَكُرُ
 الْكَيْدَ وَأَقُولُ بِمَا ذَا أَخْرَجَ مِنْ سَخَطِهِ قَدَا وَاسْتَحْتَبْتُ عَلَى ذَلِكَ
 بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي نَلَمْنَا قَيْدَ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَدَا أَطْلَأَ قَادِمًا
 رَاحَ فَجِي الثَّابِلُ وَعَرَفْتُ أَنَّ لَنْ أَخْرَجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَيْدٌ
 نَأْجَمَعْتُ مِدْقَةً وَأَصْبَحُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَادِمًا وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ
 بَدَأَ بِالسُّجْدِ فَيُؤَكِّحُ فِيهِ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ
 الْمُخَلَّفُونَ فَطَفِقُوا يُعْتَدِرُونَ إِلَيْهِ وَيَجْلِسُونَ لَهُ وَكَانُوا يَضَعُهُ وَ
 ثَمَانِينَ رَجُلًا فَتَقَبَّلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَاسْتَعْمَرَ

لَهُمْ دُونَكَ سِرًّا بَرُّهُ إِلَى اللَّهِ فِجْمَتُهُ، فَلَمَّا سَأَلْتُ عَلَيْهِ نَبِيَّكُمْ
 الْمُخَضَّبُ سُرَّ قَالَ تَعَالَ فِجْمَتُ أُمِّسِ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي مَا خَلَّفَكَ
 أَلَمْ تَكُنْ قَدْ ابْتَعْتَ كَهْمُكَ فَقُلْتُ بَلَى إِنِّي وَاللَّهِ لَأَجَلْتُ مِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ
 أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنَّ مَا خَرَجُ مِنْ سَخَطِهِ يُعَدُّ بِرِوَلْقَدَا عَطِيتُ جَدًّا لَدَوْلِكُنِي
 وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لِيَنَّ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَمِّي لِيُؤْتِيَنِي
 اللَّهُ أَنْ يُسَخِّطَكَ عَلَيَّ وَلِيَنَّ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ مِنْدَقِي تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ
 إِنِّي لَأُرْجُو فِيهِ عَفْوُ اللَّهِ لَأُوالله مَا كَانَ لِي مِنْ عُدُوِّ وَاللَّهِ مَا قَطَأَ قَوْمِي وَلَا
 أَيْسُرَ مِنِّي مِثْلَ تَخَلَّفْتُ مِنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا هَذَا فَقَدْ مَدَدَ نَقْرُ
 حَتَّى يَقْضَى اللَّهُ فِيكَ فَقُمْتُ وَسَارَ رِجَالُ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا
 لِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنِبْتَ ذُنُوبًا تَبُلُ هَذَا وَلَقَدْ عَجَبْتُ أَنَّ لَا
 تَكُونُ اعْتَدَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا اعْتَدَرَ إِلَيْهِ الْمُخَلْقُونَ تَدًا
 كَانَ كَابْنِكَ ذُنُوبَكَ اسْتَعْفَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَكَ فَوَاللَّهِ مَا زِلْنَا يُؤْتِيَنِي
 حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ نَأْكَذِبَ نَفْسِي سُرَّ تَلَّتْ لَهْمُ هَلْ لِقِي هَذَا مِجِي أَحَدًا تَالُوا
 نَعْمَ رَجُلَانِ تَالَا وَتَلَّ مَا تَلَّتْ يَقِيلُ لَهْمَا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ نَقَلْتُ مِنْ هَمَاتَا تَالُوا مَوْرَقًا
 بِنَ الرَّبِيعِ الْعَمْرَوِيِّ وَجَلَدَ ابْنُ أُمَيَّةَ الْوَبَعِيُّ نَدَّ كَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ
 قَدْ سَهَدَا أَبَدًا فِيهِمَا آسُورَةٌ فَمَضَيْتُ حِينَ دَكَّرْتُ وَهَمَانِي وَنَمَى رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَاجْتَنَبْنَا
 النَّاسَ وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرْتُ فِي نَفْسِي الْأَرْضِ فَمَا حَيَّ الْبَنِي أَعْرَفَ بَلِسْنَا
 عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً فَأَمَا صَاحِبَانِي نَأْسْتَمَانَا وَقَعَدَا فِي بِيوتِهِمَا يَبْكِيَانِ
 وَأَمَا أَنَا كُنْتُ أَشْبَهَ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَ هَمُّ فَكُنْتُ أَخْرَجَ نَأْسَهْمَا الصَّلَاةَ
 مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَكْتَلِمُنِي أَحَدٌ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 نَأْسَلُ عَلَيْهِ وَهَوَّ فِي مَجْلِبِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَوَّكَ
 شَفِيئِهِ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَيَّ أَمْ لَا تَعْرَأُ صِلَى قَرِيبًا مِنْهُ فَأَسَارَتْهُ التَّنَادُ فَإِذَا أَبْلَغْتُ
 عَلَى صَلَاتِي أَتْبَلُ لِي وَإِذَا التَّقَتِ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي حَتَّى إِذَا هَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ
 مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارًا حَائِطًا يَبْكِي تَأَدَّةً وَهَوَّابِي

عَمِّي وَأَحَبِّ النَّاسِ إِلَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَأَى اللَّهُ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَقُلْتُ
 يَا أَبَاتَادَةَ أَنْتِ كَإِخْوَتِهِ هَلْ تَعْلَمِينَ أَحَبَّ إِلَهُهُ وَرَسُولَهُ فَسَكَتَتْ نَعْدُ
 لَهُ فَتَعَدَّتْهُ فَسَكَتَتْ فَعَدَّتْ لَهُ فَتَعَدَّتْهُ فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَهْلَسَ
 فَنَافَسَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَوَرَّتْ إِلَيْهِ قَالَ يَا نَبِيَّ إِنَّا أُمِرْنَا بِسُورِي
 الْمَدِينَةِ إِذَا نَبِطْنَا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مِثْنِ قَدِيمٍ بِالطَّعَامِ يَبِيْعُهُ
 بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَلْبِ بْنِ مَالِكٍ فَطَعِقَ النَّاسُ كَيْسِيرُونَ
 لَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَنِي دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ تَمْلِيحِ نَسَاتٍ يَا ذَا فِيهِ أَمَا بَعْدَ يَا نَا
 تَمَّا بَلَغْنِي أَنَّ صَاحِبَكَ تَدَّ جَفَاكَ وَكُشْرِي جَعَلَكَ اللَّهُ يَدَارِ حَوَائِنَ وَلَا
 مُضِيْعَةَ فَالْحَقُّ بِنَا تَوَأْيِكَ نَقَلْتُ كَمَا تَرَأَيْتَهَا وَهَذَا أَيُّهَا مِنَ الْبَادِيَةِ قِيَمْتُمْ
 التَّوَهُرَ فَسَجَدْتُ لَهُ بِهَا حَتَّى إِذَا مَضَتْ أُرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الْخَمْسِينَ إِذْ
 رَسُوهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا نَبِيَّ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَتَعَدَّ
 بِمَرَاتِمِكَ فَقُلْتُ أَطْلَقُهَا أَمْ مَاذَا أَعْمَلُ قَالَ لَا يَلِ اعْتَزِلْهَا وَلَا تَقْرُبْهَا ذَا رَسُلَ إِلَى مَا حَتَّى
 مِثْلَ ذَلِكَ نَقَلْتُ لِإِمْرَأَةٍ الْعَرِيفِي بِأَمْلِكِ تَتَكُونِي عِنْدَ صَوْحَتِي بِفَضْلِ اللَّهِ فِي هَذَا
 الْأَمْرِ قَالَ كَعَبُ نَجَاءَتِ امْرَأَةٌ هَلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ نَبِيْعٌ ضَالِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ نَهَلْتُ نَكْرًا أَنِ أَخْدَمَهُ
 قَالَ لَا ذَلِكَ لَيْسَ لِي بِبَلْبٍ نَالَتْ إِتَهُ وَاللَّهُ مَا بِهِ حُرُوكَةٌ إِلَى شَيْءٍ وَاللَّهُ مَا نَالَ
 يَبْكِي مَنْدُكَ مِنْ أَمْرٍ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِ كُوفٍ
 اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَتِكَ كَمَا أَذِنَ لِامْرَأَةِ هَلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ
 أَنْ تَخْدُمَهُ فَقُلْتُ وَاللَّهُ لَا اسْتَأْذَنْتُ نِيْمَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَدْرِي مَا
 يَقُولُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنْتَهُ نِيْمَا ذَا نَارِجُلٍ شَابٌ نَلَيْتُ بَعْدَ
 ذَلِكَ عَشْرِيَالٍ حَتَّى كَمَلْتُ لَنَا حُسُونُ لَيْلَةٍ مِنْ حِينَ نَهَى رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلَامِنَا لَمَّا صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْعَجْرِ صَبْرًا خَمْسِينَ لَيْلَةً وَأَنَا
 عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بِيُوتِنَا فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ اتَّبَعَنِي ذَكَرَ اللَّهُ تَدَامَتَتْ
 عَلَى نَفْسِي وَصَاتَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحِمَتْ سَمِعْتُ صَوْتًا مَارِحًا أَوْ فِي عَالِي

جَبَلِ سَلْعٍ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ابْتَشِرْ قَالَ فَحَضَرْتُ سَاجِدًا أَدْعُرْتُ
 أَنْ تَدْجَاءَ فَرَجُحٌ وَأَذَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى مَلَاةَ
 الْفَجْرِ نَدَى مَبِ النَّاسِ يَبْتَشِرُونَ نَا دَ ذَهَبَ تَبَلٌ مَاحِيٌّ مُبْتَشِرُونَ دَرَكُصُ
 إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا دَسَعِي سَاجٍ مِّنْ أَسْلَمَ نَا وَفِي عَلَا الْجَبَلِ وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ
 مِّنَ الْفَرَسِ فَلَمَّا جَاءَ فِي الذِّمِّي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يَبْتَشِرُنِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبِي
 نَكَسُوتهُ أَيَا هُمَا يَبْتَشِرَا هُ وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَ هُمَا يَوْمَ مَسِيْدٍ وَاسْتَعُوْتُ
 تَوْبِيْنَ فَلَيْسَتْهُمَا وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَتَلَقَانِي النَّاسُ فَوَجَّاهُ
 يَهْتَرُونَ فِي التَّوْبَةِ يَقُولُونَ لَتَهْلِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ كَعْبُ حَتَّى
 دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ نَادَى ابْرَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ وَقَامَ إِلَيَّ
 طَلْحَةَ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ يَهْمُ رِوْلٌ حَتَّى مَاحِيٌّ وَهَذَا فِي ذَاكَ مَا تَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ
 فَمَرَّ وَلَا أَنَا مَا لَطَحَهُ قَالَ كَعْبُ فَلَمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ
 يَبْرَقُ وَجْهُهُ مِنَ السَّرْوَرِ ابْتَشِرْ بِغَيْرِ يَوْمٍ مَرُّ عَلَيْكَ مِنْكَ وَكَذَلِكَ أَمَّاكَ تَالِ تَلْت
 أَمِنْ مَسِيْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ قَالَ لَا بَلْ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَانَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ إِذَا سَرَا اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَتْ قِطْعَةٌ قَمِيْرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ
 فَلَمَّا جَلَسَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِّنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِمَ مِنْ مَالِي
 صَدَقَةٌ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ
 فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْبِي الَّذِي عَجِيْبٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
 إِنَّمَا يَجْعَلُنِي بِالْمَسْدِقِ وَإِنَّ مِّنْ تَوْبَتِي أَنْ لَأُحْدِثَ إِلَّا مِسْدًا مَا بَقِيَتْ قَوْلُ اللَّهِ
 مَا أَفْلَحَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَبْلَاهُ اللَّهُ فِي مَسْدِقٍ أَحْدِثَ مِنْهُ ذَكَرْتُ
 ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمٍ هَذَا أَحْسَنَ مِنَّا أَبْلَانِي وَمَا تَعَمَّدْتُ مِنْهُ
 ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمٍ هَذَا أَحْسَنَ مِنَّا أَبْلَانِي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظُنِي
 اللَّهُ فِيمَا بَقِيَتْ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ
 إِلَى قَوْلِهِ وَكَوْنُوْهُ مَعَ الصَّالِحِيْنَ» قَوْلُ اللَّهِ مَا تَعَمَّرَ اللَّهُ عَلَى مَن نِعْمَةٌ قَطُّ بَعْدَ أَنْ هَلَاقَ

بِإِسْلَامِهِمْ أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِي مِنْ سِدْقِي لِرَسُولِ اللَّهِ إِنَّكَ لَأَكْوَنُ كَذَّبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا
 هَلَكَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ تَالَّذِينَ كَذَّبُوا جِئْنَا بِوَأَجِينِ أَنْزَلْنَا الْوَحْيَ شَرَّ مَا تَالِ لِأَحَدٍ
 فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيُحْلِقُونَ يَا اللَّهُ لَكُورٌ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ إِلَى تَوَلَّيْتُمْ يَا أَيُّهَا اللَّهُ لَا يُرَى
 مِنْهُ الْقَوْمُ الْفَاسِقِينَ ۝ قَالَ كُتِبَ ۝ وَكُنَّا نَخْلِفْنَا أَيْمَانًا ثَلَاثَةً عَنْ أَمِيرٍ وَأَوْلِيكَ الَّذِينَ
 قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ حَلَفُوا لَهُ نَبَايَعَهُمْ فَاسْتَفْرَضُوا لَمْ يَدْرُوا رَجَاءَ رَسُولِ اللَّهِ
 ﷺ أَمْرًا حَتَّى قَضَى اللَّهُ فِيهِ فَبَدَّلَكَ تَالِ اللَّهُ ۝ وَكُنَّا ثَلَاثَةً الَّذِينَ حَلَفُوا وَيَسْ
 لِلَّذِينَ ذَكَرْنَا اللَّهُ وَمَا خَلَفْنَا مِنَ الْغُرُورِ وَإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيغُهُ إِيَّانَا وَإِرْجَاءُ ۝ أَمْرًا مَمْنُونٌ
 حَلَفْتُ لَهُ دَأْفَتْنَا إِلَيْهِ فُقِبِلَ مِنْهُ ۝

৪০৭০. আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। কা'ব ইবনে মালেকের পুত্র আবদুল্লাহ তাঁর পিতা কা'ব অন্ধ হয়ে যাবার পর তাঁকে ধরে ধরে নিয়ে চলেতেন। আবদুল্লাহ বলেন, আমি কা'ব ইবনে মালেককে তাঁর ভাবুক যুদ্ধে পেছনে থেকে যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করতে শুনছি। কা'ব বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) যতগুলো যুদ্ধ করেছেন তার মধ্যে ভাবুক ও বদর ছাড়া আর কোনোটাতেই আমি গর-হায়ির থাকিনি। তবে বদর যুদ্ধে যারা পেছনে থেকে গিয়েছিলেন তাদের কারোর ওপর আল্লাহর আক্রোশ পতিত হয়নি। বদর যুদ্ধে আসলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের কাফেলার পশ্চাম্মাবন করা। হঠাৎ এক সময় আল্লাহ তাঁদেরকে শত্রুর মুখোমুখি করে দেন। (এবং যুদ্ধ সংঘটিত হয়)। আর আকাবার ১৮২ (ক). রাতে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে হাজির ছিলাম। তিনি ইসলামের ওপর দৃঢ়ভাবে কায়ম থাকার জন্য আমাদের কাছ থেকে পশখ গ্রহণ করেন। যদিও বদর যুদ্ধ লোকদের মধ্যে বেশী আলোচিত কিন্তু তার চাইতে লাইলাতুল আকাবা আমার কাছে বেশী প্রিয়। (আর ভাবুক যুদ্ধে আমার পিছিয়ে থাকার কারণস্বরূপ বলা যায়) এ যুদ্ধের সময় আমি বেশী শক্তিশালী ও স্বচ্ছল অবস্থায় ছিলাম। আল্লাহর কসম! ইতিপূর্বে আমার কাছে কখনো একসাথে দু'টো সওয়ারী ছিল না। অথচ এ যুদ্ধের সময় (অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্বে) আমি দু'টি সওয়ারীর মালিক হয়ে গিয়েছিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিয়ম ছিল, যখনই যুদ্ধের এলাদা করতেন কখনো পরিষ্কারভাবে স্থান, এলাকা বা কোনো নিশানা জানাতেন না (বরং কিছু অস্পষ্ট ও ম্বার্থক শব্দ বলে দিতেন)। কিন্তু এ যুদ্ধটার সময় যখন আসলো তখন ছিল ভীষণ গরম। পথ ছিল দীর্ঘ এবং পানি, গাছ-পালা ও লতাপাতাশূন্য। শত্রুর সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। কাজেই রসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলমানদেরকে যুদ্ধ সম্পর্কে সূক্ষ্মভাবে জানিয়ে দেন, যাতে তারা ভালোভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি করতে পারে। এ সময় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বিপুলসংখ্যক মুসলমান ছিলেন। তবে এমন কোনো কিতাব (অর্থাৎ রেজিস্ট্রি খাতা) ছিল না যাতে তাদের সবার নাম লিপিবদ্ধ থাকতো। কা'ব বলেন : এ যুদ্ধ থেকে অনুপস্থিত থাকার ইচ্ছা পোষণ করে, এমন একাট লোকও ছিল না। তবে সাথে সাথে তারা এও মনে করতো যে,

১৮২(ক). আকাবা মিনার কাছে অবস্থিত। হিজরতের আগে এখানে রসূলুল্লাহ (সঃ) ইয়াসরের (পরবর্তীকালে মদীনা) থেকে আগত আলসারদেরকে বাই'আত করেন। আকাবায়ে এ বাই'আত দু'বার অনুষ্ঠিত হয়। এ বাই'আত অনুষ্ঠিত হয় ইসলাম ও রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সাহায্য করার ওপর। এ অনুষ্ঠানে সত্তরজন আলসার शामिल ছিলেন।

কেউ যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে আল্লাহর অহী না আসা পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সঃ) তা জানতে পারবেন না। এ যুদ্ধের প্রস্তুতি রসূলুল্লাহ (সঃ) এমন এক সময় শুরু করেন যখন ফল পেতে গিয়েছিল এবং ছায়ায় বসে আরামদায়ক মনে হতো। রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর সাথে মুসলমানরা সবাই ধোরেশোরে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন। অন্যদিকে আমি প্রতিদিন সকালে তাদের সাথে প্রস্তুতি নেবার কথা চিন্তা করতাম। সারাদিন চলে যেতো অথচ আমি কিছুই করতাম না। আমি মনে মনে বলতাম, আমি তো যে কোনো সময় প্রস্তুত হবার ক্ষমতা রাখি, কাজেই এত তাড়াহুড়া কিসের? এভাবে দিন অতিবাহিত হতে থাকে। একদিন সকালে তিনি মুসলমানদের নিয়ে রওয়ানা দিলেন। অথচ তখনো আমি কোনো প্রকার প্রস্তুতি করিনি। আমি বললাম, আমি এই তো এক-দুদিনে প্রস্তুতি নিয়ে নেবো তারপর পথে তাদেরকে ধরে ফেলবো। তাদের চলে যাবার পরের দিন সকালে আমি প্রস্তুতি নিতে চাইলাম। কিন্তু দিন গুজরে গেলো অথচ আমি কিছুই প্রস্তুতি নিতে পারলাম না। তারপর দিন সকালে আবার চাইলাম। কিন্তু এবারও নিতে পারলাম না। তারপর দিনের পর দিন আমার এ অবস্থা চলতে থাকলো। এখন তো সবাই অনেক দূরে চলে গিয়েছে। আমি কয়েকবার এরা দা করলাম বের হয়ে তাদেরকে ধরে ফেলতে। আহা, যদি আমি এমনটি করে ফেলতাম! কিন্তু তা আমার তকদীরে ছিল না। এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চলে যাবার পর আমি যখন শহরে লোকদের মধ্যে বের হতাম তখন পথে-বাটে দেখতাম মূনাফিকদেরকে অথবা দুর্বল হবার কারণে আল্লাহ যাদেরকে 'শায্বুর' বা অক্ষম করে দিয়েছেন তাদেরকে—এদের ছাড়া আর কাউকে পথে দেখতাম না। আমার ভীষণ দুঃখ হতো।

রসূলুল্লাহ (সঃ) পথে কোথাও আমার কথা জিজ্ঞেস করলেন না, তবে তাবুকে পৌঁছে যখন তিনি সবাইকে নিয়ে বসলেন, তখন আমার কথা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কা'বের কি হলো? বনী সালামার এক ব্যক্তি ১৮০ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! নিজের সৌন্দর্যের প্রতি মোহ ও অহংকার তাকে আটকে দিয়েছে। গু'আয ইবনে জাবাল বললেন, "তুমি তো ভালো কথা বললে না। আল্লাহর কসম! আমরা তার ব্যাপারে ভালো ছাড়া আর কিছুই জানি না"। এ কথা শনে রসূলুল্লাহ (সঃ) চুপ করে থাকলেন।

কা'ব ইবনে মালেক বলেন : যখন আমি জানতে পারলাম রসূলুল্লাহ (সঃ) ফিরে আসছেন, আমি চিন্তা করতে লাগলাম এমন কোনো মিথ্যা বাহানাবাজী করা খায় কি না খায় ফলে আমি তাঁর ক্রোধ থেকে বাঁচতে পারি। এ উদ্দেশ্যে আমি ঘরের বৃন্দ্বিমান লোকদের কাছেও বৃন্দ্বি-পরামর্শ চাইলাম। কিন্তু যখন শুনলাম রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনার একেবারে নিকটে এসে পৌঁছে গেছেন তখন আমার গন থেকে মিথ্যা বাহানাবাজী করার চিন্তা একেবারে উবে গেলো এবং আমি বিশ্বাস করলাম যে, মিথ্যা কথা আমাকে তাঁর ক্রোধ থেকে বাঁচাতে পারবে না। কাজেই আমি সত্য কথা বলতে মনস্থ করলাম। সকালে রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনার পৌঁছে গেলেন। ১৮৪ আর তাঁর নিয়ম ছিল যখনই তিনি সফর থেকে ফিরে আসতেন প্রথমে মসজিদে যেতেন, সেখানে দু'রাক'আত নামায পড়তেন তারপর লোকদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য বসে যেতেন। যখন তিনি নামায শেষ করে (মসজিদে নববীতে) বসে গেলেন তাবুক যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকা লোকেরা আসতে লাগলো। তারা নিজদের ওজর পেশ করতে লাগলো। ১৮৫ তারা কসম খেতে লাগলো। এদের সংখ্যা ছিল আশির কিছু বেশী। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের ওজর কবুল করে নিলেন; তাদের কাছ থেকে পুনর্বীর বাই'আত নিলেন। তাদের জন্য মাগফেরাতের দো'আ করলেন এবং তাদের মনের গোপন বিষয় আল্লাহর হাতে সোপর্দ করলেন। (কা'ব বলেনঃ) আমিও আসলাম তাঁর কাছে। আমি সালাম দিতে তিনি মূর্চকি হেসে তার জবাব দিলেন, এমন মূর্চকি হাসি যাতে ক্রোধ মিশ্রিত ছিল। এরপর বললেন : এসো এসো। আমি গিয়ে সামনে বসে পড়লাম। তিনি আমাকে

১৮০. বনী সালামার এ লোকটি হলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আনাস (রঃ)।

১৮৪. তাবুকাতে ইবনে সা'দের কর্না রতে তখন ছিল রমযান মাস।

১৮৫. এ ওজর পেশকারীদের সংখ্যা বিরাণী বলে কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন।

বললেন : তোমাকে ক্রিসে পেছনে আটকে রেখেছিল? তুমি না সওয়ারী কিনে নিয়েছিলে? আমি বললাম : অবশ্য আমি সওয়ারী কিনে নিয়েছিলাম। তবে আল্লাহর কসম! যদি আপনার ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো লোকের সামনে বসতাম তাহলে তার ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য কোনো (মিথ্যা) ওজর পেশ করে চলে যেতাম। কারণ কথা বলার ব্যাপারে আমি কুম পারদর্শী নই। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি জানি আজ যদি আপনার কাছে মিথ্যা বলে আমি আপনাকে বদশী করে যাই, তাহলে কাল আল্লাহ আপনাকে আমার ওপর নাখোশ করে দিবেন। আর আজ যদি আমি আপনার সামনে সত্য কথা বলে যাই, তাতে আপনি নাখোশ হলেও তাতে আল্লাহর কমা লাভের আশা আছে। না, আল্লাহর কসম! আমার কোনো ওজর ছিল না। আল্লাহর কসম! আমি যখন আপনাদের থেকে পেছনে থেকে যাই তখনকার মতো আর কোনো সমস্ত আমি অতটা শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী ছিলাম না।

এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : কা'ব সত্য কথাই বলেছে। ঠিক আছে, চলে যাও, দেখো আল্লাহ তোমার ব্যাপারে কি ফায়সালা দেন।

আমি উঠে পড়লাম। বনী সালামার লোকেরাও আমার সাথে সাথে চলতে লাগলো। তারা আমাকে বললো, আল্লাহর কসম! আমরা তো এ পর্বন্ত তোমার কোনো গুন্যের কথা জানি না। অন্যান্য পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের মতো তুমিও রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে একটা বাহানা পেশ করতে পারলে না? তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইসতিফাফার তোমার গুন্যের জন্য যথেষ্ট হতো। আল্লাহর কসম! তারা বরাবর আমাকে দোষারোপ করতে থাকলো। এমনকি এক পর্যায়ে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে ফিরে আসতে এবং আমার প্রথম কথাটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে মনস্থ করলাম। তারপর আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম : আচ্ছা, আমার মতো নিজের ভুল স্বীকার করেছে এমন আর কাউকেও কি তোমরা সেখানে দেখেছো? তারা জবাব দিলো : হাঁ, দু'জন লোককে আমরা দেখেছি, তারা তোমার মতো একই কথা বলেছে। আর তাদেরকেও সেই একই কথা বলা হয়েছে, যা তোমাকে বলা হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা কারা? লোকেরা জবাব দিলো, তারা দু'জন হচ্ছেন : মদুরার ইবনুদুর রাবী' আল আমরাবী এবং হিলাল ইবনে উমাইয়া আল ওয়াকফী। তারা আমার কাছে এমন দু'জন লোকের কথা বললো, যারা ছিলেন সৎ, যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং আদর্শস্থানীয় ছিলেন। তাদের দু'জনের কথা যখন তারা আমাকে শুনালো (আমি মনে স্মৃতি অনুভব করলাম এবং) আমি চলতে শুরু করলাম।

এদিকে রসূলুল্লাহ (সঃ) পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের মধ্য থেকে আমাদের এ তিনজনের সাথে কথা বলা সমস্ত মুসলমানের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। ১৮৬ কাছের লোকেরা আমাদেরকে এড়িয়ে চলতে লাগলো। আমাদেরকে যেন তারা একেবারে চেনেই না। অবশেষে আমার এমন মনে হতে লাগলো যেন দুনিয়ার চিরচেনা সর্বকিছুর বদলে গেছে। এভাবে আমাদের ওপর দিয়ে পঞ্চাশটা রাত গড়িয়ে গেলো। আমার অন্য ভাই দু'টি ভো ঘরের মধ্যে বসে গেলেন এবং কান্নাকাটি করতে লাগলেন। তবে আমি ছিলাম যৌবন-দীপ্ত ও হিম্মতওয়াল্লা। তাই আমি বাইরে বের হতে থাকলাম। মুসলমানদের সাথে নামাযে যোগ দিতাম ও বাজারে ঘুরাফিরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলতো না। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসতাম। তিনি তখন নামাযের পর মজলিসে বসতেন। আমি তাঁকে সালাম দিতাম। আমি মনে মনে বলতাম, আমার সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁট নড়লো, কি নড়লো না? তারপর, আমি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে নামায পড়তাম। আমি বাঁকা দৃষ্টিতে লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁকে দেখতাম। কাজেই আমি দেখতাম আমি যখন নামাযে মশগুল থাকি তখন তিনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন আবার আমি যখন

১৮৬, অন্য যারা মিথ্যা ওজর পেশ করেছিল তাদের জন্য এ সামাজিক বরকতের হুকুম ছিল না। কারণ আসলে তারা ছিল মুনাজিক। তাই তাদেরকে পরিশুদ্ধ করার কোনো দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেননি।

ভাঁর দিকে চাইতাম তখন তিনি মৃদু ফিরিয়ে নিতেন। এ অবস্থায় দীর্ঘদিন চলে গেলো। এভাবে লোকদের বিদ্‌মুখতা আমাকে দিশেহারা করে তুললো। তাই একদিন আমার চোচ ডাই আব্দ কাতাদাহর বাগানের পাঁচিল টপকে তার কাছে আসলাম। সে ছিল আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আমি তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু আল্লাহর কসম! সে আমার সালামের জবাব দিলো না। আমি তাকে বললাম, হে আব্দ কাতাদাহ! আল্লাহর দোহাই দিয়ে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কি জানো না আমি আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে ভালোবাসি? সে চূপ করে থাকলো। আমি আবার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে তাকে এ প্রশ্ন করলাম। এবারও সে চূপ করে থাকলো। আমি তৃতীয় বার তাকে একই প্রশ্ন করলাম। এবার সে জবাব দিল : আল্লাহ ও তাঁর রসুলই ভালো জানেন। (আর আমি নিজেকে সামলাতে পারলাম না) আমার দু'চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি পড়তে লাগলো। আমি পাঁচিল টপকে ফিরে এলাম। এ সময় একদিন আমি মদীনার বাজারে হাঁটিছিলাম। সিরিয়ার একজন খৃষ্টান কৃষক মদীনার বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রি করতে এসেছিল। সে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করছিল : কে আমাকে কা'ব ইবনে মালেকের ঠিকানা বলে দিতে পারে? লোকেরা তাকে ইশারা করে দেখিয়ে দিলো ১৮৭ সে আমার কাছে এসে গাস্‌সানের রাজার ১৮৮ একটি চিঠি আমার হাতে দিলো। চিঠিতে রাজা লিখেছেন : আমি জানতে পেরেছি আপনার নেতা আপনার ওপর নির্যাতন চালাচ্ছেন। অথচ আল্লাহ আপনাকে লাঞ্ছনা ও অবমাননার অবস্থায় রাখেননি। আপনি আমাদের এখানে চলে আসেন। আমরা আপনাকে মর্যাদা ও আরাধনের সাথে রাখবো। চিঠিটা পড়ে আমি বললাম, এটাও আর একটা পরীক্ষা। কাজেই চিঠিটা আমি তন্দুরের আগুনে নিক্ষেপ করলাম।

এভাবে পঞ্চাশ দিনের মধ্য থেকে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলো। এমন সময় এলেন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একজন দূত ১৮৯ আমার কাছে। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাকে তোমার স্ত্রী থেকে আলাদা হয়ে যাবার হুকুম করেছেন। আমি বললাম, আমি কি তাকে ভালো দেখে, না কি আর কিছ্‌ করবো? বললেন : না, ভালো দেখে না। তবে তার থেকে আলাদা থেকে এবং তার কাছে যেয়ো না। আর আমার অন্য দু'জন সাথীর কাছেও এ মর্মে দূত পাঠানো হলো। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম : তুমি নিজের আত্মীরদের কাছে চলে যাও। আল্লাহ আমার এ ব্যাপারে কোনো ফায়সালা না দেয়া পর্যন্ত তাদের সাথে অবস্থান করো। কা'ব বললেন : হিলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! হিলাল ইবনে উমাইয়া অতি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। তার কোনো খেদমত নেই। যদি আমি তার খেদমত করি, তার কাজ-কামগুলো করে দিই, তাহলে কি কোনো ক্ষতি আছে? জবাব দিলেন : না, কোনো ক্ষতি নেই। তবে সে যেন তোমার কাছে না আসে। হিলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী বললেন : আল্লাহর কসম! তার মধ্যে এ ধরনের ব্যাপারের প্রতি কোনো আকর্ষণ বা আকাঙ্ক্ষাই নেই। আল্লাহর কসম! যেদিন থেকে এ ঘটনা ঘটেছে সেদিন থেকেই সে কেঁদে চলেছে এবং আজো সে কাঁদছে। আমাকেও আমার পরিবারের কেউ কেউ বললো, তুমিও যাও না রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে। তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে একটা অনুমতি নিয়ে এসো, যাতে সে তোমার খেদমত করতে পারে, যেমন হিলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী তার স্বামীর খেদমতের অনুমতি নিয়ে এসেছে। আমি বললাম : আল্লাহর কসম! আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছ থেকে কোনো অনুমতি

১৮৭. অর্থাৎ মূখে কেউ কা'বের নাম উচ্চারণ করে বললো না যে, "এ তো কা'ব ইবনে মালেক!" যেহেতু তাঁর সাথে কথা বলা মানা, তাই তাঁর নাম উচ্চারণ করে কেউ নিজের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলো না। তাই হারতের ইশারায় তাকে জানিয়ে দিলো। এ থেকে রসূলের হুকুম মেনে চলা এবং ইসলামী সমাজের শৃঙ্খলা ও আইনানুগতায় পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮৮. গাস্‌সান সিরিয়ার একটি এলাকা। এর রাজা ছিলেন খৃষ্টান। এ সময় ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে তার বিরোধ চলছিল। এই বিরোধে তিনি আসলে হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ)-এর সহায়তা চাচ্ছিলেন।

১৮৯. ওম্মাকদীরা বর্ণনা মতে এ দূত ছিলেন হযরত খু'বাইমা ইবনে সাবেত (রাঃ)।

আনতে যাবো না। জানি না আমি যখন এ ব্যাপারে অনর্মান্ত চাইবো তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) কি বলবেন। কারণ আমি একজন যুবক।

এভাবে আরো দশটি রাত গাড়িয়ে গেলো। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কথাবার্তা বন্ধ করে দেবার পর পঞ্চাশতম রাতটিও অতিক্রম করে সকালে ফজরের নামায পড়লাম। নামাযের পর আমাদের ঘরের সামনে বসেছিলাম। আমার মনের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। মনে হচ্ছিল জীবনধারণ আমার জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। পৃথিবী যেন তার সমস্ত বিস্তীর্ণতা সন্তেও আমার জন্য অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। এমন সময় আমি একটা আওয়াজ শুনলাম সাল্ আ পাহাডের ওপর থেকে। কে একজন জোরে চীৎকার করে বললেন : হে কা'ব ইবনে মালেক! সুসংবাদ গ্রহণ করো। ১১০ কা'ব বলেন : আমি আল্লাহর দরবারে সিঁজদাবনত হলাম। আমি বৃদ্ধতে পারলাম, এবার আমার সঞ্চট কেটে গেছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের নামাযের পর ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ আমাদের তওবা কবুল করে নিয়েছেন। কাজেই লোকেরা আমার কাছে সুসংবাদ ও মূবারকবাদ দেবার জন্য আসতে লাগলো এবং আমার অন্য দু'জন সাথীর কাছেও তারা একইভাবে সুসংবাদ ও মূবারকবাদ দেবার জন্য যেতে লাগলো। একজন তো ঘোড়ার চড়ে এক দৌড়ে আমার কাছে আসলেন। ১১১ আর আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি দৌড়িয়ে পাহাড়ে উঠলেন। তার কথা অশ্বারোহীর চাইতে দ্রুততর হলো। ১১২ তার সুসংবাদ শুনে আমি তখন এতই খুশী হয়েছিলাম যে, আমার পোশাক ছোড়া খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আল্লাহর কসম! তখন আমার কাছে ঐ পোশাক ছোড়া ছাড়া আর কোনো কাপড় ছিল না। তারপর আমি একছোড়া পোশাক ধার করে নিলাম এবং তা পরিধান করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করতে বের হলাম। পথে দলে দলে লোকেরা আমার সাথে মৌলোকাত করছিল এবং তওবা কবুল হবার জন্য আমাকে মূবারকবাদ দিচ্ছিল। তারা বলছিল : তোমার তওবা কবুল করে আল্লাহ তোমাকে যে পূরস্কৃত করেছেন, এ জন্য তোমাকে মোবারকবাদ।

কা'ব বলেন : এভাবে আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। সেখানে রসূলুল্লাহ (সঃ) বসেছিলেন। তাঁর চারদিকে লোকেরা তাঁকে ঘিরে বসেছিল। তাল্হা ইবনে উবাইদুল্লাহ আমাকে দেখে দৌড়ে আসলেন, মুসাফাহা করলেন এবং মোবারকবাদ দিলেন। মুহাজিরদের মধ্য থেকে কেউ এভাবে এসে আমাকে মোবারকবাদ দেননি। আল্লাহ সাক্ষী, আমি কোনদিন তাঁর ইহ'সান ভুলবো না। কা'ব বলেন : তারপর আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সালাম করলাম। তখন খুশীতে তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : (হে কা'ব) আজকের দিনটি তোমার জন্য মোবারক হোক, যা তোমার জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত অতিক্রান্ত দিনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো। কা'ব বলেন : আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! (এ ক্ষমা) আপনার পক্ষ থেকে, না আল্লাহর পক্ষ থেকে; তিনি বললেন : না, এতো আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন খুশী হতেন, তাঁর চেহারা মোবারক চাঁদের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। আমরা চেহারা দেখে তাঁর খুশী বৃদ্ধিতে পারতাম। তারপর আমি তাঁর সামনে বসে বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আমার তওবা কবুলের জন্য শূকারাম্বরূপ আমি আমার সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহ ও রসূলের পথে সাদকা করে দিতে চাই। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তোমার সম্পদের কিছু অংশ নিজের জন্য রেখে দাও। তাতে তোমার ভালো হবে। আমি বললাম : তাহলে আমি শূখর খাবারের অংশটুকু আমার জন্য রাখলাম (যাঁক সব আল্লাহ ও রসূলের পথে দান করে দিলাম)। তারপর আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ এবার সত্য কথা বলার

১১০. ওরাক্কিমীর কবনী মতে এ চীৎকারকারী ছিলেন হযরত আব্দু বকর সিদ্দীক (রাঃ)। তিনি জোরের চীৎকার দিয়ে বলেন : **قد تاب الله على كعب** অর্থাৎ আল্লাহ কা'বের তওবা কবুল করে নিয়েছেন।

১১১. এ অশ্বারোহী ছিলেন হযরত আবুইয় ইবনুল আওয়াস (রাঃ)।

১১২. ইনি হচ্ছেন হযরত হামযা ইবনে আমর আল অলিলামী (রাঃ)।

কারণে আমাকে নাজাত দিয়েছেন। কাজেই আমার এ তওবা কবুল হবার কারণে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলোতে আমি সত্য কথাই বলতে থাকবো। আল্লাহর কসম! আমি জানি না, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে সত্য কথা বলার কারণে সোদান থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহ আমার প্রতি যে মেহেরবানী করেছেন, তেমনটি আর কোনো মুসলমানের ওপর করেছেন কি না। আর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বলার পর থেকে আজ আমি আর কখনো সজ্ঞানে মিথ্যা বর্ণিনি। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলোর আল্লাহ আমাকে মিথ্যা থেকে বাঁচাবেন বলে আমি আশা করি। আর আল্লাহ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওপর নিম্নোক্ত আশীর্বাদ নাযিল করেছেন : “আল্লাহ নবী, মুহাজ্জির ও আনসারদেরকে মাফ করে দিয়েছেন” —থেকে “তোমরা সত্যবাদীদের সহযোগী হয়ে যাও” পর্যন্ত। আল্লাহর কসম! ইসলাম গ্রহণ করার পর এর চাইতে বড় আর কোনো অনুগ্রহ আমার ওপর হতে দেখিনি যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে সত্য বলার তওফীক দান করে আমাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে। অন্যথায় অন্য মিথ্যাচারীদের মতো আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম। কারণ অহী যখন নাযিল হচ্ছিল [অর্থাৎ রসূল (সঃ)-এর জীবদ্দশায়] সে সময় যারা মিথ্যা বলেছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ যে মারাত্মক কথা বলেছিলেন তা আর কারোর সম্পর্কে বলেনি। বরকতময় ও মহান আল্লাহ বলেছিলেন : “এরা মিথ্যা হলফ করবে, যাতে তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও। কিন্তু তাদের স্থান হচ্ছে জাহান্নাম”.....থেকে.....”কারণ আল্লাহ ফাসেকদের দলের প্রতি কখনো খুশী হতে পারেন না” পর্যন্ত। কা’ব বলেন : আমি আমার তিনজন সেই সব লোকদের থেকে আলাদা যারা তাদের (যুস্বে) না যাবার জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বাহানা পেশ করেছিল, মিথ্যা হলফ করেছিল এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের কথা মেনে নিয়ে তাদেরকে বাই’আত করেছিলেন এবং তাদের জন্য মাগফেরাতের দো’আ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের ব্যাপারটি তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন (আল্লাহর ওপর)। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ সে ব্যাপারে ফায়সালা দিয়েছিলেন। সে ব্যাপারে আল্লাহ বলেছিলেন : “সেই তিনজন, যারা পেছনে থেকে গিয়েছিল।” (অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিয়েছিলেন)। যারা জেনে-বুঝে জিহাদ থেকে পেছনে থেকে গিয়েছিল, তাদের কথা এখানে বলা হয়নি। বরং এখানে কেবল আমাদের (তিনজনের) কথা বলা হয়েছিল। আর যারা হলফ করেছিল ও ওজর পেশ করেছিল এবং তাদের ওজর [রসূল (সঃ)] মেনে নিয়েছিলেন তাদের থেকে আমাদের ব্যাপারের ফায়সালাটি পিছিয়ে দেয়া হয়েছিল।

অনুবৃত্ত : হিজ্র ১১০ নামক স্থানে নবী (সঃ)-এর অবস্থান।

১১. - عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَسْنَا مِنَ الشَّيْءِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْحَجْرِ تَالِ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ كَلَّمُوا أَسْمُرَاتٍ يُصَيِّكُنَّ مَا أَصَابَهُمْ إِلَّا أَنْ يُكْفَرُوا بِالْحَيِّينَ تُرْتَبِعَ رَأْسَهُ وَ أَسْرَعُ الشَّيْرِ حَتَّى جَارَ الْوَادِي

৪০৭১. ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) ‘হিজ্র’ অতিক্রম করার সময় ১১০ বললেন, যারা নিজেদের ওপর জুলুম-নির্ধাতন করেছে তাদের আবাসস্থানে তোমরা প্রবেশ করো না, তাদের ওপর যা (আযাব) আপতিত হয়েছে, তা তেমন তোমাদের ওপর আপতিত না হয়। তবে কান্নাকাটি করতে করতে এ স্থানটি অতিক্রম করো। তারপর তিনি চাদর দিয়ে নিজের মাথা ঢেকে নিলেন এবং অতি দ্রুত সেই উপত্যকাটি অতিক্রম করলেন। ১১৫

১১০. হিজ্র মদীনা ও সিরিয়ার মাঝখানে ‘ওয়াদিউল কুরার’ কাছাকাছি একটি স্থান। সাময় জাতি ও হযরত সালেহ (আঃ)-এর জাতির আবাস এখানে ছিল।

১১৪. তাকে ধ্বংস থেকে ফেরার পথে নবী (সঃ) নবাবদের নিয়ে এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন।

১১৫. এ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে কিতাবুল আশ্বিয়্যার এ সম্পর্কিত আর একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে।

২১-২০. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُعَابِ الْجَبِي لَاتُدَّ خُلُوًا كَلَا حَوْلًا وَ
الْمُعَدَّيْنِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا أَبَاكَيْنِ أَنْ يُصَبِّحَكُمْ مِثْلَ مَا صَابَكُمْ.

৪০৭২. ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) হিজরবাসীদের সম্পর্কে বলেন, এখানকার অধিবাসীদের ওপর আযাব নাযিল হয়েছিল, তাদের আবাসে প্রবেশ করো না। তবে কান্নাকাটি করতে করতে এ জায়গাটি অতিক্রম করে যাও। তাদের ওপর যা (আযাব) নাযিল হয়েছে, তোমাদের ওপরও যেন তা নাযিল না হয়ে যায়।

অনুবাদের :

২৩-২০. مِنْ مَغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ لِبَعْضِ حَائِجَتِهِ فَكَلَّتْ أَكْلَبَتْ
مَلِيْهِ الْمَاءُ وَلَا أَعْلَمُهُ قَالَ لِأَقِيْ عَزْرَةَ تَبْرُوكَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ
فَضَاءً عَلَيْهِ كَسْرُ الْجَبَةِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ جَبَّتِهِ فَغَسَلَهُمَا تَرْتِيْبًا عَلَى خَفِيْهِ.

৪০৭৩. মদগীরাহ ইবনে শূবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) একবার প্রাকৃতিক কাজ সম্পন্ন করতে গেলেন। (ফিরে আসার পর অযুর জন্য) আমি তাঁর হাতে পানি ঢালতে লাগলাম। বর্ণনাকারী (মদগীরার পুত্র উরওয়া) বলেন, এটা তাবুক যুদ্ধের সময়কার ঘটনাই তিনি বর্ণনা করেছিলেন বলে আমি জানি। তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] মূখ ধুয়ে ফেললেন। তারপর কনুই পর্যন্ত দৃহাত ধুয়ে ফেললেন। কিন্তু তাঁর জামার আস্তিন ছিল সংকীর্ণ। তাই হাত দু'টি আস্তিনের বাইরে বের করে নিয়ে এসেছিলেন এবং তারপর সে দু'টি ধুয়ে ফেলেছিলেন। অতঃপর তিনি দৃপায়ের মোজার ওপর মসেহ করেছিলেন।

২৪-২০. عَنْ ابْنِ حُمَيْدٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَزْرَةَ تَبْرُوكَ حَتَّى إِذَا اشْرَفْنَا
عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ هَذِهِ كَابَةٌ وَهَذَا أَحَدُ جَبَلٍ يُجْبِنُنَا حَيْجَةً.

৪০৭৪. আবু হুমাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা তাবুক যুদ্ধ থেকে নবী (সঃ)-এর সাথে ফিরে আসছিলাম। আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি বললেন, এই 'তাবাহ' ১১৬ এসে গেছে আর এ হচ্ছে ওহুদ পাহাড়, সে আমাদেরকে ভালোবাসে আর আমরা তাকে ভালোবাসি।

২৫-২০. عَنْ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجَعَ مِنْ عَزْرَةَ تَبْرُوكَ فَدَنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ
فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ أَقْوَامًا سَرْتَرْتُمْ مَسِيْرًا وَلَا تَقْطَعُوْهُ وَإِيَّاكُمْ أَلَا كَأَنْتُمْ مَعَكُمْ

ভ্রমত যে বাড়তি অংশটুকু আছে তা হচ্ছে : তাবুক যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন আল হিজরে পৌঁছে গেলেন, সাহাবাদেরকে হুকুম দিলেন এখানকার জুয়া থেকে কেউ পানি পান করো না এবং কেউ এখান থেকে পানি উঠাবেও না। এ দু'টি হাদীস থেকে আসলে সে বিষয়টি সম্পূর্ণ হয় তা হচ্ছে এখানকার কিছু ব্যবহার করা এবং তা থেকে ফায়দা হাসিল করা নাভায়েশ। প্রয়োজনে এখানে আসা ও এখান দিয়ে চলা নাভায়েশ নয়।

১১৬. মদীনার আর এক নাম। তাইয়েগ থেকেই এ জবাহ এসেছে।

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبًا بِالدِّينَةِ قَالَ ذَهَبًا بِالدِّينَةِ حِسْمُهُمُ الْعُدَّةُ

৪০৭৫. আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরাঁছিলেন। (তার সাথে) আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি বললেন : মদীনার মধ্যে এগন কিছু লোক আছে, তোমরা যেখানে যেখানে সফর করেছো এবং যতগুলো উপত্যকা অতিক্রম করছো তারা সর্বত্র তোমাদের সাথে ছিল। লোকেরা (বিশ্বাসসহকারে) জিজ্ঞেস করলো : হে আল্লাহর রসূল! মদীনায় অবস্থান করেই কি তারা এ অবস্থায় ছিল? তিনি জবাব দিলেন : হাঁ, তারা মদীনায় থেকে গিয়েছিল নিজেদের যথার্থ ওজরের কারণে।

অনুচ্ছেদ : কিসরা ও কাইসারের নামে লিখিত নবী (সঃ)-এর পত্র।

৪০৭৬. عَنْ عِيَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِكُتَابِهِ إِلَى كِسْرَى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُدَّافَةَ السَّعْمَانِيِّ نَائِمًا
أَنْ يَشُدَّ فَعَاهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ مَدَامَةَ عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَ لَمَرَّتَهُ
فَحَبَسَتْ أَنْ ابْنُ الْمَيْتَبِ قَالَ قَدْ عَلِمْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَمُرَّ ذُرَاهُ مَسْرُوقٍ

৪০৭৬. ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন যে, ইবনে আব্বাস তাকে জানিয়েছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে হুবায়াযফা সাহমীকে পত্র দিয়ে কিসরার ১১৭ কাছ পেঠালেন এবং তাঁকে বলে দিলেন পত্র বাহরাইনের গবর্ণরের ১১৮ হাতে দিতে। বাহরাইনের গবর্ণর সেটা কিসরার হাতে পেণীছিয়ে দিলেন। কিসরা পত্রখানি পড়েই তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল। ইবনে শিহাব বলেন, (পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী) ইবনুল মুসাইয়েব এ কথাও বলেছিলেন যে, (এ স্বর শব্দে) রসূলুল্লাহ (সঃ) বদদোয়া করে বলেছিলেন : (হে আল্লাহ!) তাদেরকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করো (যেমন তারা আমার পত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছে)।

٤٠٧٧ - عَنْ ابْنِ كُبَيْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
يَوْمَ أُحُدٍ أَيَّامَ أُحُدٍ بَعْدَ مَا كُذِّبَتْ أَنَّ الْحَقَّ بِأَسْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقْبَلَ مَعَهُمْ قَالَ لَنَا
بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَحَدًا نَارِسَ تَدْمَلَكُرًا مَلِيهِمْ شَيْئًا كَسْرَى قَالَ نَنْ يُفْعِلُهُ
قَوْمٌ وَذَلُوا أَمْرَهُمْ أَمْرًا ۝

৪০৭৭ আব্দ বাকরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছ থেকে আমি যে কথা শুনোছি, তা থেকে আল্লাহ আমাকে অনেক ফয়দা দান করেছেন। অর্থাৎ জামাল যুদ্ধের সময়, আমি মনে করতাম যে হক জামাল ওয়ালাদের [অর্থাৎ হযরত আলেশা (রাঃ)]-এর পক্ষে রয়েছে। কাজেই আমি তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে

১১৭. কিসরা ইরানের বাদশাহর উপাধি। এ কিসরার আসল নাম ছিল পার্শেব ইবনে হরমযব ইবনে নওশেরওয়ান।

১১৮. বাহরাইন ছিল কিসরার শাসনাধীন একটি প্রদেশ। এর গবর্ণর ছিলেন মানযার ইবনে সাওয়ান।

বন্দুখে বাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরী হয়ে গিয়েছিলাম। এমন সময় আমার মনে পড়ে গেলো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সেই কথা, যা তিনি বলেছিলেন কিসরার কন্যার সিংহাসনে আরোহণের খবর শুনে। তিনি বলেছিলেন : সেই জাতি কখনো সফলকাম হতে পারে না যে তার (রাষ্ট্রীয়) কাজকারবার সোপর্দ করে দেয় একজন মহিলার হাতে।

২৭৫-২৮. عَنِ النَّاسِبِ بْنِ يَزِيدٍ يَقُولُ أَذْكَرَ أَيْ خَرَجْتُ مَعَ الْخِطَابِ إِلَى ثَيْبَةَ الْوُدَاعِ تَلَقَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَتَالَ سَفِيَانٌ مَرَّةً مَعَ الْقَبِيَّاتِ.

৪০৭৮. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার মনে আছে আমি কয়েকটি ছেলের সাথে 'সানিয়াতুল ওয়াদায়' এসেছিলাম রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। আর (বর্ণনাকারী) সুফিয়ান কখনো ছেলের জায়গায় বলেছেন বালক।

২৭৫-২৭. هُنَّ النَّاسِبِ أَذْكَرَ أَيْ خَرَجْتُ مَعَ الْقَبِيَّاتِ تَلَقَى النَّبِيَّ ﷺ إِلَى ثَيْبَةَ الْوُدَاعِ مَقْدَمَةٌ مِنْ عَزْوَةِ تَبُوكَ.

৪০৭৯. সায়েব থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন :) আমার মনে আছে রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন তাবুক বন্দুখ থেকে ফিরে আসাছিলেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আমি কতিপয় বালককে সংগে নিয়ে সানিয়াতুল ওয়াদা পর্যন্ত গিয়েছিলাম।

অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ)-এর রোগভোগ ও ওফাত আর আব্বাছের বাণী :

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّهِمْ تَخْتَصِمُونَ

“(হে রসূল!) অবশ্য তোমাকে একদিন মরতে হবে এবং তাদেরকেও মরতে হবে। তারপর কিয়ামতের দিন সবাই তোমাদের রবের সাগনে বিরোধে লিপ্ত হবে।” আর ইউনুস যুহরী থেকে এবং তিনি উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) যে রোগে ইনভেকাল করেছিলেন সেই রোগে আক্রান্ত হবার পর বলেছিলেন, হে আয়েশা, খাম্বরে খাদ্যের সাথে জাম্বাকে যে বিষ খাওয়ানো হয়েছিলো, আমি সব সময় পেটে তার ব্যথা অনুভব করি। আর (এখন) মনে হচ্ছে এ ব্যথা আমার শিরাগুলো কেটে ফেলছে।

২৭৫-১০. عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ سُبَّتِ الْحَارِثُ تَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي الْمَغْرِبِ بِأَلْسُنِ سَلَاتٍ مَرْتَاثَرٍ مَا صَلَّيْنَا بَعْدَ مَا حَتَّى تَبْعَهُ اللَّهُ.

৪০৮০. উম্মে ফযল বিনতে হারেস ১১১ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মাগরিবের নামাযে নবী (সঃ)-কে আলমদুরসালাতে উরফান সূরাটি পড়তে শুনেছি। এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আমাদেরকে আর কোনো নামায পড়াননি।

২৭৫-১১. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ تَالَ كَانَ عُمَرُ ابْنَ الْخَطَّابِ يُدْفِنِي ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ مُبْدُ الرَّحْمَنِ

بُنْ مَوْبِ إِثْنَا أَبْنَاءُ مِثْلَهُ نَقَالَ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَقَلَّمَرْنَا لَمْ نَسْأَلْ مَمْرَانُ مَبَايَسَ عَنْ هُنْبِ
الْآيَةِ إِذَا جَاءَ نَهْمُ اللَّهِ وَالتَّقَرُّمُ نَقَالَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْلَمَهُ إِنِّي أُنْقَالَ مَا أَمَلَمُ
مِنْهَا إِلَّا مَا تَقَلَّمَرُ.

৪০৮১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমর ইবনুল খাত্তাব আমাকে নিজের কাছে বসাতেন। আবদুল রহমান ইবনে আউফ তাঁকে বললেন, আমাদেরও তো ওর মতো ছেলোপলে আছে। ২০০ তিনি (উমর) বললেন : এর জ্ঞানের কারণে আমি একে কাছে বসাই। এরপর উমর ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন “যখন এসে গেছে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়”—আয়াতটি সম্পর্কে। ইবনে আব্বাস বললেন, এটা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তিকাল সম্পর্কিত আয়াত। এভাবে তাঁকে তাঁর ইন্তিকাল সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন। উমর বললেন : এ আয়াতটি সম্পর্কে তুমি যা বললে তার বাইরে আমি এ সম্পর্কে আর অন্য কিছু জানি না। ২০১

۴۰۸۲. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ قَالَ ابْنُ مَبَايَسَ يَوْمَ الْخَيْبِ وَمَا يَوْمَ الْخَيْبِ اشْتَدَّ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَعَهُ نَقَالَ ائْتُوا فِي الْكُتُبِ لَكُمْ كِتَابَانِ تَنْصُرُوا بَعْدَهُ أَيْدِيًا
مَنْ أَرَعُوا وَلَا يَنْبِي مِثْلِي مِثْلِي نَقَالَ مَا مَاتُ أَهْبَى اسْتَفْهَمُوا نَدَّ هَبُوا بَرْدُونَ
عَنْهُ نَقَالَ دَعُونِي أَنَا نَبِي خَيْرٍ مِمَّا شَدَّ عُونِي إِلَيْهِ أَوْ صَاهِرٍ يَتَلَدِنِ قَالَ
أَخْرَجُوا الْمَشْرِكِيَّةَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ الْعَرَبِ وَأَجِيرُوا الْوَلَدَ بِسُخْرٍ مَا لَنْتُ إِجِيرَهُمْ
ذَمَّكَتَ عَنِ الْفَالِئَةِ أَوْ نَا، فَوَيْتَهُمَا.

৪০৮২. সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস বলেছিলেন : বহুস্পতিবার! হাঁ বহুস্পতিবার! এ দিন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ব্যথা ভীষণ বেড়ে গিয়েছিল। তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] বললেন : লেখার (উপকরণ) নিয়ে এসো। আমি তোমাদের জন্য এমন একটা লিখন লিখে দিয়ে যাবো, সেই অনুযায়ী চললে তোমরা কোনো দিন গোমরাহ হবে না। লোকেরা কলহে লিপ্ত হলো। আর নবীর সামনে কলহ করা উচিত নয়। তারা বললো, রোগের প্রাবল্যে তিনি বলছেন। কাজেই তাঁকে আরও জিজ্ঞেস করো। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো। তিনি বললেন : বাদ দাও, আমি যে স্থানে অবস্থান করছি তা ঐ স্থান থেকে অনেক ভালো, বৌদিকে তোমরা আমাকে ডাকছো। তিনি তাদেরকে তিনটি (মৌখিক) অসিয়ত করলেন। মূর্শারিকদেরকে আরও উপদর্শন ২০২ থেকে বিহস্কার করো। আমি যেভাবে প্রতিনিধিদলকে দান করতাম (আমার পরে) সেভাবে তাদেরকে দান করো। আর ইবনে, আব্বাস তৃতীয়টি বলেননি অথবা তিনি বলেন, (তৃতীয়টি) আমি ভুলে গেছি।

২০০. অর্থাৎ তাদেরকে কাছে বসান না কেন? তারাও তো এর সম্ভবস্ক।

২০১. অর্থাৎ হযরত উমর (রাঃ) অধুপ বয়স্ক যুবক হওয়া সত্ত্বেও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর জ্ঞানের গভীরতা এভাবে সবাইকে দৃষ্টিয়ে দিলেন।

২০২. আরও উপদর্শন একদিকে এডেন থেকে ইরাক পর্যন্ত অন্যদিকে জেদ্দা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৮৩-৮৪. هُنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حَضِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْتُمْ أَكْتَبْتُمْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَدْعَاهُ الْوَجْعَ وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ حُسْبُنَا كِتَابَ اللَّهِ نَاخُلْتُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ نَاخُلُصِمُوا فَبِئْسَ مَنْ يَقُولُ قَرِيبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَأَرْسَلُوا مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ نَلَمْنَا كَثُرُوا اللَّغْوُ وَالْإِخْتِلَافُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْمُوا تَالِ عَيْدِ اللَّهِ كَمَا يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ الرِّزِيَةَ كُلَّ الرِّزِيَةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ بَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَكُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ لِإِخْتِلَافِهِمْ وَ لَعَنَهُمُ-

৪০৮৩. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকালের সময় তাঁর ঘরে কিছু লোক বসেছিলেন। তিনি বললেন, এসো আমি তোমাদের জন্য একটি অসিয়ত লিখে দিয়ে খাই, যাতে তোমরা পরবর্তীকালে গোমরাহ না হয়ে যাও। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বললেন, “রসূলুল্লাহ (সঃ) এখন খুব বেশী কষ্ট পাচ্ছেন (কাজেই অসিয়ত লেখার প্রয়োজন নেই)। আর তোমাদের কাছে কুরআন আছে। আল্লাহর কিতাব আমাদের জন্য যথেষ্ট।” কাজেই আহলে বায়েতদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলো। তারা বিরোধে লিপ্ত হলেন। তাদের মধ্য থেকে কেউ বলছিলেন, কবজ কলম এনে লিখিয়ে নাও, তাহলে তাঁর পরে তোমরা গোমরাহ হবে না। আর কেউ বলছিলেন অন্য কথা। যখন আজে বাজে কথা ও মতবিরোধ বেশী হয়ে গেলো, রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তোমরা চলে যাও। উবাইদুল্লাহ (বর্ণনাকারী) বলেন, ইবনে আব্বাস (প্রথমে সাথে) বললেন : লোকেরা নিজেদের মতবিরোধ ও চেঁচামেচির কারণে এ ফেমন বিপদ ডেকে আনলো, যা রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর অসিয়ত লিখে দেবার মাঝখানে অন্তরাল সৃষ্টি করলো।

৮৫-৮৬. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ نَاطِمَةَ فِي شَكْوَاهِ الَّذِي بِيَسَى فِيهِ نَسَاءٌ رَاهِلَةٌ بَكَتْ ثُمَّ دَعَاَهَا نَسَاءً رَاهِلَةً فَضَجَعَتْ نَسَاءً عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ سَارَى فِي النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يَقْبَضُ فِي وَجْهِهِ الَّذِي تُوْفِي فِيهِ بَكَتْ ثُمَّ سَارَى نَاخُلِينَ ابْنِ أَدَلْ أَهْلَهُ يَبْعُهُ فَضَجَعَتْ-

৪০৮৪. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) তাঁর ইন্তেকালের পরে ফাতেমাকে ডেকে নেন। তিনি ফাতেমার কানে কানে কিছু বলেন : ফাতেমা কাঁদতে থাকেন। তখন তিনি তাকে ডেকে নিয়ে আবার কানে কানে কিছু বলেন। এখার ফাতেমা হাসতে থাকেন। আমরা তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করি (ইন্তেকালের পরে)। তিনি বলেন : নবী (সঃ) (প্রথমে) তাঁর কানে কানে বলেন, এ রোগেই তিনি ইন্তেকাল করবেন। কাজেই এ কথা শুনে আমি কাঁদতে থাকি। তারপর তিনি আবার আমার কানে কানে বলেন, তাঁর পরিবার-পরিজনের মধ্যে সর্ব প্রথম আমিই তাঁর সাথে মিলবো। এ কথায় আমি (আনন্দে) হাসতে থাকি।

১৫- عَنْ عَائِشَةَ تَأَلَّتْ كَهْنُتَ أَسْمَعَ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ نَبِيٌّ حَتَّىٰ يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَأَخَذَتْهُ
بِحُجَّةٍ يَقُولُ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْآيَةَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ جُبِرَ.

৪০৮৫. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি শূনেছিলাম ২০০ নবীকে মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের মধ্যে কোনো একটি গ্রহণ করার অর্থতিয়ার দেয়া হয়। ২০৪ আমি শূনেলাম নবী (সঃ) ইন্তেকালের পূর্বে রোগগ্রস্ত অবস্থায় “সেইসব লোকের সংগে ষাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছিলেন.....” আয়াতটির শেষ পর্যন্ত পড়ছেন। আমি বুঝলাম, তিনি আখেরাতকে পসন্দ করেছেন।

১৬- عَنْ عَائِشَةَ تَأَلَّتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ الْأَمْرَ مِنَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلَ
يَقُولُ فِي الرَّيْبِيِّ الْأَعْلَىٰ .

৪০৮৬. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) রোগগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়ে বলতে থাকেন : উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বন্ধুদের সাথে (আমাকে রেখে)।

১৭- عَنِ الرَّهْرِيِّ تَأَلَّتْ عَمْرُوَةَ بِنْتُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ تَأَلَّتْ كَانَتْ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ وَهُوَ صَحِيحٌ يَقُولُ إِنَّهُ لَكُرِّيْبُضٌ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّىٰ يُرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ
تُرَىٰ حَتَّىٰ أَوْ يُخَيَّرَ فَلَمَّا اشْتَكَىٰ وَحَصْرَهُ الْقَبْضُ وَرَأْسُهُ عَلَىٰ فَيْحِدِ عَائِشَةَ
عُثِيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا نَأَىٰ شَخْصَ بَصْرَهُ نَحْوَ سَقْفِ الْبَيْتِ تَرَ نَالَ اللَّهُمَّ فِي
الرَّيْبِيِّ الْأَعْلَىٰ فَتَلَّتْ إِذَا لَا يَجَاوِرُنَا نَعْرُتُ أَنَّ حَيْثُ يُثَبُّهُ الَّذِي كَانَ يُجَدِّدُنَا
وَهُوَ صَحِيحٌ .

৪০৮৭. য়হরী উরওয়া ইবনে য়বাইর থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) একবার স্বেচ্ছা অবস্থায় বলেছিলেন, কোনো নবী জাহাতে নিজের জায়গা না দেখা পর্যন্ত কখনো ইন্তেকাল করেন না। তারপর তাঁকে দুনিয়ায় বেঁচে থাকার বা আখেরাতের জীবন গ্রহণ করার অর্থতিয়ার দেয়া হয়। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন রোগগ্রস্ত হলেন এবং তাঁর ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হলো তখন তিনি আয়েশার রাণের ওপর গাথা রেখে শায়িত ছিলেন। তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি চোখ খুলে ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন : হে আল্লাহ! উচ্চ মর্যাদাশালী বন্ধুর মধ্যে (আমাকে স্থান দাও)। আমি বলতে লাগলাম : আর আপনি আমাদের মধ্যে থাকতে পসন্দ করছেন না। আমি বুঝতে পারলাম তিনি (স্বেচ্ছা অবস্থায়) আমাদের যা বলেছিলেন, তা এবার সত্যে পরিণত হয়েছে।

২০০. অর্থাৎ নবী (সঃ) থেকে শূনেছিলাম।

২০৪. অর্থাৎ তিনি চাইলে কিরামত পর্যন্ত দুনিয়ায় জীবন-গাপন করতে পারেন আবার চাইলে আখেরাতের জীবন গ্রহণ করে সেখানে অবস্থান করতে পারেন।

৮১-৮০ - عَنْ عَائِشَةَ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا مُسْنَدُتُهُ إِلَى صَدْرِي دُمِعَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ سِرْوَاكَ وَطَبَّ يَسْتَنْ بِسَهٍ فَأَبَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَصْرَاهُ فَأَخَذَتْ السِّرْوَاكَ نَقَضْتُهُ وَنَفَضْتُهُ وَطَبَّيْتُهُ ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ نَاسْتَنْ بِهِ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اشْتَنَّ اشْتِنَانًا نَطًّا أَحْسَنَ مِنْهُ فَمَا عَدَا أَنْ تَرَعَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَفَعَ يَدَهُ أَوْ رَاضِعُهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّيِّقِ الْأَعْلَى ثَلَاثًا تَرَضَى وَكَأَنَّكَ تَقُولُ مَا تَبَيْنَ حَاقِبَتِي وَذَاتِي

৪০৮৮. আয়েশা থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) (রোগগ্রস্ত অবস্থায়) আমার বৃকে হেলান দিয়ে শূন্যেছিলেন, এমন সময় আবদুর রহমান ইবনে আব্দ বকর সেখানে আসলেন। আবদুর রহমানের হাতে ছিল একটা কাঁচা মিসওয়াক। সেটা দিয়ে সে মিসওয়াক করছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি মিসওয়াকটি নিলাম। দাঁত দিয়ে ভালো করে চিবিয়ে সেটাকে নরম করলাম। তারপর সেটা দিলাম নবী (সঃ)-কে। তিনি সেটা দিয়ে মিসওয়াক করলেন। ইতিপূর্বে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কখনো এতো ভালোভাবে মিসওয়াক করতে দেখিনি। রসূলুল্লাহ (সঃ) মিসওয়াক শেষ করে হাত বা আঙুল উঠিয়ে (ইশারা করে) বললেন, ‘ফীর রাফীকিল আ’লা’—অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বৃদ্ধের মধ্যে (আমাকে স্থান দাও)। এ কথাটি তিনি ভিনবার বলেন। তারপর তিনি ইন্তেকাল করেন। আর আয়েশা বলতেন, যখন তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] ইন্তেকাল করেন, তাঁর মাথা আমার থড়নী ও কন্ঠনালীরমধ্যবর্তী স্থানে ছিল।

৮১-৮০ - عَنْ ابْنِ سَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى لَبَّتْ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمَعْوِذَاتِ دَمَسَعَتْ عَنْهُ يَدَهُ فَلَمَّا اشْتَكَى دَجَعَهُ الَّذِي تَرَوُّ فِي نَيْمِهِ طَفَقَتْ أَنْ تَقُبَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمَعْوِذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفَتُّ دَامَسَرُ بِسَيْدِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْهُ

৪০৮৯. ইবনে শিহাব উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা তাঁকে জানিয়েছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন রোগাক্রান্ত হতেন, সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে নিজের গায়ে ফুৎক দিতেন এবং ঐ সূরা দুটি পড়ে হাতে ফুৎক দিয়ে সেই হাত সারা শরীরে বুলাতেন। তারপর যখন তিনি রোগাক্রান্ত হলে, যে রোগে তিনি ইন্তেকাল করলেন, আমি ঐ সূরা দুটি পড়ে তাঁর শরীরে ফুৎক দিতাম এবং তাঁর হাতে ফুৎক দিয়ে সেই হাত তাঁর সারা শরীরে বুলাতাম।

৯-৮০ - عَنْ عَبْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصغَتْ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَهُوَ مُسْنَدٌ إِلَى ظَهْرِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْ حَبِيْبِي وَارْحَمْ حَبِيْبِي بِالرَّيِّقِ

৪০৯০. আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। আয়েশা তাঁকে জানিয়েছেন, নবী (সঃ) ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে হেলান দিয়েছিলেন। তিনি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেন—“হে আল্লাহ! আমাকে গাফ করে দাও, আমার প্রতি করুণা করো এবং আমাকে বন্দুর সাথে গিলিয়ে দাও।”

৪০৯১. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَأَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقْرَأْ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ أَخَذُوا ثُبُورًا نَبِيَّهِمْ مَسَاجِدَ تَأَلَّى عَائِشَةُ لِأَنَّ ذَلِكَ لَأَبْرُرُ قَبْرَهُ خِشْيَ أَنْ يَتَّخِذَ مَسْجِدًا۔

৪০৯১. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী (সঃ) তাঁর যে রোগ থেকে আর মৃত্যু লাভ করেননি, সেই রোগ শয্যা বলেন: “আল্লাহ ইহুদিদের ওপর লানত বর্ষন করুন। কারণ তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে সিজদাগাহ বানিয়েছে।” আয়েশা বলেন: লোকেরা তাঁর কবরকে সিজদাগাহ বানাবে—এ আশংকা যদি না থাকতো, তাহলে তাঁর কবর খুলে দেয়া হতো।

৪০৯২. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا تَقَدَّرَ سُؤْلُ اللَّهِ ﷻ وَاسْتَدْبَرَهُ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَنْ يَدْخُلَ فِي بَيْتِي فَأَذِنْتُ لَهُ فَحَرَّبَ وَهَرَّبَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَخَطَّ رَجُلًا فِي الْأَرْضِ بَيْنَ مَبَايِسَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَبَيْنَ رَجُلٍ أُخْرَى قَالَ قَبِلَ اللَّهُ نَأْخِبُكَ عَبْدَ اللَّهِ يَا لَيْلَى قَالَتْ عَائِشَةُ تَأَلَّى فِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَبَايِسَ حُلَّ يَرَى مِنَ الرَّجُلِ الْأُخْرَى الَّذِي لَمْ يَسْمَعْ عَائِشَةَ تَأَلَّى قُلْتُ لَا تَأَلَّى ابْنِ مَبَايِسَ هُوَ عَلِيٌّ وَكَانَتْ عَائِشَةُ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا دَخَلَ بَيْتِي وَاسْتَدْبَرَهُ وَجَعُهُ تَأَلَّى هَرِيْقُمُ أَعْلَى مِنْ سَيْحٍ قَرِيبٍ لَمْ يَخْلُ أَوْ كَيْتَمَنْ لَعْلَى أَعْمَدٌ إِلَى النَّاسِ نَاجِسُنَا فِي مِغْضَبٍ كَحَفْمَةِ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ كَفَعْنَا نَصَبَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقَرِيبِ حَتَّى كَلَفَقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا سِيدَهُ أَنْ قَدْ فَعَلْتَنَ قَالَتْ ثُمَّ حَرَّبَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ وَأَخْبَرَ فِي مَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَثْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ وَهَبَ اللَّهُ مِنْ مَبَايِسَ كَاللَّذِي نَزَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَطَفِقَ يُطْرَحُ خَيْصَمَهُ لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَأَذَانُ غَمْرٍ كَسَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ وَهَكَذَا لَيْكَ يَقُولُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَخَذُوا ثُبُورًا نَبِيَّهِمْ مَسَاجِدَ يُحَدِّثُ مَا صَنَعُوا وَأَخْبَرَ فِي عَمِيدِ

اللَّهُ إِنَّ عَائِشَةَ تَأْتِيكَ فَقَدْ رَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِذَلِكَ وَحَمَلْتِي عَلَى كَثْرَةِ كَيْفِيَّةٍ
مُرَّجِعْتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَتَّقِ فِي تَبْلِيئِي أَنْ يَمِيتَ النَّاسَ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ
أَبَدًا وَإِنَّ كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ إِلَّا سَاءَ مَا لِلنَّاسِ بِهِ
تَأْرُدَتْ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَبِي بَكْرٍ تَالِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ مَرْسُوحٍ وَابْنُ مَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৪০১২. ইবনে শিহাব বর্ণনা করেছেন। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উত্বাহ ইবনে মাসউদ থেকে। নবী (সঃ)-এর স্ত্রী, আয়েশা বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রোগ বেড়ে গেলে ২০৫ তিন আমার ঘরে অবস্থান করার জন্য অন্য সকল স্ত্রীদের কাছে অনুমতি চাইলেন। সবাই অনুমতি দিয়ে দিলেন। তিনি আশ্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও অন্য এক ব্যক্তির সহায়তায় বের হয়ে আসলেন। তাঁর পা বাটিতে ঘসে ঘসে যাচ্ছিল। বর্ণনাকারী উবাইদুল্লাহ বলেন : আমি আবদুল্লাহ ইবনে আশ্বাসের কাছে আয়েশা যে ম্ভিতীয় ব্যক্তিটির কথা বলেছেন, তাঁর সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি আমাকে বললেন জানো, সেই ম্ভিতীয় ব্যক্তিটি কে, যার কথা আয়েশা বলেছেন? আমি বললাম : না, আমি জানি না। ইবনে আশ্বাস বললেন : তিনি হলেন আলী। নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা বলেছেন : আমার ঘরে আসার পর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রোগ আরো বেড়ে গেলো। তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] বললেন, সাত মশক পানি ভরে এনে আমার ওপর ঢেলে দাও ২০৬ হয়তো আমি লোকদের জন্য কিছু আনিয়ত করার ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম হবো। আমরা তাঁকে নবী (সঃ)-এর স্ত্রী হাফসার একাট পাত্রে মধো বসালাম। তারপর ঐ মশকগুলো থেকে তাঁর ওপর পানি ঢালা শুরু করলাম। তারপর তিনি পানি ঢালা বন্ধ করার জন্য হাত দিয়ে ইশারা করলেন। আয়েশা বলেছেন, তারপর তিনি (মসজিদে) লোকদের কাছে আসলেন। তাদের সাথে নামায পড়লেন এবং তাদের উদ্দেশে জাযণ দিলেন। (ইবনে শিহাব বৃহরী বলেন :) উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উত্বাহ আমাকে জানিয়েছেন, আয়েশা ও আবদুল্লাহ ইবনে আশ্বাস বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) রোগ শযায় চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে দিতেন। অত্যধিক জ্বরে যখন খুব বেশী খারাপ লাগতো তখন মুখ থেকে চাদর সরিয়ে নিতেন। তখন তিনি বলতেন : ইয়াহূদী ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক। কারণ তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে ইবাদতখানায় পরিণত করেছে। তারা যা করেছে, তা করতে তিনি লোকদেরকে নিষেধ করতেন। (ইবনে শিহাব বলেন :) আমাকে উবাইদুল্লাহ জানিয়েছেন, আয়েশা বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন আবু বকরকে ইমামতি করার হুকুম দিলেন, তখন আমি তাঁর সামনে কয়েকবার এ কথাটির পুনরাবৃত্তি করলাম। কারণ আমি ধারণা করেছিলাম যে ব্যক্তি তাঁর স্থলে ইমামতি করবে, লোকেরা কখনো তাকে জলোবাসবে না বরং তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করবে। তাই আমি কামনা করছিলাম রসূলুল্লাহ (সঃ) আবু বকরকে ইমামতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবেন। (ইমাম বৃখারী বলেন :) এ হাদীসটি ইবনে উমর, আবু মুসা ও ইবনে আশ্বাস নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

৪০১৩. عَنْ عَائِشَةَ تَأْتِيكَ مَا تَلْتِ النَّبِيَّ ﷺ وَأَنَّ لَبِيْنَ حَارِثِيَّ وَذَاتِيَّ

فَلَا كُفْرَ وَشِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا أَبَدًا النَّبِيِّ ﷺ .

২০৫. প্রথমে তিনি হযরত মায়মূনা (রাঃ)-এর ঘরে রোগাক্রান্ত অবস্থায় অবস্থান করছিলেন।

২০৬. সম্ভবত বিয়ের জালা প্রদানের জন্য তিনি এ ব্যবস্থা করেছিলেন।

৪০১৩. আরোশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) আমার হৃৎতলী ও কণ্ঠগালীর মাঝামাঝি জায়গায় মাথা রেখে ইস্তেকাল করেন। আর নবী (সঃ)-এর (মৃত্যু-কষ্ট দেখায়) পর আর কারোর মৃত্যু-কষ্টকে আমি খারাপ মনে করি না।

৩-৭৭- عَنْ الرَّحْمِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ
كَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تَيْبَ عَلَيْهِمْ أَسْرَاتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مُبَارَكٍ أَخْبَرَنَا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي تَالِبٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ هَارِ سُرَيْبِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي فَجَعِهِ
الَّذِي تَوَدَّى فِيهِ تَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا حَسَنِ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ
أَصْبَحُ بِعَمْدِ اللَّهِ بَارِعًا نَاحِدًا بِسَيْدِهِ مُبَاسِّ بْنِ عَبِيدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ
وَاللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ عَبْدُ الْعَمَاءِ إِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَوَّكَ
يُتَوَدَّى مِنْ وَجَعِهِ هَذَا إِنِّي لَأُحَرِّقُ دَجْوَةَ بَنِي عَبِيدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ
إِذْ حَبَّ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمَّا سَأَلْنَا لَهُ فِيمَنْ هَذَا الْأَمْرَانِ كَانَتْ بَيْنَنَا عِلْمَانَا
ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَا هَذَا وَمِنْ بِنَا فَقَالَ عَلِيُّ إِنَّمَا وَاللَّهِ لَيْسَ سَأَلْنَا هَا
رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَتَمَنَعْنَا هَذَا لِيُعْطِيَنَا هَذَا النَّاسُ بَعْدَ هَذَا إِنِّي وَاللَّهِ لَأَسْأَلُ
رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

৪০১৪. যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালিক আনসারী তাঁকে জানিয়েছেন : আর কা'ব হচ্ছেন যে তিনজন সাহাবীর তওবা কবুল হয়েছিল, তাদের অন্যতম। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আবদুল্লাহ ইবনে কা'বকে জানিয়েছেন : যে-রোগে রসূলুল্লাহ (সঃ) ইস্তেকাল করেন সেই রোগে আক্রান্ত হবার পর আলী ইবনে আব্দ তা'লেব তাঁর কাছ থেকে বের হয়ে আসেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো : হে আব্দুল হাসান! রসূলুল্লাহ (সঃ) কেমন আছেন? তিনি বললেন : আল হামদুলিল্লাহ, তিনি ভালো আছেন। আব্বাস ইবনে আবদুল মৃত্তালিব তাঁর হাত ধরে বললেন : আল্লাহর কসম, তিন দিন পরে তুমি হবে লাঠির দাস। আমি মনে করি এ রোগে রসূলুল্লাহ (সঃ) ইস্তেকাল করবেন। কারণ আমি ভালোভাবেই জানি আবদুল মৃত্তালিব বংশের লোকদের চেহারা মৃত্যুর পূর্বে কেমন হয়ে যায়। কাজেই এসো আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে যাই। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করি তাঁর পরে কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবে? যদি তা আমাদের মধ্যে থাকে তা হলে তো আমরা তা জেনে গেলাম। (তাহলে আর কোনো সমস্যাই নেই) আর যদি সে দায়িত্ব আমাদের বাইরে আর কারোর ওপর আসে তাহলেও আমরা তা জেনে গেলাম এবং আমাদের জন্য তাকে অসিয়ত করে যাবেন। কিন্তু আলী বললেন : আল্লাহর কসম, যদি আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এ প্রশ্ন রাখি এবং তিনি না করে দেন তাহলে এর অর্থ হবে লোকেরা আর কোনো দিন আমাদেরকে এ দায়িত্ব (খিলাফত) প্রদান করবে না। কাজেই আল্লাহর কসম, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এ প্রশ্ন রাখবো না।

৩-৭৮- مِنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ الْمَسْلُوبِينَ بَيْنَهُمْ

فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ مِنْ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ يُعَلِّي لَمْ يَلْمِ بِمَا سَمِعَ إِلَّا رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةٍ فَأَلْسَنَةٌ فَتَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَهَرَفَتْ فِي صُفُوفِ
 الصَّلَاةِ ثُمَّ تَبَسَّوْا بِضَحْكَ فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَيْنَيْهِ لِيَصِلَ الصَّغْتِ وَذَكَرَ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ أُنْسُ وَهَرَفَ
 الْإِسْلَامُونَ أَنْ يَقْتَتَبُوا فِي صَلَاةِ يَوْمِ قَرْحَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ
 بِيَدِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ اتَّبِعُوا صَلَاةَ تَكْرُمًا ثُمَّ دَخَلَ الْحَجْرَةَ وَارْحَى
 السِّتْرَ.

80৯৫. ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালিক তাঁকে জানিয়েছেনঃ আমরা মুসলমানরা সোমবার দিন ফজরের নামায জামান্নাতের সাথে পড়াছিলাম। আব্দু বকর ছিলেন আমাদের ইমাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) আয়েশার হৃৎকরার পর্দা উঠিয়ে আমাদেরকে দেখলেন। দেখলেন আমরা নামাযের কাভারে দাঁড়িয়ে আছি। তখন তিনি মূর্চক হাসলেন। আব্দু বকর মনে করলেন রসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযের জন্য বের হয়েছেন। তাই তিনি পেছনের লাইনের সাথে মিলে যাবার জন্য পেছন দিকে হটতে শুরু করলেন। আনাস বলেনঃ মুসলমানরা অভ্যস্ত আনন্দিত হলো এই মনে করে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেকে তাদেরকে নামায পড়াবেন। এই ভেবে তারা প্রায় নিয়ত ভাংতে প্রস্তুত হচ্ছিল। এমন সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) নামায পড়ে যাবার জন্য তাদেরকে হাত দিয়ে ইশারা করলেন। তারপর তিনি হৃৎকরার মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং পর্দা ছেড়ে দিলেন।

৭৭-৭৮- عَنْ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو
 ذَكَرَ أَنَّ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقْرَأُ إِتْمَانًا مِنْ نَعِيمِ
 اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَدَّى فِي فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَبَيْنَ يَسْخَرِي
 وَنَحْرِي وَأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رَيْغِي وَرَيْغِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَخَلَّ عَلِيٌّ عَبْدُ
 الرَّحْمَانِ وَبَيْدَةَ السَّوَاكِ وَأَنَا مُسْنِدٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأْتُهُ
 يُنْظَرُ إِلَيْهِ وَعَرُتْ أَنَّهُ يُحِبُّ السَّوَاكِ فَقُلْتُ اخْدُهَا لَكَ فَأَشَارَ
 بِرَأْسِهِ أَنْ نَعْمَ فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَشَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أَلَيْتَهُ لَكَ فَأَشَارَ
 بِرَأْسِهِ أَنْ نَحْرَ فَلَيْسَتْهُ فَأَمَرَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رُكُوعًا أَوْ عَلَيْهِ يَثَلَّتْ
 مَمْرَئِيهَا مَاءً فَجَعَلَ بِهِ يَدَ خَلِّ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ فَيَسْمَعُ بِهِمَا وَجْهَهُ

يَقُولُ لِإِسْمَاءَ وَاللَّاهُ أَتِ لِدُحْرَتِ سَكْرَاتٍ تَشْرِي نَهْبَ يَدِي فَجَعَلَ يَقُولُ
فِي الرَّيْبِ الْأَعْلَى حَتَّى تَمِضَ وَمَالَتْ يَدِي.

৪০৯৬. উমর ইবনে সাঈদ ইবনে আবু ধুলাইফা থেকে বর্ণনা করেছেন : আরোশার আযায-কৃত গোলাম আবু আমর যাকওয়ান তাঁকে জানিয়েছেন, আরোশা বলতেন : আমার ওপর আল্লাহর নিরামৃত ও অনগ্রহ হচ্ছে এই যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার ঘরে, আমার পালার দিন এবং আমার বৃকের সাথে খেলান দেয়া অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। আর ইন্তিকালের পূর্বে আল্লাহ আমার মূতের লালার মাগে তাঁর মূতের লালাও মিশিয়ে দিয়েছেন। (ব্যাপারটি হয়েছিল এই :) আবদুর রহমান ২০৭ হাতে মিসওয়াক নিয়ে আমার কাছে আসলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন আমার গায়ে হেলান দিয়ে ছিলেন। আমি দেখলাম, তিনি ঐ মিসওয়াকের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি জানতাম তিনি মিসওয়াক ভালোবাসেন। আমি বললাম, আমি কি মিসওয়াকটি আপনার জন্য চেয়ে নেবো? তিনি মাথা হেলিয়ে হাঁ বোধক ইংগিত করলেন। কাজেই আমি তার কাছ থেকে মিসওয়াকটি নিলাম। তা তাঁর জন্য শত্রু প্রমাণিত হলো। আমি বললাম, আমি কি এটা আপনার জন্য নরম করে দেবো! তিনি মাথা হেলিয়ে হাঁ বোধক ইংগিত করলেন। কাজেই আমি মিসওয়াকটি চিঝিরে নরম করলাম। তারপর তাঁকে দিলে তিনি তা দিয়ে ভালো করে মিসওয়াক করলেন। আর তাঁর সামনে ছিল একটি মাটির পাত বা পেয়ালার ২০৮—উমর এ ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে পড়ে গেছেন। তাতে পানি ছিল। তিনি দু'হাত পানির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতেন এবং তারপর সেই হাত দু'টি দিয়ে চেহারা মুছতেন। এ সময় তিনি বলতেন : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইম্মা লিল মাউতে মাকরাত—আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, অর্থাৎ মৃত্যুর কষ্ট ভীষণ। তারপর তিনি হাত উঠিয়ে আকাশের দিকে ইশারা করে বলতে থাকলেন : ফির রফীকিল আলা—উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বৃক্ষের সাথে (আমাকে অবস্থান করাও)। ২০৯ এ কথা বলতে করতে তিনি ইন্তেকাল করলেন এবং তাঁর হাত নীচে নেমে আসলো।

۴-۹۶ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَغْتَرُّلُ آيْنَ أَنَا غَدَا آيْنَ أَيْرِ شَيْدَا يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَنْزَوَاجُهُ يَكُونُ عَيْتٌ شَاءَ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَ مَا تَمَلَّتْ عَائِشَةَ تَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَى فِيهِ فِي بَيْتِي تَقْبَضُهُ اللَّهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَجْرَى وَسَجْرَى وَخَالَطَ رَيْقَهُ رَيْقِي ثُمَّ قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنْ بِه فَتَنَعَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِنِي هَذَا الْبِتْرَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ نَأْمَطَانِيهِ فَقَضَيْتُهُ ثُمَّ مَضَعْتُهُ نَأْمَطِيئَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَأَسْتَنْ بِه وَهُوَ مُسْتَنْدٌ إِلَى صَدْرِي.

২০৭. ইব্রুত আরোশা (রাঃ)-এর ভাই।

২০৮. মাটির পাত ছিল না পেয়ালার ছিল এ ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে পড়ে যাবার কারণে বর্ণনাকারী

দৃষ্টেই বলে দিয়েছেন।

২০৯. খাত্তাবীর মতে রফীক (উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বৃক্ষ) বলতে এখানে ফিরশতাদের কথা বলা

৪০১৭. আরোশা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) রোগান্তান্ত হয়ে মৃত্যু শয্যা বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন, আগামী কাল আমি কোথায় থাকবো? আগামী কাল আমি কোথায় থাকবো? তিনি জানতে চাচ্ছিলেন আগামী কাল আরোশার পালা কিনা। এ অবস্থা দেখে তাঁর স্ত্রীগণ তাঁকে যেখানে ইচ্ছা থাকার জন্য অনুমতি দেন। কাজেই তিনি আরোশার ঘরে ছিলেন এবং তাঁর কাছে ইন্তেকাল করেন। আরোশা বলেন : তিনি যৌদন ইন্তেকাল করেন সৌদন আশার ঘরে তাঁর পালা ছিল। আম্লাহ যখন তাঁকে (এ মর জগত থেকে) উঠিয়ে দেন তখন তাঁর মাথা ছিল আমার বৃকে এবং তাঁর মুখের লালা আমার মুখের লালার সাথে মিশে যায়। ঘটনাটা ছিল এই : আবদুর রহমান ইবনে আব্দ বকর আসে। তার কাছে ছিল মিসওয়াক। রসূলুল্লাহ (সঃ) সৌদিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি তাকে বললাম, হে আবদুর রহমান, তোমার এ মিসওয়াকটি আমাকে দাও। সে মিসওয়াকটি আমাকে দিলো। আমি সেটি দাঁত দিয়ে চিবিয়ে নরম করলাম তারপর সেটি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দিলাম। তিনি আমার বৃকে হেলান দিয়ে সেটি দিয়ে মিসওয়াক করলেন।

۴-۹۸ - هُنَّ عَائِشَةُ تَالَتْ لَوْ فِي النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِي وَفِي يَدِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَ-
نَجْرِي وَكَانَ أَحَدًا نَائِجِرًا لَمْ يَدْعُهُ إِذَا مَرَّ مِنْ مَدِينَةٍ أَعْرَضَ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ إِلَى
سَمَاءٍ وَقَالَ فِي الرَّيْثِيِّ الْأَعْلَى وَمَرَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَفِي يَدِهِ جَبْرِيئِيلُ
رَطْبَةٌ تَنْكَلُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَةً فَأَخَذْتُهَا فَمَجَّعْتُ رَأْسًا
وَنَقَضْتُهَا مَدَّ نَعْتَهَا إِلَيْهِ فَاثْمَنَ بِهَا كَأَحْسَنِ مَا كَانَ مُسْتَأْتًا شَرْنَا وَلَيْنَاهَا فَسَقَطَتْ
يَدًا أَوْ سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ فَجَعَّمَ اللَّهُ بَيْنَ رَيْثِي وَرَيْثِيهِ فِي الْخَيْرِ يَوْمَ مِنَ
الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ .

৪০১৮. আরোশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) ইন্তেকাল করেন আমার ঘরে, আমার পালার দিনে এবং আমার বৃকের ওপর। আর আমাদের নিয়ম ছিল যখন তাঁর কোনো অসুখ করতো, আমাদের একজন দোয়া পড়ে তাঁকে ফর্দক দিতো। কাজেই আমি দোয়া পড়ে তাঁকে ফর্দক দিতে থাকি। তিনি মাথা তুলে আকাশের দিকে চেয়ে বললেন : উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বন্ধুর মধ্যে, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বন্ধুর মধ্যে (আমাকে রাখো)। এমন সময় আবদুর রহমান ইবনে আব্দ বকর সেখানে আসলো। তার হাতে ছিল একটি কাঁচা দাঁতন : নবী (সঃ) সৌদিকে তাকালেন। আমি বুদ্ধলাম, তিনি দাঁতন চান। কাজেই আমি দাঁতনটি তার কাছ থেকে নিলাম। দাঁতনের মাথাটি চিবিয়ে নরম করে সেটি তাঁর হাতে দিলাম। তিনি তা দিয়ে খুব ভালোভাবে মিসওয়াক করলেন। তারপর দাঁতনটি তিনি আমাকে দিতে চাইলেন। তাঁর হাত পড়ে গেলো বা দাঁতনটি তাঁর হাত থেকে পড়ে গেলো। এভাবে তাঁর দাঁতনটির শেষ দিনে বা আখেরাতের প্রথম দিনে তাঁর মুখের লালা ও আমার মুখের লালা একসাথে মিশে গেলো।

۴-۹۹ هُنَّ ابْنُ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ

হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, এ সম্পর্কিত বড়গুলো হাদীস এ পর্যন্ত উদ্ধৃত হয়েছে সবগুলোতে রফীক শরীফ একবচনে উদ্ধৃত হয়েছে। তবে একবচন বলে এখানে কব-বচনের অর্থ নেয়া হয়েছে বলা যেতে পারে। আবার এর অর্থ এও হতে পারে যে জামাতে নবী, সিদ্দীক ও সালেহীদের সাথে আমাকে স্থান দাও। কুরআনে বলা হয়েছে وحسن اولئك رفقاً -আর তারা ভালো রফীক-বন্দু।

أَيَا بَيْكُمُ أَتَيْتُمْ عَلَى فَرَسٍ مِّن مَّسْكِينَةٍ بِالشَّمْرِ حَتَّى تَزُلَّ نَدَا هَلْ الْمُعْجَبُ
 نَلَمُوا يَكْفُرُ النَّاسُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى فَايُثَةَ تَنَبَّأَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مَغْبِيٌّ
 بِثَوْبٍ حَبْرِيٍّ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَتَبَّلَهُ وَبَكَى ثُمَّ قَالَ يَا بِي
 وَآئِي وَاللَّهِ لَا يَجُوعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كَتَبْتُ عَلَيْكَ فَقَدْ مَاتَتْ
 قَالَ الرَّهْرِيُّ وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍاءِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ
 وَهُوَ يَكْفُرُ النَّاسُ فَقَالَ اجْلِسْ يَا مَعْبُرُ فَإِنِّي نَجِلْتُ فَأَتَيْتُ النَّاسَ إِلَيْهِ
 وَتَرَكُوهُ أَعْمَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَّا بَعْدُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَتَّبِعُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ
 مُحَمَّدًا أَقْدَمَاتٍ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَتَّبِعُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ أَقْدَمُ حَتَّى لَأَيُّمُوتَ
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى رَدِّمَا مُحَمَّدًا إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ إِلَى التَّكْوِينِ
 وَقَالَ اللَّهُ لَكَانَ النَّاسُ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ هَذِهِ آيَةً حَتَّى تَلَدَهَا
 أَبُو بَكْرٍ تَلَقَّا مَا مِثْلَهُ النَّاسُ حَلَمُوا فَمَا أَسْعَ بَشَرًا مِّن النَّاسِ إِلَّا يَتْلُو مَا نَأْخُبُ بِي
 سَحِيحٌ بِنْتُ الْمُصِيبِ أَنَّ فَعْمَرَ قَالَ وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَن سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ تَلَدَهَا
 فَعَفَّرْتُ حَتَّى مَا تَقَلَّبْتُ رَجُلًا يَدَى وَحَتَّى أَهْوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ مِنْ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلَدَهَا إِنَّ
 الْبَيْتَ ﷺ قَدْ مَاتَ -

৪০১৯. ইবনে শিহাব আব্দু সালামা থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা তাঁকে জানিয়েছেন :
 [রসূলুল্লাহ (সঃ) ইশ্তেকালের পর] আব্দু বকর ঘোড়ায় চড়ে তাঁর বাড়ী সন্ধ্যা থেকে
 মদীনায় আসলেন। মদীনায় এসে তিনি মসজিদে নববীতে গেলেন। তিনি কারোর সাথে
 কোনো কথা না বলে আয়েশার গৃহে প্রবেশ করলেন। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দিকে
 এগিয়ে গেলেন। তাঁকে ইয়ামনী চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। আব্দু বকর তাঁর চেহারা
 থেকে চাদর সরিয়ে দিলেন। তাঁর ওপর বুকু পড়লেন। তাঁর মখে চুম্বো খেলেন এবং
 কাঁদলেন। তারপর বললেন : আমার বাপ-মা আপনার জন্য উৎসর্গীত হোক, আল্লাহর
 কসম অবশ্য আল্লাহ আপনাকে দ্বাবার মৃত্যু দান করেন না। ২০১ একবার মৃত্যু আপনার জন্য
 নির্ধারিত ছিল এবং তা সংঘটিত হয়ে গেছে। য়হরী বলেন, আর সালামা আব্দুল্লাহ ইবনে
 আব্বাস থেকে আমাকে জানিয়েছেন : আব্দু বকর বাইরে বের হয়ে দেখলেন উমর লোকদের
 সামনে বক্তৃতা দিচ্ছেন। ২১১ তিনি বললেন : হে উমর! বসে পড়ো। কিন্তু উমর বসতে

২১০. দ্বাবার মৃত্যু বলে যবরত আব্দু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সম্ভবত এ কথা বলতে চেয়েছেন যে,
 তাঁর দৈহিক মৃত্যু এবং সেই সাথে তার স্বাধীন ও শরিয়তের মৃত্যু। তার দৈহিক মৃত্যু হলেও তাঁর স্বাধীন
 ও শরিয়তের মৃত্যু হবে না। কিন্তু পবিত্রতা তা অবিকৃত ও কার্যম থাকবে।

২১১. রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওফাতে যবরত উমর (রাঃ) দার্শনিক ভারসাম্য হারিয়ে কেঁদেছিলেন।
 তিনি উত্তোষিত হয়ে কাঁদছিলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) ইশ্তেকাল করেননি। মৃত্যুকালেরকে ধর্ম না করে
 তিনি দানিয়া থেকে কিয়াম নিতে পাবেন না।

অস্বীকার করলেন। ফলে লোকেরা উমরকে ত্যাগ করে আব্দু বকরের চারদিকে জমায়ত হয়ে গেলো। আব্দু বকর বক্তৃতা শুনতে শুরু করলেন : হে লোকেরা শুনো! তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মুহাম্মদের ইবাদত করতো, তার জেনে রাখা উচিত মুহাম্মদ মারা গেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করতো। তার জানা দরকার যে আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি মরণে না। মহান আল্লাহ বলছেন : মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ আর কিছুই নয়। তাঁর পূর্বে আরো নবু রসূল আঁতর্বাঁহিত হয়ে গেছেন। যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন তাহলে কি তোমরা পেছনে ফিরে যাবে? মনে রেখো যে পেছনে ফিরে যাবে, সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তবে যারা আল্লাহর কৃচ্ছ বান্দা হিসেবে অবস্থান করবে তাদেরকে তিনি তার প্রতিদান দেবেন। ২১২ ইবনে আব্বাস বলেন : আল্লাহর কসম, আব্দু বকর এ আয়াতটি পাঠ করার পর লোকেরা মনে করতে লাগলো যে আল্লাহ এ আয়াতটি আগে নাযিল করেছিলেন তা তারা কেউ জানতো না। তারপর লোকেরা এ আয়াতটি পড়তে লাগলো। ইবনে আব্বাস বলেন, আমি এমন কাউকে দেখিনি যে তখন এ আয়াত পাঠ করছিল না। ইবনে শিহাব বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব জানিয়েছেন, উমর বলেন : আল্লাহর কসম, আব্দু বকরের মুখে এ আয়াতটি শুনার পর আমার মনে হলো ইতিপূর্বে যেন আমি আয়াতটি কখনো শুনিনি। (এ আয়াতটি শুনার পর) আমি ভয় পেয়ে গেলাম। যখন আমি বৃদ্ধিতে পারলাম যে, নবী (সঃ) সত্যিই ইন্তিকাল করেছেন, তখন আমার পা দুটো খর খর করে কাঁপতে লাগলো। আমি মাটিতে পড়ে গেলাম।

২১০০ - عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ -

৪১০০. আয়েশা ও ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর আব্দু বকর তাঁকে চুম্বন করেন।

২১০১ - عَنْ عَائِشَةَ لَدَى دَنَا فِي مَرَضِهِ فَجَعَلَ يَشِيرُ إِلَيْهَا أَنْ لَا تَلِدِي وَفِي قَوْلِنَا كَرَاهِيَةَ الْمُرِيضِ لِلدَّوَاءِ نَلَجْنَا أَنَا قَالَ لَأُرَأُ تُهَكِّرُ أَنْ تَلِدِي فِي قَوْلِنَا كَرَاهِيَةَ الْمُرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لَدَى دَنَا أَنْظُرِي إِلَى النَّبِيِّ نَأْتَهُ لَمْ يَثْمُدْ كُفْرًا وَابْنُ أَبِي الرَّثَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ -

৪১০১. আয়েশা বলেন : [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর] অসুখের সময় আমরা তাঁকে ওষুধ খাওয়ালাম। তিনি ইশারায় মানা করতে লাগলেন। আমরা মনে করলাম, রুগীরা তো এমনি মানাই করতে থাকে। সুস্থ হবার পর তিনি বললেন : আমি না তোমাদেরকে ওষুধ খাওয়াতে মানা করছিলাম। আমরা বললাম, আমরা মনে করছিলাম, আপনি অন্যান্য রুগীদের মতো ওষুধ খেতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন। তিনি বললেন : এখন ঘরে যারা আছে তাদের স্বাধার মুখে ওষুধ ঢেলে দাও, শূধু আব্বাসকে বাদ দাও, কারণ সে এখানে নেই। এ হাদীসটি ইবনে আব্বাস মানাদ হিশাম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আয়েশা থেকে এবং তিনি নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

৮১০২. عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ دُكِيَ عِنْدَ عَلِيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْضَى إِلَى هَلِيٍّ فَقَالَتْ مَنْ تَالَهُ لَقَدْ رَأَيْتِ النَّبِيَّ ﷺ وَإِنِّي لَمُسَيِّدَةٌ إِلَى مَدْرِي نَدَا مَا بِالطُّسْتِ نَأْتُخْنُكَ فَمَا تَ وَمَا سَمِعْتُ كَكَيْفَ أَوْضَى إِلَى هَلِيٍّ.

৪১০২. আসওয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশার সামনে এ কথা উত্থাপন করা হলো যে, নবী (সঃ) আলীকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে গেছেন। এ কথা শুনে আয়েশা বললেন, কে বলেছে এ কথা? আমি তো নিজেই সেখানে উপস্থিত ছিলাম। নবী (সঃ) আমার বদকে হেলান দিয়ে শূর্য্যোচ্ছলেন। তিনি কুল্লি করার জন্য গামলা চাইলেন এবং কুল্লি করলেন। তারপর তিনি ইস্তিকাল করলেন। আর আলীকে তিনি নিজের অধি বানিয়ে এবং স্থলাভিষিক্ত করে গেলেন, তা আমি জানতেই পারলাম না, এ কেমন কথা?

৮১০৩. عَنْ طَلْحَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى أَوْضَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ فَعَلْتُ كَكَيْفَ كَتَبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةَ أَوْ أَمْرًا بِمَا تَأَلَى أَوْضَى كِتَابِ اللَّهِ.

৪১০৩. তাল্হা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (সঃ) কি কাউকে অসিয়ত করে গেছেন? তিনি জবাব দিলেন : না, কাউকে কোনো অসিয়ত করে যাননি। তাহলে লোকদেরকে কিভাবে অসিয়ত করা বা অসিয়তের হুকুম দেয়া উচিত। জবাব দিলেন, যা কিছুর কুরআনে লেখা আছে সেই মোতাবিক আমল করার অসিয়ত করা উচিত।

৮১০৪. عَنْ مَمْزُودِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عِبْدًا وَلَا أُمَّةً إِلَّا بَعَلَّتْهُ الْيَهُودُ وَالنَّسْرَانِيُّ كَانَتْ يَدُ كُتُبِمَا وَ سِلَاحُهُ دَارِضًا جَعَلُوا لِيِنَّ السَّبِيلِ مَدَكَةً.

৪১০৪. আমর ইবনে হারেস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) দিরহাম-দীনার, গোলাম-বাদী কিছই রেখে যাননি। রেখে গেছেন শূর্য্যমাঘ একটি সাদা খচ্চর। এই খচ্চরটিতে তিনি চড়তেন। আর রেখে গেছেন তাঁর শূর্য্যমাঘ। আর এক ফালি জমীন। এ জমীনটি তিনি (নিজের জীবদ্দশায়) মুসায়ফরদের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন।

৮১০৫. عَنْ أَنَسِ قَالَ لَمَّا أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّى نَقَائِطَ فَاطِمَةَ وَكَرَبَ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ عَلَيَّ إِيْبِلٌ كَثْرَبُ بَعْدَ الْيَوْمِ نَلَسَا مَا تَقَالَتْ يَا بِنْتَا أَجَابَرَ بَادَا مَا يَا بِنْتَا مِنْ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ مَا دَا مَا يَا بِنْتَا إِلَى جِبْرِئِيلَ نُنْعَاكَ نَلَسَا دَفِنَ كَالْتِ فَاطِمَةَ يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْتَوِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التُّرَابَ.

৪১০৫. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ)-এর রোগ যখন খুব বেড়ে গেলো এবং তিনি বেহুশ হয়ে পড়লেন, ফাতিমা বললেন : আহা, আমার আশ্বাজান কত কষ্ট পাচ্ছেন। তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] বললেন : তোমার আশ্বাজানের ওপর আজকের পরে আর কোনো কষ্ট হবে না। তারপর যখন তিনি ইন্তেকাল করলেন, ফাতিমা এ বলে কাঁদতে লাগলেন : “ওগো আমার আশ্বাজান, আপনার দৌয়া আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন। ওগো আমার আশ্বাজান, জান্নাতুল ফিরদাউস আপনার স্থান! হায়! আমার আশ্বাজান, জিবরাঈলকে আমি শুনাই আপনার মৃত্যু সংবাদ!” তাঁকে দাফন করার পর ফাতিমা আনাসকে বললেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মাটি চাপা দিয়ে রেখে আসাকে তোমরা কেমন করে বরদাশত করতে পারলে?

অনুচ্ছেদ : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শেষ কথা।

৭।-৫. عَنِ الرَّضِيِّ أَخْبَرَ فِي سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيْبِ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ فَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ دَهْرٌ صَبِيحٌ أَنَّهُ لَوْ يَقْبَضُ نَبِيٌّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ تَشْرِيحًا نَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذَيْ عَائِشَةَ تَرَى أَنَا نَأْشِخُصُ بَهْرًا إِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ تَرَى قَالَ اللَّهُمَّ الرَّيْبُ الْأَعْلَى فَقُلْتُ إِذَا لَا يَخْتَارُنَا وَعَزَمْتَ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يَحَدِّثُنَا وَهُوَ صَبِيحٌ قَالَتْ وَكَانَتْ إِخْرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمُ بِهَا اللَّهُمَّ الرَّيْبُ الْأَعْلَى.

৪১০৬. হুহরী বলেন : অন্যতম আলেম সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব আমাকে জানিয়েছেন যে, আরেশা বলেন : নবী (সঃ) সূহ অবস্থায় বলতেন, প্রত্যেক নবীকে মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতে তাঁর নিবাস দেখিয়ে দেয়া হয় তারপর তাঁকে এখতিয়ার দেয়া হয় (তিনি চাইলে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় থাকতে পারেন আবার চাইলে জান্নাতে গিয়ে অবস্থান করতে পারেন)। রসূলুল্লাহ (সঃ) রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে তাঁর মাথাটি আমার রানের ওপর রেখে তিনি শূয়েয়াছিলেন। তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন। তারপর চৈতন্য ফিরে পেয়ে ঘরের ছাদের দিকে দৃষ্টি রাখলেন এবং বললেন হে আল্লাহ! শ্রেষ্ঠ মর্যাদা সম্পন্ন বন্দুর মধ্যে। আমি বদ্বতে পারলাম, (তাঁকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছিল কিন্তু) তিনি আমাদের কাছে থাকা পসন্দ করলেন না। আর আমি এটাও বদ্বতে পারলাম, সূহ অবস্থায় তিনি যে কথাটি বলতেন, এটা সেই কথারই প্রতিধ্বনি। আর আরেশা বলেন : তাঁর শেষ কথা ছিল, “আল্লাহুম্মার রফীকাল ‘আলা”—হে আল্লাহ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বন্দুর মধ্যে (আমাকে স্থান দাও)।

অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ)-এর ইন্তেকাল।

৭।-৬. عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَيْتَ لِي مَكَّةَ مَثْرَسَيْنِ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَيَأْتِيهِ عَشْرًا.

৪১০৭. আরেশা ও ইবনে আশ্বাস থেকে বর্ণিত। (তাঁরা বলেন :) নবী (সঃ) মক্কায় অবস্থান করেন দশ বছর। এ সময় তাঁর ওপর কুরআন নাযিল হতে থাকে। আর তিনি দশ বছর মদীনায় অবস্থান করেন। ২১০

২১০. এখনে হযরত আরেশা ও হযরত ইবনে আশ্বাস (রাঃ) আসলে নব্বলে অহীর সময়কাল ধারণা করতে চেয়েছেন। এ জন্য তাঁরা মক্কায় যে তিন বছরকে ‘ফাতরাতুল অহী’ বা অহী বন্ধের সময়

১০১-১. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ دَهْرًا ثَلَاثًا وَسِتِّينَ قَالِ ابْنُ شَهَابٍ وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ.

৪১০৪. আয়েশা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন:) রসূলুল্লাহ (স:) ৬০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইবনে শিহাব বলেন: সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব ও ২১৪ আমাকে এ ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ :

১০১-২. عَنْ عَائِشَةَ ثَلَاثَ تَوَضُّعَاتٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَدِرْعَةً مَرْمُورَةً عِنْدَ يَهُودِيٍّ يَبْلُثُ ثَلَاثِينَ مَاعًا.

৪১০৯. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী (স:) -এর চাদরটি একজন ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক রাখা ছিল তিরিশ সায়ের বিনিময়ে। কিন্তু তিনি (তা ছাড়িয়ে নেবার আগেই) ইন্তেকাল করেন। ২১৫

অনুচ্ছেদ : নবী (স:) তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে হযরত উসামা ইবনে যারেক (রা:) -কে সেনাপতি বানিয়ে জিহাদে পাঠিয়েছিলেন।

১০১-৩. عَنْ سَالِرٍ عَنْ أَبِيهِ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ أُسَامَةَ فَقَالُوا بِنَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ بَلَغَنِي أَنْبَاؤُكُمْ فَلَئِنْ أُسَامَةُ دَأَيْتُهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ.

৪১১০. সালাম তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স:) উসামাকে সেনাপতি বানিয়ে জিহাদে পাঠালেন। ২১৬ লোকেরা তার ব্যাপারে নানান কথা বলাবলি করতে লাগলো। ২১৭ নবী (স:) বললেন: তোমরা উসামার ব্যাপারে যা কিছু বলাবলি করছো, তা সব আমি শুনছি। অথচ উসামা লোকদের মধ্যে আমার কাছে সব চাইতে প্রিয়।

বলা হয়, তা এর থেকে কেটে বাদ দিয়েছেন। তাই নরুওরাতের পর তাঁর মক্কার অবস্থান কাল হয় দশ বছর। অন্যথায় পরবর্তী হাদীসটিতে হযরত আয়েশা (রা:) নিজস্ব বর্ণনা বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স:) ৬০ বছর বেঁচেছিলেন। এখানে তাঁর মক্কার ১০ বছরের স্বীকৃতি রয়েছে।

২১৪. হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব একজন শ্রেষ্ঠ ডবেই আশের ও ফকীহ। তিনি সহাব্যের কেরাম থেকে সরাসরি বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২১৫. অন্য স্থাপিতে -مَاعًا مِنْ صَعِيرٍ ও উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ তিরিশ সা' বয়ের বিনিময়ে। বায়হাকীর বর্ণনা মতে এ ইয়াহুদীর নাম ছিল আবদু শাহাম। আবার নাসায়ী ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন 'বিশ সা'।

২১৬. রসূলুল্লাহ (স:) -এর পালিত পুত্র যামেদের পুত্র উসামাকে তিনি সিরিয়ার দিকে এক জিহাদে পাঠান। এ জিহাদে হযরত উসামা (রা:) -এর সেনামলে হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা:) -এর মত বড় বড় ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবাগণও ছিলেন।

২১৭. হযরত উসামা (রা:) -এর যোগাড়ার সাথে সাথে বংশ মর্যাদার প্রশ্নও উঠছিল বলে মনে হয়। পরবর্তী হাদীসে রসূলুল্লাহ (স:) নিজে উসামার পিতা হযরত যারেকের যোগাড়ার স্বীকৃতি দিয়েছেন। লোকদের এ উভয় বিরূপ মনোভাবের নিন্দা করাই ছিল রসূলুল্লাহ (স:) -এর উদ্দেশ্য।

৪১১১ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بَعَثًا وَعَثَا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَسْمَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ النَّاسَ فِي إِمَارَتِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ تَطْمَعُونَ فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنتُمْ تَطْمَعُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَأَيُّمُ اللَّهِ إِنَّ كَانَ لَعَلِيًّا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَتْ لِمَنْ أَحَبَّ النَّاسَ إِلَيَّ وَإِنَّ هَذَا لِمَنْ أَحَبَّ النَّاسَ إِلَيَّ بَعْدَ ٤ -

৪১১১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) উসামা ইবনে ঝায়েরের সেনাপতিত্বে একাটি সেনাদল পাঠান। উসামার নেতৃত্ব সম্পর্কে লোকেরা নানা কথা বলাবলি করতে থাকে। (এসব কথা কানে পৌঁছার পর) রসূলুল্লাহ (সঃ) দাঁড়িয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন : তোমরা এখন উসামার নেতৃত্ব নিয়ে নানা কথা বলছো, তোমরা এর আগে তার বাপের নেতৃত্ব নিয়েও নানা কথা বলেছ। আল্লাহর কসম, সে নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পন্ন ছিল। আর সে ছিল লোকদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তেমনি এও (অর্থাৎ উসামা) তার পরে লোকদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। ২১৮

৪১১২ - عَنْ ابْنِ الْخَبَرِ عَنِ الصَّنَائِحِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُ مَتَى هَاجَرْتُمْ قَالَ حَرَجْنَا مِنَ الْيَمَنِ مَهَاجِرِينَ فَقَدِمْنَا الْجُحْفَةَ فَأَقْبَلَ رَاكِبٌ نَقَلْتُ لَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ كُنَّا النَّبِيَّ ﷺ مِنْذُ حَمْسٍ ثَلَاثِ سَمِعْتُ فِي يَلِيلَةِ الْقَدْرِ نَسِيْبًا تَأَلَّى نَعْمَ أَخْبَرَ فِي بِلَادٍ مُؤَدَّتِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ فِي الشَّجِّ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ

৪১১২. আবদুল খায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি সানাবিহীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কবে (নিজের দেশ থেকে) হিজরত করে (মদীনায়) আসেন? জবাবে সানাবিহী বলেন : আমরা ইয়ামন থেকে হিজরত করে পথে যখন জুহফার কাছে পৌঁছে গেলাম, তখন দেখলাম একজন অশ্বারোহীকে (মদীনার দিক থেকে আসতে)। আমি তার কাছে (মদীনার) খবর জিজ্ঞেস করলাম। সে বললো, [নবী (সঃ) ইন্তেকাল করেছেন এবং] আজ পাঁচ দিন হলো তাঁকে আমরা কবরস্থ করেছি। আবদুল খায়ের এও বলেন : আমি সানাবিহীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি লাইলাতুল কদর সম্পর্কে কি কিছু শুনছেন? জবাব দিলেন : হাঁ, শুনছি। আমি নবী (সঃ)-এর মূয়ায্বিন বিলালকে বলতে শুনছি যে, লাইলাতুল কদর হচ্ছে রমযানের শেষ দশ রাতের সপ্তম রাতে।

২১৮. রসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদে নববীর মিম্বারে উঠে সমবেত সহাবাণদের সামনে হযরত ঝায়ের (রাঃ) ও হযরত উসামা (রাঃ) সম্পর্কে এ বক্তব্য রাখেন। এরপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে নিজ গৃহে চলে যান। সেদিনটি ছিল শনিবার, একাদশ দিঙ্গরীর রবিউল আউয়্যাল মাস। পরের দিন রবিবার তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। উসামা (রাঃ) যুদ্ধে রওয়ানা হবার পূর্বে তাঁর সাথে দেখা করতে আসলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) আকাশের দিকে হাত তুলে তাঁর জন্য দোয়া করলেন। তারপর হাত দুটি তাঁর মাথায় রাখলেন। উসামা বলেন : আমি যুদ্ধে পারলাম, তিনি আমার জন্য দোয়া করছেন। পরের দিন সোমবার উসামা (রাঃ) সেনাবাহিনী নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। একটু এগিয়ে যেতে না যেতেই শুনলেন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকালের খবর। তাঁরা মদীনায় ফিরে আসলেন। ওয়াকিদীর কবনা মতে এ সেনাবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন হাজারের মতো এতে মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল সাতশো।

অনুচ্ছেদ : রসূলুল্লাহ (সঃ) কতগুলো জিহাদ পরিচালনা করেন।

২১১৩- عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَيْفَ فَرَزَوَاتٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَلَّتْ كَيْفَ فَرَزَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ

৪১১৩. আব্দ ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি যারেন্দ ইবনে আরকামাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে কটা যুদ্ধে শরীক ছিলেন? বললেন : সত্তেরটি যুদ্ধে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম নবী (সঃ) মোট ক'টি যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন? তিনি বললেন, মোট উনিশটি।

২১১৪- عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا بَرَاءٌ قَالَ فَرَزَوَاتٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ خَمْسَ عَشْرَةَ -

৪১১৪. আব্দ ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বারা' আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তিনি (বারা') নবী (সঃ)-এর সাথে পনেরটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

২১১৫- مِنْ ابْنِ بَرَشِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتَّ عَشْرَةَ فَرَزَوَاتٍ -

৪১১৫. ইবনে বরাইদাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : তিনি (আব্দ বরাইদাহ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে যোলটি জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

কিতাবুত তাফসীর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

'রহমান' (رحمن) এবং 'রহীম' (رحيم) শব্দ দুটির উৎপত্তি হয়েছে মূল শব্দ 'রাহমাতুল' (رحمة) থেকে এবং 'আলীম' ও 'আলেম' (জ্ঞানের অধিকারী) এর মত 'রাহীম' ও 'রাহেম' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শব্দ দুটির অর্থ হলো, দয়াময় বা দয়াশীল।

অনুচ্ছেদ : ফাতিহাতুল কিতাব সম্পর্কে বর্ণনা। এর নাম 'উস্মুল কিতাব'ও বলা হয়। কেননা, মনুসহাফের সব সূরার আগে এ সূরাটি লিখিত হয় এবং নামাযের শুরুতেও এটি পড়া হয়। 'বীন' (دِين) শব্দের অর্থ ভাল-মন্দ কাজের বিনিময় দান করা। যেমন বলা হয়ে থাকে 'كَمَا تَدِين لِدَانِ' অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমন ফল। মুজাহিছ বলেছেন: 'বীন' (دِين) শব্দের অর্থ হলো হিসেব-নিকেশ। এ জন্য 'আদীনীন' (مَدِينِين) শব্দের অর্থ যার হিসেব করা হয়েছে।

۱۱۴- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ كُنْتُ أَصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ نَدَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَصَلِّي فَقَالَ أَسْرَ يَقُولُ اللَّهُ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ لِي لَا عَلِمْتُمْكَ سُورَةَ هِيَ أَعْظَمُ السُّورِ فِي الْقُرْآنِ تَبَيَّنْتُ أَنَّهُ تَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ أَخَذَ يَدِي فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ أَلَمْ تَقُلْ لِي لَا عَلِمْتُمْكَ سُورَةَ هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْحُ الْمَثْنَى وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ.

৪১১৬. আবু সাঈদ ইবনুল মু'আল্লা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (একদিন) আমি মসজিদে নববীতে নামায পড়াছিলাম। ঠিক এ সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে ডাকলেন। কিন্তু আমি তাঁকে কোন জবাব দিলাম না। পরে গিয়ে আমি তাঁকে বললাম : হে আল্লাহর রসূল! (আপনি যে সময় আমাকে ডেকেছিলেন) আমি তখন নামায পড়াছিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) এ কথা শুনে তাকে বললেন : আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি 'আল্লাহ' ও তাঁর রসূলের আহ্বানে সাড়া দাও।' তারপর আমাকে বললেন : তুমি এ মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে আমি তোমাকে কোরআনের এমন একটি সূরা শিখিয়ে দেবো যা গুরুত্বের দিক দিয়ে সবচাইতে বড়। তারপর তিনি আমার হাত চেপে ধরলেন। যখন তিনি মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলেন তখন আমি তাঁকে বললাম : আপনি কি বলেননি যে, কোরআনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সূরা আমাকে শিখিয়ে দেবেন? তিনি বললেন : সেই সূরাটি হলো আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আমাকে 'সাবউল মাসানী' বা বার বার পঠিত এ সাতটি আয়াত ও মহান কোরআন দ্বান করা হয়েছে।

১. সূরা ফাতিহাকে 'সাবউল মাসানী' বলা হয় এ জন্য যে সূরাটিতে যেটা সাতটি আয়াত আছে এবং নামাযে বা অন্য সময়ে তা বার বার পঠিত হয়।

سَاجِدًا فَمَدَّ مِنْهُ مَا كَانَتْ تُسْرِعُ يَدَاكَ إِذْ مَنَعَ رَأْسَكَ وَسَلَّ تَعْمُكَ وَقَلَّ تَسْعُ وَاشْفَعُ
تَشْفَعُ نَارِيحَ رَأْسِي نَأْحَمُكَ فَأَسْتَفِيمِيذُ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدُثُ لِي حَالَهُ
ثُمَّ أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُوذُ إِلَيْهِ إِذَا رَأَيْتُ رَبِّيَ مِثْلَهُ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدُثُ
لِي حَدًّا ثُمَّ أَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُوذُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِذْ
مَنْ حَبَسَهُ النَّقَرَاتُ وَوَجِبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِذَا مَنَّ جَبَهُ
النَّقَرَاتُ يَعْزِي قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَالِدٌ فِيهَا

৪১১৮. আনাস নবী (সঃ) স্নেহে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন : ঈমানদারগণ কিয়ামতের দিন একত্রিত হয়ে বলবে : আমরা আমাদের রবের কাছে কাউকে সঙ্গী পরিচয় করার নিয়োগ করছি না কেন? তাই তারা আদমের কাছে গিয়ে বলবে, আপনি সমগ্র মানব জাতির পিতা। আল্লাহ নিশ্চয় হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, ফেরেশতা দিয়ে সিজদা করিয়েছেন আর সব জিনিসের নাম আপনাকে শিখিয়েছেন। এ মাসবত থেকে রক্ষা পেয়ে যাতে আমরা আরাম ও শান্তি লাভ করতে পারি সেজন্য আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য শাফা'আত (সঙ্গী পরিচয়) করুন। তিনি [আদম (আঃ)] বলবেন : আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তিনি তাঁর গোনাহর কথা স্মরণ করে লক্ষিত হবেন এবং বলবেন : তোমরা নূহের কাছে যাও। আল্লাহ তাঁকে পৃথিবীবাসীর জন্য সর্বপ্রথম রসূল হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। তাই সব ঈমানদার তখন তাঁর [নূহ (আঃ)] কাছে গেলে তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তিনি এখন আল্লাহর কাছে তাঁর সেই প্রার্থনা করার কথা স্মরণ করে লক্ষ্যবোধ করবেন, যে প্রার্থনা করার ব্যাপারে তাঁর কোন "ইল্ম" বা জ্ঞান ছিলো না। তাই তিনি বলবেন, তোমরা বরং 'খলীলুর রহমান' [ইবরাহীম (আঃ)-এর] কাছে যাও। সবাই তখন তাঁর [খলীলুর রহমান হযরত ইবরাহীম (আঃ)] কাছে গেলে তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মুসা (আঃ)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন এক সম্মানিত বান্দা, যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং 'তাওরাত' কিতাব দান করেছেন। এবার সবাই তাঁর [হযরত মুসা (আঃ)] কাছে গেলে তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তিনি এক ব্যক্তিকে না-হক হত্যা করার কারণে (শাফা'আতের জন্য) তার রবের সামনে যেতে লক্ষ্যবোধ করবেন। তিনি [হযরত মুসা (আঃ)] বলবেন, তোমরা বরং আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল এবং আল্লাহর "কালিমাহ" ও রূহ সৈন্যর কাছে যাও। (সবাই তাঁর কাছে উপস্থিত হলে) তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মুহাম্মদের কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন বান্দা, আল্লাহ যার আগের ও পরের সব গোনাহ (অগ্রিম) মাফ করে দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তখন সবাই আমার কাছে আসবে। আমি তাদের সবাইকে নিয়ে আমার রবের কাছে হাবির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করবো। আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমার রবকে দেখামাত্র আমি সিজদায় পড়ে যাবো। যতক্ষণ তিনি চাইবেন ততক্ষণ আমি সিজদায় থাকবো। অরপর আমাকে বলা হবে, আপনি মাথা উঠান। আপনি প্রার্থনা করুন। যা প্রার্থনা করবেন তা দেয়া হবে। আর যা বলতে চান বলুন, শোনা হবে। আর শাফা'আত করুন। আপনার শাফা'আত কবুল করা হবে। তখন আমি মাথা উঠাবো এবং এমনভাবে আল্লাহর প্রশংসা করবো, যা আমাকে তিনি শিখিয়ে দেবেন। তারপর শাফা'আত করবো। শাফা'আতের ব্যাপারে আমাকে একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। (যারা সীমার মধ্যে পড়ে) তাদের সবাইকে বেহেশতে পেশাচ্ছে আমি ফিরে আসবো। আমি

আমার সবকে দেখামায় পূর্বের মত সিজদায় পড়ে যাবো। এবার পুনরায় আমাকে একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। ঐ সীমার মধ্যে পড়ে এমন সবার জন্য আমি শাফা'আভ করবো এবং তাদেরকে বেহেশতে পৌঁছিয়ে দেবো। (এভাবে তৃতীয়বারও করবো)। তারপর চতুর্থবার ফিরে এসে বলবো : "কোরআন যাদের আর্টিকলে রেখেছে এবং যাদের জন্য শাহ্মী-ভাবে দোষখবাস নির্ধারিত, এখন শূন্য তারা ছাড়া আর কেউ দোষখে নাই।"২

আব্দ আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন : 'কোরআন যাদের আর্টিকলে রেখেছে' (তারা ছাড়া আর কেউ দোষখে নাই)—এ কথার অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী : "তারা শাহ্মীভাবে দোষখে শাস্তি ভোগ করবে।"

অনুচ্ছেদ : **فَلَا تَجْمَلُوهُ** "জেনে-শুনে তোমরা কাউকে তাঁর সমান বলে গণ্য করো না।"—(আল-বাকারাহ—২২)-এর তাফসীর।

۴۱/۱۹ - مَثَلُ عَبْدِ اللَّهِ مَثَلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْظَمُ مِنْهُد
اللَّهُ قَالَ أَتَى الْجَعْلُ بِهِ نَبِيًّا دَخُوْا خَلْقَكَ تَمَلَّتْ إِنَّ ذَلِكَ لَكَيْبٌ تَمَلَّتْ شَرُّ أَوْ
تَمَلَّتْ دَأْبٌ تَنْتَسِلُ وَلَيْدِكَ كَيْفَ أَنْ يُطْعَمَ مَعَكَ تَمَلَّتْ شَرُّ أَوْ قَالَ أَنْ تُرَافِقَ جَلِيْلَةً
بَارِكَةٌ.

৪১১৯. আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আল্লাহর কাছে কোন গোনাহটি সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন : তুমি যদি কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করো, অথচ তিনিই তো তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটা তো অত্যন্ত মারাত্মক কথা। তারপর বললাম, এরপর কোন গোনাহটি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড়? তিনি [নবী (সঃ)] বললেন : তোমার সাথে খাবার খাবে এ আশংকায় তোমার সন্তানকে হত্যা করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর বড় গোনাহ কোনটি? তিনি বললেন : তোমার নিজ প্রতিবেশীর স্বীর সাথে যেনা করা।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كَلَّوْا مِنْ
كَلِمَاتٍ مَارَرَتْ مِنْكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

"আমি তোমাদের ওপরে মেঘমালা স্ফারা ছাড়া করে দিয়েছিলাম, খাদ্য হিসেবে তোমাদের জন্য 'মন্ন' ও 'সালওয়্য' পাঠিয়েছিলাম আর আমি বলেছিলাম, তোমাদেরকে আমি যেসব পাক-পবিত্র জিনিস দিয়েছি তাই তোমরা খাও। তারা আমার কোন ক্রটি করতে পারেনি। বরং

২. এ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, ঈমানদারগণ কিয়ামতের দিন বিভিন্ন আশ্বিনা করার কারণে শাফা'আভের জন্য যাবেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আদম (আঃ), হযরত নূহ (আঃ) এবং হযরত মুসা (আঃ) নিজ নিজ গোনাহর কথা স্মরণ করে শাফা'আভে অকমতা প্রকাশ করবেন। এসব আশ্বিনা করার কতৃক যেসব গোনাহর কাছ হয়েছে বলে তারা উল্লেখ করবেন তা হলো : হযরত আদম (আঃ) বেহেশতে আল্লাহ তা'আলা কতৃক নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়া; পাকনের সময় সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য নূহ (আঃ)-এর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এবং মুসা (আঃ)-এর কিবতীকে হত্যা করা। এসব আশ্বিনার ফলে তাঁদের এসব গোনাহর কথা স্মরণ করে আল্লাহর কাছে নিজেদের শাফা'আভকারী হিসেবে অনুপ্রবেশ মনে করবেন এবং লজ্জাবোধ করবেন। অন্য হাদীস থেকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এরও এরূপ ছোটখাটো গোনাহর কথা জানা যায়।

নিজেই নিজের ওপর জুলুম করেছে। (আল-বাকরা—৫৭) মুজাহিদ বলেছেন : মান এক প্রকার জাঠা জাতীর দাক আয় দালওয়া হলো এক প্রকার পাখী।

২৭১৩- عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْكُمَاةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَا وَهَاتِفَاءٌ لِلْعَيْتِ

৪১২০. সাঈদ ইবনে সায়েদ থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন : ক্যাতের দ্বারা মান জাতীর বস্তু। এয় পানি চকু রোগের জন্য শেফা (স্বরূপ)।

অনুবাদ :

وَإِذْ قُلْنَا اذْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ تَكَلُّوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَفَدًا
 اذْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَاذْقُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ
 وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ- (البقرة ১১৬)

“সেই সময়ের কথা স্মরণ করো যখন আমি তোমাদেরকে বললাম : তোমাদের নামনে যে জনপদ দেখাও তাতে প্রবেশ করো। এর উৎপন্ন দ্বা বেজাবে ইচ্ছা নজা করে যাও। আর দরখা দিয়ে নিজদাবনত হয়ে প্রবেশ করবে আর বলবে, ‘হিস্বাতুন’—মাফ করুন। তাহলে আমি তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবো। আর নেককারদেরকে বেশী পরিমাণ দেবো। (আল-বাকরা—৫৮) ১১৬, অর্থ ব্যাপক ও প্রচুর পরিমাণ।

২৭১৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَبِلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اذْخُلُوا
 الْبَابَ سُجَّدًا وَاذْقُوا حِطَّةً فَذُكِرَ خَطْوَاتُ عَلِيٍّ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَذُكِرَ
 وَتَأْوِيلُ حِطَّةٍ فِي شِعْرَةٍ-

৪১২১. আবু হুরাইরা নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (সঃ)] বলেছেন : বনী ইসরাইলদেরকে বলা হরেছিলো, দরজা দিয়ে প্রবেশ করার সময় নিজদাবনত হয়ে প্রবেশ করো এবং বলো ‘হিস্বাতুন’—মাফ করে দাও। কিন্তু তারা নিতবে ভর করে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে প্রবেশ করলো এবং ‘হিস্বাতুন’—মাফ করো—না বলে “হাস্বাতুন ফি শারাতিন”—যেবর শীঘ্র দানা দাও—বলে প্রবেশ করলো।

অনুবাদ : আল্লাহর বাণী : مَن كَانَ هَدًىً وَآتِيًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ

“জিবরাইলের প্রতি যে শত্রুতা গোষণ করবে তার জেনে রাখা দরকার যে, জিবরাইল আল্লাহরই অনুমতিক্রমে এ কোরআন মজীদ তোমার অন্তরে নাশিল করেছে।”

ইকরাআ বলেছেন : (جبر) জাবরুন, (ميك) মীকুন এবং (سرا) সারাকুন এ তিনটি শব্দেরই অর্থ হলো, দান বা বাশা। আর (ال-ل) ইলুন শব্দের অর্থ হলো : আল্লাহ। (অর্থাৎ জিবরাইল, মীকাইল ও ইসরাফীল তিনটি শব্দেরই অর্থ হলো আল্লাহর বাশা)।

২৭২২- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 وَهُوَ فِي أَرْضٍ يَحْتَرِفُ مَا فِي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أِنِّي سَأَلْتُكَ مَنْ تَلَيْتَ لَا يَعْلَمُونَ
 إِلَّا نَبِيًّا فَمَا أَوْلَىٰ أَسْرَاطِ السَّامَةِ وَمَا أَوْلَىٰ طَعَامِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَمَا يَنْزِعُ
 وَالْوَلَدِ إِلَىٰ أَبِيهِ أَوْ إِلَىٰ أُمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرَائِيلُ الْإِنْفَا قَالَ
 جِبْرَائِيلُ قَالَ نَعَمْ تَبَا لَ ذَلِكَ عَبْدُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَقَرَأَ هَذِهِ
 الْآيَةَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرَائِيلِ نَابَتْهُ نَزَلَهُ عَلَىٰ تَلْبِكٍ أَمَا أَوْلَىٰ أَسْرَاطِ
 السَّامَةِ فَنَارٌ تَحْتَرِفُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ وَآمَّا أَوْلَىٰ كِبَارِمْ
 يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةٌ كَبِدِ حَوْتٍ وَإِذَا سَبَىٰ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءُ
 الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدُ وَإِذَا سَبَىٰ مَاءُ الْمَرْأَةِ نَزَعَتْ تَبَا لَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ يَهْتَمُّوْنَ بِالْمُهْرِ
 إِثْ يَعْلَمُونَ بِأَسْلَابِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلُمْ رَبِّيَهُمْ فَيُجْلِبُونَ الْيَهُودَ فَقَالَ النَّبِيُّ
 ﷺ أَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللَّهِ نِيكَرُ تَأَلُّوا خَيْرًا نَأْوِيْنَ خَيْرًا نَأْوِيْكُمْ نَأْوِيْنَ سَيِّدًا
 قَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَشْرِكُمْ عَبْدُ اللَّهِ ابْنَ سَلَامٍ فَقَالُوا مَا ذَاكَ اللَّهُ مِنْ ذِيكَ فَخَصَّرَ بِذَلِكَ
 فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ فَقَالُوا أَشْرْنَا وَابْنَ شَرْنَا
 نَأْتَمُّ صَوْلًا قَالَ فَهَذَا الَّذِي كُنْتُمْ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللَّهِ-

৪১২২. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (ইয়াহুদ আলেম ও নেতা) আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তার ফলের বাগানে ফল চয়ন করছিলেন এ সময় তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মদীনায় আগমনের খবর পেলেন এবং তখনই নবী (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি আপনাকে এমন তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন করবো—যা নবী ছাড়া আর কেউ জানে না। প্রশ্নগুলো হলো : কিয়ামতের প্রথম আলামত বা শর্ত কি? বেহেশতবাসীদের প্রথম খাদ্য কি দিয়ে হবে? এবং সন্তান পিতা বা মাতার মত হয় কি কারণে। জবাবে নবী (সঃ) বললেন : জিবরাইল এইমাত্র আমাকে এগুলো জানিয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন : জিবরাইল জানিয়ে গেলেন? নবী (সঃ) বললেন : হ্যাঁ। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন : ফেরেশতাদের মধ্যে জিবরাইলই ইয়াহুদীদের দৃশ্যমণ। এ কথা শুনে নবী (সঃ) এ আয়াতটি পাঠ করলেন : “কেউ যদি জিবরাইলের সাথে শত্রুতা করে তবে তার কারণ এই যে, সে তো আল্লাহর হুকুম আপনান্নর কলবে কোরআন নাশিল করেছে।” (আল-বাকার—৯৭) কিয়ামতের প্রথম শর্ত বা আলামত হলো পূর্বে দিক থেকে একটি আগুন উত্থিত হয়ে সব মানবকে হাঁকিয়ে পশ্চিমে নিয়ে একত্রিত করবে। বেহেশতবাসীরা সর্বপ্রথম যে খাদ্য খাবে তা হলো মাছের কলিজা। আর পদ্রুনের বীর্ষ প্রভাব বিস্তার করলে সন্তান পিতার আকৃতি লাভ করে। পক্ষান্তরে নারীর বীর্ষ প্রভাব বিস্তার করলে সন্তান মায়ের আকৃতি লাভ

করে। এসব কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলে উঠলেন : আমি ঘোষণা করছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আমি আরও ঘোষণা করছি যে, আপনি আল্লাহর রসূল। হে আল্লাহর রসূল! ইয়াহুদরা মিথ্যাবাদী ও চরম অপবাদ রটনাকারী কওম। তাদেরকে আপনি আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার আগেই যদি তারা আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারে তাহলে তারা আমার প্রতি অপবাদ আরোপ করবে। তাই এরপর ইয়াহুদরা আসলে নবী (সঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমাদের মধ্যকার আবদুল্লাহ নামক লোকটি কেমন? তারা বললো : তিনি আমাদের মধ্যে উত্তম, উত্তম ব্যক্তির সন্তান এবং আমাদের নেতা। নবী (সঃ) পুনরায় তাদেরকে বললেন : আচ্ছা, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম যদি ইসলাম গ্রহণ করে থাকে, তাহলে তোমরা কি মনে করবে? তারা বললো : আল্লাহ তাকে এ থেকে রক্ষা করুন। এ সময় আবদুল্লাহ আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বললেন : আমি ঘোষণা করছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আমি আরো ঘোষণা করছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল। তখন তখনই ইয়াহুদরা আবার বলে উঠলো : সে (আবদুল্লাহ ইবনে সালাম) আমাদের মধ্যকার মন্দ লোক এবং মন্দ লোকের ছেলে। এভাবে তারা তাকে হের প্রতিপক্ষ ও বদনাম করলো। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমি তাদের থেকে এ আশঙ্কাই করছিলাম।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : **مَا نُنَسِّرُ مِنَ الْآيَةِ أَوْ نُنْشِئُهَا -**

“আমি যখন কোন আয়াতকে রহিত করি বা তুলিয়ে দেই (তখন আবার তার চাইতে উত্তম বা সম্মানের আরেকটি হুকুম নাযিল করি)।”

২১২৩ - **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ تَمْرُذُ الْقَسْرِيُّ أَنَا بَيْتٌ وَأَتَقْنَا عَلَىٰ وَاتَّالَسَدُ عٍ مِنْ قَوْلِ أَبِي وَذَلِكَ أَنَّ أَبِي يَقُولُ لَأَذْعُ سَمْعَتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَدْتَالُ اللَّهُ مَا نُنَسِّرُ مِنَ آيَةٍ أَوْ نُنْشِئُهَا.**

৪১২৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর বলেছেন : আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম কোরআন পাঠকারী হলেন উবাই (ইবনে কা'ব)। আর ম্বাবীন আহকামের ব্যাপারে সর্বোত্তম ফয়সালাকারী হলেন আলী। (অর্থাৎ ম্বাবীন আহকামের ব্যাপারে তিনি সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী)। তবে আমি উবাই-এর এ কথাটি অবশ্যই পরিভাগ করে চলেবো। অর্থাৎ উবাই বলে থাকেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিষ্পত্তি শুনছি এমন কোন কিছুই বাদ দেবো না। অথচ আল্লাহ তা'আলা (কোরআন মজীদে) বলেছেন : আমি যখন কোন আয়াতকে রহিত করি বা তুলিয়ে দেই (তখন আবার তার চাইতে উত্তম বা সম্মানের আরেকটি আয়াত নাযিল করি)।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহ বলেছেন : **وَقَالُوا إِنَّا نَحْنُ اللَّهُ وَلَدٌ نُبْخَانُهُ** “তারা বলে যে, আল্লাহ একটি পুত্র গ্রহণ করেছেন। অথচ এসব বিষয় থেকে আল্লাহ পবিত্র।”

২১২৪ - **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الشَّيْبِيِّ وَرَوَاهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ كَذَّبْتَنِي بِئِنَّ أَدَمَ وَكَسَّرَ يَحْنُ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَكَسَّرَ كُنْ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا كَذَّبْتَنِي بِئِنَّ أَيْ قَوْلِي عَمْر**

أَبِي لَأَقْبِرُ أَنْ أَوْعِدَ لَكُمْ كَمَا كَانَ وَإِنَّمَا شِئْتُمْ رَبِّيَ فَقَوْلُهُ لِي وَكَذَلِكَ
مُبَيَّنٌ أَنْ أَخَذَ مَا حِبَّةٌ أَوْ وَكَذَلِكَ.

৪১২৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (সঃ)] বলেছেন, আল্লাহ বলেন : মানুষ আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, অথচ তাদের জন্য এটা উচিত নয়। আর মানুষ আমাকে গালি দেয়, অথচ এটা তার জন্য উচিত নয়। তাদের আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অর্থ হলো, তারা বলে আমি তাদেরকে (মৃত্যুর পরে) জীবিত করে আগের মত করতে সক্ষম নই। আর তাদের আমাকে গালি দেয়া হলো, তারা বলে যে, আমার পুত্র আছে। অথচ স্ত্রী বা সন্তান রাখার মত বিষয় থেকে আমি পবিত্র।

অনুবাদ : মহান আল্লাহর বাণী : **وَإِنَّمَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى**

“নামায পড়ার জন্য ইবরাহীম যেখানে দাঁড়াতো তোমরা সে জায়গাকে নামাযের স্থানী জায়গা করে নাও।” مشابه শব্দের অর্থ হলো ফিরে আসা বা ফিরে আসার জায়গা।

٣٥ ٣٥ - عَنْ أَبِي قَالَ تَالِ تَالِ تَعْمَرَ وَانْفَتَتِ اللَّهُ فِي ثَلَاثٍ أَوْ ذَا فَخَسِي رَّبِّي فِي ثَلَاثٍ قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ يَسُئُ حَلَّ مَيْتِكَ الْبَرِّ وَالْفَاخِرُ كُلُّوْ أَمْرَتْ أَسْمَاءُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحَبْلِ عَلَيْهِ
فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْعَجَابِ قَالَ وَبَلِّغْنِي مَعْتَابَةَ النَّبِيِّ ﷺ بَعْضَ نِسَائِهِ كَذَلِكَ
عَلَيْهِنَّ قُلْتُ رَاتِ أَنْتُمْ يَبْنَ أُوَيْبِدَ لَنْ اللَّهُ رَسُوْلُهُ خَيْرًا مِنْكَ حَتَّى آئِيْتِ
إِحْدَى نِسَائِهِ قَالَتْ يَا عَمْرُؤَ مَا فِي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مَا يَعْطُرُ نِسَاءَهُ حَتَّى
تُعْظَمَنَّ أَنْتِ كَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ رَجَاءً إِنْ مَلَكَكَ أَنْ يَبْدَلَهُ أَنْزُوْاجًا
خَيْرًا مِنْكَ سَلَيْتِ مُؤْنِبِ تَنْطِطِ تَبِيْتِ عَمِدَاتِ سَلْحِمِ تَبِيْتِ
وَكَيْفَا.

৪১২৫. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, উমর বলেছেন : তিনিটি বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত আল্লাহ তাআলার অহী সিম্বান্তের অনুরূপ হয়েছে অথবা তিনি বলেছেন, (স্বাবীর সন্দেহ) আমার রব আমার তিনিটি সিম্বান্তের (সাথে একমত পোষণ করে) অনুরূপ (হুকুমসহ) অহী নাযিল করেছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি যদি ‘মাকামে ইবরাহীম’ [ইবরাহীম (আঃ) যেখানে নামায পড়েছিলেন] নামায পড়তেন (তাহলে তা কতই না ভালো হতো)। আর এ কথা পর আল্লাহ তাআলা “মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থানী জায়গা করে নাও” এ আয়াতটি নাযিল করেন। আমি বলেছিলাম : হে আল্লাহর রসূল! আপনার কাছে (উম্মুল মুমিনীনদের ঘরে) সেকর ও পাপী সব রকমের লোক আসা-যাওয়া করে। তাই আপনি যদি উম্মুল মুমিনীনদের পর্দা করার আদেশ করতেন (তাহলে কতই না উত্তম হতো)। এর পরপরই আল্লাহ তাআলা পর্দার আয়াত নাযিল করে অহী প্রেরণ করলেন। তিনি বলেন, এরপর আমি জানতে পারলাম নবী (সঃ) তার কোন স্ত্রীকে তিরস্কার করেছেন এবং তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই আমি তাদের (উম্মুল মুমিনীনদের) কাছে গিয়ে বললাম, আপনারা এসব [নবী (সঃ)-কে

নারাজ করা] থেকে বিরত থাকুন। অন্যথায় আল্লাহ তাঁর রসূলকে আপনারদের পরিবর্তে আপনারদের চাইতেও উত্তম স্ত্রী প্রদান করতে পারেন। এর পরপরই আল্লাহ তাআলা অহী নাখিল করে জানালেন, এটা কোন বিশ্বাসের ব্যাপার নয় যে, তিনি [নবী (সঃ)] যদি তোমাদেরকে ভালোক দিয়ে দেন তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে তোমাদের পরিবর্তে উত্তম মুসলমান, মুমিন, অনুগত, তওবাকারিগী, ইবাদতকারিগী, রোযাদার, বিধবা ও কুমারী স্ত্রী দান করবেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -

“আর এ সময়ের কথা স্মরণযোগ্য, যে সময় ইবরাহীম ও ইসমাইল বারতুল্লাহর ভিত্তি গেঁথে তুলেছিলেন (এবং করিমাদ করছিলেন), যে আমাদের রব! আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আপনি তো সব কিছু শুনেন এবং ভালো করে জানেন।

وعدہ বছরচন। এর একবচন হলো, ناعمة. অর্থাৎ ভিত্তি।

۴۱۲۶ - عَنْ فَائِضَةَ رُوِيَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَسْرَأْتُ أَنْ تَوْلِكَ بَنُو الْكُفَّةِ وَاقْتَمَرُوا وَاعْنَى كَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تُرَدُّ مَا عَلَى كَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَوْلَا جِدْتُ أَنَّ تَوْلِكَ بِالْكَفْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمرِ بْنِ كَعْبٍ كَأَنَّ فَائِضَةَ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِئْذَانَ التَّرْكَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلْبَسَانِ الْحُجَبَةَ إِلَّا أَنَّ طَبِيتَ لَمْ يَتَرَ عَلَى كَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ -

৪১২৬. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আরোশা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে (সম্বোধন করে) বলছিলেন : ছুঁমি কি জানো যে, তোমার কওম (কুরাইশরা) কা'বা নির্মাণের সময় ইবরাহীমের গাথা ভিতের চাইতে ছোট করে নির্মাণ করেছে? (আরোশা বলেন,) আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি তা ইবরাহীমের গাথা ভিতের অনুরূপ করে নির্মাণ করবেন না? (অর্থাৎ পুনরায় অনুরূপ করে নির্মাণ করুন)। এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন, তোমার কওমের কুমারীরা বৃগ যদি নিকট অতীত না হতো, (অর্থাৎ অল্পকাল পূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করতো) তাহলে আমি তাই করতাম। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেন, আরোশা যদি এ কথা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছেই শুনে থাকে তাহলে আমার মনে হয় এ কারণেই তিনি ‘হাযরে আসওয়াদ সলগন দরুন্কনকে চন্দ্র খেতে না। কারণ বারতুল্লাহ ইবরাহীমের গাথা ভিত অনুরূপী তৈরী হয়নি।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা বলো, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে (অর্থাৎ কোরআন) তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি।”

۴۱۲۷ - عَنْ أَبِي مَرْثُومَةَ قَالَ كَانَتْ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُقِيمُونَ كُتُبَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَنَّ هَذَا إِسْلَامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَصِدَّقُوا هَذَا هَذَا لِكِتَابٍ وَلَا تَكْفِدُوا بِهِمْ وَتَقْرَأُوا الْمَنَابِقَ بِاللُّغَةِ وَمَا نَزَلَ إِلَيْهَا وَمَا نَزَلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَنْبِيَاءِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَهَارُونَ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَتَحْنَنُوا لَهُمْ مُسْلِمُونَ.

৪১২৭. আব্দ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আহলে কিতাবরা (ইয়াহুদ) ইবরানী (হিব্রু) ভাষায় লিখিত তওরাত গ্রন্থ আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করে মুসলমানদের বদ্ব্যভাওে। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলমানদেরকে বললেন, তোমরা আহলে কিতাবদের কথাকে সত্য বা মিথ্যা কিছই বলবে না। বরং বলবে, আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আর এসব হেদায়াতের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াহুদ এবং তাদের সমস্তান-সম্প্রতিদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। আর যা কিছই মুসা, হারুন ও অন্য নবীদেরকে তাদের রবের তরফ থেকে দেয়া হয়েছে। আমরা এসবের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না বরং আমরা আল্লাহর অনুগত বান্দা—মুসলমান।

অনুব্রহ্মণ : মহান আল্লাহর বাণী :

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْتُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

“নির্বোধ লোকগুলো অবশ্যই বলবে : কি ব্যাপার যে, এরা প্রথমে যে কিবলার দিকে মুখ করে নামাজ পড়তো এখন তারা সেদিক থেকে কেন ঘুরে গেলো? তাদেরকে বলুন। পূর্ব-পশ্চিম সবই আল্লাহর। আল্লাহ যাকে চান সরল-সঠিক পথের সম্মান দান করেন।”

۴۱۲۸ - عَنِ الْبُرَّاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سَنَةً عَشْرًا وَ سَبْعَةَ عَشْرَ مَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونُ قِبَلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَأَنَّ لَهُ صَلَّى أَوْ مَلَكًا مَلَكَهُ الْعَصَى صَلَّى مَعَهُ قَدِيمٌ فَخَرَّبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ قَمَرٌ فَلَى أَهْلَ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ قَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ مِيلْتُمْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَ قِبَلَ مَكَّةَ فَكَادُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ النَّبِيُّ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ تَبَلَّ أَنْ تَحُولَ قِبَلَ الْبَيْتِ بِرَجَالٍ فَتَلُوا السُّرُودَ بِمَا نَقُولُ فِيهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَمَا كَانَتْ اللَّهُ لِيُجِيعَ إِيَّانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرؤُوفٌ رَحِيمٌ.

৪১২৮. ক্বারা' (ইব্রাহিম আযেব) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন, মদীনায় হিজরত করার পর) নবী (সঃ) বায়তুল মুকাম্বাসের দিকে মদুখ করে ঘোল অথবা সতের মাস যাবত নামায পড়লেন। কিন্তু তিনি চাইতেন যে, বায়তুল্লাহ তাঁর কিবলা নির্দিষ্ট হোক। তিনি (একদিন) কোন এক ওয়াস্তের নামায অথবা (রাবীর সন্দেহ) আসরের নামায (কা'বার দিকে মদুখ করে) পড়লেন। একদল লোকও তাঁর সাথে এ নামায পড়লো। যারা তাঁর সাথে এ নামায পড়লো তাদেরই এক ব্যক্তি মদীনায় একটি মসজিদে (মসজিদে কুবা নয়) উপনীত হয়ে দেখতে পেলেন মসজিদের মুসল্লীগণ (পূর্বের কিবলা বায়তুল মুকাম্বাসের দিকে মদুখ করে) নামাযের রুকু'তে আছে। তিনি তখন বললেন, আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি (এইমাত্র) নবী (সঃ)-এর সাথে মক্কার দিকে মদুখ করে নামায পড়ে আসলাম। এ কথা শুনে তারা ঐ অবস্থায়ই বায়তুল্লাহর দিকে ঘুরে গেলো। বায়তুল্লাহর দিকে ঘোরার পূর্বে আগের কিবলার দিকে মদুখ করে নামায পড়াকালে মৃত্যুবরণ করেছেন এমন অনেকেই ছিলেন এবং অনেক লোক ঐ সময় শহীদও হয়েছিলেন। (তাদের সম্পর্কে শ্বিধাগ্রস্ত হয়ে অনেকেই ভাবতে থাকলেন যে,) আমরা তো বুঝতে পারছি না তাদের ব্যাপারে আমরা কি বলবো? (অর্থাৎ তাদের কি হবে?) তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন : "আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমানকে বরবাদ করবেন। বরং নিশ্চয়ই তিনি মানুষের জন্য করুণাময় ও দয়ালু।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَكَيْدُ الْإِنِّكَ جَعَلْنَاكُمْ آيَةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا-

"আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি 'উম্মতে ওয়াসাত'- (মধ্যপন্থী উম্মত বা দল) করেছি যেন তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হতে পার আর রসুল থাকেন তোমাদের সাক্ষী।"

۴/۲۹ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعِي نَجْوَجَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ لِيِنَّكَ وَسَعْدُ يَكُ يَأْتِي فَيَقُولُ مَا نَفَعْتُ فَيَقُولُ لَعَنُوا
فَيَقُولُ لِمَنْ هَذَا بَلَّغْتُمْ فَيَقُولُونَ مَا أَنَا مِنْ نَدِيرٍ فَيَقُولُ مَنْ يَشْهَدُ
لَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَآمَتُهُ فَيَشْهَدُ وَنَ أَنْتَ مَدَّ بَلَّغْتُمْ وَيَكُونُ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا فَتَذُكَّرُ الْإِنِّكَ تَقُولُ جَلَّ ذِكْرُكَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ آيَةً
وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا-

৪১২৯. আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : কিয়ামতের দিন (নবী) নুহকে ডাকা হবে তিনি বলবেন হে রব তোমার পবিত্র দরবারে আমি হাজির আছি। (আল্লাহ তা'আলা তখন তাঁকে) জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি (আমার হুকুম আহকাম মানুষের কাছে) পৌঁছিয়ে ছিলে? তিনি বলবেন, হাঁ, পৌঁছিয়েছিলাম : তখন তাঁর উম্মতকে ডেকে বলা হবে, তিনি কি তোমাদেরকে (আমার হুকুম আহকাম) পৌঁছিয়ে দিয়েছিল? তারা বলবে, আমাদের কাছে কোন সাবধানকারী আসেনি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আপনার সাক্ষী কে আছে? নুহ বলবেন, মুহাম্মদ ও তাঁর উম্মত

আমার সাক্ষী। ভাই তারা (উম্মতে মুহাম্মাদী) সাক্ষী দেবে যে, তিনি আল্লাহর সব আদেশ নিষেধ তাদের কাছে পৌঁছিয়েছিলেন। আর রসূল [হযরত মুহাম্মদ (সঃ)] তাদের কথা মত বলে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। ভাই মহান আল্লাহ বলেছেন : “আর এ ভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি ‘উম্মতে ওয়াসাত’ (মধ্যপন্থী উম্মত বা দল) করেছি যেন তোমরা মানবজাতির সাক্ষী হতে পার। আর রসূল [হযরত মুহাম্মদ (সঃ)] তোমাদের সাক্ষী হন।”

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ
يَنْقَلِبُ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۗ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا
كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَّحِيمٌ -

“আগে তোমরা যে কিবলার দিকে মুখ করতে সেটিকে তো আমি এজন্য কিবলা মনোনীত করেছিলাম যে, দেখবো কে রসূলের আনুগত্য করে আর কে পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়। প্রকৃত কথা হলো—আল্লাহ যাদেরকে সোজা পথ দেখিয়েছেন তাদেরকে ছাড়া আর সবার জন্য এটি খুবই কঠিন কাজ। আল্লাহ তোমাদের ঈমান বরবাদ করার নন। বরং আল্লাহ মানুষের প্রতি করুণাময় ও দয়ালু।”

৭/১৩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ النَّاسِ يَمْلُونَ الْقُبُورَ فِي مَسْجِدِ بَنِي إِدْجَاءَ جَاهِلِي
نَقَالَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قُرْآنًا أَنْ يُسْتَقْبَلَ الْكُفَّةَ فَاسْتَقْبَلُوا مَا
نَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكُفَّةِ -

৪১৩০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কিছু লোক কুবা মসজিদে ফস্করের নামায পড়ত। ইতিমধ্যে একজন আগমনকারী এসে বললো, আল্লাহ তা’আলা তাঁর নবীর কাছে কোরআনের আয়াত নাযিল করে তাঁকে কাবার দিকে মুখ ফিরে নামায পড়তে আদেশ করেছেন। সুতরাং তোমরাও সোঁদিকে মুখ করো। এ কথা শুনে নামাযরত সবাই কা’বার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

قَدْ رَأَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ نَلْنُو لَيْتَنَكَ تَبْلُغُ تَرْفَاها قَوْلٍ دَجْمَكَ
شَفْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ قَرُّوا أَوْ جَوْهَكُمْ شَفْرُهُ وَإِنَّ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ
مَّا يَعْمَلُونَ

“আসমানের দিকে বার বার তোমার চেয়ে দেখা আমি লক্ষ্য করেছি। ভাই আমি অবশ্যই তোমাকে ঐ কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পসন্দ করো। ভাই আপনি আপনার মুখ মহান মসজিদে ঘুরিয়ে নিন। আর হে ঈমানদারগণ, তোমরা যে যেখানেই থাকো না কেন

তোমরাও তোমাদের মুখ ঐ মসজিদের দিকে ঘুরিয়ে নেও। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তারা অবশ্যই জানে যে, এ নির্দেশ সভাই তাদের রবের তরফ থেকে এবং ন্যায়তঃ এতদসত্ত্বেরও তোমরা যা কিছ করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ মোটেই বেখবর নন।

৮১৩১ - عَنْ أُسِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ لَمْ يَبْقَ مِنْ مَلِكِي الْقَبْلَتَيْنِ غَيْرِي.

৪১৩১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যারা উভয় কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়েছে, তাদের মধ্যে একমাত্র আমিই বর্তমানে বেঁচে আছি।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَلَيْسَ النَّبِيُّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بَكُلِّ آيَةٍ مَا تَتَّعُوا قِبَلَتَكُمْ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبَلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ أْتَيْتَهُمْ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْضٍ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ .

“আর তুমি এ আহলে কিতাবদের কাছে যে কোন নির্দেশনাই হাজির করো না কেন তারা কখনো তোমার কিবলার অনুসরণ করবে না। আর তোমার জন্যও সম্ভব নয় যে, তাদের কিবলার অনুসরণ করবে। খোদ তাদের একদল আরেক দলের কিবলার অনুসরণ করবে না। তোমার কাছে জ্ঞান পৌছার পরেও তুমি যদি তাদের খেয়াল খুশী মেনে নেও তাহলে নিশ্চয়ই তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।”

৮১৩২ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ النَّاسِ فِي الصُّبْحِ بَقَاءً جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنًا وَامْرَأَتٌ يَسْتَقْبِلُ الْكُعْبَةَ الْأَخْيَارَ سَتَقْبِلُونَهَا وَكَانَ دُجَّةُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ كَأَشَدِّ الرُّؤْيُ جُؤُومًا إِلَى الْكُعْبَةِ .

৪১৩২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : লোকজন ফজর নামাযের সময় কুবা মসজিদে ফজরের নামায পড়াছিলো। এ সময় এক ব্যক্তি এসে বললো, আজ রাতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওপর কোরআন নাযিল হয়েছে তাতে তাঁকে কা'বার দিকে মুখ করতে আদেশ করা হয়েছে। তাই তোমরাও কা'বার দিকে মুখ করো। এ সময় লোকজনের মুখ ছিলো শামের (সিরিয়া) দিকে। তাই তারা তাদের মুখ ঘুরিয়ে কা'বার দিকে করে নিলো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْزِمُونَ أَنَّهُ كَمَا يَعْزِمُونَ أَن بَنَاءَهُمْ وَإِنَّا فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَرِينَ .

“যাদের আমি কিতাব দিচ্ছি, তারা এ (স্বামিটিকে) যে স্থানকে কিবলা বানানো হয়েছে) উত্থানি চিনে, ষত্থানি তাদের সন্তানদেরকে চিনে। তাদের একদল অবশ্যই জ্বেনেশম্বে

সতাকে গোপন করছে। হক তো তোমার রবের তরফ থেকে। সতরাং সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।”

۴۱۳۳ - عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ يَتَّقِيهِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ رَأْسُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنًا وَتَدَامِرَاتٌ يَسْتَقْبِلُ الْكُفَّةَ فَاسْتَقْبِلُواَهَا وَكَانَتْ وَجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكُفَّةِ .

৪১৩৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : লোকজন (ফজরের নামাযের সময়) কুবা মসজিদে ফজরের নামায পরেছিলো। এ সময় সেখানে এক ব্যক্তি এসে বললো, আজ রাতে নবী (সঃ)-এর প্রতি কোরআন নাযিল হয়েছে, তাতে তাঁকে কা'বার দিকে মুখ করতে আদেশ করা হয়েছে। তাই তোমরা কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ো। তাদের মুখ ছিলো শামের (সিরিয়া) দিকে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সবাই কা'বার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَلِكُلِّ زُجَمَةٍ هَدَىٰ مَوْجِبَاتِهَا فَاسْتَبَقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا نَكَرُوا يَا أَيُّهَا بَكْرُ
اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

“সবার জন্য একই দিক আছে—যেদিকে মুখ ফিরায়। সতরাং তোমরা লোকী ও কল্যাণের কাজে অগ্রসর হও। তোমরা যেখানেই অবস্থান করো না কেন, আল্লাহ তোমাদের সবাইকেই নাগাল পাবেন। আল্লাহ সব বিষয়ে ক্ষমতাবান।”

۴۱۳۴ - عَنِ الْبُرَّادِ قَالَ سَلِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَوْبِئَةِ الْمُقَدَّسِينَ سِنَةَ عَشْرًا وَسَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ نَزَلْنَا نَحْرَ الْقِبْلَةِ .

৪১৩৪. বুরাদ ইবনে আব্দেল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে ষোল অথবা সতর মাস নামায পড়েছি। এরপর তিনি তাঁর মুখ কা'বার দিকে ঘুরিয়েছেন (অর্থাৎ এরপর থেকে কা'বাকে কিবলা করে নামায পড়েছেন)।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِلَيْهِ لِلْحَقِّ
مِنْ تَرَبِّكَ وَ مَا لِلَّهِ بِغَائِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ .

“যেখান থেকেই তুমি বের হবে (যেখানেই তুমি অবস্থান করো না কেন) তোমরা পবিত্র মসজিদদের দিকে মুখ ফিরায়ে রাখো। কারণ এটি তোমার রবের তরফ থেকে একটি ন্যায়তঃ ও যথাযথ ফলসালো। আর তোমাদের কাজ কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ মোটেই বেখবর নন।”

শব্দটির অর্থ হলো দিক।

۷۱۳۵ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْقُبْرِ بَقَاءٌ وَإِذَا جَاءَ هُوَ رَجُلٌ
فَقَالَ أُنزِلَ اللَّيْلَةَ تَرَانًا فَأَمْرَانِ يَسْتَقْبِلُ الْكُعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَاسْتَدَارُوا
كَهَيْئَتِهِمْ فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكُعْبَةِ وَكَانَتْ وَجْهَ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ -

৪১৩৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : লোকজন কুবা মসজিদে ফজরের নামায পড়ত। এ সময় এক ব্যক্তি এসে (তাদেরকে) বললো : আজ রাতে কোরআন নাযিল হয়েছে এবং তাতে কা'বার দিকে মদ্ব্ব করে নামায পড়তে বলা হয়েছে। সুতরাং তোমরা কা'বার দিকে মদ্ব্ব করো। (এ কথা শুনে) তারা সবাই ঐ অবস্থায়ই ঘুরে কা'বার দিকে মদ্ব্ব ফিরালো। অথচ সবাই শাম (সিরিয়া) অর্থাৎ বায়তুল মদ্ব্বকাম্বাসের দিকে মদ্ব্ব করে নামায পড়ত।

অনুবাদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ إِذْ لَسَدَ يُكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ - إِلَّا الَّذِينَ
ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشُرُوهُمْ وَاحْشُرُوا فِي دِينِكُمْ وَعَلَيْكُمْ دَعْوَةُكُمْ
لَقَدْ تَدُونُ -

“আর যেখান থেকেই তুমি বের হও না কেন (নামাযে) তোমার মদ্ব্ব মসজিদে হারামের দিকে ফিরাবে। আর হে দৈমানদারগণ তোমরা যেখানেই থাকো না কেন (নামাযে) তোমরা তোমাদের মদ্ব্ব সেই দিকে ফিরাবে। যাতে তোমাদের বিরুদ্ধে লোকদের তর্কের সূযোগ না থাকে। তবে যারা জালেম তারা সব সময়ই বলবে। তোমরা তাদেরকে ভয় করবে না বরং আমাকে ভয় করবে। যেন তোমাদের জন্য আমার নেয়ামাতকে পরিপূর্ণ করে দিতে পারি। আর তোমরা যেন সোজা পথে চলে সফল হতে পার।”

۷۱۳۶ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَنَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الْقُبْرِ بَقَاءٌ وَإِذَا جَاءَ هُوَ رَجُلٌ
فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَدُّ أُنزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَتَدُّ أَمْرَانِ يَسْتَقْبِلُ
الْكُعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وَجْهَهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْقُبَّةِ

৪১৩৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কুবা মসজিদে লোকজন ফজরের নামায পড়ত। এ সময় তাদের কাছে একজন আগন্তুক এসে বললো : আজ রাতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে কোরআন নাযিল হয় এবং তাতে কা'বার দিকে মদ্ব্ব করে নামায পড়তে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা সবাই কা'বার দিক মদ্ব্ব ঘুরাও। সবাই তখন শাম (সিরিয়া) অর্থাৎ বায়তুল মদ্ব্বকাম্বাসের দিকে মদ্ব্ব করে দাঁড়িয়ে (নামায পড়ত।) এ কথা শুনে তারা ঘুরে কিবলার দিকে মদ্ব্ব করে দাঁড়ালো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِنَّ الصَّفَاةَ الْمُرْوُودَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ-

“নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়ান আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরা পালন করছে, তার জন্য এ দু’টির তাওয়াফ করায় কোন গোনাহ হবে না। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নেকীর কাজ করবে—নিশ্চয়ই আল্লাহ বাস্তব কাজের কসরকারী এবং তিনি সব কিছই জানেন।”

শعائر নামটি বহুবচন। এর একবচন হলো— شعرة অর্থাৎ আলামত বা নিদর্শন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : পাথরকে “সাফওয়ান” (صفوان) বলা হয়। যেমন (الحجارة الملس) হিজরাতুল মুলস্ অর্থ এমন পাথর যেখানে কিছ উৎপন্ন হয় না। (صفا) সাফা নামটি বহুবচন। এর একবচন হলো (صفاة) “সাফওয়ানাহ”।

٧١٣٤- عَنْ مُرْوَةَ أَنَّهَا قَالَتْ تَلَيْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَرَأَيْتُ مَيْمُونَةَ وَنَائِبِي مَيْمُونَةَ
حَدِيثَ السِّتْرِ أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ الصَّفَاةَ وَالْمُرْوُودَةَ مِنْ شَعَائِرِ
اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَأَرَى عَلَى أَحَدٍ
شَيْئًا أَلَا يَطَّوَّفُ بِهِمَا فَقَالَتْ مَا شِئْتُمْ كَلَّا لَهُ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أَنْزَلَتْ مِنْهُ الْآيَةَ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا يَهْتَلُونَ
لِمَنَاءٍ وَكَانَتْ مَنَاءً حَذْوً قَدِيدًا وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَاةِ
وَالْمُرْوُودَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ
الصَّفَاةَ وَالْمُرْوُودَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ
يَطَّوَّفَ بِهِمَا-

৪১৩৭. উরওয়া বর্ণনা করেছেন। তিনি (উরওয়া ইবনে যুবাইর) বলেছেন : আমি সে সময় অল্পবয়স্ক ছিলাম। সেই সময় একদিন আমি নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশাকে বললাম, আল্লাহ যে বলেছেন : সাফা ও মারওয়ান আমার নিদর্শনগুলোর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং হজ্জের সময় কেউ যদি এ দু’টির “তাওয়াফ” করে তবে এ জন্য তার কোন গোনাহ হবে না। তাহলে আমার মনে হয় এ (আয়াত) শ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেউ এ দু’য়ের ‘তাওয়াফ’ না করলেও তার কোন গোনাহ হবে না। এ ব্যাপারে আপনার মত কি? আয়েশা বললেন : তুমি যা বললে এর অর্থ তা কখনো নয়। তাই যদি এর অর্থ হতো, তাহলে আয়াতটি এরূপ হতো—“কেউ এ দু’টির ‘তাওয়াফ’ যদি নাও করে তবেও তার গোনাহ হবে না।” এ আয়াতটি তো আনসারদের সম্পর্কে নাশিল হয়েছিলো। কেননা, জাহেলী যুগে ইহরাম বাঁধার পর তারা উচ্চস্বরে ‘মানাত’ দেবতার নাম উচ্চারণ করতো। আর কাদীদ নামক স্থানে মানাত দেবতার মূর্তি স্থাপিত ছিলো। এ কারণেই আনসাররা সাফা ও মারওয়ান মধ্যে তাওয়াফ করতে স্বেচ্ছা করতো। ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর তারা এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে

আল্লাহ তা'আলা নাইল করলেন : সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাই যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে অথবা উমরা করবে এ দু'টির তাওয়াক্ফ করার তার কোন গোনাহ হবে না।

৭/১৩৮ - عَنْ قَامِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ سَأَلْتُ أَسْبَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ فَقَالَ كُنَّا نَرَىٰ أَنَّهُمَا مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ تَمَنَّ حَجْرَ الْبَيْتِ أَوْ اعْتَمَرَ فَكَانَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَلَوَّكَ بِهِمَا.

৪১৩৮. আসেম ইবনে সুলাইমান থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) আমি আনাস ইবনে মালেককে 'সাফা' ও 'মারওয়া' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, (ইসলামের প্রারম্ভে) আমরা মনে করতাম এ দু'টির মধ্যে 'তাওয়াক্ফ' করা জাহেলী রেওয়াজ মাত্র। এ কারণে ইসলামের প্রথম দিকে আমরা এর "তাওয়াক্ফ" করতাম না। তাই আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাইল করলেন : 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর "হজ্জ" অথবা উমরা করবে সে যদি এ দু'টির 'তাওয়াক্ফ' করে তাহলে তাতে তার গোনাহ হবে না।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَشْدَادًا يُحِبُّوهُمُ كَحُبِّ اللَّهِ.

পৃথিবী লোক এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়াও আরো অন্যদেরকে তার সমকক্ষ ও প্রতিস্বন্দী সাম্রাজ্য করে এবং তাদেরকে আল্লাহর মতই ভালবাসে।"

الدُّاد এর একবচন - لد এর অর্থ প্রতিস্বন্দী, সমকক্ষ বা শরীক।

৭/১৩৯ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَيْلِمَةٍ وَتَلَّمْتُ أُخْرَىٰ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نَدًّا دَخَلَ النَّارَ وَتَلَّمْتُ أَنَا مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يَدْعُو لِلَّهِ نَدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৪১৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : একদিন নবী (সঃ) একটি কথা বললেন। আমি (তার বিপরীত) আরেকটি কথা বললাম। নবী (সঃ) বললেন : কেউ যদি এমন অবস্থায় মরে যায় যে, সে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করে বা সমকক্ষ ও প্রতিস্বন্দী হওয়ার দাবী করে তবে সে দোজখে যাবে। আমি বললাম, আর কেউ যদি এমন অবস্থায় মরে যায় যে, সে আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক, সমকক্ষ বা প্রতিস্বন্দী মনে করলো না তাহলে? (তিনি বললেনঃ) সে জান্নাতে যাবে।

অনুচ্ছেদ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحَرُّ بِالْحَرَّةِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ مَشْيٌ فَرِيتًا

بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاؤِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
مِّنْ أَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ نَلَّهَ مَذَابَ الْبُيُوتِ -

“হে ঈমানদারগণ! হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস বা খুনের বদলে খুন তোমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে—স্বাধীন মানুষের বদলে স্বাধীন মানুষ, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং স্ত্রীলোকের বদলে স্ত্রীলোকেরই কিসাস নেয়া হবে। হাঁ, যদি কোন হত্যাকারীর সাথে তার (মুসলমান) ভাই নগ্নতা দেখাতে চায় তাহলে উত্তম পন্থায় রক্তপণ পরিশোধ করতে হবে। এটা তোমাদের রবের তরফ থেকে রহমত ও বিনম্রতা। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করবে তার জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।”

عَفَى শব্দটির অর্থ হলো اذْرَكَ অর্থাৎ নাফ করা হয়েছে বা পরিভ্যাগ করা হয়েছে।

٢١٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ كَانَ فِي بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الْقَتْلَى وَالْمَكْتُومِينَ فِيهِمْ
الَّذِيَةَ بَقَا اللَّهُ بِعَنْدِهِ الْأُمَّةُ كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْقَتْلَى فِي الْقَتْلِ بِالْحِجْرَةِ
وَالْعَبْدَ بِالْعَبْدِ وَالْأَشْيَ بِالْأَشْيِ مَن عَفَى لَهُ مِن أَحِبِّهِ شَيْءٌ فَالْعَفْوُ أَن
يَقْبَلَ الذِّيَةَ فِي الْعَمْدِ فَاتِيَا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاؤِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ يَتَّبِعُ
بِالْمَعْرُوفِ وَيُؤَدِّي بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّمَّا كَتَبَ
عَلَى مَن كَانَ بَيْنَكُمْ فَمَن أَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ نَلَّهَ مَذَابَ الْبُيُوتِ قَتَلَ
بَعْدَ قَبُولِ الذِّيَةِ -

৪১৪০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বনী ইসরাইলদের মধ্যে শূদ্ধ কিসাসের বিধান চালু ছিলো। রক্তপণ দেয়ার কোন নিয়ম-কানুন বা বিধান ছিলো না। তাই এ উম্মতের জন্য আল্লাহ তা'আলা মেহেরবানী করে এ আয়াত নাযিল করে বললেন : হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস বা খুনের বদলে খুন তোমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে স্বাধীন মানুষের বদলে স্বাধীন মানুষ ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং স্ত্রীলোকের বদলে স্ত্রীলোকের কিসাস নেয়া হবে। হাঁ কোন হত্যাকারীর সাথে তার কোন (মুসলমান) ভাই নগ্নতা দেখাতে চায় অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে রক্তপণ গ্রহণ করতে সম্মত হয় তাহলে উত্তম পন্থায় তা (রক্তপণের অর্থ) যথাযথভাবে পরিশোধ করতে হবে। তোমাদের পূর্ব-বর্তীদের জন্য যা ফরয করা হয়েছিল, তার চাইতে এটা কিছু লঘু ও হালকা ব্যবস্থা। আর তোমাদের প্রভুর তরফ থেকে রহমত। এরপরও অর্থাৎ রক্তপণ গ্রহণ করার পরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে হত্যা করবে তার জন্য রয়েছে কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٢١٢ - عَنْ حَمِيدٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كَتَبَ
اللَّهُ الْقَتْلَى -

৪১৪১. হুমাইদ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) আনাস নবী (স:) এর নিকট থেকে তাদের

কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন : আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ হলো প্রকৃত-পক্ষে কিসাস বা খনের বদলে খন।

۴۲۴. عَنْ أَنَسِ أَنَّ التَّرْبِيعَ عَمَّتُهُ كَسَمَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ قَلْبُوا إِلَيْهَا
الْعَقْرُ فَأَبْرَأَ نَعْرَ مُوَا الْأَرْضِ فَأَبْرَأَ نَأْبِرَا أَرَسُونَ اللَّهُ ﷺ وَأَبْرَأَ إِلَّا الْقِصَامَ نَأْمَرُ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِصَامِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ نَضْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَكْسِرُ ثَنِيَّةَ الرَّيْحِ
لَدَا الَّذِي يَبْتَلِكُ بِالْحَقِّ لِاتِّكْسِرُ ثَنِيَّتُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَنَسُ رَكَابُ
اللَّهِ الْقِصَامُ مُرِيئِي الْقَوْمَ فَعَقَرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ
لَوْ أَتَسَمَّرَ عَلَى اللَّهِ لَا يَبْرَأُ.

৪১৪২. আনাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন :) তাঁর ফুফু রুবাইয়ে বিনতে নযর কোন এক বালিকার সম্মুখের দাঁত ভেঙে দিয়েছিলো। রুবাইয়ের কওমের লোকজন তাদের কাছে ক্ষমা চাইলে তারা ক্ষমা করতে অস্বীকার করলো। তারা পুনরায় আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে চাইলে তারা তাও নিতে অস্বীকার করলো। এরপর তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলো এবং কিসাস ছাড়া আর সর্বকিছই প্রত্যাখ্যান করলো। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) কিসাসের নির্দেশ দিলেন। এমতাবস্থায় আনাস ইবনে নযর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে কি রুবাইয়ের দাঁতই ভেঙে দেয়া হবে? যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন সেই মহান সত্তার শপথ, রুবাইয়ের দাত ভাঙতে দেয়া যেতে পারে না। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : হে আনাস, আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ হলো কিসাস গ্রহণ করা। এরপর বালিকার কওম রাজি হয়ে রুবায়েকে ক্ষমা করে দিলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আল্লাহর কিছ সংখ্যক বান্দা এমন আছেন, যারা আল্লাহর নামে শপথ করে কিছ বললে আল্লাহ তা পূরণ করে দেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ -

“হে ঈমানদারগণ তোমাদের জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য ফরয করা হয়েছিলো। যাতে করে তোমরা গোনাহ থেকে রক্ষা পাও বা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।”

۴۲۳. - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَأَتْ يَصُومُهُ أَهْلَ الْبَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا
نَزَلَ رَمَضَانَ قَالَ مَنْ شَأْوَ صَامَهُ وَمَنْ شَأْوَ لَمْ يَصُمْهُ -

৪১৪৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : জাহেলী যুগে লোকেরা আশুরার রোযা রাখতো। (এ সময় আশুরার রোযা ফরয ছিলো) রমযানের রোযা ফরয হলে নবী (সঃ) বললেন : এখন তোমরা ইচ্ছা করলে আশুরার রোযা রাখতে পার আবার নাও রাখতে পার।

۸۱۴۳ - مَثُ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنَّهَا شَوْرَاءُ وَيَصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانَ
تَأَنَّ مِنْ شَأْوٍ مَاءٍ وَمِنْ مَاءٍ أَنْسَطِرُ .

৪১৪৪. আরোশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রমযানের রোযা ফরয হওয়ার আগে আশুদরার রোযা রাখা হতো। কিন্তু রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পর নবী (সঃ) বললেন : এখন কেউ ইচ্ছা করলে আশুদরার রোযা রাখতে পারে আবার ইচ্ছা করলে নাও রাখতে পারে।

۸۱۴۴ - مَثُ فَبَدِ اللَّهُ قَالَ دَحَلْ عَلَيْكَ الْأَشْعَثُ وَهُوَ يَطْعَمُ فَقَالَ أَيُّ يَوْمٍ
مَأْشُورَاءُ فَقَالَ كَانَ يَصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزَلَ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ تَرِكَ فَاذَنْ كُلَّ

৪১৪৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তাঁর কাছে আশ'আস ইবনে কায়ম কিনদী আসলেন। তখন আবদুল্লাহ খাবার খাচ্ছিলেন। আশ'আস বললেন : আজকে তো আশুদরা, আর আর্গানি খাবার খাচ্ছেন? আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ বললেন, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আশুদরার রোযা রাখা হতো। কিন্তু রমযানের রোযা ফরয হওয়ার তা পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছে। তাই তুমিও এসে কিছ্ খাও।

۸۱۴۶ - مَثُ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَوْمَ مَأْشُورَاءُ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُهُ فَلَمَّا تَدِيمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ دَامَرُ بَيْبِأَوْهٍ فَلَمَّا
نَزَلَ رَمَضَانَ كَانَ رَمَضَانَ الْغَرِيبَةَ فَمَرَّ بِكَ مَأْشُورَاءُ كَمَا كَانَ مِنْ شَأْوٍ مَاءٍ
دَمَنْ شَأْوٍ لَمْ يَصْبُهُ .

৪১৪৬. আরোশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জাহেলিয়াতের যুগে কুরাইশরা আশুদরার দিনে রোযা রাখতো। নবী (সঃ)-ও আশুদরার রোযা রাখতেন। তিনি মদীনার হিজরত করে আসার পর (আশুদরার) রোযা রেখেছেন এবং সবাইকে রাখতে আদেশ করেছেন : কিন্তু রমযানের ফরয রোযা রাখার আদেশ হলে আশুদরার রোযা পরিত্যাগ করা হয়। এ সময় থেকে কেউ ইচ্ছা করলে আশুদরার রোযা রাখতো আবার কেউ ইচ্ছা করলে তা পরিত্যাগ করতো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ
أُخْرٍ وَكَانَ الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةَ طَعَامٍ بِسِكِّينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ
خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

“(যে রোযা তোমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে, তা) নির্দিষ্ট করেকিটি দিন নয়। কিন্তু তোমাদের কেউ যদি অসুস্থ থাকে অথবা সফরে থাকে তবে অন্য দিনগুলোতে সেই সংখ্যা

পূরণ করবে। আর যারা রোযা রাখতে সক্ষম (কিন্তু যদি না রাখে) তাহলে ফিদ্বা দিবে। একটা রোযার ফিদ্বা একজন “মিসকীন”কে খাওয়ানো। যদি কেউ শ্বতঃস্ফূর্তভাবে বেশী করে নেকীর কাজ করে, তাহলে তা তার নিজের জন্যই কল্যাণকর। আর যদি বিষয়টা বৃদ্ধিতে সক্ষম হও তাহলে রোযা রাখাটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর।”

আজা বলেছেন, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে সব রকম রোগেই রোযা পরিচাল্য করা যেতে পারে। স্তন্যদানকারী স্ত্রীলোক ও গর্ভবতীদের সম্পর্কে হাসান বনরী ও ইবরাহীম নাখশ্বানী বলেছেন যদি তারা নিজেদের কিংবা সন্তানদের ব্যাপারে আশংকা বোধ করে তাহলে রোযা রাখবে না এবং পরে কোন এক সময় কাযা করবে। আর অভ্যস্ত বৃদ্ধ হওয়ার কারণে কেউ যদি রোযা রাখতে সক্ষম না হয় তবে মিসকীনকে খাওয়াবে। আনাস অভ্যস্ত বৃদ্ধ হয়ে গোশ্বত এবং রুটি খাওয়াতেন। অধিকাংশ সোকই এ আয়াতের শব্দটিকে *طية وون* পড়ে থাকে। এটাই সাধারণভাবে প্রচলিত কিরামাত।

٢٧٤ - عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَطَأَ الَّذِينَ يُطِرُّونَهُ نِدْيَةً طَعَامًا وَشَكِيْنٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمَنْسُوحَةٍ هُوَ لِلشَّيْءِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَاتُ أَنْ يَصُومَ مَا فَلْيَطْعِمَاتُ مَكَانَ مِنْ يَوْمٍ مِشْكِيْنًا.

৪১৪৭. আজা (ইবনে আবু রাবাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে আয়াতটি এভাবে পড়তে শুনেন “ওয়া ‘আলাল্লাযীনা ইউতাউওয়াকুনাহু”—যারা রোযা রাখতে সক্ষম নয় তাদেরকে ফিদ্বা হিসাবে একজন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, এ আয়াত “মনসুখ” বা রহিত হয়নি। বরং অভ্যস্ত বৃদ্ধ নারী-ও পুরুষের জন্য প্রযোজ্য—যারা রোযা রাখতে সক্ষম নয়। সুতরাং (এ আয়াতের নির্দেশ মোতাবেক) তারা প্রতিদিন একজন করে মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে।

অনুবাদ : মহান আল্লাহর বাণী :

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّمْرَ فَلْيَصِّمَهُ

“তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এ মাসটিকে (রমযান মাস) পায় তা হলে (সে পুরা মাস ধরে) রোযা রাখবে।”

٢٧٨ - عَنْ نَابِعٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ تَعْرَافَةَ قَرَأَتْ نِدْيَةَ طَعَامًا وَشَكِيْنٍ قَارِئًا بِمَنْسُوحَةٍ.

৪১৪৮. নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে উমর এ আয়াতটি অর্থাৎ *طاعة طعام مسكين* পাঠ করে বললেন যে, এটি মনসুখ হয়ে গিয়েছে।

٢٧٩ - عَنْ سَلْمَةَ قَالَتْ لَمَّا تَرَلْتُ وَطَأَ الَّذِينَ يُطِيقُونَ نِدْيَةَ طَعَامًا وَشَكِيْنٍ كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْطُرَ وَيَقْتَدِي حَيْثُ تَرَلْتُ الْأَيَّةَ الَّتِي بَدَأَ بِهَا فَسَخَّهَا.

৪১৪৯. সালামা ইবনুল আকওয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ওয়া আলাল্লাযীনা ইন্নাতিকুনাহু ফিদইয়াতুন শ্বামামু মিসকীন" আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর কেউ চাইলে যোযা না রেখে ফিদইয়া দিয়ে দিতো : তাই পরবর্তী আয়াত নাযিল হয় এবং এটি মনসুখ হয়ে যায়।

۴۱۵۰. عَنْ مَجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ قَبَائِلٍ أَنَّهٗ يَقْرَأُ وَفِي الذِّينِ يَطْعُوهُ مَوْتُهُ
فِي ذِي طَعَامٍ مِشْكِينٍ يَقُولُ وَفِي الذِّينِ يَحْتَلُونَ قَالَ هُوَ الشَّيْءُ الْكَبِيرُ
الَّذِي لَا يَطِيقُ الصَّوْمَ أَمْرًا أَنْ يُطْعَمَ كُلُّ يَوْمٍ مِشْكِينًا قَالَ وَمَنْ تَطَاوَعُ
خَيْرًا يَقُولُ وَمَنْ زَادَ وَأَطْعَمَ أَكْثَرَ مِنْ مِشْكِينٍ نَمْرًا خَيْرًا.

৪১৫০. মুজাহিদ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস) আয়াতটির بطقونه শব্দটিকে "যারা সক্ষম নয়" পড়তেন। তিনি বলতেন, যাদের জন্য এ আয়াতটি প্রযোজ্য, তারা হলেন যোযা রাখতে অক্ষম অত্যন্ত বৃদ্ধ লোক। এ আয়াতে তাদেরকে প্রতিদিন একজন করে মিসকীন খাওয়াতে বলা হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন যে, "আর যে এর অধিক নেক কাজ করলো তা তার নিজের জন্যই কল্যাণকর" এ আয়াতের অর্থ হলো যে ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে একের অধিক মিসকীনকে খেতে দিলো তা আরো উত্তম।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةُ الْقِيَامِ الرَّفَقَ إِلَى نِسَائِكُمْ مَنْ لَبَّاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَبَّاسٌ لَهُمْ عَلَيْهِمْ
اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَحْتَاوُونَ أَنْفُسَكُمْ تَنَابَ عَلَيْكُمْ وَقَعَا عَنْكُمْ نَالَانَ
بِأَشْرُوهُنَّ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ.

"রোজার দিনে রাতের বেলায় তোমাদের জন্য স্ত্রীদের কাছে যাওয়া হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পোশাক আর তোমরাও তাদের জন্য পোশাক। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা চপে চপে নিজেরাই নিজেদের সাথে খেয়ানত করছিলে। তিনি তোমাদের ভণ্ডা কবুল করেছেন, এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে রান্নাখাণ করতে পার। আর আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু জায়েয করে দিয়েছেন, তা লাভ করতে পার।"

۴۱۵۱. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَ صَوْمٌ رَمَعَانِ كَانُوا الذِّيقْرُ بِيَدِ النِّسَاءِ رَمَعَانِ
كَلَهُ وَكَانَ رِبَالٌ يَخْتَوُونَ أَنْفُسَهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ
تَحْتَاوُونَ أَنْفُسَكُمْ تَنَابَ عَلَيْكُمْ وَقَعَا عَنْكُمْ نَالَانَ بِأَشْرُوهُنَّ وَأَبْتَعُوا
مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ.

৪১৫১. বার্না ইবনে আশ্বব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রমযানের রোযা ফরয হওয়ার অহী নামেল হওয়ার পর কেউই পুরা রমযান মাসে স্ত্রীদের কাছেও যেতো না। তবে কিহ্ন সংখ্যক লোক নিজেরাই নিজেদের সাথে খেয়ানত করছিলেন। তাই আল্লাহ তাআল আয়াত নাযিল করে জানালেন : আল্লাহ জানেন যে, তোমরা চুপে চুপে নিজেরাই নিজেদের সাথে খেয়ানত করছিলেন তবে তিনি তোমাদের তওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। এখন থেকে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সাদাচার করতে পার। আর যা কিহ্ন আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা অর্জন করতে পার।

অনুবাদের : মহান আল্লাহর বাণী :

وَكُلُوا إِذَا شَرِبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ آتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ تَبَاشَرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ كَاكِفُونَ فِي
الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ نَلَا تَمُرُّ بَرُّهُمَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِيَتَّبِعُهُ

“তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ না (রাতের) কালো রেখার পরে ডোরের সাদা রেখা স্পষ্ট দেখা যায়। তারপর (পানাহার ও স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা বাদ দিয়ে) রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো। আর তাদের (স্ত্রীদের) সাথে যৌগ সম্বন্ধে লিপ্ত হওয়া না যখন তোমরা ইতেকাফ করে মসজিদে অবস্থান করবে। এগুলো আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমারেখা। তোমরা এর ধারে কাছেও যাবে না। এভাবেই আল্লাহ তার হুকুমগুলোকে মানুষের জন্য বিস্তারিত বর্ণনা করেন—যাতে তারা প্রাস্ত পথ থেকে রক্ষা পায়। (عَافٍ) শব্দের অর্থ অবস্থানকারী।”

۲۱۵۲ - مِنَ الشَّجِيِّ مَنْ عَدِيٌّ قَالِ أَحَدٌ عَدِيٌّ عِقَالًا أَبْيَضٌ وَعِقَالًا أَسْوَدٌ
حَتَّى كَانَ بَعْضُ اللَّيْلِ نَظَرَ فَلَغْرِيْسِيْنَا نَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالِ يَا رَسُوْلَ اللهِ جَعَلْتِ
تَحْتِ وَسَادَتِي قَالِ إِنْ وَسَادَتِكَ إِذِ الْغَرِيْسُ أَنْ كَانَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ
تَحْتِ وَسَادَتِكَ

৪১৫২. আমের শা'বী আদী ইবনে হাতেম সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, আদী ইবনে হাতেম (এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রমযান মাসে রাতের বেলা) একটি কাল সূতা ও একটি সাদা সূতা নিয়ে (বালিশের নীচে) রাখলেন। রাত অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে তিনি সে দুটোকে ঝর ঝর দেখতে লাগলেন। কিন্তু কাল ও সাদার পার্থক্য ধরা পড়লো না। সকাল হলে তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে] বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি কাল ও সাদা দুটি সূতা আমার বালিশের নীচে রেখেছিলাম। (এরপর সব ঘটনা বর্ণনা করলেন) রসূলুল্লাহ (সঃ) সব শব্দে ধললেন। তাহলে তো তোমার বালিশ খুবই বড় দেখছি। কারণ রাতের কালপ্রান্ত রেখা ও ডোরের সাদা প্রান্তরেখার জন্য তোমার বালিশের নীচে স্থান সংকুলান হয়েছে।

۲۱۵۳ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَارِثٍ قَالَ تَلَّتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا خَيْطُ الْأَبْيَضِ عَنِ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ أَهْمَا الْخَيْطَانِ قَالِ إِنَّكَ لَعَرِيْسُ الْعَقَائِثِ أَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ
ثُمَّ قَالَ لَا بَلْ هُوَ سُوْدٌ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ -

৪১৫০. আদী ইবনে হাতেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল। সাদা সূতা এবং কাল সূতা কি? এ দুটির অর্থ কি সত্যিই সূতা? এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তুমি এক আজব বোকা দেখছি যে, সূতা দুটি দেখে ফেলেছো। তারপর তিনি বললেন : না, এ দুটি সূতা নয়, বরং রাতের অন্ধকার এবং দিনের আলো।

২১৫৭ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَنْزِلَتْ وَكَلَّمُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ وَلَمْ تَنْزِلْ مِنَ الْفَجْرِ وَكَانَ رِجَالُ إِذَا رَأَوْهُمُ الرَّبَّ رَبَطَ أَحَدَهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤُوسُهُمَا فَاَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَهُ مِنَ الْفَجْرِ فَعَلِمُوا أَنَّهَا بَعْضُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ -

৪১৫৪. সাহল ইবনে সাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : “রাতের কাল রেখার পরে সাদা রেখা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত পানাহার করো” প্রথমে এ আয়াত নাযিল হলো। কিন্তু ভোরের কথাটা তখনো নাযিল হয়নি। তাই লোকেরা রোযা রাখতে চাইলে তাদের দু'পায়ে সাদা ও কাল সূতা বেঁধে নিতো এবং যতক্ষণ না সাদা ও কাল সূতা স্পষ্ট দেখা যেতো ততক্ষণ পর্যন্ত পানাহার করতো। তাই আল্লাহ তা'আলা পরে ভোরের কথাটা নাযিল করলে সবাই বুঝতে পারলেন যে, এর দ্বারা রাত ও দিনের সীমারেখা বুঝানো হয়েছে।

অনুবোধ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

“এটা কোন নেকীর কাজ নয় যে, তোমরা নিজেদের ঘরে পিছন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। বরং নেকীর কাজ হলো আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করা। সূতরাং তোমরা নিজেদের ঘরে দরজা দিয়েই প্রবেশ করো। আর আল্লাহকে ভয় করো তাহলে সফলতা লাভ করতে পারবে।”

২১৫৫ - عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ كَانُوا إِذَا حُرِّمُوا فِي الْبُيُوتِ أَوْ الْبَيْتِ مِنْ ظُهُورِهِمْ فَانزَلَ اللَّهُ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا -

৪১৫৫. বারা ইবনে আবেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (আরবরা) জাহেলী যুগে (হুজ্জ বা উমরার জন্য) ইহরাম বাঁধার পর বাড়ী আসলে দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে পেছন দিক থেকে প্রবেশ করতো। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন : এটা কোন নেকীর কাজ নয় যে, তোমরা বাড়ীতে (দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে) পেছন দিক দিয়ে

প্রবেশ করবে। বরং নেকীর কাজ হলো আশাহর এসবকুষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচানো। তাই তোমরা দরজা দিয়েই বাড়ীতে প্রবেশ করো।

অনুচ্ছেদ : মহান আশাহর বাণী :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكْفُونَ نَفْسَهُ وَبُكُوتَ الدِّينِ لِلَّهِ فَإِنْ أُثْمِرُوا
مَدَعْتُمْ دَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ -

মতফণ পর্যন্ত ফিতনা নির্মূল না হয় এবং আশাহর স্বীন পূর্ণরূপে কয়েম না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে লড়াই করে যাও। অতঃপর যদি তারা বিরত হয় তাহলে মনে রেখো, জায়েম ছাড়া আর কারো প্রতি হাত স্বজনো সোটেই ঠিক নয়।*

৫৬ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ تَأَهُ رَجُلًا فِي نَفْسَةِ ابْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَتْ النَّاسُ
فِيَعْرُوا وَأَنْتِ ابْنَةُ عُمَرَ مَا حِبُّ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا لَمْ يُبْعَدَنَّ أَنْ تَخْرُجِي مَقَالَ
يُمْنَعُنِي أَنْ اللَّهُ حَرَّمَ دَمَ أَخِي قَالَ أَلَا لَسُرَّيْلُ اللَّهِ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكْفُونَ
نَفْسَهُ فَقَالَ قَاتِلْنَا هُمْ حَتَّى لَسُرَّيْلُ اللَّهِ نَفْسَهُ وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ فَأُثْمِرُوا
تُرِيدُونَ أَنْ تَقَاتِلُوا حَتَّى تَكْفُونَ نَفْسَهُ وَبُكُوتَ الدِّينِ لِغَيْرِ اللَّهِ

৪১৫৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের যুগে সৃষ্ট ফিতনার সময় দু' ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, লোকজনের স্বীন ও দুর্নামা উভয় ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। আর আপনি উমর (ইবনে খাতাব)-এর পুত্র ও নবী (সঃ)-এর সাহাবা হওয়া সত্ত্বেও সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ করছেন না। কি কারণে আপনি এ ফিতনা খামাতে এগিয়ে আসছেন না? আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, আল্লাহ তা'আলা মুসলমান ভাইয়ের রক্ত হারাম করে দিয়েছেন। এ বিষয়টিই আগাকে বাধা দিচ্ছে। তখন লোক দু'টি বললো, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি যে, ফিতনা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো? এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, [নবী (সঃ)-এর সামান্য] আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং ফিতনাকে নির্মূল করছি এবং তখন একমাত্র আল্লাহর স্বীনই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। আর আজ তোমরা লড়াই করতে চাও যাতে ফিতনা সৃষ্টি হয় এবং (গায়েরুল্লাহ) আল্লাহ ছাড়া অন্যের স্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫৭ - هُنَّ نَافِعٌ أَنَّ رَجُلًا أَقْبَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا
حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَحْتَمِيَ فَأَمَّا تَحْتَمِي مَا وَتَتْرُكُ الْجَمَادِ فِي سَيْلِ اللَّهِ تَدُّ
فَلِمَتِ مَا رَقِبَ اللَّهُ فِيهِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي بِنِي الْأَسْلَامِ عَلَى خَمْسِ أَيَّامٍ
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالصَّلَاةِ الْخَمْسِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَأَدْوَالِ الرُّكُوعِ وَحَجِّ الْبَيْتِ

০. আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সময়ের ফিতনা বলতে যুবায়ের হরণে ৭০ হিজরী সনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের কতৃক রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মক্কার ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর হাল্কাই ইবনে ইউসুফ কতৃক মক্কার অবরোধকালীন বন্দ ও হাংগামা।

تَالِيَا بَاعِبِدِ الرَّحْمَنِ أَلِ تَسْمَعُ مَا دُكَّرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَإِنْ كَانَتَانِ مِنْ
 الْمُؤْمِنِينَ اسْتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِنْ بَدَأَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَقَالُوا
 السِّتَى تَبَغَى حَتَّى نَفَعَى إِلَى أَمْرِ اللهِ وَتَابُوا لَهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً تَال
 مَعْلَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ الْإِسْلَامَ وَبِئْسَ مَا كَانَتِ الرَّجُلُ
 يَفْتَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا تَسْلُوهُ وَإِمَّا يَعِدُّ بَرُّهُ حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلَامَ نَلَّمُ
 تَكُنْ فِتْنَةً تَال تَمَّا تَزَلَّتْ فِي عِلِّيِّ وَتَمَّتْ تَال إِمَّا عُمَانُ نَكَانَ اللهُ
 فَمَا مَنَّهُ وَإِمَّا تَشْرَفَكَ مُمْرَأُ تَعْفُو عَنْهُ وَإِمَّا عِلِّيَّ تَابِتُ مَسْرُ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ وَحَتْنَهُ وَأَشَارَ بِبَيْدِهِ فَقَالَ هَذَا بَيْتُهُ حَيْثُ تَوَدُونَ.

৪১৫৭. নাফে' থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে উমরের কাছে এসে বললো, হে আবদুল্ল রহমানের পিতা, আপনি তো জানেন যে, আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা কত উৎসাহিত করেছেন। আর আপনি আল্লাহর পথে জিহাদ করা পরিহার করে চলছেন এবং শূদ্দ এক বছর হজ্জ ও এক বছর উমরা পালন করেছেন। আপনার এরূপ করার কারণ কি? সবশব্দে আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, হে ভাতিজা পাঁচটি জিনিসের ওপর ইসলামের বদনিনাদ : আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান, পাঁচ ওরাক্ত নামায, রমযান মাসের রোযা, যাকাত আদায় করা এবং ব্যাভুল্লাহর হজ্জ করা। এ কথা শব্দে লোকাটি বললো, হে আব্দ আবদুল্ল রহমান, আপনি জানেন না আল্লাহ তাঁর কিতাবে কি বলেছেন? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : যদি মুসলমানদের দুটি দল নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া শূদ্দ করে দেয়, তাহলে তাদের মধ্যে ফয়সালা ও সংশোধন করে দাও। এর পরেও যদি তাদের মধ্যকার কোন দল অন্যটির ওপর বাড়াবাড়ি করতে থাকে, তাহলে যারা বিদ্রোহ বা বাড়াবাড়ি করছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো—যতক্ষণ না তারা আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। (আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন:) তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যতক্ষণ না ফিতনা নিমূল হয়। এ কথা শব্দে আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, নবী (সঃ)-এর যুগে আমরা এ কাজ করেছি। সেই সময় মুসলমানরা ছিলো সংখ্যায় খুবই কম। তাই মুসলমান ব্যক্তিকে তার প্বানীর জন্য কঠোর পরীক্ষায় নিষ্কোপ করা হতো। হয় তাকে তারা (কাফেররা) হত্যা করতে না হয় শাস্তি দিতে। অবশেষে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো এবং ফিতনা অবশিষ্ট থাকলো না। তখন লোকাটি বললো, উসমান আলী সম্পর্কে আপনার মতামত কি? আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, উসমানকে ভে আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন। কিন্তু তোমরা এখনো তাকে মাফ করা খারাব মনে করে থাকো। আর আলী? তিনি তো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচাতো ভাই এবং জামাতা। তারপর তিনি ইশারা করে তার বাড়ী দেখিয়ে বললেন এই গুতা তোমরা [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘরের পাশে] তার ঘর দেখতে পাছ।

অনুবোধ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّمَكُّةِ وَأَجْسِنُوا
 إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

“আল্লাহর পথে খরচ করো এবং নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। আর ইহমান করার নীতি গ্রহণ করো। আল্লাহ মূহসেনদেরকে (ইহমানকারী) ডালবাসেন।”
 أَنهَلِكُهُ وَأَبْهَكَ هَلَاكٌ مِّنْ ذَلِكَ وَنُفِقْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ قَالَ نَزَلَتْ فِي التَّفَقُّةِ .

৭১৫৮. عَنْ حَدِيثَةٍ دَأَى نَفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ قَالَ نَزَلَتْ فِي التَّفَقُّةِ .

৪১৫৮. হুয়ায়ফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহর পথে খরচ করো এবং নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না—এই আয়াতটি (আল্লাহর পথে) খরচ করার বিষয়ে নাখিল হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ

“কিন্তু কেউ যদি অসুস্থ হয় অথবা মাথায় যদি কোন প্রকার কষ্ট বা অসুবিধা হয়।”

৭১৫৯. عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ تَعَدَّتْ إِلَى كَثِيبِ ابْنِ عَجْرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَتَعْنَى مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فَسَأَلْتُ عَنْ يَدِيَةِ مِّنْ مِّمَامٍ فَقَالَ جِمَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالْقَمَلُ سَأَشْرَطُ وَأَوْجِهُ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَمَلَ يَلْغُ بِكَ هَذَا مَا تَجِدُ شَاةً تَلْتُ لَا قَالَ صُمُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَلْطَعُمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مَسْكِينٍ نَصْفَ صَاعٍ مِّنْ طَعَامٍ وَأَحِلُّوا رَأْسَكَ نَزَلَتْ فِي خَاصَّةٍ دَهَى لَكُمْ عَامَةٌ .

৪১৫৯. আবদুল্লাহ ইবনে মা'কেল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি কুফার এই মসজিদে কা'ব ইবনে উজ্জরার সাথে বসেছিলাম। এই সময় তাকে ফিদ'ইরা হিসেবে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : আমাকে নবী (সঃ)-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তখন আমার মাথার চুল থেকে উকুন আমার চেহারার ওপর ঝরে ঝরে পড়াছিলো। এ অবস্থা দেখে নবী (সঃ) বললেন : আমি যা দেখছি তাতে মনে হয় তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আচ্ছা তুমি কি একটা বকরী যোগাড় করতে পার? কা'ব ইবনে উজ্জরা বলেন, আমি বললাম, না। তখন তিনি বললেন : তিন দিন রোযা রাখো অথবা ছয়জন মিসকীনের প্রত্যেককে অর্ধ সা' পরিমাণ খাদ্য দান করো। আর তোমার মাথার চুল মূড়ে ফেলো। তারপর তিনি (কা'ব ইবনে উজ্জর:) বললেন : এ আয়াতটি বিশেষ ভাবে আমার ব্যাপারে নাখিল হয়েছে। কিন্তু এয় হুকুম তোমাদের সবার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

فَمَنْ تَبِعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَبَةِ .

“তোমাদের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তি হজ্জের সময় আসার পূর্বে উমরা পালন করবে সে যেন সাধ্যমত কোরবানী করে।”

৪/৪১ -

৮১৬০- عَنْ عُمَرَ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ أُنزِلَتْ آيَةُ الْمُتَعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَعَلْنَا مَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكُنَّا نَزِلُ تَرَائِكُ مِحْرَمٍ مَعَهُ وَكُنَّا نَسْتَعِينُهُ عِنَّمَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بَرَأَ بِهِ مَا قَاءَ.

৪১৬০. ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : হজ্জের তামাত্ত্ব সম্পর্কে আল্লাহর কিতাবের হুকুম নাখিল হলে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে তামাত্ত্ব আদার করলাম। কিন্তু পরে হজ্জের তামাত্ত্বকে হারাম বা নির্দিষ্ট ঘোষণা করে কোন আয়াত নাখিল হয়নি এবং এ অস্থায়ীই তিনি [নবী (সঃ)] ইন্তেকাল করেছেন। তবে একজন মাত্র লোকঃ এ ব্যাপারে নিজের মত পেশ করে যা বলার বলেছেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ.

“হজ্জের আদায়ের সাথে সাথে তোমরা যদি তোমাদের প্রভুর করুণা (হালাল রিয্ক) অবশ্য কর তা হলে এতে তোমাদের কোন গোনাহ হবে না।” অর্থাৎ হজ্জের মওসুমে।

৮১৬১- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ مَكَاظُ وَمَجَنَّةٌ وَذَوَالْمَجَازِ سَوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ نَتَأْتُوا أَنْ يَتَجَرَّذَا فِي الْمَوَاسِمِ فَنَزَلَتْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ.

৪১৬১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : উকাব, মাজামা ও যুল-মাজামা এ তিনটি ছিলো জাহেলী যুগে আরবদের বাজার। কিন্তু ইসলামের আগমনের পর হজ্জের মওসুমে এসব জায়গাতে ব্যবসা-বাণিজ্য বা কেনা-বেচা করাকে লোকেরা গোনাহর কাজ মনে করতে থাকলে এ আয়াত নাখিল হলো : “হজ্জ পালনের সাথে তোমরা যদি তোমাদের রবের করুণা (রিয্ক) অনুসন্ধান কর তাহলে এতে তোমাদের কোন গনাহ হবে না।”

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ.

“(যে করাইশগণ,) অতঃপর অন্যসব লোক যেখান থেকে যাত্রা করে তোমরাও সেখান থেকে যাত্রা শুরুর করো। (আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালবান)।”

৮১৬২- عَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ تَرِيثُ وَمِنْ دَانَ دِيْنَهَا يَقْفُونَ بِالْمَزْدَقَةِ

৪. কেউ কেউ বলেছেন যে, যে ব্যক্তি তামাত্ত্ব সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন তিনি হযরত উসমান (রাঃ)। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনি হযরত উমর (রাঃ)।

وَكَاثُوا يُسْمُونَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَنَاتٍ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامَ
 وَمَرَّ اللَّهُ بِبَيْتِهِ مَدِينَةِ وَوَلَّيْتُمْ أَنْ يَأْتِيَ عَرَنَاتٍ تَمُرُّ بِعَفَّتْ بِهَا تَمُرٌ يَفِيضُ مِنْهَا نَدَاءُ الْإِبْتِ
 قَوْلُهُ تَعَالَى تَمُرًا فَيُضَوُّوا مِنْ حَيْثُ أَنْتُمْ النَّاسُ.

৪১৬২ আয়েশা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) কুরাইশ এবং তাদের স্বাধীন অনুসরণ-
 কারীরা হজ্জের মওসুমে মদ্যদালিফায় অবস্থান করতো। এদেরকে “হুদুস” বলা হতো।
 পক্ষান্তরে আরবের অন্যান্য লোকজন আরাফাতে অবস্থান করতো। ইসলাম বিজয়ী হওয়ার
 পর আব্দুল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (সঃ)-কে লোকদের সাথে আরাফাতে গিয়ে অবস্থান করতে
 এবং লোকদের সাথেই আবার সেখান থেকে যাত্রা করতে আদেশ করলেন। এ আয়াতটিতে
 মহান আব্দুল্লাহ তাআলার বাণীতে সে কথাই ব্যক্ত হয়েছে যে, অতঃপর অনাসব লোক যেখান
 থেকে যাত্রা করে তোমরাও সেখান থেকে যাত্রা করো। আর আব্দুল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা
 করো। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালব।

৭/৭৩ - مَنِ ابْنٍ فَبِأَسْمَاءٍ تَمَالٍ يَطُورُ الرَّجُلُ بِأَبِيَّتِ مَا كَانَ حَلَاكًا حَتَّى يَمُوتَ
 بِالْحَجِّمْ فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَنَةٍ فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ حَدِيَّةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ أَوْ
 الْعَنَسِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَيْ ذَلِكَ شَاءَ فَيُرَاتُ لَمْ يَتَيَسَّرَ لَهُ فَعَلَيْهِ
 ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّمْ وَذَلِكَ تَبْدُلُ يَوْمِ عَرَنَةٍ فَإِنْ كَانَ الْخَيْرُ يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ
 الثَّلَاثَةِ يَوْمِ عَرَنَةٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ تَمُرًا لِيُطَلِّقَ حَتَّى يَقِفَ بِعَرَنَاتٍ مِنْ
 صَلَوةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ يَكُونُ الظُّلَامُ تَمُرًا يَدْعُوا مِنْ عَرَنَاتٍ إِذَا
 أَنْصَرُوا مِنْهَا حَتَّى يَبْلُغُوا جَمْعَاتِ الذِّئْبِ يُتَبَرَّرُ بِهِ تَمُرًا لِيَدَّ كَرُّ وَاللَّهُ كَثِيرًا
 أَوْ أَكْثَرَ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّمْيِيزُ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا تَمُرًا فَيُضَوُّوا فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا
 يُفِيضُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَمُرًا فَيُضَوُّوا مِنْ حَيْثُ أَنْتُمْ النَّاسُ وَاسْتَعْفِرُوا وَاللَّهُ
 إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ حَتَّى تَمُرُوا الْجَمْرَةَ

৪১৬৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি ‘তামাসুদ’
 করবে, সে উমরা আদায় করার পর ইহরাম খুলবে এবং হজ্জের ইহরাম বাঁধার পূর্ব পর্যন্ত
 বায়তুল্লাহর ‘তাওয়াফ’ করতে থাকবে এবং পরে হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে আরাফাতে যাবে
 এবং হজ্জের পরে উট, গরু বা বকরী যেটি ইচ্ছা কোরবানী করবে। আর যদি কেউ
 কোরবানী করতে সমর্থ না হয় তাহলে হজ্জের ইহরাম অবস্থায় আরাফাতে অবস্থানের আগেই
 তিনদিন রোযা রাখবে। এ তিন দিনের শেষ দিন যদি আরাফাতে অবস্থানের দিনও হয়
 তাহলেও এতে কোন গোনাহ হবে না। আরাফাতে পৌঁছে আসরের সময় থেকে অশুকার
 ছেয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে। এরপর সব লোক যখন সেখান থেকে রওমানা
 হবে তখন তাদের সাথে রওমানা হয়ে সবাই মদ্যদালিফায় উপনীত হবে এবং আব্দুল্লাহর
 কাছে নেক কাজ ও সওয়াব প্রার্থনা করবে। আর সেখানে আব্দুল্লাহকে বেশী অথবা (রাবীর

সন্দেহ) সবচেয়ে বেশী করে স্মরণ করবে এবং সকাল হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত তাকবীর তাহলীল করতে থাকবে। তারপর ভোরে সব লোকের সাথে মদ্যদালিফা থেকে মিনায় ফিরে আসবে। আর এ কথাটিই আল্লাহ তাআলা বলেছেন : অতঃপর অন্যসব লোক যেখান থেকে যাত্রা করে তোমরাও সেখান থেকে যাত্রা করো। আর আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনিই নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু। অবশেষে কংকর নিক্ষেপ করবে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَمِثْمُهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ
وَتَنَاوَدُ بَابُ النَّارِ .

“তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক এমন আছে যারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করো এবং আখেরাতেও কল্যাণদান করো। আর আমাদেরকে দোষখের আযাব থেকে রক্ষা করো।”

۴۱۶۴ - عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَتَنَاوَدُ بَابُ النَّارِ .

৪১৬৪: আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) এই বলে দোআ করতেন : হে আল্লাহ আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করো এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করো। আর দোষখের আযাব থেকে রক্ষা করো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وَهَذَا لِلدِّينِ الْحَصَامِ . “প্রকৃতপক্ষে ন্যায় ও সত্যের জঘণ্য দৃশমন।”

আতা বলেছেন : النسل শব্দের অর্থ জীবজন্তু।

۴۱۶۵ - عَنْ عَائِشَةَ تَرْفَعُهُ تَالِ ابْعَضِ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْإِلَهِي الْحَصَامِ

৪১৬৫: আয়েশা থেকে বর্ণিত। (মারফু হাদীস) তিনি বলেছেন : আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকট জঘণ্য হলো ঋগড়াটে লোকগুলো—যারা ন্যায় ও হকের দৃশমন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

أَمْ حَبِئْتُمْ أَنْ تَدَّ حُلُومُ الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ
قَبْلِكُمْ سَسْتُمْ أَيْسَاءُ وَالْقُرْآنُ

“তোমরা কি মনে করে নিলেছো যে, এমনি জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ, তোমাদের পূর্বে যেসব লোক অতীত হয়ে গিয়েছে তাদের ওপর যেসব কঠিন অবস্থা আর্পাতিত হয়েছিলো তোমাদের জন্য তা এখনো আসেনি। তাদের সামনে কঠিন অবস্থা এসেছে, বিপদাপদ তাদেরকে ঘিরে ধরেছে।”

۶۷ - عَنِ ابْنِ أَبِي مَالِكَةَ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى إِذَا اسْتَيْسَسَ الرَّسُولُ وَكَلَّمُوا أَنَّهُمْ تَدَكُّبُوا خَفِيفَةً ذَهَبَ بِهَا مِنْكَ ذَلِكَ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَمُرُ اللَّهُ إِلَّا إِن نَمُرَ اللَّهُ فَرِيبٌ فَلَقِيَتْ مَرْوَةَ بِنَ الرَّبِيعِ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ تَأَلَّتْ عَائِشَةُ مَعَادَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا وَعَدَ اللَّهُ رَسُولَهُ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا عَلِمَ أَنَّهُ كَأَنَّ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَلَكِنْ لَمْ تَزَلِ الْبُلْدِيَا بِالرَّسُولِ حَتَّى حَانُوا أَن يَكُونَنَّ مِنْ مَعَهُمْ يَكْدِبُونَ هُمْ نَكَاتٌ تَقْرَأُهَا نَظْمًا أَنَّهُمْ تَدَكُّبُوا مُثْقَلَةً -

৪১৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাইকা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : “এমনকি যখন রসূলগণ হতাশ হয়ে পড়লেন এবং ভেবে বসলেন যে, তাঁরা (যে সাহায্যের ওয়াদা করেছেন সে ব্যাপারে) হয়তো মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হবেন” একমাত্র তখনই আল্লাহর সাহায্য এসেছে। এটিই এ আয়াতের তাফসীর। এর সমর্থনে তিনি (কোরআন মজীদের) এ আয়াত পাঠ করলেন : এমনকি রসূল ও তাঁর সংগী ইমানদারগণ আশ্রয় হয়ে বলে উঠেছেন, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? (তখনই আল্লাহর তরফ থেকে জওয়াব এসেছে) হাঁ, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাইকা বলেন, এরপর আমি উরওয়া ইবনে যুবায়েরের সাথে সাক্ষাত করে তাকে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন : আয়েশা বলেছেন : আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তাআলা যখনই তাঁর (কোন) রসূলকে কোন ওয়াদা করেছেন তখন তিনি বৃদ্ধিতে পেরেছেন যে, তা তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই সংঘটিত হবে। তবে রসূলদের ওপর সব সময় বালা-মুসিবত অবশ্যই এসেছে। এমনকি এমন বিপদাপদও এসেছে যার কারণে তাঁরা আশংকা করেছেন যে, তাদের সংগী মুমিনগণ তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলবেন। আয়েশা এ আয়াতের **كَذَبُوا** বা হরফটি মশাম্পাদ বা তাশদীদযুক্ত পড়তেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

نَسَاءُكُمْ حُرَّتْ لَكُمْ نَأْتُوا حُرَّتْكُمْ أَنِّي سَيْتُمْ وَقَدْ مَوَّلَا نَفْسَكُمْ
وَأَتَقُوا اللَّهَ دَاعِلُمُوا أَنكُمْ مَلْفُؤَةٌ وَأَبَيْتِ السُّؤْمِيَيْنِ -

“তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শসাক্ষেত্র। তোমারা যেভাবে চাও সেভাবে তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যাওয়ার অধিকার আছে। তবে নিজেদের ভবিষ্যতের চিন্তা করো। আল্লাহকে ভয় করো। জেনে রাখো, তাঁর দরবারে একদিন তোমাদেরকে হাজির হতেই হবে। আর হে নবী, যারা তোমার দেয়া হিদায়াত গ্রহণ করবে (তাদেরকে সমলতা ও সৌভাগ্যের) সুখবর পৌঁছিয়ে দিন।”

۶۸ - عَنْ نَارِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَقْرَأَ مِنْهُ فَأَخَذَتْ عَلَيْهِ يَوْمًا قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى اسْتَهَى إِلَى مَكَايِنِ

تَالِئَ سَدْرِئِ فِيمَا أَنْزَلْتَ مُلَّتْ لَقَالَن نَزَلْتُ فِي كَدٍّ ذَكَدٍّ ائْتَمَرْتُمْ مَعِي.

৪১৬৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমরের আযাদকৃত ক্বীতনাস নামে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে উমর যখন কোরআন শরীফ তিলাওয়াত শুরু করতেন তখন শেষ না করা পর্যন্ত কারও সাথে কথা বলতেন না। আমি একদিন তাঁর কাছে গেলাম। তিনি তখন সূরা বাকারা পড়ছিলেন। পড়তে পড়তে তিনি এ আয়াতটি পর্যন্ত (নিসায়ুকুম হারসুল লাকুম) পেঁছে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, জানো কি বিষয়ে আয়াতটি নাযিল হয়েছে? আমি বললাম, না। তখন তিনি বললেন, (বিষয়গুলো উল্লেখ করে) অমুক অমুক বিষয় নাযিল হয়েছে। তারপর তিনি আবার পড়তে শুরু করলেন।

(অন্য একাটি সনদে আবদুস সামাদ তার পিতা আবদুল ওয়ায়েসের মাধ্যমে, তিনি আইয়ুব ও নাফের মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, تَوَاحِرُكُمْ আয়াতটি স্ত্রীদের সাথে পেছনের দিক থেকে সংগম করার বিষয় নাযিল হয়েছে। কারণ কেউ কেউ এ কাজ করতো)।

۴۱۶۸- عَنْ جَابِرِ تَالِئِ كَانَتْ اَيُّمُودُ تَقُولُ اِذَا جَا مَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ اُحْوَلَ فَنَزَلَتْ فَسَأَلْتُمْ حَرْثَ لَكُمُ نَأْوَا حَرْثِكُمْ اِنِّي سِتُّو.

৪১৬৮. জাবের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ইয়াহুদীরা বলতো যে, স্ত্রীর সাথে পেছনের দিক থেকে সংগম করলে সন্তান বক্রদৃষ্টি বা বিকলাঙ্গ হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা এ হান্নত ধারণা অপনোদন করে এ আয়াত নাযিল করেন—তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের কৃষি ভূমিতে যাও।

জনুচেহদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ اِنْ يَبْكُنَّ اُرْوَا جِهِنَّ

“যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দেবে এবং তারাও ‘ইন্দত’ পুরা করে নেবে তাহলে বিয়ে করে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে তাদেরকে বাধা দেবে না।”

۴۱۶۹- عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ اُخْبَتَ مَعْقِلَ بْنِ يَسَارٍ لَلْقَمَا رُوَّجَهَا فَنَزَلَتْ فَسَأَلْتُمْ حَرْثَ لَكُمُ نَأْوَا حَرْثِكُمْ اِنِّي سِتُّو اُرْوَا جِهِنَّ

৪১৬৯. হাসান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মাকেল ইয়াসারের বোনকে তার স্বামী তালাক দিয়েছিলো। এরপর তার “ইন্দত” পুরা হলে সে (মাকেল ইবনে ইয়াসারের বোনের স্বামী) আবার তাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দিলে মাকেল এ বিয়ের ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানালে এ আয়াত নাযিল হয় : তাদের স্বামীদের সাথে তাদের বিবাহে আবশ্য হতে বাধা দিও না।

জনুচেহদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنَ الْاِحْسَانِ يُرَوِّدُوهُنَّ اُرْوَا جِهِنَّ بِاَنْفُسِهِنَّ اُرْبَعَةً

أَشْمُهُ دَعَشْتُهُ إِنْ أَدَا بَلْعُنَ أَجْلَمُونَ نَلَا جُنَاخَ عَلَيْكُمْ فِيمَا نَعْلُنَ فِي أَنْفُسِهِمْ
بِالْمَعْرِ وَفِي دَالِ اللَّهِ بِمَا تَمَلُّونَ خَيْرًا.

“তোমাদের মধ্যে কেউ যদি স্ত্রী রেখে মারা যায় তাহলে সেই স্ত্রী চার মাস দশদিন নিজেসঙ্গে সামলে রাখবে। এরপর ইমদত পূর্ণ হলে সে নিজের বেলায় সঠিক ও উত্তম পশ্চায় যেকোন সিম্বান্ত গ্রহণের অধিকারী। তাতে তোমাদের কোন গোনাহ হবে না। তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা পূর্ণ ওয়াকিফহাল।” **يَوْمَ يَمْفُونَ** অর্থ মাফ করা বা দান করা।”

٢١٤٠ - عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَتْ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ وَالذَّيْنِ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ
وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا قَالَتْ سَخَّطَهَا الْأَيُّهُ الْأُخْرَى لِكَمْ تَكْتَبُهَا أَوْ
سَخَّطَهَا قَالَتْ يَا ابْنَ أَخِي لَا أَعْبُرُ شَيْئًا مِثْلَهُ مِنْ مَكَانِهِ -

৪১৭০. আবদুল্লাহ ইবনে মদ্বায়ের বর্ণনা করেছেন, আমি উসমান ইবনে আফ্‌ফানকে বললাম, ওয়ালায়ায়ীনা ইউতাওয়াফ্‌ফাউনা.....আয়াতটি তো অন্য একটি আয়াত স্বারা ‘মনসুখ’ (রাহিত) হয়ে গেছে। এ সত্ত্বেও আপনি ‘মদ্বাহাফে’ (কোরআন মজীদে) এ আয়াতটি লিপিবদ্ধ করছেন কেন অথবা (রাবীর সন্দেহ) বাদ দিচ্ছেন না কেন? (এসব শুন্যে) উসমান বললেন, হে ভাতিজা, আমি এর কোন কিছুই পরিবর্তন করবো না। বরং যেখানে যা আছে তা হুবহু সেখানেই থাকবে।

٢١٤١ - عَنْ مَجَاهِدٍ وَالذَّيْنِ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا
قَالَ كَأَنَّهُ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَحْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ رُوحِهَا وَاجِبٌ نَأْتِرُ
اللَّهُ الْعِدَّةَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيَّةٌ لِأَرْوَاجِهِمْ
مَتَاعًا إِلَى الْحُزْلِ خَيْرٌ إِخْرَاجِ فَإِنَّ حُرْجَنَ نَلَا جُنَاخَ عَلَيْكُمْ فِيمَا نَعْلُنَ فِي
أَنْفُسِهِمْ مِنَ مَعْرِ وَفِي قَالَتْ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُمٍ وَ
عِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةٌ إِثْ شَاعَتْ سَكَّتَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِثْ شَاعَتْ
حُرْجَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ إِخْرَاجِ فَإِنَّ حُرْجَنَ نَلَا جُنَاخَ عَلَيْكُمْ -

৪১৭১. মদ্বাহাফে থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ওয়ালায়ায়ীনা ইউতাওয়াফ্‌ফাউনা মিনকুমআয়াতটি নাখিল হওয়ার পূর্বে জাহেলী যুগে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে স্বামীর পরিবারের লোকজনের কাছে থেকে এক বছর ‘ইমদত’ পালন করতে হতো। এটা ছিলো জরুরী। তাই আল্লাহ তা’আলা আয়াত নাখিল করে জানিয়ে দিলেন “আর তোমাদের কেউ স্ত্রী রেখে মৃত্যু বরণ করলে তাদের উচিত স্ত্রীদেরকে এক বছরের খোরপোশ দেয়ার এবং বাড়ী হতে বের না করে দেয়ার আছিয়ত করে যাবে। কিন্তু তারা নিজেই যদি বেরিয়ে যায় তাহলে নিজেদের জন্য উত্তম পশ্চায় তারা যাই করবে তার কোন দায়দায়িত্ব তোমাদের ওপর বর্তাবে না।” মদ্বাহাফে বলেছেন : এ আয়াতে এক বছর পূর্ণ করার জন্য (চার মাস দশ দিনের বাইরের) অতিরিক্ত সাত মাস বিশ দিন স্বামীর ঘরে অবস্থান করা আছিয়তের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। তবে অবস্থান করা না করার ব্যাপারে স্ত্রীর অধিকার আছে।

সে ইচ্ছা করলে স্বামীর অছিয়ত মোতাবেক তার বাড়ীতে অবস্থান করতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে 'ইন্দত' পূরণ করে অন্যত্র চলেও যেতে পারে।

(মহান আল্লাহর বাণী, "তাকে বের করে দেবে না। তবে সে নিজেই চলে গেলে তোমাদের কোন দায়দায়িহ্ব নাই" স্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে। স্বামীর ঘরে স্ত্রীর 'ইন্দত' পালন করা ওয়াজিব, ইবনে আব্বাসের মতে এ আয়াত স্বারা "মনসুখ" হয়ে গিয়েছে। সুতরাং স্ত্রী যেখানে ইচ্ছা সেখানে থেকেই 'ইন্দত' পালন করতে পারে। মহান আল্লাহর বাণী **غَمْرًا اخْرَاج** স্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। 'আতা বলেছেন, স্ত্রী চাইলে স্বামীর পরিবার-পরিজনদের ঘরে 'ইন্দত' পালন করতে পারে এবং অছিয়ত অনুযায়ী সেখানে অবস্থান করতে পারে। আবার চাইলে যেখানে ইচ্ছা সেখানে গিয়ে 'ইন্দত' পালনের জন্য অবস্থান করতে পারে। কারণ মহান আল্লাহর বাণী হলো, তারা নিজে যা করবে সে ব্যাপারে তোমাদের কোন দায়-দায়িহ্ব নাই। আতা বলেছেন, এরপর "নীরাস" বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হলে ইন্দতের স্থান ও খোরপোশদানের হুকুম মনসুখ হয়ে যায় এবং স্ত্রীকে যেখানে ইচ্ছা 'ইন্দত' পালনের এখতিয়ার দেয়া হয়। মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ ওয়াকা ও ইবনে আব্দু নাজ্জীহর মাধ্যমে মুজাহিদ থেকে এ কথাগুলো বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে আব্দু নাজ্জীহ আতার মাধ্যমে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন। তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস) বলেছেন, এ আয়াত স্ত্রীর স্বামীর পরিবার পরিজনদের কাছে থেকে 'ইন্দত' পালন করার হুকুম মনসুখ করে দিয়েছে। সুতরাং মহান আল্লাহর বাণী : **غَمْرًا اخْرَاج** এর মর্ম অনুসারে স্ত্রী যেখানে ইচ্ছা সেখানে গিয়ে 'ইন্দত' পালন করতে পারবে।

٢١٢٢- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلِيمٍ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ عَطْمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي سَائِرِ سَبْعَةِ بَنَاتِ الْحَارِثِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَكِنَّ عَمَّهُ كَانَ لَا يَقُولُ ذَلِكَ فَقُلْتُ إِنِّي لَجَرِيكُ إِثْنًا كَذَبْتُ عَلَى رَجُلٍ فِي جَانِبِ الْكُوفَةِ وَرَفَعَ صَوْتَهُ تَالًا ثُمَّ خَرَجْتُ لَبَقِيَّتِ مَالِكِ بْنِ مَعْمَرٍ أَوْ مَالِكِ بْنِ عَمْرِوٍ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي التَّوْفِي عَنْهَا زَوْجَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ تَالُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرَّخْصَةَ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّوْلِ-

৪১৭২. মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি এমন একটি মজলিশে অংশ গ্রহণ করছি যেখানে আনসারদের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং আবদুর রহমান ইবনে আব্দু লায়লা উপস্থিত ছিলেন। আমি সেখানে সুবাইহ আ বিনতে হারেস সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবার বর্ণিত হাদীস আলোচনা করলে তা শুনে আবদুর রহমান ইবনে আব্দু লায়লা বললেন : তার (আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা) চাচা তো এরূপ কথা বলেন না। আমি তখন বললাম, তাহলে তো আমি খুবই দৃঃসাহসিকতা দেখাচ্ছি। কারণ, কুফার এক প্রান্তে অবস্থানকারী এক ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ্যা বলছি। এ কথা তিনি (মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন) খুব উচ্চস্বরে বলে উঠলেন। পরে বললেন, এরপর আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে মালেক ইবনে আমের অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) মালেক ইবনে আওফের সাথে সাক্ষাত করে তাকে বললাম, গর্ভবতী স্ত্রী রেখে স্বামী মৃত্যু বরণ করলে তার স্ত্রীর 'ইন্দত'

সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ কি মতামত পোষণ করতেন? তিনি জবাব দিলেন, যে, ইবনে মাসউদ বলেছেন, তোমরা তো সন্তান প্রসবের সময়কাল চার মাস দর্শাদিনের বেশী হলে সেটিকেই বিধবা স্ত্রীর 'ইন্দত' গণ্য করে থাকো কিন্তু সন্তান প্রসবের সময়কাল চার মাস দর্শাদিনের কম হলে সেটিকে তার জন্য ইন্দত হিসেবে গণ্য করো না। বরং চার মাস দশ দিনই পালন করতে বলা (এটা ঠিক নয়)। কারণ সূরা তালাক (সূরাতুন নিসায়ে কুসরা) সূরা বাকারার (তুউলা) পরে নাখিল হয়েছে।

সূরা বাকারার যে আয়াতটিতে (والذين يتوفون) বিধবা স্ত্রীর ইন্দত কাল চার মাস দর্শাদিন পালন করার নির্দেশ আছে সূরা তালাকের গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ট হলেই ইন্দত শেষ হয়ে যাওয়া সংক্রান্ত আয়াতটি (وارلات الاحمال) তার পরে নাখিল হয়েছে। তাই ইবনে মাসউদের মতে শেষোক্ত আয়াতটি সূরা প্রথমোক্ত আয়াতটি 'মনসুখ' হয়ে গিয়েছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى .

“নামাযসমূহ বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখো ও যত্নবান হও।”

১১৮৩- عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ أُتِيْتَتْ حَبَسُوا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ مَكَأَ اللَّهِ قَبُورَهُمْ وَبَيُوتُهُمْ وَأَوْجَاهُهُمْ شَلَقَ بَحْنِي نَارًا-

৪১৭৩. আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যম্বক যম্বককালে (একদিন) নবী (সঃ) বলেছিলেন : তারা (মুশরিকরা) আমাদেরকে যম্বক ব্যস্ত করে রাখায় আমরা সালাতে উস্তা অর্থাৎ আসরের নামায সূর্য ডুবে যাওয়ার পূর্বে পড়তে পারি নাই। আল্লাহ তাদের কবর ও ঘর বাড়ী অথবা (বর্ণনাকারী ইয়াহইয়ার সন্দেহ) পেট আগুন দিয়ে ভর্তি করে দিন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : ولوموا الله فانتمن - আল্লাহর সামনে একান্ত অনুগত হয়ে দাঁড়াও।

১১৮৪- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ كُنَّا نَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ أَحَدَنَا آخَاهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأَمْرًا بِالسُّكُوتِ

৪১৭৪. যারেস ইবনে আরকাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা নামায পড়ার সময় কথা বলতাম। এমনকি আমরা একজন অন্যজনের সাথে প্রয়োজনীয় ব্যাপারে কথাবার্তা বলতাম। তাই এ আয়াত নাখিল হইলো : নামায সমূহ বিশেষ করে উত্তমরূপে নামায পড়ার প্রতি যত্নবান হও এবং আল্লাহর সামনে (তার) একান্ত অনুগত (বান্দা) হয়ে দাঁড়াও। এভাবে আমাদেরকে নামায পড়ার সময় চুপ থাকতে আদেশ করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : মহিমাম্বিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহর বাণী :

كُنَّا خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ ذُرَّ كِبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَيْكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ-

“অবস্থা নিরাপদ না হলে পারে হেঁটে বা আরোহণ করে যেভাবেই হোক না কেন (নামায পড়ে নাও)। আর যখন আশংকামুক্ত হবে তখন আল্লাহকে স্মরণ করো (নামায পড়ো) যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন। অথচ আগে তোমরা তা জানতে না।

নাঈদ ইবনে জুবাইর বলেছেন : **كرويه** - এর মধ্যে **س** - **وسع كرويه** -
 শব্দ আছে তার অর্থ আল্লাহর **إسلام** বা **آمان**। **بسطه** অর্থ অধিক, মর্যাদা, **المرغ**
 অর্থ নাযিল করা, **ؤده** অর্থ তার জন্য কঠিন হর না। যেমন বলা হয়ে থাকে **ادنى**
 অর্থাৎ সে আমার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে দিয়েছে। **اد** এবং **هد** শব্দ দুটির অর্থ
 হলো শক্তি। **فبهت** অর্থ সে হতভম্ব হয়ে গেলো, তার শক্তি প্রমাণ শেষ হয়ে গেলো,
سنة অর্থ বিরান, জনশূন্য, **عروشها** অর্থ বৃনিনয়াদ ও ভিত্তি **سنة** অর্থ
 তপ্পা, কিছ্রান, **نفسها** অর্থ আমি খাড়া করাছি বা উঠাচ্ছি। **اصار**। কড়া বাতাস
 বা ঘর্পি বায়ু বা জ্বালি থেকে আকাশের দিকে প্রলম্বিত হয় এবং এর মধ্যে আগুন বা ল,
 থাকে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : **ملدا** অর্থ মঙ্গল ও পরিচ্ছন্ন পাথর ধার
 ওপরে কিছ্রাই থাকে না। ইকরামা বলেছেন : **واهل** অর্থ মঙ্গলধারে বৃষ্টি। আর **الطل**
 অর্থ শিশির। এ দ্বারা ঈমানদার ব্যক্তির আমলের উদাহরণ দেয়া হয়েছে! **لم يتسده**
 বিকৃত বা পরিবর্তিত হয়ে যায়নি।

৮১৫ - **عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ
 تَأَلَّى بِتَقَدُّمِ الْإِمَامِ وَطَائِفَةٍ مِنَ النَّاسِ يُصَلُّونَ بِمِثْلِ الْإِمَامِ رُكْعَةً
 وَتَكْوِيْنًا طَائِفَةٌ يَنْهَرُونَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ وَكَمْ يُصَلُّونَ إِذَا صَلَّى النَّبِيُّ
 مَعَهُ رُكْعَةً وَتَكْوِيْنًا وَتَكْوِيْنًا لَمْ يُصَلُّوا وَلَا يُسَلِّمُونَ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ
 لَمْ يُصَلُّوا كَيْصَلُّونَ مَعَهُ رُكْعَةً ثُمَّ يُنْهَرُونَ الْإِمَامَ وَقَدْ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ
 فَيَقُومُ كَلِّ وَاحِدًا مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رُكْعَةً بَعْدَ
 أَنْ يُنْهَرُونَ الْإِمَامَ فَيَكْوِيْنُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ
 فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رُجُلًا رُجُلًا عَلَى أَشَدِّ أَيْمِهِمْ
 أَوْ كِبَانًا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِ مُسْتَقْبِلِيهَا كَمَا قَالَ مَالِكٌ تَأَلَّى نَافِعٌ لَوْ
 أَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ كَيْ ذَلِكَ إِذْ عَنَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ**

৪১৭৫. নাফে' থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে 'সালাতুল
 খওফ' বা ভয়ের নামায সম্পর্কে' জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ইমাম সামনে দাঁড়াবে।
 লোকেরাও (যুদ্ধরত সৈনিকরা) একদল তাঁর সাথে দাঁড়াবে। ইমাম তাদেরকে নিজে এক
 রাক'আত নামায আদায় করবেন। এ সময় অন্য দলটি শত্রুদের মূখোমুখি হয়ে দাঁড়াবে এবং
 তারা ঐ সময় নামায পড়বে না। ইমামের সাথে যারা নামায পড়বে তাদের এক রাক'আত
 হয়ে গেলে পেছনে সরে যারা নামায পড়েনি, তাদের জায়গায় গিয়ে (শত্রু মূখোমুখি)

দাঁড়াবে। তবে তারা সালাম ফিরাবে না। এবার যারা নামায পড়েনি তারা এগিয়ে আসবে এবং ইমামের সাথে এক রাক'আত নামায পড়বে। এখন ইমাম সালাম ফিরাবে। কারণ তার দু'রাক'আত পূর্ণ হয়েছে। এখন ইমামের সালাম ফিরানোর পর সবাই যার যার মতো এক রাক'আত করে পড়ে নেবে। এভাবে উভয় দলের প্রত্যেকের দু'রাক'আত করে পূর্ণ হয়ে যাবে। তবে এর চাইতেও ভীতিজনক অবস্থা হলে সওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায় অথবা পায়ে হেঁটে চলতে চলতে কিবলামুখী হয়ে কিংবা (অবস্থাভেদে) ভিন্ন দিকে মুখ করে নামায পড়বে।

হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম মালেক নাফে' থেকে বর্ণনা করেছেন, নাফে' বলেছেন : আমি মনে করি, আবদুল্লাহ ইবনে উমর হাদীসটি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট থেকে শুনেনি বর্ণনা করেছেন। (অর্থাৎ 'সালাতুল খওফ' বা ভয়ের নামায সম্পর্কে এ হাদীসে তিনি যা বর্ণনা করেছেন, তা তাঁর নিজের কথা নয় বরং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট থেকে শোনা কথা)।

অনুচ্ছেদ : **وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا.**

“তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়.....”

৭/১৮৭ - هُنَّ ابْنَاتُ مَيْمُونَةَ كَمَا قَالَ ابْنُ الرَّبِيعِ تَلَّتْ لِعَثْمَانَ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبُقْعَةِ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيَّةٌ لِأَرْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ تَدْنِي نَحْوَهَا الْآخَرَى نَلِمَ تَكْتُمُهَا قَالَ نَدُّعْمَا يَا ابْنَ أَخِي لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِثْلَهُ مِنْ مَكَانِهِ قَالَ حَمِيدٌ أَوْ نَحْوَهُذَا.

৪১৭৬. ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুলাইকা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বলেছেন : আমি উসমানকে বললাম যে, সূরা বাকারার আয়াত . وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا 'ও যারা তোমাদের মধ্যে মারা যাবে স্ত্রী রেখে মারা যাবে' পরবর্তী আয়াত দ্বারা 'মনসখ' হয়ে গেছে। এ সন্দেহও এটিকে আপনি মুসহাফে (কোরআন মজীদে) লিপিবদ্ধ করছেন কেন? উসমান বললেন, ভাতিজা, তাহলে কি আমি এ আয়াতটি পরিত্যাগ করবো? আমি কোন আয়াতকে তার স্থান থেকে পরিবর্তন করতে পারি না। হাদীসের বর্ণনাকারী হুমাইদ বলেছেন অথবা (সন্দেহ) উসমান (রাঃ) এ ধরনের কথাই বলেছিলেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى .

“তখনকার কথা স্মরণ করো, যখন ইব্রাহীম বলেছিলেন, হে আমার রব! আমাকে দেখিয়ে দাও কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত করো।”

৭/১৮৮ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُجَّتْ أُمَّتِي بِالنَّبِيِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنِ قَالَ بَلَى وَ لَكِنْ لَيُظْمِنَنَّ قَلْبِي فَصُرْ مِنْ قَلْبِهِمْ .

৪১৭৭. আব্দুল্লাহ ইবরাহীম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : (আল্লাহর ক্ষমতায় সন্দেহ করতে হলে) আমরাই (আমি অর্থে) সন্দেহ করার ব্যাপারে ইবরাহীমের চাইতে বেশী হকদার। তিনি বলেছিলেন : হে রব! আমাকে দেখাও তুমি কিভাবে মৃতকে জীবন দান করো। আল্লাহ বললেন : তুমি কি বিশ্বাস করো না (যে আমি মৃতকে জীবিত করতে পারি?) ইবরাহীম বললেন : হ্যাঁ, বিশ্বাস করি। কিন্তু (চাক্ষুঃ) দেখে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে চাই।

অনুবাদ : মহান আল্লাহর বাণী :

أَيُّدًا أَحَدٌ كُفِّرَ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَهُ
فَأَصَابَهَا إِعْصَابٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَّتْ كَذَلِكَ يَبَيِّنَ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“একটি লোকের একটি সূক্ষ্ম ফলের বাগান আছে, তার নীচ দিয়ে পানি প্রবাহিত বাগানটি আড়ুর, খেজুর এবং সব রকমের ফলে ঠাসা। লোকটি খুব বড়ো হয়ে পড়লো কিন্তু তার সন্তানগুলোর সবই এখনও দুর্বল অর্থাৎ ছোট ছোট। এমন সময় ঘর্নিবান, ও গা হাওয়ার যদি তার বাগানটি পড়ে যায়, তাহলে তোমাদের কেউ কি এ অবস্থা পসন্দ করবে? আল্লাহ এভাবে তাঁর কথাগুলো তোমাদের সামনে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। যাতে তোমরা কিছু চিন্তা-ভাবনা করো।”

৭/১৮৭ - عَنْ عَبْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ تَالِ مُحَمَّدٍ يَوْمًا لِأَبِي حُبَابٍ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فَبِعَمْرٍ تَرُون هَذِهِ أَلَيْسَ تَزَلَّتْ أَيُّدًا أَحَدًا كُفِّرَ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ
تَأْكُلُ اللَّهُ أَكُلَكُمْ فَغَضِبَ عُمَرُ فَقَالَ قَوْلُوا لَنَا نَسْلِبُ أَدَلَا نَعْلَمُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ يَا أُمَيْرَ الْمُؤْمِنِينَ تَالِ مُحَمَّدٍ يَا ابْنَ أَخِي قُلْ وَلَا تَحْقِرْ
نَفْسَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَبْرَتِ مَثَلُكَ لِعَبْدِ اللَّهِ قَالَ عُمَرُ يَا عَمَلِ تَالِ ابْنِ عَبَّاسٍ
لِعَبْدِ اللَّهِ تَالِ مُحَمَّدٍ لِرَجُلٍ غَتَّى يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شَرَّ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ
الْجِبَّاتَ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى أُعْرِقَ أَعْمَالُهُ.

৪১৭৮. উবাইদ ইবনে উমাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : উমর একদিন নবী (সঃ)-এর সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন : “আইয়া ওয়াস্দ্, আহাদ, কুম আন তাকুনা লাহ্দ্ জামা'তুন” আয়াতটি কোন বিষয়ে নাযিল হয়েছে? সবাই বললেন : আল্লাহই সবচাইতে ভালো জানেন। এ কথা শুনে উমর রাগান্বিত হয়ে বললেন, (পরিষ্কার করে) জানি অথবা জানি না—বলুন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন, হে আমীরুল ম'মিনীন, এ ব্যাপারে আমি একটি ধারণা পোষণ করি। উমর বললেন, ভাতিজা, তুমি নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করো না। তোমার ধারণা ব্যস্ত করো। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন, এটিকে (আয়াতটি) আমাদের উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। উমর বললেন, কি ধরনের বা প্রকৃতির আমাদের উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে? আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন : শব্দমাত্র আমাদের

উদাহরণ (হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে)। এ কথা শুনে উমর বললেন : এমন একজন সম্পদ-শালী লোকের উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে আমল করে। এরপর আল্লাহ তার কাছে শয়তানকে পাঠিয়ে দেন (শয়তান আসে) আর সে গোনাহর কাজ করে তার সমস্ত আমলকে নষ্ট করে দেয়।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ الْعَانَا

“আমরা এমন লোক নয় যে, মানুষকে আগলে ধরে সাহায্য চাবে।” وَالْعَانَا وَالْحَانُ وَالتَّحَانُ এ তিনটি শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ জড়িয়ে ধরা, চেষ্টা করা।

٢٧٤٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ الْمُسْكِينُ الَّذِي تَوَدَّهِ الثَّرِيحُ وَالتَّمْرَاتِ وَلَا اللَّقْمَةَ وَلَا اللَّقْمَاتِ إِنَّمَا الْمُسْكِينُ الَّذِي يَنْعَقَفُ وَاقْرَأُوا آيَاتِ سُورَةِ يُعْنَى تَوَدُّهُ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِعْجَانًا.

৪১৭৯. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন : সেই লোকটি মিসকীন নয়, যাকে একটি বা দুটি খেজুর অথবা দু-এক গ্রাস খাদ্যের লোভ স্বারে স্বারে ঠেলে নিয়ে বেড়ায়। বরং মিসকীন তো সেই লোকটি, যে কারো কাছে চায় না। (মিসকীন সম্পর্কে জানতে হলে) তোমরা কোরআনের আয়াত অর্থাৎ “লা ইয়াস্ আলদানানাসা ইল্ হাফা”—“তারা মানুষকে আগলে ধরে সাহায্য চায় না”—পাঠ করো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়ের হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।”

٢٧٨٠ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ مِنَ الْخُرُوفِ الْبُقْرَةِ فِي الرِّبَا وَرَأَى هَذَا سُؤَالَ اللَّهِ ﷻ عَلَى النَّاسِ تَحْرِمَ التِّجَارَةَ فِي الْخُمْرِ.

৪১৮০. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সুদ সম্পর্কে সুদ্রা বাকারার শেষ আয়াত-গুলো নাযিল হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) সবাইকে তা পড়ে শুনালেন। (অর্থাৎ সুদ হারাম হওয়ার কথা সবাইকে জানিয়ে দিলেন) এরপর তিনি মদের ব্যবসাও হারাম করেছেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : يَمَعُقُ اللَّهُ الرِّبَا يَمَعُقُ اللَّهُ الرِّبَا “আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করে দেন।”

٢٧٨١ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ الْخُرُوفِ مِنْ سُورَةِ الْبُقْرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَرِهَتْ عَلَيْهِمْ فِي التَّجَارَةِ فِي الْخُمْرِ.

৪১৮১. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সুদ্রা বাকারার শেষ আয়াতগুলো নাযিল হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদে গেলেন এবং সেখানে সবাইকে আয়াতগুলো পড়ে শোনালেন। (অর্থাৎ সুদ হারাম হওয়ার কথা জানিয়ে দিলেন) আর মদের ক্রয়-বিক্রয়ও নিষিদ্ধ (হারাম) করে দিলেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

فَاتُّمِرْتُمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمَحْذُومَاتٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ-

“(হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং লোকদের কাছে তোমাদের সূদের যে অবশিষ্ট পাওনা রয়েছে তা ছেড়ে দাও) তা যদি না করো তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে লড়াইয়ের ঘোষণা জ্ঞানে রাখো।”

৮৮১২- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
قَرَأَ هُنَّ النَّبِيَّ ﷺ فِي السُّعِيدِ دَحْرَمَ الْبِجَارَةَ فِي الْخَمْرِ-

৪১৮২. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সূরা বাকারার শেষাংশের আয়াতগুলো নাযিল হলে নবী (সঃ) মসজিদে গিয়ে সেগুলো সবাইকে পড়ে শোনালেন এবং মদের ক্রয়-বিক্রয় (ব্যবসা) হারাম ঘোষণা করলেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ-

“(কণী ব্যক্তি) যদি অভাবগ্রস্ত হয় তাহলে তাকে সহনতা ফিরে আসা পর্যন্ত অবকাশ দিতে হবে। আর দান করে দেয়াই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।”

৮৮১৩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَعَرَأَ هُنَّ عَلَيْنَا نَهْرَ حَرَمِ الْبِجَارَةَ فِي الْخَمْرِ-

৪১৮৩. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সূরা বাকারার শেষাংশের আয়াতসমূহ নাযিল করা হলে নবী (সঃ) সেগুলো আমাদেরকে পড়ে শোনালেন। পরে তিনি মদের ব্যবসাও হারাম ঘোষণা করে দিলেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وَالْقَوَامُ مَا تَرْجِعُونَ لِمَا إِلَىٰ اللَّهِ

“তোমরা সেই দিনটি সম্পর্কে সাবধান হও, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে।”

৮৮১৪- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْآيَةُ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ آيَةَ الزُّبُرِ

৪১৮৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সর্বশেষে নবী (সঃ)-এর প্রতি যে আয়াত নাযিল হইয়াছিলো, তা হলো সূরা সম্পর্কিত আয়াত।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

فَرَأَتْ بُسْرًا وَمَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَذْخَفُوا مِمَّا سَبَّحْتُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَخِفْتُمْ
لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ-

“তোমার অন্তরের কথা তুমি প্রকাশ করো আর গোপন করো, তার হিসেব আল্লাহ তোমার নিকট থেকে নিয়ে নেবেন। এরপর তিনি থাকে চাইবেন ক্ষমা করবেন এবং থাকে চাইবেন শাস্তি দিবেন। তিনি সব কিছতেই ক্ষমতাবান।”

১১৫- عَنْ مَرْوَاتِ الْأَمْصِرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَ
هُوَ ابْنُ عَمْرٍَا تَمَّا قَدْ تَوَسَّعْتَ إِثْ تَبَسَّدَ وَ أَمَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْنَ
يَحْمَأْسِكُمْ بِهِ اللَّهُ .

৪১৮৫. মারওয়ানুল আসফার নবী (সঃ)-এর একজন সাহাবা (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উমর) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) বলেছেন : “ইন তুবদু মা ফী আন-ফুদুসিকুম আও তুখ্-ফুহু ইউহাসিবকুম বিহিল্লাহ”-“তোমাদের অন্তরের কথা প্রকাশ করো আর গোপন করো, তার হিসেবে আল্লাহ তোমার নিকট থেকে নিয়ে নেবেন”—আয়াতটি মনসুখ হয়ে গেছে।

অনুবোধ : মহান আল্লাহর বাণী :

“রসূল সেই বিধানের প্রতি ঈমান এনেছেন যা তার রবের পক্ষ থেকে তার প্রতি নাযিল করা হয়েছে।”

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন اسرأ শব্দের অর্থ হলো প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা।
غفر انك অর্থ তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও।

১১৬- عَنْ مَرْوَاتِ الْأَمْصِرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
قَالَ أَحْسِبُهُ ابْنَ عَمْرٍَا تَبَسَّدَ وَ أَمَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْنَ قَالَتْ فَسَخَّتْهُمَا
الْآيَةُ الَّتِي بَعُدَ هَا .

৪১৮৬. মারওয়ানুল আসফার রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোন একজন সাহাবা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবা] বলেছেন, “ইন তুবদু মা ফী আন-ফুদুসিকুম আও তুখ্-ফুহু”—“তোমাদের মনের কথা তোমরা প্রকাশ করো আর গোপন করো”—এ আয়াতটি পরবর্তী আয়াত স্বারা ‘মনসুখ’ (রাহিত) হয়ে গিয়েছে।

[বর্ণনাকারী মারওয়ানুল আসফার বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উক্ত সাহাবা আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেই আমার মনে হয়]।

সূরা আল ইমরান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুবোধ : এ সূরার আয়াত ‘মুহকাম’। মুজাব্বিদ বলেছেন,

ذَ الشَّيْطَانِ يَمْسُهُ جِنَّةٌ يُؤَلِّمُهَا مَا يَشَاءُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِتْيَا لَأَمْ
 مَرِيْمَ وَابْنَهَا تَمْرُ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ دَا تَرَوْا إِنْ شِئْتُمْ وَرَأَيْتُمْ أَعْيَدُوا
 بِكُمْ وَذَرَيْتَهُمَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ-

৪১৮৮. আব্দ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন : জন্মিষ্ঠ হওয়ার সময় শয়তান স্পর্শ করে না এমন কোন নবজাতক শিশুই জন্মগ্রহণ করে না। শয়তানের স্পর্শ করার কারণে নবজাতক শিশু চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। তবে মরিয়ম ও তাঁর সন্তান [হযরত ঈসা (আঃ)-কে] শয়তান স্পর্শ করতে পারেনি। এ হাদীস বর্ণনা করার পর আব্দ হুরাইরা বলেন, তোমরা চাইলে হাদীসের সমর্থনে কোরআনের আয়াত “ওয়া ইম্মী উইয়হা বিকা ও হুররিআতাহা মিনাশ্ শাইতানির রাজ্জীম”-আর আমি তাকে (মরিয়ম) ও তার সন্তানকে [ঈসা (আঃ)] বিভাড়াইত শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করলাম”-পাঠ করো।

অনুব্ধ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَخَلَدْنَ لَعْنَةً فِي الْآخِرَةِ.

“যারা (আল্লাহর দেয়া) প্রতিশ্রুতি ও শপথ নগণ্য মূল্যে (সামান্য কিছু পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে) বেঁচে দেয় আখিরাতে তাদের ভাগে কিছুই থাকলো না لَعْنَةً অর্থ কোন কল্যাণ নয়। المسم অর্থ কঠিন শাস্তিদায়ক।”

৭১৭৭ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِمِثْرٍ

صَيْرَ يَقْطَعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِقَى اللَّهُ دَعَا عَلَيْهِ غَضَبَاتٍ نَزَلَتْ اللَّهُ

تُصَدِّقُ ذَلِكَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا

أُولَئِكَ لَخَلَدْنَ لَعْنَةً فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَكْتُمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ نَدَحَدُّ

أَلَا شَعْتُ بِنْتِ نَيْسٍ وَنَالَ مَا يَحْدُ تُكْرَمُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قُلْنَا كَذَا

وَكَذَا قَالَ فِي أَنْزَلْتَ كَأَنْتَ لِي بِئْسَ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمْرِكَ تَالَ النَّبِيُّ

ﷺ بَيْنَتِكَ أَدِيمِيَّةً قُلْتُ إِذَا يَحْلِفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ

ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَيْرَ يَقْطَعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا

كَأَجْرٍ لِقَى اللَّهُ دَعَا عَلَيْهِ غَضَبَاتٍ-

৪১৮৯. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য ঠাণ্ডা মাথায় মিথ্যা

শপথ করে, সে এমন অবস্থায় আল্লাহর কাছে হাজির হবে যে, আল্লাহ তার প্রতি ভীষণ রাগান্বিত থাকবেন। এ কথার সত্যতা প্রতিপাদন করে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন—“যারা আল্লাহকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ও শপথ নগণ্য মূল্যে বিক্রি করে আখিরাতে তাদের ভাগে কিছুই রইলো না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য প্রস্তুত আছে কষ্টদায়ক আযাব।” হাদীসের বর্ণনাকারী আবু ওয়ালিদ বলেন, আশ'আম ইবনে কায়েস আমাদের কাছে এসে বললেন, আবু আবদুল্লার রহমান (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) তোমাদের কাছে কি (কোন হাদীস) বর্ণনা করেছেন? আমরা বললাম, এই সব কথা বর্ণনা করেছেন। তখন তিনি (আশ'আম ইবনে কায়েস) বললেন, আয়াতটি তো আমার বিষয়ে নাযিল হলে-ছিলো। আমার চাচাতো ভাইয়ের (মা'দান) জমিতে আমার একটা কুপ ছিলো। (আমি সেটির যত্ন নিতে পরস্যা খরচ করতাম। এক সময় সে অস্বীকার করে বসলে নবী (সঃ) আমাকে বললেন : তুমি সাক্ষী হাজির করো, তা না হলে তাকে কসম করাতে হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে সে কসম করে ফেলবে? এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের অর্ধ-সম্পদ আত্মসাত করার জন্য ঠাণ্ডা মাথায় জ্বেনে-শুনে মিথ্যা শপথ করে সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সামনে হাজির হবে যে, আল্লাহ তার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবেন।

১৭০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَدْنَى أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سَلْعَةً فِي السُّوقِ فَحَلَفَ بِهَا لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا مَا تَرِي عَطْهَ يَوْمَ تَرِيهَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ نَزَلَتْ آتِ الدِّينِ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَيُّنَا نَمُرُّنَا تَلِيكَ أَدْنَى لَأَخْلَقَ لَمْرًا فِي الْأَخْرَى وَلَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا مَرَّ عَذَابِ آيِسٍ.

৪১৯০. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) এক ব্যক্তি বিক্রি করার জন্য বাজারে কিছু জিনিস আনলো এবং কসম করে বলতে শুরুর করলো যে, লোকে এ জিনিসের এতো এতো মূল্য দিচ্ছে। অথচ কেউ তা দেয়নি। এ মিথ্যা বলার উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানরা যাতে তার এ কথা বিশ্বাস করে তার নিকট থেকে জিনিসটা ক্রয় করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হলো : যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও কসম নগণ্য মূল্যে বিক্রি করে, আখিরাতে তাদের অংশে কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে কঠিন কষ্টদায়ক শাস্তি।

১৭১. عَنْ ابْنِ أَبِي مَرْيَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرُجَانِ فِي الْبَيْتِ أَذْنِ الْحِجْرِ فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَتَدَانِعَدُ بِلِشْفَانِي كَقَدْرٍ نَادَتْ عَلَى الْأَخْرَى فَرَضِعَ إِلَى ابْنِ مَرْيَةَ فَقَالَ ابْنُ مَرْيَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُعْطَى النَّاسُ بِسِدِّ عَرَاهُمْ لَدَى حَبِّ دِمَاءٍ قَوْمٍ وَأَمْوَالِهِمْ ذَكَرَهُمْ وَهَابَ اللَّهُ ذَا قُرْعَةٍ وَأَعْلِيهَا آتِ الدِّينِ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ فَذَكَرَهُمَا نَاعُرْتَتْ فَقَالَ ابْنُ مَرْيَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمَدَى عَلَى عَيْبِهِ.

৪১১১. ইবনে আব্দুল মুনাইফা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) দু'জন স্ত্রীলোক ঘরের মধ্যে অথবা (রাবী'র সন্দেহ) কক্ষের মধ্যে বসে একসাথে মোলা সেলাই করছিলো। ইতিমধ্যে তাদের একজন বেরিয়ে আসলো। তার হাতের ভালুতে তখন একটা সূঁচ ফুটেছিলো। সে অপর মহিলার বিরুদ্ধে বাদী হলো (সে, সে তার হাতে সূঁচ ফুটে দিয়েছে)। বিষয়টি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে (অভিযোগ আকারে) উপস্থাপিত হলে তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : যদি দাবী করলেই তা পূরণ করা হতো তাহলে অনেকেই অর্থ-সম্পদ অথবা হাতছাড়া হতো এবং রক্ত অথবা প্রবাহিত হতো। তাই এক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন। অপর স্ত্রীলোকটিকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে ভয় দেখাও এবং “ইন্না ল্লাহীনা ইয়াশুতারুনা বি আহ্দি ল্লাহি.....”—“যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ও শপথ নগণ্য মূল্যে বিক্রি করে.....”—আয়াতটি পাঠ করে শুনানো। তাই সবাই তাকে আল্লাহর কথা শুনিয়ে ভয় দেখালে স্ত্রীলোকটি অপরাধ স্বীকার করলো। তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন, নবী (সঃ) বলেছেন : বিবাদীকেই শপথ করাতে হয়।

অনুবাদ :

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ

“আর্গান বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! এসো, এমন একটা ন্যায্যভিত্তিক কথা আরা গ্রহণ করি, যা আমাদের ও তোমাদের সবার জন্য সমান। আর তা হলো, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত বা দাসত্ব করবো না.....”

৭/৭২- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ مِنْ فِيهِ إِلَى فِي قَالَ انْطَلَقْتُ فِي الْمَدِينَةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَنَا أَنَا يَا لَيْثَمُ إِذْ جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى هِرَةَ قَالَ وَكَانَ دِيْبَةَ الْكَلْبِيِّ جَاءَ بِهِ فَدَعَا إِلَى عَطِيْبِمْ بَصْرَى فَدَعَا عَطِيْبِمْ بَصْرَى إِلَى هِرَةَ قَالَ فَقَالَ هِرَةُ هَلَّا هُمْنَا أَحَدٌ مِنْ تَرْيَمِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَدَعَيْتُ فِي نَفْرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ هِرَةَ نَأْجِسُنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَتَلَّمْتُ أَنَا نَأْجِسُنَا فِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي حَلْفِي ثُمَّ دَخَلْنَا بَنُو جَمَانِهِ فَقَالَ تَلَّمْتُ لَكُمْ إِنِّي سَأَلْتُ هَذَا عَنِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَإِنْ كَذَبَ بَنِي فَكَذَّبُوا قَالُوا أَبُو سَعِيدٍ وَآيِسُ اللَّهِ لَوْلَا أَنِّي نَزِمْتُ وَإِنِّي عَلَى الْكُذِبِ لَكُذَّبْتُ ثُمَّ قَالَ لِعَبْرَ جَمَانِهِ سَأَلُهُ كَيْفَ حَبَبُهُ فَيَكْفُرُ قَالَ تَلَّمْتُ مَوْفِينَا وَوَحَسِبُ قَالَ تَلَّمْتُ كَانَتْ مِنْ أَبِيهِ مَلِكٌ قَالَ تَلَّمْتُ لَا قَالَ نَهَلُ كُنْتُمْ تَتَهَمُونَ

بِالْكَذِبِ قَبْلُ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ أَيْبَعُهُ أُنْفَرَاتِ النَّاسِ أُمُّ
 ضَعْفَاءُ هُمُ قَالَ قُلْتُ بَلْ ضَعْفَاءُ هُمُ قَالَ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ قَالَ قُلْتُ
 لَا بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ هَلْ يَزِيدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ
 فِيهِ سَخَطَةٌ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ نَهَلُ قَاتَلْتُمُوهُ قَالَ قُلْتُ نَعْرُ قَالَ فَكَيْفَ
 كَانَ تَنَالِكُمْ يَا أَهْلَ قَوْمِ لَيْسَ بِكَفَرٍ يَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سَجَالًا يُصِيبُ مِنَّا
 وَتَمِيبٌ مِنْهُ قَالَ نَهَلُ يَعْبُدُ قَالَ قُلْتُ لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ
 لَا نَدْرِي مَا هُوَ مَا نَبِغُ فِيهَا قَالَ وَاللَّهِ مَا أَمْكَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أَدْخَلَ فِيهَا
 شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ قَالَ نَهَلُ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ لَا تَسْرُ قَالَ
 لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسْبِهِ فَبَيَّضَ فَرَعَمْتُ أَنَّهُ يَبْخُرُ
 دَوْحَسِبٌ وَكَذَلِكَ الرَّسُولُ تَبَعْتُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ
 كَانَ فِي أَبِيهِ مَلَكَ فَرَعَمْتُ أَنْ لَا تَقُولُ لَوْ كَانَ مِنْ أَبِيهِ مَلَكَ قُلْتُ
 رَجُلٌ يَطْلُبُ مَلَكَ أَبِيهِ وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَضَعْفَاءُ هُمُ أَمْ أَشْرَاءُ هُمُ
 قُلْتُ بَلْ ضَعْفَاءُ هُمُ وَهُمُ أَتْبَاعُ الرَّسُولِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَسْتَهْمُونَ
 بِالْكَذِبِ قَبْلُ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَرَعَمْتُ أَنْ لَا نَعْمُ نُبْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ
 يَسْأَلُ عَنِ الْكَذِبِ عَلَى النَّاسِ تُرِيدُ هَبْ فَيَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَسَأَلْتُكَ
 هَلْ يَزِيدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخَطَةٌ لَهُ
 فَرَعَمْتُ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بِشَأْنَةِ الْقُلُوبِ وَسَأَلْتُكَ
 هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ فَرَعَمْتُ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ
 حَتَّى يَبْرُدَ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ فَرَعَمْتُ أَنَّهُمْ قَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ
 بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَجَالًا يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الرَّسُولُ
 تُشْتَلَى فَيَكُونُ لَهَا الْفَاقِبَةُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَعْبُدُ فَرَعَمْتُ أَنَّهُ لَا يَعْبُدُ
 وَكَذَلِكَ الرَّسُولُ لَا تَعْبُدُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ فَرَعَمْتُ
 أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ إِتَمَرَ يَقُولُ
 قَبْلَ تَبْلُهُ قَالَ تَسْرُ قَالَ بِسَايَا مَرَكُمُ قَالَ قُلْتُ يَا مَرْءَ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ

وَالْقِهْلَةَ وَالْعُغَابِ قَالِ إِنَّ يَمِيكَ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ بِنِيٍّ وَكَذَلِكَ كُنْتُ
 أَعْلَمُ أَنَّكَ خَارِجٌ وَلَمْ تَرَكَ أَطْلَقْتَهُ مِنْكُمْ وَلَا أَتَى أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلَصْتُ إِلَيْهِ
 لَا حَبِيبَتٍ لِقَائِهِ وَلَا كُنْتُ عِنْدَهُ لَقَسْتُ عَنْ تَدْمِيمِهِ وَكَيْبَلَعَنَ
 مُلْكُهُ مَا تَحْتِ قَدَمِي قَالِ ثُمَّ دَفَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُ
 فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى
 هِمَّا قَدْ عَطِيبِ الرَّؤُومِ مَدَامَ عَلَى مِنَ اتَّبَعَ الْمُدَى أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ
 بِدِيَارِيهِ الْأَسْدِمْ أَسْلِمْتُ سَلِيمًا وَأَسْلِمْتُ بِرَبِّكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ
 تَوَلَّيْتُ فَإِنَّ هَلِيكَ إِشْمُ الْأَرِيْسِيِّينَ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى
 كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا
 يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا نَقُولُوا أَشْهَدُ وَابْنَا
 مُسْلِمُونَ فَلَمَّا قَرَأَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ مِنْهُ هُ
 وَكَثُرَ اللَّغَطُ وَأَمْرًا بِنَا فَاخْرَجْنَا قَالِ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا لَقَدْ
 أَمْرًا مِنْ ابْنِ أَبِي كَسْبَةَ أَنَّهُ لِيَخَانَهُ مَلِكُ بَنِي الْأَسْفَرِ فَمَا زِلْتُ مَوْقِفًا
 بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيُظْمَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ قَالَ الرَّهْمِيُّ
 قَدْ عَاهَرْنَا قَدْ عَطَمَاءَ الرَّؤُومِ فَمَجَّعَهُمْ فِي دَارِهِ لَهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الرَّؤُومِ مَلِكُكُمْ
 فِي الْفَلَاحِ وَالرَّشْدِ الْخِرَالُ بَدِ وَأَنْ يَثْبُتَ لَكُمْ مَلِكُكُمْ قَالَ
 فَمَا صَوَّاحِيصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبُولِبِ فَوَجَدُوا هَاتِدًا غَلِقْتُ فَقَالَ عَلِيٌّ
 بِهِمْ قَدْ مَا بِهِمْ فَقَالَ إِنِّي إِنَّمَا اخْتَبَرْتُ مِنْكُمْ عَلِيٌّ دِينَكُمْ
 فَقَدْ رَأَيْتُمْ مِنْكُمْ أَلَسْتُمْ أَحْبَبْتُمْ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ .

৪১৯২. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আব্দ সদ্দফিয়ান আমার সামনে (উপস্থিত থেকে) বর্ণনা করেছেন যে, যে সময় আমার ও রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মধ্যে (হুদাইবিয়ার) চুক্তি ছিলো সেই সময় আমি শামে (সিরিয়া) গেলাম। সেখানে থাকা অবস্থায় নবী (সঃ)-এর একখানা পত্র হিরাকলের নামে তার কাছে পৌঁছানো হলো। আব্দ সদ্দফিয়ান বলেন, দিহ্-ইয়া কালবী পত্রখানা বহন করে নিয়ে গিয়েছেন। তিনি পত্রখানা বদসরার শাসনকর্তার কাছে পৌঁছিয়ে দিলে বদসরার শাসনকর্তা আবার তা হিরাকলের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। আব্দ সদ্দফিয়ান বর্ণনা করেছেন, তখন (পত্র পাওয়ার পর) হিরাকল (তার সভাসদদের) বললেন : যে লোকটি নিজেকে নবী বলে দাবী করছে তার কণ্ঠের কেউ

এখানে আছে কি? তারা বললো, হ্যাঁ, আছে। আব্দু সূফিয়ান বলেন, আমাকে ও আমার কুরাইশ গোত্রীয় কয়েকজন সঙ্গীকে হিরাকলের দরবারে ডাকা হলো। আমরা হিরাকলের দরবারে পৌঁছলে আমাদেরকে তাঁর সামনে বসতে দেয়া হলো। তখন তিনি বললেন : যে লোকটি নিজেকে নবী বলে দাবী করছে তোমাদের মধ্যে বংশের দিক থেকে তাঁর ঘনিষ্ঠ কেউ আছে কি? আব্দু সূফিয়ান বলেন, আমি বললাম, বংশগত দিক থেকে আমি তাঁর ঘনিষ্ঠ লোক। তখন দরবারের লোকজন আমাকে তাঁর (হিরাকল) সামনে বসিয়ে দিলো এবং আমার সঙ্গীদেরকে আমার পেছনে বসালো। এরপর তাঁর দোভাষীকে ডাকা হলো। তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন, তাদেরকে (পেছনের লোকদেরকে) বলো, আমি একে (আব্দু সূফিয়ান) নবুয়্যাত দাবীকারী লোকটি সম্পর্কে প্রশ্ন করবো। যদি সে মিথ্যা বলে তাহলে তোমরা তার মিথ্যা ধরিয়ে দেবে। আব্দু সূফিয়ান বলেন, আব্বালাহর কসম, আমি মিথ্যা বললে আমার সাথীরা প্রতিবাদ করে ধরিয়ে দেবে—এই ভয় না থাকলে আমি অবশ্যই কিছ্ মিথ্যা কথা বলতাম। এরপর তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন : তাকে জিজ্ঞেস করো, তোমাদের মধ্যে তাঁর (নবুয়্যাতের দাবীদার লোকটির) বংশমর্বাদা কিরূপ? আব্দু সূফিয়ান বলেন, আমি বললাম, তিনি আমাদের মধ্যে উচ্চবংশীয়। তিনি (হিরাকল) বললেন : তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ বাদশাহ ছিলো কি? আব্দু সূফিয়ান বর্ণনা করেছেন, আমি বললাম—না। তিনি বললেন : তিনি এখন যা বলছেন তার পূর্বে কি তোমরা কখনো তাঁকে মিথ্যা অপবাদ দিতে? আমি বললাম—না। তিনি বললেন, নেতৃস্থানীয় ও উচ্চ মর্বাদা-সম্পন্ন লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে, না দুর্বল লোকেরা। আব্দু সূফিয়ান বলেন, আমি বললাম, দুর্বল লোকেরাই বরং তার অনুসরণ করছে। তিনি (হিরাকল) বললেন, তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না হ্রাস পাচ্ছে? আব্দু সূফিয়ান বলেন, আমি বললাম, বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, উক্ত স্বীনে প্রবেশ করার পর তাদের মধ্যে কেউ কি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তা ত্যাগ করে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তোমরা কি কোন সময় তাঁর সাথে বৃদ্ধি করেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাঁর সাথে তোমাদের বৃদ্ধির ফলাফল কি? আমি বললাম, তাঁর ও আমাদের মাঝে বৃদ্ধির ফলাফল হলো পালান্ধমে বালতি ভরে পানি উঠানোর মতো। কখনো তিনি আমাদের থেকে পানি আবার কখনো আমরা তার নিকট থেকে পাই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করেন? আমি বললাম, না। তবে আমরা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার সাথে এক চুক্তিতে আবদ্ধ আছি। জানি না এ সময় তিনি কি করেন। আব্দু সূফিয়ান বলেন, এ একটা কথা ছাড়া তার বিরুদ্ধে আর কোন কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি বললেন, তাঁর আগে এরূপ কথা আর কেউ কি বলেছে? আমি বললাম, না। এরপর তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন, তাকে বলো, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশমর্বাদা কিরূপ? তুমি বললে যে, তিনি তোমাদের মধ্যে উচ্চবংশীয়। এভাবে রসূলদেরকে তাঁদের কওমের উচ্চ বংশেই পাঠানো হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কি বাদশাহ ছিলো? তুমি বলে, না। (তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ যদি বাদশাহ থাকতো) তাহলে আমি বলতাম, সে এমন এক ব্যক্তি যে, তাঁর পিতৃপুরুষের রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে চায়। আমি তোমাকে তাঁর অনুসরণকারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, তারা সমাজের দুর্বল লোক না সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয় লোক? তুমি বললে যে, সমাজের দুর্বল লোক। এসব লোকই তো রসূলদের অনুসারী হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে এখন যা কিছ্ বলছে তা বলার আগে তোমরা কি কখনো তার প্রতি মিথ্যা বলার অপবাদ দিতে পেরেছো? তুমি বললে, না। তাতে আমি বললাম যে, তিনি মানুুষের বেলায় মিথ্যা পরিত্যাগ করেন আর আব্বালাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলবেন—এরূপ কখনো হতে পারে না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাদের কেউ কি তাঁর স্বীনে প্রবেশ করার পর অসন্তুষ্ট হয়ে তা পরিত্যাগ করে? তুমি বললে, না। ইমানের ব্যাপারটা এরূপই হয়ে থাকে যখন তার সজীবতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা হৃদয়ে গেঁথে যায়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তাঁর স্বীন গ্রহণকারীদের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে? তুমি বললে, বাড়ছে।

পূর্ণতা প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ঈমানের অবস্থা এরূপই হয়! আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কি তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছো? তুমি বললে যে, তোমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছো। কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল হয়েছে বালতিতে করে পালানোর মতো। তিনি কখনো তোমাদের নিকট থেকে পান। আবার তোমরা কখনো তাঁর নিকট থেকে পেয়ে থাকো। অর্থাৎ যুদ্ধের ফলাফল কখনো তোমাদের অনুকূলে আবার কখনো তাঁর অনুকূলে। এভাবেই রসূলদের পরীক্ষা করা হয়। তবে পরিণামে তারা ই বিজয়ী হন। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি কখনো ওয়াদা খেলাফ বা চুক্তি ভঙ্গ করেন? তুমি বললে, না, তিনি কখনো চুক্তি ভঙ্গ করেন না। রসূলগণ কখনো চুক্তি ভঙ্গ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম : এরূপ কথা এর আগে আর কেউ কি কখনো বলেছে? তুমি বললে, না, বলে নাই। তাঁর আগে এরূপ কথা আর কেউ বলে থাকলে আমি বলতাম, সে পূর্বের বলা কথারই অনুসরণ করছে। আব্দু সুফিয়ান বলেন, তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিনি তোমাদেরকে কি কি আদেশ করেন? আমি বললাম, তিনি আমাদেরকে নামায পড়তে, যাকাত দিতে, আত্মীয়তা ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখতে এবং নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করে চলতে আদেশ করেন। তিনি বললেন, তুমি যা বলছো তা যদি সত্য হয় তাহলে নিশ্চরই তিনি নবী। আমি জানতাম তিনি আবির্ভূত হবেন। কিন্তু আমি এ ধারণা করিনি যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হবেন। যদি আমি বুঝতাম যে, আমি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারবো তাহলে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতাম আর যদি আমি তাঁর কাছে থাকতাম তাহলে তাঁর পা দু'খানি ধুয়ে দিতাম। আর তাঁর রাজত্ব আমার পায়ের নীচের জায়গা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। আব্দু সুফিয়ান বলেন : এরপর তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর লিখিত পত্রখানা আনালেন এবং পাঠ করলেন। তাতে লেখা ছিলো : "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম! আল্লাহর রসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোমের অধিপতি হিরাকলের নামে। যারা হেদায়াতের পথ অনুসরণ করে চলছে তাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াতের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন—শান্তিতে থাকবেন। ইসলাম গ্রহণ করুন, আল্লাহ আপনাকে স্মিগুন পদরসকার দান করবেন। আর যদি ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে কৃষক অর্থাৎ সকল প্রজার গোনাহর দায়দায়িত্ব আপনার ওপরই বর্তাবে। হে আহলে কিতাবগণ! এমন একটি কথার দিকে এগিয়ে আস যা আমাদের, তোমাদের সবার জন্য সমান। তা হলো, আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো 'ইবাদত' বা দাসত্ব করবো না, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবো না, আমাদের একজন অন্যজনকে প্রভু বলে গ্রহণ করবে না। এর পরেও তারা যদি ফিরে যায় তাহলে তাদেরকে বলো যে, তোমরা সাক্ষী থেকে, আমরা ইসলামকে গ্রহণ করেছি।" পত্র পাঠ শেষ হলে তাঁর দরবারে হৈ টে শরু হলো এবং নানা রকম কথা হতে থাকলো এবং আমাদেরকে বের করে দেয়া হলো। আব্দু সুফিয়ান বলেন, আমি তখন আমার সঙ্গীদেরকে বললাম : আব্দু কাবশার পুত্রের ব্যাপারটা তো বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাকে এখন বন্য আসফারদের (রোম-বাসী) বাদশাহও ভয় করছে। এরপর থেকে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ব্যাপারে এ দৃঢ় মত পোষণ করতাম যে, তিনি খুব শীঘ্রই বিজয় লাভ করবেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ আমাদেরই ইসলামে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। যুহরী বর্ণনা করেছেন, এরপর হিরাকল তার একটি কক্ষে রোমের প্রধান ব্যক্তিবর্গকে ডেকে একত্রিত করে বললেন : হে রোমবাসীগণ! তোমরা কি স্থায়ী সফলতা ও হিদায়াত চাও? তোমরা কি তোমাদের রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব কামনা করো? (তাহলে সৈদিকে এগিয়ে আস) এ কথা শোনামাত্র সবাই পলায়নপর বন্য গাধার মতো প্রাণপণে দরবার দিকে ছুটে চললো। কিন্তু দরবার গোড়ায় পৌঁছে দেখলো তা আগেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এখন হিরাকল তাঁর দরবারের লোকদের বললেন : তাদেরকে ফিরিয়ে আন। তাদেরকে ডেকে নেয়া হলে তিনি বললেন : আমি আমার কথা শ্রবণে তোমাদের ধর্ম-বিশ্বাস কতখানি মজবুত তা পরীক্ষা করলাম। তোমাদের নিকট আমি যা আশা করেছিলাম তা এইমাত্র দেখলাম। এ কথা শুনে সবাই তাকে সিজদা (কুর্শণ) করলো এবং সন্তুষ্ট হলো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“কখনো তোমরা নেকী ও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না নিজের পসন্দনীয় বস্তু আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে সে সম্পর্কে আল্লাহ খুব ভাল করে জানেন।”

۹۱۳- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِي بِالْمَدِينَةِ مَخْلَدًا وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُعَاءُ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ السُّعَيْدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرِبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٌ فَلَمَّا أُزْلِكَ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُعَاءُ وَإِنَّهَا مَدَنَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بَرًّا هَا وَذُخْرًا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَمَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حِينَئِذٍ أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَخْرٌ ذَلِكَ مَالٌ رَأَيْتُ ذَلِكَ مَالٌ رَأَيْتُ وَتَدَسَّمَيْتُ مَا قُلْتُ وَإِنِّي أُرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَتْرَابِ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَمَارِيهِ وَفِي بَيْتِي عَلَيْهِ.

৪১১৩. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মদীনার আনসারদের মধ্যে আবু তালহাই সবচেয়ে বেশী খেজুর বাগানের অধিকারী ছিলেন। আর তার সম্পদের মধ্যে তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ ছিলো ‘বিরেহা’ ক’পটি। এটি মসাজ্জিদে নববীর সামনেই অবস্থিত ছিলো। রসূলুল্লাহ (সঃ) সেখানে যেতেন এবং এর মিষ্টি ও উত্তম পানি পান করতেন। যখন “লান জানালদুল বিররা হাস্তা তুনাফিকু মিম্মা তুহিব্বুন”—“তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত (প্রকৃত) নেকী ও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না প্রিয় বস্তুকে আল্লাহর পথে খরচ করবে”—আয়াতটি নাযিল হলো আবু তালহা গিয়ে বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তা’আলা বলছেন : তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত নেকী ও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না প্রিয় বস্তুকে আল্লাহর পথে খরচ করবে। ‘বিরেহা’ আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। তা আমি আল্লাহর রাস্তায় সাদকা করে দিলাম। আমি একমাত্র আল্লাহর কাছেই এর কল্যাণ ও সন্তান লাভের আশা করি। সুতরাং হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর নির্দেশ মতাবেক যেভাবে ইচ্ছা আপনাকে বাবহার করুন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : বেশ! বেশ! এ তো অস্থায়ী সম্পদও, এতো অস্থায়ী সম্পদ। (সুতরাং এ সম্পদকে ভাল কাজে ব্যয় করাই উত্তম)। তোমার কথা আমি শুনছি। অর্থাৎ তোমার

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ এবং রাওরাহা ইবনে উবাদা হাদীসটিতে উল্লেখিত **رَائِحَ مَالٍ** শব্দের স্থানে **رَائِحَ مَالٍ** শব্দ বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ হলো লাভজনক সম্পদ যা তার মালিককে আশ্চর্যতে সঞ্চল ও কামিয়ার করবে। ইবরাহীমা বর্ণনা করেছেন যে, আমি ইমান মালেকের কাছে শব্দটি **رَائِحَ مَالٍ** শব্দটি পড়েছি।

উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি। সুতরাং আমি চাই এটিকে তোমার গরীব আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বণ্টন করে দাও। তখন আব্দুলহা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তাই করবো। অতঃপর আব্দুলহা সেটিকে তার আত্মীয়-স্বজন ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

৭/৭৮ - عَنْ أَبِي نَسْرٍ قَالَ نَجَعَلَهَا لِحَسَانِ دَاوُدَ بْنِ دَاوُدَ قُرْبَ إِلَيْهِ وَلَمْ يَجْعَدْ لِي مِنْهَا شَيْئًا

৪১১৪. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সেই কপাটিকে তিনি (আব্দুলহা) হাসান ইবনে সাবিত ও উবাই ইবনে কা'বকে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। আমি তার নিকটাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও আমাকে কিছুই দেননি। ৬

অনুচ্ছেদ : রহান আল্লাহর বাণী : فَلَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاَنْتَلُوْهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ
“স্বাপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা যা বলছো, তা যদি সত্য হয়, তাহলে তোমরা তাওরাত আনো এবং তার কোন ছত্র পাঠ করে শোনো।”

৭/৭৯ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ رَثِيئًا فَقَالَ لَهُمْ كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ رَدَّ فِي مِنْكُمْ قَالُوا نَعْمَمُهَا وَنُفِرُ بِهَا فَقَالَ لَا تَجْعَلُون فِي التَّوْرَةِ الرَّجْمَ فَقَالُوا لَا نَجِدُ فِيهَا شَيْئًا فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمٍ كَذَّبْتُمْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَأَتَوْهَا إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَرَفَعَ مِذْرَاسَهَا لِي يَدِي سَهَا مِنْهُمْ كَفَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُونَ يَدِي وَمَا دُونَ مَا وَكَانَ يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ وَتَرَعُ يَدَاهُ مِنَ آيَةِ الرَّجْمِ فَقَالَ مَا هَذَا مَلَأَرَأُ وَأَذَلِكَ قَالُوا هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا فَرَجِمَا قَرِيبَ مِثْرٍ حَيْثُ مَوْعِ الْجَنَابِزِ مِنْهُ الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ مَا جِئْتُ بِهَا يَفِيئًا الْجَمَارَةَ.

৪১১৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) কিছুসংখ্যক ইয়াহুদ একজন ইয়াহুদ ব্যাভিচারী পুরুষ ও একজন ব্যাভিচারিণী নারীকে নবী (সঃ)-এর কাছে নিয়ে এলো। নবী (সঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের কেউ ব্যাভিচার করলে তোমরা তাকে কি শাস্তি প্রদান করো? তারা বললো : আমরা তার মৃত্যু কালি লেপন করে দেই এবং মারি। এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন : তাওরাতে যে ‘রজমের’ (পাথর নিক্ষেপ করে শাস্তি দেয়া) হুকুম আছে তা জানো না? তারা বললো : আমরা এরূপ কোন কিছু তাওরাতে দেখি না। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম তাদেরকে বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছো। তোমরা সত্যবাদী হলে তাওরাত এনে পড়ে শোনো। (তখন তাওরাত আনা

৬. এ হাদীসটি দীর্ঘ একটি হাদীসের অংশবিশেষ। দীর্ঘ হাদীসটিতে পূর্বেই হাদীসটির মতো সব ঘটনা বর্ণিত হওয়ার পর এ কথাগুলো বর্ণিত হয়েছে।

হলো)। যে তাদেরকে তাওরাতের শিক্ষা দিতে সেই পণ্ডিত রজমের হুকুম যে আরাতে রয়েছে সেই আরাতেও ওপর হাতের তালু রেখে তার নীচে-ওপরে (আশেপাশে) পড়তে শুরুর করলো। কিন্তু রজমের আয়াত পড়াইলো না। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম 'রজমের আয়াতের ওপর থেকে তার হাত টেনে সরিয়ে দিয়ে বললেন : এটি কি? তখন সে তা দেখে বললো, এটি 'রজমের আয়াত। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) 'রজমের আদেশ দিলে তাদের উভয়কে (ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ) মসজিদে নববীর পাশেই 'রজম করা হলো। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন : (রজম করার সময়) আমি দেখলাম পুরুষটা পাথরের আঘাত থেকে মেরোটাকে রক্ষা করার জন্য তার দিকে বার বার বাক্কে পড়ছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : كُتِبَ خَيْرُ امَةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

"তোমরাই উত্তম উম্মত। মানব জাতির (হেদায়াত ও সংস্কারের) জন্য তোমাদের উম্মান ঘটানো হয়েছে।"

১১৭৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كُتِبَ خَيْرُ امَةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَالِ خَيْرِ النَّاسِ لِلنَّاسِ يَا تُرُونَ يَهْتَرُ فِي السَّكَّابِ فِي اَعْنَا قَهْمَرِ حَتَّى يَدُ خَلَا فِي الْاِسْلَامِ.

৪১৯৬. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরিজাত লিল্লাস"—তোমরাই উত্তম উম্মত। মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উম্মান ঘটানো হয়েছে—এ আরাতেও অর্থ হলো, মানুষের কল্যাণ ও উপকারের জন্য সবচেয়ে উত্তম মানব গোষ্ঠী তুমরাই, যারা মানুষের গলায় আল্লাহর আনুগত্যের শিকল পরিয়ে দেয় এবং অবশেষে তারা ইসলাম গ্রহণ করে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : اذ همت طائفتان منكم ان تفسلا

"সেই সময়ের কথা স্মরণ করা, যখন তোমাদের দু'টি দল ভীর্ণতা দেখাতে অগ্রসর হয়েছিলো।"

১১৭৮. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَبِيْنَا نَزَلَتْ اِذْ هَمَّتْ كَلِيفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْسُكَ وَاللَّهِ وَبَيْنَهُمَا قَالَ تَمَنَّيَ الظَّالِمَتَانِ بِنُوحَا رِثَةً وَبَنُو سَلَكَةَ وَ مَا يُحِبُّ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَ مَا يُسْرُّ فِي اَنْهَا لَمْ تَنْزِلُ يَقُولُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَبَيْنَهُمَا.

৪১৯৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন তোমাদের দু'টি দল ভীর্ণতা প্রদর্শনে অগ্রসর হচ্ছিলো—আয়াতটি আমাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো। আমরা দু'টি গোর অর্থাৎ বন্দু হারিসা এবং বন্দু সালামা ভীর্ণতার ভাব নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলাম। আয়াতটির নাযিল না হওয়া আমাদের জন্য মোটেই পসন্দনীয় বা খুশীর বিষয় হতো না। কেননা, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ভৎসনা করার সাথে সাথে এ কথাও বলেছেন যে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক, বন্দু ও রক্ষক।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : ليس لك من الامر شيء

"হে নবী, কনসালার ব্যাপারে তোমার কোন হাত নেই।"

১১৭৯. عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ اِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اِذْ اُرْفَعُ رَاسَهُ مِنَ الرِّكْوَعِ فِي الرُّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ اَللَّهُمَّ اَعِنَّا نَدَانَا وَوَلَانَا

وَذَلِكَ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَاَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ
الْاُمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يَعَذِّبَهُمْ فَاَتَهُمْ ظَالِمُونَ .

৪১১৮. সালাম ইবনে আবদুল্লাহ তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) ফজরের নামাবের শেষ রাক'আতে রুকু' থেকে মাথা উঠিয়ে "সামিরাল্লাহ্ লিমান হামিদাহ" ও "রুব্বানা ওয়া লাকাল হামদ" বলার পর রুকু'ল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন—হে আল্লাহ তুমি অমুক অমুক ও অমুকের ওপর লানত বর্ষণ করো। এ সময় আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : (হে নবী), ফয়সালার ব্যাপারে তোমার হাত নেই। তাদেরকে মাফ করা বা শাস্তি দেয়া আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। কেননা তারা জালেম।

৮১৭৭ - عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِحَدٍ قَنَّتْ بَعْدَ الرَّكْعَةِ قَرِيبًا قَالَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَفْجِرَ الْوَيْدِ بْنِ الْوَيْدِ وَسَلَمَةَ بِنْتِ هِشَامٍ وَعِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مَفْرَأٍ وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِينَتِي يُوسُفَ يَجْمَعُ يَدَاكَ وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَوَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ اللَّهُمَّ ائْتِنَا نَالَ حَيَاءٍ مِنَ الْعَرَابِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاُمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يَعَذِّبَهُمْ فَاَتَهُمْ ظَالِمُونَ .

৪১১৯. আব্দ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন :) রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন কারো জন্য বদ দো'আ করতে চাইতেন অথবা কারো জন্য দো'আ করতে চাইতেন তখন নামাযে রুকু'র পরে দো'আ কুনূত পাঠ করে তা করতেন। কখনো তিনি "সামি'আল্লাহ্ লিমান হামিদাহ আল্লাহুমা রুব্বানা লাকাল হামদ" বলার পর বলতেন : হে আল্লাহ, ওয়ালাদ ইবনুল ওয়ালাদ, সালামা ইবনে হিশাম ও 'আইয়াশ ইবনে আব্দ রাবী'আকে নাযাত দান করো। হে আল্লাহ, মদ্বার গোত্রকে তোমার কঠোর আঘাৎ দ্বারা পাকড়াও করো এবং তাদেরকে ইউসুফের সময়ের দা'ভিক্ষের মত দা'ভিক্ষ দাও। এসব কথা তিনি জোরে জোরে বলতেন। আর ফজরের কোন কোন নামাযে তিনি কিছু সংখ্যক আরব গোত্রের জন্য এ বলে বদ দো'আ করতেন যে, হে আল্লাহ, অমুক গোত্র এবং অমুক গোত্রের ওপর লানত বর্ষণ করো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন "ফয়সালার করার ব্যাপারে তোমার কোন হাত নেই। তাদেরকে ক্ষমা করা বা শাস্তি দেয়া একমাত্র আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। কেননা তারা জালেম।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِيْ اٰخِرًا كُمْ
"আর রসূল পেছনে থেকে তোমাদেরকে ডাকাইলেন।" এখানে অখ্রাকুম শব্দ ব্যবহার না করে তার (স্ত্রী লিঙ্গ) অখ্রাকুম ব্যবহার করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন :
ان كان احدى من اهل البيت يذبح ذبحة فليقل : اللهم انى اذبح ذبحة لى اهل البيت
"কেননা তারা জালেম।"

৮২০০ - عَنْ الْبُرَيْرِ بْنِ عَابِدٍ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الرَّجَالَةِ يَرْمُ

أُحْدِ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ نَأْتِبُوا مِنْهُمْ مِثْنَ نَذَاكَ إِذْ يُدْعُوهُمْ
الرَّسُولُ فِي آخِرِ نَهْمٍ دَلَّسَتْ بَيْنَ مَعَ النَّسَبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ غَيْرِ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا.

৪২০০. বারা ইবনে আব্বের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ওহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরকে কিছু সংখ্যক পদাতিক সৈনিকের লোককে নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তারা পরাস্ত হয়ে পশ্চিমে প্রদর্শন করলো। “রসূল তাদেরকে পেছনে থেকে ডাকাছিলেন” এ কথায় অর্থ এটাই। সেই সময় মাত্র বার ব্যক্তি ছাড়া নবী (সঃ)-এর সাথে আর কেউই ছিলো না।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : اسمة نعاما “প্রশান্তিদায়ক তন্ত্রা।”

٧٢٠١ - عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ غَشِينَا النَّاسَ وَنَحْنُ فِي مَصَاتِينَا يَوْمَ أُحْدِ
قَالَ فُجِعَلْ سَيْغِي يَسْقُطُ مِنْ يَدِي وَأَخَذُ وَأَيُّسُقُطُ وَأَخَذُ

৪২০১. আবু তালহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ওহুদ যুদ্ধের দিন যুদ্ধের ময়দানে ব্যুহে অবস্থানকালেই আমাদেরকে তন্ত্রায় পেয়ে বসলো। আবু তালহা বলেন : এমতাবস্থায় আমার হাত থেকে তরবারি পড়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু আমি তা আবার সামলে নিচ্ছিলাম।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ
أَحْسَنُوا مَثْوًى فِي أَصْحَابِ الْمُنَادِي.

“বারা আহত হওয়ার পরও আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে তাদের মধ্যে বারা নেক কাজ করেছে ও আল্লাহকে ভয় করেছে, তাদের জন্য রয়েছে বড় রকমের পুরস্কার”।
قَرْح শব্দের অর্থ বধম; استجابوا শব্দের অর্থ হলো সাড়া দিয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا -
“লোকজন তাদেরকে বললো: তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনাদল প্রস্তুত হয়েছে, তাদেরকে ভয় করো। এ কথা শুনে তাদের ঈমান আরো প্রবল হওয়া হলো।”

٧٢٠٢ - مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ قَالُوا إِبْرَاهِيمَ حِينَ
أَلْتَقَى فِي الشَّامِ وَتَالَهَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ تَالُوا إِنَّ النَّاسَ تَدْ جَمَعُوا لَكُمْ
فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَتَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

৪২০২. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : “হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকীল”—আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই আমাদের জন্য উত্তম জিহাদদার”—ইবরাহীমকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো তখন তিনি এ কথাটি বলেছিলেন। আর মুহাম্মদ (সঃ) এ কথাই বলেছিলেন, যখন লোকজন তাঁকে এসে খবর দিলো

যে, তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনাদল প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদেরকে ভয় করো। এ কথা শুনে তাদের ঈমান আরো মজবুত হলো। তারা বললো, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর আমাদের পক্ষ থেকে কাজের জন্য তিনিই উত্তম জিঙ্গাদার।

৭২. ৩ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اخِرَ قُرْآنٍ اَبْرَأَ هَيْئَهُ حِينَ اُنْقِىَ فِي النَّارِ حَسْبِيَ اللهُ وَرَنَعُمُ الْاُولَئِكَ كَيْلٌ -

৪২০৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ইবরাহীমকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো তখন তার শেষ কথাটি ছিলো—“হাসবি আল্লাহ, ওয়া নিমালি ওম্মাকাল” অর্থাৎ আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। আমার জন্য তিনিই উত্তম জিঙ্গাদার।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا اٰتٰهُمْ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لِّمَنْ يَلْمِزُكَ سِرًّا لَّهُمْ سَيِّطَةٌ تَوْنٌ مَا يَبْخُلُوْنَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

“যাদের প্রতি আল্লাহ তা’আলা করুণা ও মেহেরবানী করেছেন, কিন্তু, এতদসত্ত্বেও তারা কপণতা করে, তারা যেন মনে না করে যে, এ কপণতা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। কপণতা করে তারা যা জমা করছে তাই কিয়ামতের দিন তাদের গলায় শৃঙ্খল হয়ে যাবে। سيطرون অর্থ শয়তানই তাদের গলায় শৃঙ্খল পরানো হবে।”

৭২. ৪ - عَنْ ابْنِ مَرْيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ اَتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُوَدِّ زَكَوٰتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالَهُ شَجَا مَا اَقْرَعُ لَهُ رَبِيْبَاتٍ يَطْوُوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ بِلَمْرَمْتِيْهِ يَعْنِيْ سِدْقِيْهِ يَقُوْلُ اَنَا مَالِكَ اَنَا كُنْتُ رِكَ شَرَّتْ لِيْ هَذِهِ الْاٰيَةُ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا اٰتٰهُمْ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لِّمَنْ يَلْمِزُكَ سِرًّا لَّهُمْ سَيِّطَةٌ تَوْنٌ مَا يَبْخُلُوْنَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ وَبِرَاتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ -

৪২০৪. আব্দ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে তার যাকাত আদায় করেনি, তার সেই ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন একটি সাপের রূপ দেয়া হবে, যার মাথায় চুল থাকবে এবং (দুই) চোখের ওপর কালো দড়ি লাগ থাকবে। আর এটিকে তার গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে সেটি তার মূত্থের দুই পাশে দংশন করতে থাকবে এবং বলবে—আমিই তোমার ধন-সম্পদ, আমিই তোমার গচ্ছিত অর্থ-সম্পদ। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াত পাঠ করলেন : “যাদের প্রতি আল্লাহ তা’আলা করুণা ও মেহেরবানী করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কপণতা করে, তারা যেন মনে না করে যে, এ কপণতা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। কপণতা করে তারা যা জমা করে, তা কিয়ামতের দিন তার গলায় শৃঙ্খল হয়ে যাবে। পৃথিবী ও আসমানের মালিকানা আল্লাহর। তোমরা যা কিছন্ন করছো আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন।”

অনুবাদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَلْتَسَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ آتَوْا الْكِتَابَ مِنْ بَيْنِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
أَذَى كَثِيرًا-

"আর তোমরা আহলে কিতাব ও মশরিকদের থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে।"

৪২.৫. عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى قِطِيفَةٍ فَكَرِهِيَةٌ وَأُرْدَفَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ
وَرَأَاهُ يَعُودُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَثْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ
قَالَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ
عِنْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَادَةَ فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَشْرِكِينَ وَ
مِنَ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَالْمُسْلِمِينَ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ
فَلَمَّا عَشَيْتِ الْمَجْلِسِ مَجَاجَةَ النَّبَاةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُنْفَةَ بَرْدًا لَهُ
تَشْرَفًا لَا تَخْبِرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ نَزَلَ
فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ
عَالِمًا لَمْ يَرَهُ لَمْ يَأْتِ أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلَوْ ذُنِبَ فِي مَجَالِسِنَا
إِرْجُحَ إِلَى رَهْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَلَى يَا
رَسُولَ اللَّهِ فَاعْتَنَابَهُ فِي مَجَالِسِنَا فَأَتَانِي بِذَلِكَ فَاسْتَنْبَتِ الْمُسْلِمُونَ وَ
الْمَشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَنْشَاوَرُونَ فَلَمَّ يَزُلِ النَّبِيُّ ﷺ وَيُخْفِضُهُمْ
حَتَّى سَكَنُوا ثُمَّ رَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ دَابَّتَهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ
بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَا سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حَبَابٍ يَرِيدُ
عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاقِفْ
عَنْهُ وَاصْفِرْ عَنْهُ فَوَالَّذِي أَنزَلَ مَلِكَ الْكِتَابِ لَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ الَّذِي
نَزَّلَ عَلَيْكَ لَقَدْ اسْطَلِمَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحِيرَةِ عَلَى أَنْ يَتَوَجَّهُوا فَيُعَصِّبُونَ بِالْعِمَابَةِ
فَلَمَّا ابْنَى اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ سَرَّقَ بِذَلِكَ فَذَلِكَ فَعَلَّ بِهِ
مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَعْقُرُونَ عَنِ الْمَشْرِكِينَ

وَأَهْلَ الْكِتَابِ لَمَّا أَمَرَهُمُ اللَّهُ وَيُصْبِرُونَ عَلَىٰ الْأَذَىٰ قَالَ اللَّهُ وَكَلَّمْنَا مَن
 الَّذِينَ أَدَّتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَىٰ كَثِيرًا
 وَإِن تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا إِنَّا كُنَّا مِن عَزْمِ الْأُمُورِ وَقَالَ اللَّهُ وَذَكَرْنَا مَن
 أَهْلَ الْكِتَابِ لِيُزِيدُوا نَجْمًا مِن بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ كَقَارِئًا حَسْبًا مِّن
 عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمُ
 اللَّهُ بِأَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَكَانَ النَّبِيُّ يَأْتِي فِي الْعَفْوِ
 مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ حَتَّىٰ أَذِنَ اللَّهُ لِيهِمْ فَلَمَّا عَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَدَأَ فَكَلَّمَ
 اللَّهُ بِهِ صَادِقًا لِيُؤْمِنُوا قَالَ ابْنُ سُلَيْمٍ وَ مَن مَّجِبَةٌ مِنَ الْمُتَشْرِكِينَ
 وَفَبَدَأَ الْأُدْوَانَ هَذَا أَمْرٌ تَدْرُجُهُ مَا يَعْمُرُوا الرَّسُولَ ﷺ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ فَاسْمُهُ

৪২০৫. উসামা ইবনে যায়দ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) একটি গাধার পিঠে 'ফাদাকে' তৈরী চাদরের ওপর বসেছিলেন এবং উসামা ইবনে যায়দকে পেছনে বসিয়ে খাজরায় গোত্রের বনী হারেস শাখার সাদ ইবনে উবাদাকে দেখার জন্য যাচ্ছিলেন। ঘটনাটি ছিলো বদর যুদ্ধের পূর্বের। উসামা ইবনে যায়দ বলেন, পথিমধ্যে তিনি এমন একদল লোকের নিকট পৌঁছিলেন, যেখানে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সাদুল উপস্থিত ছিলো। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (ইবনে সাদুল) তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। এইসব লোকের মধ্যে মুসলমান, মূশরিক, মূর্তিপূজক এবং ইয়াহুদরা ছিলো। মজলিসে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাও উপস্থিত ছিলেন। সওয়ারীর পায়ের ধূলা মজলিসকে আচ্ছন্ন করে ফেললে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই কমড় দ্বারা তার নাক ঢেকে বলে উঠলো, আরে ব্লা-বালি উড়িয়ে না। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে সালাম দিয়ে সওয়ারী থেকে নামলেন তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকলেন এবং কোরআন পাঠ করে শোনালেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সাদুল বলে উঠলো ওহে লোক, আপনি যা বলছেন, তার চেয়ে উত্তম কথা আর নেই। তবে এগুলো হক কথা হয়ে থাকলে এ মজলিসে আর আপনি আমাদেরকে কষ্ট দেবেন না। বাড়ীতে যান। সেখানে কেউ আপনার কাছে গেলে তাকে এসব কথা শোনান। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল! ঠিক আছে। আপনি আমাদের মজলিসে (বাড়ীতে) আসবেন। কেননা, আমরা এসব কথা পসন্দ করি। তখন মুসলমান, মূশরিক ও ইয়াহুদদের মধ্যে কিছু কথা ও তাঁর বাদানুবাদ শুরূ হলো। এমনকি তারা পরস্পরের প্রতি আক্রমণোদ্ভূত হয়ে উঠলো। নবী (সঃ) তাদের সবাইকে নিরস্ত করতে থাকলেন। অবশেষে সবাই নিরস্ত হলো। এরপর নবী (সঃ) তাঁর সওয়ারীতে আরোহণ করে সেখান থেকে চললেন এবং সাদ ইবনে উবাদার কাছে গেলেন। তাকে লক্ষ্য করে নবী (সঃ) বললেনঃ হে সাদ, তুমি কি শোননি আবু হাবাব কি বলেছে? তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (ইবনে সাদুল)-এর কথা বলাছিলেন। তিনি বললেনঃ সে এরূপ এরূপ কথা বলেছে। সাদ ইবনে উবাদা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তাকে কমা করুন আর তার কথাই বাদ দিন। যে মহান সত্তা আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, তার শপথ করে বলছি, আপনার প্রতি আল্লাহ তা'আলা যা নাযিল করেছেন তা অবশ্যই হক। এ স্থানের (মদীনার) অধিবাসীরা তাকে (আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সাদুলকে) রাজমুকুট ও পাগড়ী পরিয়ে নেতা ও শাসক হিসেবে অর্জিত্ব করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। আপনাকে প্রদত্ত হকের মাধ্যমে আল্লাহ এটিকে (যানচাল করে) অস্বীকার

করলে সে আপনার প্রতি খুবই রুষ্ট হয়ে আছে। আর যা আপনি দেখলেন তার এ আচরণ উক্ত কারণেই। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে ক্ষমা করে দিলেন। নবী (সঃ) এবং তাঁর সহাবাগণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক সব সময়ই মনুশরিক ও আহলে কিতাবদেরকে ক্ষমা করে দিতেন এবং তাদের কষ্টদায়ক কাজের জন্য ধৈর্য-ধারণ করতেন। এ কারণেই মহান আল্লাহ বলেছেন : আর তোমরা আহলে কিতাব ও মনুশরিকদের থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথাবার্তা শুনবে। এসব পরিস্থিতিতে যদি তোমরা ধৈর্য-ধারণ এবং খোদাভীরুতার পথ অনুসরণ করো তাহলে এটা হবে বড় হিম্মত ও সাহসিকতা পূর্ণ কাজ। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন : অধিকাংশ আহলে কিতাব চায় কোন প্রকার তোমাদেরকে ঈমানচ্যুত করে কুফরীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। যদিও হক কোনটি তা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে তবুও নিজেদের মনের হিংসার কারণে তারা এরূপ চায়। তোমরা তাদেরকে ক্ষমা করো ও এড়িয়ে চলো, বতকণ না আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত কার্যকর করেন। আল্লাহ অবশ্যই সবকিছুর ক্ষমতা রাখেন। আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক নবী (সঃ) সব সময় তাদেরকে ক্ষমা করতেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত নির্দেশ দিলেন। (অর্থাৎ যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলে ক্ষমার নীতি পরিত্যাগ করে যুদ্ধ করলেন) রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের বিরুদ্ধে বদরে যুদ্ধ করলেন এবং তাঁর স্খারা আল্লাহ কাফের কুরাইশ গোত্রের বড় বড় নেতাকে হত্যা করলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল এবং তার মনুশরিক ও মূর্তিপূজক সংগী-সাথীরা বললো : এখন বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে। (অর্থাৎ কোনটি হক আর কোনটি না হক তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে) তাই তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে ইসলামের জন্য বাই'আত গ্রহণ করে মসলমান হয়ে গেল।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : لا تعسبن الذين يفرحون بما اتوا
“তোমরা তাদেরকে (আঘাত থেকে রক্ষা প্রাপ্ত) মনে করো না—যারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য আনন্দিত।”

۶-۴۲- عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْخُدْرِيَّ أَمَّنَ رِجَالًا مِنَ الْمَنَابِقِيِّنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْغَزْوِ وَتَخَلَّفُوا عَنْهُ وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خَلَّتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَذَاتِمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، اِعْتَدُوا إِلَيْهِ وَخَلَفُوا دَاخِرًا أَنْ يُحْمَدُوا بِأَسْمَائِهِمْ فَعَلُوا فَتَزَلَّتْ لِأَتْحَبِينَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا اتُّوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِأَسْمَائِهِمْ فَعَلُوا فَلَا تُحْسِبْتَهُمْ بِمَقَارِنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

৪২০৬. আবু সাইদ খুদরী থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন :) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময় কিছু সংখ্যক মনুশরিক ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন কোন যুদ্ধে রওয়ানা হতেন তখন তারা তাঁর সাথে যুদ্ধে না গিয়ে পেছনে থেকে যেতো। এভাবে তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পেছনে থেকে যেতে পারার কারণে আনন্দিত হতো। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) (সহীহ সালামতে) যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলে তারা তাঁর কাছে গিয়ে নানা রকম ওজর আপত্তি পেশ করতো এবং (যুদ্ধে না যাওয়ার সমর্থনে) কসম করতো। উপরন্তু তারা চাইতো যেকাজ তারা করেনি তার জন্য তাদের প্রশংসা করা হোক। এ কারণে নাযিল হয়েছিলো— “যারা নিজেদের কৃতকর্মে আনন্দিত এবং যা করেনি তার জন্য প্রশংসা পেতে চায়, তাদেরকে তোমরা আঘাত থেকে রক্ষা প্রাপ্ত মনে করো না। তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে।

۶-۴۲- عَنْ مَرْوَانَ قَالَ لِيُؤَابِهِ إِذْ هَبَ يَأْتَانِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَيْتَ كَانِ

كَلَّا امْرِي فَرِحَ بِمَا اُوتِيَ دَاخِبًا اَنْ يَّحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مَعِدًا بَا لِيَعْدُبُنَّ اَجْمَعُونَ
 فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَا لَكُمْ وَلِهَذَا اِنَّمَا دَعَا النَّبِيَّ ﷺ يَهُودًا فَنَسَأَ لَكُمْ عَنْ
 شَيْءٍ نَّكْتُمُوهُ اَيَّاهُ وَاخْبَرُوهُ لَا يَغَيِّرُهُ قَارُوهُ اَنْ قَدْ اسْتَحْمَدُوا اِلَيْهِ
 بِمَا اُخْبَرُوهُ عَنْهُ نِيْمًا سَأَلْتُمْ وَفَرِحُوا بِمَا اُوتُوا مِنْ كِتْمَانِهِمْ ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ
 عَبَّاسٍ وَاِنْ اَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ كَذَلِكَ حَتَّى مَوَّلَهُ
 يَفْرَحُونَ بِمَا اُوتُوا وَيَجِبُونَ اَنْ يَّحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۔

৪২০৭. মারওয়ান তার দ্বাররক্ষী রাফে'কে বললেন, হে রাফে' তুমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে গিয়ে তাকে বলো, যারা আল্লাহর তরফ থেকে নিয়ামত প্রাপ্ত হয়ে আনন্দিত এবং করেনি এমন কাজের জন্য প্রশংসা পেতে আগ্রহী এমন সব লোকই যদি আশাবের উপযুক্ত বিবেচিত হন তাহলে সবাইকে আযাব ভোগ করতে হবে। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন : এসব কথায় তোমার কি প্রয়োজন? যে আয়াত থেকে তোমার এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে সেটি নাযিলের প্রকৃত ঘটনা হলো নবী (সঃ) কিছ্ ইয়াহুদী'কে ডেকে কোন একটি বিষয়ে তাদের নিকট থেকে জানতে চাইলেন। কিন্তু তারা সে কথাটি গোপন করে তার বদলে অন্য একটি কথা তাকে বললো। তারা মনে করলো, নবী (সঃ) তাদেরকে যা জিজ্ঞেস করেছেন এবং তার যে জবাব তারা দিয়েছে, সেজন্য তারা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। সত্য গোপন করে তার বিনিময়ে যা বলেছে সেজন্য তারা আনন্দিত হলো। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস কোরআনের আয়াত পাঠ করেন : "(সে সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন আল্লাহ আহলি কিতাবদের নিকট থেকে ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, তোমরা (কিতাবের শিক্ষা) লোকদের মধ্যে প্রচার করবে, তা গোপন করবে না, কিন্তু তারা তা শেখনে ছুড়ে মারলো এবং সামান্য মূল্যে তা বিক্রয় করলো। তারা যা বিক্রয় করছে তা কৃতইনা খারাব কাজ। তোমরা সেসব লোককে (আযাব থেকে সুরক্ষিত) মনে করো না, যারা নিজেদের কৃত কর্মের জন্য আনন্দিত এবং যা তারা করেনি, তার জন্য প্রশংসিত হতে তারা ভালোবাসে।"

অনুবোধ : মহান আল্লাহর বাণী :

اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِثَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآٰيٰتٍ لِّاُولٰٓئِى الْاَلْبَابِ .

"আসমান ও পৃথিবীর সৃষ্টি কৌশলে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে জানীদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।"

৭২০৭ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَسَّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَتَحَدَّثَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَعَ اٰهْلِهَا سَاعَةً ثُمَّ رَتَدَتْ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ قَعَدَ فَنظَرَ اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِثَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآٰيٰتٍ لِّاُولٰٓئِى الْاَلْبَابِ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاَسْتَنْ فَصَلَّى اِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اَذَّنَ بِاَذْنٍ يَدُلُّ فِىهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحِ

৪২০৮. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এক রাতে আমি আমার খালা মায়মুনার কাছে ছিলাম। রাতের বেলা রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্থায়ী (মায়মুনা) সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর ঘুমিয়ে পড়লেন। রাতের এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে তিনি (ঘুম থেকে জেগে) উঠে বসলেন এবং আসমানের দিকে তাকিয়ে পড়লেন : "আসমান ও পৃথিবীর সৃষ্টি কৌশলে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।" এরপর তিনি উঠে অযু ও মিসওয়াক করলেন এবং এগার রাক'আত নামায পড়লেন। পরে বেলাল আযান দিলে দু'রাক'আত নামায পড়ে (মসজিদে) চলে গেলেন এবং ফজরের (ফরয) নামায পড়লেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَيْمَامًا وَقَعُورًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ -

(“আসমান ও পৃথিবীর সৃষ্টি কৌশলে এবং রাত ও দিনের আবর্তের মধ্যে এমন সব জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে) যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে আর আসমান ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কিত ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে।”

۹- ۷۲ - عَنِ ابْنِ قَبَائِسٍ تَالِ بِتٍ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقُلْتُ لَا تَنْظُرَنَّ
إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَطَرِحَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ زِيَادَةً فَنَامَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي كَوَلِيمَا يُجْعَلُ يُسْمَعُ النَّوْمُ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَرَأَ آيَاتِ الْعَشْرِ
الْأُولَىٰ خَرَمِنَ إِلَىٰ عِمْرَانَ حَتَّىٰ خَتَمَ ثُمَّ أَتَىٰ شَيْئًا مَعْلَقًا نَاحِدَةً نَتَوَضَّأُ
تَمَّ تَامَ يَصِلُنِي فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ إِلَىٰ جَنْبِهِ
فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ رَأْسِي ثُمَّ أَخَذَ بِأُذُنِي فُجْعَلُ يَقْتُلُهَا ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ
صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ
ثُمَّ أَدْتَرَّ -

৪২০৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এক রাতে আমি আমার খালা মায়মুনার কাছে ছিলাম। আমি মনে মনে স্থির করলাম, আজ (রাতে) আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায পড়া দেখবো। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্য বিছানা পাতা হলে তিনি তার লম্বা দিকে নিদ্রা গেলেন (আর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আড়াআড়ি শুয়ে নিদ্রা গেলেন)। রাতে উঠে রসূলুল্লাহ (সঃ) দু'হাতে মধ্যমমুন্ডল ঘসে ঘুমের আমেজ দূর করলেন। অতঃপর সূরা আলে-ইমরানের শেষ দশটি আয়াত (প্রথম দিক থেকে) পড়তে থাকলেন এবং পড়ে শেষ করলেন। তারপর ঘরে লটকানো একটি পুরোনো মশকের কাছে গেলেন এবং সেটি নিয়ে তার পানি দিয়ে অযু করলেন এবং নামায পড়তে দাঁড়ালেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, এরপর আমিও উঠলাম এবং তিনি যা যা করেছিলেন তা করে (নামায পড়ার জন্য) তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িলাম। তখন তিনি আমার মাথার ওপর তাঁর হাত রাখলেন এবং তারপর আমার কান ধরে মোড়ান দিতে থাকলেন। তারপর তিনি

সংক্ষিপ্ত কীরায়াত করে (ফজরের) দর'রাক'আত (সন্নত) নামায পড়লেন এবং মসজিদে গিয়ে ফজরের নামায পড়লেন।

জনদু'হাঃ : رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ إِتْمِنُوا بِرَبِّكُمْ تَامِتًا -

“হে আমাদের পরোমারদিগার! আমরা একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি, যিনি আমাদেরকে (এই বলে) ঈমানের প্রতি আহ্বান জানানোছিলেন,—তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনো। আমরা এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছি।”

۴۲۱ - هُنَّ كَسِيْبُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ نَأْضُطَجَعْتُ فِي عَرْشِ الْوَسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طَوْلِبِهَا تَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا ائْتَصَفَ اللَّيْلَ أَوْ قَبْلَهُ يَقْلِيلُ أَوْ بَعْدَ أَ يَقْلِيلُ امْتَقَطَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَنَابِهِ فَجَلَسَ يَسْمَعُ التَّوَمَّ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ تَامَ إِلَى ثَمَنِينَ مَعْلَقَةً تَتَوَضَّأُ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ تَامَ يُعَلِّي قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَقَمْتُ فَصَعَنْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ دُهِبَتْ فَقَمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ الْيُسْئَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بَأُذُنِي الْيُسْئَى يَقْتَلِمَا نَهْمَلِي رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ رُكْعَتَيْنِ حَتَّى جَاءَهُ الْمَوْزِنُ فَقَامَ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

৪২১১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত দাস কুরাইব থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর খালা নবী (সঃ)-এর স্ত্রী মায়মুনার ঘরে একদিন রাতিস্থাপন করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি বিছানার একপ্রান্তে আড়াআড়ি শুয়ে পড়লাম। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর স্ত্রী বিছানার লম্বা দিকে শুয়ে পড়লেন। মথারাতের কিছু পূর্ব বা পর পর্বন্ত রসূলুল্লাহ (সঃ) ঘুমালেন এবং এরপর ঘুম থেকে জেগে উঠে মদখমন্ডলে হাত রগাড়িয়ে ঘুমের ভাব দূর করলেন। অতঃপর সূরা আলে-ইমরানের শেষ দশটি আয়াত পাঠ করে ঘরে লটকানো একটি পানিভর্তি মশকের কাছে গেলেন এবং তার পানি দিয়ে উশ্মরূপে অবনু করলেন। অতঃপর নামাযে দাঁড়ালেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, আমিও উঠে তিনি যেসব কাজ করেছিলেন, সেসব কাজ করে তাঁর পাশে গিয়ে নামাযে দাঁড়িলাম। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর ডান হাতখানা আমার মাথার ওপর রেখে আমার ডান কান ধরে মোড়াতে থাকলেন (যাতে আমার ঘুমভাব পুরোপুরি দূর হয়ে যায়) এবং দর'রাক'আত নামায পড়লেন। তারপর দর'রাক'আত, তারপর দর'রাক'আত, তারপর দর'রাক'আত, তারপর দর'রাক'আত এবং তারপর আরো দর'রাক'আত নামায পড়লেন। এরপর 'বিতল' পড়ে শুয়ে পড়লেন। অতঃপর মদ্যাবু'যিন ফজরের আযান দিলে তিনি উঠলেন এবং সংক্ষিপ্ত কীরায়াত করে (ফজরের) দর'রাক'আত (সন্নত) নামায পড়লেন। এরপর মসজিদে গিয়ে ফজরের (ফরয) নামায পড়লেন।

সূরা আন-নিসা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَنْ خِفْتُمْ أَنْ تَفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ أَنْ يَنْكَحُوا مَا طَابَ لَهُمْ ۗ

مِنَ النَّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

“যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচার করতে পারবে না, তাহলে মেয়েদের মধ্যে ধানেরকে পসন্দ হয় এমন দুজন, তিনজন বা চারজন পর্যন্ত বিয়ে করো।”

۴۲۱۲- عَنْ مَالِكَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَكَفَّهَا وَكَانَ لَهَا عَدُوٌّ وَكَانَ يُسِيكُهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ نَزَلَتْ فِيهِ ذَاتُ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ أَجْسَبُهُ تَالُ كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَدُوِّ وَفِي مَالِهِ

৪২১২. আয়েশা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে একটি ইয়াতীম মেয়ে প্রতিপালিত হচ্ছিলো। মেয়েটির একটি খেজুর বাগান ছিলো। সে তাকে বিয়ে করেছিলো। তার অন্তরে মেয়েটির জন্য কোন ভালবাসা বা আকর্ষণ ছিলো না। সে ওই খেজুর বাগানের জন্যই তাকে কাছে রেখেছিলো। এ ব্যক্তি সম্পর্কেই এ আয়াতটি নাযিল হয় : “যদি আশংকা হয় যে, তোমরা ইয়াতীমদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না তাহলে একটিমাত্র স্ত্রীলোককে বিয়ে করো।” বর্ণনাকারী উরুওয়া বলেন, আমার মনে হয় হিশাম ওই ইয়াতীম স্ত্রীলোকটির পদরুটির সাথে খেজুর বাগান ধন-সম্পদে অংশীদার হওয়ার কথা বলেছিলেন।

۴۲۱۳- عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الرَّبِيعِ أَنَّهَا سَأَلَتْ مَالِكَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَقَالَتْ يَا بِنْتُ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرٍ وَإِيَّاهُ تَشْرِكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعِجِبُهُ مَالُهَا وَجَبَالُهَا فَيَرِيدُ وَلِيَّهَا أَنْ يَتَرَدَّ جُهَا بَعْدَ أَنْ يَفْسُقَ فِي مَدِينَتِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا عَائِرَةٌ فَتَهْوُوا عَنْ أَنْ يَنْكَحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَفْسِدُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَهْلِي سُنَّتِهِنَّ فِي الْمَدِينَةِ فَأَمْرٌ وَأَنْ يَنْكَحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِوَاهِنٌ تَالُ عُرْوَةُ تَالَتْ مَالِكَةَ وَأَنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَاسْتَفْتَوْكَ فِي النِّسَاءِ قَالَتْ مَالِكَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ فِي

اِيَةً أُخْرَى وَتُرْفِعُونَ أَنْ تَنْكَحُوهُمْ رُعْبَهُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَسِيْتِهِ
 حِينَ كُنْتُمْ تِلْكَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ قَالَتْ فَهُمْ أَلَا يَنْكَحُوا عَنْ مَنْ
 رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي بَيْتِ النِّسَاءِ إِلَّا بِإِطْقِ مِنْ أَجْلِ رُعْبِهِمْ فَهُمْ
 إِذَا كُنْتُمْ تِلْكَ بِلِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ.

৪২১০. উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশাকে মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী : “ওয়া ইন খিফ-তুম আল্লা-তুকাসিতু ফিল্ ইয়াতামা”—“যদি তোমরা ভয় করো যে, ইয়াতামীদের ব্যাপারে ইনসাফ ঠিক রাখতে পারবে না”—এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : হে ভাণে, যেসব ইয়াতামী, মেয়েরা তাদের তত্ত্বাবধানকারী গার্জিমানদের (ওয়ালী) সম্পদের অংশীদার হতো, তার সম্পদের লোভ ও রূপ-বোবনের আকর্ষণ হেতু উক্ত গার্জিমান তাকে অনার্য যে পরিমাণ মোহরানা দিয়ে বিয়ে করতে প্রস্তুত ইনসাফের দাবী অনুযায়ী উক্ত পরিমাণ মোহরানা দিয়ে বিয়ে করতে চাইতো না। এ আয়াত তাদেরকে (উক্ত গার্জিমানদেরকে) ঐসব “ইয়াতামী”দের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে তাদের মোহরানা প্রদানের ব্যাপারে সর্বোত্তম রীতিনীতি অনুসরণ করলে তা স্বতন্ত্র কথা। অন্যথায় তাদের পসন্দমত অন্য মেয়েদের বিয়ে করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উরওয়া বলেন, আয়েশা বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর কিছ্র লোক বিষয়টি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে জানতে চাইলে আল্লাহ “ওয়া ইয়াস্তাফ-তুনাকা ফিন্-নিসায়ে”—“লোকেরা তোমাকে মেয়েদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে”—আয়াতটি নাযিল করেন। আয়েশা বলেছেন, পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহর বাণী : وَتُرْعَىٰ عَنْهُمْ أَنْ تَنْكَحُوهُمْ (ধাদেরকে বিয়ে করা তোমরা অপসন্দ করো)-এর অর্থ হলো, অর্থ-সম্পদ ও রূপ-বোবন কম থাকার কারণে তোমাদের কেউ “ইয়াতামী” মেয়েদেরকে বিয়ে করতে অপসন্দ করলে তাদেরকে অর্থ-সম্পদ ও রূপ-বোবনবতী ইয়াতামী স্ত্রীলোকদেরকে পসন্দ হলেও বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে অর্থ-সম্পদ ও রূপ-বোবন না থাকার কারণে অপসন্দনীয় হলেও যদি ইনসাফের ভিত্তিতে মোহরানা দেয়া হয় তাহলে বিয়ে করতে অনুমতি দেয়া হয়েছে।

অনুবোধ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَخَلْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
 فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا.

“(ইয়াতামীদের তত্ত্বাবধানকারীদের মধ্যে) কেউ গরীব হলে উত্তম পন্থায় নিয়ম শাফিক তা থেকে খেতে পারবে। আর যখন তাদের সম্পদ তাদেরকে ফেরত দেবে—তখন যেন সাক্ষী রেখে ফেরত দেবে। হিসেবের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হাদার। অর্থাৎ তাড়াহুড়ো করা। اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا থেকে উৎপত্তি। অর্থাৎ প্রস্তুত করে রেখেছি।”

۷۲۱۷- مَنِ هَتَمَ مِنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِثَةٍ فِي كَوَلِبِ تَعَاوَى وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
 فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ تَنْزَلَتْ فِي مَالِ الْيَتِيمِ
 إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَتَىٰ كُلُّ مَنَّهُ مَكَانَ قِيَامِهِ يَلُوكُ بِمَعْرُوفٍ.

৪২১৪. হিশাম তাঁর পিতা উরওয়া ইবনে যু'বাইরের মাধ্যমে আয়েশা থেকে মহান আল্লাহর বাণী : “ওয়ামান কানা গানিয়ান ফাল্ ইয়াসতা'ফিফ্ ওয়ামান কানা ফাকীরান ফাল্-ইয়া কুল বিল-মা'রুফ” —ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী যদি সম্পদশালী হয় তাহলে ঐ অর্থ গ্রহণ করা থেকে নিজেকে দূরে রাখা উচিত। তবে কেউ গরীব হলে তা থেকে উত্তম পন্থায় নিয়ম মারফক খেতে পারবে” —সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতটি “ইয়াতীম”দের সম্পদ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। “ইয়াতীমের” ও তার অর্থ-সম্পদের তত্ত্বাবধানকারী যদি গরীব হয় তাহলে “ইয়াতীম”কে প্রতিপালন করতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে তা প্রতিপালনকারী গ্রহণ করবে। তবে তা উত্তম পন্থায় নিয়ম মারফক গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

“মিরাস (মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ) বণ্টনের সময় কোন নিকটাত্মীয় কিংবা ইয়াতীম ও মিসকীন কেউ এসে উপস্থিত হলে উক্ত সম্পদ থেকে তাদেরকেও কিছু দাও এবং তাদেরকে উত্তম ও মহতভাবে সম্বোধন করো।”

۴۲۱۵ - عَنْ ابْنِ مَيْمَانَ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ قَالَ هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمُسْوَخَةٍ

৪২১৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) “ওয়া ইয়া হাদারাল কিস্মাতা উল্-ল কুরবা ওয়াল্ ইয়াতামা ওয়াল্ মাসাকীন —“মিরাস বণ্টনের সময় নিকটাত্মীয়, কোন ইয়াতীম বা মিসরীন এসে উপস্থিত হলে—” আয়াতটি মূহকাম বা স্পষ্ট অর্থজ্ঞাপক। এটি মনসুখ হয়নি।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : **يُوْصِيكُمُ اللّٰهُ فِىٓ اَوْلَادِكُمْ**
“আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তান সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন।”

۴۲۱۶ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَتْ بِنْتُ سَلِيْمَةَ مَاتِيْنِيْنَ فَوَجَدْتِىْ فِي الْبَيْتِ لَدَا عَجَلٍ نَدَا عَابِيَاءُ فَتَرَوْنَا مِنْهُ تَمْرٌ رَشٌّ مَّكِّيٌّ فَأَنْقَضْتُ نَقْلَتُ مَا تَامَ مِنْهُ أَنْ أَسْتَعِ فِي مَالِي يَارَ مَسُوْلَ اللّٰهِ نَزَلَتْ يُوْصِيْكُمْ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ.

৪২১৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) ও আব্দ বকর বনী সালেমা গোত্রের একটি স্থানে পায়ে হেঁটে আমাকে রোগশয্যায় দেখতে আসলেন। নবী (সঃ) আমাকে বেহুশ অবস্থায় দেখতে পেলেন। তখন আমার কোন বোধ ছিলো না। তিনি পানি চেয়ে নিয়ে অর্ধ করলেন এবং অবশিষ্ট পানি আমার শরীরে ছিটিয়ে দিলেন। তখন আমি হুশ ফিরে পেলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আদেশ করছেন? এরপরই “ইউসীকুমুল্লাহ্ ফী আওলাদেকুম” আয়াতটি নাযিল হলো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : **و لَكُمْ نَصِیْبٌ مَّا تَرَكَ اَزْوَاجِكُمْ**
“তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে অর্ধেক লাভ করবে।”

۴۲۱۷- عَنِ ابْنِ مَيْسَرٍ قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَالِدِ لِلْوَالِدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
فَسَمِعَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبُّ لِيَجْعَلَ لِلدَّكْرِ مِثْلَ حِطِّ الْأُنثَى وَجَعَلَ لِلْبُؤْرَيْنِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثَّلْثَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثَّمِينَ وَالرَّبِيعَ وَ
لِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرَّبِيعَ.

৪২১৭. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (ইসলামের প্রাথমিক যুগে মৃত ব্যক্তির পরিভাষ্য) সমস্ত অর্থ-সম্পদ সন্তানরা লাভ করতো। আর পিতা-মাতা সম্পদ লাভ করতো অছয়ত অনুসারে। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে এ ব্যবস্থার যতটুকু ইচ্ছা মনসুখ করে পুরুষদের জন্য মেয়েদের পরিমাণের স্মিগুণ ব্যবস্থা করলেন। পিতা-মাতার জন্য অবস্থাভেদে (ছেলের সম্পদে) এক-ষষ্ঠাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ নির্দিষ্ট করে দিলেন। স্ত্রীর জন্য অবস্থাভেদে নির্দিষ্ট করে দিলেন এক-অষ্টমাংশ কিংবা এক-চতুর্থাংশ। আর স্বামীর জন্য অবস্থাভেদে অর্ধেক কিংবা এক-চতুর্থাংশ নির্দিষ্ট করে দিলেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : لا تجعل لكم ان ترثوا النماء كرها
“জবরদস্তিমূলকভাবে মেয়েদের অভিভাবক বা উত্তরাধিকারী সেজে বসা তোমাদের জন্য হালাল নয়।”

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, لا تسمعوا من অর্থ তাদের প্রতি কঠোরতা করা না।
“অর্থ গোনাহ। اعملوا اجمعوا اجمعوا একদিকে ঝুঁক পড়া, আর نحلوا অর্থ মোহরানা।”

۴۲۱۸- عَنِ ابْنِ مَيْسَرٍ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِدُ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ
كُرْهًا وَلَا تَعْمَلُوا مِنْ لِسَانِهِمْ أَوْ يَبْعُوا بِبَعْضِ مَا أَيْتَمَرُوا مِنْ قَانَ كَانُوا إِذَا مَاتَ
الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقُّ بِأَمْرَاتِهِ إِنْ ذَاءَ بَعْضُهُمْ تَرْتُوا جَمَاهُ وَإِنْ شَاءَ وَ
زَوْجًا وَوَ إِنْ شَاءَ لَبْرُ زَوْجًا مَا نَهَمُ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا فَانزَلَتْ هَذِهِ
الْآيَةَ فِي ذَلِكَ.

৪২১৮. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি “ইয়া আই ইউহাল্লাযান্না আমান্দ.....” —“হে ঈমানদারগণ! জবরদস্তিমূলকভাবে মেয়েদের অভিভাবক বা উত্তরাধিকারী হয়ে বসা তোমাদের জন্য হালাল নয়। আর (মোহরানা হিসেবে) তোমরা তাদেরকে যা কিছু দিয়েছো তার কিছু হস্তগত করা বা মেরে দেয়ার জন্য তাদেরকে জ্বালাতন ও অতিষ্ঠ করো না।”—আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার ওয়াসিশরা সে ব্যক্তির স্ত্রীও মালিক মোখতার হয়ে বসতো। তাদের কেউ চাইলে তাকে বিয়ে করতো। ইচ্ছা করলে তারা তাকে অন্যত্র বিয়ে দিত আবার ইচ্ছা করলে বিয়ে দিত না। তার বংশের লোকদের চাইতে এরাই তখন তার বড় হকদার হয়ে বসতো। এ আয়াত এ বিষয়টি সম্পর্কেই নাযিল হয়েছিলো।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وَالْأَقْرَبُونَ . وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ .

আর আমি পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পদের উত্তরাধিকারী নির্দিষ্ট করে দিয়েছি।”

موالى শব্দের অর্থ হকদার বা উত্তরাধিকারী। যাদেরকে কসম বা শপথের মাধ্যমে উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে, অর্থাৎ বন্ধ, مولى অর্থ চাচাতো ভাই। আশাদ-কারী প্রভৃৎ যে ইহসান করে আশাদ করে দেয়। مولى অর্থ আমাদকত ক্বীতদাস, ক্বীতদাসের মালিক এবং স্বীনবন্ধ।”

۴۲۱۹ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَدْرِي تَالَ دَرْتَهُ وَالذِّينُ عَادَتْ
 اِيْمَانُكُمْ كَانَ اَلْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ يَرِثُ لِمَهَا جَرِي
 الْاَنْصَارِيُّ دُونَ ذَوِي رَحْمِهِ لِالْاُخُوَّةِ السِّيِّ اَخِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 تَلَمَّا تَزَلَتْ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي نَسَخَتْ ثُمَّ تَالَ وَالذِّينُ عَادَتْ اِيْمَانُكُمْ
 مِنَ النَّهْرِ وَالرِّيَادَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَقَبْلَ ذَهَبِ الْمِيْرَاثِ وَيُرْوَى لَهُ.

৪২১৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : “ওয়া লিকুল্লিন্ জা’আলনা মাওয়ালিয়া” আয়াত খণ্ড উল্লেখিত موالى শব্দের অর্থ ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী। আর “ওয়াল্লাযীনা আকাদাত আলমানুকুম” আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, মদীনায় হিজরত করে আসার পর পরস্পর রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় না হওয়া সত্ত্বেও নবী (সঃ)-এর পাতাগো দ্রাভু-সম্পর্কের মহাজিররা আনসারদের সম্পদেব উত্তরাধিকারী হতো। কিন্তু “ওয়া লিকুল্লিন্ জা’আলনা মাওয়ালিয়া” আয়াত নাযিল হওয়ার পর তা মনসুখ বা বাতিল হয়ে গেল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, “ওয়াল্লাযীনা আকাদাত আলমানুকুম” অর্থাৎ যারা শপথ বা কসমের মাধ্যমে পরস্পর সাহায্য, সহযোগিতা ও ভাল কাজের সহযোগিতা দানের ওয়াদা ও চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে পরিত্যক্ত সম্পদে তাদেরও আর কোন হক থাকলো না। বরং তারা পরস্পরের জন্য অর্ছয়ত করতে পারে (সে স্বেচ্ছায় অবশিষ্ট রাখা হলো)।

অনুব্ধেদ : মহান আল্লাহর বাণী : ان لله لا يظلم مشقال ذرة

“আল্লাহ তা’আলা অণুপরিমাণ ধ্বংসও করেন না। অর্থাৎ একটি অণুর যে পরিমাণ ওজন হয় ততখানি ধ্বংসও আল্লাহ তা’আলা করেন না।”

۴۲۲۰ - هُنْ اِنِّي سَعِيْدِيْنِ اَلْمُحْدِ رِيِّي اَنْ اُنَا سَا فِي زَمِيْنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 تَاوَا اَيَا رَسُوْلِ اللهِ هَلْ تَرِي رَبَّنَا يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ تَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحْرُ هَلْ تَضَارُوْنَ
 فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ بِالنَّظْمِ بِرِيَّةٍ صُوُو لَيْسَ فِيْهَا سَحَابٌ تَاوَا لَا تَالَ فَهَلْ تَضَارُوْنَ
 فِي رُوْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ صُوُو لَيْسَ فِيْهَا سَحَابٌ تَاوَا لَا تَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 تَاوَا تَضَارُوْنَ فِي رُوْيَةِ اللهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ اَلَا كَمَا تَضَارُوْنَ فِي رُوْيَةِ
 اَحَدٍ جَمَا اِذَا كَانَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ اَلَّذَنْ مُؤَدِّيْنَ يَتَّبِعُ كُلُّ اُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ فَلَا
 يَبْقَى مِنْ كَانْ يَعْْبُدُ غَيْرَ اللهِ مِنَ الْاَصْنَامِ وَالْاَنْصَابِ اَلَّا يَتَسَاطُوْنَ فِي
 النَّارِ حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ اِلَّا مَنْ كَانْ يَعْْبُدُ اللهَ بَرُّ اَوْ فَاجِرٌ وَغَمَّارَاتُ اَهْلِ الْكِتَابِ
 فَتُسَدُّ عَلَى الْيَهُودِ يَقَالَ لَهُمْ مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ تَاوَا اَلْحَنَّا تَعْبُدُ مَزْيَرَانِ

ابْنُ اللَّهِ يُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَا تَخَذُ اللَّهُ مِنْ مَا حَبَبَ وَلَا دَلِيلَ فَمَاذَا تَبْعُونَ
 تَالُوا عَيْشَنَا رَبَّنَا فَاسْتَمْنَا نَيْسَارَ الْأَتْرُدُونَ فَيَحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَمَا تَهَا
 سَرَابٌ يَحِطُّ بِبَعْضِهَا بَعْضًا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ تَسْرِيْدٌ عَلَى النَّصَارَى
 يُقَالُ لَهُمْ مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ تَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيْمِ ابْنَ اللَّهِ
 يُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَا تَخَذُ اللَّهُ مِنْ مَا حَبَبَ وَلَا دَلِيلَ يُقَالُ لَهُمْ مَا تَبْعُونَ
 نَكْذِبُكَ بِمَثَلِ الْأَوَّلِ حَتَّى إِذَا كُرَيْبِيُّ إِلَّا مَنْ كَاتَ يُعْبَدُ اللَّهُ مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِرٍ
 أَنَا هُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فِي أُذُنِ سُورَةٍ مِنَ النَّبِيِّ رَأَوْهُ فِيهَا يُقَالُ مَاذَا تَنْتَظِرُونَ
 وَيَبْحُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ تَالُوا نَارَ مَنَا النَّاسِ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَنْفَرِ مَا كُنَّا
 إِلَيْهِمْ وَلَسْنَا جِئَهُمْ وَنَحْنُ تَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُ يَقُولُ أَنَا
 رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

৪২২০. আব্দু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) নবী (সঃ)-এর , সময়ে
 কিছু লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! কিয়ামতের দিন আমরা কি
 আমাদের রবকে দেখতে পাবো। নবী (সঃ) বললেন : হ্যাঁ, দেখতে পাবে। মেঘমদুস্ত আকাশে
 দিনের আলোতে সূর্যকে দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? সবাই জবাব দিলো,
 না। তিনি বললেন : পূর্ণিমার রাত্রে মেঘমদুস্ত আকাশে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন
 অসুবিধা হয়? সবাই জবাব দিলো, না। তখন নবী (সঃ) বললেন : এভাবে চাঁদ ও সূর্যের
 কোন একটিকে দেখতে তোমরা যতখানি অসুবিধা মনে করো কিয়ামতের দিন আল্লাহকে
 দেখতে ততটুকু অসুবিধা মাত্র হবে। কিয়ামতের দিন একজন ঘোষণা ঘোষণা করবে, প্রত্যেক
 ব্যক্তি যে যার ইবাদত করতে, সে তার সাথে দলভুক্ত হয়ে যাও। সত্তরাং যারা আল্লাহ ছাড়া
 মর্ত্তি বা পাথরের পূজা করতো তারা সবাই দৌষে নিাক্রান্ত হবে—একজনও অবশিষ্ট থাকবে
 না। অবশেষে যখন আল্লাহর ইবাদতকারী নেককার, গোলাহগার ও দু'-চারজন আহলে
 কিতাব ছাড়া আর কেউ-ই অবশিষ্ট থাকবে না। তখন ইয়াহুদদের ডেকে বলা হবে, তোমরা
 কার ইবাদত করতে? তারা বলবে আমরা আল্লাহর বেটা উষায়েরের ইবাদত করতাম। তখন
 তাদের বলা হবে, তোমরা মিথ্যা কথা বললে। আল্লাহ কাউকে স্ত্রী বা সন্তান হিসেবে গ্রহণ
 করেননি। তোমরা কি চাও? তারা বলবে : হে আমাদের রব! আমরা পিপাসার্ত হয়ে
 পড়েছি। আমাদের পানি পান করতে দিন। তখন তাদেরকে মরীচিকার মতো একটি প্রান্তর
 দেখিয়ে বলা হবে সেখানে যাও। এভাবে তাদের সবাইকে এমন আগুনের মধ্যে একত্রিত করা
 হবে, যার এক অংশ আর এক অংশকে আক্রমণ করেছে এভাবে তারা সবাই দৌষে
 পতিত হবে। তারপর নাসারা (খৃষ্টান)-দেরকে ডাকা হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কার
 ইবাদত ও দাসত্ব করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহর বেটা ইসা মসীহর ইবাদত করতাম।
 তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলা কাউকে স্ত্রী বা সন্তান-
 রূপে গ্রহণ করেননি। তাদেরকে বলা হবে তোমরা কি চাও? জবাবে তারাও পূর্বের লোক-
 দের অনুরূপ বলবে। (অর্থাৎ ইয়াহুদদের মতো তারাও বলবে, আমরা পিপাসার্ত হয়ে
 পড়েছি, আমাদেরকে পানি পান করান।) অবশেষে আল্লাহর ইবাদতকারী ফেরকীর ও

গোনাগার লোক ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। তখন গোটা বিশ্বজাহানের রব আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে এমন সাধারণ আকৃতিতে আগমন করবেন, যে আকৃতিতে তারা ইতিপূর্বে তাকে দেখেছে। তাদের জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কিসের জন্য অধীর আত্মহে অপেক্ষা করছো? প্রত্যেকেই তখন নিজ নিজ উপাস্যের দলভুক্ত হয়ে যাবে। তখন তারা (আল্লাহর ইবাদতকারী) বলবে, দুনিয়ার যখন আমাদের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন ছিলো তখন আমরা লোকদেরকে বর্জন করেছিলাম। এমনকি তাদের সাহচর্যই আমরা পরি-
ত্যাগ করেছিলাম। আমরা যে রবের ইবাদত ও দাসত্ব করতাম, এখন তার জন্য অপেক্ষা করছি। আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন : আমিই তোমাদের রব বা প্রভু। তখন তারা বলবে, আমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুরকে শরীক করি না। এ কথা তারা দু' অথবা তিনবার বলবে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

كَفَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلَاءِ شَهِيدًا

“তখন কেমন হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাযির করবো আর তাদের ব্যাপারে আপনাকেই সাক্ষী হিসেবে পেশ করবো?”

المختال - ৩- المختال শব্দ দুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ অহংকারী।
المختال অর্থ আমি তাদেরকে বিলীন করে দেবো। معرا অর্থ ইম্মন।

۴۲۱ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدَةَ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ اِقْرَأْ عَلَيَّ قُلْتَ اَقْرَأْ
مَلِيكَ وَمَلِيكَ اُنزِلْ قَالَ يَا نَبِيَّ اَنْ اَسْبَعَهُ مِنْ فَيْرِي فَمَرَّتْ عَلَيْهِ
سُورَةُ التَّسَاوِ حَتَّى بَلَغَتْ كَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ
جِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلَاءِ شَهِيدًا قَالَ أَمْسِكْ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَدْرِنَانِ .

৪২২১. আমার ইবনে মুররা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) আমাকে বললেন : আমাকে কোরআন তিলাওয়াত করে শোনাও। আমি বললাম, আমি আপনাকে কোরআন তিলাওয়াত করে শোনাব? কোরআন তো আপনার ওপরই নাযিল হয়েছে। নবী (সঃ) বললেন : আমি অন্যের নিকট থেকে কোরআন শুনতে পসন্দ করি। আমি তখন তাকে সূরা নিসা পড়ে শোনাতে লাগলাম। “ফাকাইফা ইযাজিনা মিন কুল্লি উম্মাতিম বি শাহীদিন ওয়া জিনা বিকা আলা হাউলায়ে শাহীদা”—“তখন কেমন হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাযির করবো। আর তাদের ব্যাপারে আপনাকেই সাক্ষী হিসেবে পেশ করবো?” পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি বললেন, থামো। আমি দেখলাম, তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَسْتَمِرَّ
السَّاءِ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا .

“তোমরা যদি অসুস্থ হয়ে পড় অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ যদি পায়খানা থেকে আসে অথবা যদি স্ত্রীদের স্পর্শ করে আর তখন যদি পানি না পাও তাহলে পাক মাটি দিয়ে স্নান করো।”
ص-৩-১-১ অর্থ মাটি। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন :

طاغوت "ভাগ্য" বা খোদাগ্রাহী তারা যাদের কাছে লোকজন বিচার-ফয়সালায় জন্য যেতো। জুহাইনা গোত্রে একজন, আসলাম গোত্রে একজন—এরূপ প্রত্যেক গোত্রেই একজন করে গণক থাকতো। আর তাদের প্রত্যেকের কাছে শয়তান আসতো। উমর বলেছেন, جبت অর্থ মাদু এবং طاغوت অর্থ শয়তান। ইকরামা বলেছেন : হাবশীদের ভাষায় جبت অর্থ শয়তান এবং طاغوت অর্থ গণক।

۴۲۲۲ - عَنْ عَائِشَةَ تَأَلَّتْ حَدَكَّتْ قَلَادَةً لِأَسْمَاءَ بَعَثَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي ظِلِّهَا جَالًا فَخَضِرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسُوا عَلَى وَضُوءٍ وَرَأَى مَرِيحًا وَأَمَاءٌ فَصَلُّوا وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وَضُوءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ التَّيْسَ -

৪২২২. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (আমার নিকট থেকে) আসমার একটি হার হারিয়ে গেলে তা ভালোশ করতে নবী (সঃ) কয়েকজন লোককে পাঠালেন। এমতাবস্থায় নামাযের সময় হঠাৎ গেলো। কিন্তু তাদের কারোরই অর্ধ ছিলো না। কোথাও পানি না পেয়ে তারা অর্ধ ছাড়াই নামায পড়লে মহান আল্লাহ তায়াশ্বাহ সংক্রান্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : **واولى الامر منكم**

"আর তোমাদের মধ্যে যারা হুকুম দানের অধিকারী (তাদেরও আনুগত্য করো)।"

اولى الامر অর্থ হুকুম করার অধিকারী।

۴۲۲۳ - فَمِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أُطِيعُوا اللَّهَ وَأُطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُطِيعُوا الْأُمْرَ مِنْكُمْ قَالَ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَدَّائَةَ بْنِ قَلْبِ بْنِ عَبْدِ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ -

৪২২৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আতীয়ুল্লাহা ওয়া আতীয়ুর রাসূলা ওয়া উলীল্ আমরি মিনকুম—"তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো আর তোমাদের মধ্যে যারা আদেশ দানের অধিকারী তাদের আনুগত্য করো।" এ আয়াতটি আবদুল্লাহ ইবনে হুযায়ফা ইবনে কাইস ইবনে আদীকে রসূলুল্লাহ (সঃ) একটি যুদ্ধাভিযানে পাঠালে তার সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَحْكُمُواكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ -

"আপনার রবের কসম! তারা ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পরস্পর মতভেদের বিষয়ে আপনাকে ফয়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করবে।"

۴۲۲۴ - عَنْ قُرُوءَةَ قَالَتْ خَاصِرَ الزُّبَيْرِ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي سَرِيَةٍ مِنَ الْحَرَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِشْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أُرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ إِنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوْنَ وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ إِشْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَجْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجِدِّ ثُمَّ أُرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ وَاسْتَوْعَى

النَّبِيِّ ﷺ لِلرَّبِّ بِرِحْقِهِ فِي صِرِّيهِ الْحُكْرَجَيْنِ أَحْفَنَةُ الْأَنْصَارِ مِ
كَانَ أَشَارَ عَلَيْهِمَا بِأَمْرٍ لَّهُمَا نَيْبِ سَعَةٍ قَالَ الرَّبُّ بِنَا أَحْسِبُ مِنْ
الْآيَاتِ الْأَنْزَلَتْ فِي ذَلِكَ فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِتُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا
شَجَرَ بَيْنَهُمَا -

৪২২৪. উরুগুয়া ইবনে যদ্বাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যদ্বাইর ইবনুদ আওয়াম মদীনার কক্ষরময় ভূমিতে (হাররা) পানি সেচ নিয়ে এক আনসারীর সাথে বিবাদ করলেন। [বিষয়টি নবী (সঃ)-এর কাছে উপস্থাপিত হলে] নবী (সঃ) বললেন : হে যদ্বাইর, প্রথমে তুমি তোমার জমিতে পানি দাও। তারপর তোমার প্রতিবেশীকে দাও। এ কথা শুনে আনসারী লোকটি বললো : হে আল্লাহর রসূল! সে আপনার ফুফাতো ভাই বলেই হয়তো আপনি এভাবে ফয়সালা করলেন। তখন নবী (সঃ)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। তিনি পুনরায় বললেন : হে যদ্বাইর! প্রথমে তুমি তোমার জমিতে পানি দাও। তারপর সেচ নালা ভর্তি করে পানি রাখো এবং এরপর তোমার প্রতিবেশীকে পানি দাও। আনসারী লোকটি নবী (সঃ)-কে রাগান্বিত করার কারণে তিনি যদ্বাইরের হক পুরোপুরি আদায় করার ব্যবস্থা করলেন। অন্যথায় উভয়কে প্রথমে যে হুকুম প্রদান করেছিলেন তাতে উভয়ের প্রতি খেয়াল রাখা হতো। যদ্বাইর বলেন : এ আয়াতটি অর্থাৎ “তোমার রবের শপথ! তারা ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের পরস্পর মতভেদের বিষয়ে আপনাকে ফয়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করবে” এ ঘটনা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে নাযিল হয়েছে বলে মনে করি না।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَ
الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

“যে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে সে আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্ত লোক, অর্থাৎ নবী, সিন্দিক, শহীদ ও নেকারদের সাথে থাকবে। আর এরূপ বন্দ্য লাভ করা কতই না উত্তম।”

৪২২৫. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনছি, এমন কোন নবী রোগাক্রান্ত হয় নাই, অথচ তাঁকে দানিয়া ও আখিরাতের মধ্য হতে একটিকে বেছে নেয়ার ইখতিয়ার দেয়া হয় নাই (যেটি ইচ্ছা তা গ্রহণ করতে পারেন)। যে রোগে তিনি ইশতিকাল করেন সে রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর কথা কড়া হয়ে গিয়েছিল।

সে সময় আমি তাঁকে বলতে শুনোঁছি, "মায়াল্লাযিনা আনু আমালাহু আলাইহিম মিনামাবী-য়ীনা ওয়াস্ সিন্দিকানা ওয়াশ্ শহাদায়ে ওয়াস্ সালেহীন"—"যাদের ওপর আল্লাহ নিয়ামত বর্ষণ করেছেন তাদের সাথে অর্থাৎ নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহদের সাথে।" আমি মনে করলাম তাঁকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَمَا لَكُمْ لَأَتَقَاتُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوَالِدَانِ
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَعْمَالُهَا.

"কেন তোমরা আল্লাহর পথে সেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য লড়াই করবে না, দুর্বল পেয়ে যাদেরকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে তারা ফারিসাদ করছে—হে আমাদের রব! আমাদেরকে এ জালাম জনপদ থেকে উদ্ধার করো

۴۲۲۶ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعِفِينَ .

৪২২৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি এবং আমার মা "মুসতাদ্ আফীনা" (অসহায় ও দুর্বল)-দের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

۴۲۲۷ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوَالِدَاتِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي وَمَنْ عَدَا اللَّهُ .

৪২২৭. ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস "ইল্লাল মুসতাদ্ আফীনা মিনাররিজাল ওয়াস্ নিসায়ে ওয়াস্ বিলদান" এ আয়াত খণ্ড তিলাওয়াত করে বললেন : আল্লাহ যাদের ওজর গ্রহণ করেছেন আমি এবং আমার মা তাদের অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا .

"তোমাদের এ কি হলো? মুনাজিকদের ব্যাপারে তোমরা দুঃদলে বিভক্ত হয়ে পড়লে। অশুচ তাদের কৃতকর্মের ফলে আল্লাহ তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন।" আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছেন।

۴۲۲۸ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ رَجَعَ نَاسٌ
مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَحَدٍ وَكَانَ النَّاسُ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ فَرِيقٌ يَقُولُ
أَتَلْمِمْ وَفَرِيقٌ يَقُولُ لَا نَتَلَمَّ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَقَالَ إِنَّهَا
طَيْبَةٌ تَنْجِي الْجَنَّةَ كَمَا تَنْجِي النَّارَ حَبَّتِ الْفِقْمَةَ .

৪২২৮. য়ায়েদ ইবনে সাবেল থেকে বর্ণিত। "ফামা লাকুম ফিল্ মুনাজিকানা ফিস্সাতাইনে" আয়াতখন্ডের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন : নবী (সঃ)-এর সঙ্গীদের কিছু লোক ওহদ থেকে

ফিরে আসলে অন্য সবাই দুর্দরকমের মতামত পোষণ করে দুর্দলে বিভক্ত হয়ে পড়লো। একদল বলছিলো, তাদেরকে হত্যা করা হোক। অন্যদল বলছিলো, তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়েছিলো : তোমাদের এ কি হলো যে, মূনাফিকদের ব্যাপারে তোমরা দুর্দলে বিভক্ত হয়ে পড়লে? নবী (সঃ) বলেছেন : মদীনার নাম হলো “তায়বা” বা পবিত্রস্থান। এ নোংরা ও অপবিত্রতা এগনভাবে বিদারিত করে, যেমনভাবে আগুনে গলিয়ে রৌপ্যের খাদ দূর করা হয়।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : **و إذا جاءهم امر من الآ من أو العوف اذاعوا به** “তাদের কাছে যখন শান্তি বা অশান্তিজনক কোন খবর পৌঁছায়, তখন তারা সে খবর প্রচার করে দেয়।” **استبسطوا** তারা সেটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে **حسبنا** অর্থ যথেষ্ট। **انما** বলা হয় প্রাণহীন ও অচেতন পদার্থকে যেমন : পাথর বা অনূরূপ পদার্থ। **سواد** অর্থ বিঘ্নোহী। **مكذب** থেকে উৎপন্ন। অর্থ কাটা। **طبع** অর্থ সীলনোহরকৃত। “একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। **لولا** ও **لهما**”

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : **ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم** “যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, তার প্রতিফল জাহান্নাম।”

২৭৭ - **عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ تَالِ اِخْتَلَفَ فِيهَا اَهْلُ الْكُوفَةِ فَرَعَلَتْ فِيهَا اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا اُجِرَ اَوْ ذُكِرَ جَهَنَّمَ مِثْلَ خِزْمَاتٍ لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ**

৪২২৯. সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এ আয়াতের হুকুম সম্পর্কে কুফা বাসীদের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিলে আমি এ বিষয়ে জানার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে গেলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : “ওয়ামাই ইয়াকতুল মুমিনান্ মূতাআশ্শিমান্ ফাজায়াউহু জাহান্নাম” — “যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ইমানদারদের হত্যা করবে তার প্রতিফল হবে জাহান্নাম।” — এ আয়াতটি হত্যার হুকুম সংক্রান্ত বিষয়ে নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত। এটি অন্য কোন কিছুর দ্বারা মনসুখ হয়নি।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : **ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا** “আর যে ব্যক্তি তোমাদেরকে সালাম দেবে, তাকে বলা না : তুমি মুমিন নও।” **السلام** একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২২৩ - **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرَ تَقْوِيَةُ الْمَنِّ اَلْقَى اِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتُمْ مُؤْمِنًا تَالِ تَالِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ رَجُلًا فِي غَنِيْمَةٍ لَهٗ فَلِحِقَّةِ الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَتَلُوْهُ وَآخَذُوْا فَيْمِيْنَتَهٗ نَاَنْزَلَ اللهُ فِيْ فُلِكَ اِلَى قَوْلِهِ عَرَضَ الْخَبِيْرَةَ الدَّنْيَا**

৪২৩০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি— “ওয়াল্লা তাকুল্ লিমান আল্ কা ইলাকুমুস্ সালামা লাসত্ মুমিনান্”— “যে ব্যক্তি তোমাদেরকে সালাম দেবে তাকে বলা না : তুমি মুমিন নও”— আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন : এক ব্যক্তি ক্ষুদ্র একটি বকরীর পাল চরাচ্ছিলো। (যুদ্ধ ব্যাপদেশে) কিছুসংখ্যক মুসলমান তার কাছে পৌঁছলে সে

তাদেরকে আস্-সালাম, আলাইকুম বলে সালাম দিলে তারা সন্দেহবশতঃ লোকটিকে হত্যা করে তার বকরীর পাল গণীমাত হিসেবে নিয়ে নিলে আল্লাহ তাআলা এ ঘটনা সম্পর্কেই উপরোল্লিখিত আয়াতটি “আরাদাল হায়াতিদ্দুনিয়া” পর্যন্ত নাযিল করলেন। এখানে “আরাদাল হায়াতিদ্দুনিয়া” বলতে উক্ত বকরীর পাল বুঝানো হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

“মু’মিনদের মধ্যে যারা কোন রকম ওজর ও অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও বাড়ীতে বসে থাকে আর যারা আল্লাহর পথে (জান ও মাল স্কারা) জিহাদ করে তারা পরস্পর সমান হতে পারে না।”

৪২৩৪. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ رَأَى مِرْدَانَ بْنَ الْحَكِيمِ فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَتْ حَتَّى جَلَسَتْ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى عَلَيْهِ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يَمْلَأُ عَلَى قَائِلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَوْ أَشْطَحِجُّ إِلَيْهَا ذَلِمًا هَدَيْتُ وَكَانَ أَعْلَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ رَسُولِي وَفَخِذْتُ عَلَى فِخْدِي فَتَقَلَّتْ عَلَيَّ حَتَّى خَفْتُ أَنْ تُرْصَ فِخْدِي تُعْرَ سَبِي عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ.

৪২৩৯. সাহল ইবনে সাদ সাঈদী থেকে বর্ণিত। তিনি মারওয়ান ইবনুল হাকামকে মসজিদের মধ্যে দেখতে পেলেন। তিনি বলেন, আমি এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসলাম। তিনি আমাকে যান্নেদ ইবনে সাব্বেরের বর্ণিত একটি হাদীস বর্ণনা করে শুনালেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে দিয়ে কোরআনের আয়াত “লা ইয়াসতাবিলা কাইদনা মিনাল মু’মিনীনা ওয়ালা মুজাহিদনা ফি সায়ালিল্লাহ” লিখালেন। তিনি তখনও আমাকে দিয়ে আয়াতটি লিখাচ্ছেন এমন সময় আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম আসলেন। তিনি ছিলেন একজন অস্থ মানুস। তিনি বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি জিহাদ করতে সক্ষম হতাম তাহলে অবশ্যই জিহাদ করতাম। এ সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) এমন ভাবে বসে ছিলেন যে, তাঁর উরু আমার উরুর ওপর ভর দেয়া ছিলো। (হতাৎ) আমার কাছে তা ভারী বলে বোধ হলো। এমনকি আমি আমার উরু ভেঙে যাওয়ার আশংকা করলাম। এরপর তাঁর এ অবস্থা কেটে গেলো। আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন : “ওজর ও অসুবিধা ছাড়াই যারা জিহাদে অংশ গ্রহণ না করে বসে থাকে।”

৪২৩২. عَنْ الْبُرَيْدِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَيْدًا فَكَتَبَهَا فَبَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَشَكَ صَوْرَتَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ.

৪২০২. বারা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : “লা ইয়াস তাবিলা কাইদনা মিনাল ম্দামিনানী” আয়াতটি নাযিল হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) য়ায়েদ ইবনে সাবেতকে ডেকে তা লিখালেন। এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম এসে তার অসুবিধা ও অক্ষমতার কথা বললে আল্লাহ তা'আলা আয়াতখন্ড নাযিল করলেন।

۴۲۳۳- مَنِ الْبِرَاءِ قَالَ لَمَا نَزَلَتْ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَدْعُوْنَاكَ نَاجَاهُ وَمَعَهُ الدَّوَابُّ وَاللَّوْمُ وَالْكَسِيفُ
فَقَالَ أَكْتُبْ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
وَحُلْفَ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أُمَّ مَكْتُومٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا مَعَكُمْ فَنَزَلَتْ
مَكَانَهَا لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ أُولِي الضَّرَبِ وَالْمَجَاهِدُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

৪২০৩. বারা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : লা ইয়াস তাবিলা কাইদনা মিনাল ম্দামিনানী” আয়াতাতাশ নাযিল হলে নবী (সঃ) বললেন : অমদুক (যায়েদ ইবনে সাবেত) কে ডেকে আন। তিনি দোয়াত, কাম্বফলক ও হাড় নিয়ে আসলে নবী (সঃ) তাকে বললেন, “লা ইয়াস তাবিলা কাইদনা মিনাল ম্দামিনানী ওয়ালা ম্দজাহিদনা ফি সাবাবিলিল্লাহ” —“যারা বাড়াতে বসে থাকে তারা এবং আল্লাহর পথে জিহাদকারীরা সমান হতে পারে না” লিখ। নবী (সঃ)-এর পেছনেই আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম বসেছিলেন। তিনি বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমি তো অক্ষম ব্যক্তি। তখনই আবার নাযিল হলো : “যারা কোন প্রকার অক্ষমতা ও ওজর ছাড়া বাড়াতে বসে থাকে তারা এবং আল্লাহর পথে জিহাদকারীগণ সমান হতে পারে না।”

۴۲۳۴- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرُنَا لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
عَنْ بَدْرٍ وَالْحَارِ جُونَ مِنْ بَدْرٍ

৪২০৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন :) “লা ইয়াস তাবিলা কাইদনা মিনাল ম্দামিনানী” আয়াত খন্ড যারা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِنَّ الَّذِينَ تَرَأَوْا هُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي الْأَنْفُسِ هُمْ قَالُوا إِنَّمَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا
مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتَمَاجِرُوا فِيهَا
قَالُوا لَيْدِكَ مَا وَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.

“যারা নিজদের প্রতি নিজেরা জ্বালম করেছে তাদের জান কবজ করার সময় ফেরেশতারা বলে, তোমরা কি অবস্হায় ছিলো? তারা বলে : এই পৃথিবীতে আমরা অসহায় ও দুর্বল ছিলাম। ফেরেশতারা বলবে : আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলো না? তোমরা তো হিজরত করতে পারতে। ত্রৈস লোকের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। আর তা খুবই খারাব জায়গা।”

۴۳۵- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْأَسَدِ قَالَ قُلِحَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعَثَ فَأَكْتَبْتُ فِيهِ فَلَقِيْتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ أَسَدُ النَّهْمِيِّ ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَنَا وَمِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكْتَرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي السُّهُمُ يُرْمَى بِهِ فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يُضْرِبُ يَقْتُلُ فَاَنْزَلَ اللَّهُ رَاتِ اللَّيْلِ نَوَافِهُرَ الْمَلَائِكَةِ فَلَالِي أَنْفُسِهِمْ.

৪২৩৫. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল রহমান আব্দুল আস ওয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (শামবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য) মদীনাবাসীদের নিয়ে একটি সেনাদল গঠন করার ব্যবস্থা করা হলে তাতে আমার নামও তালিকাভুক্ত করা হলো। আমি তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত দাস ইকরামার কাছে গিয়ে তাকে সব কিছ্ বললাম। তিনি আমাকে এ সেনাদলে বোগদান করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। তারপর বললেন : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আমাকে বলেছিলেন : মুসলমানদের কিছ্ লোক মুশরিকদের সাথে থেকে রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে তাদের দল ভারী করেছিলো। নিষ্কণ্ট তাঁর এসে তাদের কারো শরীরে বিদ্ধ হলে সে নিহত হতো কিংবা আহত হলে পরে মারা যেতো। এরপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন : “যারা নিজেরা নিজেদের প্রতি ধূলুম করেছে, তাদের জান কবজ করার সময় ফেরেশতারা বলে (তোমরা কি অবস্থায় ছিলে)?”

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوَالِدَاتِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

“তবে যে সব পুরুষ, নারী ও শিশু প্রকৃতই অসহায় ছিল এবং বোয়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় যাদের নাই, তাদের কথা স্মরণ।”

۴۳۶- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ قَالَ كَانَتْ أُخْتُ وَمَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ

৪২৩৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। “ইল্লাল্ মুস্তাদ্ আফীনা”র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যাদের অক্ষমতা গ্রহণ করেছেন, আমার মা তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : فَحَسَىٰ لِلَّهِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا

“হয়তো বা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে, দেবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।”

۴۳۷- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَنَا النَّبِيُّ ﷺ وَبَيْنَ الْيَهُودِ إِذْ قَالَ سَبِّحْ اللَّهَ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ تَرَ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ اللَّهُمَّ سُبِّحْ يَا شَيْءُ ابْنِ أَبِي رَبِيعَةَ

اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ مِشَاةٍ اللَّهُمَّ نَجِّ الْوَلِيدَةَ الْوَلِيدَةَ اللَّهُمَّ نَجِّ
 الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مَفِيهِ اللَّهُمَّ
 اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسَبِي رُؤُفًا.

৪২০৭. আব্দ হুদাইয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : একদিন নবী (সঃ) এশার নামাযে “সামিরাআল্লাহ্, লিমান হামিদাহ” বলার পর এবং সিজদায় মাওয়ার পূর্বে এইভাবে দো‘আ করলেন, হে আল্লাহ, আইয়াশ ইবনে আব্দ রাবী‘আকে (কাফেরদের বদলম থেকে) নাজাত দাও, হে আল্লাহ, সালামা ইবনে হিশামকে নাজাত দাও, হে আল্লাহ, ওয়ালাদ ইবনে ওয়ালাদকে নাজাত দাও, হে আল্লাহ, দুর্বল ও অসহনীয় মসলমানদেরকে নাজাত দাও। হে আল্লাহ, মূবার গোত্রকে তোমার পক্ষ থেকে কঠোর শাস্তি দাও। হে আল্লাহ, ইউসুফের দর্ভক্ষের মত তাদের ওপর দীর্ঘস্থায়ী দর্ভক্ষ চাপিয়ে দাও।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا
 أَسْلِحَتَكُمْ

“অবশ্য বৃষ্টির কারণে কোন কষ্ট অনুভব করলে অথবা রোগাক্রান্ত হলে অস্ত্রত্যাগে অসুস্থ রোগে দিলে তোমাদের কোন গোনাহ হবে না।”

৪২০৮ - عَنِ ابْنِ مَسْرُودٍ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى قَالَ عَبْدُ
 الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ كَانَ جَرِيحًا.

৪২০৮. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আবদুর রহমান ইবনে আওফ আহত হয়ে পড়লে “বদি তোমরা বৃষ্টির কারণে কষ্ট অনুভব করো অথবা রোগাক্রান্ত হও” আয়াতটি তাঁর সম্পর্কেই নাথিল হয়েছিলো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَسْتَفْتِيكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ
 فِي يَتْلَىٰ النِّسَاءِ -

“হে নবী, লোকেরা আপনার কাছে নারীদের সম্পর্কে জানতে চায়। আপনি বলুন, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিচ্ছেন। আর প্রথম থেকেই ইয়াতীম নারীদের সম্পর্কে বেশব নির্দেশ তোমাদের শুনিয়ে আসা হচ্ছে, তাও আল্লাহ তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।”

وَلِيهَا دَوَارُهَا مَا شَرَكْتَهُ فِي مَالِهِ حَتَّىٰ فِي الْعِدَّةِ فَإِذَا غَبَّ أَنْ يَتَّخِذَهَا
 وَيَكْسِرُ أَنْ يَرَوْجَهَا رَجُلًا فَيَشْتَرِكُهُ فِي مَالِهِ بِمَا شَرَكْتَهُ فَيَعْضَلُهَا
 نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ -

۴۳۹- عَنْ فَالِثَةَ وَاسْتَفْتَوْنَا فِي النِّسَاءِ قَبْلَ اللَّهِ يَفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يَتْلُو
فِي كِتَابِ فِي يَتَمَّى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُو نَهْمَنَ مَا كَتَبَ لِهِنَّ وَتُرْمِزُونَ
أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ثَلَاثَ مَائَةِ هُوَ الرَّجُلُ تَكْرُرُ عِنْدَهُ الْبَيْتَةُ هُوَ

৪২৩৯. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : “হে নবী, লোকেরা আপনার কাছে নারীদের সম্পর্কে জানতে চায়। আপনি বলেন : তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিচ্ছেন। আর প্রথম থেকেই ইয়াতীম নারীদের সম্পর্কে যেসব নির্দেশ তোমাদেরকে শুনিয়ে আসা হচ্ছে, তাও আল্লাহ তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। (অর্থাৎ তোমরা যেসব ইয়াতীম মেয়েদের তাদের জন্য নির্দিষ্ট ন্যায় পাওনা দিচ্ছ না। আর তাদেরকে বিয়ে করতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করেছো কিংবা লোভের বশবতী হয়ে) বিয়ে করতে চাচ্ছ”- এ আয়াতটি এমন লোকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা কোন ইয়াতীম মেয়ের অভিভাবক এবং তার সম্পদের এমনকি খেজুরের বাগানেও উক্ত নারী একজন অংশীদার। সে (অভিভাবক ব্যক্তি) তাকে বিয়ে করতেও আগ্রহী নয়, আবার অন্য কারো সাথে বিয়ে দিতেও ইচ্ছুক নয়। কারণ, তাহলে সে (উক্ত পুরুষ) তার সম্পদে অংশীদার বা আগ্রহী হবে এবং সম্পদের তত্ত্বাবধান করবে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَأَنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

“যদি কোন নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা তার প্রতি অমনোযোগতার আশঙ্কা করে, এমতাবস্থায় তারা পরস্পর এ বিষয়ে একটি চুক্তি বা বৃথাপড়া করে নিলে কোন দোষ নাই।”

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : شقاق অর্থ পরস্পর ঝগড়া ফাসাদ করা. حضرت النفس الشح আম্মাতাংশের মধ্যে যে شح শব্দ আছে, তার অর্থ কোন জিনিসের জন্য অত্যধিক আকাংখা বা লোভ করা. كالمعلقة অর্থ যে (স্বীলোক) বিধবাও নয়, আবার স্বামীধারিণীও নয়। لشوزا অর্থ অসন্তুষ্টি, অমনোযোগিতা।”

۴۴۰- عَنْ فَالِثَةَ وَرَأَى امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا
قَالَتْ الرَّجُلُ تَكْرُرُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِسُكْرٍ مِنْهَا
يُرِيدُ أَنْ يَفَارِقَهَا تَقُولُ اجْعَلْكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلِّ فَتَرَلْتُ هُنَا
الْآيَةَ فِي ذَلِكَ.

৪২৪০. আয়েশা থেকে বর্ণিত। “যদি কোন নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা অমনোযোগতার আশঙ্কা করে। তাহলে তারা পরস্পর এ বিষয়ে একটি চুক্তি বা বৃথাপড়া করে নিলে কোন দোষ নাই”—এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আয়েশা বলেছেন : লোকটির স্বী আছে কিন্তু সে তার প্রতি বড় একটা ভালবাসা বা সাহচর্যের আকর্ষণ অনুভব করে না বরং তাকে ভালুক দিতে চায়। তখন উক্ত মহিলা তাকে বলে আমি আমার কিছ হক পরিত্যাগ করছি। তখন ঐ বিষয়ে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিলো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : . إِنَّ الصُّعَيْبِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ .

“মুনাফিকরা অবশ্যই জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে থাকবে।” আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, (دَرَكِ الْأَسْفَلَ) দোজখের সর্বনিম্নের আগুন! لَمَّا অর্থ মাটির নীচের স্ফুটন পথ।

۴۲۷۱- عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ كُنَّا فِي حَلَقَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَجَاءَ حَدِيثٌ حَتَّى تَأْمَ عَلَيْنَا فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ أُنزِلَ الْبَيْتُ عَلَى قَوْمٍ خَيْرٌ مِنْكُمْ قَالَ الْأَسْوَدُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ فَتَبَسَّخَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ وَجَلَسْتُ حَدِيثَهُ فِي تَاجِئَةِ الْمَسْجِدِ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ فَتَفَرَّقَ أَصْحَابُهُ فَرَمَانِي بِالْحَصَا فَاتَّيْتُهُ فَقَالَ حَدِيثُهُ عَجِبْتُ مِنْ ضَحْكِهِ رَدَدْتُ بَرَّتْ مَا قُلْتُ لَقَدْ أُنزِلَ الْبَيْتُ عَلَى قَوْمٍ كَانُوا خَيْرًا مِنْكُمْ ثُمَّ تَابُوا فَنَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ.

৪২৪১. আসওয়াদ ইবনে ইয়াসীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা কিছুর সংখ্যক লোক আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছে বসেছিলাম। ইতিমধ্যে হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (একজন সাহাবা) আমাদের কাছে পৌঁছলেন এবং সালাম দিয়ে বললেন : তোমাদের চেয়ে উত্তম লোকদের মধ্যেও নেফাক (মুনাফেকী) সৃষ্টি হয়েছিলো। আসওয়াদ কিছটা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন : সুবহানাল্লাহ! একি কথা!! আল্লাহ তাআলা বলছেন : “মুনাফিকরা অবশ্যই দোজখের সর্ব নিম্নস্তরে অবস্থান করবে।” এ কথা শুনে “আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ মুচুক হাসলেন। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান মসজিদের এক কোণে গিয়ে বসলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ উঠে পড়লেন এবং তাঁর সংগী-সাথীরাও বিকম্পিত হয়ে পড়লো। এ সময় হুযাইফা (ইবনুল ইয়ামান) একটি কংকর উঠিয়ে আমাকে ছুঁড়ে মারলেন। (অর্থাৎ আমাকে উঠে তাঁর কাছে যেতে ইংগিত করলেন)। আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি বললেন : আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে হাসতে দেখে বিস্মিত হয়েছি। অথচ, তোমাদের চেয়ে উত্তম লোকদের মধ্যেও নেফাক সৃষ্টি হয়েছিলো। আমার এ কথা তিনি ভাল করে বুঝতে পেরেছেন। অতঃপর তারা (যাদের মধ্যে নেফাক ঢুকাছিলো) তওবা করলো এবং আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করলেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর শাপী :

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَإِيُوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَ سُلَيْمَانَ وَآدَمَ إِذْ دَرَسُوا.

“হে নবী, আমি আপনার কাছে অহী পাঠিয়েছি। যেমন নূহ ও তারপরে আরো অনেক নবীর কাছে পাঠিয়েছিলাম। আমি আরো অহী নাযিল করেছি ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর সন্তানগণ ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলাইমানের প্রতি। আর আমি আদমকে শাবুদ কিতাব দিিয়েছিলাম।”

৭২৭২ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يَبْخِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ
أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُرْلُسَ بْنِ مَتَى .

৪২৪২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। নবী (স:) বলেছেন : কারো এ কথা বলা উচিত নয় যে, আমি [নবী (স:)] ইউনুস ইবনে মাস্তার চেয়ে উত্তম।৭

৭২৭৩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ
يُرْلُسَ بْنِ مَتَى فَقَدْ كَذَبَ .

৪২৪০. আব্দ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। নবী (স:) বলেছেন : যে ব্যক্তি বলে, আমি [নবী (স:)] ইউনুস ইবনে মাস্তা থেকে উত্তম সে মিথ্যাবাদী।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلِمَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَكْدٌ لَكُمْ
أُحْتِ نَلْعَانِمَتْ مَاتَرِكٌ وَهُوَ فِي مَمَاتٍ إِذْ لَسْرِيكُمْ لَمَّا وَكْدٌ .

“হে নবী, লোকজন তোমার কাছে ‘কলোলা’ অর্থাৎ নিঃসন্তান পিতা-মাতাহীন ব্যক্তি সম্পর্কে জ্ঞানতে চায়। তুমি বলে, আল্লাহ তোমাদেরকে ‘কলোলা’ সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন। (তা হলো) যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান মারা যায় (এবং তার পিতা-মাতাও বেঁচে না থাকে), শব্দ বোন থাকে। তাহলে বোন তার পরিত্যক্ত সম্পদের অধিকারী হবে। আর যদি বোন মারা যায় এবং তার কোন সন্তান না থাকে, তাহলে ঐ ব্যক্তি বোনের উত্তরাধিকারী হবে।” ‘কলোলা’ অর্থ পিতা বা পুত্র কেউ মার ওয়ারিস ছিলেবে নেই। আরবীতে বলা হয় *تكلل العصب* অর্থাৎ বংশ মার উর্ধ্বতন ও অবন্তন দুই দিকের উত্তরাধিকারী কোনটিই রাখে নাই।

৭২৭৪ - عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ الْخُرُؤُورَةُ تَزَلَّتْ بِرَأْوَةٍ وَاجْوَابَةٌ تَزَلَّتْ
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلِمَةِ .

৪২৪৪. বারাব ইবনে আবেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সর্বশব্দ নাযিল হওয়া সূরা হলো ‘বারাবাত’ এবং সর্বশেষ নাযিল হওয়া আয়াত হলো : ইয়াসাত্-তাফতুনাকা, কুলিল্লাহ্ ইক্-তাকুম ফিল-কালোলা।

৭. কোন নবীকে অন্য কোন নবীর চেয়ে উত্তম বলা ঠিক নয়। কারণ নবীগণ সকলেই আল্লাহর

বাণী বারক। কোরআন মজীদেও তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য না করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

• لا لفرق بين احد من رسله (তাদের কোন রসূলের মধ্যে পার্থক্য করি না)।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** -

“আজ আমি তোমার দ্বীনকে তোমার জন্য পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।”

৭২৭৫ - عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَتْ الْيَوْمَ لِعُمَرَ أَنْكَرْتُ تَقْرُونَ آيَةَ
لَوْ نَزَلَتْ فَبَيْنَا لَا نَحْنُ نَهَا عَيْدًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لَا أَعْلَمُ حَيْثُ أُنْزِلَتْ
وَآيَةٌ أَنْزَلَتْ وَآيَةٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أُنْزِلَتْ يَوْمَ هَرْنَةَ وَإِنَّا وَاللَّهِ بِمِرَّةٍ
تَالِ سَفِيَانٍ وَأَشْفُكَ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمْ لَا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

৪২৪৫. তারিক ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) ইয়াহুদরা উমরকে বললো : তোমরা এমন একটি আয়াত পাঠ করে থাকো তা যদি আমাদের সম্পর্কে নাযিল হতো, তাহলে ঐদিনটিকে আমরা উৎসবের দিন হিসেবে গ্রহণ করতাম। উমর বললেন : আমি জানি ঐ আয়াতটি কখন কিভাবে নাযিল হয়েছিলো, এবং কোথায় নাযিল হয়েছিলো। আর যখন তা নাযিল হয়েছিলো তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) কোথায় অবস্থান করছিলেন। আয়াতটি আরাফাতের দিন নাযিল হয়েছিলো। খোদার শপথ, আমরা তখন আরাফাতে অবস্থান করছিলাম। সুফিয়ান সাওরী বলেছেন : “আল-ইয়াওমা আকুমালুতু লাকুমদবী-নাকুম” (আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম) আয়াতটি যেদিন নাযিল হয়েছিলো সে দিনটি জুমআর দিন ছিলো কিনা আমার তা ভালো করে মনে নাই।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : **فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَمَمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا**

“যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তাম্মাম করো।” **تَمَمُوا** অর্থ সংকল্প
করো। **امتن** অর্থ সংকল্পকারী হয়ে **تيممت** শব্দদ্বয়ের একই
অর্থ। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : **لستم** و **تسومن** এবং
- **دخلم** **بهن** এবং **افضاء** এ শব্দগুলি সহবাস অর্থে ব্যবহৃত হয়।”

৭২৭৬ - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فِي بَعْضِ أَصْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدِ أَوْ أَدْبَادَاتِ الْبَيْشِ انْقَطَعَ مَقْدَرُ
لِي فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْإِتْمَاسِ وَأَتَانِي النَّاسُ مَعَهُ وَكَيْسُوا عَلَى مَاءٍ
وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَتَى النَّاسَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ الصِّدِّيقِ فَقَالُوا أَلَا تَرَى مَا
صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَتَانَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ وَكَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ
مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَارْفَعَ رَأْسَهُ عَلَى يَدَيْ تَدَانِمْ
وَقَالَ حَبِستِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ وَكَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ

عَلَيْهِ فَاثْنَةَ فَعَاثَبْنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِمِثْقَالِ
فِي خَاصِرَتِي وَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانَ رَسُوفِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِجْدِي
تَقَامَ رَسُوفِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ أُمْبِرٌ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّبَسُّمِ
تَبَسُّمًا فَقَالَ أَسِيدُكَ حَضِيرٌ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرٍّ كَتَبْتُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ تَالَتْ
فَبَعَثْنَا الْبُعَيْرَ الَّذِي كُنْتُمْ عَلَيْهِ فَإِذَا الْعِقْدُ تَحْتَهُ

৪২৪৬. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কোন এক সময়ে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। আমরা বায়না অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বাতুল জাইশ নামক জায়গায় উপনীত হলে আমার (গলার) হার ছিঁড়ে পড়লো। তা ভালোশ করার জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) সেখানে থামলেন। তাঁর সংগের অন্যান্য সব লোকজনও থেমে পড়লো। সেখানে কোন পানি ছিল না এবং লোকজনের সাথেও কোন পানি ছিল না। কিছ্ লোক আব্দ বকর সিদ্দীকের কাছে এসে বললো : আপনি কি জানেন, আয়েশা কি কাশ্ড করেছেন? তিনিই (তার কারণেই) রসূলুল্লাহ (সঃ) ও অন্যসব লোকজনকে থামিয়ে রেখেছেন। অথচ লোকজনের সাথে কিংবা সেখানে কোন পানি নাই। এ কথা শুনে আব্দ বকর আমার কাছে আসলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার উরুর ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আব্দ বকর বললেন : ভূমিই তো রসূলুল্লাহ (সঃ) ও অন্যসব লোকজনকে এখানে আটকিয়ে ফেলেছো। অথচ এ স্থানে কোন পানির ব্যবস্থা নাই এবং লোকজনের সাথেও পানি নাই। আয়েশা বলেন : আব্দ বকর আমাকে তিরস্কার করলেন এবং আল্লাহর ইচ্ছামত যা বলার বললেন। তারপর হাত ম্বারা আমার পাঁজরে ধাককা দিতে থাকলেন। এতে আমার উরুর ওপর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মাথা রাখার জায়গা ছাড়া সারা শরীর আন্দোলিত হচ্ছিলো। কিন্তু তিনি সৈদিকে ব্রূক্ষেপ করলেন না। ভোর হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) উঠলেন। কিন্তু পানি ছিল না। তাই আল্লাহ তাআলা তায়্যাম্মমের নির্দেশ সম্বলিত আয়াতটি নাযিল করলেন। তখন সবাই তায়্যাম্মম করলো। (এবং ফজরের নামায পড়লো)। এ অবস্থা দেখে উমাইদ ইবনে হুযাইর বললেন : হে আব্দ বকরের বংশধরগণ, এটা আপনাদের কারণে পাওয়া প্রথম বরকত নয়। (অর্থাৎ আপনাদের কারণে আমরা এরূপ আরো বরকত লাভ করেছি)। আয়েশা বলেন, আমি যে উটের পিঠে আরোহণ করেছিলাম, তার নীচেই হারটি পাওয়া গেল।

۴۲۴۷. عَنْ عَلِيَّةَ فَتَالَتْ سَقَطَتْ تِلَادَةٌ لِي بِيَايِسِدِ ابْنِ وَمَعْنُ دَاخِلُونَ
الْمُدَيْسَةَ فَأَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَزَلَ نَشْنِي رَأْسَهُ فِي جِجْرِي رَأَيْتُ
أَبُو بَكْرٍ فَلَكَرْتِي لَكَرَةً شَيْدَةً وَقَالَ حَبَسَتْ
النَّاسَ فِي تِلَادَةِ نَبِيِّ الْمَوْتِ لِمَكَانِ رَسُوفِ اللَّهِ ﷺ وَتَدَاؤُ جَبَعِي
تُرَاتِ النَّبِيِّ ﷺ إِسْتَيْقَطُ وَحَمَرَاتِ الصَّبْرِ فَالتَّحْسِ الْمَاءَ فَلَمْ
يُوجَدُ فَنَزَلَتْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وَجْوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَ

أَتَمَّجَلَّكُمْ إِلَى الْكُعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَقَالَ آسِئِدُ بْنُ حَضِيْرٍ لَقَدْ
بَارَكَ اللَّهُ لِلنَّاسِ فِيكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَرَكَةٌ لَهُمْ.

৪২৪৭. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (এক সফর থেকে ফিরে) মদীনাতে প্রবেশের প্রাক্কালে 'বাইদা' নামক জায়গায় আমার হার পড়ে (হারিয়ে) গেল। নবী (সঃ) তখন তাঁর সওয়ারী থেকে নামলেন এবং আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছ-ক্ষণের মধ্যে আব্দ বকর আসলেন এবং আমাকে সজোরে খোঁচা মেরে বললেন : একটি হারের জন্য তুমি সব লোককে আটকিয়ে রেখেছো আমি খুব কষ্ট পেলাম যেন মৃত্যুর স্বাদ অনুভব করলাম। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কারণে তা সহ্য করলাম। এরপর নবী (সঃ) জেগে উঠলেন। ভোর হলো। পানি তালাশ করা হলো কিন্তু পাওয়া গেল না। তখন এ আয়াতটি নাযিল হলো : "হে ঈমানদারগণ, তোমরা নামায পড়তে চাইলে নিজের মুখ ও হাত কনুই পর্যন্ত ধোও। মাথা মসেহ করো এবং দুই পা পায়ের গিরা পর্যন্ত। আর নাপাক থাকলে পবিত্র হও। আর যদি রোগাক্রান্ত হও, কিংবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসলে, কিংবা যদি নারীদেরকে স্পর্শ করে থাকো আর পানি না পাও তাহলে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো।" উসাইদ ইবনে হযায়্ন বললেন : হে আব্দ বকরের বংশধরগণ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে লোকদের জন্য কল্যাণ দান করেছেন। তোমরা তাদের জন্য কল্যাণ ছাড়া কিছই নও।

অনুচ্ছেদ আল্লাহর বাণী : فَأَذْهَبَ أَنْتَ وَرَبِّكَ تَقَاتِلًا إِنَّا هُمَا قَاعِدُونَ.

"(হে মুসা,) তুমি ও তোমার রব যাও এবং যুদ্ধ কর। আমরা এখানে বসে থাকবো।"

৪২৪৮. - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ الْمُقَدِّدُ يَوْمَ بَدْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَعْرَلُ

لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَرَبُّكَ تَقَاتِلًا إِنَّا هُمَا
تَاعِدُونَ وَلَكِنْ إِمْنٌ وَنَحْنُ مَعَكَ نَكُنَّا سُرِّي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

مُرْسَلِينَ.

৪২৪৮. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : বদর যুদ্ধের দিন মিকদাদ বললেন : হে আল্লাহর রসূল বনী ইসরাইল যেমন মুসাকে বলোঁছিলো, আমরা আপনাকে তেমন কথা বলবো না। তারা (মুসাকে) বলোঁছিলো, তুমি ও তোমার রব গিরে যুদ্ধ কর আমরা এখানে বসে থাকবো। বরং আপনি চলুন, আমরা আপনার সাথে আছি। এ কথায় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দর্শিতার ভাব দরূীভূত হলো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ
يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَخُوا مِنَ الْأَرْضِ

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে আর দুনিয়ার বৃকে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করে, তাদের শাস্তি হলো হত্যা করা, শুলে চড়ানো, বিপরীতভাবে হাত-পা কেটে ফেলা অথবা নির্বাসিত করা।” আল্লাহর সাথে লড়াই করার অর্থ কৃষ্ণী করা।

۴۲۴۹- عَنْ أَبِي قَلَابَةَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ قَمْرَبِنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
فَذَكَرُوا وَذَكَرُوا فَقَالُوا أَوْ قَالُوا أَتَدُّ أَو تَدُّ بِهَا الْمُخْلَفُونَ فَأُلْتَفَتْ
إِلَى أَبِي قَلَابَةَ وَهُوَ خَلْفٌ لَطِيْفٌ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ رَبِيعٍ
أَوْ قَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا قَلَابَةَ كُلتُ مَا عَلِمْتُ نَفْسًا حَلَّ قَتْلُهَا فِي الْإِسْلَامِ
إِلَّا رَجُلٌ زَانِعٌ إِحْصَانٍ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ عُبَيْسَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَكْنَى أَوْ كُنْتُ أَتَيْتُ حَدَّثَ
أَنَسٌ قَالَ تَدُّمُ قَوْمٌ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَكَلَّمُوهُ فَقَالُوا أَتَدُّ إِسْتَوْخَمْنَا
هَذِهِ الْأَرْضَ فَقَالَ هَذِهِ نَعْرُ لَنَا تَخْرُجُ نَاخِرُجُوا فِيهَا نَاشِرُجُوا مِنْ أَلْبَانِهَا
وَأَبْوَالِهَا فَخَرَجُوا فِيهَا فَتَرَبُّوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَدَلْبَانِهَا وَاسْتَمْتَحُوا وَمَالُوا عَلَى
الرَّاعِي فَقَتَلُوهُ وَاطْرَدُوا النَّعَمَ فَمَا يَسْتَبْطَأُ مِنْ هَوْلَاءِ قَتَلُوا النَّفْسَ وَ
حَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخَرَفُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ نَقَلْتُ
تَسْمِيَّتِي قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ هَذَا أَنَسٌ قَالَ قَالَ يَا هَلْ كُنْتُمْ لَنْ تَزَالُوا
بِغَيْرِ مَا بُئِي هَذَا فِيكُمْ وَمِثْلُ هَذَا.

৪২৪৯. আব্দুল ক্বিলাবা থেকে বর্ণিত। একদিন তিনি উমর ইবনে আব্দুল আযীযের দরবারে তাঁর পেছনে বসেছিলেন। ইতিমধ্যে সেখানে ‘কাসামত’ সম্পর্কে আলোচনা শুরু হলো এবং চলতে থাকলো। কিছু সংখ্যক লোক বললো ‘কাসামতের’ ব্যাপারে কিসাস জরুরী। কেননা পূর্ববর্তী খলীফাগণ কিসাস গ্রহণ করেছেন। তখন উমর ইবনে আব্দুল আযীয তাঁর পেছনে বসা আব্দুল ক্বিলাবার দিকে ঘুরে দেখে বললেন : হে আব্দুল্লাহ ইবনে য়য়েদ অথবা (বর্ণনাকারীর সম্বন্ধ) আব্দুল ক্বিলাবা, এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? আমি বললাম : বিবাহিতের ব্যাভিচার করা কোন প্রাণের বিনিময় ছাড়া কাউকে হত্যা করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধে লড়াই করা ছাড়া ইসলামে অন্য কারণে কাউকে হত্যা করা হালাল বলে আমার জানা নাই। এ কথা শুনে আব্দুল আযীয ইবনে সাদ্দ আমরুবী বললেন : অনাসও আমার কাছে এরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তাদের কিসাস হওয়া দরকার। অনাস আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, (উক্লু কিংবা) উরাইনা গোত্রের একদল লোক নবী (সঃ)-এর কাছে এসে (ইসলাম গ্রহণ করে) বললো : এ স্থানটির আবহাওয়া আমাদের অনুপযোগী। নবী (সঃ) তাদেরকে বললেন : এই দেখ, আমাদের উট বকরীর পাল (মদীনার বাইরে চারণ কেহে) রওয়ানা হয়ে যাচ্ছে। তোমরা এর সাথে গিয়ে থাকো এবং এর দুধ ও পেশাব পান করো। তারা উট বকরীর পালের সাথে গিয়ে থাকলো এবং দুধ ও পেশাব পান করে সুস্থ হয়ে উঠলো। তারপর একদিন রাখালকে আক্রমণ করে

হত্যা করলো এবং উটের পাল হার্কিয়ে নিয়ে গেলো। এখন তাদেরকে হত্যা না করার পক্ষে আর কোন শর্তই থাকলো না। তারা একজন লোককে হত্যা করলো, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও লড়াই করলো এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আতংকিত করলো। এ কথা শুনে আন্বাসা ইবনে সাজিদ বিস্মিত হয়ে বললো : সুবাহানালাহ! আব্দু কিলাবা বলেন, আমি তাকে বললাম : আপনি কি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চান? আন্বাসা বললেন : আনাস তো এ হাদীসই আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। আব্দু কিলাবা বলেন, আন্বাসা বললেন : হে শাম বাসীগণ, এরকম বা তার মত (জ্ঞানী) লোক তোমাদের মধ্যে থাকা অবধি তোমাদের কল্যাণই হতে থাকবে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : **والجروج قعاص** "সব রকমের জখমের জন্য কিসাস হবে!"

৫০- ৭৭. **عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَسَّرَتِ الرَّبِّيْعُ وَهِيَ عَمَّةُ النَّسِ بْنِ مَالِكٍ نَيْسَةَ جَارِيَةٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقَيْمَانَ فَأَتَوْهُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقَيْمَانِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَمْرُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَاللَّهِ لَا تَكْسُرُ نَيْسَتَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَنَسُ كِتَابَ اللَّهِ الْقَيْمَانُ فَرَمَى الْقَوْمُ وَ قِيلُوا الْأَرْضُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوَاقَسَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّةَ**

৪২৫০. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আনাস ইবনে মালেকের ফুফু রুবাইয়্যো বিনতে নযর এক আনসারী যুবতীর দাঁত ভেঙে দিলে যুবতীর কণ্ঠ তার কিসাসের দাবী নিয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে আসলো। নবী (সঃ) রুবায়্যো বিনতে নযর থেকে কিসাস গ্রহণের আদেশ দিলেন। আনাস ইবনে মালেকের চাচা আনাস ইবনে নযর বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর শপথ তার (রুবাইয়্যো বিনতে নযর) দাঁত ভাঙতে দেয়া যেতে পারে না। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : হে আনাস (ইবনে নযর) কিসাস তো আল্লাহর হুকুম। ইতিমধ্যে আনসারী যুবতীর কণ্ঠ 'দিয়াত' গ্রহণে সম্মত হলো। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : আল্লাহর এমন কিছ্ৎ সংখ্যক বান্দা আছে, যারা আল্লাহর নামে শপথ করলে আল্লাহ তা পূরণ করেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : **يا ايها الرسول بلغ ما اوردك من ربك** "হে আল্লাহর রসূল, আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছিয়ে দিন।"

৫১- ৭৭. **عَنْ مَا شَيْئَةً تَأْتِيكَ مِنْ حَدِيثِكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَسَرَ شَيْئًا مِمَّا أُتْرِلَ عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ وَاللَّهِ يَقُولُ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ أَسْرَفْتَ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ.**

৪২৫১. আরোশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কেউ যদি বলে মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তার কিছ্ৎ তিনি গোপন করেছেন তাহলে সে মিথ্যাবাদী। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "হে রসূল! তোমার রবের তরফ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছিয়ে দাও। তা যদি না কর তবে তুমি রিসালতের দায়িত্ব পালন করলে না।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم

“আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের অনর্থক কসমের জন্য পাকড়াও করবেন না।”

২২৫২- عَنْ فَائِزَةَ أُنزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لِأَيُّوَابَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِأَدَاةِ اللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ.

৪২৫২. আয়েশা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) “আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের অনর্থক কসমের জন্য পাকড়াও করবেন না”—যেসব লোক কথা প্রসঙ্গে অনর্থক আল্লাহর কসম, আল্লাহর শপথ ইত্যাদি বলে থাকে, এ আয়াতটি তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

২২৫৩- عَنْ فَائِزَةَ أَنَّ أَبَا هَامَانَ لَا يَحْنُتُ فِي يَمِينٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَارَتَهُ الْيَمِينِ قَالَ أَيُّوبُ كَسِرَ لَا أَرَى يَبِيئًا أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا قِيلَتْ رُخْصَةٌ لِلَّهِ وَقَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

৪২৫৩. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তাঁর পিতা (আবু বকর) কখনও কোন কসম ভংগ করতেন না। পরবর্তী সময়ে কসম ভংগের কাফফারার বিধান নাযিল হলে আবু বকর বলেছেন : আমি যেসব কসম ভংগ করা কল্যাণকর মনে করতাম, সেসব ব্যাপারে আল্লাহর দেয়া সুযোগ গ্রহণ করতাম এবং যেটি কল্যাণকর সেটিই করতাম।

অনুচ্ছেদ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ

“হে ঈমানদারগণ, যেসব পবিত্র জিনিস আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, তা হারাম বানিয়ে নিও না।”

২২৫৪- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَعْرِضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَكُنَّا مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَحْتَصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ فَرُخِصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالشُّؤْبِ ثُمَّ قُرَأَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ.

৪২৫৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা নবী (স:) -এর সাথে (দূর দূরান্তে) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম। কিন্তু আমাদের সাথে স্ত্রীলোক থাকতো না। (তাই অসুবিধা হতো)। এরূপ একটি যুদ্ধে (বাধ্য হয়ে) রসূলুল্লাহ (স:) -কে আমরা বললাম : আমরা কি খাঁসি হতে পারি না? তিনি আমাদেরকে খাঁসি হতে নিষেধ করলেন। কিন্তু পরে তিনি আমাদেরকে মেয়াদী বিয়ে করতে অনুমতি দিলেন। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ কোরআন মজীদে আয়াত “হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ যেসব পবিত্র জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করেছেন তা তোমরা হারাম বানিয়ে নিও না” পাঠ করলেন।

৮. কোন ব্যক্তি আল্লাহর নামে কসম করে কিছ, বললে তা পূরণ করা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে সে যদি উক্ত কসম ভংগ করে তাহলে সেজন্য তাকে কাফফারা আদার করতে হয়। কসমের কাফফারা হলো, দশজন মিসকীনকে একবেলা স্বাভাবিক খাবার খেতে দেয়া অথবা পরিষ্কার বস্ত্র দান করা অথবা একজন ত্রীত দাসকে মুক্ত করে দেয়া।

৯. নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ করাকে ফিকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায় মূতআ বিবাহ বলে। এই বিবাহে নির্ধারিত সময় ফুরিয়ে গেলে তালাক ছড়াই বিচ্ছেদ হয়ে যায়। ইসলামের প্রথম

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ-

“মদ, জুয়া, দেবদেবীর আস্তানা এবং (ডাল-মন্দ নির্ণয়ের) পাশার তীর এসবই অপবিত্র শয়তানী কাম-কার্য।” আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : অলাম অর্থ ডাল-মন্দ নির্ণয়ের জন্য নির্দিষ্ট তীর, যা দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে ডাগোর ডাল-মন্দ নির্ণয় করা হয়। অর্থ দেব-দেবীর আস্তানা, যেখানে কাফেররা দেব-দেবীর সামনে পশু জবাই করতো। অনারা বলেছেন : الزلم অর্থ এমন তীর, যার সাথে পর থাকে না। زلم- অলাম এর বহু বচন। ডাগ্য পরীক্ষা করার নিয়ম ছিলো, তীর ঘুরানো হতো, যদি তা বেরিয়ে যেতো তাহলে তা দ্বারা নিষেধ বৃদ্ধাতো। অন্যথায় আদেশ বৃদ্ধাতো। মর্শারিক ও কাফেররা ডাগ্য পরীক্ষার এসব তীরের ওপর বিভিন্ন প্রকার ছবি ও চিহ্ন অংকিত করতো। উত্তম পদ্রুপ এক বচনে ব্যবহার করলে শব্দটির রূপ হয় نست অর্থাৎ আমি ডাগ্য পরীক্ষা করলাম।

۷۲۵۵- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَارْتِئَانُ الْكَيْدِ يَوْمَئِذٍ-

بِحُبْسَةِ أَشْرَبِيَّةٍ مَا فِيهَا شَرَابُ الْعَنْبِ

৪২৫৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে সময় মদ হারাম করে এ আয়াতটি (ইন্সামাল্ খামরু) নাযিল হয়েছিল সে সময় মদীনাতে পাঁচ প্রকারের মদ পাওয়া যেতো। কিন্তু কোনটিই আঙুরের তৈরী ছিল না।

۷۲۵۶- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَا كَانَتْ لَنَا خُمُرٌ غَيْرُ فِضِيخٍ كَرِهْنَا الَّذِي

تَسَمَّوْنَهُ الْفِضِيخَ نَبَاتِي لِقَائِمْ أَسْقَى أَبَا طَلْحَةَ أَنْذَانًا وَمَدَانًا ذِجَاؤَ رَجُلٍ فَقَالَ

دَهْلٌ بَلَّغَكُمْ الْخَبْرُ فَقَالُوا مَا ذَاكَ قَالَ حَرَمَتْ الْخُمُرُ تَالُوا أَلْهَرَقُ صَدِّه

الْقِلْدَالُ يَا أَنَسُ قَالَ نَمَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلَا رَأَى جَعَوْهَا بَعْدَ خَبْرِ الرَّجُلِ-

৪২৫৬. আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন : একদিন আমার বাড়ীতে ‘ফাদীখ’ অর্থাৎ খেজুরের মদ ছাড়া আর কোন মদ ছিলো না। আমি আব্দু তাল্-হা ও আরো ১০ অনেকে এই ‘ফাদীখ’ বা খেজুরজাত মদ পান করছিলাম। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি এসে বললো, আপনারা খবর জানেন না? সবাই প্রশ্ন করলো : কি খবর? লোকটি বললো : মদ হারাম করা হয়েছে। তখন সবাই বলে উঠলো : হে আনাস, মদেব এই বড় বড় মটকাগুলো থেকে মদ ঢেলে ফেলে দাও। আনাস বলেছেন : লোকটির মুখে খবর জানার পর কেউ পুনরায় কিছ্ জানতে চায়নি বা বিরোধিতাও করেনি।

যুগে বিশেষ পরিস্থিতিতে মৃত জনতুর গোমত ষাওয়ার মত মৃতজা বিবাহের অনুমতি ছিল। পরে খায়বার যুদ্ধে তা হারাম করা হয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) ইবনে আব্বাসকে বলেন : নবী (সঃ) খায়বার যুদ্ধকালে মৃতজা বিবাহ এবং পুত্রপালিত গাধার গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ করেন। ওলামায়ে উম্মতের সর্বসম্মত রায় এই যে, মৃতজা বিবাহ একেবারেই হারাম বা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিতাবুন নিকাহ এবং কিতাবুল মাগাবীর অন্যান্য হাদীসে প্রমাণ।

১০. সেই সময় আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-এর ঘরে যারা মদ পান করছিলেন তারা হলেন : আব্দু তাল্-হা, আব্দু দাজানা, সাহল ইবনে বাইদা, আব্দু উবাইদা, উবাই ইবনে কাব, মদআয ইবনে জাবাল এবং আব্দু আইয়ূব।

۴۲۵৬ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ صَبَّحْتُ أَنَا وَعِدَّةُ الْأَحُدَاتِ الْخَمْرَ فَقَتِلُوا ابْنَ يَوْمِيهِمْ
جَمِيعًا شُهَدَاءَ ذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيرِهَا

৪২৫৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কিছু লোক ওহুদ যুদ্ধের দিন সকাল বেলা মদ পান করেছিলো। তারা সবাই সেদিন শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলো। এটা ছিলো মদ হারাম ঘোষিত হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

۴۲৫৭ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَعَتْ عُمَرَ عَلَى مِثْرِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ أَمَا بَعَلْ
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيرُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ مِنَ الْعَنْبِ وَالْتَمْرِ وَ
الْعَسَلِ وَالْجَنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَا مَرَّ الْعَقْلَ .

৪২৫৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি উমরকে (আবদুল্লাহর পিতা) তার খিলাফতকালে নবী (সঃ)-এর মিশ্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনছি : হে লোকেরা, মদ হারাম হওয়ার বিধান নাযিল হয়েছে। তা (বর্তমানে) পাঁচটি জিনিস থেকে বানানো হয়—আঙুর, খেজুর, মধ, গম, ও যব থেকে। আর যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে লঙ্ঘন করে দেয়, তাই মদ।

অনুবাদ : মহান আল্লাহর বাণী :

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا إِذَا مَاتُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ شَرُّ اتَّقَوْا إِذَا مَاتُوا شَرُّ اتَّقَوْا وَإِحْسَنُوا إِذَا لَبَّيْتُمُ الْحَبِيبِينَ

"যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তারা পূর্বে কিছু খেয়ে বা পান করে থাকলে তাতে কোন দোষ নাই, যদি তারা ভবিষ্যতেও ঈসব হারাম জিনিস থেকে দূরে থাকে, ঈমানের ওপরে স্থির থাকে, সংকল্প করে, যেসব জিনিস থেকে বিরত থাকতে বলা হবে তা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে এবং খোদাতায়ীদার সাথে নেক পন্থা অনুসরণ করে চলে আল্লাহ সবকর্মশীল লোকদেরকে ভালো বাসেন।"

۴۲৫৭ - عَنْ أَنَسِ أَنَّ الْخَمْرَ الَّتِي أُهْرِيقَتْ الْفَيْضِمْ وَزَادَتْ مُحَمَّلًا عَنْ ابْنِ
التَّعْمَانِ قَالَ كُنْتُ سَاقِي الْقَوْمِ فِي مَنَزِلِ ابْنِ طَلْحَةَ نَزَلَ تَحْرِيرُ الْخَمْرِ فَأَمَرَ
مُنَادِيًا فَنَادَى فَقَالَ أَجِبْ طَلْحَةَ فَأَجْرُكُمْ نَاطِرٌ مَا هَذَا الصَّوْتُ قَالَ نَفَرَجْتِ
فَقُلْتُ هَذَا مُنَادِي يَأْتِي الْأَيَّامَ الْخَمْرَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ قَالَ لِي إِذْ هَبْ فَأَهْرُ قَمَا قَالَ
فَجَرْتُ فِي سَكْرَتِي الْمَدِينَةَ قَالَ وَكَانَتْ خَمْرُ صَبَّحْتُ يَوْمَئِذٍ الْفَيْضِمْ فَقَالَ
بَعْضُ الْقَوْمِ قَتِلْ تَوْمٌ وَهِيَ فِي بَطْنِ نَهْمٍ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا .

৪২৫৯. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন : মদ হারাম ঘোষিত

হওয়ার পর) যেসব মদ ঢেলে ফেলে দেয়া হয়েছিলো তা সবই ছিল 'ফাদীখ' অর্থাৎ খেজুরজাত মদ। ইমাম বখারী বলেন : অন্য সনদে মুহাম্মাদ আব্দুন নুমান থেকে এতটুকু অধিক বর্ণনা করেছেন যে, আনাস বর্ণনা করেছেন : আমি আব্দ তাল্‌হার বাড়ীতে কিছ্‌ লোককে মদ পরিবেশন করছিলাম। সেই মদহুতে মদ হারাম হওয়ার বিধান নাযিল হলে নবী (সঃ) একজনকে তা ঘোষণা করতে নির্দেশ দিলেন। তাই সে ঘোষণা করছিলো। তখন আব্দ তাল্‌হা বললেন : বাইরে গিয়ে দেখে আস এ কিসের আওয়াজ শোনা যায়। আনাস বলেন : আমি গেলাম এবং শনে এসে আব্দ তাল্‌হাকে বললাম, ঘোষণা করা হচ্ছে মদ হারাম করা হয়েছে। তখন তিনি (আব্দ তাল্‌হা) আমাকে বললেন : তুমি গিয়ে সব মদ ফেলে দাও। আনাস বলেন, সোদিন মদীনার অলিতে গিলতে মদের স্নোত বয়ে যাচ্ছিলো তিনি আরো বলেছেন : সেই সময়ের মদ খেজুর থেকে তৈরী করা হতো। এ ঘটনার পর একদল লোক বলা শব্দ করলো, পেটে মদ নিয়েই তো পূর্বে অনেক লোক শহীদ হয়েছে। (তাদের কি হবে?) আনাস বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন, "যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তারা পূর্বে কিছ্‌ খেয়ে থাকলে তাতে কোন গোনাহ নাই.....।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : لا تالوا عن اشياء ان تلبد لكم سوءكم

"তোমরা এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না, যা প্রকাশ করা হলে তোমাদের খারাপ লাগবে।"

৭৭৭০ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا قَالَ فَعَطَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ هَمُّهُمْ لِمُرْحَنِينَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ تَالٍ قَدْ كُنَّا نَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَأَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ بُدِ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ .

৪২৬০. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : একদিন রসূলুল্লাহ (সঃ) এমন ভাষণ দিলেন, যেমনটি ইতিপূর্বে আর কোন দিন আমি শুনিনি। (এই ভাষণে) তিনি বললেন : আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে পারতে তাহলে হাসতে খুব কম এবং কাঁদতে খুব বেশী। আবাস বলেন, এ কথা শনে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাগণ কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন। তখন শব্দ তাদের সজোরে কাঁদার শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। এ সময় এক ব্যক্তি [নবী (সঃ)-কে] জিজ্ঞেস করলো আমার পিতা কে? তিনি বললেন : অমদক তোমার পিতা। তখন এ আয়াত নাযিল হলো—“এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না যা প্রকাশ করা হলে তোমাদের খারাব লাগবে।”

৭৭৭১ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ تَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِسْتِهْزَاءً فَيَقُولُ الرَّجُلُ مَتِ ابْنِ أَبِي دَيْقُوقِ الرَّجُلُ تَضِلُّ نَأْتِيهِ ابْنُ نَاعِمَتِي فَأَشْرَلَ اللَّهُ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ بُدِ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ حَتَّىٰ تَفْرَغَ مِنْ الْآيَةِ كُلِّهَا .

৪২৬১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কিছ্‌ লোক ঠাট্টা তামাসা করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতো। কেউ বলতো আমার পিতা কে বলুন। কেউ বলতো, তার উট হারিয়ে গিয়েছে। সেটি এখন কোথায় আছে বলুন। তাই

“আল্লাহ তা‘আলা কোন ‘বাহীরা’, ‘সায়েরা’, ‘ওয়াসীলা’ কিংবা ‘হাম’, নির্দিষ্ট করেননি।”
তোমরা এমন বিষয়ে জানতে চেলো না, যা প্রকাশ করে দেয়া হলে তোমাদের খারাব লাগবে।”

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا رَمِيَةٍ وَلَا حَامٍ .

“আল্লাহ তা‘আলা কোন ‘বাহীরা’, ‘সায়েরা’, ‘ওয়াসীলা’ কিংবা ‘হাম’, নির্দিষ্ট করেননি।”
অবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : مترجمك **অর্থ** আমি তোমাকে মৃত্যু দান করবো ।

۴۲۶۲- عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ الْبَحِيرَةُ الَّتِي يُمْنَعُ ذَرْهَا
لِلطَّوْأِغِيثِ فَلَا يَحْلُبُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَالسَّائِبَةُ الَّتِي كَانُوا سَائِبِيهَا
لِأَهْلِهَا لَا يَحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ رَأَيْتُمْ عَمْرُؤَ بْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّ يَجْرُ قَصْبَهُ فِي النَّارِ كَانَتْ أَوَّلَ مَنْ
سَيَّبَ السَّوَابِ وَالْوَسِيلَةَ الْبَاقَةَ الْبِكْرَتِيكَرِي فِي أَوَّلِ نِتَاجِ الْإِبِلِ ثُمَّ
تَنَسَّى بَعْدَ بِأَشْيٍ وَكَانُوا يَسْبُونَهَا لَطْوًا غَيْثِهِمْ إِنْ وَصَلَتْ إِحْدَاهُمَا بِالْأَخْرِي
لَيْسَ بَيْنَهُمَا ذِكْرٌ وَالْحَامُ فَحْلُ الْإِبِلِ يَضْرِبُ الْقِرَابَ الْمُحْدُودَ فَإِذَا قَضَى
ضُرَابَهُ دَدَعُوهُ لِلطَّوْأِغِيثِ دَاعَعُوهُ مِنَ الْجَمَلِ فَلَمْ يَحْمَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَسَمَوُهُ
الْحَامُ وَقَالَ لِي أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا
قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَحْوَهُ .

৪২৬২. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : “বাহীরা” বলা হয়
এমন উষ্ট্রীকে, যা কোন দেবতার নামে মানত করে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়। সেটিকে
আর কেউ দোহনও করে না। ‘সায়েরা’ বলা হয় এমন উটকে যা কাফেররা তাদের দেবতাদের
নামে ছেড়ে দিত। এভাবে ছেড়ে দেয়ার পর এর পিঠে কোন বোঝা বহন করা হতো না।
সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব আব্দুল হুরাইরা থেকে বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন :
আমি দোযখের মধ্যে আমার ইবনে আমের খুযায়ীকে দেখেছি। পেষ্ট থেকে তার সব নাড়ী-
ভূড়ি বোরিয়ে পড়েছে আর সে সেগুলো টেনে নিয়ে হাঁটছে। দেব-দেবীর নামে সর্ব প্রথম
সে-ই উট ছেড়েছিলো। ‘ওয়াসীলা’ এমন উষ্ট্রীকে বলা হয়, যা প্রথম দু’বার পর পর মাদা
বাচ্চা প্রসব করে। এ ধরনের উষ্ট্রীকে কাফেররা দেবতাদের নামে ছেড়ে দিতো। আর ‘হাম’
বলা হয় এমন উষ্ট্রীকে, যা একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা পর্যন্ত বাচ্চা দেয়ার পর দেবতাদের নামে
ছেড়ে দেয়ার মানত করা হতো। এরূপ উটের পিঠে কেউ আরোহণ করতো না কিংবা কোন
কিছুর বহনও করতো না। শূআইব ও যহরীর মাধ্যমে আব্দুল ইয়ামান সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব
থেকে এবং তিনি আব্দুল হুরাইরার মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

۴۲۶۳- عَنْ عَائِشَةَ تَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُمْ جَهَنَّمَ يَحْمَلُ
بَعْضُهَا بَعْضًا وَرَأَيْتُمْ عَمْرًا يَجْرُ قَصْبِيَهُ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَابِ .

৪২৬০. আরেশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : আমি দেখছি দোষখের এক অংশ অন্য অংশকে আক্রমণ করছে। আর দোষখের মধ্যে আমি আমারকে (ইবনে আমের খুদযারী) দেখলাম। তার সব নাড়ীভূড়ি বেরিয়ে পড়েছে আর সে ঐগলো টেনে নিয়ে হাঁটছে। সেই প্রথম ব্যক্তি যে দেব-দেবীদের নামে উট ছেড়েছিলো।
অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَرَفَيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ
الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

“আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম, ততদিনই তাদের খোজ-খবর নিয়োছি ও তত্ত্বাবধান করছি। তারপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন তখন থেকে আপনিই তাদের রক্ষক। আপনি তো সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষক।”

৭৭৭৭ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ تَالَ خَطْبٌ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا لَمُحْشَوْرُونَ إِلَى اللَّهِ حَفَاةٌ عُرَاةٌ عُرَاةٌ لَمْ نَعْلَمْ أَنَّ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ يُعِيدُهُ وَعَدُّ عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ إِلَىٰ الْخِرَاءِ أَلَيْسَ تَرَوْنَ أَنَّ أَوَّلَ الْخَلْقِ لِيُكْسَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمَ الْأَدْرَائَةَ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي يَتَوَخَّذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ امْبَحِّانِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَشْدِرِي مَا أَحَدٌ ثَوَابِعُدَكَ فَأَقُولُ كَمَا تَأَلَّ الْعَبْدُ الْمَاصِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَرَفَيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ فَيُقَالُ إِنَّ هُوَ لَوِ لَمُزِيْرًا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ مُتَذَكِّرًا تَتَمَّرُ

৪২৬৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) একদিন খুদবা দিলেন। তিনি বললেন : হে লোকজন, কিরামতের দিন তোমাদেরকে নগ্নপদে, নগ্নদেহে ও খাতনারিহীন অবস্থায় উঠিয়ে আল্লাহর সামনে একত্রিত করা হবে। তারপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন : “আমি তোমাদেরকে পুনরায় ফিরিয়ে আনবো যেমন প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। এটা আমার প্রতিশ্রুতি। এটা আমি অবশ্যই পূরণ করবো।” (এ আয়াত পাঠ করার পর) তিনি বললেন : গোটা সৃষ্টিকুলের মধ্যে প্রথম যাকে কাপড় পরিধান করানো হবে, তিনি হলেন (হযরত) ইবরাহীম (আঃ)। জেনে রাখো, আমার উম্মতের কিছু লোককে আনা হবে। তাদেরকে পাকড়াও করে দোষখের দিকে নিতে শুরুর করলে আমি বলবো, হে রব, এ দেখছি আমার উম্মতের কিছু লোক! তখন (আমাকে) বলা হবে, তুমি জানো না তোমার (পৃথিবী থেকে) বিদায় হয়ে আসার পর তারা কি কি (অন্যায়) কাজ করেছে। তখন আমি আল্লাহর নেক বান্দা [ইসা (আঃ)]-এর অনুরূপ কথা বলবো : “আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম, ততদিনই তাদের খোজ-খবর নিয়োছি ও তত্ত্বাবধান করছি। তারপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন, তখন থেকে আপনিই তাদের রক্ষক। আপনি তো সব কিছুরই রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক।” এরপর আমাকে বলা হবে, যখন থেকে আপনি তাদের রেখে বিচিহ্ন হয়ে চলে এসেছেন তখন থেকেই তারা স্বীককে পরিত্যাগ করেছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِنْ تَعَدَّ بِمُحْسِنٍ فَاَتَمُّ عِبَادِكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ -

“যদি তুমি তাদের আমাব দাও তাহলে তারা তোমার বান্দা। আর যদি তাদের ক্ষমা করে তাহলে তুমি পরাক্রমশালী ও সন্নিবিষ্ট।”

৪২৭৫- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنْكُمْ مُحْسِنُونَ وَإِنْ تَأْمُرُ بِشَيْءٍ أَمَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تَعَدَّ بِمُحْسِنٍ فَاَتَمُّ عِبَادِكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ -

৪২৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন : নবী (সঃ) বলেছেন : কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে উঠিয়ে একত্রিত করা হবে। কিছু সংখ্যক লোককে পাকড়াও করে দোষখের দিকে নেয়া হবে। আল্লাহর সংকমশালী বান্দা [ঈসা (আঃ)] যা বলেছিলেন আমিও তখন তাই বলবো। আমি বলবো : “আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম, ততদিন তাদের খোঁজ-খবর নিয়োছি এবং তত্ত্বাবধান করেছি। তারপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন তখন থেকে আপনিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষক। আপনি সব কিছুর ওপরে ক্ষমতাবান। আপনি যদি তাদেরকে শাসিত দেন তাহলে তারা আপনার বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তাহলে আপনি পরাক্রমশালী ও সন্নিবিষ্ট।

সূরা আল-আন'আম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعَلِّمُهَا إِلَّا مَن يُشَاءُ

“তারই কাছে অদৃশ্য ভান্ডারের চাবিকল আছে যা তিনি ছাড়া আর কেউ-ই জানে না।”

৪২৭৬- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيُعَلِّمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ -

৪২৬৬. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : অদৃশ্য বা গায়েবী ভান্ডার পাঁচটি আল্লাহই জানেন কিয়ামত কখন হবে, তিনিই বর্ণিত বর্ণন করেন মায়ের জরায়তে কি সন্তান আছে কোন ব্যক্তি আগামী কাল কি করবে,

কোন ব্যক্তি তা জানে না। কোন ব্যক্তির মৃত্যু কোন স্থানে বা কোন দেশে হবে তা সে জানে না। আল্লাহ সব চেয়ে বেশী জানেন এবং খবর রাখেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

قُلْ مَوَاقِدُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا بَئِينَ فَوْقَكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ
أُذْيِسْكُمْ شَيْعًا وَيَذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ
الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ .

“আপনি বলুন, তিনি ওপর থেকে অথবা পায়ের নীচে থেকে তোমাদের জন্য যে কোন আযাব পাঠাতে সক্ষম কিংবা তোমাদেরকে দলে উপদলে বিভক্ত করে একদলকে অন্য দলের শক্তির দাপট দেখিয়ে দিতেও সক্ষম। লক্ষ্য করো, আমি কিভাবে তাদের কাছে বার বার আমার নিদর্শনগুলি পেশ করছি। যেন তারা বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

۴۷۶- عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قُبِلَ هَوَاقِدُ عَلَىٰ أَنْ
يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا بَئِينَ فَوْقَكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعُوذُ
بِوَجْهِكَ قَالَ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ أَوْ يَلْسِكُمْ
شَيْعًا وَيَذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا هَوَاقِدُ
أَوْ قَالَ هَذَا الْيُسْرُ .

৪২৬৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে সময় আয়াতাংশ (হে নবী,) “আপনি বলুন, তিনি ওপর থেকে তোমাদের জন্য যে কোন আযাব পাঠাতে সক্ষম” নাযিল হলো নবী (সঃ) বললেন : হে আল্লাহ, আমি তোমার মহান সন্তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি (যেন এরূপ আযাব না আসে)। তারপর আয়াতাংশ “আও মিন্ তাহ্ তি আরজুলিকুম”—“অথবা তিনি তোমাদের পায়ের নীচে থেকে যে কোন আযাব পাঠাতে সক্ষম”—নাযিল হলেও তিনি বললেন : হে আল্লাহ! আমি (এ আযাব থেকেও) তোমার মহান সন্তার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতঃপর আয়াতাংশ “আউ ইয়াল্বিসাকুম শিয়াআও ইউজীকা বাদাকুম বাসা বাদ”—“অথবা তিনি তোমাদেরকে দলে উপদলে বিভক্ত করে একদলকে অন্যদলের শক্তির দাপট দিয়ে শাস্তি দিতেও সক্ষম”—নাযিল হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : এটা বরং (আগের দৃষ্টির চেয়ে) সহজতর।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وَلَمْ يَلْمِسُوا إِلَهُهُمْ بِظُلْمٍ
“যারা নিজের ঈমানের সাথে যত্নমূল অর্থাৎ শিরকের সংমিশ্রণ ঘটায়নি।”

۴۷۸- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَلَمْ يَلْمِسُوا إِلَهُهُمْ بِظُلْمٍ قَالَ
أَصْحَابُهُ وَآيَاتُنَا لَوْ يَلْمِسُوا فَنَزَلَتْ إِنَّ الشُّرُوكَ لَنُظْمَرُ عَنْظِيمُ .

৪২৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আয়াতাংশ “ওলা লাম্ ইয়াল্বিসাকুম ঈমানাহদুম্ বিযল্ মিন” অর্থাৎ যারা (ঈমান এনেছে এবং) নিজদের ঈমানের সাথে যত্নমূল অর্থাৎ শিরকের সংমিশ্রণ ঘটায়নি”—নাযিল হলে নবী (সঃ)-এর সাহাযাগণ বলতে শুরু করলেন, যত্নমূল করেনি, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে? তখন আয়াত “ইয়াশ্ শির্কা লা-যল্ মদন্ আযীম” অর্থাৎ “শিরক সব চেয়ে বড় যত্নমূল”—নাযিল হলো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : **وَمَوْلَىٰ لَوْطًا وَكُلَّ فَضْلَنَا عَلَى الْعَالَمِينَ** : “আর ইউনুস ও লুতকেও (আমি সঠিক পথ দেখিয়েছি)। তাঁদের (নবীদের) সবাইকে আমি সারা বিশ্বের ওপর মর্যাদা দিয়েছি।”

৮২৬৭ - **عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ
أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى -**

৪২৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস নবী (স:) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (স:)] বলেছেন : আল্লাহর কোন বান্দার এ কথা বলা সমীচীন নয় যে, আমি [নবী (স:)] ইউনুস ইবনে মাত্তা [নবী ইউনুস (আ:)] থেকে উত্তম।

৮২৬৮ - **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ
أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى -**

৪২৭০. আব্দ হুরাইরা নবী (স:) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (স:)] বলেছেন : আল্লাহর কোন বান্দার এ কথা বলা সমীচীন নয় যে, আমি [নবী (স:)] ইউনুস ইবনে মাত্তা [নবী ইউনুস (আ:)]-এর চেয়ে উত্তম।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : **أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهِمَ آتَاهُ** : “(হে নবী,) ঐ সব লোকই আল্লাহর তরফ থেকে সূপথ প্রাপ্ত। তাই তাদের পথই অনুসরণ কর।”

৮২৬৯ - **عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيْ صَادٍ سَجْدَةً فَقَالَ نَعَمْ
ثُمَّ تَلَا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ تَبَلُّ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ
وَكَانَ لَكَ نَجْمُ زِيٍّ الْمُحْسِنِينَ. وَذَكَرْنَا وَدِيحِي وَعِيسَىٰ وَآلِيَّاسَ كُلًّا
مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْحَاقَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى
الْعَالَمِينَ. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ
هَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ذَلِكَ هَدَى اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَنْ**

**يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْمَلُونَ أُولَئِكَ
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ يَا نَبِيَّ كَفَرًا بِمَا هُوَ آوَدَ فَقَدْ
وَكَلَّمْنَا بِمَا قَوْلًا مَا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهِمُ
اقتُتِدَ ثُمَّ قَالَ هُوَ مِنْهُمْ زَادَ بِنُورِ هَارُونَ وَمَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
وَسَهْلُ بْنُ يُونُسَ عَنِ الْعَدَامِ مَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ**

نَبِيَّكُمْ مِّنْ أَمْثَلِ يَسْتَدِي بِمِثْرِهِ

৪২৭১. মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সূরা 'সাদ'-এ কি কোন সিজদা আছে? জবাবে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন, হাঁ। তারপর তিনি ওয়া ওয়াহাবনা লাহু থেকে ফরীব হুদাহু মুকতাদিহ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। অর্থাৎ তারপর আমি ইবরাহীমকে ইসহাক ও ইয়াকুবের মত সন্তান দান করেছি এবং সবাইকে সত্য পথ দেখিয়েছি। এ সত্যপথ ইতিপূর্বে নূহকে দেখিয়েছিলাম। আর তারই বংশের দাউদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মুসা ও হারুনকে হিদায়াত দান করেছি। আমি নেককার লোকদেরকে তাদের নেক কাজের পুরস্কার এ ভাবেই দিয়ে থাকি। তার বংশের শাকারিয়া, ইয়াহুয়া, ইসা ও ইলিয়াসকে আমি সূপথ প্রাপ্ত করেছি। তারা সবাই সৎ ও নেককার। তারই বংশের ইসমাইল, ইল-ইয়াসা, ইউনুস ও লুত—তাদেরকে সারা জাহানের মধ্যে মর্ষাদার অধিকারী করেছি। উপরন্তু তাদের কারো বাপ-দাদা, কারো সন্তান এবং কারো ভাই-বেরাদারকে খেদমতের জন্য বাছাই করেছি এবং সহজ সরল পথের হেদায়াত দান করেছি। এ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এর ম্বারা সূপথ দেখান। তবে যদি কখনো তারা শিরকে লিপ্ত হতো। তাহলে তাদের সমস্ত সংকর্ম নিষ্ফল হয়ে যেতো। এসব লোকদেরকেই আমি কিতাব, হুকুম ও নবুওয়াত দান করেছিলাম। এখন যদি এসব লোকেরা তা মানতে অস্বীকার করে তাহলে (কোন ক্ষতি নাই) অন্য কিছু লোককে আমি এ নিয়ামত অর্পণ করেছি, যারা এটিকে অস্বীকার করে না। হে নবী, এসব লোকেরাই আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াতপ্রাপ্ত। তুমি তাদের পথ অনুসরণ করে চলো।" এরপর তিনি বললেন : যাদের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে, দাউদ ও তাদের অন্তর্ভুক্ত। ইয়াযীদ ইবনে হারুন, মুহাম্মাদ ইবনে উবাইদ ও সাহল ইবনে ইউসুফ আউরাম ইবনে হাউশাবের মাধ্যমে মুজাহিদ থেকে এতটুকু আভির্ভূত বর্ণনা করেছেন যে, (মুজাহিদ বলেছেন :) আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : যাদেরকে তাঁদের (এসব নবীর) অনুসরণ করতে হয়েছে তাদের (অনুসরণকারীর) মধ্যে তোমাদের নবীও অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَزْمًا لِّذِي ظُلْمٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَزْمًا عَلَيْهِمْ
شَحْوُ مَمَّا

“যারা ইয়াহুদ হয়ে গিয়েছে, আমি নখর বিশিষ্ট প্রাণী তাদের জন্য হারাম করে দিয়েছি। আর গরু ও বকরীর চর্বি তাদের জন্য হারাম করে দিয়েছি।” আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : নখর বিশিষ্ট বলতে উট ও উটপাখীকে বুঝানো হয়েছে। আর حواযী বলতে যে নাড়ীর মধ্যে বকরী ও গরুর গোবর থাকে, সেই নাড়ীর কথা বলা হয়েছে। অন্যান্য বলেছেন : حدنا হাওয়া অর্থ যারা ইয়াহুদ হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ পাকের বাণী হাওয়া হাওয়া অর্থ হলো حواযী অর্থাৎ আমরা তওবা করেছি। যেমন هائد অর্থ ناسیر অর্থাৎ তওবাকারী।”

۴۲۷۲- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ قَاتَلَ
اللَّهُ الْيَمُودَ لَمَّا حَزَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شَحْوُ مَمَّا جَمَلُوا ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا مَا

৪২৭২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি শুনিয়েছি, নবী (সঃ) বলেছেন : আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদদের বংশ করদন আল্লাহ তাদের জন্য (মৃত্যু জন্তুর) চর্বি হারাম করলে তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে মূল্য গ্রহণ করেছে। ১১

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
“অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার নিকটবর্তী হয়ো না—তা প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন হোক।

۴۲۴۳. عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَا أَحَدٌ أُغَيِّرَ مِنَ اللَّهِ وَ
لِذَلِكَ حُرِّمَ الْفَوَاحِشُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ
الْمُدْحَرُ مِنَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ قُلْتُ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَرَفَعَهُ قَالَ نَعَمْ.

৪২৭০. আব্দু ওয়ায়েল আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন : তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) বলেছেন : মহান আল্লাহর চাইতে অধিক লজ্জাশীল ও সৎকর্ম মর্বাদাবোধসম্পন্ন আর কেউ নাই। তাই তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব রকম বেহায়াপনা ও অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন। আর আল্লাহর কাছে তাঁর নিজের প্রশংসার মত এত বেশী প্রিয় অন্য কিছুই নাই। এজন্য তিনি নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন। বর্ণনাকারী আমার ইবনে মুররা বলেন, আমি আব্দু ওয়ায়েলকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের নিকট থেকে এ হাদীস শুনছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) কি নবী (সঃ) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন? আব্দু ওয়ায়েল বললেন, হ্যাঁ। তিনি নবী (সঃ) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আব্দু আবদুল্লাহ (ইমাম) বুখারী বলেছেন : **و كميل** অর্থ রক্ষক বা পরিবেষ্টনকারী। **قيل** এর **بئيل** এর বহুবচন। অর্থ সব রকমের আযাব। **زخرف** অপয়োজনীয় জিনিসকে সৌন্দর্যমন্ডিত করাকেই **يُزخرف** বলে। **حجر** এর **حجر** অর্থ হারাম ও নিষিদ্ধ। **حجر** ভিত রচনা করা বা ইমারত গড়া। মাদা ঘোড়াকেও **حجر** বলা হয়। আকল ও জ্ঞানবৃদ্ধিকেও **حجر** বলা হয় আবার সামুদ্র জাতির এলাকার নাম ও **حجر** (হিজর)। নিষিদ্ধ এলাকাকেও **حجر** বলা হয়। এ কারণে বায়তুল্লাহর হাতীগকেও **حجر** বলা হয়। এক্ষেত্রে হাতীগ শব্দটি **محطوم** থেকে নিগত। যেমন **نحيل** শব্দটি **مقتول** শব্দ থেকে নিগত। আর **مجراليمامة** 'হিজরুল ইয়ামামাহ' একটি স্থানের অথবা বাড়ীর নাম।)

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : **هلم شهداءكم**

“তোমরা তোমাদের সাক্ষীদেরকে হাজির কর **هلم** হিজাববাসীদের পরিভাষা। এ শব্দটি এক বচন, স্মি-বচন এবং বহুবচন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।”

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : **لا مَنفَع لِنفسا إيمانها لم تكن امنة من قبله**
“(যেদিন তোমার প্রভুর বিশেষ কিছুর নিদর্শন আত্মপ্রকাশ করবে) সেদিন কোন ব্যক্তির ঈমান কাজে আসবে না যদি সে পূর্বেই ঈমান গ্রহণ না করে থাকে।”

۷۳۷۷. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْرَأُ السَّاعَةَ
حَتَّى تَطَّلِعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا رَأَاهَا النَّاسُ آمَنَ مِنْ عَلَيْهَا فَذَاكَ
جَيْنٌ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمِنَتْ مِنْ قَبْلُ.

ইবনে আব্দু রাবাহ ও জাবের ইবনে আবদুল্লাহর মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে অনুদ্রুপ বর্ণনা করেছেন।

৪২৭৪. আব্দ হুদরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। মানুষ যে সময় পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হতে দেখবে তখন সবাই ঈমান আনবে। কিন্তু সেটি হবে এমন এক সময় যে, ইতিপূর্বে ঈমান গ্রহণ না করে থাকলে ঐ সময়ের ঈমান কারো কোন উপকারে আসবে না।

৪২৭৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّمَاءُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَأَىهَا النَّاسُ اسْتَوَّوْا جُمُعُونَ وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا شَرَّ قَرَأِ الْآيَةِ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا نَمَلٌ كُنَّ مِنَ الْمَنَاتِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكْسِبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا۔

৪২৭৫. আব্দ হুদরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। সূর্য যখন পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে এবং মানুষ তা দেখবে তখন সবাই ঈমান আনবে। কিন্তু কেউ পূর্বে ঈমান গ্রহণ না করে থাকলে তখনকার ঈমান গ্রহণ তার কোন কাজে আসবে না। তারপর তিনি আয়াত পাঠ করলেন : “পূর্বে যদি কেউ ঈমান গ্রহণ না করে থাকে অথবা ঈমানদার হয়ে নেকী অর্জন না করে থাকে তাহলে সেদিন কারোর ঈমান কোন উপকার দেবে না।”

সূরা আল আরাফ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : قل الماحرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن : “হে নবী, আপনি বলেন, আমার রব প্রকাশ্য ও গোপন সব ধরনের অশ্লীলতা হারাম করে দিয়েছেন।”

৪২৭৬. عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَرْثَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ أُنْتِ سَمِعْتِ هَذَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ تَالِ تَعْمَرُ وَرَفَعَهُ قَالَ لَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ فَبَلَدُكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمُدْحَةَ مِنَ اللَّهِ فَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ۔

৪২৭৬. আমার ইবনে মুররা আব্দ ওয়ায়েল থেকে এবং আব্দ ওয়ায়েল আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (বর্ণনাকারী আমার ইবনে মুররা) বলেছেন : আমি (আব্দ ওয়ায়েলকে) জিজ্ঞেস করলাম : আপনি কি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের নিকট থেকে এ হাদীস শুনেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি এ কথাও বললেন যে, তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ) নবী (সঃ) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন : মহান আল্লাহর চেয়ে অধিক লজ্জাশীল ও সৎকর্ম মর্যাদাবোধ সম্পন্ন আর কেউ নাই। তাই তিনি প্রকাশ্য ও গোপন সব রকমের বেহায়াপনা ও অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহর কাছে তাঁর নিজের প্রশংসার মত এত বেশী প্রিয় আর কিছই নাই। তাই তিনি নিজের নিজের প্রশংসা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِبِيعَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي إِلَيْكَ تَالِ كُنْتُ
تُرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا
تَبَيَّنَ رَبُّهُ لَلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَبِحًا نَلْمًا إِذْ قَالَ سُبْحٰنَكَ
يَبُّت إِلَيْكَ وَإِنَّا أَهْلُ الْمُؤْمِنِينَ۔

“আর মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে আসলো এবং তার পালনকর্তা তার সাথে কথা বললেন। মূসা তখন বললো : হে রব, আপনি আমাকে দেখা দিন। আমি আপনাকে দেখবো। রব বললেন : তুমি আমাকে দেখতে পারবে না, তুমি বরং পাহাড়টির দিকে তাকাও। তা যদি স্ব-স্থানে টিকে থাকে তা হলে তুমি আমার দেখা পাবে। অতঃপর তার রব যখন পাহাড়টির ওপর নিজের জ্যোতি উন্ডাসিত করলেন তখন তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল এবং মূসা বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। পরে যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন, তখন বললেন, আপনি আভাব পাবেন। আমি আপনার কাছে তওবা করছি। আর আমি ঈমানদারদের মধ্যে প্রথম।” আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : ارسى اربح আমাকে (তোমার সাক্ষাত) দান করে।

۴۷۷- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ لَطَمَ وَجْهَهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِكَ مِّنَ الْأَنْصَارِ لَطَمَ فِي وَجْهِي قَالَ أَدْعُوهُ فَدَعُوهُ قَالَ لِمَا لَطَمْتَ وَجْهَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَالَّذِي أَصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَى الْبَشَرِ فَقُلْتُ وَعَلَى مُحَمَّدٍ فَأَخَذْتُ نِسِي غَضَبِي فَلَطَمْتُهُ قَالَ لَا تَحْبِرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاكُوتٌ أَوْ لَمْ يَفِيقُوا قَالَ نَآذِرُ الْإِنْسَانَ إِذَا نَآذَرَ بِمُوسَىٰ الْخُدْرِيِّ بِقَائِمَةٍ مِّنْ قُرَى الْعُرَشِ فَلَا أَدْرِي أَفَاتَى تَبَلَّى أَمْ جَزَى بِصَعْقَةِ الطُّورِ۔

৪২৭৭. আব্দু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এক ইয়াহুদ নবী (সঃ)-এর কাছে আসলো। তার মুখে চপেটাঘাত করা হয়েছিলো। সে বললো : হে মহাম্মাদ, আপনার এক আনসারী সাহাবা আমার মুখে চপেটাঘাত করেছে। এ কথা শুনে তিনি [নবী (সঃ)] সাহাবাদেরকে বললেন : তাকে ডেকে আনো। তারা তাকে ডেকে আনলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি তার মুখে চপেটাঘাত করেছে কেন? সে (আনসারী সাহাবা) বললো : হে আল্লাহর রসূল! আমি ঐ ইয়াহুদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনলাম, সে বলছে : সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি মূসাকে সমগ্র মানব জাতির ওপর মর্ষাদা দান করেছেন। এ কথা শুনে আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, তাহলে তো মহাম্মাদের চেয়েও তাঁর মর্ষাদার কথা বলা হচ্ছে। আমাকে রাগে পেয়ে বসলো। তাই আমি তাকে চপেটাঘাত করেছি। (সব শূনে) নবী (সঃ) বললেন : নবীদের মধ্যে তোমরা আমাকে বেশী মর্ষাদাবান মনে করেনা না। কারণ, কিয়ামতের দিন সব মানুহই বেহুশ হয়ে পড়বে।

এরপর সর্ব প্রথম আমিই জ্ঞান ফিরে পাব। নবী (সঃ) বলেন : তখন আমি দেখবো, মুসা আরশের একটি খুঁটি ধরে আছে। আমি জানি না তিনি আমার পূর্বে জ্ঞান ফিরে পাবেন, না তুর পাহাড়ে বেহুশ হয়ে পড়ার কারণে এ যাত্রা বেঁচে যাবেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : **المن والسلوى**

“আমি তোমাদের (নবী ইসরাইল) জন্য ‘মান্’ ও ‘সাল্ ওয়া’ পাঠিয়েছি।”

৭২৮১ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْكُمَاةَ مِنْ أُمِّنْ وَمَاؤَهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ -

৪২৭৮. সাঈদ ইবনে যয়েদ নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (সঃ)] বলেছেন : ব্যাঙের ছাতা ‘মান্’ শ্রেণীর সর্জি। ১২ আর এর রস চক্ষু রোগনাশক।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

تَلِي يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ تَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأَمِّيَّ
الَّذِي يُمِيتُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ .

“(হে নবী,) আপনি বলে দিন, হে মানবজাতি আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর রসুল (হিসেবে এসেছি)। আসমান ও যমীনের মালিকানা বা সার্বভৌমত্ব যার, তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নাই। তিনিই জীবিত রাখেন ও মৃত্যুদান করেন। তোমরা সবাই আল্লাহ ও তাঁর উম্ম নবীর প্রতি ঈমান পোষণ করো; যিনি আল্লাহ ও তাঁর কালিমা সমূহের প্রতি ঈমান পোষণ করেন। তোমরা তাঁরই অনুসরণ করো, যেন সন্নল-সঠিক পথের সন্ধান লাভ করো।”

৭২৮৭ - عَنْ ابْنِ الدَّرْدَاءِ يَقُولُ كَانَتْ بَيْنَ ابْنِ بَكْرِ وَعُمَرَ
مَعَادِرَةٌ فَأَغْضَبَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ فَأَنْصَفَ عُمَرَ عَنْهُ مَغْضَبًا
فَاتَّبَعَهُ أَبُو بَكْرٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى أَغْلَقَ
بَابَهُ فِي وَجْهِهِ فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ
وَمَحْنٌ مِثْلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا صَاحِبِكُمْ هَذَا فَقَدْ فَانَرِ
قَالَ وَنَدِمَ عُمَرُ عَلَى مَا كَانَتْ مِنْهُ فَأَقْبَلَ حَتَّى سَلَّمَ وَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ
ﷺ وَقَعَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْخَبَرَ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَغَضِبَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ وَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَظْلَمُ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ صَاحِبِي هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ

১২. অর্থ ‘মান্’ যেমন বিনা পরিগ্রহেই পাওয়া যেতো। ব্যাঙের ছাতাও বিনা পরিগ্রহেই পাওয়া যায়।

صَاحِبِي إِنِّي تَلَّيْتُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسَوْتُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
فَقُلْتُمْ كَذَّبَتْ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَدَّتْ .

৪২৭৯. আব্দু দারদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একসময়ে আব্দু বকর ও উমরের মধ্যে তাঁর বাদানবাদ হলে আব্দু বকর উমরকে রাগ করলেন। তাই উমরও রাগান্বিত হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। এমতাবস্থায় আব্দু বকর তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়াব জন্য তাঁর পেছনে পেছনে গেলেন। কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার পূর্বেই উমর তাঁর মুখের ওপর দরযা বন্ধ করে দিলেন। তখন আব্দু বকর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলেন। আব্দু দারদা বর্ণনা করেন : আমরা তখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। (আব্দু বকরকে আসতে দেখে) রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তোমাদের এ ভাই কারো সাথে ঝগড়া করে আসছে বলে মনে হচ্ছে। আব্দু দারদা বর্ণনা করেছেন, নিজের কৃতকর্ম ও আচরণের জন্য লজ্জিত হয়ে উমরও রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলেন এবং সালাম দিয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বসে সব ঘটনা খুলে বললেন। আব্দু দারদা বলেন : সব শুনলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও রগান্বিত হলেন। তখন আব্দু বকর খার খার বলতে থাকলেন : আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রসূল! আমিই বেশী অপরাধী। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তোমরা কি আমার সাথীকে পরিত্যাগ করতে চাও? তোমরা কি আমার সাথীকে পরিত্যাগ করতে চাও? এমন একসময় ছিলো, যখন আমি ঘোষণা করেছিলাম : হে মানব জাতি, আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর রসূল (হিসেবে এসেছি)। তখন তোমরা বলেছিলে : আপর্নি মিথ্যা বলেছেন। কিন্তু আব্দু বকর বলেছিলো : আপর্নি সত্য কথা বলেছেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : **وخر موسى صعقا** "আর মূসা বেহুশ হয়ে পড়ে গেল।" আব্দু সাঈদ খুদরী ও আব্দু হুরাইরা এ বিষয়ে নবী (সঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।
অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : **وقولوا حطة** মাফ করে দাও।
তোমরা বলো, মাফ করে দাও।

٧٢٨٠ - عَنْ ابْنِ مَرْيَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبِيلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
أَدْخَلُوا الْبَابَ سَجِدًا أَوْ قَوْلُوا خِطَّةً تَغْفِرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ فَبَدَلُوا
فَدَخَلُوا يَرْحَمُونَ عَلَى أَسْنَانِهِمْ وَقَالُوا اجْبَتَةٌ فِي شَعْرَةٍ .

৪২৮০. আব্দু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : বনী ইসরাইলদেরকে বলা হতো সিজদা, তোমরা সিজদাবনত হয়ে দরযা দিয়ে প্রবেশ করো আর বলতে থাকো, ক্ষমা করে দাও। তাহলে আমি তোমাদের সব গোনাহ মাফ করে দেব। কিন্তু পরিবর্তে তারা নিতম্বের ওপর ভর দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে প্রবেশ করলো এবং বললো : যবের দানা চাই। অর্থাৎ খাদ্য চাই।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : **خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلین**
"হে নবী, নম্রতা ও কমাশীলতার পথ অনুসরণ করো, ভাল কাজের আদেশ করা এবং জাহেলদেরকে এড়িয়ে চলো।" **عرف** অর্থ ভাল কাজ।

٧٢٨١ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا بَنُو حِصْنِ بْنِ حَدَّ يَفَنَةَ

فَنَزَلَ عَلَىٰ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ تَيْسٌ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يَدِينُهُمْ
عُمَرُ وَكَانَ الْقُرَاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسٍ عُمَرُ وَمَشَا ذَرْتَهُ كَمَا هُوَ
كَانُوا إِذْ سَبَّانَا فَقَالَ عَيْبَةَ لِابْنِ أَبِي حَبِيبٍ يَا ابْنَ أَخِي لَكَ وَجْهُ عِنْدَ
هَذَا إِلَّا وَمِثْرٍ فَاسْتَاذَتْ لِي عَلَيْهِ قَالَ سَأَسْتَاذَتْ لَكَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ
مَيْبِاسٍ نَأَسْتُ ذَلِكَ الْكُرِّ لِعَيْبَةَ فَأَذَتْ لَهُ عُمَرُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ
هِيَ يَا ابْنَ الْخَطَابِ قَوْلُ اللَّهِ مَا تَعْطِينَا الْجُرْلَ وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ
فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى سَمَّرَ أَنْ يُرْقِعَ بِهِ فَقَالَ لَهُ الْحُرِّيُّ يَا مَيِّرَ الْمُؤْمِنِينَ
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ حِينَ الْعَفْوِ وَأَمْرٍ بِالْعَفْوِ وَفِ وَأَعْرِضْ مِنَ
الْجَاهِلِينَ رَأَتْ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ وَاللَّهُ مَا جَاذَرَهَا عُمَرُ حِينَ
نَلَمَّا عَلَيْهِ وَكَانَ دَنَا نَا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ.

৪২৮১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : উয়াইনা ইবনে হিসন ইবনে হুদাইফা তার ভাতিজা হুদ ইবনে কাইসের কাছে আগমন করলেন। যাদেরকে উমর তাঁর কাছে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ দিতেন হুদ ইবনে কাইস ছিলেন তাদেরই একজন। কারী এবং আলেমগণই উমরের মজলিসে বসতেন এবং তাঁকে পরামর্শ দিতেন। এ ব্যাপারে যুবক ও বৃদ্ধের কোন ভেদাভেদ ছিল না। উয়াইনা তার ভাতিজা হুদ ইবনে কাইসকে বললেন : ভাতিজা, আমীরুল মুমিনীন (উমর)-এর কাছে তোমার তো বেশ কদর আছে। তাঁর সাথে আমার সাক্ষাতের জন্য অনুরূতি নাও। হুদ ইবনে কাইস বললেন : ঠিক আছে, আমি অনুরূতি চাইবো। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, অতঃপর হুদ ইবনে কাইস উয়াইনার জন্য অনুরূতি চাইলে উমর তাকে অনুরূতি প্রদান করলেন। উয়াইনা উমরের কাছে উপস্থিত হয়ে বললো : আরে! ব্যাপার কি? আল্লাহর শপথ! আপনি না আমাদেরকে যথেষ্ট উপহার উপঢৌকন দিচ্ছেন, না ন্যায় ইনসাফ মত ব্যবস্থাপনা চালাচ্ছেন। এ কথা শুনে উমর রাগান্বিত হয়ে উঠলেন। এমনকি তাকে এ জন্য মায়তে উদ্যত হলেন। এ দেখে হুদ ইবনে কাইস বললেন : হে আমীরুল মুমিনীন, মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেছেন, “খুদযিল আফুওয়া ওয়া মুর বিল মা’রুফে ওয়া রিদ আনিল জাহেলীন”—“(হে নবী,) নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার পথ অনুসরণ করো, ভাল কাজের আদেশ দাও এবং জাহেলদেরকে এড়িয়ে চলো।” আর এ লোকটিও একজন জাহেল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহর শপথ! হুদ ইবনে কাইস এ আয়াতটি উল্লেখ করলে উমর তা মোটেই লংঘন করলেন না। তিনি তো আল্লাহর কিতাবের সর্বাধিক অনুগত ছিলেন।

৪২৮২. আবদুল্লাহ ইবনে হুদাইফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : অল্লাহ এ আয়াত
“خُذِلَ الْاَفْوَىٰ وَوَا مُرَّ بِالْمَعْرُوفِ وَكَالَ مَا نُزِّلَ
اللَّهُ الْاَفْوَىٰ اَخْلَقِ النَّاسِ.

৪২৮২. আবদুল্লাহ ইবনে হুদাইফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : অল্লাহ এ আয়াত
“খুদযিল আফুওয়া ওয়া মুর বিল মা’রুফে”—“নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার পথ অনুসরণ করো, ভাল
কাজের আদেশ দাও”—মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠন সম্পর্কে নাযিল করেছেন। আরেকটি

সনদে আবদুল্লাহ ইবনে বারা' আব্দু উসামা, হিশাম ও হিশামের পিতা আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের মাধ্যমে হাদীসটি নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন :

۴۲۸۳- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ قَالَ أَمْرًا لِلَّهِ نَبِيَّةٌ ﷺ أَتَى
يَأْخُذُ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ أَوْ كَمَا قَالَ.

৪২৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানব জাতির নৈতিক চরিত্র গঠনের নিমিত্ত তার মবী (সঃ)-কে নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অনুসরণের আদেশ করেছেন। অথবা বর্ণনাকারী হাদীসটি যেভাবে বর্ণনা করেছেন।

সূরা আল-আনফাল

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَاصْلِحُوا
ذَاتَ بَيْنِكُمْ.

“লোকেরা তোমাকে গণীমাত বা যুদ্ধলব্ধ অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বলো, যুদ্ধ-লব্ধ অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য। তাই এ ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক শুদ্ধ করে নাও।” আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : وَالْفَالُ (আনফাল) অর্থ গণীমাত বা যুদ্ধ-লব্ধ অর্থ। কাতাদা বলেছেন : بِحُكْمِ (রীহদকুম) অর্থ যুদ্ধ আর لَانِلِ (নাফিল) অর্থ উপহার।”

۴۲۸۴- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ سُورَةُ الْأَنْفَالِ
قَالَ نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ

৪২৮৪. সাঈদ ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে সূরা আনফাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : সূরা আনফাল বদর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضَّمَّةُ الْبُكْرُ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“নিশ্চিতভাবে শরীর ও বোবা লোকগুলো—যারা বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী চলে না—আল্লাহর কাছে জঘন্যতম প্রাণী হিসেবে পরিগণিত।”

۴۲۸۵- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضَّمَّةُ الْبُكْرُ

الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ تَالَهُمْ نَفَرًا مِّنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ

৪২৮৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : “যারা বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী চলে না, নিশ্চিতভাবে এরূপ বখির ও বোবা লোকগুলোই আল্লাহর কাছে জঘন্যতম জীব” —এ আয়াতটি বনী আবদদ্দার গোত্রের কিছ্র লোক সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল।

অনুবাদ : মহান আল্লাহর বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهُ تَحْشَرُونَ

“হে ঈমানদারগণ! রসুল যখন তোমাদেরকে জীবনদানকারী বিষয়ের প্রতি আহ্বান করেন তখন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আহ্বানে সাড়া দাও। জেনে রাখো, আল্লাহ মানুষের মনের কথা জানেন। তোমাদেরকে তাঁরই সামনে একত্রিত করা হবে।” استجبوا অর্থ তোমরা সাড়া দাও। لما يحْييكم অর্থ বা তোমাদেরকে সংশোধন করবে।

٧٢٨٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أَمَلِي فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَعَانِي فَلَمَّا اتَّهَ حَتَّى صَلَيْتُ ثُمَّ أَقْبَسَهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ آلَ رَسُولِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لَا عِلْمَ لَكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أُخْرَجَ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُخْرِجَ فَذَكَرْتُ لَهُ وَقَالَ مُعَاذُ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ جَبْرِ عَنْ حَفْصَةَ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَهْتَدِي وَتَالَ هِيَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّمْعُ الْمَتَانِي.

৪২৮৬. আব্দ সাঈদ ইবনে আব্দুল্লা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি মসজিদে নামায পড়ছিলাম এমন সময় রসুলুল্লাহ (সঃ) আমার পাশ দিয়ে যেতে আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর নিকট তৎক্ষণাৎ না গিয়ে নামায শেষ করলাম এবং পরে গেলাম। তিনি বললেন : তোমার আসতে কি বাধা ছিল? আল্লাহ কি বলেননি—“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর রসুল যখন তোমাদেরকে ডাকেন তখন আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ডাকে সাড়া দাও?” তিনি তারপর বললেন : আমি মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে তোমাকে অবশ্যই কোরআনের মহত্তম সূরাটি শিখিয়ে দেব। এরপর একসময় রসুলুল্লাহ (সঃ) মসজিদ থেকে চলে যেতে উদ্যত হলে আমি তাঁকে কথটি স্মরণ করিয়ে দিলাম। (অন্য একটি সনদে) আব্দ সাঈদ ইবনে আব্দ সাঈদ শব্দে ইবনে হাফস, খুবাইব খায়রাযী, হাফস ইবনে আসেম ও আব্দ সাঈদ নামে নবী (সঃ) —এর একজন সাহাবার মাধ্যমে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) এরপর বললেন : ঐ সূরাটি হলো বার বার পাঠা সাতটি আয়াত বিশিষ্ট সূরা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। (অর্থাৎ সূরা ফাতিহা)।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَاذْكُرُوا لِلَّهِ مَا كَانَتْ هَذِهِ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامِطْرٌ عَلَيْكُمْ
حِجَابٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَادُّتْنَا بِعَذَابِ الْيُسْرِ-

“আর ঐ কথাও স্মরণযোগ্য, যা তারা বলোছিল অর্থাৎ হে আল্লাহ! এ যদি সত্য এবং তোমাদের পক্ষ থেকে হয় তাহলে আমাদের ওপর আসমান থেকে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করো অথবা কঠিন শাস্তি দান করো।” ইবনে উয়াইনা বলেছেন : কোরআন মজীদে আল্লাহ তা‘আলা سطر বা বৃষ্টি কথা উল্লেখ করে তা আযাব অর্থে ব্যবহার করেছেন। আরবরা বৃষ্টিকে غيث (গাইস) বলে থাকে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন : منزل الغيث من بعد ما نطروا “তারা নিরাশ হওয়ার পর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন।”

۴۲۸۷- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَبُو جَهْلٍ اللَّهُمَّ إِنَّكَ كَانَتْ هَذِهِ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامِطْرٌ عَلَيْكُمْ حِجَابٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَادُّتْنَا بِعَذَابِ الْيُسْرِ فَنَزَلَتْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مَعَهُمْ يَسْتَعْجِلُونَ وَمَا كَانُوا إِلَّا يُعَجِّلُ اللَّهُ لَهُمْ يَمَسُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا إِلَّا لِيَأْوُوا إِلَيْنَا أَوْ لِيَأْوِيَهُمْ إِلَيْنَا وَكُنَّا أَعْيُنُهُمْ الْغَائِبِينَ

৪২৮৭. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, “হে আল্লাহ! এ যদি সত্য হয় এবং তোমার পক্ষ থেকে হয় তাহলে আসমান থেকে আমাদের ওপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করো অথবা কঠিন শাস্তিদান করো।”—আবু জাহল এ কথা বললে নাযিল হলো : “আপনি যতক্ষণ তাদের মাঝে আছেন, আল্লাহ ততক্ষণ তাদেরকে আযাব দিতে চান না। আল্লাহ এমন নন যে, তারা ক্ষমা চাইতে থাকবে, আর তিনি তাদেরকে আযাব দিবেন। কিন্তু এখন কি কারণে আল্লাহ তাদেরকে আযাব দেবেন না? এখন তো তারা মসজিদে হারামের পথ রোধ করছে। তারা তো তার বৈধ ব্যবস্থাপকও নয়। মসজিদ ছাড়া আর কেউ এর বৈধ ব্যবস্থাপক হতে পারে না। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।”

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مَعَهُمْ يَسْتَعْجِلُونَ-

“আপনি যে সময় তাদের মাঝে অবস্থান করছিলেন আল্লাহ তখন তাদেরকে আযাব দিতে চাননি। আল্লাহ এমন নন যে, তারা ক্ষমা চাইতে থাকবে আর আল্লাহ তাদেরকে আযাব দিবেন।”

۴۲۸۸- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلٍ اللَّهُمَّ إِنَّكَ كَانَتْ هَذِهِ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامِطْرٌ عَلَيْكُمْ حِجَابٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَادُّتْنَا

بَعْدَابِ الْيَمْرِ فَنَزَلَتْ وَمَا كَاتِ اللَّهُ لِيَعْدِي بِهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ
 وَمَا كَاتِ اللَّهُ مَعَدِي بِهِمْ وَهُمْ يَسْتَعْجِلُونَ وَمَا لَمْ يَأْتِ لِيَعْدِي بِهِمْ
 اللَّهُ وَهُمْ يَصْنَعُونَ عَيْنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا إِذْ لِبَاءَهُ إِثْ
 أَذْلِيَاءُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .

৪২৮৮. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : “হে আল্লাহ! এ যদি সত্য হয় এবং তোমার পক্ষ থেকে হয় তাহলে আসমান থেকে আমাদের ওপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করো অথবা কঠিন শাস্তি দান করো”—আবু জাহল এ কথা বললে নাযিল হলো : “আপনি যতক্ষণ তাদের মাঝে আছেন আল্লাহ ততক্ষণ তাদেরকে আযাব দিতে চান না। আল্লাহ এমন নন যে, তারা ক্ষমা চাইতে থাকবে আর তিনি তাদেরকে আযাব দিবেন। কিন্তু এখন কি কারণে আল্লাহ তাদেরকে আযাব দিবেন না? এখন তো তারা মসজিদে হারামের পথ রোধ করছে। অথচ তারা এর বৈধ ব্যবস্থাপক নয়। একমাত্র মদুস্তাকীরাই এর বৈধ ব্যবস্থাপক। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা অবগত নয়।”

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَأَاتَيْنَاهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةً وَيَكُونُ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ .

কিতনা নির্মূল এবং আল্লাহর শব্দ পূর্ণরূপে কার্যম না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো।”

۱۹ ۴۲ - عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَإِنْ كَانَتْ قَاتِلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 أَتَتَلَوْا فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَقَاتِلُوا الَّتِي
 تَبْغِي حَتَّى تَفِي إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ قَاتَلَتْ فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ أَقْسَطُوا
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ فَمَا يَمْنَعُكَ أَلَّا تَقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي
 كِتَابِهِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَغْتَرَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ دَلَا قَاتِلَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ
 أَنْ أَغْتَرَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
 فَجَزَاءُكَ جَهَنَّمُ إِلَىٰ أَجْرِهَا قَالَ يَا ابْنَ اللَّهِ يَقُولُ وَتَاتَيْنَاهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ
 فِتْنَةً قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ فَعَلْنَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ كَانَ الْإِسْلَامَ
 قَلِيلًا فَكَانَ الرَّجُلُ يَفْتَنُ فِي دِينِهِ أَمَا يَقْتُلُوهُ وَإِنَّمَا يُؤْتِيهِمْ حَتَّى كَثُرَ
 الْإِسْلَامَ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةً فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا يُؤَافِقُهُ فِيمَا يَرِيدُ قَالَ

فَمَا تَزُولُكَ فِي عَلِيِّ وَعُثْمَانَ تَالِ ابْنِ عُمَرَ مَا تَوَلَّيْتُ فِي عَلِيٍّ وَهُمَا تَامَا
 عُثْمَانَ تَكَانَ اللَّهُ تَمَدُّ عَقَا عَنْهُ نَكْسِرُ هُتْمَ أَنْ تَغْفِرُوا عَنْهُ وَأَمَّا
 عَلِيٌّ فَا بُنْ عَمْرٍ وَسُؤْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَدَّتَهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَهَدَاهُ ابْنَتَهُ
 أَدْبُنْتَهُ حَيْثُ تَرَوْنَ.

৪২৮৯. নাফে' তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে উমরের কাছে এসে বললো, হে আব্দু আবদুর রহমান! আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে কি বলেছেন, তা কি আপনি জানেন না? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : “যদি মদ্বামিনদের দু'টি দল নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করতে থাকে তাহলে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দাও। এরপরেও যদি তাদের মধ্যে একদল অন্যদলের ওপর বাড়াবাড়ি করতে থাকে তাহলে যারা বাড়াবাড়ি করছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো—যতক্ষণ না তারা আল্লাহর হুকুম মেনে নেয়। যদি তারা আল্লাহর হুকুম মেনে নেয়, তাহলে ন্যায় ও ইনসাফ মোতাবেক তাদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকদের ভালবাসেন।” সুতরাং আল্লাহর কিতাবের হুকুম অনুযায়ী যুদ্ধ করতে আপনার বাধা কোথায়? আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন : ভাতিজা, যে আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন ইমানদারকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার পরিণাম হলো শ্বায়ী জাহান্নাম.....” সেই আয়াতের ব্যাখ্যা করার চেয়ে এ আয়াতের (যা তুমি উল্লেখ করলে) ব্যাখ্যা করে যুদ্ধ না করা আমার কাছে বেশী পসন্দনীয়। তখন লোকটি বললো, আল্লাহ বলেছেন : “ফিতনা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো।” জ্বাবে আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময় ইসলামের অনুসারী সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে ইসলাম দুর্বল ছিল, তখনই তো আমরা এ কাজ করেছি। তখন শ্বায়ী ইসলামের জন্য মানুষ চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হতো। হয় তাকে হত্যা করা হতো অথবা বন্দী করা হতো। অবশেষে ইসলামের অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এবং ফিতনা নির্মূল হয়ে গেলো। লোকটি যখন দেখলো, আবদুল্লাহ ইবনে উমর তার সাথে একমত হচ্ছেন না তখন সে প্রশ্ন করে বসলো, আলী ও উসমান সম্পর্কে আপনার মতামত কি? আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন : আলী ও উসমান সম্পর্কে আমার নতুন কোন কথা নাই। উসমানের কথা বলছো, তাঁকে তো আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন। কিন্তু তোমরা তাঁকে মাফ করা পসন্দ করো না। আর আলী সম্পর্কে বলছো, তিনি তো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচাতো ভাই এবং তাঁর জামাতা। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে উমর হাত দিয়ে ইংগিত করে বললেন, আর দেখতেই পাচ্ছ তাঁর বাড়ী ছিলো এখানে।

۹۰. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا وَإِنَّا ابْنُ عَمْرٍ
 فَقَالَ رَجُلٌ كَيْفَ تَرَى فِي قِتَالِ الْفِتْنَةِ قَالَ وَهَلْ تَدْرِي مَا لِقِتْنَتُهُ
 كَانَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ الْمَدْحُولَ عَلَيْهِمْ
 نِتْنَةً وَلَيْسَ كَقِتْنَةِ الْحَكْمِ عَلَى الْمَلِكِ.

৪২৯০. সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : একদিন আবদুল্লাহ ইবনে উমর আমাদের কাছে আসলে এক ব্যক্তি বললো, (লড়াই-ঝগড়া হচ্ছে) আপনি এ ফিতনা-মূলক লড়াই-ঝগড়া সম্পর্কে কি মতামত পোষণ করেন? তিনি বললেন : ফিতনা কি, তা

কি তুমি জানো? মহাম্মদ (সঃ) মদুশরিকদের সাথে লড়াই করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে মদুশরিকদের লড়াই করাটাই ছিল ফিতনা। তাঁর লড়াই তোমাদের লড়াইয়ের মতো রাজত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য ছিলো না।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ
صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا
مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا أَيُّهَا تَمْرُ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ .

“হে নবী! মু’মিনদেরকে লড়াইয়ের জন্য উৎসাহ দিতে থাকুন। যদি তোমাদের মধ্যে বিশ-জন ধৈর্যশীল ও দৃঢ়চিত্ত লোক থাকে, তাহলে তারা দু’শ জনকে পরাস্ত করতে পারবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে অনূ’রূপ একশ জন লোক থাকে তাহলে তারা এক হাজার লোককে পরাস্ত করতে সক্ষম হবে। কেননা তারা এমন জনগোষ্ঠী যারা সত্যিকার উপলব্ধি ও বুদ্ধিমত্তা রাখে না।”

۴۲۶۱ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا نَزَلَتْ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ
صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَغْرَأَ وَاحِدٌ
مِنْ عَشْرَةٍ نَقَالَ سَفِيحٌ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ لَا يَغْرَأَ عِشْرُونَ مِنْ مِائَتَيْنِ
تُرْتَلِّشُ لِأَنْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ نِيَّكُمْ صَعْفًا وَإِنْ يَكُنْ
مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا
أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ فَكُتِبَ أَنْ لَا يَغْرَأَ مِائَةٌ مِنْ
مِائَتَيْنِ وَزَادَ سَفِيحٌ مَرَّةً نَزَلَتْ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ
إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ نَالَ سَفِيحٌ وَقَالَ ابْنُ سُبْرَةَ
وَأَرَى الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِثْلَ هَذَا .

৪২৯১. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যখন এ আয়াতটি নাযিল হলো—“যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন দৃঢ়চিত্ত ও ধৈর্যশীল লোক থাকে, তাহলে তারা দু’শ জনকে পরাস্ত করতে সক্ষম হবে” তখন এটা আবশ্যকীয় করে দেয়া হলো যে, দশজনের মদুকাবিলা থেকে একজন পালিয়ে যাবে না। সুফিয়ান (ইবনে উয়াইনা) একাধিকবার বলেছেন : দু’শ জনের মদুকাবিলায় বিশজন পিছপা হবে না। এরপর আবার এ আয়াতটি নাযিল হলো—“এখন আল্লাহ তোমাদের বোঝা কিছুটা হালকা করে দিয়েছেন কারণ তিনি জানেন, এখনো তোমাদের মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা আছে। এখন তোমাদের মধ্যে যদি একশ জন দৃঢ়চিত্ত ও ধৈর্যশীল লোক থাকে, তাহলে তারা দু’শ জনকে পরাস্ত করতে পারবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে অনূ’রূপ এক হাজার লোক থাকে, তাহলে আল্লাহর হুকুমে তারা দু’

হাজার লোককে পরাজিত করতে সক্ষম হবে। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন।” এ আয়াত নাযিল হলে ঠিক করে দেয়া হলো যে, দূশ জনের মদকাবিলায় একশ জন ঈমানদার পিছপা হবে না। সূফিয়ান ইবনে উয়াইনা একবার মার বেশী সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। পরে নাযিল হলো “হে নবী! মূমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করুন। যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন দৃঢ়চিত্ত ও ধৈর্যশীল লোক থাকে (তাহলে তারা দূশ জনের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে)।” সূফিয়ান ও ইবনে শুবরুমা বলেছেন : “আগর বিল মা'রুফ ও নাহী আনিল মুনকার”—“ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের প্রতিরোধের”—বিষয়টিও আমি অনূরূপ মনে করি।

অনূচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

أَلَا نَحْفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَاعْلَمُوا أَن فَيْكُمْ ضَعْفًا نَأْتِيكُمْ بِكُمْ مِائَةً
صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ
اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

“এখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বোঝা কিছুটা হালকা করে দিয়েছেন। কারণ, তিনি জানেন, এখনো তোমাদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা আছে। তাই এখন তোমাদের মধ্যে যদি একশ জন দৃঢ়চিত্ত ও ধৈর্যশীল লোক থাকে, তাহলে তারা দূশ জনকে পরাস্ত করতে পারবে। আর তোমাদের মধ্যে যদি অনূরূপ এক হাজার লোক থাকে, তাহলে আল্লাহর হুকুমে তারা দূশ হাজার লোককে পরাস্ত করতে পারবে। আর আল্লাহ তো ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন।”

٢٢٩٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَأَلْنَا نَزَلَتْ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ
صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حِينَ تَرَى عَلَيْهِمُ
الْأَيْمَانَ وَاحِدًا مِنْ عَشْرَةٍ فَبَاءَ التَّخْفِيفِ فَقَالَ أَلَا نَحْفَ اللَّهُ عَنْكُمْ
وَاعْلَمُوا أَن فَيْكُمْ ضَعْفًا نَأْتِيكُمْ بِكُمْ مِائَةً صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ
قَالَ فَلَمَّا حَقَّقَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ الْحِدَّةِ تَقْضَى مِنَ الصَّبْرِ بِقُدْرٍ
مَا حَقَّقَ عَنْهُمْ-

১২৯২. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : “তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন দৃঢ়চিত্ত ও ধৈর্যশীল লোক থাকে, তাহলে তারা দূশ জন (কাফের)-কে পরাস্ত করতে পারবে”—এ আয়াত যখন নাযিল হলো এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে দশজনের (কাফের) মদকাবিলায় একজন ঈমানদারের পলায়ন না করা ফরজ করা হলো, তখন তা মুসলমানদের জন্য কষ্টকর মনে হলো। তাই এ হুকুমে শিথিলতার নির্দেশ আসলো। আল্লাহ আদেশ করলেন : “এখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বোঝা কিছুটা হালকা করে দিয়েছেন। কারণ, তিনি জানেন, এখনো তোমাদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা আছে। তাই এখন যদি তোমাদের মধ্যে একশ জন দৃঢ়চিত্ত ও ধৈর্যশীল লোক থাকে তাহলে তারা দূশ জনকে পরাস্ত করতে পারবে।” আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ যেখানে সংখ্যা শিথিল করেছেন সেখানে সেই অনূপাতে মুসলমানদের ধৈর্যও শিথিলতা এসেছে।

সূরা বারাত

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ

“তোমরা যেসব মূশরিকের সাথে সন্ধি স্থাপন করেছ, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের তরফ থেকে তার অবসান ঘোষণা করা হলো। ১০

৪২১০. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الرَّءَاءَ يَقُولُ الْخِرَاءِ بِتُزَلَّتْ.
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ وَأَخْرَجَ سُورَةَ تَزَلَّتْ بَرَاءَةٌ

৪২১০. আবু ইসহাক বর্ণনা করেছেন, আমি বারাহ ইবনে আযেব (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, (কোরআনের) সর্বশেষ যে আয়াত নাযিল হয়েছিল, সেটি হলো, **يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ** আর সর্বশেষ যে সূরা নাযিল হয়েছিল, সেটি হলো সূরা ‘বারাত’।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

فَسَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُبٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي
اللَّهِ وَآتَى اللَّهُ مَخْزِي الْكُفْرِينَ

“অতএব (হে মূশরিকসকল!) তোমরা পৃথিবীতে চার মাস বেড়িয়ে যাও এবং জেনে রেখো যে, তোমরা কখনো আল্লাহকে অক্ষম করতে সক্ষম নও। নিশ্চয় আল্লাহ কাফরদেরকে মাহিমিত ও অপমান করেই ছাড়বেন।”

৪২১১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي
مُؤَذِّنِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذِّنُونَ بِنِئَانِ أَنْ لَا يَحْجَّ بَعْدَ الْعَامِ
مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَاتٌ قَالَ حَبِيبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
تَمَّ أَرْدَفَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْليُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَمْرُهُ أَنْ يُؤَذِّنَ
بِبَرَاءَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذَتْ مَعْنَا عَلَى يَوْمِ النَّحْرِ فِي أَهْلِ مِثْلِ بَرَاءَةِ
وَأَنَّ لَا يَحْجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَاتٌ.

১০. ‘বারাত’ শব্দের আভিধানিক অর্থ বিচ্ছেদ, প্রত্যাহান, স্পষ্ট জবাব প্রদান। তবে এ স্থলে সন্ধি-বিচ্ছেদ; দল-মুক্ত বা সন্ধ-হীন বৃক্ষমো হয়েছে।

৪২৯S. আব্দু হুইরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (নবম হিজরীর) হজ্জ্ আব্দু বকর (রাঃ) আমাকে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন, আমি যেন মিনায় কোরবানীর দিন এটা ঘোষণা করে দেই যে, এ বছরের পর কোন মর্শরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং কা'বা শরীফে নশনদেহে কাউকে তওয়াফ করতে দেয়া হবে না। হুইরাইদ ইবনে আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) পুনরায় আলী (রাঃ)-কে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠান যে, তুমি গিয়ে সূরা 'বারাআতের' (বিধিবিধানগুলো) ঘোষণা করে দাও। আব্দু হুইরাইরা (রাঃ) বলেন, সুতরাং আলী (রাঃ)-ও কোরবানীর দিন মিনায় আমাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সূরা বারাআতের (হুকুমগুলো) মিনায় উপস্থিত লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন—কোন মর্শরিকই এ বছরের পর আর হজ্জ করতে পারবে না এবং কাউকে নশনদেহে কা'বা শরীফ তওয়াফ করতে দেয়া হবে না।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَأَذَاتٌ مِّنَ اللَّهِ دَرَسُوهُ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ
اللَّهُ بَرُّؤٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَاللَّهُ يَكْتُمُ مَا يُحِبُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ لَّكُمُ
وَأَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّا كَفَرْنَا بِعَدَابِ اللَّهِ أَذَاتٌ مِّنَ اللَّهِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ
يَنْقُضُوا كُفْرًا شَيْئًا وَلَمْ يُنْظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ
عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ -

“এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের তরফ থেকে মহান হজ্জের দিনে (জনমন্ডলীর প্রতি) ঘোষিত হচ্ছে যে, নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর রসূল মর্শরিকদের থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত। কিন্তু যদি তোমরা তওবা করো, তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি যাড় ফিরে চলে যাও, তবে জেনে রাখ, তোমরা কখনো আল্লাহকে অক্ষম করতে সক্ষম নও। এবং (হে নবী,) আপনি কাফেরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আঘাবের সুখবর দান করুন! তবে সেই মর্শরিকরা ডিগ্র—খাদের সাথে তোমরা সন্ধি স্থাপন করেছিলে, অতঃপর তারা তোমাদের কোনরূপ ক্ষতি করনি, তোমাদের বিরুদ্ধে সাহায্য-সহযোগিতাও করেনি, নির্ধারিত মর্শদত পর্যন্ত তাদের সাথে তাদের সন্ধি পরিপূর্ণ করে। নিশ্চয় আল্লাহ মর্শাকীদেরকে ভালবাসেন।

۴۲۹۵ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ
الْمُؤَذِّنِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يَوْمَ ذِي تَوَاتٍ يَوْمَ لَا يَحْجُّ بَعْدَ الْعَامِ
مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَرِيَّاتٌ قَالَ حَبِيبٌ ثُمَّ أَرَدَ النَّبِيُّ
ﷺ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي طَالِبٍ نَأْمَرَهُ أَنْ يُوْذَنَ بِبُرْءِةٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ
نَأَذَنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مَنِيٍّ يَوْمَ النَّحْرِ بِبُرْءِةٍ وَأَنَّ لَا يَحْجُّ بَعْدَ الْعَامِ
مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَرِيَّاتٌ -

৪২৯৫. আব্দ হুদ্রাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আব্দ বকর (রাঃ) সেই (নবম হিজরীর) হজ্জে আমাকে কোরবানীর দিন ঘোষণাকারীদের সাথে পাঠালেন এবং বললেন, মিনায় ঘোষণা করে দাও যে, এ বছরের পর কোন মদুশরিক, হজ্জ করতে পারবে না এবং কাউকে নগ্নদেহে কা'বা শরীফ তওস্য়াফ করতেও দেয়া হবে না। হুদ্রাইদ বর্ণনা করেন, নবী (সঃ) পরে আবার আলী ইবনে আব্দ তালিব (রাঃ)-কে পাঠালেন এবং তাকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন, গিরে (কাফেরদের সামনে) সূরা বারাজাতের নির্দেশগুলো ঘোষণা করে দাও। আব্দ হুদ্রাইরা (রাঃ) বলেন, আলী (রাঃ)-ও আমাদের সাথে কোরবানীর দিন মিনায় এটা ঘোষণা করলেন যে, এ বছরের পর আর কোন মদুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং কাউকে নগ্নদেহে কা'বা শরীফ তওস্য়াফ করতেও দেয়া হবে না।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

“তবে মদুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা সন্ধি-চুক্তি করে রেখেছে।”

۴۲۹۶ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَنَا بِكْرٌ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَدِّتُ فِي النَّاسِ أَنْ لَا يَحْجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ نَكَانَ حَمِيئًا يَقُولُ يَوْمَ الْحَجِّ يَوْمَ الْحَجِّ إِلَّا كُفْرًا مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

৪২৯৬. আব্দ হুদ্রাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বিদায়-হজ্জের আগের বছর অনুদীক্ষিত হজ্জে আব্দ বকর (রাঃ)-কে হজ্জ প্রতিনিধিদলের নেতা করে পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর আব্দ বকর (রাঃ) আমাকে এবং আরও কতিপয় লোককে (হজ্জে আগত) লোকদের মধ্যে এ কথা ঘোষণা করার জন্য পাঠালেন যে, এ বছরের পর কোন মদুশরিক কিছড়তেই হজ্জ করতে পারবে না এবং কাউকেই নগ্নদেহে বায়তুল্লাহর তওস্য়াফ করতে দেয়া হবে না। হুদ্রাইদ বর্ণনা করেন, আব্দ হুদ্রাইরা (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ষিল-হজ্জ মাসের দশম দিবস হলো কোরবানীর দিন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

فَقَاتِلُوا إِنَّمَا كُفِرَ فِيكُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ .

“অতএব, তোমরা (চুক্তিভঙ্গকারী ও ইসলামকে উপহাসকারী) কাফের নেতাদের সাথে যুদ্ধ করো। কেননা, তাদের জন্য এমন কোন প্রতিশ্রুতি নেই বা তাদের চুক্তির এমন কোন আস্থা ও ভরসা নেই—যাতে তাবা বিরত হতে পারে।”

۴۲۹৭ - عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ حَدِيثِ نَقَالَ مَا بَيَّ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الْآيَةِ الْآتِلَثَةِ وَلَا مِنَ الْمَنَافِقِينَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ إِنَّكُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ تُخْبِرُونَنَا لَأَنْتُمْ رَأَيْتُمْ نَمَا

يَا لَ هُوَ لَاءِ الذِّينَ يَنْقَرُونَ بُيُوتَنَا وَيَسْرِقُونَ أَعْلَاقَنَا قَالَ أُولَئِكَ
الْفَسَاقُ أَجَلَ تَمِيَّتِي مِثْمُهُمُ إِلَّا أَرْبَعَةً أَحَدَهُمْ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَوْ
شَرِبَ الْمَاءَ الْبَارِدَ لَمَا وَجَدَ بَرْدَهُ .

৪২৯৭. য়ায়েদ ইবনে ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন, একদা আমরা হুয়াইফা (রাঃ)-এর নিকট ছিলাম। তখন তিনি বলেছেন, এ আয়াতের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের মধ্যে সেরেফ তিনজন মুসলমান এবং চারজন মূনাফিক জীবিত আছে। এমনি সময় একজন বেদুইন বললো, আপনারা সবাই মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাহাবী। আমাদেরকে এমন লোকদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করুন, যারা আমাদের ঘরে সিঁদকেটে ঘরের আঁত দামী দামী জিনিসগুলো চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। কেমনা, তাদের হাল-অবস্থা আমরা জানি না। হুয়াইফা (রাঃ) বললেন, তারা ফাসেক ও বদকার (কাফের ও মূনাফিক নয়) এবং তাদের চার ব্যক্তি এখনও জীবিত আছে। আমি তাদেরকে জানি। তাদের একজন তো এত বড়ো হয়ে গেছে যে, শীতল পানি পান করলেও এর শীতলতাটুকুও সে অনুভব করতে পারে না।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّقُوا نَهَائِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ .

“যারা সোনা-রূপা কেবল জমা করে রাখে এবং আল্লাহর রাস্তায় তা খরচ করে না, তাদেরকে বস্ত্রগাদায়ক আশাবের সূখবর জানিয়ে দিন।”

৪২৭৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّكَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَكُونُ
كَثْرًا حِدٍ كَسْرِيذَمِ الْيَقِيمَةِ شَيْعًا أَوْ ثَرْعًا .

৪২৯৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন, জোমাদের যে কোন লোকের ধন-ভান্ডার (যাকাত আদায় না করলে) বিষাক্ত কালসাপে পরিণত হবে। ১৪

٤٢٩٩- عَنْ زَيْدِ بْنِ ذَرٍّ بِالرَّبَدَةِ
قَالَتْ مَا أَنْزَلَ لَكَ بِهَذِهِ الْأَرْضِ قَالَ كُنَّا بِالسَّامِ مَقْرَأَتٌ وَ
الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّقُوا نَهَائِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ قَالَ مُعَاوِيَةُ مَا هَذِهِ فَيَسًا مَا هَذِهِ

১৪. অন্য হাদীসে আছে—এরপর সাপটি এই ধনের খালিককে জাপটে ধরবে এবং দংশন করতে থাকবে আর বলবে—আমি জোমার সেই জমা করা সোনা-রূপা ও ধন-সম্পদ।

إِلَّا فِي أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ قُلْتُ إِنَّمَا لِقِينَا وَفِيهِمْ۔

৪২৯৯. য়ায়েদ ইবনে ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন, আমি একদা রাবাবা' নামক স্থানে আব্দু য়ার (রাঃ)-এর নিকট দিল্লি পথ অতিক্রম করছিলাম। তাঁকে (সেখানে দেখে) জিজ্ঞেস করলাম, এ জায়গায় আপনার অবতরণ ও অবস্থানের কারণ কি? তিনি বললেন, আমরা সিরিয়ায় ছিলাম। অতঃপর আমি এ আয়াত পড়ে শুনলাম: “যারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে, কিন্তু তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না, তাদেরকে কঠোর শাস্তির সূচনা দাও।” তখন (সিরিয়ার গবর্ণর) মূয়াবিয়া (রাঃ) মন্তব্য করলেন, এ আয়াতটি আমাদের ব্যাপারে নাযিল হয়নি। এটি একমাত্র আহলি কিতাবদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। আব্দু য়ার (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি বললাম, এটা অবশ্যই আমাদের এবং তাদের সবার সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে (এ ব্যাপারটিই আমাকে এখানে অবস্থানে বাধ্য করেছে)।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী :

يَوْمَ يَحْمَىٰ عَلَيْهِمَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتَكُونُ بِهِمَا حِجَابًا هُمْ وَ جُنُودُهُمْ
وَ ظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ
تَكْفُرُونَ۔

“যেদিন (ওই সব) সোনা-রূপা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা ওই পুঞ্জিপতিদের কপালে, পাজরে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে (এবং তাদেরকে বলা হবে) এ হলো তা-ই; যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জিভূত করে রেখেছিলে। সতরাং যা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে এখন তার মজা ভোগ করো।”

৪৩০০. عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَمْرٍ نَقَانِ
هَذَا أَقِيلَ أَنْ تَنْزِيلَ الْبُرْكَوَّةِ فَلَمَّا نَزَلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طَهُرًا لِلدُّمُورِ

৪৩০০. খালেদ ইবনে আসলাম বর্ণনা করেছেন, একদা আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-এর সঙ্গে বের হয়েছিলাম। তখন তিনি বললেন, এটি হলো যাকাত ফরয হওয়ার আয়াত নাযিল হওয়ার আগের কথা। পরে যখন (আল্লাহ তাআলা) যাকাত ফরয ঘোষণা করে আয়াত নাযিল করেন, তখন তিনি ওই যাকাতকে ধনমালের পরিশুদ্ধকারী করে দিয়েছেন। ১৫

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ
يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ
الْقَيِّمُ۔

১৫. অর্থাৎ নির্ধারিত বিধি ও হার মতে যাকাত আদায় করার পর অবশিষ্ট ধন-মাল পাক-পবিত্র হয়ে যায় এবং তখন অবশিষ্ট ধন-মাল জমা রাখা জায়েয। আর যাকাত আদায় না করে ধন-সম্পদ জমা করে রাখলে উক্ত কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে।

“নিশ্চয় আল্লাহর কিভাবে আসমান-যমীনের সৃষ্টির দিন হতে আল্লাহর নিকট মানসমূহের সংখ্যা হলো, বার। এর মধ্যে চার মাস পবিত্র। এটাই সূত্রাতিষ্ঠিত সত্য-সরল স্বীন।”

২৩০১- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الرِّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَاتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةَ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ تِلْكَ مَنَوَالِيَاتُ دُو الْقَعْدَةِ دُو الْحِجَّةِ وَالْمَحْرَمِ وَرَجَبٍ مَضَى بَيْنَ بَيْنَ جَمَادَى وَشَعْبَانَ .

৪০০১. আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যেদিন আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন যমানা ও কাল ধেরূপ ছিল, এখন চক্রাকারে ঘুরে তার সেই আসলরূপে আবার ফিরে এসেছে। বছরে বার মাস। এর মধ্যে চার মাস পবিত্র। তিন মাস পর পর য়ুল-কাদা, য়ুল-হাজ্জা, মুহাররাম ও মূদার গোত্রের রজব মাস—যা জন্মাদাল আখের ও শা'বানের মধ্যে অবস্থিত।

অনুব্রহ্মদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا -
ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَبْدَأَهُ بِجَنُودٍ لَّهُمْ تَرَوْنَهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

“খদি তোমরা তাঁর [অর্থাৎ নবী (সঃ)-এর] সাহায্য না করো (তবে কোন ক্ষতি নেই। কেননা,) মূলতঃ আল্লাহ-ই তাঁকে সাহায্য করেছেন, যখন কাফেররা তাঁকে (দেশ থেকে) বাহিস্কার করেছিল, যখন তাঁরা উভয়ে (পাহাড়ের) গুহায় ছিলেন, যখন তিনি দু'জনের একজন ছিলেন, যখন তিনি তাঁর সাথীকে বলেছিলেন, চিন্তা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সংগেই আছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর ওপর সান্দ্রনা নাযিল করলেন এবং তাঁকে এমন সেনাবাহিনী দ্বারা সাহায্য করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফেরদের কথাকে নীচু করে দিলেন। আর আল্লাহর কথাই তো ওপরে থাকে। আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ও মহাবিজ্ঞানী।”

২৩০২- عَنْ أَنَسِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَارِ فَرَأَيْتُ النَّارَ الْمُشْرِكِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ لَأَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ رَأَانَا قَالَ مَا تَلَكَ بِأُمَّتَيْنِ اللَّهُ تَالِيَهُمَا .

৪০০২. আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আবু বকর (রাঃ) বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-এর সাথে (সওয়ার) গুহায় ছিলাম। এমনি সময় মূশরিকদের (আসার) চিহ্ন দেখতে পেলাম।

আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! তাদের কেউ একটু পা উঠালেই আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তখন তিনি বললেন, (হে আব্দ বকর!) তুমি এমন দৃষ্টি সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করো, যাদের তৃতীয় জন হলেন স্বয়ং আল্লাহ?

৩৩.৩ - عَنْ ابْنِ أَبِي مَيْكَةَ بْنِ أَبِي عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ جِئْتُ دَرَجَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ الزَّبَيْرِ ثَلَاثَ أَبْوَابٍ الزَّبَيْرُ دَامَهُ الْأَسَاءُ وَخَالَتَهُ عَالِيَتُهُ وَجَدْتُ أَبُو بَكْرٍ وَجَدْتُ لَهُ صَفِيَّةَ.

৪০০০. ইবনে আব্দ মুল্লাইকা বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর মাঝে (বয়ঃআতের ব্যাপারে) মতভেদ ঘটলে আমি বললাম, তাঁর আব্বা (বেহেশতের সুখবরপ্রাপ্ত দশজনের একজন), যুবাইর (রাঃ), তাঁর আন্না আসমা (রাঃ), তাঁর খালা আরেশা (রাঃ), তাঁর নানা আব্দ বকর (রাঃ), তাঁর দাদী [রসূল (সঃ)-এর ফুফু] সাফিয়া (রাঃ) ১৬

৩৩.৩ - عَنْ ابْنِ أَبِي مَيْكَةَ وَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ فَخَادَتْ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أُرِيدُ أَنْ تَقَاتِلَ ابْنَ الزَّبَيْرِ فَحَجَلَ حَرَمَ اللَّهِ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَلَّتَبِّ ابْنِ الزَّبَيْرِ وَبَنِي أُمِّيَّةَ مَجْلِيئِي وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَجَلُهُ أَبَدًا قَالَ قَالَ النَّاسُ بَايَعُوا ابْنَ الزَّبَيْرِ فَقُلْتُ وَابْنُ يَمْدُ الْأَمْرُ عَنْهُ أَمَا أَبُو كَأَخْوَارِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِيرِيدُ الزَّبَيْرِ وَأَمَا جَدُّهُ فَصَاحِبُ الْغَارِ يُرِيدُ أَبَا بَكْرٍ وَأُمَّهُ فَخَادَتْ

১৬. তাঁর নানা আব্দ বকর (রাঃ), যিনি রসূল (সঃ)-এর সাথে সত্তর গৃহস্থ অবস্থান করেছিলেন। তরফদারদের মাঝে এ কথাটুকুই সম্পর্কিত। এখানে কারো কারো মতে قلت (আমি বললাম) তির্যাকদের কথ্য হলে ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর ছেলে ইয়াসীদ অবৈধ উপায়ে খিলাফতের গদী পঞ্চ করে এবং জনগণ থেকে বয়ঃআত আলায়ের চেষ্টা চালায়। হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) তাঁর বয়ঃআত করতে অস্বীকার করেন এবং ইয়াসীদের মুক্ত পর্শন্ত নিজ মতে অটল থাকেন। পরে জনগণের দাবীতে তিনি খিলাফতের পদে আসীন হন এবং হিজাব, মিসর, ইরাক, খোরাসান ও সিরিয়ার অধিকাংশ লোক তাঁর হাতে বয়ঃআত করেন। অতঃপর মারওয়ান ইবনে হাকাম সিরিয়ার নিজ আধিপত্য কয়েম করে এবং ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর নিষ্পত্ত গবর্ণর বাহুহাক্ ইবনে কয়েসকে হত্যা করে। মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) দীর্ঘদিন মক্কার অবস্থান করেন। এ সময় কারবালার হযরত হুসাইন (রাঃ) শহীদ হন। তখন ইবনে যুবাইর (রাঃ) তাঁদের দৃষ্জনকে তাঁর বয়ঃআত করার অনুরোধ জানান। তাঁরা তা করতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, গোটা মুসলিম মিল্লাত একজন খলীফার অধীনে একাবস্থ না হওয়া পর্শন্ত আমরা বয়ঃআত করবো না। একদল লোকও তাঁদের অনুসরণ করলো। তখন ইবনে যুবাইর (রাঃ) তাদেরকে বন্দী করেন। ইয়াসীদের সেনাপতি মুখুতার এ খবর পেয়ে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তাঁদের দৃষ্জনকে উদ্ধার করে। পরে ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর সাথে বৃন্দ করার জন্য তাঁদের দৃষ্জনের মত চাইলো। কিন্তু তাঁরা মত দিলেন না এবং দৃষ্জনেই তায়েফের দিকে চলে গেলেন। ইবনে আব্দ মুল্লাইকা ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর পক্ষে বয়ঃআত আদায়ের জন্য ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট উক্ত কথাগুলো উল্লেখ করেন। কিংবা ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইবনে আব্দ মুল্লাইকাকে এ সকল কথা বলেন।

التَّطَائِرِ يَرِيدُ أَسْمَاءَ وَآمَّا خَالَتْ بِأَمِّ الْمُؤْمِنِينَ يَرِيدُ مَاثِلَةَ وَإِمَّا
 مَمَّةُ فَرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ يَرِيدُ حَدِيحَةَ ذَامَاعَةَ النَّبِيِّ ﷺ وَجَدْتُهُ
 يَرِيدُ صَفِيَةَ ثُمَّ عَفِيْفَةَ فِي الْأَسْلَمِ تَارِي لِقُرَّاتِ وَاللَّهِانِ وَصَلَوْتِي وَصَلَوْتِي مِنْ
 قُرَيْبٍ وَإِنَّ رَبِّي فِي رَبِّي أَكْفَاءُ كِرَامٍ فَاتْرُ التَّوَيْتَاتِ وَالْأَسَابِتِ وَالْمَمِيدَاتِ
 يَرِيدُ أَبِطَنَا مِنْ بَنِي أَسِيدِ بَنِي تُوَيْتٍ وَبَنِي أَسَامَةَ وَبَنِي أَسِيدِ
 إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَامِسِ بَرَزِيئِي الْقَدَامِيَّةَ يَعْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَإِنَّهُ
 لَوْ لِي رَبَّةٌ يَعْنِي ابْنَ الرَّبِيِّرِ .

৪০০৪. ইবনে আবু মুলাইকা বর্ণনা করেছেন, যখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর মধ্যে (খিলাফত ও বয়'আত সম্পর্কে) মতভেদ হলো, তখন আমি একদিন ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সঙ্গে দেখা করে বললাম, আপনি ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করা এবং এভাবে আল্লাহর হারামের অবমাননা করা কি ভাল মনে করেন? ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, না'উম্ম'বিলাহ, এ কাজ তো ইবনে যুবাইর ও বনী উমাইয়ার ভাগেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন। আল্লাহর কসম! আমি তা কখনও হালাল মনে করবো না। ইবনে আবু মুলাইকা বলেন, লোকজন যখন ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বললো, আপনি ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর বয়'আত করুন! তখন তিনি বললেন, তাতে কি অসুবিধা আছে। তিনি এটার উপযুক্ত। কেননা, তাঁর আন্না অর্থাৎ যুবাইর ইবনে 'আওয়াম (রাঃ) নবী (সঃ)-এর সাহায্যকারী ছিলেন। তাঁর নানা আবু বকর (রাঃ) হুজুর (সঃ)-এর সওয়ার গুহার সাথী ছিলেন। তাঁর আন্না আসমা (রাঃ) যাতুন নিতাক ছিলেন। তাঁর খালা আয়েশা (রাঃ) উম্মুল মুমিনীন ছিলেন। তাঁর ফুফু খাদীজা (রাঃ) নবী (সঃ)-এর বিবি ছিলেন। নবী (সঃ)-এর ফুফু সারফিয়া (রাঃ) ছিলেন তাঁর দাদী। এছাড়া ইসলামের মধ্যে তিনি নিজে সদাসর্বদা নিম্নকৃষ্ণ ও পাক-পবিত্র ছিলেন, কোরআনের কারী ছিলেন। আল্লাহর কসম! যদি বনী উমাইয়া আমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে,—তাদের তা করাই উচিত, কেননা, তারা আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়—এবং যদি তারা আমাদের শাসক হয়ে দাঁড়ায়, তবে তারা বংশের দিক দিয়ে আমাদের সমান। কিন্তু ইবনে যুবাইর (রাঃ) বনী আসাদ, বনী জুবাইত, বনী উসামা এসব গোত্রকে আমাদের তুলনায় অধিক আপন করে নিয়েছে। দেখ, আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান আপন চালে নিজ গৌরব সৃষ্টি করে নিয়েছেন। ইবনে যুবাইর তারপরও ওসব লোককেই তাঁর বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ বানিয়ে নিয়েছেন। কাজটি কিন্তু তিনি ভাল করেননি।

৫. ৪০০. عَنْ ابْنِ مَيْكَةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَلَا تَعْجَبُونَ لِابْنِ الرَّبِيِّرِ

تَامَ فِي أَمْرِهِ هَذَا ثَقُلْتُ لِأَمَّا سَبَبَتْ نَفْسِي لَهُ مَا حَاسِبْتُمَا لِابْنِ بَكْرِ وَلَا لِعُمَرَ وَلَا لِمَا
 كَانَا أَوْلَى بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْهُ وَتَلَّتْ ابْنُ عَمَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَابْنُ الرَّبِيِّرِ وَابْنُ ابْنِ
 بَكْرِ وَابْنُ أَخِي حَدِيحَةَ وَابْنُ امْحِتِ عَائِشَةَ نَادَا هُوَ يَتَعَلَى عَنِّي وَلَا يَرِيدُ
 ذَلِكَ نَقَلْتُ مَا كُنْتُ أَظُنُّ ابْنَ أَعْرَضَ هَذَا مِنْ نَفْسِي فَيَسِّرْ عَمَّ وَمَا رَأَى يَرِيدُ

خَيْرًا وَإِنْ كَانَ لَابَدًا لَأَنْ يَرِيَنِي بِزَعَمِي أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرِيَنِي
فِيَوْمٍ

৪৩০. ইবনে আব্দুল্লাহ্ কা বর্ণনা করেছেন, আগরা ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট গেলাম অতঃপর বললাম, আপনি কি দেখেননি যে, ইবনে যুবাইর (রাঃ) খিলাফতের জন্য দাঁড়িয়েছেন? তখন [ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,] আমি মনে মনে বললাম, আমি ভেবে দেখব, তিনি এ পদের উপযুক্ত কি না। হাঁ, আমি আব্দুল বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের ব্যাপারে কখনও কিছু চিন্তা করিনি। কারণ, তাঁরা সর্বাদক দিয়ে এর সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন। পুনরায় আমি মনে মনে ভাবলাম, ইবনে যুবাইর ভে নবী (সঃ)-এর ফুফুর সন্তান, যুবাইর (রাঃ)-এর পুত্র, আব্দুল বকর (রাঃ)-এর নাতী, খাদীজা (রাঃ)-এর ভাই-পো, আয়েশা (রাঃ)-এর বোন আসমা (রাঃ)-এর ছেলে। আমার চেয়ে তিনি নিজেকে সর্বাদাবান মনে করার এটাই কারণ। এ কারণেই তিনি আমাকে তাঁর আপনজন বানানোর কোনই চেষ্টা করছেন না। তবে আমি নিজের তরফ থেকে আমার মনের এ বিনয় ভাব প্রকাশ করবো না। আমার ধারণা, তিনি আমার প্রতি তত আগ্রহী নন। তবে আমি আপাততঃ তাঁর 'বয়আত' করে ফেলব। কেননা, অন্য কোন ব্যক্তি দেশের শাসক হওয়ার চেয়ে আমার চাচার ছেলে অর্থাৎ আমার আপনজন শাসক হওয়া আমার নিকট উত্তম।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী : **وَالْمَوْلَىٰ قَلْبَهُمْ** "এবং অনুরাগী সর্বাদিশিষ্ট যারা, (তাদের জন্যও ধরচ করা উচিত)।"

٤٣٠٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعِثَ إِلَى السَّيِّدِ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَفْسَهُ
بَيْنَ الرَّبْعَةِ وَقَالَ أَنَا لَفُؤْمُ نَقَالَ رَجُلٌ مَا عَدَلْتُ نَقَالَ يَخْرُجُ مِنِّي ضَيْفِي
هَذَا أَتَوْمُ يَمُرُّونَ مِنَ الدِّيَارِ

৪৩০৬. আব্দুল সাগ্নীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ)-এর নিকট কিছু জিনিস আনা হলো। তিনি তা চারজন লোকের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে বললেন, আমি এদের মনে অনুরাগ সৃষ্টির জন্য এমনিটি করেছি। তখন এক ব্যক্তি মন্তব্য করলো আপনি সর্বাদিচার করেননি। নবী (সঃ) বললেন, এ ব্যক্তির বংশে এমন সব লোক পয়সা হবে, যারা স্বীন-ইসলাম ভাগ করে ভেগে যাবে।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী :

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"সৈমানদারদের মধ্যে দান-সদকা প্রদানে যারা অতি অনুরাগী, তাদেরকে যারা বিদ্রোপ করে এবং যারা আপন চেষ্টা-শ্রমলব্ধ ভিন্ন আর কিছু পায় না, তাদেরকেও উপহাস করে থাকে, আল্লাহ শিগগীরেই তাদেরকে উপহাস করবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে অতি মন্ত্রণাদায়ক আযাব।"

٤٠٣٠٠ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ لَسْنَا بِأَمْوَالِ الصَّدَقَةِ كَمَا نَحْتَمَلُ فِجَاءَ أَبِي عَقِيلٍ بِنُصَيْفٍ مَاعٍ وَجَاءَ نِسَاءً يَا كَثْرَمِنَهُ فَقَالَ الْمَنَافِقُونَ إِنَّ اللَّهَ لَغَفِيءٌ مِّنْ مَّدَنَةِ هَذَا وَمَا فَعَلَ هَذَا الْأَخِيرُ إِلَّا رِيَاءً فَسَوَّلَتْ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْأَمْطَرِغِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهْدَهُمْ يُسَخَّرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ -

৪০৩০৭. আব্দু মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যখন আমাদেরকে সদকা প্রদানের নির্দেশ দেয়া হলো, তখন আমরা মজ্জারী বিনিময়ে বোঝা টানতাম। একদিন আব্দু আকীল (রাঃ) (দানের জন্য) আখাসের খেজুর নিয়ে আসলেন এবং অপর এক ব্যক্তি [আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)] তার চেয়ে অনেক বেশী সম্পদ নিয়ে হাযির হলেন। তখন মনুাফিকরা মন্তব্য করতে লাগলো, আল্লাহ এই (তুচ্ছ) সদকার গুনাগুনা নন। আর এই দ্বিতীয় জন একমাত্র লোক-দেখানোর জন্যেই এত ধনমান দান করেছে। এ সময় আয়াতটি নাযিল হয়।

٤٠٣٠١ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُونَ بِالصَّدَقَةِ فَيَجْتَالِ أَحَدٌ نَاحِيًّا حَتَّى يَجِيئَ بِالْمَدِّ وَإِنَّ لِأَحَدِهِمْ الْيَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ كَأَنَّهُ يَعْزِزُ بِنَفْسِهِ -

৪০৩০৮. আব্দু মাসউদ আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) দান-সদকা করার নির্দেশ দিতেন, তখন আমাদের কেউ কেউ অতি কঠোর পরিশ্রম করে মাত্র এক মন্দ ১৭ পরিমাণ গম অথবা খেজুর আনতে সক্ষম হতো (অর্থাৎ অতি সামান্য মাত্র দান করতে পারতাম)। কিন্তু এখন (আল্লাহর মেহেরবানীতে) মুসলমানদের কেউ কেউ এক লাখ পরিমাণ দেয়ার ক্ষমতাও রাখে। (এ কথা বলে) আব্দু মাসউদ (রাঃ) নিজের প্রতি ইশারা করলেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী :

إِسْتَعْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ -

“(হে নবী,) আপনি তাদের জন্য মাগাফরাত কামনা করেন বা না করেন (সমান কথা,) —আপনি তাদের জন্য সত্তর বারও যদি মাগাফরাত কামনা করেন, তবুও আল্লাহ কখনও তাদেরকে মাফ করবেন না। এর কারণ, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি অবিশ্বাস শিগগীরই তাদেরকে উপহাস করবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে অতি মন্দশাস্তির আয়াব।”

৭. ৩৩ - مِنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا تَوَقَّيْتُ عِنْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَاهِلٍ عِنْدَ اللَّهِ ابْنَ
عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَأَلَهُ أَتَّيْعُطِيهِ تَيْسُهُ يَكْفِيهِ فِيهِ
أَبَاهُ فَأَقْطَعَهُ ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يَصِلَنِي عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَصِلَنِي فَقَامَ
مَعَهُ نَحْوَ خَدِّ بَشُورِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُضِيَ عَلَيَّ وَقَدْ
نَهَيْتُكَ أَنْ تَصِلَنِي عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا خَيْرٌ فِي اللَّهِ فَقَالَ
إِسْتَغْفِرُ أُمَّرًا أَوْلَا تَسْتَغْفِرُ لِمَهْرٍ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً وَسَأَزِيدُكَ
عَلَى السَّبْعِينَ قَالَ إِنَّهُ مَنَانِقُ قَالَ فَصَلَّى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَزَّلَ اللَّهُ
وَلَا تَمْلِكْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَنْتَهَرُ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَكَهْرُؤَا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ذُبَابٌ تَوَادَّهِمْ فَسَقُوتُ.

৪৩০৯. ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (মুনাফিক নেতা) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই
মারা গেলে তার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট
এলেন এবং তাঁর পিতার কাফন হিসেবে ব্যবহারের জন্য হুদুদ (সঃ)-এর নিকট তাঁর
জামাটি দেয়ার আবেদন জানালেন। নবী (সঃ) তাঁর জামাটি দিয়ে দিলেন। পুত্রারা তিন
তার জানাযার নামায পড়ানোর জন্য হুদুদ (সঃ)-এর নিকট আবেদন করলেন। তখন
রসূলুল্লাহ (সঃ) তার নামাযে-জানান্না পড়ানোর জন্য উঠতে চাইলেন। এমনি সময় উমর
(রাঃ) উঠে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাপড় টেনে ধরে আরম্ভ করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ!
আপনি তার জানাযার নামায পড়তে এবং তার জন্য দো'আ করতে চাচ্ছেন,
সখচ আপনার রব তো তা করতে নিষেধ করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ)
বললেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন। আর আল্লাহ তো
বলেছেন : "তুমি তাদের জন্য মাগফিরাতের দো'আ করো বা না করো, যদি সত্তর
বারও তাদের জন্য মাগফিরাতের দো'আ করো, তবুও আমি তাদেরকে মাফ করবো না।"
সত্তরটি আমি সত্তর বারের চেয়েও বেশী মাগফিরাত কামনা করবো। উমর (রাঃ) বললেন,
"সে তো মুনাফিক।" (যা হোক,) শেষ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সঃ) তার জানাযার নামায
পাড়িয়ে দিলেন। অতঃপর এ আয়াত নাযিল হয় : "এবং তাদের (মুনাফিকদের) কেউ
মারা গেলে আপনি কখনো তাদের (জানান্নার) নামায পড়বেন না এবং তাদের কবরের
পাশেও দাঁড়াবেন না। নিশ্চয় তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অপসীকার করেছে এবং ফাসেক
হিসেবেই তারা মরেছে।"

১০. ৩৩ - مِنْ ابْنِ عِيَّاسٍ عَنْ مَمْرُوثِ بْنِ الْحَطَّابِ أَنَّكَ قَالَ لَمَّا مَاتَ جَدُّ اللَّهِ ابْنُ
أَبِي إِبْنِ سَكْوَلٍ دِمِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَصِلَنِي عَلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَوَلَدْتُ إِلَيْهِ نَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصِلَنِي عَلَى ابْنِ أَبِي وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كُنْتُ وَكَذَلِكَ
وَكُنْتُ قَالَ أُمِّدَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ نَبِيَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ أَخْرَجَنِي يَا عَمْرُ

فَلَمَّا كَثُرَتْ عَلَيْهِ قَالَ إِنِّي خَشِيتُ نَاحِثَتِ لَوْ أَعْلَمْتُ أَنِّي إِثْرٌ زِدْتُ
 عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفِرُ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ انْمَرَنَ
 فَلَمْ يَمَكِّكَ إِلَّا سَيْرًا حَتَّى نَزَلَتْ الْأَيْتَاتُ مِنْ بَرَاءَةٍ وَلَا تَصِلُ عَلَى
 أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقْرُ عَلَى تَابِرِهِ إِثْمُهُ كَفَرًا وَإِلَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
 وَمَاتُوا وَهُمْ فَسُقُونَ قَالَ فَعَجِبْتُ بَعْدَ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 وَاللَّهُ دَرَسُو لَهُ أَعْلَمُوا -

৪৩১০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, উমর ইবনে খাতাব (রাঃ) বলেছেন, আব-দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল মারা গেলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তার জানাযার নামায পড়ানোর জন্য ডাকা হলো। রসূলুল্লাহ (সঃ) (এ জন্য) উঠতে চাইলে আমি তাঁর জাম্বার পাশ টেনে ধরে আরম্ভ করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি কি ইবনে উবাইয়ের জানাযার নামায পড়াবেন, যে লোক একদিন এমন এমন কথা বলেছে? যা হোক, আমি তার (কথা ও পদক্ষেপগুলো) রসূল (সঃ)-কে স্মরণ করিয়ে দিলাম। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) মূর্চ্চিক হাসলেন এবং বললেন, অপেক্ষা করো উমর, আমাকে যেতে দাও। কেননা, আল্লাহ আমাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন, আমি যদি বুঝতে পারি যে, সন্তর বারের চেয়েও বেশী মার্গাফিরাত কামনা করলে তাকে মাফ করে দেয়া হবে, তবে আমি সত্তর বারের চেয়েও বেশী মার্গাফিরাত কামনা করবো। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) তার জানাযার নামায পড়ালেন এবং (ওখান থেকে) ফিরে আসা মাত্র সূরা বারা'আতের এ আয়াত দাঁটি নাখিল হলো : “তাদের কেউ মারা গেলে এখনো তার জানাযার নামায পড়াবেন না এবং কখনো তার কবরের পাশে দাঁড়াবেন না। এরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি অবিশ্বাস করেছিল এবং তারা ফাসেক হিসেবেই মরবে।”

পরবর্তীকালে উমর (রাঃ) বল থাকতেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওপর নিজের এ দঃসাহসের জন্য পরে আমি ভেবে স্বব্যক হতাম! বস্তুতঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন। ১৮

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقْرُ عَلَى تَابِرِهِ -

“যদি তাদের কেউ মারা যায়, আপনি কখনো তাদের জানাযার নামায পড়াবেন না এবং তাদের কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না।”

۱۱۴ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا تَوَفَّيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي جَاءٍ إِسْنَهُ
 عَبْدَ اللَّهِ تَوَفَّيْتُ عَبْدَ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي قَمِيصَةً وَأَمَرَهُ أَنْ

১৮. আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মদীনার মুনাফিকদের দোষ দান করতো। এরা প্রকাশ্যতঃ ইসলাম গ্রহণ করেও চিন্তা ও কর্মে ইসলামের বিপরীত চলতো এবং সুযোগ পেলেই ইসলাম, মুসলমান ও ইসলামী রাষ্ট্রে দারুণ ক্ষতি করে ছাড়তো। কিন্তু তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ খাতি মুসলমান ও নবী (সঃ)-এর প্রিয় সাহাবী ছিলেন। তাঁর প্রতি লক্ষ্য করে কিংবা শ্বশুরের সাথে কিছটা হলেও তার সম্পর্ক থাকার স্বেচ্ছবশতঃ নবী (সঃ) তার নামাযে জানাযা পড়িয়েছিলেন। কিন্তু তারা এত দুরাচারী ছিল যে, আল্লাহ ও তেও নিবেদন বাণী নাখিল করেছেন।

يَكْفِنَهُ فِيهِ نِعْمَتًا يَهَيِّئُ عَلَيْهِ نَا خَدَّ عَمَرَتِ الْخَطَابِ بِشَوْبِهِ نَقَالَ
 تَصَلَّى مَلَيْهِ وَهُوَ مَنَانُ وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ قَالَ إِنَّمَا
 حَيَّرَنِي اللَّهُ أَوْ أَخْبَرَنِي اللَّهُ نَقَالَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ
 لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَقَالَ سَأَزِيدُكَ عَلَى سَبْعِينَ قَالَ تَقُولُ
 عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَلِينَا مَعَهُ شَرُّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ
 مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
 وَمَاتُوا مَوْتًا مُسْقُوتًا.

৪৩১১. ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (মুনাফিক নেতা) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এলেন। নবী (সঃ) আপন জামাটি তাঁকে দিয়ে দিলেন এবং এটিতে তাঁর পিতার কাফনের ব্যবস্থা করতে বললেন। তারপর তিনি তার জানাযার নামায পড়াতে যেতে লাগলেন। তখন উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তাঁর কাপড় টেনে ধরে আরম্ভ করলেন, ওতো মুনাফিক, আপনি মুনাফিকের জানাযার নামায পড়াতে কিভাবে যাচ্ছেন? অথচ আল্লাহ মুনাফিকদের জন্য মার্গফিরাত কামনা করতে আপনাকে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন, (হে উমর!) আল্লাহ আমাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন (কিংবা বলেছেন, আল্লাহ আমাকে অবহিত করেছেন) এবং বলেছেন : “আপনি তাদের মার্গফিরাতের জন্য দোআ করেন বা না করেন, আপনি সত্তর বারও যদি তাদের মার্গফিরাতের জন্য দোআ করেন, শুধুও আল্লাহ কখনো তাদের মাফ করবেন না।” (এখানে সত্তর বারের উল্লেখ আছে) কিন্তু আমি সত্তর বারের চেয়েও অধিক-বার মার্গফিরাত কামনা করবো। রেওয়াজেতকরী বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) তার নামাযে-জানাযা পড়ালেন। আমরাও তাঁর সাথে পড়লাম। তারপর আল্লাহ এ সম্পর্কে আয়াত নাযিল করলেন : “তাদের কেউ মারা গেলে আপনি কখনো তার জানাযার নামায পড়বেন না এবং তার কবরের কাছেও দাঁড়াবেন না। (কারণ) তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং ফাসেক অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে।”

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী :

سَيَجْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَعْنًا صُوعًا عَنْهُمْ نَا غَرُّوْا عَنْهُمْ
 إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَا ذَمُّهُمْ جَمْعٌ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

“তোমরা তাদের কাছে ফিরে গেলে তারা তোমাদের নিকট আল্লাহর নামে কসম করবে (এবং ওজর দেখাবে,) যেন তোমরা তাদের তরফ থেকে মুখ ফিরায়ে নাও (এবং তাদেরকে কসম নয়রে দেখ)। অতএব, তোমরা তাদের দিকটা উপেক্ষা করে যাও। (তাদেরকে তাদের অবস্থাতেই থাকতে দাও)। নিশ্চয় তারা অপবিত্র এবং তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। এ হলো তাদের কৃতকর্মেরই সাজা।”

۴۳۱۲. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ
 مَالِكٍ جِئْتُ تَخَلَّفَ عَنْ تَبْرُكٍ وَاللَّهِ مَا نَعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ بَعْدَ إِذَا

هَذَا مِنْ اللَّهِ أَكْظَمَ مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَدَا كُنُونَ كَدَّ بِنْتَهُ
فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَدَّ وَأَوْ جِئْتَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ سَيَحْلِفُونَ يَا اللَّهُ
لَكُمُ إِذَا نَقَلْتُمُ الْيَوْمَ لَتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ
وَمَا دُهُمُ جَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ... تَحْلِفُونَ لَكُمُ لَتَرْضُوا عَنْهُمْ
فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

৪৩১২. আবদুল্লাহ ইবনে কা'আব ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, (আমার আশ্বা) কা'আব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেছেন, যখন আমি (গাড়িমাস করে) তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে পশ্চাতে রয়ে গেলাম [এবং নবী (সঃ) সদলবলে ফিরে আসলেন,] আল্লাহর কসম! তখন আল্লাহ আমাকে এমন এক নেয়ামত দান করেছেন, আল্লাহ আমাকে হেদায়াত দানের পর থেকে এ পর্যন্ত এত বড় নেয়ামত আমি আর পাইনি। তা হলো, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আমার সত্য-কখন। আমি তাঁর সাথে মিথ্যা কথা বলিনি। যদি বলতাম, তবে ধনুস হয়ে যেতাম, যেভাবে ধনুস হয়েছে মিথ্যাবাদী মুনাব্বিফকরা। এ ঘটনা উপলক্ষে আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেছেন: “যখন তোমরা (মদীনায়) তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখনই তারা তোমাদের সামনে আল্লাহর (নামে) কসম করবে (এবং নানা ওয়র দেখাবে,) যেন তোমরা তাদের দিক থেকে উপেক্ষা করে যাও। অতএব, তোমরা তাদের ব্যাপারটি উপেক্ষা করো। নিশ্চয় তারা অপবিত্র এবং তাদের স্থায়ী ঠিকানা হলো জাহান্নাম। এ হলো তাদের কৃতকর্মের সমুদ্র সাজ। তারা তোমাদের নিকট কসম করবে, যেন তোমরা তাদের প্রতি রাযি হয়ে যাও। তোমরা তাদের প্রতি রাযি হলেও আল্লাহ কখনো এ ফাসেক সম্প্রদায়ের প্রতি রাযি হবেন না।”

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ
الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ .

“তারা তোমাদের নিকট কসম করবে, যেন তোমরা তাদের প্রতি রাযি হয়ে যাও। তোমরা তাদের প্রতি রাযি হলেও আল্লাহ কখনো এই ফাসেক সম্প্রদায়ের প্রতি রাযি হবেন না।” আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন :

وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخِرًا سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ
أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ .

“এবং অন্যান্যরা নিজেদের অপরাধ ও গুনাহসমূহ স্বীকার করেছে, তারা নেক আমল ও অন্যান্য বদ আমল মিশিয়ে ফেলেছে। সম্ভবতঃ আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালবান।”

৪৩১৩ - عَنْ سُرَّةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنَا إِنِّي اللَّيْلَةَ

اَيَاتٍ كَابْتَعَتَانِي فَاَتَمَّيْنَا اِلَى مَدْيَنَةَ مَدْيَنِيَّةٍ بِلَيْنٍ ذَهَبٍ ذُلَيْنٍ فِضَّةٍ
فَتَلَقْنَا رِجَالَ شَطْرٍ مِّنْ خَلْفِهِمْ كَا حُسْنِ مَا اَنْتَ لَدَيْ وَ شَطْرٍ كَا تَجْرِ
مَا اَنْتَ رَايَ قَالَا لَهُمْ اِذْ هَبُوا فَفَعَلُوا فِى ذٰلِكَ النَّهْرِ نَزَعُوا فِيْهِ بُحْرًا
رَّجَعُوا اِلَيْنَا فَاذْ ذَهَبَ ذٰلِكَ السُّؤْرُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِى اَحْسَنِ مَوَدَّةٍ
قَالَا فِى هٰذِهِ جَنَّةٌ عَدْنٍ وَمَا ذٰلِكَ مِثْلِكَ تَالَا مَا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَانُوْا
شَطْرًا مِنْهُمْ حَسَنٌ وَ شَطْرًا مِنْهُمْ قَبِيْحٌ فَاَنْهَمُ خَلَطُوْا عَمَّكَ صَالِحًا
وَ اٰخَرُ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ

৪০১০. সামরার ইবনে জন্দুব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, রাতে দু'জন ফেরেশতা এসে আমাকে ঘুম থেকে তুলে এমন এক প্রাসাদে নিয়ে গেল, যা সোনা ও রূপার ইট দ্বারা নির্মিত। সেখানে আমি এমন কিছু লোকের দেখা পেয়েছি, যাদের দেহের একাংশ খুবই সুন্দরী এবং অপরাংশ অত্যন্ত বিগ্রা। এমনটি তোমরা আর কখনো দেখনি। ফেরেশতা দু'জন তাদেরকে বললো, এই বর্ণায় গিয়ে তোমরা ডুব দাও। তারা ওতে গিয়ে লাফিয়ে পড়লো এবং তারপর ফিরে আসলো। তখন তাদের কুৎসিৎ আকৃতি সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল। এখন তারা সুন্দর আকৃতি লাভ করলো। ফেরেশতার আমাকে বললো, এটি 'আদন' বেহেশত। এটাই হলো আপনার স্থায়ী ঠিকানা। তারপর ফেরেশতার বদ্বিষয়ে বললো, আপনি যেসব লোকের শরীরের অর্ধেক সুন্দরী এবং অর্ধেক কুগ্রা দেখেছেন, তারা হলো এমন সব লোক, যারা দু'নিয়াতে ভালো-মন্দ দু'ধরনের কাজই করেছে এবং নেক ও বদ-আমলকে মিশিয়ে ফেলেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন।

অনুবোধ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَخْفِرُوْا وَاللّٰمِسُوْرِيْنَ وَاَلُوْكَ اَنْتَا اُوْدِي
قُرْبِيْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنْهُمْ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ

"মুশরিকরা সুনিশ্চিতভাবে জাহান্নামের অধিবাসী—এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর নবী এবং ঈমানদারদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য মার্গফরাত কামনা করা সাজে না। তারা এদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন হলেও না।"

۴۳۱۴ - عَنِ الْمَيْمَنِيِّ مَالٍ لَّمَّا حَضَرَتْ اَبَا طَالِبٍ الْوَقَاةَ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ
ﷺ وَهِنْدٌ وَابْنُ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بَنُ ابْنِ اُمَيَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّى
عَمْرٌ قُلْ لَدَالَةِ اِلَّا اللهُ اَحَابُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ فَقَالَ ابْنُ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ
بَنُ ابْنِ اُمَيَّةَ يَا اَبَا طَالِبٍ اَتُرْعَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ

لَا سْتَعِينُكَ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ نَفَزْتَ مَا كَانَتْ لِلسَّيِّئِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ
يَسْتَفْزِعُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ
أُمَّةٌ الْجَحِيمِ.

৪০১৪. মুসা ইয়াব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আব্দু তালিবের ওফাত আসন্ন হয়ে দেখা দিলে, নবী (সঃ) তাঁর নিকট এলেন। এ সময় সেখানে আব্দু জাহল এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্দু উমাইয়াও বসে ছিল। নবী (সঃ) বললেন, হে চাচা, আপনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলুন, আমি এটাকে আল্লাহর নিকট আপনার নাজাতের জন্য দলীল হিসেবে গণ্য করব। এ কথা শুনলে আব্দু জাহল ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্দু উমাইয়া বলে উঠলো, হে আব্দু তালিব, মৃত্যুকালে বুঝি তুমি তোমার পিতা আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবে? (ফলে আব্দু তালিব আর ঈমান আনল না) তখন নবী (সঃ) বললেন, (হে চাচা, আমি আপনার জন্য নিষেধ বাণী না আসা পর্যন্ত মাগফিরাত কামনা করতে থাকবো। তখন (উপরোক্ত) আয়াত নাযিল হয়।

অনুবাদ : মহান আল্লাহর বাণী :

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ
الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ
بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ.

"অবশ্যই আল্লাহ নবী, মুহাজিরীন ও আনসারগণের ওপর মেহেরবানী করেছেন—যারা নিহারুগ সংকটকালেও নবীর অনুসরণ করেছিল, তাদের এক ভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হওয়া সত্ত্বেও (তাঁরা ঠিক ছিল)। তারপর আল্লাহ তাদের ওপরও মেহেরবানী করলেন। নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি অতি কোমল ও দয়ালব।"

৪০১৫. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدُ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حَيْثُ
عَبِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فِي حَدِيثِهِ وَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا نَالَ
فِي الْإِخْرَجِ حَدِيثَهُ أَنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أُنْخَلَعَ مِنْ مَالِي مَدَنَةٌ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
نَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْسِكْ بِعَفْءِ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ

৪০১৫. কা'ব (রাঃ) যখন দৃষ্টি-শক্তি হারিয়ে ফেলেন, তখন তাঁর ছেল্লদের মধ্যে যার সহায়তার তিনি চলেতেন, সেই ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব বর্ণনা করেছেন, আমি (আমার আশ্বা) কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ)-এর নিকট ওয়ালাস সালাসাতিল্লাযীনা খুন্নাফু এই আয়াত সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনছি। তিনি তাঁর বর্ণনার সর্বশেষে এ কথা বলতেন, আমি আমার তওবা কবুল হওয়ার আনন্দে আমার সমস্ত ধনসম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের পথে দান করে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু নবী (সঃ) (আমাকে বললেন, (সমস্ত ধন-মাল দান করো না) এর এক ভাগ দান করো এবং এক ভাগ নিজের জন্য রেখে দাও। সেটাই তোমার জন্য উত্তম হবে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَآئَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ
وَضَآئَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوْا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ
تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

“এবং সেই তিনজনের প্রতিও (আল্লাহ্ মেহেরবানী করছেন), যারা (গড়িমসি করে) পেছনে রয়ে গিয়েছিল। এমনকি পৃথিবী বিশাল ও প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের ওপর আঁত সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তাদের ওপর তাদের নিজেদের জীবনও সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তারা বুঝতে পেরেছিলো যে আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোথাও আশ্রয় নেই। তারপর আল্লাহ্ তাদের ওপর মেহেরবানী করলেন—যেন তারা তাদের তওবার ওপর কায়ম থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ্-ই হলো তওবা কবুলকারী, মেহেরবান।”

৭৮১৭ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ كَعْبٍ ابْنَ مَالِكٍ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تَيَّبَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا تَطَّ غَيْرَ غَزْوَتَيْنِ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ وَغَزْوَةَ بَدْرٍ قَالَ نَاجَعْتُ صِدْقَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعِيَ وَكَانَ قَلَّ مَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ سَافَرَهُ إِلَّا مَعِيَ وَكَانَ يَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ فَيُرْكِعُ رُكْعَتَيْنِ وَنَمَى النَّبِيَّ ﷺ عَنْ كَلَامِي وَكَلَامِ صَاحِبَيْهِ وَكَلَامِي عَنْ كَلَامِ أَحَدٍ مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ فَعَبَّرْنَا فَاجْتَنَبَ النَّاسُ كَلَامَنَا فَلَيْسَتْ كَدَالِكَ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ الْأَمْرُ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَهَمَّ ابْنَ مِنْ أَن أَمُوتَ فَكَدَّ يَصِلُنِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَوْ يَمُوتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَكُونُ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ الْمَغْزَلَةِ فَكَدَّ يَكِلِمَتِي أَحَدًا مِنْهُمْ وَلَا يَصِلُنِي عَلَيَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَوْبَتَنَا عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ حَتَّى بَقِيَ الثَّلَاثُ الْأَخْرَجَ مِنَ اللَّيْلِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مَحْسِنَةً فِي شَأْنِي مَعْتَبَةً فِي أَمْرِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ سَلَمَةَ تَيَّبَ عَلَيَّ كَعْبٍ قَالَتْ أَنَا أُرْسِلُ إِلَيْهِ فَأَسْتُرُهُ قَالَ إِذَا حَاطَ بِكُمْ النَّاسُ فَيَمْتَعُوا نَكْمَ التَّوْبَةِ سَابِرًا لِلَّيْلَةِ حَتَّى إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْعَجْرِ أَذِنَ بِتُوبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَكَانَ إِذَا اسْتَبْتَرْنَا اسْتَبْتَرْنَا وَرَجُمُوا

حَتَّى كَانَتْهُ قِطْعَةً مِنَ الْقَمَرِ وَكُنَّا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ خُلِقُوا خَلْقَنَا مِنْ
 الْوَحْدَانِ الَّذِي تَبَدَّلَتْ مِنْهُ هُوْلَاءِ الَّذِينَ اِعْتَدَرُوا حِينَ اُنزِلَ اللَّهُ لَنَا التَّوْبَةَ
 فَلَمَّا دَكَّرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ دَا اِعْتَدَرُوا
 بِاِبْرَاهِيْمَ الَّذِي دَكَّرَ وَاِشْرَكَ مَا دَكَّرَ بِهِ اَحَدٌ قَالَ اللهُ يَعْتَدِرُونَ اِلَيْكُمْ
 اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ قُلْ لَّا تَعْتَدِرُوْنَ اَنْ تُوْمِنُوْا مِنْكُمْ قَدْ نَبَاْنَا اللهُ مِنْ
 اَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ سَمِعَ تَرَدُّوْنَ اِلَى عَلِيٍّ الْغَيْبِ
 وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ .

৪০১৬. আবদুল্লাহ ইবনে কা'স্বাব ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, আমি আমার আশ্বা কা'স্বাব ইবনে মালেক থেকে শুনছি। যে তিনজনের তওবা কবুল করা হয়েছিল, তিনি তাদের একজন। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে দু'টি ভিন্ন আর কোন যুদ্ধেই অংশগ্রহণ হতে পশ্চাতে থাকিনি। সে দু'টি হলো বদরযুদ্ধ ও তাবুক অভিযান। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ) তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রাতঃকালে মদীনায় ফিরে এলে আমি মিথ্যা বাহানার পরিবর্তে সত্য কথা বলার পাকা সিদ্ধান্ত নিলাম। তিনি কোনও সফর হতে সাধারণতঃ প্রাতঃকালেই ফিরে আসতেন এবং সর্বপ্রথম মসজিদে নববীতে গিয়ে দু'রাক আত নামায পড়তেন। (তাবুক থেকে এসে) নবী (সঃ) আমার সাথে এবং আমার দু'জন সাথীর সঙ্গে কথা বলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। কিন্তু যুদ্ধে যোগদানে অন্য যারা বিরত ছিল, তাদের কারো সাথে কথা বলা নিষিদ্ধ করলেন না। সুতরাং লোকেরা আমাদের তিনজনকে এড়িয়ে চলতে লাগলো। আমাদের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিল। এভাবেই আমার দীর্ঘদিন কেটে গেল। আমার নিকট সবচেয়ে দুঃখজনক ও গুরুতর ব্যাপার এই ছিল যে, কোথাও এ হালাই আমার মরণ এসে না যায়, আর নবী (সঃ) আমার জানাযার নামায পড়াতে রাশি না হয়ে বসেন! অথবা স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেই দু'নিয়া থেকে চির বিদায় নিয়ে ন্যাযন, আর মানু'বের মাঝে আমার অবস্থা তদুপই থেকে না যায়! কেউ আমার সাথে কথাও বলবে না, (মরলে) কেউ আমার জানাযার নামাযও পড়াবে না! (অবশেষে পঞ্চাশ দিন পর) আল্লাহ আমাদের তওবা কবুল করে তাঁর নবী (সঃ)-এর ওপর আয়াত নাযিল করলেন। তখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট ছিল। সে রাতে রসূলুল্লাহ (সঃ) উম্মে সালামা (রাঃ)-এর ওখানে ছিলেন। উম্মে সালামা (রাঃ) আমার সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখতেন এবং আমার ব্যাপারে অনেক সুপারিশ করতেন। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেন, হে উম্মে সালামা, কা'স্বাব-এর তওবা কবুল হয়ে গেছে। তিনি বললেন, তাঁকে সুখবর দানের জন্য আমি কি কাউকে তাঁর নিকট পাঠাবো? নবী (সঃ) বললেন, (খবর পেলে) এ সময় সব লোক (এখানে) জমা হয়ে যাবে। ফলে তারা তোমার গোটা রাতের ঘুম মাটি করে ছাড়বে। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের নামায আদায়ের পর (লোকদের মধ্যে) আমাদের তওবা কবুলের কথা ঘোষণা করে দিলেন। এ সময় হুজুর (সঃ)-এর চেহারা মদুরাক আনন্দে চাঁদের মত চমকানি ছিল। বস্তুতঃ খুশীর সময় হুজুর (সঃ)-এর চেহারা অনুরূপভাবেই চমকাতো। যেসব মনু'ফিক মিথ্যা ওখর-আপত্তি দর্শিয়ে রেহাই পেয়েছিল, তাদের চেয়ে তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে আমরা তিনজন শেছনে পড়ে গিয়েছিলাম। পরে আল্লাহ আমাদের তওবা কবুল করে আয়াত নাযিল করেন। (তাবুক-অভিযানে) পশ্চাদবর্তীদের যারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে মিথ্যা কথা বলেছে এবং

যারা মিথ্যা ওয়র-আপত্তি পেশ করেছে, আল্লাহ তাদের এত নিন্দাবাদ করেছেন যে, এতটা নিন্দা সহকারে আর কারও উল্লেখ করা হয়নি। আল্লাহ বলেছেন : “(হে নবী,) আপনি (মদীনায়) তাদের নিকট ফিরে আসলে তারা আপনাদের সামনে এসে নানা ওয়র-আপত্তি দর্শাতে থাকবে। আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা অথবা ওয়র পেশ করো না, তোমাদের ওয়র কখনও আমরা বিশ্বাস করবো না। কারণ, আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের সব খবর জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ ও তাঁর রসূল অচিরেই তোমাদের ত্রিয়াকাণ্ড দেখে নেবেন। অতঃপর গায়েব ও হাযির অর্থাৎ দৃশ্য-অদৃশ্য সর্বকিছুর যিনি জানেন, তাঁর নিকট তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে সে সবই জানিয়ে দেব, যা তোমরা করোঁছিলে।”

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আমার বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ .

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।”

২৮১৫ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَالِ سَمِعْتِ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَيْثُ تَخَلَّفَ عَنْ قَصْدِهِ تَبْرُكُ تَرَا اللَّهُ مَا أَعْلَمَ أَحَدٌ إِلَّا بِلَاةِ اللَّهِ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ أَحْسَنَ مِمَّا أَبَدَنِي مَا تَعَمَّدْتُكَ مَتَدُّ ذِكْرِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذِبًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فِرْيَاقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَبَّابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .

৪০১৭. আবদুল্লাহ ইবনে কা'বাব ইবনে মালেক (যিনি কা'বাব ইবনে মালেককে দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর ধরে চালাতেন) বর্ণনা করেছেন, কা'বাব ইবনে মালেক (রাঃ) তাবুক অভিযানে যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিলেন,—তাঁদের ঘটনা বয়ান করতে গিয়ে বলেছেন, আল্লাহর কসম! সম্ভবতঃ আল্লাহ সত্য কথা বলার কারণে আর কাউকে এত বড় নেয়ামত দান করেননি, যতটা অনুগ্রহ তিনি আমার ওপর করেছেন? যখন থেকে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর তাবুক অভিযানে পশ্চাতে থেকে যাওয়ার ঠিক ঠিক কারণ বর্ণনা করে দিয়েছি, তখন থেকে অর্জি পর্যন্ত কোন মিথ্যা বলার ইচ্ছাও করিনি। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর রসূল (সঃ)-এর ওপর 'লাকাব তাবাল্লাহ' থেকে কুন্দ মা'য়াস সাদিকান' পর্যন্ত আয়াত নাযিল করেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী :

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ۔

"নিশ্চয় তোমাদের নিজেদের মধ্য হতেই তোমাদের নিকট রসূল আগমন করেছেন, তোমাদের
দুঃখ-বশ্ৰণা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত অসহ্য ও কষ্টকর। তিনি তোমাদের কল্যাণকামনায় আকূল,
ঈমানদারদের প্রতি অতি স্নেহশীল ও দয়ালুপ্রবণ।"

০২৩১৮۔ عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ ذَكَرَ أَنَّ مِمَّنْ يَكْتُبُ الْوَحْيَ
قَالَ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ مَقْتَلِ أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ فَقَالَ أَبُو
بَكْرٍ إِنَّ فِيمَا تَأْتِي قَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحْرَجَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِالنَّاسِ
وَإِنِّي أَحْشَى أَنْ يَسْتَحْرَجَ الْقَتْلُ بِالْقُرْآنِ فِي الْمَوَاطِنِ فَيُذْهِبَ كَثِيرٌ مِّنَ
الْقُرْآنِ إِلَّا أَنْ تَجْمَعُوهُ وَإِنِّي لَأَرَى أَنْ يَجْمَعَ الْقُرْآنُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ لِعُمَرَ
كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ اللَّهُ خَيْرٌ فَلَمْ
يُؤَلِّمْ عُمَرَ يَرَا جِئْتَنِي فِيهِ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ لِي ذَلِكَ صَدَرِي وَرَأَيْتُ الَّذِي
رَأَى عُمَرُ قَالَ زَيْدُ بْنُ نَابِتٍ وَعُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لَا يَتَكَلَّمُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ
أَنْتَ رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلٌ وَلَا تَنْهَمَكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ
ﷺ فَتَسْبِغُ الْقُرْآنَ فَاجْمَعُهُ قَوْلَ اللَّهِ لَوْ كَلَفْنِي نَقْدَ جَبَلٍ مِّنَ الْجِبَالِ مَا
كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُ
شَيْئًا لَمْ يَفْعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ اللَّهُ خَيْرٌ فَلَمْ أَرَلْ
أَرَا جَعَلَهُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدَرِي لِلَّذِي شَرَحَ اللَّهُ لَهُ صَدْرِي
بِكُفِّي وَعُمَرَ فَقُمْتُ فَتَسْبِغُ الْقُرْآنَ أَجْمَعَهُ مِنَ الرِّقَاعِ وَالْأَلْكَافِ
وَالْعَسْبِ وَصَدْرِي رَجُلٌ حَتَّى وَجَدْتُ مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ الْيَتِيمِ
مَعَ خَزِيمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَحِدْهُمَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرَهُ لَقَدْ جَاءَكُمْ
رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ

رَمُؤُفٌ رَّحِيمٌ وَكَانَتْ الصَّحُفَ الرَّقِيعَ فِيهِ الْقُرْآنَ عِنْدَ
 ابْنِ بَكْرِ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ
 حَفْصَةَ بِنْتِ مَرْوَةَ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ مَعَ ابْنِ خُرَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ
 وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي حَتْمَةَ إِذَا ابْنِ خُرَيْمَةَ فَإِنَّ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

৪০১৮. য়ায়েদ ইবনে সাবিভ (রাঃ)—যিনি অহী লেখকদের একজন ছিলেন—বর্ণনা করেছেন, আব্দু বকর (রাঃ) (তার খিলাফতকালে) আমার নিকট একজন লোক পাঠালেন। এ সময় ইয়ামামার যুদ্ধ চলছিল। আমি আসলাম, উমর (রাঃ)-ও তাঁর নিকট ছিলেন। তিনি বললেন, উমর আমার নিকট এসে বলেছেন : “ইয়ামামার যুদ্ধ তীব্রতর হচ্ছে। আমার ভয় হচ্ছে, হাফেজগণ সবাই যুদ্ধক্ষেত্রেই শহীদ হয়ে যান নাকি এবং সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের বেশীর ভাগ এভাবে চলে যায় নাকি। এ জন্যে কোরআনকে একত্রে সমাবেশ ও সংকলন করাটা আমি যুদ্ধযুদ্ধ বলে মনে করি।” আব্দু বকর (রাঃ) বলেন, আমি উমর (রাঃ)-কে এ জবাব দিয়েছি যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) যে কাজ করেননি, আমি সেটা কিভাবে করতে পারি। তখন উমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম! তা করাই কল্যাণকর হবে। উমর (রাঃ) বার বার এ কথাই আমার ওপর জোর দিয়ে চলেছেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ এ জন্য আমার বন্ধকে প্রসারিত করে দেন (অর্থাৎ সমস্যাটি অনুধাবন করতে আমি সক্ষম হই) এবং এ ব্যাপারে আমার রায়ও উমরের রায়ের মতই হয়ে যায়। উমর (রাঃ) তখন তাঁর নিকট নিশ্চূপ হয়ে বসেই রইলেন, কোন কথাই বললেন না। য়ায়েদ ইবনে সাবিভ (রাঃ) বলেন, তখন আব্দু বকর (রাঃ) আমাকে বললেন : “দেখ, তুমি যুবক এবং বুদ্ধিমান। আমরা তোমার ওপর ভুল ও মিথ্যারোপ করি না (অর্থাৎ সত্য বলে বিশ্বাস করি)। কেননা, তুমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্য ওহী লিখে থাকতে। সুতরাং এ মহৎ কাজের আজ্ঞা তুমিই দিয়ে দাও। কোরআন তালাশ করে নাও এবং তা সংগ্রহিত ও সন্নিবেশিত করো।” আল্লাহর কসম! একটি পাহাড় স্থানান্তর করতে যদি আমাকে বাধ্য করা হতো, সেটা আমার নিকট এ কোরআন সংগ্রহনের নির্দেশের তুলনায় সহজতর ও হালকা বলে মনে হতো। আমি বললাম, নবী (সঃ) যে কাজ করেননি, সে কাজ আপনারা কিভাবে করবেন? তখন আব্দু বকর (রাঃ) বললেন : “আল্লাহর কসম! এটা করাটাই কল্যাণকর হবে।” অতঃপর আমিও বার বার আমার কথার ওপর জোর দিতে লাগলাম। পরিশেষে আল্লাহ যেটা অনুধাবনের জন্য আব্দু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ)-এর বন্ধ প্রশস্ত করে দিয়েছেন, সেটা বন্ধের জন্য তিনি আমার বন্ধকেও প্রশস্ত করে দিলেন (অর্থাৎ ব্যাপারটি অনুধাবনে তাঁদের ন্যায় আমিও সক্ষম হলাম)। অতঃপর আমি উঠে গিয়ে কোরআন তালাশে লেগে গেলাম এবং হাড়, চামড়া, খেজুরের ডালের বাকলে এবং মানুষের বন্ধ (অর্থাৎ স্মরণ) থেকে তা সংগ্রহ করলাম। শেষে খুসাইমা আনসারীর নিকট সূরা তওবার দু’টি আয়াত (লিখিত) পেলাম। তিনি ছাড়া আর কারো কাছে এ দু’টি আয়াত আমি পাইনি। (সে দু’টি আয়াতের একটি হলো)— “লাকাদ জা’আকুম থেকে রউফুদ রাহীম” পর্যন্ত। (আর দ্বিতীয় আয়াতটি হলো)— “তাওয়াল্লাও থেকে আরশিল আযীম” পর্যন্ত (এ আয়াতের মানে) “অতঃপর যদি তারা ফিরে যায়, তবে আপনি বলে দিন, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ভিন্ন আর কোন ইলাহ নেই। আমি তাঁরই ওপর তাওয়াক্কুল করছি। আর তিনিই হলেন আরশে আযীমের মালিক।”

অতঃপর এ সংগ্রহিত ও জমা করা কোরআন আব্দ বকর (রাঃ)-এর ওফাত পর্বস্তু তাঁর নিকট ছিল, তারপর উমর (রাঃ)-এর নিকট এলো। তাঁর ওফাত হওয়া পর্বস্তু এটি তাঁর কাছেই ছিল। তারপর এটি হাফসা বিনতে উমর (রাঃ)-এর নিকট এলো।

অন্য এক সনদে ইবনে শিহাব থেকেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে খুসাইমার স্থলে আব্দ খুসাইমা আনসারী বলা রয়েছে।

আরেক সনদে ইবরাহীম হতেও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, এ হাদীসে কেবল 'খুসাইমা' অথবা 'আব্দ খুসাইমা' নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

সূরা ইউনুস بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ مَوْلًا سُبْحٰنَهُ هُوَ الْعَزِيْزُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ اِنْ عِنْدَ كُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا اَتَقُوْنٰ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ .

“তারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান ধারণ করেছেন তিনি (এ থেকে) পরম পবিত্র। তিনি মহা ধনবান। আসমান-খমীনে যা-কিছ আছে সবকিছ তঁরই। এ বিষয়ে তোমাদের নিকট কোনই দলিল-প্রমাণ নেই। তোমরা যা জান না, তা-ই কি আল্লাহ্ ওপর আরোপ করে বর্ণনা করছ?”

যায়ের ইবনে আসলাম বলেছেন : **قدم صدق** এর মর্ম হলো মুহাম্মদ (সঃ)-এর জ্ঞাত বা সত্তা। মুজাহিদ বলেছেন, এর মর্ম কল্যাণ ও সফলতা। **ات** এর মানে হলো, এ হচ্ছে করআনের নিদর্শনাবলী। **যেমন**— **و جرين بهم** মানে এই নৌযানগুলো তোমাদেরকে নিয়ে বয়ে চলে। **ادعوا هم** এর অর্থ তাদের দোয়া। **احيط بهم** এর মানে হলো, তাদেরকে ঘিরে ফেলা অর্থাৎ তারা ধ্বংসের নিকটবর্তী হলো **যেমন** **وحطت** **به خطيئته** এর মানে হলো, গুনাহগুলো তাদেরকে চারদিক দিয়ে বেষ্টিত করে ফেলেছে।

فاتبعهم এর অর্থ সে তাদের অনুসরণ করলো। **عدوا** এর মানে, বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন। মুজাহিদ বলেছেন : **بعجل الله لطناس الشرا متمجلا لهم بالخير** এর মানে, মানুষ কুস্বাবস্থায় নিজের সন্তান-সন্ততি ও ধনমাল সম্পর্কে রাগ ঝাড়া ও বদদোয়া করা যে, আল্লাহ্ বরকত দিও না এবং এর ওপর লানত কর। **للقى اليهم** অর্থাৎ তাদের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে। সে থাকে বদদোয়া করে সে ধ্বংস হয়ে যায়। **اجلهم العنى** অর্থাৎ তারা ডাল কাজ করেছে, তাদের জন্য অধিক মার্গাফিরাত ও সন্তুষ্টি রয়েছে। অন্যেরা বলেন, অধিক দ্বারা আল্লাহর দীয়ার ও দর্শন বৃদ্ধানো হয়েছে। **الكبريا** মানে বৃদ্ধগণী ও বাদশাহী।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرٰٓءِيْلَ الْبَحْرَ نَا فَبَعَثْنَا فِيْمِهِمْ ذُرِّيُوْتًا وَّجُنُوْدًا يُغِي

وَعَدَّ وَا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرْقُ قَالَ أَمَّنْتُ بِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
 أَمَّنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“এবং আমি বনী ইসরাইলদেরকে সমুদ্র পার করে দিয়েছিলাম। অতঃপর ফিরাউন ও তার সেনাদল শত্রুতা ও নিদ্রোহিতা বশতঃ ডাদেরকে অনাসরণ করেছিল। শেষ পর্যন্ত যখন সে (সমুদ্রে) ডুবে যেতে লাগলো, তখন বলে উঠলো, বনী ইসরাইল যার প্রতি ঈমান এনেছে আমিও তার প্রতি ঈমান আনলাম যে, নিশ্চয় তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি মুসলিম মিল্লাতের অম্বতর্ভুক্ত।”

এর মানে, আমি তোমার লাশকে স্ফুটন স্থানে স্ফুটন রাখব। যেন লোকেরা তা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ১১

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ
 تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ تَقَالُ هَذَا يَوْمَ ظَمَّرَ فِيهِ مُوسَىٰ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ فَقَالَ
 النَّبِيُّ ﷺ لِدُّ صَحَابِهِ أَنْتُمْ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْهُمْ فَصُومُوا

৪৩১৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) (হিজরত করে) মদিনা আগমন করলেন। তখন ইহুদী সম্প্রদায় আশুরার রোযা রাখতো এবং এর কারণ এই বর্ণনা করতো যে, এটা সেই দিন, যোদিন মুসা (আঃ) ফিরাউনের ওপর বিজয় লাভ করেছিলেন এবং ফিরাউন তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সমুদ্রে ডুবে মরেছিলো। সুতরাং নবী (সঃ) তাঁর সাহাবীগণকে বললেন, মুসা (আঃ)-এর ব্যাপারে ইহুদীদের তুলনায় তোমরাই অধিক হকদার। অতএব, তোমরাও (আশুরার) রোযা রাখ।”

সূরা হূদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী :

إِلَّا تَهْمُ يَشْتُونَ صَدْرَهُمْ لَيْسْتَ خَفْوًا مِثْلَهُ أَلَا حِينَ يَسْتَعْشُونَ بَابَهُمْ
 يُعَلِّمُ مَا يَسْرُونَ وَمَا يُعَلِّنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

১১. ফিরাউনের মৃতদেহ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন : “আমি তোমার লাশকে স্ফুটন স্থানে স্ফুটন করে রাখব যেন তোমার পরবর্তীকালের লোকদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকে।” প্রাচীনকালের সপ্তাশচব্বের অন্যতম মিসরের স্ফুটন পিরামিডের অভ্যন্তরে ফিরাউনদের মৃত দেহগুলো আবিষ্কৃত হয়। এগুলো এমনভাবে ‘খমি’ করে রাখা হয় যে, হাজার হাজার বছর পরও এগুলো কোনরূপ নষ্ট হয়নি।

“সাবধান, তারা নিজনিজ বক সংকুচিত করেছে, যেন আল্লাহ থেকে (গোপন কথাগুলো) লুকিয়ে রাখতে পারে। হুশিয়ার যখন তারা নিজদেরকে বস্ত্রে আবৃত করে, তখনও আল্লাহ সবই জানেন, যা তারা গোপনে করে আর যা প্রকাশ্যে করে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের অন্তর্নিহিত বিষয়ও অবগত আছেন।”

۴۳۲۰ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّكَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ
الْإِثْمَ يُتَنَوَّنِي صَدُّوهُمْ قَالَ سَأَلْتُ عَنْهَا فَقَالَ النَّاسُ كَأَنَّهُمْ
يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَتَخَلَّوْا فَيَقْضُوا إِلَى السَّاءِ ذَاتُ يَمَامِعُوا نِسَاءَهُمْ فَيَقْضُوا
إِلَى السَّاءِ فَانزَلَ ذَلِكَ فِيهِمْ -

৪৩২০. মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাদ ইবনে জা'ফর বর্ণনা করেছেন। তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে এভাবে পড়তে শুনেন : **إِثْمٌ يُتَنَوَّنِي صَدُّوهُمْ** বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি তাঁকে এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, কতিপয় লোক উন্মুক্ত আকাশের নীচে খোলা জায়গায় পেশাব, পায়খানা বা স্ত্রী-সহবাস করার সময় ঘাবড়ে যেত এবং লজ্জাবোধ করতো। মশরুফ তারা বুককে বুককে এসব কাজে সারতো। তখন তাদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়।

۴۳۲۱ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّكَ ابْنَ عَبَّاسٍ تَرَى الْإِثْمَ يُتَنَوَّنِي
صَدُّوهُمْ قُلْتُ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ مَا تَتَنَوَّنِي صَدُّوهُمْ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ
يُجَاجِعُ امْرَأَتَهُ فَيَسْتَحْيِي أَوْ يَتَخَلَّى فَيَسْتَحْيِي فَانزَلَتْ الْإِثْمَ تُتَنَوَّنِي
صَدُّوهُمْ -

৪৩২১. মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাদ ইবনে জা'ফর বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে পড়লেন, **إِثْمٌ يُتَنَوَّنِي صَدُّوهُمْ** তখন আমি আরম্ভ করলাম, হে আব্বাস! **إِثْمٌ يُتَنَوَّنِي صَدُّوهُمْ** এর মর্মার্থটা কি? তিনি বললেন, কতিপয় ব্যক্তি স্ত্রী-সহবাস করতে কিংবা পেশাব-পায়খানায় বসতে উলঙ্গ হতে লজ্জাবোধ করতো। (তারা মনে করতো, আল্লাহ আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন)। তখন **إِثْمٌ يُتَنَوَّنِي صَدُّوهُمْ** এই আয়াত নাযিল হলো।

۴۳۲۲ - عَنْ عُمَرَ وَكَانَ تَرَى ابْنَ عَبَّاسٍ الْإِثْمَ يُتَنَوَّنِي صَدُّوهُمْ
لَيْسَتْ خَفْوًا مِنْهُ الْأَجِينَ لَيْسَتْ خَفْوًا تَبَا بِهِمْ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ لَيْسَتْ خَفْوًا يُعْظَرُونَ رُؤُوسَهُمْ سَيِّئًا بِهِمْ سَأَوْ طَنَّهُ بِقَوْمِهِ
وَصَاتَ بِهِمْ ذَرْمًا بِأَصْيَانِهِ بِقَطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ لِسَوَادٍ وَقَالَ أُبَيْدُ بْنُ
رُجَيْبٍ -

এ মামুলায় মধেই ফিরাউন দ্বিতীয় রামিসিসের মামিহ মাসা (আঃ)-এর সমকালীন সময়ে ডুবের মরা ফিরাউনের মৃতদেহ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

৪০২২. আমরা বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই আয়াত **إِذَا هُمْ بِمَدْيَنَ** এভাবে পড়লেন। অন্যেরা বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাস (রাঃ) **إِذَا هُمْ بِمَدْيَنَ** এর মানে বলেছেন, তারা নিজ নিজ মাথা ঢাকত। **إِذَا هُمْ بِمَدْيَنَ** মানে স্বজাতি সম্পর্কে কুধারণা হলো। **إِذَا هُمْ بِمَدْيَنَ** মানে, নিজের মেহমানকে দেখে দুঃখিত হলো। **إِذَا هُمْ بِمَدْيَنَ** মানে রাতের অন্ধকারে। মুজাহিদ বলেছেন : **إِذَا هُمْ بِمَدْيَنَ** মানে আমি ফিরে আসছি।
অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : **وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ** "এবং তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল।"

٧٣٢٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ أَنْفَقْتُ عَلَيْكَ وَقَالَ يَا اللَّهُ مَا لِي لَا تَخِيضُهَا نَفَقَهُ سَحَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَقَالَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَلْقِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ يَا نَبِيَّ لَمْ يَخْفِ مَا فِي يَدِي وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَيَبِيدُ الْمِيزَانَ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ .

৪০২৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ বলেছেন : (হে আমার বান্দাহ,) তুমি (আমাকে) দাও। তাহলে আমি তোমাকে দেব। কেননা আল্লাহর ভালভার পরিপূর্ণ ও অফুরন্ত। দিন-রাত একাধারে খরচ করলেও খালি হবার নয়। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না, আল্লাহ যেদিন আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন থেকে কি পরিমাণ ব্যয় করেছেন? কিন্তু এত করেও তাঁর ভালভারে কোন নেয়ামতেই সামান্যতম কর্মতও আসেনি এবং আল্লাহর আরশ পানির ওপর। তাঁর হাতে (রিযিকের) পাল্লা। তিনি যদিকেই চান, ঝড়কিয়ে দিয়ে থাকেন এবং বার জন্য ভাল মনে করেন, ওপরে তুলে দেন। ২০

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :

وَيَقُولُ الْأَشْمَادُ هُوَ كَذِبٌ عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ .

"এবং সাক্ষ্যদাতারা বলবে, এরাই হলো সেসব লোক, যারা তাদের পরোক্ষারিদগারের ওপর মিথ্যারোপ করেছিলো। সাবধান! মালিকদের ওপর আল্লাহর লানত।"

٧٣٢٤- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مَحْرَزٍ قَالَ سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَذْ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ فِي النَّجْوَى فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَدْنِي الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ وَقَالَ هَتَمٌ يَدْنُو الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَفْصَحَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ

২০. অর্থাৎ যাকে চান বেহিসাব রিযিক দান করেন, আর বার জন্য চান, সংকুচিত করে দেন। আরশ হৃৎক শব্দ। তা হলো, মহিম, সম্মান, সার্বভৌমত্ব আধিপত্য; ও মালিকানার প্রতীক।

فَيَقْرَأُ بِهَا بِدَلِيلِهِ تَعْرِفُ ذُنُوبَ كَذِّ الْقَوْلِ رَبِّ اَعْرِفْ يَقُولُ رَبِّ اَعْرِفْ
مَرَّتَيْنِ فَيَقُولُ سُنَّتِي مَا فِي الدُّنْيَا وَ اَعْرِفْ مَا لَكَ الْيَوْمَ تَسْرُطُو صَحِيفَةَ
حُصْنَاتِهِ دَامَا الْاُخْرُونَ اَوَالِكُفَّارُ فَيُنَادِي عَلَى رُؤْسِ الْاَشْهَادِ هُوَ لِذِي النَّيْتِ
كَبَدُّوا عَلَيَّ رَبِّمُ-

৪০২৪. সাফওয়ান ইবনে মুহাম্মদ বর্ণনা করেছেন। একদিন আমি ইবনে উমর (রাঃ) এর সঙ্গে (কাবা শরীফ) তওয়াফ করছিলাম। এমনি সময় এক ব্যক্তি এসে হাযির হলো এবং ইবনে উমর (রাঃ) কে সম্বোধন করে বললো, হে আব্দ আব্দুর রহমান, কিংবা বলেছে, হে ইবনে উমর (রাঃ), আপনি কি নবী (সঃ) থেকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এবং ঈমানদারদের মধ্যকার গোপন আলোচনা সম্পর্কে কিছু শুনছেন? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, আমি শুনছি, নবী (সঃ) বলেন, (কিয়ামতের দিন) ঈমানদারকে রসূল আলামীনের এত নিকটে আনা হবে যে, আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারের কাঁধে কুদরতী হাত রেখে তার গুনাহ সমূহের স্বীকারোক্তি আদায় করিয়ে নেবেন। তাকে জিজ্ঞেস করবেন, অমুক গুনাহ জানা আছে কি? মনে আছে কি? ঈমানদার বলবে, হে আমার পরোয়ারদিগার, আমি আমার গুনাহর কথা স্বীকার করছি, এমন এমন গুনাহ অবশ্যই আমার থেকে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং এভাবে দ'বার ঈমানদার স্বীকার করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার গুনাহ ও অপরাধ গোপন রেখেছি। কিন্তু আজ তোমাকে মাফ করে দিচ্ছি। তারপর তাহার নেক কাজসমূহের আমলনামা ভাজ করে (তার হাতে) দেয়া হবে।

পক্ষান্তরে অপর দল তথা কাফেরদেরকে সাক্ষী-সমক্ষে ডেকে বলা হবে, এরাই ছিল সেসব লোক, যারা তাদের রবের ওপর মিথ্যারোপ করেছিল।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

وَ كَذَّالِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَ هِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ الْيَوْمَ
شَدِيدٌ

“এবং এরূপই তোমার রবের পাকড়াও, যখন তিনি যালিমদের কোন বসতিকে পাকড়াও করেন। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও অতি কঠোর বশ্তগাপ্রদ।”

৪০২৫- عَنْ أَبِي مُؤَسَّبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَيَمْلِكُ لِلظَّالِمِ
حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَقْلُتْهُ قَالَ تَسْرُطُ وَ كَذَّالِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ
الْقُرْآنَ وَ هِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ الْيَوْمَ شَدِيدٌ

৪০২৫. আব্দ মুসা [আশ'শারী (রাঃ)] বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ যালিমদেরকে সুযোগ ও অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন তাদেরকে ধরেন, তখন আর ছাড়েন না। ২১ এ কথা বলে তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন।
“এবং এরূপই তোমার.....কঠোর বশ্তগাপ্রদ।”

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তাআলার বাণী :

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفْعًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهَبْنَ
لِلذِّكْرِ إِنَّ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا .

“এবং তোমরা দিনের দু’ভাগে ও রাতের প্রথমাংশে নামায কয়েম কর। নিশ্চয় নেক কাজসমূহ
বদ আমলসমূহকে দূর করে। স্মরণকারীদের জন্য এটা উপদেশবাণী।২২

৪৩২৬ - عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ إِمْرَأَةٍ قَبْلَةَ نَأْيِ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزِلَتْ عَلَيْهِ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ طَرَفِي
النَّهَارِ وَرُفْعًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهَبْنَ ذَلِكَ ذِكْرٌ
لِلذِّكْرِ . قَالَ الرَّجُلُ إِلَى هَذِهِ قَالَ لِمَنْ جَمَلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي .

৪৩২৬. ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। কোন এক ব্যক্তি জনৈক মহিলাকে চন্দ্র দিনে
ফেলল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে এই (অসংযত আচরণের) কথা
উল্লেখ করলো (এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন জানালো)। তখন তার এ
ঘটনা উপলক্ষে উক্ত আয়াত নাযিল করা হলো, “এবং তোমরা দিনের দু’ভাগে.....উপদেশ
বাণী।” তখন লোকটি জিজ্ঞেস করলো (হে রসূল!) এ হুকুম কি কেবল আমার জন্য, না
সবকলের জন্য? তিনি বললেন, আমার উম্মতের যে কেউ নেক আমল করবে, এ হুকুম তারই
জন্য।২৩

সূরা ইউসুফ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তাআলার বাণী :

وَيُتِمَّرُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَنْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ مِنْ
قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَاسْحَقْ إِنَّ رَبَّكَ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ .

হয় না। আর যদি মুমিন হয় তবে তাকে যত্ন থেকে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেয়া হবে। তওবা না করলে
তাকেও যথাসময় পাকড়াও করা হয়, আল্লাহ যখন পাকড়াও করেন, তখন আর রেহাই কেউ পায় না।
তা যেকোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জনপদই হোক না কেন।

২২. আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ব নামাযের সময় নির্দেশ করা হয়েছে। দিনের দু’ভাগের প্রথম ভাগে
হলো ফজরের নামায, দ্বিতীয়ভাগে যোহর ও আসরের নামায এবং রাতের প্রথমাংশে হলে মার্গারিব ও এশার
নামায। ইমাম আবু হানিফা (রাঃ)-এর মতে বেতের নামায যে ওয়াক্ব; এ আয়াত হলো তার প্রমাণ।

ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে আয়াতে ‘হাসানাত’ এর মর্মার্থ হলো পাঁচ ওয়াক্ব নামায। কারণ
পাঁচ ওয়াক্ব নামায সবারা যাবতীয় সগীরা গুনাহ মাক্ফ হয়ে যায়।

২৩. এ হাদীস অনুযায়ী উম্মতের যারা নেককার, তাঁদের নেক আমলগুলো হলো তাঁদের গুনাহ-

“এবং আল্লাহ তোমার ওপর ও (তোমার পিতা) ইয়াকুবের বংশের ওপর তাঁর নেয়ামত-রাজি সম্পর্ক করতে চান, যেমনি তিনি এর আগে তা পরিপূর্ণ করেছেন তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের ওপর। ২৪ নিশ্চয় তোমার রব মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞানী।”

৪৩২৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَرِيمُ مِنَ الْكَرِيمِ بْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

৪৩২৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, সম্মানিত ব্যক্তি, সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র, সম্মানিত ব্যক্তির পৌত্র, সম্মানিত ব্যক্তির প্রপৌত্র হলেন ইউসুফ (আঃ), তাঁর পিতা ইয়াকুব (আঃ), দাদা ইসহাক (আঃ), পরদাদা ইবরাহীম (আঃ) সবাই নবী ছিলেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী :

لَقَدْ كَانَتْ فِي يُوْسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلْمُتَسَاءِلِينَ -

“নিশ্চয় ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের মধ্যে প্রশ্নকরীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।”

৪৩২৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ قَالَ أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ قَالُوا أَلَيْسَ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ نَأْتِي النَّاسَ يُوْسُفَ نَبِيَّ اللَّهِ بْنِ نَبِيِّ اللَّهِ بْنِ خَلِيلِ اللَّهِ قَالُوا أَلَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَبَعَثَ مَعَادِينَ الْعَرَبِ نَسْأَلُونَنِي قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَنِيَارُكُمْ فِي الْبَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فُقِمُوا

৪৩২৮. আব্দ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো. (আল্লাহ তাআলার কাছে) সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, লোকদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী মনস্তাকী, সে-ই হলো সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি। লোকজন বললো, আমরা এ সম্পর্কে প্রশ্ন করিনি। তিনি বললেন, তবে (খান্দানের দিক দিয়ে) সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি হলেন ইউসুফ (আঃ), তিনি নবীর পুত্র, নবীর পৌত্র এবং আল্লাহর খলীলের প্রপৌত্র। লোকজন আরম্ভ করলো, আমরা এ ব্যাপারেও প্রশ্ন করিনি। তিনি বললেন, তা হলে সম্ভবত তোমরা আরবের খান্দান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো। তারা জবাব দিল, জিহ-হাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে জাহেলিয়াতে যে সর্বাধিক উত্তম, ইসলামেও সে-ই সর্বাধিক উত্তম। তবে শর্ত হলো, যদি তারা স্বাধীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী :

قَالَ بَلْ سَأَلْتُمْ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ -

সমূহের কাফ্যারা। তাই যে কোনো ঈমানদার নেক আমল করলে তার সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তবে কবীরা গুনাহ মাফ পেতে হলে ডাওয়া করতে হবে।

২৪. অন্তরে নেয়ামত বলে নবুওয়াত বদ্বানো হয়েছে।

“(ইয়াকুব) বললেন, বরং তোমাদের প্রবৃত্তি তোমাদের জন্য এক বাহানা রচনা করেছে। অনন্তর নবরই উত্তম। এবং তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে সম্পর্কে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া হয়েছে।”

৭৩২৭ - عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بِنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ وَعَلْقَمَةَ بِنَ دَقَّانٍ وَعَبِيدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ قَالَتْ لَهَا هَلْ أَدْرَاكَ مَا قَالُوا فَكَبَّرَ مَا اللَّهُ مُكَلِّمٌ حَدَّثَ نَبِيَّ مَا يُفَعِّهُ مِنْ الْحَدِيثِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ كُنْتَ بَرِيئَةً فَسَيُبْرِئُكَ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتَ أَلْمِئْتِ بِدَنْبٍ فَاسْتَعْفِي اللَّهَ وَتَوْبِي إِلَيْهِ تَلَّتْ إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَجِدُ مَثَلًا إِلَّا أَيُّوسَ فَصَبِرْ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنْ الرِّئِيسَ جَاوِزًا بِأَدْرَاكَ فَكَفَّرَ

العشر الآيات

৪৩২৯. য়হরী উরওয়া ইবনে যুবায়ের, সা'য়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব, আল-কামা ইবনে ওক্রাস ও উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, নবী (সঃ)-এর বিবি আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীরা যা রটিয়েছে, অতঃপর আল্লাহ যে তাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন, এ সম্পর্কিত পুরো হাদীসটি আমি শুনিনি। বরং এদের প্রত্যেকের নিকট আলাদা আলাদাভাবে কিছ্ কিছু অংশ শুনছি। এটাও হলো তার এক অংশ যে, যখন মিথ্যা কুৎসা সৃষ্টিকারীরা অপবাদ রটলো, তখন নবী (সঃ) বললেন, হে আয়েশা! যদি তুমি নির্দোষ হয়ে থাক, তবে অবিলম্বে আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ করে দেবেন। আর যদি এ গুনাহ্-টি তোমার থেকে ঘটে গিয়ে থাকে, তবে আল্লাহর নিকট তুমি মাফ চাও এবং তওবা করো। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! এ সময় আমি ইয়াকুব (আঃ)-এর উদাহরণটি ছাড়া বলার মতো আর কিছ্ই খুঁজে পাচ্ছিলাম (তিনি যা বলেছিলেন, আমিও তা-ই বলছি) : “ফাসাবরুন জাম্বীল থেকে আলা মা-তাসিফুন” পর্যন্ত।—অনন্তর ধৈর্যধারণই উত্তম এবং তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে সম্পর্কে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া হয়েছে।

পরিশেষে আল্লাহ আমার নির্দোষিতা ঘোষণা করে “ইম্মালাযীনা জায়্ব বিল ইফকে” থেকে একাধারে দশটি আয়াত নাযিল করেছেন।

৭৩২৮ - عَنْ أُمِّ رُوْمَانَ وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَا أَنَا وَمَائِشَةُ إِخْتَمَا الْحَسَى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَعَلَّ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدٍ تَالَتْ لَعْمًا وَقَعَدَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ مَنَلْنِي وَمَمْلَكُكُمْ كِبَعْقُوبَ وَبَيْنِيهِ بَلَّ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْرًا فَصَبِرْ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

৪৩৩০. আয়েশা (রাঃ)-এর মাতা উম্মে রুমান বর্ণনা করেছেন, (অপবাদ রটনার ঘটনার সময়) আয়েশা (রাঃ) আমাদের ঘরে ছিল। সে জ্বরে আক্রান্ত হলো। তখন নবী (সঃ)

বললেন, সম্ভবতঃ এ অপবাদ রটনার দৃষ্টে জ্বর এসেছে। আয়েশা (রাঃ) বললো, হাঁ। এ কথা বলে আয়েশা উঠে বসলো এবং বললো, আমার এবং আপনাদের দৃষ্টান্ত হলো বিলকুল ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁর পুত্র ইউসুফ (আঃ)-এর মতো। ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা বাহানা বানালো—যা শুনে ইয়াকুব (আঃ) বলেছিলেন : “বরং তোমাদের প্রবৃত্তি তোমাদের জন্য বাহানা বানিয়ে নিয়েছে। অনন্তর ঐযর্ধারণই উত্তম। তোমরা যা করছো, তার বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্যই কামা।”

অনুচ্ছেদ : আন্দ্লাহ তা'আলার বাণী :

وَرَأَوْنَاهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رِئِيْ اَحْسَنَ مَثْوَاىِ اِنَّهُ لَیَفْقِهُمُ الظّٰلِمُوْنَ .

“এবং তিনি [ইউসুফ (আঃ)] যে নারীর গৃহে ছিলো, সে নারী তাঁকে নিজের অন্তর থেকে কামনা করছিলেন এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে বলেছিল, আমাতে এসো! ইউসুফ বলেছিলেন, না'উম্মাব্বিল্লাহ, নিশ্চয় তিনিই আমার পরোয়াদিগার। তিনিই আমাকে আঁত উত্তম স্থানে অবস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। যালেমরা কখনো সফলকাম হয় না।”

۴۳۳ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَتْ هَيْت لَكَ قَالَ وَاِنَّمَا تَقْرُوْهَا كَمَا مَلِمْنَا مَا مَثْوَاهُ مَقَامُهُ وَالْيَمِيْنَا وَجَدَ الْفَوَا اِاِبَاءَهُمْ الْفِيْنَا وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُوْنَ .

৪৩৩১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা هیت لك ঠিক সেভাবে পড়তাম, যেভাবে আমাদেরকে শিখানো হয়েছিল। الفينا মানে স্থান, الفينا মানে আমরা গেলাম। এখান থেকেই হয়েছে الفوا اباءهم ঠিক তেমনি ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে هیت و يسخرون -এর মধ্যে بل عجت و يسخرون হলে বর্ণিত হয়েছে। এবং তিনি এরূপ পড়তেন।

۴۳۳۲ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنْ تَقْرِيْنَا لَمَّا اَبْطَوْا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْاِسْلَامِ قَالَ اللّٰهُمَّ اَكْفِيْهِمْ يَسِيْعَ كَسِيْعِ يُوْسُفَ نَاصِبًا يَثْمُرُ سَنَةً حَصَّتْ كُلُّ شَيْءٍ حَتّٰى اَكَلُوْا الْعِظَامَ حَتّٰى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ اِلَى السَّمَاءِ فَيُرِيْ بَيْتَهُ وَبَيْتِهَا مِثْلَ الدَّخَانِ قَالَ اللّٰهُ فَاَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ . قَالَ اللّٰهُ اِنَّا كَاثِفُوْا الْعَذَابِ ذٰلِكَ اِنْ كُمْرًا يَدُوْنَ - اَفِيْكُمْ شَيْءٌ عَنْهُمْ الْعَذَابِ يَوْمَ اٰقِيَامَتِهِ وَقَدْ مَضَى الدَّخَانُ وَ مَقِصَّتِ الْبَطْشَةُ -

৪০০২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। যখন কুরাইশরা নবী (সঃ)-এর ইসলাম কবুল সম্পর্কিত কথা মানল না, তখন তিনি দো'আ করলেন : “আল্লাহ্ আলাহ! যেভাবে তুমি ইউসুফ (আঃ)-এর সময় সাত বছর ধরে দর্ভাঙ্ক পাঠিয়েছিলে, তদ্রূপ এদের ওপরও দর্ভাঙ্ক নাথিল করো।” সন্দেরাং (এ দো'আর ফলে) কুরাইশরা বছরকাল ধরে এমন দর্ভাঙ্কের কবলে পড়লো যে, সব জিনিস ধ্বংস হয়ে গেল। মানুষ মৃত প্রাণীর হাড্ডি পর্যন্ত খেতে বাধ্য হলো। ক্ষুধার জ্বালা মানুষকে এতটুকু দুর্বল করে ছাড়লো যে, তারা আকাশের দিকে তাকালে চোখে কেবল ধোয়াটে দেখতো। আল্লাহ বলেছেন : “সন্দেরাং তোমরা সেদিনের জন্য অপেক্ষা করো, যেদিন আসমান স্পষ্ট ধোয়া নিয়ে আসবে।”

আল্লাহ আরও ইরশাদ করেছেন : “আমরা আযাব কিছটা সরিয়ে নেবো, নিশ্চয় তোমরা (পূর্বাবস্থায়) ফিরে আসবে।”

অতএব এখানে ‘আযাব’ ম্বারা দর্ভাঙ্ককে বঝানো হয়েছে। কেননা, কাফেরদের থেকে আখেরাতের আযাব কিছতেই দূর করা হবে না। আর دخان و بطشة -এর বর্ণনা পেছনে দেয়া হয়েছে।

অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي
قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ. قَالَ مَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا
رَأُودُتَّتْ يَوْسُفَ عَنْ نَفْسِهِ تَلَنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ
قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ لَنْ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَأُودُتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ
وَأَنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ.

“অতঃপর (বাদশাহের) দূত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট আসলে তিনি বললেন, তোমার মানবের নিকট ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো, যে সকল মহিলা তাদের হাত কেটে ফেলেছিল, তাদের হাল-অবস্থা কি? নিশ্চয় আমার প্রতিপালক তাদের চক্ৰান্ত সম্যক অবগত আছেন। সে (বাদশাহ) জিজ্ঞেস করলো, তোমরা যখন ইউসুফকে কামনা করে-ছিগে, তখন তোমাদের অবস্থা কিরূপ হয়েছিল। মহিলারা জবাব দিল, সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমরা তার সন্দেহে কোন অসৎ-বিষয় অবগত নই। আর্মী-পত্নী বললো, এখন সত্য প্রকাশিত হলো। আমিই তাকে কামনা করেছিলাম এবং নিশ্চয় সে সত্যবাদীগণের অন্তর্গত।”

٤٣٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْحَمُ اللَّهُ
لَوْ لَمْ لَقَدْ كَانَتْ يَأُودِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ لَوْ لَيْتَ فِي السَّجْنِ
مَا لَيْتَ يَوْسُفَ لَا جَبْتِ الدَّائِمِ وَ نَحْنُ أَحَقُّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ
قَالَ لَهُ أَوَلَمْ تَوُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَ لَكِن لِّبَطْمُنَّ قَلْبِي.

৪০০৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ লুত (আঃ)-এর ওপর রহম করুন! তিনি জাতিয় চরম শত্রুতার বাধ্য হয়ে কঠিন খুঁটি অর্থাৎ

আল্লাহর নিকট আশ্রয় লাভের দো'আ করোছিলেন। ষতকাল যাবত ইউসুফ (আঃ) কয়েদ-খানার ছিলেন, আমি যদি তদ্রূপ থাকতাম, তবে মৃত্যুর ডাকে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিতাম। আর সন্দেহের ব্যাপারে ইব্রাহীম (আঃ) থেকে আমরা বেশী উপযোগী হতাম, যখন আল্লাহ তাঁকে বললেন, (আমার মৃতকে জীবিত করার ব্যাপারে) তুমি কি বিশ্বাস করো না? তখন তিনি বললেন, অবশ্যই বিশ্বাস করি। তবে মনের ইত্মিনান ও প্রশান্তির জন্য (আবেদন করোছি)।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلَ وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مِنْ لَأْسَاءِ وَكَيْدٍ بِأَسْئَارِنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ .

“এমনকি যখন রসূলগণ নিরাশ হয়ে গেলেন এবং তাঁদের এই বন্ধমূল ধারণা হয়ে গেল যে, তাঁরা তো মিথ্যা প্রতীপন্ন হয়ে যাবেন, ঠিক তখন তাঁদের নিকট আমার সাহায্য (অর্থাৎ আশ্রয়) এসে গেল। অতঃপর (সেই আশ্রয় থেকে) আমি থাকে ইচ্ছা, নাজাত দিয়েছি। আমার আশ্রয় অপরাধী ও পাপাচারী জাতি হতে টলে না।”

۳۳-۳۴. عَنْ قُرَيْشٍ بِنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهَا وَهِيَ سَأَلَهَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلَ قَالَتْ قُلْتُ أَكُذِبُوا أَمْ كُذِبُوا قَالَتْ عَائِشَةُ كُذِبُوا قُلْتُ فَقَدْ اسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ تَمَا هُوَ بِالظَّنِّ قَالَتْ أَجَلُ لِعَمْرِي لَقَدْ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ تَقُلْتُ لَهَا وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا قَالَتْ مَعَاذَ اللَّهِ لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَقُلُّ ذَٰلِكَ بِرَبِّهَا قُلْتُ تَمَا هِدِي ۖ الْآيَةُ قَالَتْ هُمُ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوا هُمْ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ وَاسْتَأْخَرَهُمْ التَّصَرُّحُ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلَ مِنْ كُذِبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ قُلْتُ الرُّسُلُ أَتَّابِعُهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُ اللَّهِ عِنْدَ ذَٰلِكَ .

৪০৩৪. উরুগা ইবনে যুবায়ের বর্ণনা করেছেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তা'আলার কালাম—“হাত্তা ইয়াস তাইয়াসার রসূল ওয়াযান্দ আল্লাহুম কাদকুবিযুদ” এ আয়াতে শব্দটা কি কُذِبُوا না كُذِبُوا? তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, শব্দটি হলো كُذِبُوا (ভাষ্যদ্বয়)। আমি বললাম, যখন নবীগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলেন যে, এখন জাতি তাঁদের প্রতি মিথ্যারোপ করবে, তখন ظَنُّوْا (অর্থাৎ তাঁরা ধারণা করলেন,) এটা ব্যবহারের অর্থ কি? আয়েশা (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ, শপথ করে বলছি, তাঁরা একিনই করে নিয়োছিলেন (সন্দেহ করেননি কেননা, ظَنُّوْا একিনের অর্থও প্রকাশ করে)। আমি বললাম, كُذِبُوا হলে অর্থ কি দাঁড়ায়? আয়েশা (রাঃ) বললেন, নাউযুবিল্লাহ। রসূলগণ

কখনো আল্লাহর পক্ষে মিথ্যার ধারণা করতে পারেন না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে এ আকারে আয়াতের অর্থ কি হবে? তিনি বললেন, যারা রসূলগণের অনুসারী, যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং রসূলগণের কথা সত্য বলে মেনেছে, তারপর দীর্ঘকাল তাদের ওপর (কাফেরদের) যত্ন-পীড়ন চলেছে, আল্লাহর সাহায্য আসতেও অনেক দেরী হয়েছে এবং রসূলগণ তাদের প্রতি মিথ্যারোপকারীদের ঈমান আনা সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছেন এবং রসূলগণের এ ধারণা সৃষ্টি হতে লাগলো যে, এখন তো তাঁদের অনুসারীরাও তাঁদের কথা সত্য নয় বলে ধারণা করতে শুরু করবে। ঠিক এমনি সময় তাঁদের নিকট আল্লাহর সাহায্য এসে গেল।

২৩৩৫- عَنْ حُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَعَلَّمَا كُنَّا بِنُؤْمَانِمْ خَفَّتْ قَالَتْ مَعَادُ
اللَّهُ تَحْوَةً -

৪০৩৫. উরওয়া বর্ণনা করেছেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে বললাম, সম্ভবতঃ ক্রিয়া পদটি হবে كَذِبُوا (তাখফীফ সহ)। তিনি বললেন, মায়াযাল্লাহ, অনুদ্রুপ নয়। বরং হবে كَذَبُوا (তাশদীদ সহ)। ২৫

সূরা আর-রা'দ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী :

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكَذَّ
شَيْءٌ عِنْدَ اللَّهِ بِمَقْدَارٍ -

“প্রত্যেক নারী গর্ভে কি ধারণ করে আল্লাহ তা সবেই জানেন এবং জানেন গর্ভে যা কয়-বেশী হয় ও ছাল-বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর নিকট প্রত্যেক জিনিসেরই একটা নির্ধারিত পরিমাণ আছে।”

২৩৩৬- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَقَاتِيمُ الْبَيْتِ خَمْسٌ
لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا فِي عَيْبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيصُ
الْأَرْحَامَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطْرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَدْرِي
نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقْرُمُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ -

২৫. এখানে হযরত আয়েশা (রাঃ) كَذَبُوا এ ক্রিয়াত অস্বীকার করেননি। বরং এ ক্রিয়াতঃ সমর্থন অস্বীকার করে كَذَبُوا ক্রিয়াতের অর্থ গ্রহণ করেছেন। অনেকের মতে তিনি এই كَذَبُوا ক্রিয়াতেরই বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে এখানে পড়তে হবে كَذَبُوا এবং অর্থ হবে হঠাৎ তিনি যে অর্থ করেছেন-তা।

৪৩৩৬. ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, গায়েবের চাবিকাঠি পাঁচটি (অর্থাৎ পাঁচটি এমন গোপন বিষয় আছে,) যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই জানে না। (তা হলো,) আগামীকাল কি হবে—না হবে, তা আল্লাহ ভিন্ন আর কেউ জানে না; নারীর গর্ভে কি আছে, (ছেলে না মেয়ে, না অন্য কিছ্) তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না; বৃষ্টি কখন আসবে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ অবগত নয়; কেউ বলতে পারে না, কোনথান তার মৃত্যু হবে এবং কিয়ামত কবে ঘটবে, তা কেবল আল্লাহই জানেন।

সূরা ইবরাহীম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুব্ধ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْلَهَا
كُلَّ حَيْثُ يَأْذَنُ رَبُّهَا -

“সেই পবিত্র বৃক্ষটির অনুরূপ—যার মূল সমুদ্র এবং তার শাখা-প্রশাখা আকাশে প্রসারিত এবং তা তার রবের নির্দেশ অনুযায়ী হর-হামেশা ফল দিয়ে যাচ্ছে।”

۴۳۳۷ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ نُسِبُهُ أَوْ كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لَا يَتَّجَتُ وَرَثَتَهَا وَلَا وَلَا تُوْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حَيْثُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهُمَا النَّخْلَةُ وَرَأَيْتُنِي يَا بَكْرُ وَعُمَرَ لَا يَتَّكِمَانِ فَكِرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فَلَمَّا لَمْ يَقُولَا شَيْئًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ النَّخْلَةُ فَلَمَّا قُمْنَا ثَلُثَ لَيْلَتَيْنِ يَا ابْنَ آدَمَ وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهُمَا النَّخْلَةُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ قَالَ لَمْ أَرَ كُفْرًا تَكْلِمُونَ فَكِرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَأَقُولُ شَيْئًا قَالَ عُمَرُ لَنْ نَكُونَ قُلْتُمَا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا -

৪৩৩৭. ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে বসছিলাম। তিনি বললেন, ‘বলো তো, সেটি কোন বৃক্ষ, যার পাতা করে না ফলও হর-হামেশা ধরে থাকে। কিংবা বলেছেন, মুসলমানের উদাহরণ হলো সেই বৃক্ষের অনুরূপ যা এটাও নয়, ওটাও নয়, সেটাও নয়। অর্থাৎ সদাসর্বদা ও নির্নিগমিত তার ফল উৎপাদন হয়ে থাকে।’

ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, আমার মনে জাগলো, সেটি খেজুর গাছ এ কথা বলে দেই। কিন্তু আমি দেখলাম, আব্দ বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) কথা বলছেন না। তখন কিছ্রু বলা আমি ভালো মনে করিনি। অতঃপর যখন তাঁরা কিছ্রুই বললেন না, তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেই বলে দিলেন, সেটি খেজুর গাছ। পরে (বৈঠক শেষে) আমরা সবাই যখন উঠে গেলাম, তখন আমি (আমার আশ্বা) উমর (রাঃ)-কে বললাম, 'আশ্বা, আল্লাহর কসম! আমার মনে জেগেছিল সেটি যে খেজুর গাছ, এ কথা বলে দেই।' তিনি বললেন, তা বলতে তোমার কিসে বাধ সাধলো? আমি বললাম, আমি আপনাদের কাউকে কথা বলতে দেখলাম না, তখন কিছ্রু বলাটা আমি ভাল মনে করলাম না (তাই চূপ করেই রইলাম)। উমর (রাঃ) বললেন, যদি তুমি তা বলতে, তবে সেটা আমার নিকট এত এত (ধন-সম্পদ) হওয়ার চেয়েও বেশী আনন্দদায়ক হতো। ২৬

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী : **بشيت الله الذين امنوا بالقول الثابت** -
“আল্লাহ সেসব ঈমানদারকে অটল ও দৃঢ় রাখেন, যারা পাকা কথা বলে।”

৭৩৩৮ - عَنْ الْبُرَيْدِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنَّ لَدَيْهِ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ يَنْبِئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

৪৩৩৮. বারা ইবনে আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কবরে যখন একজন মুসলমানকে প্রশ্ন করা হয়, তখন সে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে যে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” —অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রসূল।

সুতরাং এ আয়াতে **الثابت** -এর মর্ম হলো, আল্লাহ ঈমানদারদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে দৃঢ় ও অটল রাখবেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী : **الم تر الى الذين بدوا بدينهم كفرا**
“তারা কি তাদেরকে দেখান, যারা আল্লাহর নেয়ামতকে কুফরী দ্বারা বদলে ফেলেছে?”

৭৩৩৯ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَفَرًا قَالَ هُمْ كَفَرًا أَهْلُ مَكَّةَ .

৪৩৩৯. আজা হতে বর্ণিত। তিনি ইবনে আশ্বাস (রাঃ)-কে বলতে শুনিয়েছেন যে, “আলাম-তারী ইলাল্লাহীনা বাস্বাদা, নিরামাতুল্লাহি কুফরান”। এ আয়াত দ্বারা মক্কার কাফেরদেরকে বদ্বানো হয়েছে।

২৬. এটি বাংলাদেশের সাধারণ খেজুর গাছের উদাহরণ নয়। বরং আরবের উৎকৃষ্ট জাতের এক ধরনের খেজুর গাছ, যা প্রতি মাসে নতুন নতুন ফল দেয়।

সূরা আল-হিজর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী : شهاب مبهين - من استرق السمع فإبسمه شهاب مبهين : "তবে সেই শমভান, যে কথা চুরি করে, তাকে আগুনের ফুলকি ভাঙায়।"

۴۳۴ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَخْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ
الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ
كَالسَّلْسَلَةِ عَلَى صَعْوَانٍ قَالَ عَلِيٌّ وَقَالَ غَيْرُهُ صَعْوَانٍ يَنْقُدُ هُمُ ذَلِكَ
فَإِذَا فُرِعَ عَنْ تَلْوِئِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الَّذِي قَالَ
الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ نَيْسَعُهُمَا مَسْتَرٌ قَدْ السَّعِ وَمَسْتَرٌ قَوْلُ السَّعِ هَكَذَا وَإِذَا
فُوتَ الْخَرَدُ وَصَفَ سَقِينِ بِيَدِهِ وَفَرَجَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدِهِ الْيُمْنَى
نَصَبَهَا بَعْضُهَا فُوتَ بَعْضُ قُرْبَمَا أَدْرَكَ الشَّمَا. الْمُسْتَمِعُ قَبْلَ أَنْ
يُرْمَى بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَمَحِيَّتُهُ وَرَبَّمَا لَمْ يَدْرِ كُهُ حَتَّى يَرْمَى
بِهَا إِلَى الَّذِي يَلِيهِ إِلَى الَّذِي هُوَ سَقَلُ مِنْهُ حَتَّى يَلْقَوْهَا إِلَى
الْأَرْضِ وَرَبَّمَا قَالَ سَقِينِ حَتَّى يَنْتَهَى إِلَى الْأَرْضِ فَمَلَقَ عَلَى فَمِ السَّاحِرِ فَيَكْذِبُ
مَعَهَا مَائَةٌ كَذِبَةٍ فَيَصْدَقُ نَيْقُولُونَ أَلَمْ يُخْبِرْنَا بِذَلِكَ

৪০৪০. আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ যখন উধ্বর্গ-
কাশে কোন ব্যাপারে আদেশ দেন, তখন ফেরেশতারা অত্যন্ত বিনয় সহকারে নিজ নিজ
পালক বাড়তে থাকে এবং গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকে। তখন শিকলের ঝংকারের
অনুরূপ আওয়াজ বেরায়। (বর্ণনাকারী আলীর মতে এখানে শব্দ হলো **وان** আর
অনাদের মতে **وان**)। "যখন (আল্লাহর নির্দেশ সম্বন্ধে) ফেরেশতাকূলের মন
ভয়মুক্ত হয়, তখন তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে, তোমার রব কি হুকুম করেছেন?
যাকে জিজ্ঞেস করলো, সে জবাব দেয়, আল্লাহ যা বলেছেন, হক ও সত্য বলেছেন এবং তিনি
সর্বোচ্চ মর্বাদাবান ও মহান!"

আলী বলেন, সূফিয়ান বর্ণনা করেছেন, অতঃপর কেরেশত্বানের এ কথাখুলোর কথা চোর শয়তানের দল শব্দে নেন এবং তা রটিয়ে দেয়। এ শয়তানের দল এভাবে একের ওপর এক থাকে। সূফিয়ান তাঁর হাতের ইশারায় বললেন এবং জান হাতের এক আঙ্গুলের ওপর অন্য আঙ্গুল স্থাপন করে ব্যাপারটি বর্ণনা করলেন। তারপর কখনও খবর হওয়া মাত্র ফেরেশতারা আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে, আর সেই আগুনের গোলা পরবর্তী শয়তানকে বলে দেয়ার আগেই যারা প্রথমে শব্দেছে, সেই শয়তানদেরকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়। কখনও সেই আগুনের গোলা শ্রবণকারী শয়তানের গায়ে লাগার আগেই সে তার নীচের শয়তানের নিকট কথাটি বলে ফেলে। এভাবে এক থেকে এক হতে হতে কথাটি পৃথিবী পর্যন্ত এসে পৌঁছে যায়। এরপর তা গণকের মূখে তুলে দেয়া হয় এবং সে তার সাথে শতাধিক মিথ্যা জুড়িয়ে মানুষের নিকট বর্ণনা করে। ফলে সেই মাদুকর বা গণকের কোন কোন কথা সত্য হয়ে যায়। তখন লোকেরা বলতে থাকে, দেখ, এই গণক একদিন আমাদের নিকট এমন এমন হবে বলে অমুক অমুক কথা বলেছিল। সূতরাং আমরা তার কথা একেবারে সত্য গেরোছি। অথচ এটা সেই কথা—যা উধ্বলোকে শব্দে চালিয়ে দেয়া হয়েছিল।

۴۳۴ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ وَزَادَ وَالْكَافِرِينَ

وَحَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ وَقَالَ عَلِيٌّ نَمِرُ
السَّاجِرِ قُلْتُ لِسَفِينٍ أَنْتَ سَمِعْتَهُ قُمًّا قَالَ سَمِعْتُ عِكْرَمَةَ سَمِعْتُ

أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ تَعَمَّرْتُ قُلْتُ لِسَفِينٍ إِنَّكَ إِنَّمَا رَأَيْتَ عَنكَ مِنْ قَوْمٍ وَ

عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْ هُرَيْرَةَ أَيْ بَرِّعَةَ أَنْتَ قَرَأَ قُرْعَ قَالَ سَفِينٌ

هَكَذَا أَقْرَأَ عُمَرُ وَكَلَّا أَدْرِي سَمِعْتَهُ هَكَذَا أَمْ لَا قَالَ سَفِيَانٌ دَبِي

قِرَاءَتِنَا

৪৩৪১. আব্দ হুরাইরা (রাঃ) (পূর্ববর্তী হাদীসটি) কানা করেছেন এবং এ বর্ণনায় তিনি শব্দে *ساحر* শব্দের পরে *كاف* অর্থাৎ গণক শব্দ যোগ করেছেন। অপর এক সনদে আব্দ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন, যখন আল্লাহ কোন ব্যাপারে ফয়সালা ঘোষণা করেছেন এবং এ বর্ণনায় *الساحر على نمر* শব্দ উল্লেখ করেছেন। আলী ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, আমি সূফিয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আমারকে “আমি ইকরামা থেকে শব্দেছি”—“তিনি বলেছেন, আমি আব্দ হুরাইরা (রাঃ) থেকে শব্দেছি”—এ কথা বলতে শব্দেছেন? সূফিয়ান বলেছেন, হ্যাঁ। আলী বলেন, আমি সূফিয়ানকে বললাম, এক ব্যক্তি আপনার থেকে এভাবে বর্ণনা করলো: *عن عكرمة عن أبي هريرة* হতে, তিনি আব্দ হুরাইরা (রাঃ) হতে, তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) পড়ছেন। সূফিয়ান বলেছেন, আমি আমারকে এভাবেই পড়তে শব্দেছি। আমার জানা নেই যে, তিনি ইকরামা থেকে শব্দেছেন কি না, তবে আমরা এভাবেই পড়ি থাকি।

وَلَقَدْ كَذَّبَ اصْحَابُ الْحَجْرِ الْمُرْسَلِينَ : আল্লাহ তাআলার বাণী :

“যাদের ওপর পাথর বর্ষিত হয়েছে, তারা রসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল।”

۴۳۴۲ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُمَرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِاصْحَابِ الْحَجْرِ

لَا تَدْخُلُوا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِأَبَائِكُمْ يَأْتُونَ بِكُم مِّنَ الْأَعْيُنِ فَكَلِمَاتٌ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ مَا مَابِعْمُكُمْ

৪০৪২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) পাথর বর্ষিত জাতির (এলাকা দিয়ে পথ অতিক্রমকালে তাদের) সম্পর্কে সাহাবাগণকে বলেছেন, এ (আভিশ্যত) জাতির এলাকার ওপর দিয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে তোমাদের পথ অতিক্রম করা উচিত। যদি তোমাদের কান্না না আসে, তবে তাদের এলাকায় কিছুতেই প্রবেশ করবে না। কোথাও এমন না ঘটে যায় যে, তাদের ওপর যে আঘাব নাশিল হয়েছিল, অনুরূপ আঘাব তোমাদের ওপরও নাশিল না হয়ে বসে। ২৭

و لَقَدْ آتَيْنَاكَ سُبْحَانَ الْمَثَلِيِّ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ : "আর নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে সাতটি বার বার পঠিত আয়াত ও মহান কোরআন দিয়েছি।"

৪০৪৩. - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ مَخْلُوفٍ قَالَ مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَآنَا مُصَلِّيٌّ فَدَعَانِي فَلَمْ أَجِبْهُ حَتَّىٰ صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنِي فَقُلْتُ كُنْتُ مُصَلِّيًّا فَقَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَعْلَمُكُمْ أَكْبَرُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ تَقُولُ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَدَعَا النَّبِيَّ ﷺ بِخُرُوجٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَكَرْتُهَا فَقَالَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبِيحُ الْمَثَانِيُّ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيْتَهُ

৪০৪৩. আব্দু সাঈদ ইবনে মখ্‌আল্লা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদিন) নবী (সঃ) আমার সামনে দিয়ে চলে গেলেন। তখন আমি নামায পড়াছিলাম। তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি নামায পড়ে তাঁর কাছে গেলাম। এতে তিনি বললেন : যখন ডেকেছিলাম তখন আসনি কেন? বললাম : আমি তখন নামায পড়াছিলাম। এ কথা শুনে তিনি বললেন : আল্লাহ কি এ কথা বলেননি, "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও।" তারপর তিনি বললেন : আমি মসজিদ থেকে বের হয়ে শাবার আগে তোমাকে কোরআনের শ্রেষ্ঠ সূরাটি শিখিয়ে দেবো। তারপর যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতে লাগলেন, আমি তাঁকে (আগের কথাটি) স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি বললেন : সেটি হচ্ছে সূরা "আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন"। এতে সাতটি আয়াত রয়েছে, যা বার বার পাঠ করা হয় (সাবউল মাসানী) ও মহান কোরআন। ২৮ এটি আমাকে দান করা হয়েছে।

২৭. এটা সাব্বান জাতির এলাকা, মদীনা ও সিরিয়ার মাঝে অবস্থিত। এদের নবী ছিলেন হবরত সালেহ্ (আঃ)।

২৮. আলহামদুলিল্লাহকে সূরা ফাতিহা ও উম্মুল কোরআনও বলা হয়। এ সূরার মাধ্যমে কোরআন শুরূ হয় বলে একে ফাতিহা বা উম্মুলকরী বলা হয়। আবার সমগ্র কোরআনের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এর মধ্যে আছে বলে একে উম্মুল কোরআন বা কোরআনের মা বলা হয়। আর এখানে আবার একে 'আল-কোরআনুল আযীম' বা মহান কোরআনও বলা হয়েছে। অর্থাৎ সূরা ফাতিহাই যেন সমগ্র কোরআন।

২২২২ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَّ الْقُرْآنِ
هِيَ سَبِيحُ الْمَتَانِي وَالْقُرْآنُ الْحَبِيبُ.

৪৩৪৪. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, উম্মুল কোরআনই (অর্থাৎ সূরা ফাতিহা) হচ্ছে সাবউল মাসানী (সাতটি বার বার পঠিত আয়াত) ও কোরআনুল আযমী (মহান কোরআন)।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : الذِّمَنُ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ

“যারা কোরআনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।” ‘মুকতাসিমীন’ অর্থ হচ্ছে যারা হলফ করেছিল। ২১ আর এর অন্তর্গত হচ্ছে لا قسم ‘জা’ শব্দটি এখানে বাড়তি। অর্থাৎ قسم (অর্থাৎ আমি কসম খাচ্ছি) আর لا قسم ও পড়া হয়েছে (অর্থাৎ অবশ্য আমি কসম খাচ্ছি)। فامها অর্থাৎ কসম খেয়েছিল তাদের দু’জনের জন্য আর এর অর্থ ‘তারা দু’জন তার জন্য কসম খেয়েছিল’ নয়। আর মুজাহিদ বলেন : مفسر অর্থ হচ্ছে তারা সবাই হলফ করেছিল বা কসম খেয়েছিল।

২২২৫ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ النَّبِيُّ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ قَالَ هُمْ
أَصْلُ الْكِتَابِ بِرُمَّرَّةٍ أَيْ جَاءَ فَا مَدُّوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ.

৪৩৪৫. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। “যারা কোরআনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে”— এ আয়াতটি সম্পর্কে তিনি বলেন, এখানে আহলে কিতাবদের (অর্থাৎ ইয়াহুদীদের) কথা বলা হয়েছে। তারা কোরআনকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। তার কিছ্ তারা মেনে নেয় আর কিছ্ অংশ মানতে অস্বীকার করে। ৩০

২২২৬ - كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ قَالَ امْتُوا بَعْضُ
وَكَفَرُوا بِبَعْضِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ

৪৩৪৬. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ‘কামা আনযালনা আলাল মুকতাসিমীন’ (যেমন নাযিল করোঁছলাম আমি হলফকারীদের ওপর) ইয়াহুদী ও নাসারাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। তারাই কোরআনের কিছ্ অংশ গ্রহণ করেছিল আর কিছ্ অংশ গ্রহণ করেনি।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : واعبدك حني بأتمك المقيمين

“আর তোমার রবের ইবাদত করো ইয়াকীন পর্যন্ত।” সালাম (ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর) বলেন, ‘ইয়াকীন’ বলতে এখানে মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে।

২১. ‘মুকতাসিমীন’ শব্দটি সেই কয়েকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা হযরত সালাম (আঃ)-কে হত্যার চক্রান্ত করেছিল।

৩০. অর্থাৎ কোরআনের যে অংশটুকুকে তাওরাতের অনুরূপ পেয়েছে সেই অংশটুকু মেনে নিয়েছে। আর যে অংশটুকু তাওরাতের বিরোধী পেয়েছে তা মানতে অস্বীকার করেছে।

সূরা আন-নাহ্‌ল

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ السِّيْرَ إِلَىٰ أَرْضِ الْعَمْرِ
“আর তোমাদের কাউকে তিনি নিয়ে যান বয়সের নিকট পর্যায়ে।”

৪৩৮৫ - عَنْ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ يَدُ عُمَا
أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ وَأَرْدَلِ الْعُمُرِ وَعَدَايَةِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ
الدَّجَالِ وَفِتْنَةِ الْمُحِبِّاءِ وَالْمَمَاتِ -

৪৩৪৭. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) দো‘আ করতেন : (হে আল্লাহ!) আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি কপণতা, আলস্য, বয়সের নিকট পর্যায়ে, কবরের আঘাব, দাঙ্গালের ফিতনা এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে।

সূরা বনী-ইসরাইল

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : اسرئى بعموده لولا من المسجد الحرام
“তিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রিবেলা মসজিদে হারাম থেকে সফর করিয়েছিলেন।”

৪৩৮৮ - هُنَّ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ الْمُسَيْبِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لَهُ أُسْرَىٰ بِأَيِّبَاءٍ بَقِيَ حَيًّا مِنْ حَمْرٍ وَ لَبِنٍ فَنَطَرَ لِيَهُمَا
فَأَخَذَ اللَّبِنَ قَالَ جِبْرِيلُ أَتَمَّ اللَّهُ إِلَيْكَ الْفِطْرَةَ لَوْ أَخَذْتَ
الْحَمْرَ فَوُتَّ أَمْتُكَ -

৪৩৪৮. ইবনে শিহাব ইবনুল মুসা ইরাব থেকে বর্ণনা করেছেন : আবু হুরাইরা বলেন, যে রাতে রসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল মাকদাস সফর করেছিলেন, সে রাতে তাঁর সামনে দু’টি পেয়লা আনা হয়েছিল। তার একটিতে ছিল শরাব এবং অন্যটিতে দুধ। তিনি পেয়লা দু’টির দিকে দেখলেন। তারপর দুধের পেয়লাটা তুলে নিলেন। (তা দেখে) জিবরাইল বলে উঠলেন : আলহামদুলিল্লাহ—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ আপনাকে স্বভাব-ধর্ম অর্থাৎ ইসলামের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। যদি আপনি শরাবের পেয়লাটা তুলে নিতেন তাহলে আপনার উম্মাত গোমরাহীর শিকার হতো।

۴۳۴۹ مَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَنَا كَدُّ بَنِي قُرَيْشٍ تَمَّتْ فِي الْحَجْرِ
فَجَلَّى اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمُقَدَّسِ نَطَقْتُ أُخْبِرُكُمْ مِنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْكُرُ
إِلَيْهِ رَأَى عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شَهَابٍ عَنْ
عَمِّهِ لَنَا كَدُّ بَنِي قُرَيْشٍ حِينَ أُسْرِيَ بِنِي إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ نَحْوَهُ
فَأَصْفَاهُ يَوْمَ تَنَصَّفَ كُلَّ شَيْءٍ .

৪৩৪৯. ইবনে শিহাব আব্দু সালামা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি শুনছেন জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে। তিনি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনছেন : যখন কুরাইশরা (মি'রাজের ব্যাপারে) আমাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতে লাগলো, আমি (কা'বা শরীফের) হিজর নামক স্থানে গেলাম। আল্লাহ্ বায়তুল মাকদাসকে আমার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমি স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করে তাদেরকে সব নিশানী জানিয়ে দিতে থাকলাম। ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম এর ওপর কিছুটা ব্যস্তি করেছেন। তিনি বলেন : আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আমার ভাতিজা ইবনে শিহাব তাঁর চাচার কাছ থেকে : “[রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,] যখন আমাকে বায়তুল মাকদাসে সফর করিয়ে আনার ব্যাপারটি কুরাইশরা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতে লাগলো।”

فاملا (কাসেফান) হচ্ছে এমন একটি ঘর্ষণঝড়, যা সবকিছু ধ্বংস করে দেয়।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী ادم لقد كرمنا بنى ادم “আর আমি মৰ্যাদা দান করেছি বনী আদমকে।”

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

وَإِذَا رَدْنَا أَنْ تَمْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مَثَرِيفِهَا فَفَسَقُوا فِيهَا حَتَّىٰ عَلَيْهِمُ
الْقَوْلُ فَلَمْ يَمُوتُوا مَبْرًا .

“আর যখন আমি কোনো জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তার সচ্ছল ও বিতশালী লোকদেরকে আদেশ করি, তারা তার মধ্যে নাফরমানীর কাজ করতে থাকে, তখন আমাদের ফয়সালা সেই জনপদের জন্য নির্ধারিত হয়ে যায় এবং আমি তাকে ধ্বংস করে ছাড়ি।” ১০১

۴۳۵۰ - عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ لِلْحَيِّ إِذَا كَثُرُوا
فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَمْرٌ بَكُونُ لَدُنَّ حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُنَيْبُ
وَقَالَ أَمْرٌ .

৪০৫০. আব্দু ওয়ায়েল আবদুল্লাহ ৩২ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আইয়ামে কাহোলায়তে কেনে গোত্রের লোকসংখ্যা বেড়ে গেলে আমরা বলতাম অমুক গোত্র আমীর হয়ে গেছে। আর অন্যায়কে হুয়াইদ সদ্‌কিয়ান থেকে অন্য এক বর্ণনায় বলেছেন, আমীর করা হয়েছে।

অনুবাদ : আল্লাহ তাআলার বাণী :

ذَرِيَّتَهُ مِنْ حَمَلِنَا مَعَ تَوْجِهِ إِنَّهُ كَانَتْ عَبْدًا شَكُورًا.

‘নূহের সাথে নোকায আম্র মাদেরকে সওয়ার করিয়াছিলাম, এরা হচ্ছে তাদের বংশধর। নিঃসন্দেহে তারা ছিল কৃতজ্ঞ বান্দা।’ ৩৩

۴۳۵۱- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُنِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِمْرٍ فُرِنِعَ إِلَيْهِ الدَّارِعُ وَكَانَتْ تَعِيبُهُ فَنَمَسَ مِنْهَا نَمْسَةً ثُمَّ قَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَطَلُّ تَدْرُونَ مِمَّا ذَلِكَ يَجْمَعُ النَّاسَ الْاَدْلِينَ وَ الْاُخْرِينَ فِي مَعِيدٍ وَاحِدٍ يَسْمَعُهُمُ الدَّاعِيَ وَيَنْقُدُهُمُ الْبَصْمُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْعَرِّ وَالْكَسْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ يَقْبُولُ النَّاسُ الْاَلْتِرُونَ مَا قَدِ بَلَغَكُمْ الْاَلْتَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ عَلَيْكُمْ بِاَدَمَ قِيَاتُونَ اَدَمَ فَيَقْرَأُونَ لَهُ أَنْتَ اَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللهُ بِمِيدِهِ وَ نَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَ اَسْرَأَ اَلْاَدْبُكَةَ فَسَجَدَ وَ اَلْاَلِكِ اَشْفَعَ لَنَا اِلَى رَبِّكَ اَلَّا تَرَى اِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ اَلَّا تَرَى اِلَى مَا قَدِ بَلَغْنَا يَقُولُ اَدَمُ اِنَّ رَبِّي تَدْ خَضِبَ اَلْيَوْمَ خَضِبًا لَمْ يَخْضِبْ قَبْلَهُ وَمِثْلَهُ وَ لَنْ يَخْضِبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَ اِنَّهُ قَدْ نَمَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَخَصِيَّتُهُ نَسِيَتْ نَفْسِي اِنْفِئِ اِذْ هَبُوا اِلَى غَيْرِي اِذْ هَبُوا اِلَى تَوْجِهِ قِيَاتُونَ نَوْحًا فَيَقُولُونَ اَلْوَحْمُ اِنَّكَ اَنْتَ اَدَلُّ الرَّسُلِ اِلَى اَعْمَلِ الْاَرْضِ وَ قَدْ سَأَلَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا اَشْفَعَ لَنَا اِلَى رَبِّكَ اَلَّا تَرَى اِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ اِنَّ رَبِّي قَدْ خَضِبَ اَلْيَوْمَ خَضِبًا لَمْ يَخْضِبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَ لَنْ يَخْضِبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ

وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهُمَا عَلَى تَوْحِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي
 إِذْ هَبُوا إِلَى غَيْرِي إِذْ هَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ قِيَاتُونَ إِبْرَاهِيمَ قِيَقُولُونَ
 يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِشْفَعْ لَنَا إِلَى
 رَبِّكَ الْأَتْرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ يَقُولُ لِمُؤْتَى رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ
 غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَدْ
 كُنْتُ كَذَّبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ فَكَيْ هُنَّ أَبُو حَيَّانَ فِي الْحَدِيثِ
 نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي إِذْ هَبُوا إِلَى غَيْرِي إِذْ هَبُوا إِلَى مُوسَى قِيَاتُونَ مُوسَى
 قِيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَصَلِّكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلامِهِ
 عَلَى النَّاسِ إِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ مَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ يَقُولُ إِنَّ رَبِّي
 قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ
 مِثْلَهُ وَإِنِّي قَدْ تَلَمَّتُ نَفْسًا أَوْ مَرِّقَتِلَهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي
 إِذْ هَبُوا إِلَى غَيْرِي إِذْ هَبُوا إِلَى عِيسَى قِيَاتُونَ عِيسَى قِيَقُولُونَ يَا
 عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرَوْحٌ مِنْهُ وَكَلِمَتُ
 النَّاسِ فِي الْمَهْدِ صَبِيحًا إِشْفَعْ لَنَا الْأَتْرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ يَقُولُ عِيسَى
 قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ
 مِثْلَهُ وَلَمْ يَكُنْ دُئِبًا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي إِذْ هَبُوا إِلَى غَيْرِي إِذْ هَبُوا
 إِلَى مُحَمَّدٍ عليه السلام قِيَاتُونَ مُحَمَّدًا عليه السلام قِيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ
 رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ
 وَمَا تَأَخَّرَ إِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ الْأَتْرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنِّي نَأْتِي تَمَّتْ
 الْعَرْشُ فَأَقَعَ سَاجِدَ الرَّبِّ تَرْتَقِيهِ اللَّهُ عَلَى مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الشَّأْرِ
 عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي تَرْتَقِي قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِذْ فُجَّ رَأْسُكَ
 سَلَّ تَعْلَهُ وَاشْفَعْ لَشَفْعٍ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ أَمْتِي يَا رَبِّ أَمْتِي يَا
 رَبِّ أَمْتِي يَا رَبِّ يَقُولُ يَا مُحَمَّدُ إِذْ خَلَّ مِنْ أَمْتِكَ مَنْ لَدَّ حَسَابَ

عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيبِ الدِّيمِيِّ مِنَ ابْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيهَا
 سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْبُيُوتِ تَمَرًا قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ
 الْأَشْهُرِ رَابِعِينَ مِنْ مَصَارِيحِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحَمِيرًا وَكَمَا بَيْنَ
 مَكَّةَ وَبَصْرَةَ .

৪৩৫১. আব্দ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে গোশ্বত আনা হলো। তাঁকে সামনের দিকের একটা পা দেয়া হলো। কারণ তিনি সামনের পায়ের গোশ্বত খেতে ভালোবাসতেন। তিনি তা থেকে খেলেন। তারপর বললেন : কিয়ামতের দিন আমিই হবো মানব জাতির নেতা। তোমরা কি জানো, কিয়ামতের দিন আগের ও পরের সমগ্র মানব জাতি একই ময়দানে জমায়েত হয়ে যাবে? (সে ময়দানটি এমনই সমতল ও বিস্তৃত হবে যে,) সেখানে একজন আহবানকারীর আহবান সবাই শুনতে পারবে এবং একজন সবাইকে দেখতে পারবে। সূর্য অনেক কাছে এসে যাবে। লোকেরা এমন দৃশ্য-কণ্ঠের সম্মুখীন হবে, যা বরদাশত করার ক্ষমতাই তাদের থাকবে না। তারা বলবে : দেখো, সবার কাঁ ভীষণ কষ্ট হচ্ছে! এমন কোন ব্যক্তির খোঁজ করো, যে রবের কাছে সুপারিশ করতে পারে। অনেকে বলাবলি করতে থাকবে, চলো আদমের কাছে যাই। কাজেই তারা আদমের কাছে আসবে। তাঁকে বলবে : আপনি মানব জাতির পিতা। আল্লাহ নিজ হাতে আপনাকে তৈরী করেছেন এবং ফুক দিয়ে তাঁর রহ আপনার মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। তাঁর নির্দেশে ফেশেশডারা আপনাকে সিজদা করেছিল। কাজেই আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি দেখছেন আমরা কি কণ্ঠের মধ্যে আছি! আপনি দেখেন, আমরা কি যন্ত্রণায় ভুগছি! আদম বলবেন : আমার রব আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছেন। এমন ক্রুদ্ধ তিনি আর কোনদিন হননি এবং পরেও হবেন না। আর ব্যাপার হচ্ছে, তিনি আমাকে একটি গাছের কাছে যেতে মানা করেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁর হুকুম অমান্য করেছিলাম। হায়, আমার কি দশা হবে! হায়, আমার কি দশা হবে! হায়, আমার কি দশা হবে! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে আর কারো কাছে যাও। তোমরা নূহের কাছে যাও।

তারা সবাই নূহের কাছে আসবে। তারা বলবে : হে নূহ! আপনি দুনিয়াবাসীর প্রতি, আল্লাহ প্রেরিত প্রথম রসূল। ৩৪ আর আল্লাহ আপনাকে শুকরগুজার বান্দা হিসেবে অভিহিত করেছেন। কাজেই আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি দেখছেন, আমরা কি কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যে আছি। তিনি বলবেন : আমার রব আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছেন। এমন ক্রুদ্ধ তিনি ইতিপূর্বে আর কোনদিন হননি এবং এর পরেও আর কোনদিন হবেন না। আর অবশ্য তিনি আমাকে একটি দো'আ করার অধিকার দিয়েছিলেন। আমার কণ্ঠের জন্য সে দো'আটি আমি আগেই চেয়ে নিয়েছি। হায়, আমার কি দশা হবে! হায়, আমার কি দশা হবে! হায়, আমার কি দশা হবে! হায়, আমার কি দশা হবে! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে আর কারোর কাছে যাও। তোমরা ইব্রাহীমের কাছে যাও।

৩৪. হযরত নূহ (আঃ)-কে প্রথম রসূল বলা হয়েছে। অথচ তাঁর আগে আরো তিনজন রসূল ছিলেন : হযরত আদম, হযরত শীস ও হযরত ইদরীস (আঃ)। তাহলে তাঁকে প্রথম রসূল বলা হলো কিভাবে? এর জবাবে বলা যায় আসলে 'ইলা আলিলিগ আরদ'—'দুনিয়াবাসীর প্রতি' শব্দ থেকে বুঝা যায় মানব বংশ তখন যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছিল এবং এসব বিক্ষিপ্ত মানব গোষ্ঠীর প্রতি তাঁকে রসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছিল, যা পূর্বের তিনজন নবীর আমলে সম্ভব ছিল না। তবে এই অর্থে ইতিপূর্বে বুখারীর কিতাবমুত ডারাম্মুমে হযরত জাবের (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটি এর বিপরীত প্রমাণিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে : নবীকে বিশেষ করে তাঁর সোপ্তের ও কণ্ঠের কাছে পাঠানো হয়। এর জবাবে বলা যায়, নূহ (আঃ)-এর সমগ্র সমগ্র মানবগোষ্ঠী ধ্বংস হয়ে যাবার পর আবার যখন নতুন করে মানব বংশের সৃচনা হয়, তখন আসলে

চাও, কি চাইবে! যা চাইবে, তাই দেবো। সুপারিশ করো। যার জন্য সুপারিশ করবে, কবুল করা হবে। তখন আমি মাথা উঠিয়ে বলবো : আমার উম্মতকে (বাঁচাও) হে আমার রব! আমার উম্মতকে (বাঁচাও,) হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতকে (বাঁচাও,) হে আমার রব! জবাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হবে : হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মতের মধ্য থেকে যাদের কোনো হিসেব-নিকেশ হবে না, তাদেরকে ডান দিকের দরযা দিয়ে বেহেশতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দাও। তাদেরকেও এখতিয়ার দেয়া হবে, যে কোনো দরযা দিয়ে ইচ্ছা তারা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে। তারপর তিনি বলেন : যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত, তাঁর কসম! জান্নাতের একটি দরযার বিস্তৃতি হচ্ছে মক্কা ও হামীরের ৫৫ মাঝখানের দূরত্ব বা মক্কা ও বসরার মাঝখানের দূরত্বের সমান। ৩৬

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : وَاللَّيْلُ دَاوُدَ زَبُورًا وَ الْيَوْمَ دَاوُدَ زَبُورًا "আর দাউদকে আমি মাঝরাত দিয়েছি।"

২৩৫২ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خُفِّمَ عَلَى دَاوُدَ الْقِرَاءَةَ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدِائِبِهِ لِتَسْرِبَ فَكَانَ يَقْرَأُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ يَحْيَى الْقُرْآنَ

৪০৫২. আবু হুরাইরা রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : দাউদের ওপর আল্লাহ (তাওরাত) পড়া অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছিলেন। তিনি খাদেমকে ঘোড়া বাঁধার হুকুম দিতেন। খাদেম তার কাজ শেষ করতে না করতে তিনি পড়া শেষ করে ফেলতেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَكَذَّبُوا بِكُفْرَانِكُمْ فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ
عَنْكُمْ وَلَا تَحْرِيكُ

"বলে দাও (হে মুহাম্মাদ!) ডাকো তাদেরকে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মাঝরাত বানিয়ে নিয়েছো, তারা তোমাদের ওপর থেকে আঘাব (যেমন : রোগ, দারিদ্র্য, দৃষ্টিহীন ইত্যাদি) দূর করতে পারবে না এবং তোমাদের অবস্থারও পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হবে না।"

২৩৫৩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَتِيمِ الْوَسِيلَةَ قَالَ كَانَتْ نَاسٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَاسًا مِنَ الْجِنِّ فَأَسْلَمَ الْجِنُّ وَتَمَسَّ مَوْلَاهُ بِدِيْنِهِمْ
زَادَ أَنْ شَجَعِي عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ

৩৫. হামীর হচ্ছে সান'আর অপর নাম।

৩৬. শেষ নবী মুহাম্মাদ (সঃ) যেহেতু উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িত্ব বহন করেন, তাই তিনি কেবল উম্মতে মুহাম্মাদীর শাফা'আত করেন। তাঁর শাফা'আতের পর অন্য নবীদের শাফা'আতের পথও খুলে যায়। তারপর নিজেদের উম্মতের শাফা'আত করেন।

৪৩৫৩. আবদুল্লাহ (ইবনে মাস'উদ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: কিছু লোক জিনের পূজা করতো। 'ইলা রাস্বিহমুল আসিলাতা' আয়াতটি তাদের জন্য নাযিল হয়েছিল। জিনেরা ইসলাম গ্রহণ করলো। কিন্তু এ লোকগুলো তাদের ধর্মকে আঁকড়ে ধরে থাকলো। আর আশ'জামী সুফিয়ান থেকে এবং সুফিয়ান আমাশ থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে এতটুকু বৃষ্টি করা হয়েছে যে, এটিই হচ্ছে এ আয়াতটির 'শানে নুযুল' বা নাযিল হবার প্রেক্ষাপট।

অনুবোধ : **أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَخُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ**

“মাসেরকে মর্শুরিকরা ডাকে, তারা নিজেরাই অম্লাহর কাছে অছিলা সহায় ও মাধ্যম খুঁজে বেড়াচ্ছে।”

৪৩৫৪ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَخُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ قَالَ كَانَتْ نَأْسٌ مِنَ الْجِبْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَ نَأْسَلُمُوا

৪৩৫৪. আবদুল্লাহ (ইবনে মাস'উদ) 'আল্লাযীনা ইয়াদউনা ইয়াবতাগনা ইলা রস্বিহমুল আসিলাতা' আয়াতটি সম্পর্কে বলেন : লোকেরা একদল জিনের পূজা করতো। জিনগুলো ইসলাম গ্রহণ করে। (কিন্তু লোকেরা পূর্বের ন্যায় জিনদের পূজা করতে থাকে)। তাদের সম্পর্কে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

অনুবোধ : আল্লাহ বলেন :

وَمَا جَعَلْنَا الزُّرِّيَّاتِ أَرْيَافًا لِّلنَّاسِ

“(হে রসূল!) আমি তেল্লাকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলাম, তাকে আমি লোকদের জন্য পরীক্ষার বিষয়ে পরিণত করছি।”

৪৩৫৫ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَا جَعَلْنَا الزُّرِّيَّاتِ أَرْيَافًا لِّلنَّاسِ قَالَ جِي زُرِّيَّاتٍ عَيْتٌ رَّبِّمَا رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ شَجَرَةُ الرَّقْمِ

৪৩৫৫. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : “এরা মা জা'আলনার রু'ইয়ালাতা' আয়াতের ইলা ফিত্নাতাল ফিল্লাস" এর মধ্যে রু'ইয়া-স্বপ্ন বলতে এখানে, স্বপ্নে দেখা নয় বরং চোখে দেখার কথা বলা হয়েছে, যা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মিরাজের রাতে সজাগ অবস্থায় দেখানো হয়েছিল। আর এখানে 'শাজারাতুল মাল্লা'উনাতা' বা অভিশপ্ত গাছ বলতে বাক্বম৩৭ গাছ বুঝানো হয়েছে।

৩৭. এই বাক্বম সম্পর্কে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে, তা জাহান্নামের নিন্দ এলাকায় জম্মাবে। জাহান্নামীরা তা খেতে বাধ্য হবে। এ গাছটি অভিশপ্ত হব স্বপ্ন হচ্ছে, এটি আল্লাহর রহমত থেকে বর্ণিত হবে। এটা আল্লাহর রহমতের কোনো নিদর্শন নয় এবং আল্লাহ নিজের রহমতের নিদর্শনস্বরূপ মানুষের খারাপের এটাকে সৃষ্টি করেননি। আসলে আল্লাহর অভিশপ্তের নিদর্শন এ গাছটির প্রতিটি পত্র-পল্লব, শাখা-প্রশাখা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবে। অভিশপ্ত লোকদের জন্যই আল্লাহ তা সৃষ্টি করেছেন। কুখ্যার তাড়নার ভার তা খেতে খারাব। ফলে তাদের কষ্ট আরো বেড়ে যাবে। তাদের শাস্তির উত্তরবহতা আরো মারাত্মক বিভীষিকার রূপ নেবে। সুরা আদসূযানে গাছটি সম্পর্কে বলা হয়েছে:

ان قران الفجر كان مهودا

“অবাশ্য ফজরের কোরআন পড়াকে হাযির করা হয়েছে।” মুজাহিদ বলেন : ফজরে কোরআন পড়া মানে ফজরের নামায।

৪৩৫৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَضَّلَ صَلَاةَ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الْوَاحِدِ خَمْسَةً وَعِشْرُونَ دَرَجَةً وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الصَّيْتِ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ إِتْرُوا إِثْ شِئْتُمْ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَاتٌ مِثْلَهُمْ وَدَا

৪৩৫৬. আব্দ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) বলেছেন, একাকী নামায পড়ার চাইতে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ফযীলত পঁচিশ গুণ বেশী। আর ফজরের নামাযে রাতের ফেরেশতা ও দিনের ফেরেশতারা একত্রিত হয়। আব্দ হুরাইরা বলেন, তোমরা চাইলে কোরআনের এ আয়াতটি পড়ে নিতে পারো : “ওরা কোরআনাল ফাজরি ইম্মা কোরআনাল ফাজরি কানা মাহহুদা।” ৩৭ক

صلى ان-بجمعك ربك مقاما محمودا

“তোমার রব তোমাকে শীঘ্রই মাকামে মাহমুদে দাঁড় করাবেন।”

৪৩৫৭. عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ يَمَيِّزُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَنِّي كُلَّ أُمَّةٍ تَتَّبِعُ نَبِيَّهَا يَقْرَأُونَ يَا قُلْدَنَ اشْفَعِ يَا قُلْدَنَ اشْفَعِ حَتَّى تَنْتَهِيَ السَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَلِكَ يَوْمٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودِيَّ.

৪৩৫৭. আদম ইবনে আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইবনে উমরকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন লোকেরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। প্রত্যেক উম্মত তার নিজের নবীর কাছে যাবে। তারা বলবে : হে অমদুক (নবী)! আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য শাফা' আত করুন। হে অমদুক (নবী)! আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য শাফা' আত করুন। (কিন্তু তারা কেউ শাফা' আত করতে রাখী হবেন না।) শেষ পর্যন্ত শাফা' আতের দায়িত্ব এসে পড়বে নবী (সঃ)-এর ওপর। আর এই দিনেই আল্লাহ তাঁকে মাকামে মাহমুদে দাঁড় করাবেন। ৩৮

জাহান্নামীরা যখন তা খেতে থাকবে, তাদের পেটের আগুনের জ্বালা তাতে শতগুণে বেড়ে যাবে এবং তাদের পেটে উত্তম পানি টগকগ করে ফুটে থাকবে। বায়যাবী বলেন : গাছটির পাতা হবে ছোট ছোট এবং ফল হবে ডিতা।

৩৭ক. আর ফজরে কুরআন পড়া মাহহুদ হই—এর অর্থ হলো ফজরের নামাযের সময় আল্লাহর ফেরেশতারা বেশী সংখ্যায় হাযির থাকে এবং তারা হয় এর শাহেদ বা সাক্ষী।

৩৮. মাকামে মাহমুদ' মানে প্রশংসার স্থান। অর্থাৎ এমন স্থান, যে স্থানে সবাই তাঁর প্রশংসা করবে। এ দিন তিনি শ্রেষ্ঠ শাফা' আতকারীর মৰ্বাদা লাভ করবেন, যা অন্য কোনো নবী লাভ করতে সক্ষম হবেন না। আল্লাহর কাছে আর্জি পেশ করে তিনি মানব জাতিতে কষ্ট ও শাস্ত থেকে বাঁচাবেন। তাঁর এ কাৰ্ব'কলাপে সবাই তাঁর প্রশংসা করবে আল্লাহও তাঁর প্রশংসা করবেন। কিয়ামতের দিবস তাঁর প্রশংসার এই উচ্চতম স্থানে আরোহণকেই মাকামে মাহমুদ বলা হয়েছে।

۴۳۵۸ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَن كَانَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدُّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ آتٍ مُحَمَّدٌ نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَأَبْعَثَهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا إِنَّ النَّبِيَّ وَعَدَّتْهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ حُمَيْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৪৩৫৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আযান শুনার পর বলবে—‘আল্লাহুম্মা রব্বা হাব্বিহিন্ দাআওয়্যাতিত্ তাশ্মাতি ওয়াস সলাতিল কাইমা, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাযীলাতা ওয়াব’আস্ হুদ মাকামাম্ মাহমুদানিল্লাযী ওয়াআততাহ্’ “হে আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহ্বানের মালিক এবং প্রতিষ্ঠিত নামাযের রব! মুহাম্মদকে অছিলার (মাধ্যমে)ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করো এবং তাঁকে মাকামে মাহমুদে দাঁড় করাও যার ওয়াদা তুমি তাঁর কাছে করেছো।” তার জন্য আমার শাফাআত হালাল হয়ে যাবে। এ হাদীসটি হামযা ইবনে আবদুল্লাহ তার বাপের কাছ থেকে এবং তিনি নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

অনুবাদ : আল্লাহর বাণী : **وَلَمَّا جَاءَ الْعَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ انْ بَاطِلٌ كَانَ زَهُوقًا** (হে মুহাম্মদ!) বলে দাও, হক এসে গেছে এবং বাতিল সরে গেছে। বাতিল নিঃসন্দেহে সরে যাবারই বস্তু।”

‘যাহাক’ মানে ধ্বংস হয়ে গেছে, বিলুপ্ত হয়ে গেছে।”

۴۳۵۹ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتْرُونَ وَثَلَاثُ مِائَةٍ تَصِيبُ فَيَجْعَلُ يُطْعِمُهُمُ لَعُودٍ فِي يَدَيْهِمْ وَيَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ .

৪৩৫৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (মক্কা বিজয়ের সময়) নবী (সঃ) মক্কার প্রবেশ করলেন। তখন কা’বা ঘরের চারদিকে তিনশো বাটীটি মূর্তি ছিল। তাঁর হাতে ছিল একটি কাঠ। তা দিয়ে তিনি প্রত্যেকটি মূর্তিকে আঘাত করতেন এবং বলতেন : জাআল হাক্কু ওয়া যাহাকাল বাতিলু ইম্মাল বাতিলা কানা যাহুকা (হক এসে গেছে এবং বাতিল হটে গেছে, অবশ্য বাতিল হটেই যার)। আর এই সংগে এ আয়াতটিও পড়তেন : জাআল হাক্কু, ওয়ামা ইউদীল বাতিলু ওয়ামা ইউঈদ (হক এসে গেছে, বাতিল বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং বাতিল আর ফিরে আসবে না)।

অনুবাদ : আল্লাহর বাণী : **وَمَا لَوْ نَكَ مِنَ الرُّوحِ** “আর তারা জিজ্ঞেস করছে তোমাকে রূহ সম্পর্কে)।”

۴۳۶. مَنِ عْبَدِ اللّٰهَ قَالَ بَيْنَا اَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَضْرَتٍ وَهُوَ
مَتَّكِيٌّ عَلَى فَيْسَيْبٍ رَاذِمًا يَوْمَئِذٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَأُوذُ مِنَ الرَّوْحِ
فَقَالَ مَا رَأَيْتُمْ اِلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَسْتَقْبِلُكُمْ بَيْتِي تَكْفِي هُوَنَهُ
فَقَالُوا سَأُوذُ فَسَأُوذُ عَنِ الرَّوْحِ نَأْمَسُكَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا
فَعَلِمْتُ اَنَّهُ يُوحَى اِلَيْهِ فَقُمْتُ مَقَامِي فَلَمَّا نَزَلَ الرَّوْحُ قَالَ وَيَسَّ لَانَكَ
عَنِ الرَّوْحِ قِيلَ الرَّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي وَمَا اَوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا.

৪০৬০. আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী (সঃ) এর সাথে একটি ক্ষেতের মধ্যে ছিলাম। তিনি একটি খেজুর গাছে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। এমন সময় কিছ্র সংখ্যক ইহুদী সেখান দিয়ে যেতে ছিলো। তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, রুহ সম্পর্কে তাকে [মুহাম্মদ (সঃ)] জিজ্ঞেস করো। তাদের কেউ কেউ বললো, কেন জিজ্ঞেস করছো? তিনি কি তোমাদের অনুকূল জবাব দেবেন? আবার কেউ কেউ বললো, তা না হোক, কিন্তু তিনি এমন জবাবও দেবেন না, যা তোমরা অপসন্দ করো। (অবশেষে) তারা বললো, ঠিক আছে, তাকে জিজ্ঞেসই করো। কাজেই তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো রুহ সম্পর্কে। নবী (সঃ) চুপ করে বসে থাকলেন। তাদের প্রশ্নের কোনো জবাব দিলেন না। আমি যত্নতে পারলাম, তাঁর ওপর অহী নাযিল হবে। আমি নিজের জায়গার দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর যখন অহী নাযিল হওয়া শেষ হলো, তিনি বলতে থাকলেন : “ওয়া ইয়াস আল-নাকা আনির রুহ, কলির রুহ মিন আমরি রসূলি।” অর্থাৎ—“তারা তোমাকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তাদেরকে বলে দাও, রুহ হচ্ছে আমার রবের হুকুম। আর তোমাদেরকে ‘ইল্মে’র সামান্য থেকে সামান্যতম অংশ দেয়া হয়েছে মাত্র।”

অনুবাদ : আমলাহর বাণী : وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافُهَا

“তোমার নামাজ খুব উচ্চ স্বরে পড়ো না আবার খুব নীচ স্বরেও পড়ো না (বরং মধ্যম স্বরে পড়ো)।”

۴۳۷. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافُهَا
بِهَا قَالَ نَزَلَتْ دَرَسُؤَلِ اللّٰهِ ﷻ مَخْتَفِي بِمَكَتَهُ كَانَ اِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ
رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَاذًا سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ
وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ
أَيُّ يَقْرَأُ بِكَ فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ وَلَا تَخَافُهَا
مِنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تَسْمَعُ مَا دَابَّعَ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلًا.

৪০৬১. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ‘ওয়া লাভাজ্জহার বি সালাতিকা ওয়া লা তুখাফিত বিহা’—আযারতটি মল্লয় এমন সময় নাযিল হয়, যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাহাবাদের নিয়ে নামাযের মধ্যে খুব উচ্চ স্বরে কোরআন পড়তেন। মদুরিকরনা তা

শব্দে কোরআনকে এবং তা যিনি নাযিল করেছেন ও যার ওপর নাযিল করেছেন, তাদের সবাইকে গালি দিতো। এজন্য মহান আল্লাহ তাঁর নবী (সঃ)-কে বললেন, “তোমার নামায খুব উচ্চস্বরে পড়ো না।” অর্থাৎ নামাযে খুব উচ্চ স্বরে কোরআন পড়ো না। তাহলে মদশরিকরা কোরআনকে গালি দেয়া শব্দ করবে। (মহান আল্লাহ এই সংগে এও বললেন :) “আর খুব নীচ স্বরেও পড়ো না।” কারণ খুব নীচ স্বরে পড়লে তোমার সাথীরা তা শব্দতে পারে না। বরং “মধ্যম স্বরে পড়ো।”

৫২৭২- عَنْ عَائِشَةَ وَلَا تَجْمُرِي صَدْرَكَ وَلَا تَخْفِثِي بِهَا قَالَتْ
أُنزِلَ ذَلِكَ فِي الدَّعَاءِ

৪০৬২. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : “নামায খুব জোরে পড়ো না এবং খুব আস্তেও পড়ো না—এ আয়াতটি দোয়ার ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল।

সূরা আল-কাহাফ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুবোধ : “মানুষ অধিকাংশ বিষয়ে কলহকারী।”

৫২৭৩- عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَرَفَهُ وَنَاطَمَهُ وَقَالَ أَلَا تُهَيَّلِيَّاتِ رَجْمًا بِالْغَيْبِ لَمْ يَبْتَدِئْ قُرْطًا نَدْمًا سَرَادٍ تَمَّامٍ مِثْلَ السَّرَادِ وَالْحَجْرَةِ الَّتِي تَلِيفُ بِالْفَسَاطِيطِ يَمَّا وَرَدَ مِنَ الْمُحَارِبَةِ لِكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي أَى لِكِنَ أَنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ثُمَّ حَدَّثَ الْإِدْلِفَ وَ أَدْعَى أَحَدَى التَّوْبِيَّاتِ فِي الْأَجْرَى زَلْفًا لَا يَثْبُتُ فِيهِ قَدَمٌ مِّنَّا لِكَ الْوَالِيَّةِ مَمْدُ وَالْوَالِي عُنْفًا عَائِبَةً دَعْبِي وَعَقِبِهِ وَاجِدُ وَجِي الْأَخْرَجَةَ تَبْدًا وَتَبْدًا اسْتَبْعِنَا فَا لِيَدُ حِضْوِ الْبَيْرِ لِيُوَا الدَّحْضَرَ الرَّتَّى

৪০৬০. আলী থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) রাহিকালে তাঁর ও ফাতিমার কাছে আসলেন। তিনি বললেন : তোমরা কি নামায পড়নি৩৯ রাজ্‌মাম্ বিল গাইব, মানে না দেখে শব্দা কথা বলা। ফরদতান মানে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। ‘নাদমান’ মানে আফসোস।

০৯. এরপর যে ঘটনাটি ঘটে তা হচ্ছে : হযরত আলী (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ প্রবন্ধের জবাবে বলেন : হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আমাদেরকে উঠাননি। অর্থাৎ এটা ছিল তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যাপার। এ কথা শব্দে তিনি “ওয়া কনাল ইনসান্দ আকসারা শাইরিন জাদালা।” আয়াতটি পড়তে পড়তে ফিরে গেলেন।

‘সুন্নাদিকুহা’ মানে তার পদা ও তাঁব্দ। অর্থাৎ আগুন যেন পদা ও তাঁব্দর মতো জ্বালানো থাকবে। ইউহাবির হুদ শব্দটি গঠিত হয়েছে হুদাবিরা থেকে। (আর হুদাবিরা মানে হচ্ছে কথাবার্তা বলা, আলোচনা করা)। ‘লাকিমা হুদায়াহু রব্বী’—(কিন্তু আমার রব হচ্ছেন তিনিই সেই আল্লাহ)। এখানে আসলে হচ্ছে ‘আনা হুদায়াহু রব্বী’। এক্ষেত্রে ‘আলিফ’কে বিলম্বিত করে একটা ‘নুন’কে আরেকটা ‘নুন’ের সাথে সন্ধি করে হয়ে গেছে লাকিমা (لَكِيْمًا) ‘যালাকান’ মানে হচ্ছে পিছলানো অর্থাৎ যার ওপর পা অবিচল থাকে না বরং পিছলিয়ে যায়। ‘হুদালিকাল ওয়ালাইয়াতু’ ওলা শব্দটি ওয়ালাইয়াতু যাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। (এর অর্থ হচ্ছে ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী)। ‘উক্বান’—আক্বাতুন, উক্বা ও উক্বাতুন সবগুলির মানে হচ্ছে আখেরাত। কিবালান, কুবলান ও কাবলান মানে হচ্ছে সামনে ও প্রথমে। ‘লিইয়ুদাহিদ’ মানে যেন পিছলিয়ে দেয়। এর উৎপত্তি হয়েছে দাহাদা (دَحَضَ) শব্দ থেকে যার অর্থ হচ্ছে হক থেকে সরিয়ে দেয়া।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন :

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لَئِن لَّبِئْسَ أَتَاكُمُ الْمَوْتُ إِذْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ فَاصْبِرُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“আর যখন মুসা বললেন তার খাদেমকে, আমি এভাবেই চলতে থাকবো যতক্ষণ না দুই দরবার সংগমে পৌঁছে যাই অথবা দীর্ঘকাল ধরে এভাবেই চলতে থাকবো।” হুদ্বান মানে জানানা বা কাল আর এর বহুবচন হচ্ছে আহকাব।

۴۶۲- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ قُلْتُ لِرَبِّ بْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبَكَّاءِ يُزَعِّرُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوسَى صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي بَنُ كَعْبٍ أَنَّ سَعِيدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مُوسَى تَامَ حَبِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا فَعَنْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرِدْ الْعِلْمَ إِلَيْهِ نَادُوهُ اللَّهُ إِلَيْهِ إِنَّ لِي عِنْدَ إِمْتِجَاعِ الْبَحْرَيْنِ مَوْأَلِمًا مِنْكَ قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ تَكَيْفَ لِي بِهِ قَالَ تَأَخَّرَ عَنْكَ حَوْثًا فَتَجَعَلَهُ فِي مِكَتَلٍ فَبَيْتٌ مَا تَقْدَتِ الْحَوْتِ فَهُوَ ثُمَّ فَأَخَذَ حَوْثًا فَجَعَلَهُ فِي مِكَتَلٍ ثُمَّ أَنْطَلَقَ وَأَنْطَلَقَ مَعَهُ بَغْتًا يُرِيدُ شِعَابَ ابْنِ نَوْفٍ حَتَّى إِذَا آتَى الصَّخْرَةَ وَضَعَارًا وَسَمَّهَا فَنَامَا دَا ضَرْبَ الْحَوْتِ فِي الْمِكَتَلِ فَخَرَجَ مِنْهُ نَسْفَطٌ فِي الْبَحْرِ فَأَتَى سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحَوْتِ جُزِيَّةَ الْمَاءِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلُ الطَّاقِ تَلَمَّا اسْتَيْقَطَ نَسِي

صَاحِبِهِ أَتَىٰ يَخْبِرُهُ بِأَلْحُوتِ فَأَنْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمٍ مِّمَّا يَلْتَمِعَا حَتَّىٰ إِذَا
كَانَ مِنَ الْعَدُوِّ قَالَ مَوْسَىٰ لِقَتَاهُ الْإِنْتَاعِدَاءُ تَالَعَدُ لِقِينَا مِنْ سَفَرِنَا
هَذَا النَّصْبَاتَالِ وَكَلِمَ يَجِدُ مَوْسَىٰ النَّصَبِ حَتَّىٰ جَادَرَ الْمَكَاتِ الَّذِي
أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ تَقَالَ لَهُ فَتَاهُ الْآيَاتِ إِذَا أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ بَاتِي لَيْتِ
الْحُوتِ وَمَا أُنْسَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَاتِ أَتَىٰ أَذْكَرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ
فِي الْبَحْرِ عَجَبَاتَالِ فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرِيًّا وَلِمَوْسَىٰ وَفَتَاهُ عَجَبَاتَالِ
مَوْسَىٰ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَانْتَدَىٰ عَلَى الْآثَارِ هِمَا قَصَصَاتَالِ رَجَعَا يَفْقَصَانِ
الْآثَارَ هُمَا حَتَّىٰ انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِذَا رَجُلٌ مَسْبُحِي نُوبًا فَسَلَّمَ
عَلَيْهِ مَوْسَىٰ تَقَالَ الْخَضِرُ وَآتَىٰ بِأَرْضِكَ السَّلَامِ قَالَ أَنَا مَوْسَىٰ بَنِي
إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَرَ أَيْتِيكَ لِتَعْلِمَنِي مِمَّا عَلِمْتَ وَرَشَدًا قَالَ إِنَّكَ
لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا يَا مَوْسَىٰ إِنِّي عَلَىٰ عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ
لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ
تَقَالَ مَوْسَىٰ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَدَاعِي لَكَ أَمْرًا تَقَالَ
لَهُ الْخَضِرُ فَإِنِ ابْتَعَثَنِي فَلَا تُسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا
فَأَنْطَلَقَا عَمَشِيَّانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ تَحْمَلُهُمْ هُمْ أَتَىٰ يَجْمَلُوكُمْ
فَعَرَفُوهُ الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُ بِخَيْرِ نُؤُولٍ فَلَمَّا رَكِبْنَا فِي السَّفِينَةِ لَمْ يُفْعِمِ إِلَّا وَ
الْخَضِرُ قَدْ تَلَعَ لَوْحًا مِّنَ الْوَحْيِ السَّفِينَةَ بِالْقُدُومِ تَقَالَ لَهُ مَوْسَىٰ قَوْمٌ قَدْ
حَمَلُونَا بِخَيْرِ نُؤُولٍ عَمَدَاتِ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَحَرَقْتُهَا لِتَغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ
شَيْئًا أَمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تَأْخُذْ فِي مَا
نَسِيتَ وَلَا تَكُنْ مِثْلَ الْغَافِقِينَ مِمَّنْ أَمْرِي عُسْرًا قَالَ وَتَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَانَتْ
الْأُذُنُ مِّنْ مَّوْسَىٰ نِسِيَانًا قَالَ وَجَاءَ عَصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ
فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً تَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ مَا عَلِمْتُ وَعِلْمُكَ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ
مَا نَقَصَ هَذَا الْعَصْفُورُ مِمَّنْ هَذَا الْبَحْرُ ثُمَّ حَرَجْنَا مِنَ السَّفِينَةِ فَبَيْنَمَا مَا
يَعْمَشِيَّانِ عَلَى السَّاحِلِ إِذْ أَبْصَرَ الْخَضِرُ قَلْبًا يَلْعَبُ بِحِ الْغُلَّامِ فَآخَذَ الْخَضِرُ

رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَأَتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَتَتَلْتُ نَفْسًا رَكِبَتْهُ
بِعَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ مَيْتًا تُكْرِمُ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ
مَعِيَ صَبْرًا قَالَ وَهَذَا أَسَدٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ قَالَ إِنْ سَأَلْتِكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ مَا
فَلَدْتُ صَاحِبِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا فَاتُطَلَّقْ حَتَّى إِذَا آتَيْتَ أَهْلَ تَرِيَةِ
اسْتَطَعَمَا أَهْلَمَا فَأَبْوَأَنَّ يَصِفُوهُمَا فَوَجَدَ فِيهَا جَدًّا أَرَادَ يَرْيِدُ أَنْ يَنْقَضَ
تَأَلُّمًا مَائِلٌ نَقَامَ الْخَضِرُ فَأَقَامَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ مُوسَى تَوَمَّ أَيْتَانَا هُوَ فَكَمْ
يُطْعِمُونَا وَلَمْ يَصِفُوهُمَا لَوْ شِئْتَ لَا تَخْتَدُ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ
بَيْتِي وَبَيْتِكَ إِلَى تَوَلِيهِ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِيعَ عَلَيْهِ صَبْرًا. فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَدُّنَا أَنْ مُوسَى كَانَ صَبْرًا حَتَّى يَقَعِيَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ
خَيْرِهِمَا نَالَ سَعِيدُ بْنُ جَبْرِ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ ذَكَاتَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ
تَأْخُذُ كُلَّ سَفِيئَةٍ صَالِحَةٍ غَضْبًا وَكَانَ يَقْرَأُ ذَا مَا الْعَدَمُ كَانَ كَانِرًا
وَكَانَ أَبْوَأَ الْمُؤْمِنِينَ.

৪৩৬৪. সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেন : আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম, নওফল বিকালী বলে থাকে খিয়রের সাথে সাম্যাতকারী মুসা বনী ইসরাইলের মুসা ছিলেন না। এ কথায় ইবনে আব্বাস বললেন : আল্লাহর শত্রু মিথ্যে কথা বলছে। ১০ উবাই ইবনে কা'ব আমাকে (ইবনে আব্বাস) বলেছেন, তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন : মুসা বনী ইসরাইলের মধ্যে বক্তা করছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশী জানে কে? জবাবে তিনি বললেন, আমি সবচেয়ে বেশী জানি। আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত হলেন। যেহেতু তাঁকে এ জ্ঞান দেয়া হয়নি। ১১ আল্লাহ তাঁকে অহীর মাধ্যমে বললেন : দুই সমুদ্রের সংগম স্থলে ১২ আমার এক বান্দা অবস্থান করছে, সে তোমার চেয়ে বেশী জানে। মুসা বললেন : হে আমার রব! আমি তাঁর কাছে কেমন করে পৌঁছতে পারি? আল্লাহ বললেন : একটা মাছ সংগে নাও এবং সেটা খলির মধ্যে রাখো (তারপর রওয়ানা হয়ে যাও)।

৪০. নওফল বিকালীকে হযরত আব্বাস ইবনে আব্বাস (রাঃ) আল্লাহর শত্রু বলেছেন রাগের মাঝার। নয়তো তিনি কোনো কামের ছিলেন না। বরং মুসলমান ছিলেন এবং ভালো মুসলমান ছিলেন বলে বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে।

৪১. ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত জ্ঞানের পরোয়া না করে হযরত মুসা (আঃ) নিজের পক্ষ থেকে যে বলে দিলেন তিনিই সবচেয়ে বেশী জানেন, এটাই আল্লাহর ক্ষোভের কারণ। কে সবচেয়ে বেশী জানে এ প্রশ্নের জবাব আল্লাহ তাঁকে জানাননি। তাঁর বলা উচিত ছিল, কে সবচেয়ে বেশী জানে বা কে সবচেয়ে জানী তা আল্লাহই ভালো জানেন।

৪২. 'দুই সমুদ্রের সংগম স্থল' স্থানটি কোথায় সে সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে কোনো কথা বলা যায় না। ডাকসীর গ্রন্থগুলি এ ব্যাপারে কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারেনি। তবে এ সম্পর্কে সম্ভবত মওলানা মওদুদীই যথার্থ লিখেছেন যে, স্থানটি সুদানের রাজধানী বাতুম শহরের কাছে হতে পারে। এখানে নীল নদের দু'টি বড় শাখা শেভতসালর ও হারিং সাগর মিলিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য : ডাকসী মূল কুরআন)

যেখানে সেটাকে হারিয়ে ফেলবে সেখানেই তাকে পাবে। কাজেই তিনি একটা মাছ নিলেন। সেটা খলিতে রাখলেন তারপর চলতে লাগলেন। তাঁর সংগে ইউশা' ইবনে নূন নামক এক যুবকও ছিলেন। ৪৩ তারা সমুদ্র কিনারে একটি পাথরের কাছে পৌঁছে গেলেন এবং তার ওপর মাথা রেখে দুজনে ঘুমিয়ে পড়লেন। এ সময় মাছটি খলির মধ্যে ল্যাফিয়ে উঠলো। খলি থেকে বের হয়ে সেটা সমুদ্রের পানিতে পড়ে গেলো। ফাস্তাখাযা সাবীলাহু ফিল বাহরে সারাবা'—মাছটি সমুদ্রের মধ্যে নিজের পথে চলে গেলো। আর যেখান দিয়ে মাছটি চলে গিয়েছিল, আল্লাহ সেখানে সমুদ্রের পানির প্রবাহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং সেখানে একটি নালা বানিয়ে দিয়েছিলেন। ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর তাঁর সাথী তাঁকে মাছটির কথা জানাতে ভুলে গেলেন। সেই দিনের অবশিষ্ট সময় ও সেই রাত তাঁরা চললেন। পরের দিন মূসা বললেন : “আ—তিনা গাদাআনা, লাকাদ লাকীনা মিন সাফারিনা হা-যা নাসাবা”—এ সফরে বেশ ক্লান্তি অনুভূত হচ্ছে, এখন আমাদের খাবার আনো।

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : আসলে আল্লাহ যে স্থানে সাক্ষাতের কথা বলেছিলেন (অর্থাৎ যেখানে মাছটি পালিয়ে গিয়েছিলো) সে স্থান ছেড়ে খাবার সময় থেকেই মূসা ক্লান্তি অনুভব করছিলেন। তখন তাঁর খাদেম তাঁকে বললেন : আরাআইতা ইয় আওয়াইনা ইলাস্ সাখরাতি ফাইলী নাসাতুল হুতা ওয়ামা আনসানীহু ইব্লাশ্ শাইতানু আন আযকুরাহু ওয়াসুখাযা সাবীলাহু ফিল বাহরি আজাবা'—আপনার মনে আছে যে পাথর-টার পাশে আমরা বিশ্রাম করেছিলাম, সেখানেই মাছটি অশুভভাবে সমুদ্রের মধ্যে চলে গিয়েছিলো। কিন্তু আমি মাছটির কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আসলে শরতান আমাকে এ কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। তাই আমি আপনাকে তা জানাতে পারিনি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : মাছটি সমুদ্রে চলে গিয়েছিলো তার পথ বানিয়ে। মূসা ও তাঁর খাদেমকে (ইউশা' ইবনে নূন) তা অবাধ করে দিয়েছিলো। মূসা বললেন : ‘যালিকা মা কুনা নার্বাগ ফারতাম্দা আলা সারিহিম কাসাসা’—এটিই তো আমরা খুঁজছিলাম। কাজেই তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে সেই জায়গায় এসে পড়লেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : তাঁরা দু'জন নিজেদের পদ রেখা অনুসরণ করতে করতে আগের পাথরটার কাছে ফিরে আসলেন। সেখানে এক ব্যক্তিকে কাপড় জড়িয়ে বসে থাকতে দেখলেন। মূসা তাঁকে সালাম দিলেন। জবাবে খিযিরঃ তাঁকে বললেন, তোমাদের এ দেশে সালামের প্রচলন হলো কেমন করে? মূসা বললেন, আমি মূসা। ৪৫ (খিজির জিজ্ঞেস করলেনঃ) বনী ইসরাইলের (নবী) মূসা? বললেন : হ্যাঁ, আমি বনী ইসরাইলের নবী মূসা। আমি এসেছি “লিতু-আল্লিমানী মিম্মা উল্লিমতা রুশদান কালা ইলাকা লান তাসতাতীআ মা'ঈআ সাব্বা”—এজন্যে যে আপনি আমাকে সেই জ্ঞানের শিক্ষা দিবেন যা আপনাকে শিখান হয়েছে। তিনি

৪০. হযরত ইউশা' ইবনে নূন (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)-এর খাদেম ছিলেন। পরে তিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর খলীফা হন।

৪৪. এখানে খিযির (আঃ)-এর নাম সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু ইসরাইলী বর্ণনায় প্রভাবিত হয়ে কেউ কেউ এই জ্ঞানী ব্যক্তিকে ‘ইলিয়া’ [হযরত ইলিয়াস (আঃ)] মনে করেছেন। কিন্তু হাদীসের এ সুস্পষ্ট বক্তব্যের পর এ কথা মনে করার আর কোনো সংগত কারণ নেই। তাছাড়া হযরত ইলিয়াস (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)-এর কয়েক শো বছর পরে জন্মগ্রহণ করেন। কাজেই উভয়ের সাক্ষাতের কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

৪৫. খিযির আলাইহিস সালামের বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে এই যে, এই এলাকার লোকেরা তো ইসলাম গ্রহণ করেনি। এরা মুসলমান নয়। কাজেই এদের মধ্যে সালামের প্রচলন নেই। তাহলে তুমি নিশ্চরই অন্য এলাকার লোক এখানে এসে পড়েছো এবং একজন মুসলমানও। কাজেই তুমি নিশ্চরই একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তুমি কে? এর জবাবে মূসা আলাইহিস সালাম বললেন : আমি মূসা। তাই মূসা আলাইহিস সালামের ‘এদেশে সালামের প্রচলন হলো কেমন করে’ এর জবাবে আমি মূসা’ বলাটা মোটেই খাপছাড়া ও অসংগতপূর্ণ নয়।

(খিযির) জবাব দিলেন, তুমি আমার সাথে সত্ত্ব করতে পারবে না। হে মুসা! আল্লাহ আমাকে জ্ঞান দান করেছেন : এমন জ্ঞান, যার (সবটুকুর) সন্ধান তুমি পাওনি। আল্লাহ তোমাকেও জ্ঞান দান করেছেন : এমন জ্ঞান, যার (সবটুকুর) সন্ধান আমিও পাইনি। মুসা বললেন : “সাতাজিদ্দুনী ইনশা আল্লাহ, সাবেরাও ওয়ালা আসী লাকা আম্-রা”—ইনশা আল্লাহ আপনি আমাকে সত্ত্বকারী পাবেন এবং আমি আপনার কোনো হুকুমের বরখেলাফ করবো না। খিযির তাঁকে বললেন : “ফাইনিস্তাবা’ অতানী ফালা তাস্-আলনানী আন শাইইন হান্তা উহ্দিসা লাকা মিনহু, বিকরান, ফানতালাকা”— যদি তুমি আমার সাথে চলতে চাও তাহলে আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করো না যতক্ষণ না আমি নিজেই তা তোমাকে জানাই। কাজেই তারা দুজন রওয়ানা হয়ে গেলেন। তারা সমুদ্র কিনার ধরে চলতে লাগলেন। তাঁরা একটি নৌকা দেখতে পেলেন। তাদেরকে নৌকার করে নিয়ে খাবার ব্যাপারে নৌকার মাঝিদের সাথে আলাপ করলেন। তারা খিযিরকে চিনতে পারলো। তাই তাদেরকে বসিয়ে গন্তব্য স্থলে নিয়ে গেলো কিন্তু এর বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক নিল না। “ফালাম্মা রাকিবা ফিস্ সাফীনাতে”—স্বখন তারা দুজন নৌকার চড়লেন, খিযির কুড়াল দিয়ে নৌকার একটা তক্তা উপড়িয়ে ফেললেন। মুসা তাঁকে বললেন : এরা তো বিনা ভাড়ায় আমাদেরকে বহন করলেন। অথচ আপনি এদের নৌকাটির ক্ষতি করলেন। “ফাখারাকতাহা লিতুগারিকা আহলাহা লাকাদ জিত্ তা শাইআন ইম্-রান কালা আলাম আকুল ইন্নাকা লান তাপ্-তাতী’আ মাঈয়া সাবরা, কালা লা তুআখিযনী বিমা নাসীতু ওয়ালা তুরাহিকনী মিন আমরী ‘উসরা”—আপনি নৌকাটা ফাটিয়ে দিলেন আরোহীদের ডাবিয়ে দেবার জন্য। আপনি তো একটা খারাপ কাজ করলেন। খিযির বললেন : আমি কি আগেই তোমাকে বলিনি আমার সাথে চলার ব্যাপারে তুমি কোনো ক্ষেত্রে সত্ত্ব করতে পারবে না? মুসা বললেন : আমি যেটা ভুলে গিয়েছিলাম সেটার জন্য আমার কাছ থেকে কৈফিয়ত ভলব করবেন না। আর আমার ব্যাপারে খুব বেশী কড়াফড়ি করবেন না। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : মুসা প্রথমবার ভুলে গিয়ে এটাই করেছিলেন। এরপর আসলো একটা চড়ুই পাখি। পাখিটা বসলো নৌকার এক কিনারে। ঠোঁট দিয়ে সমুদ্র থেকে এক বিন্দু পানি পান করলো। এ দৃশ্য দেখে খিযির মুসাকে বললেন : এই চড়ুইটা সমুদ্র থেকে যতটুকু পানি খসালো, আমার ও তোমার জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় এতটুকুই। তারপর তাঁরা নৌকা ত্যাগ করে হাঁটতে লাগলেন। সমুদ্রের তীর ধরে তাঁরা হাটতে লাগলেন। পথে খিযির দেখলেন একটি ছোট ছেলে অন্য ছেলেদের সাথে খেলা করছে। তিনি হাত দিয়ে ছেলেটিকে ধরলেন। দেহ থেকে তার মাথাটা আলাদা করে দিলেন। তাকে হত্যা করলেন। মুসা তাঁকে বললেন : “আকাতাল্ তা নাফসান যাকীরাতান বিগাইরী নাফ্-সিন? লাকাদ জিত্ তা শাইয়ান নুকরা। কালা আলাম আকুল লাকা ইন্নাকা লান তাস্-তাতী’আ মাঈয়া সাবরা।” আপনি একটা নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করলেন, অথচ : সে কাউকে হত্যা করেনি? আপনি তো একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছেন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে আগেই বলিনি যে, আমার সাথে তুমি ধৈর্য ধরে চলতে পারবে না। (বর্ণনাকারী) বলেন : এ কাজটি প্রথমটির চেয়ে মারাত্মক ছিলো। ‘কালা ইন সাআল্-তুকা আন শাইইন বা’দাহা ফালা তুসাহিবনী কাদ বালাগতা মিল্লাদুননী উয়্-রা। ফান্-তালাকা হান্তা ইয়া আতায়া আইলা কার-ইয়াতিনিস্ তাত্-আমা আহ্-লাহা, ফাআবাও আই ইউদাইইফ্ হুমা ফাওয়া-জাদা ফাহা জিদারাই ইউরীদ্ আই ইয়ানকায্-যা”—(মুসা) বললেন : এরপর যদি আমি আপনাকে আর কোনো প্রশ্ন করি তাহলে আমাকে আর সংগে রাখবেন না। এখন তো আমার দিক থেকে আপনি ওজর পেলেন। পরে তারা সামনের দিকে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে তাঁরা একটি জনবসতিতে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানকার লোকদের কাছে খাবার চাইলেন। তারা দুজনের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো। সেখানে তারা একটা দেয়াল দেখতে পেলেন। দেয়ালটি পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। (বর্ণনাকারী) বলেন : দেয়ালটি ঝুঁকে পড়েছিল। খিযির দাঁড়ালেন। নিজের হাতে দেয়ালটি গেঁথে সোজা করে দিলেন। মুসা বললেন : এই বসতির লোকদের কাছে আমরা আসলাম, খাবার চাইলাম, তারা আমাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো। “লাউ শিত্ লাভাখাতা

আলইহাঁ আল্জরা। কালা হাযা ফিরাকু বাইনী ওয়া বাইনিক”—আপনি চাইলে এ কাজের মজদুরী নিতে পারতেন। (অথচ আপনি তা করলেন না, বিনা পারিশ্রমিকে কাজটি করে দিলেন)। খিষ্ণর বললেন : বাস, এখান থেকে তোমার ও আমার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো। এখন আমি তোমাকে সেই বিষয়গুলোর তাৎপর্য বুঝিয়ে দেবো যেগুলোর ব্যাপারে তুমি সবর করতে পারোনি। সেই নৌকাটির ব্যাপার এই ছিল যে, সেটির মালিক ছিল কয়েকটা গরীব লোক। সাগরে গতর খেটে তারা জীবন ধারণ করতো। আমি নৌকাটাকে দাগী করে দিতে চাইলাম। কারণ হচ্ছে, সামনে এমন এক বাদশাহর এলাকা রয়েছে যে প্রত্যেকটা নৌকা জোর পূর্বক কেড়ে নেয়। তারপর সেই ছেলের কথা। তার বাপ-মা ছিল মদুমিন। আমরা আশংকা করলাম ছেলের (পরবর্তীকালে) তার নাফরমানী ও বিদ্রোহাত্মক আচরণের সাহায্যে তাদেরকে কষ্ট দেবে। তাই আমরা চাইলাম, আল্লাহ তার পরিবর্তে তাদেরকে যেন এমন একটি সন্তান দেন যে, চরিত্রের দিক দিয়ে তার চেয়ে ভালো হবে এবং মানবিক স্নেহ ও দয়ার ক্ষেত্রেও তার চেয়ে উন্নত হবে। আর এ দেয়ালটার ব্যাপার এই যে, এটা হচ্ছে দুটো এতিম ছেলের তারা এই শহরে বাস করে। এই দেয়ালের নীচে তাদের জন্য সম্পদ লুকানো রয়েছে। তাদের পিতা ছিলেন নেককার ব্যক্তি। তাই তোমার রব চাইলেন, ছেলে দুটি বড় হয়ে তাদের জন্য রাখা সম্পদ লাভ করবে। তোমার রব মেহের-বানীর কারণে এটা করা হয়েছে। আমি নিজের ইচ্ছায় এসব করিনি। এই হচ্ছে সেই সব বিষয়ের তাৎপর্য, যে জন্য তুমি ধৈর্য-ধারণ করতে পারোনি।

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : ভালো হতো যদি মুসা আরো একটু সবর করতেন। তাহলে আল্লাহ তাঁদের আরো কিছু কথা আমাদের জানাতেন।

সাইদ ইবনে জুবাইর বলেন : ইবনে আব্বাস পড়তেন—“ওয়া কানা আমামাহুদম মালিকুন ইয়াখুদু কুল্লা সাফীনাতিন সালিহাতিন গাসাবা”—আর তাদের সামনে ছিল এমন এক রাজার এলাকা, যে সব নিখুত ও ভালো নৌকা কেড়ে নিতো। অর্থাৎ তিনি ‘ওয়ারা-আহুদম (وراءهم)- এর জায়গায় পড়তেন আমামাহুদম (امامهم) আর সাফীনাতিন এর সাথে পড়তেন সাফীনাতিন সালিহাতিন (سفينة صالحة) আর ওয়া আশ্মাল গুলাম-এর পরে পড়তেন ‘ফাকানা কাফেরান’।

জনদুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন :

لَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُرَّتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا.

“যখন তারা দু’জন পৌঁছলো দুই সাগরের সংগম স্থলে, তারা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলো। আর মাছ সাগরে তার চলে ধাবণ পথ এমনভাবে তৈরী করে গেলো, যেন সেখানে সুড়ঙ্গ লেগে গেছে।” সারাবা’ মানে চলার নিশানী। ‘ইয়াসরুদু’ নামে সে পথ চলে। এ থেকেই এসেছে ‘সারিবদম বিন্ নাহার’ দিনের বেলা পথ অতিক্রমকারী।

٧٣٧٥. عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَالٍ إِذَا لَعْنَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي بَيْتِهِ إِذْ قَالَ سَلَوْنِي ثَلُثَ
أَيَّ أَبِ عَبَّاسٍ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ بِالْكُوفَةِ رَجُلٌ تَأْسُ يُقَالُ لَهُ كُوفٌ زُرْعَرٌ
أَنَّهُ لَيْسَ بِمُرْسِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَمَّا عَمْرُو فَقَالَ لِي قَالَ تَبَدَّ كَدَبٌ عَدَدَ
اللَّهِ دَأْمًا يُعَلَى فَقَالَ لِي قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي أَبِي بَنُ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ مُرْسِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ ذَكَرَ النَّاسُ يَوْمًا حَتَّى إِذَا
قَامَتِ الْعَيْرَاتُ وَدَقَّتِ الْقُلُوبُ وَثِي تَأَدَّرَكَ رَجُلٌ فَقَالَ أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ

هَلْ فِي الْأَرْضِ أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ لَا تَعْتَبْ عَلَيْهِ إِذْ لَوْ يَرُدُّ الْعِلْمُ
 إِلَى اللَّهِ قَبِيلَ بَلَى قَالَ أَيْ رَبِّ وَإِنْ قَالَ مُجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ قَالَ أَيْ رَبِّ اجْعَلْ
 لِي عِلْمًا أَفْهَمَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ لِي هَمُّرٌ قَالَ حَيْثُ يَفَارِقُكَ الْحَوْتُ وَقَالَ
 لِي يَعْلى قَالَ خَدُّ نَوْمًا مَيِّتًا حَيْثُ يُبْفَخِرُ فِيهِ الرُّوحُ فَأَخَذَ حَوْتًا فَجَعَلَهُ
 فِي مَكْبَلٍ فَقَالَ لِقَتَاهُ لَا أَكَلَفَكَ إِلَّا أَثْمُخَيْرِي بِحَيْثُ يَفَارِقُكَ الْحَوْتُ
 قَالَ مَا كَلَفْتُ كَثِيرًا نَدَّ لِكَ تَوْلَهُ جَلَّ ذِكْرُهُ . وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتَاهُ يُوشَعَ
 بَيْنَ نُونٍ لَيْسَتْ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ فَبَيَّنَّا هُوَ فِي ظِلِّ مَخْرُوعٍ فِي مَكَاتٍ تُرِيَانِ إِذْ
 تَضْرِبُ الْحَوْتُ وَمُوسَى نَارِيَةٌ فَقَالَ قَتَاهُ لَا أَوْ قَطْعَهُ حَتَّى إِذَا اسْتَيْقَنَ لِسَى أَثْمُ
 يُخْبِرُهُ وَتَضْرِبُ الْحَوْتُ حَتَّى دَخَلَ الْبَحْرَ فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنْهُ جُوزِيَةَ الْبَحْرِ
 حَتَّى كَانَتْ أَثْرُهُ فِي حَجَرٍ قَالَ لِي عَمْرٌ وَهَكَذَا كَانَتْ أَثْرُهُ فِي حَجَرٍ وَحَلَقَى
 بَيْنَ إِبْهَامَيْهِ وَاللِّمَتَيْنِ تَلِيَانِيَهُمَا . لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ تَدَّ
 قَطَعَ اللَّهُ عَنْكَ النَّصَبَ لَيْسَتْ هَذِهِ عَنْ سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ فَرَجَعَا فَوَجَدَا
 حَضِرًا قَالَ لِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَلَى لِنَفْسِهِ حَصْرًا أَوْ عَلَى كَبِدِ
 الْبَحْرِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جَبْرِ مُسْجَى بِتَوْبِهِ قَدْ جَعَلَ طَرَفَهُ ثَمْبًا
 رَجُلِيهِ وَطَرَفَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ
 وَقَالَ هَلْ بَارِئِي مِنْ سَلَامٍ مَنْ أَنتَ قَالَ أَنَا مُوسَى قَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ
 قَالَ نَعَمْ قَالَ تَمَّ شَأْنُكَ قَالَ جِئْتُ لِتَعْلِمَنِي مِمَّا عَلِمْتَ رُشْدًا قَالَ أَمَا يَحْفِيكَ
 أَنَّ التَّوْبَةَ بِيَدَيْكَ وَأَنَّ الْوَحْيَ يَأْتِيكَ يَا مُوسَى إِنَّ لِي عِلْمًا لَا يَبْتَغِي لَكَ أَنْ
 تَعْلَمَهُ وَإِنَّ لَكَ عِلْمًا لَا يَبْتَغِي لِي أَنْ أَعْلَمَهُ فَأَخَذَ طَائِرًا بِمِثْقَالِهِ مِنَ الْبَحْرِ
 وَقَالَ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتِي وَعِلْمَكَ فِي جَنِّبِ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَمَا أَخَذَ هَذَا الطَّائِرُ
 بِمِثْقَالِهِ مِنَ الْبَحْرِ حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ وَجَدَ مَعَابِرَ صَغَارًا تَحْمِلُ أَهْلَ
 هَذَا السَّاحِلِ إِلَى أَهْلِ هَذَا السَّاحِلِ الْأَخْرَعَرْتُوهُ فَقَالُوا عَيْدُ اللَّهِ الصَّالِحِ قَالَ
 تَلَّنَا السَّعِيدُ حَضِرًا قَالَ نَعَمْ لَا تَحْمِلُهُ بِأَجْرٍ مَخْرُوعًا وَوَدَّ فِيهَا وَتَدَّ . قَالَ

مُرْسَىٰ أَحْرَقْتَهَا لِتُخْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جُنْتُ نَيْبًا إِمْرًا تَالُ مَا جَاهِدُ مِنْكَ سَلِي
 تَالُ الْكُرْ أَقْلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. كَانَتْ الْأُولَىٰ نِسْيَانًا وَالْأُثْرَىٰ سَطْنَىٰ
 شَوْطًا وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا. قَالَ لَا تَوَاجِهْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي
 عَشْرًا لِقِيَا عَلَا مَا فَتَنَلَهُ تَالُ يَعْلى تَالُ سَعِيدُ. وَجَدَ عَلْمًا نَائِلَ عِبْرَتٍ نَأْخَذُ
 غَلَامًا كَانَ نَزِيرًا لَنَا فَاصْبَحَهُ ثُمَّ دَبَّحَهُ بِالسَّكِينِ قَالَ أَقْتَلْتِ نَفْسًا زَكِيَّةً
 بِخَيْرِ نَفْسٍ لَمْ تَعْمَلْ بِالْحِنْتِ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُهَا ذِكِيَّةً زَاكِيَّةً
 مُسَلِّمَةً كَقَوْلِكَ غَلَامًا زَكِيًّا نَأْتَلِقًا فَوَجَدَ أَحَدًا رَأْيِيئِدًا أَنْ يَتَقَضَّ
 فَأَقَامَهُ قَالَ سَعِيدُ بِيَدِهِ هَكَذَا. وَرَفَعَ يَدَهُ نَأَسْتَقَامُ تَالُ يَعْلى
 حَسِبْتِ أَنْ سَعِيدُ أَتَالَ فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ نَأَسْتَقَامُ لَوْ شِئْتَ لَا تَحْتَدِ
 عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ سَعِيدُ أَجْرًا نَأَكُلُهُ وَكَانَ دَرَاهِمُهُمْ وَكَانَ أَمَامَهُمْ قَرَأَ هَا ابْنُ عَبَّاسٍ
 أَمَا مَهْمُ مَلِكٌ يَزُومُونَ عَنْ غَيْرِ سَعِيدٍ أَنَّهُ هَدَدُ بَنِي بَدْرِ الْعَلَامِ
 الْمُقْتُولِ إِسْمُهُ يَزُومُونَ جَيْسُورُ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ عَصَبًا
 فَأَرَدَتْ إِذَا حِي مَرَّتْ بِهِ أَنْ يَيْدَ عَمَّا لِعَيْبَمَا نَأْذَا جَادِرُؤَا أَسْلَحُوا هَا
 وَانْتَفَعُوا بِمَا دَمُهُمْ مَنْ يَقُولُ سَدًّا وَهَابِقُدُّ رِيَّةً وَنَهْمُهُمْ مَنْ
 يَقُولُ بِالنَّعَارِكُنْ أَبْوَاهُ مُؤْمِنِينَ وَكَانَ كَأَنَّا نَحْسِنَا أَنْ يَزُومَهُمَا طُغْيَانًا
 وَكُفْرًا أَنْ يَحْمِلَهُمَا حَبَّةً عَلَى أَنْ يُتَابِعَا عَلَى دِينِهِ. فَأَرَدُوا أَنْ يَيْدَ لَهَا
 رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكْوَةٌ وَأَقْرَبُ رَحْمًا هُمَا بِهِ أَرْحَمُ مِنْهُمَا بِالْأَدَلِ الَّذِي
 قَتَلَ حِضْرًا وَزَعَرَ غَيْرَ سَعِيدٍ أَنَّهُمَا أُبْدِلَ لَجَارِيَّةً وَآمَدَا دُؤْدُ بَنِي أَبِي عَاصِمٍ
 فَقَالَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهُمَا جَارِيَّةٌ.

৪০৬৫. সাঈদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা ইবনে আশ্বাসের সাথে তাঁর ঘরে বসে ছিলাম। তিনি বললেন, আমাকে প্রশ্ন করে কিছ্ জানতে চাইলে জেনে নাও। আমি বললাম, হে আবু আশ্বাস! ৪৬ আশ্বাস আমাকে আপনার ওপর উৎসর্গ করুন, কুফায় নওফ নামক একজন বন্দী আছেন, তিনি বলেন, বনী ইসরাইলের নবী মূসা ও ঐশ্বরের সাথে দেখা হয়েছিল যে মূসার, তাঁরা দু'জন এক ছিলেন না। তবে আমার (পূর্ববর্তী বর্ণনাকরী)

আমাকে (সাদ্দেদ) বলেছেন যে, ইবনে আব্বাস এ কথা শুনে বললেন : “আল্লাহর শত্রু মিথ্যা বলেছে।” কিন্তু ইয়া’লা (অপর একজন বর্ণকারী) আমাকে বলেছেন যে, ইবনে আব্বাস এ কথা শুনে বললেন : উমাই ইবনে কা’ব আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : একদিন আল্লাহর রসূল মুসা (আঃ) লোকদের মধ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাঁর বক্তৃতার প্রভাবে লোকদের চোখে অশ্রু চল নামলো। তারা ভীষণ কান্নাকাটি করলো। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! দুর্নিয়্যার কি আপনার চেয়ে বড় জ্ঞানী আর কেউ আছে? তিনি জবাব দিলেন : না, আমার চেয়ে বড় জ্ঞানী আর কেউ নেই। আল্লাহ তাঁর এ জবাবে রুষ্ট হলেন। কারণ তিনি এ তথ্যটি (জ্ঞানটি) আল্লাহর কাছ থেকে নেননি (অর্থাৎ বলেননি যে, আল্লাহই এ ব্যাপারে ভালো জানেন)। কাজেই আল্লাহ বললেন : হে মুসা! আমার কোন কোন বান্দাই তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞান রাখে। মুসা বললেন : হে আমার রব! তিনি কোথায় আছেন আমাকে জানান। আমি তার সাথে সাক্ষাত করবো এবং তার কাছে থেকে জ্ঞান অর্জন করবো। আল্লাহ বললেন : তাকে পাবে দুই সাগরের সংগম স্থলে। বর্ণনাকারী ইবনে জুরাইজ বলেন, আমরা (ইবনে দীনার) আমাকে এভাবে বলেছেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা হলো, তাকে পাবে সেখানে যেখানে তোমার মাছটি তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। অন্যদিকে ইয়া’লা আমাকে এভাবে বলেছেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা হলো, একটি মরা মাছ সাথে নাও। যেখানে মাছটি জীবিত হয়ে যাবে, সেখানেই তাকে পাবে। মুসা একটি মাছ নিয়ে খলির মধ্যে রাখলেন। তিনি সংগের যুবকটিকে (তাঁর খাদেম ইউশা, ইবনে নূন) বললেন, তোমাকে শব্দ এতটুকু কষ্ট দেবো যে, মাছটা যেখানে তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে, সে জায়গাটার কথা আমাকে জানাবে। খাদেম বললেন, এটা আর কি এমন কষ্টের ব্যাপার। “ওয়া ইয় কালা মুসা লিফাতাহু”—আর যখন মুসা বললেন তাঁর যুবক খাদেম কে। মুসার খাদেম ইউশা ইবনে নূনের নাম সাদ্দেদ (বর্ণনাকারী) তাঁর বর্ণনায় বলেননি।

[রসূলুল্লাহ (সঃ)] বলেন, মুসা তাঁর সাথীকে নিয়ে সাগরের কিনারে পৌঁছে একটি পাথরের ছায়ায় শ্রমে পড়লেন। এমন সময় মাছটি লাফিয়ে উঠলো। মুসা তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর যুবক সংগী মনে করলো, মুসার ঘুম ভাংগানো ঠিক হবে না, তিনি ঘুম থেকে উঠলে জানিয়ে দেয়া যাবে। কিন্তু ঘুম ভাংগার পর তিনি মাছের কথা জানাতে ভুলে গেলেন। আর মাছটি তো লাফিয়ে সমুদ্রে পালিয়ে গিয়েছিল। যেখানে সে পানিতে লাফিয়ে পড়াছিলো সেখানে পানির প্রবাহ থেমে গিয়েছিল এবং তার চলে যাবার চিহ্ন স্বরূপ সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা (ইবনে দীনার) আমাকে বলেছিলেন যে, মাছটি পানির মধ্যে তার চলে যাবার নিদর্শন স্বরূপ একটি গর্ত বানিয়ে রেখে গিয়েছিল। তারপর আমরা তাঁর দুই বৃক্ষাঙ্গুলি ও তাঁর পাশের আঙ্গুল গুলি এক সাপে মিলিয়ে গোল বৃত্ত বানিয়ে দেখালেন।

“লাকাদ লাকীনা মিন সাফারিনা হা-মা নাসাবা”—(কিছুর দূর যাবার পর মুসা বললেনঃ) আমাদের এ সম্বন্ধে আমি বেশ ক্লান্তি অনুভব করছি। (তাঁর সংগী ইউশা) বললেন, আল্লাহ আপনার ক্লান্তি দূর করে দিয়েছেন। সাদ্দেদ (ইবনে জুরাইজ) কিন্তু এ ধরনের বর্ণনা দেননি। তারপর ইউশা তাকে মাছের পালিয়ে যাওয়ার কথা বললেন। (অর্থাৎ সেই পাথরের কাছে মাছটি পালিয়ে গিয়েছিল)। কাজেই তাঁরা ফিরে আসলেন (পাথরটির কাছে) সেখানে খিযিরের দেখা পেলেন। বর্ণনাকারী ইবনে জুরাইজ বলেন, উসমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইমান বর্ণনা করেছেন যে, মুসা খিযিরকে দেখলেন সাগরের বৃকে একটি সবুজ বিছানায়। সাদ্দেদ ইবনে জুরাইজ বলেন, তিনি আপাদমস্তক কাপড়ে আবৃত ছিলেন। কাপড়ের একটি প্রান্ত ছিল তাঁর দু’পায়ের নীচে এবং অন্য প্রান্তটি ছিল মাথার ওপর। মুসা তাকে সালাম করলেন। তিনি কাপড়ের মধ্য থেকে মুখ বের করে বললেন : আমার দেশে তো সালামের রেওয়াজ নেই। কে তুমি? জবাব দিলেন : আমি মুসা। খিযির জিজ্ঞেস করলেন : বনী ইসরাইলের মুসা? জবাব দিলেন, হ্যাঁ। খিযির বললেন : কি ব্যাপার? মুসা বললেন : আমি এসেছি “লি তু’আল্লিমানী মিখ্মা উল্লিমতা রুশ্দা”—এজন্য যে, আপনি আমাকে

আপনার জ্ঞান থেকে কিছু শিখাবেন। খিযির বললেন : তোমাকে যে তাওরাত দেয়া হয়েছে, তা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? তোমার কাছে অহী আসে। (তাও কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়?) হে মুসা! আমার কাছে যে জ্ঞান আছে তা তোমার শেখার প্রয়োজন নেই। আর তোমার কাছে যে জ্ঞান আছে, তা আমার শেখার প্রয়োজন নেই। এমন সময় একটি পাখি এসে তার চণ্ডু দিয়ে সমুদ্র থেকে পানি পান করলো। তা দেখে খিযির বললেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় আমার ও তোমার জ্ঞান এই পাখিটি সাগর থেকে তার চণ্ডুতে যে পরিমাণ উঠালো, তার চেয়ে বেশী নয়।

তারপর তারা একটা ছোট নৌকায় আরোহণ করলেন। নৌকাটি এপারের লোকদেরকে ওপারে এবং ওপারের লোকদেরকে এপারে আনা-নেয়ার কাজ করতো। নৌকার মাঝিরা খিযিরকে চিনতে পারলো। তারা বললো, আল্লাহর নেক বান্দা। আমরা তার কাছ থেকে কোনো ভাড়া নেবো না। ইয়া'লা বলেন, আমরা সাঈদকে জিজ্ঞেস করলাম, এ কথা কি তারা খিযির সম্পর্কে বললো? সাঈদ জবাব দিলেন, হাঁ। খিযির তাদের নৌকার একটি তখতা ভেঙে দিলেন এবং তাতে ছিদ্র করেদিলেন। “কালো মুসা, আখারাকতাহা লিতুগরিকা আহলাহা? লাকাদ জিতা শাইয়ান ইম'রা”—মুসা বললেন, আপনি কি এটা ভেঙে ফেলছেন? এর ফলে নৌকার আরোহীরা তো ডুবে যাবে। এটা আপনি বড় অন্যায় কাজ করলেন। মুজাহিদ বলেন, ইম'রা শব্দের অর্থ হচ্ছে, খারাপ ও অন্যায় কাজ। “কালো আলাম আকুল লাকা ইন্বাকা লান তাসতাতী'আ মাঈয়া সাব'রা”—খিযির বললেন, আমি কি তোমাকে আগেই বলিনি যে, আমার সাথে চলতে গিয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না? আসলে এটি ছিল মুসার প্রথম আপত্তি। ভুলবশতঃ তিনি এ আপত্তিটি করেছিলেন। স্বভাবীয় আপত্তিটি তিনি করেছিলেন শর্ত হিসেবে। আর তৃতীয়টি করছিলেন ইচ্ছাকৃতভাবে। “কালো লা তুআখিযনী বিমা নাসীতু ওয়ালাতুর হিকনী মিন আমরী উসরা”—মুসা জবাব দিলেন, আমি ভুলবশতঃ যে কাজটি করেছি, সেটার ব্যাপারে আমার কাছ থেকে কৈফিয়ত তলব করবেন না। আর আমার ব্যাপারে বেশী কড়াকড়ি করবেন না। “লাকিয়া গুলামান ফাকাভালাহু”—তারা একটা বাচ্চা দেখলেন এবং খিযির বাচ্চাটাকে হত্যা করলেন। ইয়া'লা সাঈদের উদ্দেশ্য দিয়ে বলেছেন যে, তারা অনেকগুলো ছেলেকে একসঙ্গে খেলা করতে দেখলেন। তার মধ্য থেকে তিনি একটি কাফের বাচ্চাকে ধরলেন, তাকে ছুরি দিয়ে জবাই করলেন। মুসা বললেন : “আকাভালতা নাফসান যাকিয়্যাতান বিগাহীর নাফসিন?”—আপনি একটা নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করলেন, তাও কোনো হত্যার বদলে নয়? সে কোনো অপরাধ করেনি। ইবনে আব্বাস ‘যাকিয়্যাতান’ পড়তেন আবার ‘যা-কিয়্যাতান’ও পড়তেন। ‘যা-কিয়্যাতান’ মানে ভালো ও নেকবখ্ত মুসলমান। যেমন বলা হয় “গুলামান যা-কিয়্যান’ অর্থাৎ ভালো ও নেকবখ্ত ছেলে। তারপর তারা দু'জন চলতে লাগলেন। তারা একটি দেয়াল দেখলেন। দেয়ালটি পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। খিযির সেটাকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। সাঈদ তাঁর হাতের ইশারা করে বলেন, এভাবে। অথবা হাত উঠিয়ে বলেন, এভাবে দেয়াল খাড়া করে দিলেন। ইয়া'লা বলেন, আমার মনে হয় সাঈদ বলেছিলেন, খিযির দেয়ালের গায় দু'হাত ছুঁইলেন এবং এভাবে দেয়ালটাকে খাড়া করে দিলেন। “লাওশ'রতা লাঈখাযতা আলাইহি আজরা”—(মুসা বললেনঃ) আপনি চাইলে এর বিনিময়ে মজুরী নিতে পারতেন। সাঈদ বলেন : মজুরী মানে যা দিয়ে খাওয়া-দাওয়া করা যেতে পারে। আর “ওয়া কানা ওয়াআহু'ম” এর মানে “ওয়া কানা আগামাহু'ম”—অর্থাৎ তাঁদের সামনে ছিল। ইবনে আব্বাস এখানে “আমামাহু'ম মালিকুন” পড়ছেন। অর্থাৎ তাদের সামনে ছিল এক রাজা (রাজ্য)। (বর্ণনাকারী জুরাইজ বলেনঃ) সাঈদ ছাড়া অন্য সব বর্ণনাকারীরা ঐ রাজার নাম বলেছেন, হুদাদ ইবনে হুদাদ। আর খিযির যে ছেলোটিকে হত্যা করেছিলেন তার নাম ছিল জাইসুর। আর প্রত্যেকটি নৌকা সে কেড়ে নিতো। এ কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, (সেই জালেম রাজা) দাগী নৌকা দেখলে তাকে ছেড়ে দেবে। (কারণ অক্ষত নৌকাই সে কেড়ে নেয়)। তারপর সেই রাজার রাজ্য পার হয়ে গেলে নৌকা আবার তারা মেরামত করে নিশ্চিহ্নলো এবং তাকে পারাপারের কাজে ব্যবহার করেছিলো। কেউ বলে,

নৌকার ছিন্নটা তারা সীসা গালিয়ে তা দিয়ে মেরামত করেছিলো আবার কেউ বলে লক্ষ্য ও তেল মিশিয়ে তাই দিয়ে মেরামত করেছিল। “কানা আবাওয়ান্দ, মুমিনাইনে”—তার বাপ-মা ছিল মুমিন। আর সে ছেলেটি ছিল কাফের। “ফাখাশীনা আই ইউরহিকাহুমা তুগইয়ানাও ওয়া-কুফরা”—আমাদের ভয় হলো সে তার বাপ-মাকে কুফরী ও গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করবে। অর্থাৎ তার প্রতি মহান্বত তার বাপ-মাকে তার ধর্মের অন্তর্গত করে ফেলবে। ‘ফাআরাদনা আই ইউব্দীলাহুমা রব্বুহুমা খাইরাম মিনহু, যাকাতাও ওয়া আকরাবা রুহুমা’—আমরা চাইলাম, আল্লাহ তার পরিবর্তে যেন এমন একটি সন্তান দেন যে চরিত্রের দিক দিয়ে তার চেয়ে ভালো হবে এবং মানবিক দয়া ও স্নেহের দিক থেকে হবে তার চেয়ে উন্নত। বাপ-মা আগেরটির চাইতে—যাকে খায়ির হত্যা করেছিলেন—এই পরেরটির প্রতি বেশী স্নেহশীল হবে। আর (ইবনে জুরাইজ বলেন :) সাঈদ ছাড়া বাকি সকল বর্ণনাকারীই বলেছেন যে, সেই ছেলেটির বদলে আল্লাহ তাদেরকে একটি মেয়ে দেন। দাউদ ইবনে আসেম বলেন : আল্লাহ তাদেরকে একটি মেয়ে দেন, সে কথাই এখানে বলা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

نَلَمَّا جَادَرْنَا قَالَ لِقَتَا إِبْنِي عَدَّاءَ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَمِيًّا إِلَىٰ تَوْلِهِ عَجَبًا.

‘যখন তারা সৈন্যদল অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন, মুসা তাঁর খাদেমকে বললেন : আমাদের নাশতা আনো। আজকের সফরে তো আমরা বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। খাদেম বললো : আমরা যখন সেই পাথরটির কাছে আশ্রয় নিয়েছিলাম তখন কি ঘটেছিল, তা কি আপনি লক্ষ্য করছিলেন? সাহের কথা আমি ডুলে গিয়াছিলাম। আর শয়তান আমাকে এমনভাবে বেখেয়াল করে দিয়েছিল যে, তার কথা আপনাকে বলতেই ডুলে গেছি। মাহ তো বিশ্বাসকরভাবে বের হয়ে নদীতে চলে গিয়েছে।’ ‘সুনা’আ’ মানে হচ্ছে কাজ। ১৪৭ ‘হিওয়াল’ মানে ফিরে যাওয়া, বদলে যাওয়া, হটে যাওয়া। ১৪৮ ‘কাল’া খালিক মা কামা নাখসি ফরতাম্মা আলা সা-খারিহমা কাসাসা—মুসা বললেন : আমরা তো এটাই চেয়েছিলাম। অতঃপর তাঁরা দু’জনই নিজদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে পুনরায় ফিরে আসলো। ‘ইয়রান’ ও ‘নুকরান’ দুটো শব্দের একই অর্থ অর্থাৎ খারাপ কাজ।... ‘ইয়রানকাম্ম’ শব্দের অর্থ হচ্ছে পড়ে যাবে। ‘লাতাখাযত’ ও ‘ইতাখাযত’ শব্দ দুটির অর্থ একই আমি গ্রহণ করছি। ‘রুহুমা’ শব্দ গঠিত হয়েছে ‘রহীম’ থেকে। এর অর্থ হচ্ছে খুব বেশী করুণা ও সহানুভূতি। কেউ কেউ একে ‘রহীম’ থেকে গঠিত মনে করে। মক্কাকে বলা হয় ‘উম্মুর রহম’ অর্থাৎ উম্মুর রহমান। কারণ সেখানে রহমত নাযিল হয়।

٤٣٦٦ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ تَوَلَّى الْبَكَّاءِ يُرْمَوُ
أَنَّ مَوْسَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَيْسَ بِمَوْسَىٰ الْخَضِيِّ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ كَعْبٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَامَ مَوْسَىٰ حَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ

১৪৭. আল্লাহ বলেন : وَمِنْهُمْ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ—আর তারা মনে করে তারা ভালো কাজ করেছে।

১৪৮. আল্লাহ বলেন : لَا يَسْتَوُونَ عَنْهَا حَوْلًا—তারা তার থেকে ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় খুঁজে পায় না।

فَقِيلَ لَهُ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ قَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَبْرُدِ الْعِلْمُ إِلَيْهِ
 دَاوُدُ حَى إِلَيْهِ بَلَى عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِي بِمَجْحَمِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ
 أَيُّ رَيْبٍ كَيْفَ السَّيِّئِ إِلَيْهِ قَالَ تَأْخُذُ حُرُوفًا فِي مَكْتَلٍ فُجِيتَ مَا قُنْدَكَ
 الْحَوْتُ فَاتَّبَعَهُ قَالَ فَخَرَجَ مُوسَى وَمَعَهُ قَنَازَةٌ يُوشَعُ بْنُ نُورٍ وَمَعَهُمَا
 الْحَوْتُ حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَكَرَزَا عِنْدَهَا قَالَ فَوَضَعَ مُوسَى رَأْسَهُ
 فَنَامَ قَالَ سَمِعِينَ وَفِي حَدِيثٍ غَيْرِ عَمْرٍو قَالَ وَفِي أَصْلِ الصَّخْرَةِ عَيْنٌ
 يُقَالُ لَهُ الرِّيْرَةُ لَا يُصِيبُ مِنْ مَاءٍ بِهَا سُمٌّ إِلَّا حَيَّى فَأَصَابَ الْحَوْتُ مِنْ
 مَاءِ تِلْكَ الْعَيْنِ قَالَ فَتَحْرُكُ وَاسْتَلَّ مِنَ الْمِكْتَلِ فَدَخَلَ الْبَحْرَ فَلَمَّا
 اسْتَيْقَظَ مُوسَى قَالَ لِفَتَاةٍ اتَّبَعَتْهُمَا أَلَا يَا أَلَايَةَ قَالَ وَلَمْ يَجِدِ النَّسَبَ حَتَّى
 جَاوَزَهُمَا مَا أَبْرَكَ بِهِ قَالَ لَهُ قَنَازَةٌ يُوشَعُ بْنُ نُورٍ أَنَايَتُ إِذَا دَرَيْتَا
 إِلَى الصَّخْرَةِ فَأَيُّ نَسِيتَ الْحَوْتِ أَلَايَةَ قَالَ فَرَجَعَا يَمْقُصَاتٍ فِي الْأَثَرِهَا
 فَوَجَدَا فِي الْبَحْرِ كَالطَّاقِ مَهْرَ الْحَوْتِ كَمَا كَانَتْ لِفَتَاةٍ مَجْبَا وَلِلْحَوْتِ
 سَرَبًا قَالَ فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا هُمَا بِرَجُلٍ مُسَجِّى بِتَوْبٍ
 فَسَرَ عَلَيْهِ مُوسَى قَالَ وَرَأَيْتُ يَا رَضِيكَ السَّلَامُ فَقَالَ أَنَا مُوسَى قَالَ
 مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ مَا لَ جَلَّ اتَّبَعَكَ عَلَى أَن تَعْلَمَنِي وَمَا عَلِمْتَ
 رُسُودًا أَتَالَ لَهُ الْحَضْرِيَا مُوسَى إِنَّكَ عَلَى عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ
 وَأَنَا عَلَى عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ لَا تَعْلَمُهُ قَالَ بَلَى اتَّبَعَكَ قَالَ فَإِنِ
 اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا أَنَا نَطْلُقُ بِمِثْلِهِ
 عَلَى السَّاحِلِ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَحَرَفَ الْحَضْرُ فَعَمَلُوا هَمًّا فِي سَفِينَتِهِمْ بِغَيْرِ
 نَوْلٍ يَقُولُ بِغَيْرِ أَجْرٍ فَرَكِبَا السَّفِينَةَ قَالَ وَوَضَعَ عَصْفُورٌ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ
 فَعَمَسَ مِنْقَارُهُ الْبَحْرَ فَقَالَ الْحَضْرُ لِمُوسَى مَا عَلَيْكَ وَعِلْمِي وَعِلْمُ الْخَلْدِ لِي
 فِي عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مَقْدَرُ مَا عَمَسَ مِنْهُ الْعَصْفُورُ مِنْقَارُهُ قَالَ تَلَمَّ يُفْجَاءُ
 مُوسَى إِذْ عَمَسَ الْحَضْرُ إِلَى قُدُومِ فَحَرَفَ السَّفِينَةَ فَقَالَ لَهُ مُوسَى تَوَدُّمَ

عَمَلُوا نَابِغَيْرِ نُوْلٍ عَمَدَاتٍ إِلَى سَفِينَتِهِمْ. فَمَرَقَتْهَا لِتَغْرِي أَهْلَهَا
 لَقَدْ جِئْتُ الْآيَةَ فَانْطَلَقَا إِذْ أَمَّا بَعْلَامٌ يَلْتَمِبُ مَعَ الْعُلَمَاءِ فَأَخَذَ
 الْحِصْرُ بِرَأْسِهِ فَقَطَعَهُ قَالَ لَهُ مُوسَى أَقْتَلْتُمْ نَفْسًا ذِكِّيهِ بِغَيْرِ
 نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا تَكْفُرُ أَتَالَ أَلَمْ أَتَلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ
 صَبْرًا إِلَى قَوْلِهِ نَابُوا أَتْ يُضَيِّفُونَهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَتْ
 يُنْفِقُ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ هَكَذَا أُنَاقِمُهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّا دَخَلْنَا هَذِهِ
 الْقَرْيَةَ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعَمُونَا لَوْ شِئْتَ لَأَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ
 هَذَا فِرَاقِي وَبَيْنِكَ سَائِبَتِكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِيعْ عَلَيْهِ صَبْرًا فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَرِدْنَا أَنْتَ مُوسَى صَبْرٌ حَتَّى يَمُوتَ عَلَيْكَ مِنْ أَمْرِهِمَا قَالَ وَ
 كَانَ إِنَّ عِيَّاسَ يَمُرُّ أَوْ كَانَ أَمَّا مَهْرُ مَلِكٍ يَا خَدُّ كَذَّ سَفِينَتِهِ صَالِحَةٍ
 غَضْبًا دَامَا الْقَلَامُ فَكَانَ كَلِافًا.

৪৩৬৬. সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম, নওফল বাক্বালী বলে থাকে বনী ইসরাইলের মূসা ও খিষিরের সাথে সাক্ষাতকারী মূসা এক নয়। এ কথা শুনে ইবনে আব্বাস বললেন: আল্লাহর শরু মিথ্যা বলেছে। উবাই ইবনে কা'ব আমাকে রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: মূসা বনী ইসরাইলের মধ্যে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। এমন সময় তাকে জিজ্ঞেস করা হলো। সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী লোক কে? তিনি বললেন: আমি। আল্লাহ তাঁর এ জবাবে রুদ্দ হলেন। যেহেতু তিনি এ কথা বলেননি যে, আল্লাহ এ কথা জানেন। আল্লাহ তাঁর ওপর অহী নাযিল করলেন। আল্লাহ তাঁকে বললেন: দুই সাগরের সংগমস্থলে আমার এক বান্দা আছে, সে তোমার চাইতে বেশী জ্ঞানী। মূসা বললেন: হে আমার রব! তাঁর কাছে আমি কেমন করে যেতে পারি? আল্লাহ বললেন: তোমার খলির মধ্যে একটি মাছ নিয়ে রওমানা হও। যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানে তাকে পাবে। মূসা রওমানা দিলেন। তাঁর সহযোগী হলো তাঁর যুবক খাদেম ইউশা' ইবনে নুন। তাঁরা মাছ সংগে নিলেন। হাঁটতে হাঁটতে সাগর কিনারে একটি বড় পাথরের কাছে পৌঁছে গেলেন। সেখানে তাঁরা থামলেন। পাথরের ওপর মাথা রেখে মূসা ঘুমিয়ে পড়লেন। বর্ণনাকারী সুফিয়ান বলেন, আমার ইবনে দীনার ছাড়া অন্য সকল বর্ণনাকারী বলেছেন: পাথরটির মূলে একটি ঝরণা ছিল, তাকে বলা হতো হায়াত (আবে হায়াত)। কোনো মূতের গায় তার পানি পড়লে সে জীবিত হয়ে উঠতো। সেই মাছটির গায়েও ঐ ঝরণার পানি পড়লে সাথে সাথেই সে লাফিয়ে উঠলো এবং খলি থেকে বের হয়ে সাগরে পালিয়ে গেলো। তারপর মূসা যখন জেগে উঠলেন, (কিছু দূর চলার পর) “কালী লিফাতাহ্, আতিনাগাদাআনা লাকাদ লাকানী মিন সাফারিনা হাশ্বা নাবাসা”—মূসা বললেন তাঁর খাদেমকে, আমাদের নাশতা আনো, (আজকের) এ সময়ে আমরা বেশ পরিপ্রান্ত হয়ে পড়েছি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যে স্থানে খিষিরের দেখা পাওয়ার কথা বলা হয়েছিল, সে স্থান অতিক্রম করার পর থেকেই মূসা ক্লান্ত অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। তখন তাঁর খাদেম ইউশা'

ইবনে নুন তাকে বললেন : “আমরা যখন সেই পাথরের কাছে আগ্রয় নিয়েছিলাম : তখন কি ঘটেছিল, তা কি আপনি লক্ষ্য করেছিলেন? মাছের প্রতি আমার কোনো লক্ষ্য ছিল না। আর শরতান আমাকে এমন বেখেয়াল করে দিয়েছিল যে, তা আপনাকে জানাতে আমি একেবারে ভুলেই গেছি। মাছটা তো বিস্ময়করভাবে বেগ হয়ে নদীতে চলে গেছে।” কাজেই তারা নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে আসলো। তারা নদীতে মাছটির চলে যাবার জায়গায় গর্তের মতো নিশানী দেখলো, যা মূসার খাদেমের জন্য ছিল বিস্ময়কর। বাহোক পাথরের কাছে শোঁছে তারা এক ব্যক্তির দেখা পেলেন। তিনি আপাদমস্তক কাপড় মূড়ি দিয়েছিলেন। মূসা তাকে সালাম করলেন। তিনি বললেন : তোমাদের এদেশে আবার সালাম এলো কোথা থেকে? (অর্থাৎ এদেশের লোকেরা তো সব কাফের ও মূশরিক)। মূসা বললেন : আমি মূসা। জিজ্ঞেস করলেন, বনী ইসরাইলের মূসা? জবাব দিলেন হ্যাঁ। তারপর মূসা বললেন : “আমি কি আপনার সাথে থাকতে পারি? তাহলে আপনি আমাকে নিজের যথার্থ ইল্ম শিখিয়ে দেবেন।” খিযির তাকে বললেন : হে মূসা, তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ইল্ম লাভ করেছো, তা আমি জানতে পারি না আর আমাকে আল্লাহ যে ইল্ম দান করেছেন, তা তুমি জানতে পারো না। মূসা বললেন : ঠিক আছে, তবুও আমি অবশ্য আপনার সাথে থাকবো। খিযির বললেন : থাকতে পারো, তবে আমার সাথে থাকতে হলে আমি কোনো বিষয়ে না জানানো পর্যন্ত আমাকে কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না। এ কথা পর তারা চলতে লাগলেন। তারা নদীর কিনার ধরে চলতে লাগলেন। তারা একটি নৌকা দেখতে পেলেন। নৌকার মাঝিরা খিযিরকে চিনতে পারলো। তারা বিনা ভাড়ায় তাদেরকে নিজেদের নৌকায় বহন করলেন। অর্থাৎ বিনা পারিশ্রমিকে। তারা নৌকায় চড়লেন। এমন সময় নৌকার প্রান্তভাগে একটি চড়ুই এসে বসলো। পাখিটি নদীতে ঠোঁট ডুবালো। খিযির বললেন, মূসাকে : আল্লাহর ইল্মের তুলনায় আমার তোমার ও সমগ্র সৃষ্টির ইল্ম এই চড়ুইটি একবার ঠোঁট ডুবিয়ে নদী থেকে বিপদ পরিমাণ পানি উঠিয়েছে, তার সমান। তারপর খিযির যখন তার কুড়ালটি দিয়ে নৌকার একটি কাঠ ভেঙে ফেললেন তখন মূসা একটু অবাক হলেন। মূসা তাকে বললেন, এই লোকগুলো আমাদেরকে বিনা ভাড়ায় নৌকায় উঠিয়ে আনলো ‘আর আপনি তাদের নৌকা ছেঁদা করে দিলেন। ফলে নৌকায় আরোহীরা ডুবে যাবে। আপনি একটা খারাপ কাজ করলেন।’ তারপর আবার তারা চলতে লাগলেন। তারা অনেকগুলো ছেলের সাথে একটি ছেলেকে খেলতে দেখলেন। খিযির ছেলোটির মাথা কেটে ফেললেন, মূসা তাকে বললেন : “আপনি একটা নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করলেন? অথচ সে কাউকে হত্যা করেনি। আপনি একটা অন্যায় কাজ করলেন। খিযির বললেন, আমি কি তোমাকে আগেই বলিনি যে, তুমি আমার সাথে ষৈর্ষ ধরে চলতে পারবে না? মূসা বললেন : এরপর যদি আমি আপনাকে আর কোনো প্রশ্ন করি, তাহলে আপনি আমাকে সংগে রাখবেন না। আমার দিক থেকে তো এখন আপনার কাছে ওজর শোঁছে গেছে। পরে তারা আরো সামনের দিকে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে তারা একটি জনপদে উপস্থিত হলেন। সেখানকার লোকদের কাছে তারা খাবার চাইলেন। কিন্তু তারা তাদের দৃষ্টির মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো। সেখানে তারা একটি দেয়াল দেখতে পেলো। দেয়ালটি পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল।” বর্ণনাকারী তার হাতের ইশারা করে বলেন, এভাবে খিযির দেয়ালটি খাড়া করে দিলেন। মূসা তাকে বললেন : আমরা যখন এ গ্রামে প্রবেশ করেছিলাম, তখন গ্রামের লোকেরা আমাদের মেহমানদারী করতে এবং আমাদেরকে আহ্বার করতে চার্লিন। এক্ষেত্রে আপনি চাইলে এদের কাছ থেকে পারিশ্রমিক নিতে পারতেন, ‘খিযির বললেন, এখান থেকেই তোমার ও আমার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো। তবে যেসব বিষয়ের ওপর তুমি সবর করতে পারোনি, সেগুলোর তাৎপর্য আমি এবার তোমার কাছে বিশ্লেষণ করবো।’ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : ভালো হতো মূসা যদি আরো একটু সবর করতেন, তাহলে তাদের দৃষ্টির আরো কিছু ঘটনাবলী আমাদের সামনে আসতো। সাঈদ বলেন : ইবনে আব্বাস ‘ওয়ারাআহুম মালিক-এর জায়গায় পড়তেন ‘আমামাহুম মালিক।’ আরো পড়তেন ‘ইয়াখযু কুল্লা সাফীনাতিন সালিহাতিন গাসাবান ওয়া আব্বাল গুলামু ফাকানা কাফিরা।’

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : **قُلْ هَلْ لَكُمْ مِنَ الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا**

“(তাদেরকে) বলে দাও, আমি কি তোমাদেরকে এমন সব লোকের কথা বলবো, যারা আমলের দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত?”

২৩৭৫. عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَانَ قُلْ هَلْ لَكُمْ مِنَ الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا
أَهْمُ الْخَمْرِ وَرِيئَةٍ قَالَ لَأَهْمُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أُمَّةً الْيَهُودَ فَكَذَّبُوا
مُحَمَّدًا إِذْ أَمَّهُ النَّصَارَى فَكَفَرُوا بِأَبِ الْجَنَّةِ وَقَالُوا لَا طَعَامَ فِيهَا وَلَا شَرَابَ
وَالْخَمْرُ وَرِيئَةُ الَّذِينَ يُنْقَضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَكَانَ
سَعْدٌ يَسْمَعُهُمُ الْفَاسِقِينَ.

৪৩৬৭. মূস'আব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম : “কুল হাল নুনাবিবউকুম বিল আখসারীনা আ'আমালা”—আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে, তারা কি হারুরী (গ্রামের লোক)? তিনি জবাব দিলেন : না, তারা হচ্ছে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান। কারণ ইয়াহুদীরা মুহাম্মদ (সঃ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আর খৃষ্টানরা জামাতে বিশ্বাস করতো না এবং তারা বলতো, সেখানে কোন পানাহার দ্রব্য নেই। আর হারুরীরা হচ্ছে তারা, যারা আল্লাহর সাথে পাকাপোক্ত অঙ্গিকার করার পর ভংগ করে সাঁদ তাদেরকে বলতেন ফাসেক।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ الْأَيُّهُ.

“এরা হচ্ছে সেই সব লোক, যারা তাদের রবের নিদর্শনগুলো এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারটি অস্বীকার করেছিল। কাজেই তাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে গিয়েছিল.....।”

২৩৭৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلَ
الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَدَبْرَتِ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ
اقْرَأْ فَلَا يَقْرَأُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَنًا. وَعَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْمُغْبِرَةِ
بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ مِثْلَهُ.

৪৩৬৮. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : কিসামতের দিন একজন বেশ মোটা তাজা লোক আসবে। কিন্তু সে আল্লাহর কাছে মশার ডানার চেয়েও বেশী নগণ্য হবে। এরপর তিনি বলেছেন : “ফালা নুকীমু লাহম ইয়াওমাল কিসামাতে ওয়াযনা”

আমি কিয়ামতের দিন তাদের জন্য মীযান কায়েম করবো না। আয়াতটির অর্থ এটিই। ৪৯ আর ইয়াহুইয়া ইবনে বাকাইর থেকে বর্ণিত। তিনি মদগীরা ইবনে আবদুর রহমান থেকে এবং তিন আবদুশ শানা'দ থেকে একই ধরনের বর্ণনা করেছেন।

সূরা মরিয়ম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : والنزهم يوم الحسرة আর তাদেরকে ভয় দেখাও আক্ষেপের দিনের।

৪৩৬৭ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَالتَّحْدِثِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَدُوتِي بِالْمَوْتِ كَهَيَاةِ كَلْبٍ أَمْلَحَ فَيُنَادِي مَنَادِيًا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيُشْرِبُونَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ وَكَلِمَتُهُ قَدْ نَأَى ثُمَّ يَنَادِي يَا أَهْلَ النَّارِ فَيُشْرِبُونَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ وَكَلِمَتُهُ قَدْ رَأَى فَيَذِيرُهُمْ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خَلَوْا فَكَلِمَتُهُ قَدْ مَوَتْ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خَلَوْا فَكَلِمَتُهُ قَدْ مَوَتْ قَرَأَ دَأْبُ رُحْمٍ يَوْمَ الْحَيْسِرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُوَ فِي عَفْكَهِ وَهُوَ لَا فِي عَفْكَهِ أَهْلَ الدِّيَارِ وَهُوَ لَا يُؤْمِنُونَ -

৪৩৬৯. আব্দু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন : কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে আনা হবে একটি মোটাসোটা মেঘের আকারে। একজন ঘোষক ঘোষণা করবে : হে জামাতারী! (এ আওয়াজ শুন) তারা মাথা তুলে দেখবে। ঘোষক বলবে : তোমরা কি একে চেনো? তারা বলবে : হাঁ, এতো মৃত্যু। আসলে তাদের প্রত্যেকে (মৃত্যুর সময়) তাকে দেখেছিল। তারপর সে ডাক দেবে : হে জাহান্নামারী! (এ ডাক শুন) তারা মাথা

৪৯. মীযান এক ধরনের পরিমাপ যন্ত্র যার সাহায্যে কিয়ামতের দিন মানুষের নেকী ও কবী তথা সৎ ও অসৎ কাজে ওজন করা হবে। আসলে মীযান তাদের জন্য কায়েম করা হবে, যাদের সৎ ও অসৎ সংশ্লিষ্ট হলে আছে। তাদের এই ভালো ও মন্দ কাজের প্রত্যেকটির পরিমাপ জানার জন্যই মীযান ব্যবহার করা হবে। তারপর মন্দ কাজের পরিমাপ বেশী হলে জাহান্নামে এবং ভালো কাজের পরিমাপ বেশী হলে জannahতে স্থান পাবে। কিন্তু যাদের কোনো ভালো কাজই থাকবে না, জীবনটাই শব্দ মন্দ ও অসৎ কাজে পরিপূর্ণ তাদের জন্য মীযানের কি প্রয়োজন?

তুলে দেখবে। যোষক বলবে : তোমরা কি একে চেনো? তারা জবাব দেবে : হাঁ, এতে মৃত্যু। আসলে তাদের প্রত্যেকের মৃত্যুর সময় তাকে দেখেছিল। তখন তাকে জবাই করা হবে। তারপর সেই যোষক বলবে : হে জামাতবাসীরা! তোমরা নিশ্চিন্তে জামাতে বসবাস করো। আর কখনো তোমাদের মৃত্যু হবে না। হে জাহান্নামবাসীরা! তোমরা জাহান্নামে বসবাস করতে থাকো। তোমাদের আর কখনো মৃত্যু হবে না। এ ঘটনা বর্ণনা করার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) পড়েন। “ওয়া আনযিরহুম ইয়াউমাল হাসরাত ইয্ কুদিয়াল আমরু ওয়া হুম ফী গাফলাহ্”—“(হে রসূল!) তাদেরকে ভয় দেখাও সেই আক্ষেপের দিনের, যেদিনে ফয়সালা হয়ে যাবে। অথচ এরা তব্দু ও গাফলতের মধ্যে ডুবে আছে।” দুর্নিয়্যাবাসীরা এখনো গাফলতের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। তারা এখনো ঈমান আনছে না।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন : وما نعتنول الا بما رويك “আর আমরা আপনার রবের হুকুম ছাড়া আসতে পারি না।”

৪৭০. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا كَثْرًا مِمَّا تَزُورُنَا فَتَزَلُّتَ. وَمَا تَسْتَزِلُّ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا.

৪৩৭০. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) জিবরাইলকে বলেন, তুমি আমার কাছে যতবার আসো তার চেয়ে বেশী আসতে তোমাকে কিসে বাধা দিচ্ছে? এতে এ আয়াতটি নাযিল হলো : “ওয়া মা নাতানায্ বালু ইল্লা বিআম্‌রি রশ্বিকা, লাহু মা বাইনা আইদীনা ওয়ামা খালফানা।”—“আমি তোমার রবের হুকুম ছাড়া আসতে পারি না, আমাদের সামনে-পিছনে যা কিছ্দ আছে, সব তাঁর।”

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন : ائروا إلى الذي كفر بآيتنا وقال لا توأمين مالاو ولدا “তুমি কি তাকে দেখেছো, যে আমার আয়াত অস্বীকার করলো এবং বললো আমি (সেখানে) ধন-স্বািলত ও সন্তান পাবো?”

৪৭১. عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَمِعْتُ حَبِيبًا قَالَ جِئْتُ الْعَاصِمَ بْنَ وَائِلٍ فِي السَّمِيِّ اتَّقَامَنَا حَقَّالِي عِنْدَهُ قَالَ لَأُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمَعْمَلٍ فَقُلْتُ لَأَحْتَى نَمُوتَ ثُمَّ بَعَثَ قَالَ وَإِنِّي لَمَيْتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ قُلْتُ لَعَسَّ قَالَ إِنِّي خُنَاكَ مَا لَدَوْلِدًا فَاقْضِيكَ فَتَزَلْتُ مِنْهُ الْاِيَّةُ اِقْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِاَيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوْتِيَنَّ مَا لَدَوْلِدًا.

৪৩৭১. মাসরুক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাশ্বাবকে বলতে শুনছি। খাশ্বাব বলেছেন : আমি আস ইবনে ওয়ারেল আসসাহমীর কাছে গেলাম। তার কাছে আমার পাওনা চাইলাম। সে জবাব দিলো, যতক্ষণ তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার না করবে, ততক্ষণ তোমার পাওনা দেবো না। আমি বললাম : তা কখনোই হতে পারে না, তুমি মরে গিয়ে আবার জীবিত হলেও (অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত) আমি কুফরী করতে পারবো না! এ কথা শুন

সে বললো : কি বললে, আমি মরে গিয়ে আবার জীবিত হয়ে উঠবো? আমি বললাম, হাঁ।
সে বললো : তাহলে ঠিক আছে, সেখানে তো আমার কাছে ধন-খৌলত ও সন্তান-সন্ততি
সব কিছুই থাকবে, সেখানেই আমি তোমার পাওনা আদায় করে দেবো। এ কথায় এ আয়াতটি
নাযিল হয় : 'আফরাআইতাল্লাযী কাফারা বিআয়াতিনা ওয়া কালা লাউতাইয়ান্না মালাউ ওয়া
ওয়লাদা।'—“তুমি কি তাকে দেখেছো, যে আমার আয়াত অস্বীকার করলো এবং বললো,
(সেখানেও) আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান মিলবে?”

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন : اطلع الغيب ام الخئ عند الرحمن عهدا
'সে কি গায়েবের কথা জেনে গেছে? অথবা সে আল্লাহর সাথে কোনো অঙ্গীকার করেছে?'
'আহ্-দান' মানে কঠোর অঙ্গীকার।

٤٣٤٢ - عَنْ خَبَابٍ قَالَ كُنْتُ مِمَّنْ مَكَتَ قَوْلَتِ النَّبِيِّ وَأُخِذَ سَيْفٌ
يَجْمَعُ أَتْقَاءَهُ تَقَالُ أَعْطَيْتُكَ حَتَّى كَفَّرَ بِمَحْمَدٍ ثَلُثَ لَأَكْفُرَ بِمَعْدٍ حَتَّى
يُؤَيِّنَكَ اللَّهُ تَرْتَجِيئِكَ قَالَ إِذَا مَا تَرَى اللَّهَ تَرْتَجِيئِي وَإِنِّي مَالٌ وَوَلَدٌ فَأَتْرُلُ اللَّهَ
أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَّرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَوْ تَبَيَّنَ مَا لَوْ وَوَلَدٌ أِطْلَعَ الْغَيْبَ أَمْ أَخَذَ
عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا قَالَ مُرْتَقًا لِرَيْقِلِ الْأَشْجَبِيِّ عَنِ سَفِيَانَ سَيْفًا وَلَا مَرْئِيًا

৪৩৭২. খাব্বাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মক্কায় কর্মকারের কাজ করতাম।
আমি আস্-ইবনে ওয়ায়েলকে একটি তলোয়ার বানিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর একদিন তার
কাছে গিয়ে আমার মজদুরী চাইলাম। সে বললো, তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত
আমি তোমার মজদুরী দেবো না। আমি জবাব দিলাম, আল্লাহ তোমাকে মেরে আবার
জীবিত করলেও আমি মুহাম্মদকে অস্বীকার করবো না। সে বললো, আল্লাহ যখন আমাকে
মেরে আবার জীবিত করবেন, তখন সেখানে আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও থাকবে।
(তাহলে সেখানেই তোমার পাওনা চুকিয়ে দেবো) এর ওপর আল্লাহ নাযিল করলেন :
“আফরাআইতাল্লাযী কাফারা বিআয়াতিনা?”—“তুমি কি তাকে দেখেছো না, যে আমার
আয়াতগুলো অস্বীকার করলো?”—“ওয়া কালা লাউতাইয়ান্না মালাউ ওয়া ওয়লাদা।”—“আর
বললো : (সেখানে) আমাকে ধন ও সন্তান-সন্ততি দান করা হবে।” “আস্তালা’আল গাইবা
আমিস্তাখাযা ইনদার রহমানে আহ্-দা?”—“সে কি গায়েবের কথা জেনে গেছে অথবা সে
আল্লাহর সাথে কোনো অঙ্গীকার করেছে?” বর্ণনাকারী বলেন : আশজ্জাই সূফিয়ান
থেকে যে রেওয়াজ করেছেন, তাতে ‘অঙ্গীকার’ ও ‘তলোয়ারের’ কথা নেই।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন : كل سكتب ما يقول و لمد له من العذاب مدا
“কখনো নয়, সে যা বলছে আমি লিখে যাচ্ছি, আর তার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির মেয়াদ আরো
বাড়িয়ে দেবো।”

٤٣٤٣ - عَنْ خَبَابٍ قَالَ كُنْتُ مِمَّنْ مَكَتَ فِي الْحَا جِلِيَّةٍ وَكَانَ لِي دَيْنٌ عَلَى الْعَامِسِ
بِئ وَ أُخِذَ لَأَكْفُرَ بِمَحْمَدٍ ثَلُثَ لَأَكْفُرَ بِمَعْدٍ حَتَّى يَأْتِيَنِي اللَّهُ قَالَ وَاللَّهِ

أَكْفَرُ حَتَّىٰ يَبِيتَكَ اللَّهُ تُرْبِعَتَكَ قَالَ نَدَرْتَنِي حَتَّىٰ أَمُوتَ تُرْبِعَتَكَ
كُسُوفٍ أَوْ قِيَامًا وَلَا وَوَلَدًا أَتَأْتِيكَ فَتَنْزِلُتَ حَيْدًا الْآيَةَ - أَفَرَأَيْتَ الَّذِي
كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا -

৪৩৭৩. খাশ্বাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জাহেলিয়াদের যুগে আমি কর্মকারের কাজ করতাম। সে সময় 'আস ইবনে ওয়ায়েলের কাছে আমার একটা পাওনা ছিল। আমি তার কাছে এসে আমার পাওনা আদায়ের জন্য তাগাদা করলাম। সে বললো, তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার না করলে আমি তোমাকে একটা কানাকড়িও দেবো না। আমি বললাম : আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমাকে মেরে ফেলে আবার জীবিত করে তোলার পরও আমি মুহাম্মদকে অস্বীকার করবো না। জ্বাবে সে বললো : তাহলে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মরে যাই, তারপর আবার জীবিত হয়ে উঠি, সেখানে আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও দেয়া হবে, সে সময় আমি তোমার সব পাওনা চুকিয়ে দেবো। এ কথায় এ আয়াতটি নাসিল হয় : “আফারাআইতাল্লাহী কাফারা বিআয়াতিনা ওয়া কালা লাউতায়ান্না মালাও” ওয়া ওয়ালাদা।” —“তুমি কি তাকে দেখেছো, যে আমার আয়াতগুলো অস্বীকার করেছে এবং বলেছে তাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবে?”

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন : وَلِرَبِّد مَاطُول و مَا يَاطُولُوا

“আর সে যা কিছুই কথা বলে আমি লেসব রেখে দিচ্ছি এবং আমার কাছে আসবে সে একাকী।” ইবনে আব্বাস বলেন : ‘আল জিবাল, হাম্পান’ মানে হচ্ছে পাহাড় বিস্ফোরণে ধ্বংস পড়বে।

٤٣٧٤ - مَن حَبَّابٌ مَّالٌ كُنْتُمْ رَجُلًا قِيَّتًا وَكَانَ لِي عَلَى الْعَامِرِ بْنِ وَائِلٍ مِثْرَةٌ
فَأَبَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَا أَتَقْبِيكَ حَتَّىٰ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ مَّا لَمْ تَكُنْ لَكَ الْكُفْرُ
بِهِ حَتَّىٰ تَكُوتَ تُرْبِعَتَكَ قَالَ وَإِنِّي لَبِيعُوتٌ مِّنْ بَعْدِ الْمَوْتِ كُسُوفٍ
أَتَقْبِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَىٰ مَالٍ وَوَلَدٍ قَالَ نَزَلَتْ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ
بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَلَعَ الْغَيْبِ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ
عَمْدًا أَكَلَّا سَكَتِبَ مَا يَقُولُ وَنَمَدَ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مِثْرًا دَرَرَتْهُ مَا يَقُولُ
وَيَأْتِيَنَّا قُرْدًا -

৪৩৭৪. খাশ্বাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কামারের কাজ করতাম। আর 'আস ইবনে ওয়ায়েলের কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। আমার পাওনাটা আদায় করার জন্য আমি তার কাছে গেলাম। কিন্তু সে বললো, তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার না করলে আমি তোমার পাওনা দেবো না। জ্বাবে আমি বললাম, আমি কখনো তাঁকে অস্বীকার করবো না, এমনকি তুমি মরে গেলে এবং তারপর পুনর্জীবিত হলেও। এ কথা শুনলে সে বললো : আচ্ছা, তাহলে মরার পরে আমাকে আবার জীবিত করা হবে। সে সময় তাহলে আমি ধন-

সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতিও লাভ করবো। তোমার পাওনা তখনই চুকিয়ে দেবো। খাশ্বাব বলেন : এ ঘটনার পর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো : “অকে কি দেখেছো, যে আমার আয়াতগুলো অস্বীকার করেছে আর বলেছে, তাকে নাকি অবশিা ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতি দেয়া হবে? সে কি গায়েরের কথা জেনে গেছে অথবা সে আল্লাহর সাথে কোনো অঙ্গীকার করেছে? কখখনো না, সে যা কিছ্ বলছে, সব আমরা লিখে রাখছি এবং তার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেবো। (আর যে ধন-সম্পদ ও জনবলের কথা সে বলে, তা শেষ পর্যন্ত আমার কাছে থেকে যাবে এবং) সে একাকীই আমার কাছে হাবির হবে।”

সূরা হা-ছা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُفَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন : واصطنعتك لنفسى (হে মূসা।) আমি তোমাকে বানিয়েছি আমার নিজের জন্য।”

۴۳۷۵ - مَن أَيْ هَٰؤُلَاءِ عَن رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ اتَّعَىٰ اَدَمُ دَمُوسَىٰ قَالَ
مُوسَىٰ لِأَدَمَ أَنْتَ الذِّي أَشْقَيْتَ النَّاسَ دَاخِرَجْتُمُومِنَ الْجَنَّةِ قَالَ لَهُ
اَدَمُ أَنْتَ الذِّي اصْطَفَكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ دَا صَطَفَكَ لِنَفْسِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ
التَّوْرَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَجَدْتَهَا كَتَبَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يُخْلِقَنِي قَالَ نَعَمْ فَحَجَّ
أَدَمُ مُوسَىٰ الْيَمْرَأَتِي -

৪৩৭৫. আব্দ হুরাইরা রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আদম ও মূসার মোলাকাত হলো। মূসা আদমকে বললেন : ওহো, আপনিই সেই ব্যক্তি, যিনি সমস্ত মানুশকে কণ্ঠের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন আর তাদেরকে জামাত থেকে বের করে এনে-ছেন। আদম তাঁকে বললেন : তুমি না সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাঁর রিসালাত দেবার জন্য বাছাই করে নিয়েছিলেন এবং যাকে তিনি তাঁর নিজের জন্য খাস করে নিয়েছিলেন? তারপর আবার তোমার ওপর তাওরাতও নাযিল করেছিলেন। মূসা জবাবে বললেন : হ্যাঁ-হ্যাঁ, এ কথা ঠিক। আদম বললেন : তাহলে আমার কথা তুমি নিশ্চয়ই তাওরাতে পড়ে থাকবে। জবাবে মূসা বললেন : হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : এভাবে আদম মূসার ওপর জয়ী হলো।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন :

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ

بَيْسًا لَا تَمَانُفَ دَرَّ كَاوَلًا تَمْتَشِي نَا تَبَعْمُرُ فِرْعَوْنَ بِمَجْنُودٍ ۝ فَعَشِيْمٌ
مِنَ الْيَمْرِ مَا فَشِيْمٌ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ .

“আমি মূসার ওপর অহী নামিল করলাম : তুমি আমার বাস্বাদেরকে সাতারান্নাত বের করে নিয়ে যাও। তারপর তাদের জন্য সাগরের বৃকে শুকনো পথ তৈরী করো। কোনো ভয় ও আশঙ্কা করো না। ফেরাউন তার সৈন্যসামন্তসহ তাদের পশ্চাৎস্বাবন করলো। তারপর সাগরের চেটে তাদেরকে আচ্ছন্ন করে নিলো। আর ফেরাউন তার জাতিতে গোমরাহ করে তাদেরকে হেদায়াত থেকে সরিয়ে দিলো।”

۴۳۷۶ - عَنْ ابْنِ مَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا تَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَالْيَمُودُ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمَ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ مُوسَىٰ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْنُ أَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْهُمْ فَصُومُوهُ ۝

৪৩৭৬. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (স:) মদীনার আসার পর ইয়াহুদীদেরকে আশুয়ার ৫০ দিন রোযা রাখতে দেখলেন। তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তারা এর জবাবে বললো : এদিন মুসা ফেরাউনের ওপর বিজয় লাভ করেছিল। এ কথা শুনে নবী (স:) সাহাবাদেরকে বললেন, মূসার বিজয়ের জন্য তাদের চেয়ে আমাদের বেশী খুশী হওয়া উচিত। কাজেই মুসলমানদের এদিন সোযা রাখা উচিত।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন : *فلا يخرج جنك من الجنة لتشتي* “শরতান যেন তোমাদের দু’জনকে বেহেশত থেকে বের করার ব্যবস্থা না করে। তাহলে তোমরা হবে দুর্ভাগা।”

۴۳۷۷ - عَنْ ابْنِ مَرْيَمَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ حَاجُّ مُوسَىٰ آدَمَ قَالَ لَهُ أَنْتَ الَّذِي أُخْرِجْتَ النَّاسَ مِنَ الْجَنَّةِ بِدَنِّكَ وَأَشَقِيْمُهُمْ قَالَ قَالَ آدَمُ يَا مُوسَىٰ أَنْتَ الَّذِي أَصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَيُكَلِّمُهُ أَتَلُوْمِنِي عَلَىٰ أَمْرٍ كَلِّبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي أَوْ كَلِّبَهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحُجَّ آدَمَ مُوسَىٰ .

৪৩৭৭. আবু হুরাইরা (স:) নবী (স:) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : মুসা আদমের সাথে ঋগড়া করলেন এবং তাঁকে বললেন, আপনিই তো মানুসকে জাহ্নাম থেকে বের করে এনেছেন আপনার দুটি জন্য এবং তাদেরকে পেরেশানীর মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন। আদম বললেন : হে মুসা! তোমাকে না আল্লাহ বাছাই করে নিয়েছিলেন রিসালত দান করার এবং তাঁর সাথে কথা বলার জন্য? তুমি কি এমন একটি বিষয়ের জন্য আমার প্রতি দোষা-

রূপ করছো, বা আল্লাহ আমার ত্বকদীরে লিখে দিয়েছিলেন আমার সৃষ্টির আগেই? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, এভাবে আদম মসার ওপর জন্মী হলেন।

সূরা আল-আঘিয়া

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৪৭-১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفَ وَمَرْيَمَ وَطِلَةَ وَالْأَنْبِيَاءَ
 هَتَّ مِنْ الْعِتَاقِ الْأُولَى وَهَتَّ مِنْ تِلَادِي وَقَالَ تَتَادَةَ جَدًّا إِذَا قَطَعْتِ
 وَقَالَ الْحَسَنُ فِي قَلْبِ مَثَلِ فَلِكَةِ الْمَغْزَلِ يَسْمَعُونَ يَدُ وَرُونَ وَقَالَ ابْنُ
 عَبَّاسٍ لَفَشْتُ دَعَتْ يُصَجَّبُونَ يُمْنَعُونَ أُمَّتِكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً قَالَ
 دَيْنُكَرُ دِينَ وَاحِدٌ وَقَالَ عِكْرَمَةُ حَصَبَ بِالْجَبَشِيَّةِ وَقَالَ
 عَيْرَةُ أَحَسُّوا تَوَعُّوهُ مِنْ أَحَسَّسْتِ حَامِلَاتِ حَامِلَاتِ حَامِلَاتِ حَامِلَاتِ حَامِلَاتِ
 يَقَعُ عَلَى الْوَأَجِدِ وَالْإِثْنَيْنِ وَالْجَمِيعِ لَا يَسْتَحْسِرُونَ لَا يَعْجُونَ وَمِنْهُ حَسِيرٌ
 وَحَسْرَتٌ بَعِيرِي عَمِيئٌ بَعِيدٌ نَجَسُوا رَدَّوْا صُنْعَةَ لُبُوسِ الدَّرُوعِ
 تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ ائْتَلَفُوا الْحَسِيئِ وَالْحَسَّ وَالْجَرَّسَ وَالْهَمَّسَ وَاجِدٌ
 وَهُوَ مِنَ الصَّوْتِ الْحَفِيِّ إِذْ نَاكَ أَعْلَمُنَاكَ إِذْ تَنَكَّرُوا إِذَا أَعْلَمْتَهُ فَانَتْ
 وَهَرَعَلَى سَوَاءٍ لَمْ تَعْدُرْ وَقَالَ مَجَاهِدٌ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ تَقَمُّونَ
 ارْتَضَى رَضِيَ التَّمَاتِيلُ الْأَصْنََامُ السِّجِلُ الصَّحِيفَةُ -

৪৩৭৮. আবদুল্লাহ [ইবনে মাস'উদ (রাঃ)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বনী ইসরাইল, কাহাফ, মরিয়ম, জা-হা ও আম্বিয়া—এগুলো হচ্ছে প্রথম দিকের সূরা। (অর্থাৎ এগুলো মক্কায় নাযিল হয়েছিল)। এগুলো আমার ভালোভাবে কণ্ঠস্থ আছে। কাতাদাহ বলেন : 'ম'যাবান' মানে হচ্ছে টুকরো করা। হাসান ৫১ বলেন : 'ফী ফালাকিন'—প্রত্যেকটি তারা এক একটি আকাশে 'ইয়াসবাহনা'—যদুদে ঠিক যেন চরকার মতো। ইবনে আব্বাস বলেন : 'নাযাশাত' মানে চড়েছিল। 'ইউসহাবনা' মানে হটিয়ে দেয়া হবে বা নিবেদন করা হবে। 'উম্মাতুকুম উম্মাতাও' ওয়াহিদাতান' অর্থাৎ তোমাদের শব্দইন হচ্ছে এক। আর

ইক্সামা বলেন : 'হাসাবু' মানে ক্রালালানী কাঠ। অন্যেরা বলেন : 'আহাসু' মানে হচ্ছে আশাম্বিত হয়েছিলো। আসলে এ শব্দটি গঠিত হয়েছে আহসাসতু থেকে (আর আহসাসতু মানে হচ্ছে আমি সাড়া পেয়েছি)। 'খামেদীন' মানে বসে গিয়েছিল (যেমন আওয়ায) বা নীচু হয়ে গিয়েছিল। 'হাসীদ' মানে যা একেবারে শিকড় শব্দ কেটে দেয়া হয়েছে। এ শব্দটা একবচন, স্ত্রীবচন ও বহুবচন সব অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'লা ইয়াসু' তাহসিরুনা' মানে বিরক্ত হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না বা অর্দাচি ও অনভিলাষ সৃষ্টি হয় না। এ থেকে হাসীর শব্দটি গঠিত হয়েছে। যেমন 'হাসারতু বাঈরী' অর্থাৎ আমি আমার উটকে পরিশ্রান্ত করে দিয়েছি। 'আম্বীক' মানে দূর। 'নুকেসু' মানে উল্টো করে দেয়া হয়েছে। 'সান'আতা লাবুসিন' মানে লেবাস-পোশাক শিচপ। 'তাকাতা'উ আমরাহু' মানে তাদের কাজ কেটে দিয়েছিল অর্থাৎ তারা মতবিরোধ করেছিল। আর 'হাসীস', 'হিস'স', 'জারস' ও 'হাম'স' শব্দ চারটির অর্থ একই। অর্থাৎ এগুলোর অর্থ হচ্ছে নীচু আওয়ায। 'আযামাক' মানে হচ্ছে, তোমাকে জানিয়েছি। 'আযানতুকুম'—আমি তোমাদেরকে খবর দিয়েছি। 'ওয়া হুয়া আলা সাওয়াইন'—আর সে সমপর্ষায় আসে। মুজাহিদ বলেন : 'লা'অল্লাকুম তুস'আলুন'—হয়তো তোমরা বুঝতে পারবে। 'ইরতাদা' মানে রাষি হয়েছিল। 'তামাসীল' মানে—মর্তিসমূহ। 'আসিসিজিল্দ' মানে কাগজের বাণ্ডিল, সহীফা—ছোট আকারের বই।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন : **كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ** "যেমন আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম।"

২৩৮৭ - **عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَجْرًا هُوَ كَمَا سَدْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ لِعَيْدِكَ وَهَذَا بَيْنَنَا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ تَوْرَاتٍ أَوَّلَ مَنْ يَكْسِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ إِنَّهُ يَجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَمْحَاهِ يُقَالُ لَوْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا أَمَا دُمْتُ إِلَى قَوْلِهِ شَهِيدٌ يُقَالُ إِنَّ هُوَ كَرِهَ لِرَبِّهِ أَلْوًا وَرَكِبَ إِلَى أَعْقَابِهِمْ مِنْهُ فَأَرْقَمَهُمْ.**

৪৩৭৯. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) এক ভাষণে বলেন : কিয়ামতের দিন তোমরা আল্লাহর সামনে উলঙ্গ অবস্থায় একত্রিত হবে,—'যেমন প্রথম দিন সৃষ্টি শব্দ করেছিলাম তোমার তার পুনরাবৃত্তি করবো, এটা আমার একটা ওয়াদা, তা পূরণ করা আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।' অতঃপর সর্বপ্রথম ইব্রাহীমকে পোশাক পরানো হবে। সাবধান হয়ে যাও, আমার উম্মতের কিছু লোককে ধরে আনা হবে। তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলবো, হে আমার রব! এরা তো আমার উম্মত। জবাবে আমাকে বলা হবে, তুমি জানো না তোমার পরে এরা কত নতুন কথা তৈরী করেছিল। আমি তখন আল্লাহর সং বান্দা ঈসার মতো বলবো : "ওয়া কুনতু আলাইহিম শাহীদাম্ মাদমতু" মতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কিন্তু আমার পর তুমিই তাদের সাক্ষী। তখন বলা হবে, তুমি এদের কাছ থেকে চলে আসার পর এরা (তোমার দ্বান থেকে) মূষ ফিরিয়ে নিয়ে উল্টো পথে চলেছিল।

সূরা আল-হজ্জ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুবোধ : আল্লাহ বলেন : “আর তোমরা লোকদেরকে দেখবে
(হাশরের ময়দানে) যেন তারা নেশাগ্রস্ত।”

২২১০- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ قَالَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ يَا آدَمُ يَقُولُ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيَنَادِي بِصَوْتٍ إِنَّ اللَّهَ
يَأْمُرُكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دَرَّتِكَ بُعْثًا إِلَى النَّارِ قَالَ يَا رَبِّ وَمَا بُعِثَ النَّارِ قَالَ
مِنْ كُلِّ أَلْفٍ أَرَاةٌ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ فَيُنَادِي تَضَعُ الْحَامِلُ
حَمْلَهَا وَيَتَيْبُ الْوَالِدُ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَ
لَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتْ وَ
جُؤْهُمُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ يَأْ جُؤَجُومٍ وَمَا جُؤَجُومٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ وَ
تِسْعِينَ وَمِنْكُمْ وَاجِدُ تَمْرًا تُبْتَمُ فِي النَّاسِ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي
جَنْبِ الثَّوْرِ الْأَبْيَضِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جَنْبِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ وَ
إِنِّي لَأَرُجُوا أَنْ تَكُونُوا رِيحَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ مَلَكٌ أَهْلِ
الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ سَطْرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا وَقَالَ أَبُو آدَمَةَ
عَنِ الْأَعْمَشِ تَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ
تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ وَقَالَ جَرِيرٌ وَعَلِيُّ بْنُ يُونُسَ وَابْنُ
مَعَادِيَةَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى -

৪০৮০. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন : “হে আদম !” আদম জবাব দেবেন : “আমি হাযির আছি, হে আমার রব ! আমি হাযির আছি।” (আল্লাহর হুকুমে) ফেরেশতা চাঁৎকার করে বলবে : আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন তোমার আওলাদের মধ্য থেকে জাহান্নামের জন্য একদলকে

আনো। আদম বলবেন : হে আমার রব! কতজনকে জানাবো। ফেরেশতা বলবে : প্রতি হাজারে নয় শত নিরানন্দুই জনকে আনো। এটা এমন এক সময় হবে, যখন গর্ভবতী মেয়েদের গর্ভপাত হয়ে যাবে। এবং যুবকরা বৃদ্ধো হয়ে যাবে। এর পর রসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতটি পাঠ করেন “ওয়া তারান্ নাসা সুকারা ওয়া মাহূম বিসুকারা ওয়া লাকিন্না আযাবাল্লাহি শাদীদ” — “আর তোমরা লোকদেরকে দেখবে নেশাগ্রস্ত কিন্তু তারা নেশাগ্রস্ত হবে না বরং আল্লাহর কঠিন আযাবে তাদের এ দশা হবে।” এ কথা শুনে ভয়ে ও আতংকে সাহাবাগণের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। নবী (সঃ) তাদেরকে সাল্বনা দিয়ে বললেন : (তোমরা এত ভয় পাচ্ছে কেন?) হাজারে নয় শত নিরানন্দুই জন তো ইয়াজুজ-মাজুজদের থেকে নেয়া হবে আর তোমাদের থেকে নেয়া হবে মাত্র প্রতি হাজারে একজন। মানুষদের মধ্যে তোমরা হবে যেমন সাদা গরুর পালের মধ্যে একটা কালো গরু অথবা কালো গরুর পালের মধ্যে একটা সাদা গরু। আমি অবশ্য আশা করি তোমরা হবে জাম্মাতবাসীদের এক-চতুর্থাংশ। আব্দু সাঈদ খুদরী বলেন, এ কথা শুনে আমরা সবাই “আল্লাহু আকবর” বলে উঠলাম। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তোমরা হবে জাম্মাতবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ। এ কথা শুনে আমরা তকবীর ধ্বনি (আল্লাহু আকবর) করলাম। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : না, তোমরা হবে জাম্মাতবাসীদের অর্ধেক। এ কথা শুনে আমরা তকবীর ধ্বনি করলাম। আর আব্দু উসামা আ'মশ থেকে “তারান নাসা সুকারা ওয়া মাহূম বিসুকারা” সম্পর্কে রেওয়ামাত করেছেন যে, প্রতি হাজারে নয় শত নিরানন্দুই জন। জারীর, সৈয়া ইবনে ইউনুস ও আব্দু ম'আবিয়্যার বর্ণনার ‘সুকারা’কে সাকুরা এবং ‘বিসুকারা’কে বিসাকুরা বলা হয়েছে।

অনুবাদ : আল্লাহ বলেন : *و من الناس من يعبد الله على حوف*

“আর লোকদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে আল্লাহর বন্দেগী করে সন্দেহের মধ্যে—”

فَاتِ أَصَابَهُ خَيْرٌ نَّ لَهْمَاتٍ بِهِ دَرَاتٍ أَمَّابَتْهُ قَنَتْهُ نِ انْقَلَبَ عَلَى
وَجِهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ إِلَى قَوْلِهِ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ.

“যদি সে লাভবান হয় তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে যায় আর যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে স্বাধীন থেকে সরে আসে। সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা তো সম্পূর্ণ ক্ষতি। তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে ডাকে, যারা না তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে আর না পারে তাদের কোনো উপকার করতে। এটা তো চরম গোমরাহী।”

٨١٣ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَوْفٍ كَأَنَّ
الرَّجُلَ يَقْدُمُ الْمَدِينَةَ فَإِنَّ وَكَذَلِكَ أَمْرًا تَهُ عَلَمًا وَفِي حَيْثُ حَيْلُهُ
قَالَ هَذَا دِينٌ صَاحِبٌ وَإِنْ لَمْ تَلِدْ إِمْرَأَتَهُ وَلَمْ تُشَجِّرْ حَيْلَهُ قَالَ هَذَا
دِينٌ سَوِيٌّ.

৪০৮১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি “ওয়া মিনান্ নাসে মাই ইয়াজুজ-মাজুজা ‘আলা হারামিল’ আয়াতটি নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : এক ব্যক্তি মদীনায় বাস করতো। যদি তার স্বীয় গর্ভে কোনো পুত্রসন্তান জন্মলাভ করতো এবং তার পশুটি কোনো বাচ্চা প্রসব করতো তাহলে সে বলতো, স্বাধীন ইসলাম বড় চমৎকার। আর যদি তার

স্বীয় গর্ভে পদ্যসন্তান না জন্মাতো এবং তার পশুটিরও বাচ্চা না হতো তাহলে সে বলতো স্বাীন ইসলাম খারাপ ও অপরা।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন : **هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمَا** “এ দু’টি দল তাদের যবের ব্যাপারে ঝগড়া করে।”

۴۳۸۲ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ كَانَ يُقَسِّمُ فِيهِمَا أَنَّ هَذِهِ الْأَيَّةَ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ نَزَلَتْ فِي حَمْرَةَ وَصَاحِبِيهِ وَعُتْبَةَ وَصَاحِبِيهِ يَوْمَ بَدْرٍ فِي يَوْمٍ بَدْرٍ -

৪৩৮২. আবু ধার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি কসম খেয়ে বলেন, “হাযানে খাসামানিখ তাসামু ফী রিব্বিহিম” আয়াতটি নাযিল হয়েছিল হামযা ও তাঁর দু’সাথী এবং উতবা ও তার দু’সাথীর ব্যাপারে, যেদিন তারা বদর যুদ্ধের জন্য নেমেছিল।

۴۳۸۳ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْتَوِي بَيْنَ يَدَيْ الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ تَيْسٌ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ قَالَ هُمُ الَّذِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ عَلِيٌّ وَحَمْرَةُ وَعَبِيدُ بْنُ كَيْبَةَ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ -

৪৩৮৩. আলী ইবনে আবু তালেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কিয়ামতের দিন আমিই প্রথম আল্লাহর সামনে বিতর্ক করবো (অর্থাৎ আমার মামলা পেশ করবো)। বর্ণনাকারী কায়েস বলেন, ‘হাযানে খাসামানিখ তাসামু ফী রিব্বিহিম’ আয়াতটি এদের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে। এরা বদরের দিন লড়াই করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেছিল। এদের একদিকে ছিলেন আলী, হামযা ও উবাইদা আর অন্যদিকে (অর্থাৎ কাফেরদের দিকে) ছিল শাইবা ইবনে রাবী’আ, উতবা ইবনে রাবী’আ এবং ওলীদ ইবনে উতবা।

সূরা আল মু’মিনুন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ইবনে উ’আইনাহ বলেন, পাব’আ তারাইক’ মানে সাত আসমান। ‘আহা-সাবেকুন’ অর্থ হচ্ছে সৌভাগ্য তাদের সামনে থাকে। ওয়াজিলাত’ তাদের দিল ভীত নন্দ্রস্ত। ইবনে আশ্বাস বলেন : ‘হাইহাতা’ হাইহাতা’ মানে হচ্ছে দূরে আছে, দূরে আছে। ফাসআলিল আদ্দীন’ মানে গণনাকারী ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করে। লানাকেবুন—সোজা পথ থেকে যারা ফিরে যায়। ‘কালেহুন’ মানে বিরক্তি প্রকাশকারীরা। ‘মিন সূলালাতিন’ মানে বাচ্চা ও বাঁধ। ‘জিমাতুন’ ও ‘জুনুন’ শব্দ দু’টির অর্থ একই অর্থাৎ পাগলামি। ‘গুসাউ’ মানে ফেনা বা ফেনারাপ, যা পানির ওপর ভেসে বেড়ায়, যার জীবন ফণিকের এবং মানুষ তা থেকে কোনোপ্রকারে উপকৃত হতে পারে না।

সূরা আন-বুর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদের : আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَنْزَادَ جَهُمٍ وَكُرَيْمٍ لَمْ يَشْهَدُوا إِلَّا أَنْفُسَهُمْ
فَمَا لَهُمْ أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

‘আর তারা নিজেদের স্বীকার ওপর কলঙ্ক আরোপ করে কিন্তু তারা নিজেরা ছাড়া এ ব্যাপারে তাদের আর কোনো সাক্ষী থাকে না, তাদের সেই একজনের সাক্ষ্য এভাবে হতে হবে যে, তাকে আল্লাহর নামে কসম করে চারবার বলতে হবে—আমি সত্য বলাছি।’

৮৩ ৮৪ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُوَيْمِرَ ابْنَ عَامِرٍ بَنِي عَبْدِ مَنَاظِرٍ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي
عَجْلَانَ فَقَالَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَسْتُمْ لَهُ
فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ سَلُّ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ بَأْتِي عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ كَثَرَتْ الْمَسَائِلُ وَعَابَهَا قَالَ عُوَيْمِرٌ ذَاكَ اللَّهُ لَا أَنْتَ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا
أَيْقَسْتُمْ لَهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْزَلَ
اللَّهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَأَمْرُهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَلَأَعْنَةِ
يَمَا سَمَى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَلَا عَنْهَا تَمُرُّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ حَبْسْتُهَا فَقَدْ
ظَلَمْتُهَا فَطَلَقْتُهَا فَكَانَتْ سَنَةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي الْمَثَلِ عَيْنِ
تَمُرُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْظِرْ ذَاتَانِ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَرَا دَجْرَ الْعَيْنَيْنِ
عَلَيْهِمَا الْإِلْتِيَانِ خَدَّيْ السَّاقِيَيْنِ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَّقَ
عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحْيِمِرُ كَانَتْ دَحْرَةً فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَّبَ

عَلَيْهَا فَمَا وَتِ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الدِّيُّ نَعْتٌ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ تَصْدِيْقِي
 هُوَ يُعْمَرُ كَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ اِلَى اَمِهِ.

৪০৮৪. সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। উয়াইমির বনী আজলান গোত্রের আসেম ইবনে আদীর নিকট আসল। সে ছিল আজলান গোত্রের সরদার। বলল, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বল, যে ব্যক্তি তার নিজ স্ত্রীর সাথে অপর পদ্রুঘ পাবে, সে কি তাকে হত্যা করবে। এরপরে তোমরা তাকে হত্যা করবে (অর্থাৎ হত্যাকারী স্বামীকে) অথবা সে কি করবে? দয়া করে আমার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করুন। অতঃপর আসেম রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বললেন : হে আল্লাহর রসূল (সঃ)! (এবং সেই ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন) কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ) এ ধরনের প্রশ্ন অপসন্দ করলেন। যখন উয়াইমির আসেমকে (রসূলুল্লাহর উত্তর সম্পর্কে) প্রশ্ন করল, আসেম উত্তর দিল, রসূলুল্লাহ (সঃ) এ ধরনের প্রশ্ন অপসন্দ করেছেন এবং এটাকে লম্কার ব্যাপার বলে বিবেচনা করেছেন। তখন উয়াইমির বলল : আল্লাহর কসম! এটা জিজ্ঞেস করা থেকে আমি ততক্ষণ বিরত থাকব না, যতক্ষণ না রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ বিষয় জিজ্ঞেস করব। উয়াইমির [নবী (সঃ)-এর নিকট] আসল এবং বলল : হে আল্লাহর রসূল! এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে তার স্ত্রীর সাথে পেল, সে কি তাকে হত্যা করবে, যার ফলে (হত্যার কিসাসের কারণে ঐ স্বামীকে) আপনারা হত্যা করবেন? অথবা সে (এ অবস্থায়) কি করবে?" রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : "আল্লাহ তা'আলা তুমি এবং তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে কোরআনের মধ্যে নির্দেশ নাযিল করেছেন।" অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের উভয়কে 'মুলায়ানা' বা 'লেয়ান' করার নির্দেশ দিলেন। যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং উয়াইমির তার (স্ত্রীর) সাথে 'লেয়ান' করল এবং বলল : "হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি তাকে রাখি তবে তার ওপর বদুদম হবে। তাই উয়াইমির তাকে তালাক দিল এবং এভাবে তাদের পরে এটা ঐ সকল লোকদের যারা 'লেয়ানের' ঘটনার জড়িত তাদের জন্য নিয়মে পরিণত হলো। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : লক্ষ্য করো। সে (উয়াইমিরের স্ত্রী) যদি একটি কালো সন্তানের জন্ম দেয়, যার চোখ হবে ডাগর এবং কালো, যার পাছা এবং পা হবে বড় বড়। তাহলে আমার মত হলো উয়াইমির সত্য কথা বলেছে। কিন্তু সে (উয়াইমিরের স্ত্রী) যদি এমন একটি লাল বর্ণের সন্তান প্রসব করে, যাকে ওয়াহারার মত (এক ধরনের ছোট লাল জন্তু) দেখায়, তখন আমি বিবেচনা করব যে, উয়াইমির তার (স্ত্রীর) বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছে। পরবর্তীতে সে এমন একটি সন্তান প্রসব করল, যার গুণাবলী রসূল (সঃ) উয়াইমিরের সত্যবাদী হওয়ার ক্ষেত্রে পূর্বে বর্ণনা করেছিলেন। সুতরাং শিশুটিকে তার মার পরিচয়ে পরিচিত হতে হলো। (কেননা সন্তানটি উয়াইমিরের ঔরষজাত ছিল না, বরং ছিল মাইলার অন্য পদ্রুঘের সাথে অবৈধ মিলনের ফসল)।

অনুচ্ছেদ :

وَالْحَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ اِنَّ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ . (النور ৫)

"আর পঞ্চমবার বলবে : তার ওপর আল্লাহর গানত হোক, যদি সে (উখাপিত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী হয়।"

৫৩৮১- عَنْ سَمْعِلٍ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَجُلًا اَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ اِمْرَاتِهِ رَجُلًا اَيْقَلْتُهُ مَقْتَلُوْنَهُ اَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَاَنْزَلَ اللهُ

فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي الْعُرَاتِ مِنَ التَّلَامُنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَضَىٰ فِيكَ
وَفِي أَمْرَائِكَ تَالِ فَتَلَامُنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَفَارَقَهَا كَانَتْ سَنَةً
أَنْ يَفْرَقَ بَيْنَ الْمُتَلَامِنِ وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ إِسْنَائِدُهَا
إِلَيْهَا تَرَجَّتِ السَّنَةُ فِي الْبَيْرَاتِ أَنْ يَرْتَمَاهَا وَتَرَكْتُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا.

৪৮৮৫. সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহর কাছে আগল এবং বলল, হে আল্লাহর রসূল! ধরে নিন যে, এক ব্যক্তি ভিন্ন এক ব্যক্তিকে তার নিজ স্ত্রীর সাথে দেখতে পেল। সে কি তাকে হত্যা করবে, যার ফলে (কিসাসের মাধ্যমে, হত্যাকারীকে) আপনারা হত্যা করতে পারেন অথবা তার (এ ক্ষেত্রে) কি করা উচিত? অতএব, আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে 'লেয়ান' সম্পর্কীয় উপরোক্ত আয়াত নাযিল করলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকটিকে বললেন : "তুমি ও তোমার স্ত্রীর মধ্যকার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।" সুতরাং তারা (উভয়) 'লেয়ান' করল এবং আমি তখন উপস্থিত ছিলাম এবং লোকটি তখন তার (সেই) স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। সুতরাং এরপরে যারাই এ ধরনের পারম্পরিক 'লেয়ানের' ঘটনায় জড়িত হলো তাদের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেয়া রেওয়াজে পরিণত হলো। স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হলো এবং লোকটি এ গর্ভের ব্যাপারে তার দারিফ অস্বীকার করল। সুতরাং ভূমিষ্ট সন্তানটি (পরবর্তীকালে) মহিলার সন্তান হিসেবে নির্ধারিত ও পরিচিত হলো। এরপরে এটা রেওয়াজে পরিণত হলো যে, এ ধরনের সন্তানের দারিফ তার মার ওপরেই বর্তাবে এবং সে তার মার উত্তরাধিকার হবে এবং তার সম্পত্তিতেই আল্লাহর নির্ধারিত অংশ পাবে, যা তার (মহিলার) জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

অনুবাদের :

وَيَذَرُ أَعْتَابَ الْعَدَابِ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ شَهِدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَيَنْ
الْكُذِبِينَ

"আর স্ত্রীলোকটির শাস্ত এভাবে বাতিল হতে পারে যে, সে চারবার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে সাক্ষ্য দিবে যে, এ ব্যক্তি (তার আনীত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী।"

٤٣٨٦ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أَبِيَّةَ قَدَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ
ﷺ بِشَرِيكَ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْسَةَ أَوْ حَدَّثَ فِي ظَهْرِكَ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدًا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَشْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيْسَةَ
فَجَحَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ الْبَيْسَةَ وَالْأَحَدُ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالُ وَالْأَيْدِي
بِعَنْكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلَيُنزِلَنَّ اللَّهُ مَا يَبْرِي ظَهْرِي مِنَ الْخَيْدِ فَنَزَلَ
جَبْرَيْلُ وَانزَلَ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ يَمْرُونَ أَثْرُوا جَهْمَ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ إِنَّ كَانَ

مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَنْصَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَمِدَ
 وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُكَ أَنْ أَحَدًا كَمَا كَذِبَ فَمَلَّ مِنْكُمْ مَا
 تَأْتِيكَ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَفَوْا هَادِقًا لَوْ
 إِنَّهَا مَرْجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأْتُ وَنَكَصْتُ حَتَّى ظَنَنْتَا أَنَّهَا
 تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ
 أَبْصِرْ وَهَاتِي مَا جَاءَتْ بِهِ أَكْثَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغِ الْأَلْيَتَيْنِ خَذْ لَجَّ
 السَّائِتِينَ فَمَوْلَسْتُكَ بِنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ
 ﷺ لَوْلَا مَا مَضَى مِنِ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا ثَمَانٌ .

৪০৮৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। হিলাল ইবনে উমাইয়া তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে শূরাইক ইবনে সাহমার সাথে অবৈধ যৌন ব্যভিচারের অভিযোগ আনেন এবং নবী (সঃ)-এর দরবারে অভিযোগ দায়ের করেন। নবী (সঃ) (হিলালকে) বললেন : “হয়ত তুমি প্রমাণ (চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী) উপস্থিত করো অন্যথায় আইনগত শাস্তি তোমার পিঠে পড়বে।” হিলাল বললেন : “হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে কেউ যদি তার স্ত্রীর ওপরে অন্য একজন পুরুষকে দেখে, তাহলে কি সে প্রমাণ তালিশ করবে?” নবী (সঃ) বলতে থাকলেন : “হয়ত তুমি সাক্ষী হাযির করো অন্যথায় তুমি তোমার পিঠে আইনগত শাস্তি গ্রহণ করো।” তখন হিলাল বললেন : “ঐ সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আমি সত্য কথা বলছি এবং আল্লাহ তা’আলা এ সম্পর্কে আপনার কাছে (অহী) নাযিল করবেন যা আমার পিঠকে আইনগত শাস্তি থেকে বাঁচাবে।” অতঃপর জিবরাইল (আঃ) আগমন করলেন এবং তাঁর (নবীর) কাছে নাযিল করলেন : “আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সম্পর্কে অভিযোগ তুলবে, আর তাদের নিকট তাদের নিজেদের ছাড়া অপর কোন সাক্ষী থাকবে না, তবে তাদের মধ্যে এক ব্যক্তির সাক্ষা (এই যে, সে) চারবার আল্লাহর নামে ‘কসম’ খেয়ে সাক্ষ্য দিবে যে, সে (তার আনীত অভিযোগে) সত্যবাদী, আর পঞ্চমবার বলবে : তার ওপর আল্লাহর লানত হোক, যদি সে (আনীত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী হয়। আর স্ত্রীলোকটির শাস্তি এভাবে বাতিল হতে পারে যে, সে চারবার আল্লাহর নামে ‘কসম’ খেয়ে সাক্ষ্য দিবে যে, এ ব্যক্তি (তার আনীত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী। আর পঞ্চমবারে বলবে যে, এ দাসীর ওপর আল্লাহর গজব নেমে আসুক, যদি সে (তার আনীত অভিযোগে) সত্যবাদী হয়।’

নবী (সঃ) তিলাওয়াত করতে থাকলেন এবং যখন তিনি ‘যদি (মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী) সে সত্যবাদী হয়।’ পর্যন্ত পৌঁছলেন, নবী (সঃ) স্থানত্যাগ করলেন এবং মহিলাকে আনার জন্য পাঠালেন; হিলাল গেলেন এবং মহিলাকে নিয়ে আসলেন এবং (তার আনীত অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে) শপথ করলেন। নবী (সঃ) বলতে থাকলেন : “নিশ্চয় আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী, সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ কি ডগ্বা করবে?” অতঃপর স্ত্রীলোকটি উঠল এবং কসম খেতে শুরু করল। পঞ্চমবারের কসমের পূর্বে লোকেরা তাকে ধামিয়ে দিয়ে বলল : এটা (পঞ্চমবারের শপথ) তোমার ওপর আযাব নাযিল হওয়া ওয়াযিব করে দেবে (যদি তুমি দোষী হও)। ইবনে আব্বাস বলেন, এ কথা শুনে স্ত্রীলোকটি কিছু সময় (শপথ নিতে) বিলম্ব করল ও ইতস্ততঃ

করতে থাকল। এমনকি আমরা মনে করলাম যে, সে বুঝি তার অপরাধের অস্বীকার প্রত্যাহার করতে চায় (অর্থাৎ অপরাধ স্বীকার করতে চায়)। কিন্তু পরে সে বলল : ‘আমি চিরকালের জন্য আমার গোত্রকে লালিত করব না।’ এ কথা বলেই পঞ্চমবার কসম করে বসল। নবী (স:) অতঃপর বললেন : তার দিকে লক্ষ্য রাখ, যদি সে (নবজাতক) কালো চোখবিশিষ্ট এবং বড় পাছাওয়ালা এবং মোটা ঠ্যাং (পায়ের সম্মুখভাগ) বিশিষ্ট হয়, তবে সে শূরাইক ইবনে শাহামার সন্তান।’ পরবর্তীকালে সে (মহিলা) ঐ বর্ণনা মোতাবেক একটি সন্তান প্রসব করল। তখন নবী (স:) বললেন : ‘যদি তার মোকদ্দমাটি আল্লাহর আইন দ্বারা নিষ্পত্তি না হতো, তাহলে আমি তাকে মারাত্মক শাস্তি দিতাম।’

অনুচ্ছেদ :

وَالْحَامِسَةُ أَنَّ عَقَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ مِنَ الصُّدِّقِينَ

‘আর পঞ্চমবারে বলবে যে, সে (অভিযোগ উত্থাপনকারী) সত্যবাদী হলে তার (মহিলার) ওপর আল্লাহর গম্ব নেনে আসুক।’

۴۳۸۷. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ نَجْلًا رَمَى امْرَأَتَهُ فَأَنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي رَمَانٍ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَدَّ مَنَاكَمَ قَالَ اللَّهُ تَمَرَقُنِي

بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَا عَيْنِ.

৪৩৮৭. ইবনে উমর (রা:) বর্ণনা করেছেন : জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স:) -এর সময় তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অবৈধ যৌন ব্যাভিচারের অভিযোগ আনে এবং মহিলার গর্ভজাত সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করে। রসূল (স:) তাদের উভয়কে ‘লেয়ান’ করার নির্দেশ দেন স্বরূপ আল্লাহ ফয়সালা দিয়েছেন। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তারা উভয়ে লেয়ান করে। অতঃপর তিনি তাঁর সিম্বান্ত ঘোষণা করেন যে, সন্তান হবে তার মায়ের এবং তিনি ‘লেয়ান’-কারীদ্বয়ের মধ্যে তালাক বা বিচ্ছেদের ফয়সালা জারী করেন।

অনুচ্ছেদ :

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِثْمِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شُرَكَاءَ لَكُمْ هُوَ

خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِمَّا كَفَرَ مَا كَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ

مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

‘যেসব লোক এ মিথ্যে অভিযোগ রচনা করে দিয়েছে, তারা তোমাদের মধ্যেরই কতিপয় লোক। এ ঘটনাকে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না, বরং এটাও তোমাদের জন্য কল্যাণকর। (এ ব্যাপারে) যে লোক যতটা অংশগ্রহণ করেছে, সে ততটাই গুনাহ কামাই করেছে। আর যে লোক এ দাবিছে বড় অংশ নিজের মাথায় টেনে নিয়েছে, তার জন্য তো অতি বড় আঘাব রয়েছে।’ আফ্-কাক্বন নামে মিথ্যাবাদী।

۴۳۸۸. عَنْ عَائِشَةَ وَالَّذِينَ تَوَلَّى كِبْرَهُ قَالَتْ عُبِدَ اللَّهُ مِنْ أَبِي بِنِ سُلُوفٍ

৪৩৮৮. আয়েশা (রা:) বর্ণনা করেছেন : ‘আর যে লোক এ দাবিদের বড় অংশ নিজের মাথায় টেনে নিয়েছে’ সে ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালদ।

অনুবোধ :

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ تَلُّمَ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ
هُدًى بَهْتَاكَ عَظِيمًا. لَوْلَا جَاؤَا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا
بِالشُّهَدَاءِ فَأُوذِيَكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ أَكْثَرُ بُغْتًا

‘তোমরা যে সময় এ কথা শুনতে পেরেছিলে, সে সময়ই কেন বলে দিলে না, এ ধরনের কথা
মুখে উচ্চারণ করা আমাদের শোভা পায় না। আল্লাহ অতি মহান ও পবিত্র। এটা তো
এক বিরাট মিথ্যা দোষারোপ।’

‘সেই লোকেরা (নিজেদের অভিযোগ প্রমাণে) চারজন সাক্ষী আনল না কেন? এখন
যখন তারা সাক্ষী পেশ করল না, তখন আল্লাহর নিকট তারা ই মিথ্যাক।’

৩৮৭ ۴۳۸۹ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارَادَ أَنْ يُخْرِجَ أَتْرَعَ بَيْنَ
أَزْوَاجِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَمِعَهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ
فَأَتْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَأَنَا أَحْمَلُ فِي هُوْدَجِي وَأُنزَلُ فِيهِ نِسْرَانًا حَتَّى إِذَا
فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تَلَّكَ وَقَفَلْ دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ
فَأَيْلَيْنِ الْإِذْنَ لَيْلَةَ بِالرَّحْمِيلِ فَقُمْتُ حِينَ أَذْنَا بِالرَّحْمِيلِ فَشِئْتُ حَتَّى جَلَوْتُ
الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي فَأَذَا عَقْدِي مِنْ جَزْعِ أَطْفَالِهِ
تَدَانِقَطَحُ فَالْتَمَسْتُ عَقْدِي وَحَبَسْنِي ابْتِغَاؤُهُ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ
كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي فَأَحْتَمَلُوا هُوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ
رَكِبْتُ وَهُوَ يَحْسُبُونَ أَنِّي فِيهِ وَكَانَ السَّاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَانًا لَمْ يَتَقَلُّوْنَ
اللَّحْمَ إِنَّهَا يَا كَلْبُ الْعُلُقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَشْكِرِ الْقَوْمَ خِفَةَ
الْمُوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةً السِّنِّ بَعَثُوا الْجَمَلَ
وَسَاوَدًا فَوَجَدْتُ عَقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَ الْجَيْشُ فَجُمْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ
بِهَادِجٍ وَلَا مُجِيبٍ نَأَمْتُ مَا نُزِلَ الَّذِي كُنْتُ بِهِ وَطَلَنْتُ أَنَّهُمْ
سَيُفْقَدُونَنِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ بَيْنَنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنَزِلِي فَلَبَسْنِي

عَيْنِي فَمَشَتْ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السَّلَمِيُّ تَمَرُ الدُّكَّوَانِيِّ مِنْ
 دَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَذَلَّ لِي فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ أَسَانٍ نَائِبِهِ نَأَاتَانِي
 فَعَمَّرَنِي حِينَ رَأَى دُكَانِي يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَلْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ
 حِينَ عَمَّرَنِي فَخَمَرْتُ وَجْهِي بِحِلْبَانِي وَاللَّهُ مَا يَكَلِّمُنِي كَلِمَةً
 وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى أَنَاخِرَ رَأْسَهُ فَوَطِنِي عَلَى
 يَدَيْهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُودِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوا
 مَوْغِرِينَ فِي نَجْمِ الطَّمْبِيرَةِ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى إِلَيْكَ
 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّلُولِ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاسْتَكَلِمْتَ حِينَ قَدِمْتَ
 سَهْمًا أَدَّ النَّاسُ يَفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِنْتِكَ لِأَشْعَرَ بِسَيْئٍ مِنْ ذَلِكَ وَ
 هُوَ بَرِيذِي فِي وَجْهِي أَيْ لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّطْفَ الَّذِي
 كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ اسْتَكَلِمْتَ إِنَّمَا يَدُ خَلَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَسْلَمُ
 ثُمَّ يَقُولُ كَيْفَ تَبِكُّمُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَذَلِكَ الَّذِي بَرِيذِي وَلَا أَشْعَرَ
 بِالسَّرْحِ حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَ لَقَمَتٍ فَخَرَجْتُ مَعِي أُمَّ مِشْطَحٍ قَبْلَ الْمَنَاصِعِ
 وَهُوَ مُتَبَرِّزٌ نَادٍ كُنَّا لَا نُخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ وَذَلِكَ تَبَلُّ أَنْ تَتَّخِذَ
 الْكَنْفَ قَرِيبًا مِنْ بِيوتِنَا وَأَمْرًا الْعَرَبِ الْأَوَّلِ فِي التَّبَرُّزِ قَبْلَ
 الْغَائِطِ فَكُنَّا تَتَّذَى بِالْكَنْفِ أَنْ نَتَّخِذَ مَا عِنْدَ بِيوتِنَا فَانْطَلَقْتُ
 أَنَا وَأُمَّ مِشْطَحٍ وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي رَهْرَاهِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَامْعَاهَتْ مَخْمَرِيَّةُ
 عَامِرِ خَالَةَ أَبِي بَكْرٍ بْنِ الصِّدِّيقِ وَأَبْنَاهَا مِشْطَحُ بْنُ أَنَاثَةَ فَأَقْبَلْتُ أَنَا
 وَأُمَّ مِشْطَحٍ قَبْلَ بَيْتِي قَدْ قَرَفْنَا مِنْ شَانِنَا فَخَعَرْتُ أُمَّ مِشْطَحٍ فِي مَرْطَمِهَا
 فَقَالَتْ لَيْسَ مِشْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا بَيْسٌ مَا قُلْتِ السَّيِّئِينَ رَجُلًا شَهْدَ بَدَلًا
 قَالَتْ أَيْ هُنَّاهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَتْ لَمْ تَلْتِ وَمَا قَالَتْ كَذًا كَذًا
 فَأَخْبَرْتَنِي يَقُولُ أَهْلُ الْإِنْتِكَ فَأَرَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرِيضِي فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي
 دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَبِكُّمُ فَقُلْتُ أَنَا ذَنْ لِي أَنْ أَيْ

أَبُوئِي قَالَتْ وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَيْرَ مِنْ نَيْلِمَا قَالَتْ نَأَذَنُ
لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجُمْتُ أَبُوئِي فَقُلْتُ لِأَبِي يَا أُمَّتَاهُ مَا تَحَدَّثُ النَّاسَ
قَالَتْ يَا بَنِيَّةَ هَرَفَنِي عَلَيْكَ فَوَاللَّهِ لَقُلَّ مَا كَانَتْ إِمْرَأَةً قَطُّ وَضِيئَةً
عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَكَمَا ضَرَّأُ إِلَّا أَكْثَرَنَ عَلَيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ بُهْمَانَ
اللَّهِ أَوْ لَقَدْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهَذَا قَالَتْ بُبْكَيْتُ بِتِلْكَ اللَّيْلَةِ حَتَّى
أَصْبَحْتُ لَا يُرْفَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُّ بِنَوْمٍ حَتَّى أَصْبَحْتُ أَبْكِي نَدَا مَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ بِنِ ابْنِ طَالِبٍ وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَسْتُ
الْوَجِيءَ يَسْتَأْمِرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ قَالَتْ نَأَمَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَسَارَ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعَدِيِّ يَعْلَمُونَ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ دِيَالِذِي يَعْلَمُونَ لَهُمْ
فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوَدِّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلَكَ وَمَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَآمَنَّا
عَلَيْ بِنِ ابْنِ طَالِبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا
كَثِيرٌ وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصَدَّقُكَ قَالَتْ نَدَا عَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
بِرَيْرَةَ فَقَالَ أَيُّ بَرِيرَةَ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيْبُكَ قَالَتْ بِرَيْرَةَ لَا دَرِ
الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتِ عَلَيْهَا امْرَأَةً غَمِصَتْ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْهَا
جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِيْنِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنَ فَتَأْكُلُهُ
فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَعْدَّ رِيَوْمِي مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
إِبْنِ السَّلُولِ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَهْوٌ عَلَى الْمُنْبَرِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ
مَنْ يَعْنِدُ رَنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي إِذَا عَ فِي أَهْلِ بَيْتِي فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ
مِنْ أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا وَ لَقَدْ دَكَّسْتُ وَارْجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَمَا كَانَ
يَدْخُلُ عَلَيَّ أَهْلِي إِلَّا مَعِيَ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مَعَاذٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَنَا أَعْنِدُ رَاكِ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَدْرَسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ وَإِنْ كَانَ
مِنْ إِخْرَنْبَا مِنْ الْخَزْرَجِ امْرَأَتُنَا فَفَعَلْنَا امْرَأَكَ قَالَتْ فَقَامَ سَعْدُ ابْنُ
عَبَادَةَ دَهْوٌ سَيْدُ الْخَزْرَجِ وَكَانَ تَبَلُ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَ لَكِنْ

اِحْتَمَلْتَهُ الْحَمِيَّةَ فَقَالَ لِسَعْدِ كَذَبْتَ لَعَمْرِ اللَّهِ لَا تَقْتُلَهُ وَلَا
 تَقْدِرُ عَلَيَّ قَتَلْتَهُ فَقَامَ أَسِيدُ بْنُ حَضْبِرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ فَقَالَ
 لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ كَذَبْتَ لَعَمْرِ اللَّهِ لِنَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مَنَافِقٌ تَجَادِلُ
 عَنِ الْمَنَافِقِينَ فَتَشَاوَرَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجِيُّ حَتَّى هَمَّوْا أَنْ يَقْتَتِلَ
 وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمَنْبَرِ فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَخْفِضَهُمْ
 حَتَّى سَكَتُوا وَاسْكَتْ تَالَتْ فَمَكَثْتُ يَوْمَئِذٍ ذَلِكَ لَا يَزِقَانِي دَمْعٌ
 وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ قَالَتْ فَأَصْبَحَ ابْوَايَ عِنْدِي وَقَدْ بَكَيتُ لَيْلَتَيْنِ
 وَيَوْمًا لَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ وَلَا يَزِقَانِي دَمْعٌ يَطْلُبَانِ أَنْ الْبُكَاءُ فَإِنِّي كَبِدِي
 تَالَتْ بَيْنَهُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي نَاسِتًا ذَنْتَ عَلَيَّ امْرَأَةٌ
 مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَذْنَتْ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِيَ تَالَتْ فَبَيَّنَا مَعْنَى ذَلِكَ
 دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ قَالَتْ دَلَّمْتُ جُلُوسَ عِنْدِي
 مُسْتَدِ قَيْلٍ مَا قَيْلٌ بَلَّهَا وَقَدْ لَيْتَ شَهْرُ الْأَيُّوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي
 قَالَتْ فَتَشْهَدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ
 فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي فَمَنْعَكَ كَذَا وَكَذَا إِنْ كُنْتَ بَرِيئَةً فَسَيُبرِّكُ
 اللَّهُ وَإِنْ كُنْتَ أَلْمَمْتِ بِدَثْبٍ نَاسْتَعْفِرِي اللَّهُ وَتَوَرَّئِي إِلَيْهِ فَإِنَّ
 الْعَبْدَ إِذَا عَتَرَ بِدَثْبٍ ثُمَّ تَابَ إِلَى اللَّهِ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَتْ
 فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أَحْسَسُ مِنْهُ تَطَرُّفًا
 فَقُلْتُ لِأَبِي أَحِبَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيمَا تَالَ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ
 لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لِأُمِّي أَحِبِّي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ مَا أَدْرِي
 مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ فَقُلْتُ دَا نَا جَارِيَةٌ حَدِيثُهُ السِّرِّ
 لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا
 الْحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقْرَفْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ فَلَمَّا تَلَمَّ
 لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي بَرِيئَةٌ لَا تَصَدَّقُونَنِي بِذَلِكَ وَلا تَنْ

اعترفت لكم يا محمد والله يعلم اني منه بريئة لتصدتني والله ما جد
 لكم مثلك الا قول ابي يوسف قال فصبر جميل والله المستعان
 على ما تصفون قالت ثم تحولت فاصطحفت على فراشي قالت وانا
 حينئذ اعلم اني بريئة وان الله مبرني ببراءتي ولكن والله ما كنت
 اظن ان الله ينزل في شأني وحيائشلي ولساني في نفسي كان اخفر
 من ان يتكلم الله في بامرئشلي ولكن كنت ارجو ان يري رسول
 الله عليه السلام في اليوم رؤيا يبرئني بها قالت فوالله ما قام رسول الله
عليه السلام ولا خرج احد من اهل البيت حتى انزل عليه فآخذه ما كان
 يأخذه من البرحاء حتى اتته ليتحد منه مثل الجمان من العرق
 وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه قالت فلما
 سري عن رسول الله عليه السلام سري عنه وهو يضحك فكان اول
 كلمته تكلم بها يا عائشة اما الله فقد براك فقالت امي قوي
 اليه قالت فقلت والله لا اتوم اليه ولا احمده الا الله عز وجل
 وانزل الله بن الذين جاؤا بالذنب عصابة منكم العشر الايات
 كلما نزل الله هدا في برأتني قال ابو بكر بن الصديق وكان
 ينفق على مشطي بن اثنائة لقرابة منه وفقره والله لا اتعز على
 مشطي شيئا ابدا بعد الذي قال لعائشة ما قال فانزل الله ولا
 ياتل اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القرابي و
 المساكين والمهجرين في سبيل الله وليعفو وليصفو الا
 محبون ان يعفو الله لكم والله عفو رحيم قال ابو بكر
 بلى والله اني احب ان يخفر الله لي فرجع الى مشطي النفقة التي
 كان ينفق عليه وقال والله لا اترعها منه ابدا قالت عائشة
 وكان رسول الله عليه السلام يسأل زينب ابنة جحش عن امرئ

ইফকের (মিথ্যা দোষারোপের) নেতা। এরপরে আমরা মদীনায় পৌঁছলাম-এবং আমি (দীর্ঘ এক মাসের জন্য অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকলাম, এ সময় ইফকে অংশগ্রহণকারীরা মিথ্যা দোষারোপের খবর জনগণের কাছে রটিয়ে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু আমি এ সবেই জানতে পারিনি। একটা জ্বিনিস অবশ্য আমার মনে লাগছিল, তা হচ্ছে এই যে, আমার অসুস্থ অবস্থায় সাধারণতঃ রসূল (সঃ) যে রকম মমতা দেখাতেন, এবারে তিনি আমার প্রতি তেমন মমতা দেখাচ্ছেন না। রসূল (সঃ) আমার কাছে আসতেন, সালাম করতেন অতঃপর জিজ্ঞেস করতেন, “সে এখন কেমন আছে?” এরপরে চলে যেতেন। এতে আমার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল, কোন কিছ্ ঘটেছে হয়ত, কিন্তু আমি রোগ থেকে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত এ সমস্ত মিথ্যা দুর্নাম রটনার কিছ্ই জানতে পারিনি। একদা উম্মে মিসতাহর সাথে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য ‘আল-মানাসি’ নামক স্থানে গেলাম। যেখানে আমরা প্রাকৃতিক ক্রিয়াসম্পন্ন করতাম। তখনকার সময় পর্যন্ত আমাদের সব ঘরে পাল্লখানা নির্মিত হয়নি এবং এক রাতের বেলা থেকে পুনরায় রাত পর্যন্ত আমরা বাইরে বের হতাম না। এবং অভ্যাসটা ছিল অনেকটা প্রাচীন আরবদের ন্যায় (মরুভূমি বা তাঁবুর ভেতরে) পাথের মধ্যে মল ত্যাগ করা, কেননা আমরা এটাকে অর্থাৎ ঘরের মধ্যে পাথে মলত্যাগ করাকে কামেলার এবং ক্ষতির ব্যাপার বলে মনে করতাম। সুতরাং আমি উম্মে মিসতাহর সাথে বাইরে গেলাম। সে ছিল আবু রুহম বিন আব্দে মানাফের কন্যা আর তার মা ছিল সাখর বিন আমিরের কন্যা এবং এ ব্যক্তি ছিল আবু বকরের শ্বাগ্দ আর তার পুত্র ছিল মিসতাহ ইবনে উসাসাহ্। যখন আমরা আমাদের কাজ সমাধা করলাম, উম্মে মিসতাহ এবং আমি আমাদের ঘরের কাছে ফিরে এলাম। পথিমধ্যে উম্মে মিসতাহ আঘাত পেলো এবং সহসা তার মূখ থেকে বেরুল : মিসতাহ ধ্বংস হোক! আমি তাকে বললাম, তুমি কি ধরনের খারাপ কথা উচ্চারণ করলে! তুমি এমন একটি লোককে গালি দিচ্ছ যে, বদরের যুদ্ধে অংশ নিরেছে। সে বলল, “হাঁ হতোস্মি তুমি কোথায়? তুমি শোননি সে কি বলছে?” আমি বললাম : “সে কি বলেছে?” তখন সে ইফকের (মিথ্যা দুর্নাম রটনার) ঘটনা যা এর রটনাকারীরা বলে বেড়াচ্ছে খুলে বলল, যা আমার অসুখ আরো বাড়িয়ে দিল। যখন আমি ঘরে ফিরে এলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে আসলেন। এবং সালাম করার পরে জিজ্ঞেস করলেন : “সে কেমন আছে?” আমি বললাম : “আপনি কি আমাকে আমার পিতামাতার কাছে যেতে অনুমতি দিবেন?” তখন আমি তাদের কাছ থেকে এ খবর সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে অনুমতি দিলেন। এবং আমি পিতামাতার কাছে চলে গেলাম এবং মাকে জিজ্ঞেস করলাম : “আম্মা! লোকের এসব কি বলাবলি করছে?” আমার আম্মা বললেন : “কন্যা, এটাকে সহজভাবে গ্রহণ করো। আল্লাহর কসম! এমন কোন সুন্দরী মহিলা নেই, যাকে তার স্বামী ভালবাসে এবং যার অন্য স্ত্রী তার খুঁত বের করার চেষ্টা করে না এমন ঘটনা খুবই কম।” আমি বললাম : “সুবহানালাল্লাহ! সত্যি কি লোকেরা এ ব্যাপারে বলাবলি করছে?” সে রাত আমি ভোর পর্যন্ত কামাকাটি করে কাটিয়ে দিলাম। না কখনও আমি কান্না থামাতে পেরেছি, না ঘুমাতে পেরেছি। এমনকি ভোরের সূর্য উদয় হয়েছে এবং তখনও আমি কাঁদছি। যখন অহী বিলম্বিত হলো, রসূল (সঃ) আলী ইবনে আবু তালিব এবং উসামা ইবনে যায়েদকে তাঁর স্ত্রীকে তালুক দেয়ার ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য ডাকলেন। উসামা ইবনে যায়েদ রসূল (সঃ)-কে তাঁর স্ত্রীর নির্দেশ হওয়া সম্পর্কে যা জানে তাই বলল এবং তার প্রতি তাঁর যে ভালবাসা রয়েছে, তাও উল্লেখ করল। সে বলল, “হে আল্লাহর রসূল! সে আপনার স্ত্রী এবং তার মধ্যে ভাল ছাড়া মন্দ কখনও কিছ্ দেখতে পাইনি।” কিন্তু আলী ইবনে আবু তালিব বললেন : “ইয়া রসূলুল্লাহ! আল্লাহ আপনার প্রতি কোন বিধিনিষেধ আরোপ করেননি, এবং আমাদের সমাজে সে ছাড়া অসংখ্য মেয়েলোক রয়েছে। আর প্রকৃত অবস্থা জানতে চাইলে (তার) দাসীকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন, সে আপনাকে সত্য কথা বলবে।” আয়েশা (রাঃ) আরো বলেছেন : অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বান্নীরাফে ডাকলেন, এবং বললেন : “হে বান্নীরা, তুমি কি কখনও এমন কিছ্ দেখেছ, যা তোমার মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে?” বান্নীরা

বলল : আল্লাহর কসম ! যিনি আপনাকে সত্য স্বীকৃতিসহ (নবী হিসেবে) পাঠিয়েছেন, আমি তার মধ্যে খারাপ কিছু দেখিনি, যে সম্পর্কে আপত্তি করা যেতে পারে। তবে দোষ শুধু এতটুকুই দেখেছি যে, সে একটি অল্পবয়স্কা বালিকা মাত্র, সে কখনও পরিষ্কারের আটা অরক্ষিত রেখে ঘুমিয়ে পড়ত আর ছাগল এসে তা খেয়ে ফেলত। অতঃপর নবী (সঃ) উঠলেন এবং লোকদের সামনে (ভাষণ দিলেন) এবং কোন একজনকে বললেন যে, কে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের বিরুদ্ধে (এই মিথ্যা মর্নাফ রটানোর জন্য) প্রতিশোধ নিতে পারে? রসূল (সঃ) মিম্বারে বসা থাকাকালীন বললেন : “হে মূসল-মানেরা ! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে আমার স্বীয় ওপর মিথ্যা অভিযোগ তুলে, আমাকে যথেষ্ট কষ্ট নিয়েছে; তার আক্রমণ থেকে আমাকে বাঁচাতে সাহায্য করতে পারে? আল্লাহর শপথ ! আমি আমার স্বীদের মধ্যে ভাল ছাড়া কিছুই দেখতে পাইনি, এবং লোকেরা এমন একটি লোককে দোষী করেছে, যার সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া কিছুই জানি না। এবং সে কখনও আমার অনুপস্থিতিতে আমার ঘরে আসেনি।” এ কথা শুনে সায়াদ ইবনে মুয়ায আল আনসারী দাঁড়িয়ে বললেন : “ইয়া রসূলুল্লাহ ! আল্লাহর কসম ! অভিযোগকারী যদি আওস গোত্রের লোক হয় তা থেকে আপনাকে নিষ্কৃতি দেব, তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করব। আর সে যদি আমাদের ভাই খায়রাজ কবীলার লোক হয়, তবে আপনি যা বলবেন তাই করব।” এ কথা শুনে সায়াদ ইবনে উবাদা দাঁড়িয়ে গেলেন, যিনি ছিলেন খায়রাজ গোত্রের প্রধান, তিনি এ ঘটনার পূর্বে একজন সং ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু এ সময় তিনি স্বীয় গোত্রের সার্থে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তিনি সায়াদ (ইবনে মুয়ায)-কে বললেন, “অবিশ্বাস্য আল্লাহর কসম ! তুমি মিথ্যা কথা বলেছ, তুমি তাকে হত্যা করবে না এবং তুমি কখনও তাকে হত্যা করতে পারবে না।” এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে উসাইদ ইবনে হুদাইর, সায়াদের চাচাতো ভাই দাঁড়াল এবং সায়াদ ইবনে উবাদাকে বলল : “তুমি একজন মিথ্যাবাদী ! চিরন্তন আল্লাহর কসম ! আমরা নিশ্চয়ই তাকে হত্যা করব। তুমি মূনাফিক এবং মূনাফিকের পক্ষ সমর্থন করছ।” সুতরাং আওস ও খায়রাজ গোত্রের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠল এমনকি তারা লড়াইতে পরস্পর লিপ্ত হওয়ার উপক্রম করল। অথচ আল্লাহর নবী তখনও মিম্বরের ওপর দণ্ডায়মান ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে শান্ত করার চেষ্টা চালাতে থাকলেন এবং তারা শান্ত হলো ও চুপ করল। তিনি [আয়েশা (রাঃ)] বলেন যে, সোদিন আমি দিনভর কাঁদতেই থাকলাম, না আমার চোখের কান্না থামল না আমি নিদ্রা যেতে পারলাম। প্রত্যবে আমার পিতামাতা আমার কাছে ছিলেন এবং আমি দু’রাত ও দু’দিন একনাগাড়ে কোন ঘুম-নিদ্রা ছাড়া কাঁদতেই ছিলাম, তারা ভাবলেন যে, অতিরিক্ত কান্নার ফলে আমার কল্জে ফেটে যাবে। যখন তারা আমার সাথে ছিলেন এবং আমি কাঁদছিলাম, জনৈক আনসারী মহিলা আমার সাথে সান্নাভের অনুমতি চাইল। আমি তাকে আমার অনুমতি দিলাম, এবং সে বসেই আমার সাথে কান্না জুড়ে দিল। যখন আমি এ অবস্থায় ছিলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কাছে আসলেন এবং ছালাম করে আসনগ্রহণ করলেন। এ সমস্ত অপবাদ যখন রটাচ্ছিলো তখন থেকে তিনি কখনও আমার নিকট বসেন নাই। এ দীর্ঘ এক গাস তিনি অপেক্ষা করেছেন অশ্রু আমার ষাঁপনের কোন অহী নাযিল হয়নি। রসূল (সঃ) আমার নিকট বসার পরে তাশাহুদ পাঠ করলেন (কলেমায়ে শাহাদৎ) তারপর বললেন : “আয়েশা ! তোমার সম্পর্কে এরূপ এরূপ কথা আমার নিকট পৌঁছেছে, তুমি যদি নিষ্পাপ হয়ে থাক, তাহলে আশা করি আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ ও প্রমাণ করে দিবেন। আর তুমি যদি বাস্তবিকই কোন গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও, তওবা করো। কেননা বান্দা যখন নিজের গুনাহ স্বীকার করে তওবা করে, তখন আল্লাহ মাফ করে দেন।” যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর ভাষণ শেষ করলেন, তখন আমার চোখের পানি এমনভাবে শুকিয়ে গেল যেন একফোটা পানিও সেখানে নেই। তখন আমি আমার আত্মাকে বললাম, আপনি আমার পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথার জবাব দিন, যা কিছু তিনি বলেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম ! আমি বর্থা না, রসূল (সঃ)-কে কি জবাব দেব। তখন আমি আমার

মাকে বললাম, আপনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথার জবাব দিন। তিনিও বললেন : আমি বাকি না রসূল (সঃ)-কে কি জবাব দেব। তখনও আমি বয়সে বালিকা মাত্র এবং আমার কোরআনের জ্ঞানও ছিল অল্প, তবুও আমি বললাম : “আল্লাহর কসম! আমি জ্ঞান আপনারা এ কাহিনী (ইফ্ক বা মিথ্যা দূর্নাম) শুনছেন, অমনি তা মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছে এবং বিশ্বাস করে বসেছেন। সুতরাং এখন আমি যদি বলি আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং আল্লাহ জানেন যে, আমি নির্দোষ, তবে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর আমি যদি শব্দ শব্দই এমন একটা কথা স্বীকার করে নেই, যা আমি আদৌ করিনি—এবং আল্লাহ জানেন যে, আমি দোষের কোন কাজ করিনি এবং আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন। এ অবস্থায় হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পিতার [ইয়াকুব (আঃ)] উদাহরণ ছাড়া আর কোন উপায় দেখি না। তিনি বলেছিলেন : “আমার জন্য একমাত্র সবর-এখতিয়ার করাই উপযুক্ত, যা তোমরা আমাকে বলছ এ ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর সাহায্যই কামনা করা উচিত।” এ কথা বলে আমি অপরাধকে পাশ ফিরে আমার বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম এবং সে সময় আমি জানতাম যে, আমি নির্দোষ এবং আল্লাহ আমার নির্দোষিতা প্রকাশ করে দেবেন। কিন্তু আল্লাহর কসম! তখন এ ধারণা আমার মনে কখনও আসেনি যে, আল্লাহ আমার সপক্ষে ‘অহী’ নাযিল করবেন এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত তিলাওয়াত হতে থাকবে। কেননা আমি নিজেই কখনও এতো সৌভাগ্যবতী মনে করিনি যে, আল্লাহ আমার সম্পর্কে কিছু বলবেন এবং তা তিলাওয়াত হতে থাকবে। বরং আমি মনে করেছিলাম যে, হযরত রসূল (সঃ) কোন স্বপ্ন দেখবেন, যার মাধ্যমে আল্লাহ আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করবেন। আল্লাহর কসম! নবী (সঃ) তাঁর স্থান ত্যাগ করেননি এবং আর কেউ তখনও ঘর ছেড়ে বের হন নাই; এমন সময় রসূল (সঃ)-এর কাছে ‘অহী’ নাযিল হলো। এবং রসূল (সঃ) অহী নাযিলকালীন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হলেন, যা সর্বদা অহী নাযিলের সময় হতো। এমনকি যদিও এ সময়টা ছিল কঠিন শীতকাল, তবুও তাঁর দেহ থেকে মৃত্তার মতো ঘামের ফোঁটা টপ টপ করে পড়ছিল। এবং এটা ছিল আল্লাহর বাণীর কঠিন বোঝা, যা তাঁর ওপরে নাযিল হচ্ছিল তার ফল। যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে অহীকালীন অবস্থা শেষ হলো তাঁকে উৎফুল্লচিত্ত দেখা গেল। হাসি সহকারে সর্ব-প্রথম যে বাক্যটি তিনি বললেন, তা ছিল এই : “হে আয়েশা! আল্লাহ তোমার নির্দোষিতার ঘোষণা দিয়েছেন।” আমার মা আমাকে বললেন : ওঠ এবং দাঁড়িয়ে তাঁর শুকরিয়া আদায় করো। আমি বললাম : “না, আমি দাঁড়িয়ে তাঁর শুকরিয়া আদায় করব না, আল্লাহ ব্যতীত আর কারো প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশও করব না। সুতরাং আল্লাহ নাযিল করলেন : “যে সকল লোক এ মিথ্যা অপবাদ রচনা করে নিয়েছে, তারা তোমাদের ধ্যেই কীতপয় লোক। এ ঘটনাকে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না, বরং এও তোমাদের জন্য কল্যাণময় হবে! যে লোক এ ব্যাপারে যতটা অংশগ্রহণ করেছে, সে ততটাই গুনাহ কামাই করেছে। আর যে লোক এ দায়িত্বের বড় অংশ নিজের মাথায় টেনে নিয়েছে, তার জন্য তো আঁত বড় আঘাব রয়েছে। তোমরা যে সময় এ কথা শুনতে পেয়েছিলে, সে সময়ই মূর্খিম পূর্ন ও মূর্খিম স্ত্রীলোকেরা নিজেদের সম্পর্কে ভাল ধারণা করল না কেন? আর কেনই বা বলে দিল না যে, এ হচ্ছে সম্পূর্ণ রূপে মিথ্যা অপবাদ? সেই লোকেরা (নিজেদের অভিযোগ প্রমাণে) চারজন সাক্ষী আনল না কেন? এখন যখন তারা সাক্ষী পেশ করল না তখন আল্লাহর নিকট তারাই মিথ্যাবাদী। তোমাদের প্রতি দুর্নামা ও আখিরাতে আল্লাহর অনুগ্রহ যদি না হতো, তাহলে যেসব কথাবার্তায় তোমরা জড়িত হয়ে পড়েছিলে, ত্বের প্রতিশোধ হিসেবে বড় আঘাব এসে তোমাদেরকে গ্রাস করত। (একটু ভেবে দেখ, তখন তোমরা কতো বড় ভুলই না করেছিলে,) যখন তোমাদের এক মূর্খ থেকে অন্য মূর্খে এ মিথ্যাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলে, আর তোমরা নিজেদের মূর্খে সেই সব কথাই বলে বেড়াচ্ছিলে, যে সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না। তোমরা ওটাকে একটি সাধারণ কথা মনে করছিলে, অথচ আল্লাহর নিকট এটা ছিল অনেক বড় কথা। এটা শোনা মাত্রই তোমরা কেন বলে দিলে না, “এ ধরনের কথা মূর্খে উচ্চারণ করা আমাদের শোভা পায় না।

আল্লাহ্ মহান ও পাক-পবিত্র। এটা তো এক বিরাট মিথ্যা দোষারোপ।” আল্লাহ্ তোমাদেরকে নাছিবত করেন, ভবিষ্যতে যেন তোমরা এরূপ কাজ আর কখনো না করো—যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় হেদায়াত দিচ্ছেন। আর তিনি বড় বিজ্ঞ এবং সূক্ষ্মশীল। যেসব লোক চায় যে, ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লক্ষ্যতা বিস্তার লাভ করুক, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ্-ই জানেন, তোমরা জানো না। আল্লাহর অনুগ্রহ যদি তোমাদের প্রতি না থাকত, তাহলে (এই যে বিষয়টি তোমাদের মধ্যে ছড়ানো হয়েছিল, তা খুবই নিকৃষ্ট দেশাতো) প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্ বড়ই দয়াবান ও করুণাময়।”

যখন আল্লাহ্ তা'আলা আমার নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য এ (আয়াতসমূহ) নাযিল করলেন। আব্দ বকর সিদ্দীক, যিনি মিসতাহ্ ইবনে উসামাকে ভরণপোষণ সরবরাহ করতেন। উল্লিখিত ব্যক্তির সাথে তার আত্মীয়তার খাতিরে এবং তার দারিদ্রের কারণে, বললেন: আল্লাহর কসম! মিসতাহ্ আয়েশা সম্পর্কে যা বলেছে, তার কারণে তাকে ভবিষ্যতে কিছই দেব না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন:

“তোমাদের মধ্যে যারা অনুগ্রহশীল ও সামর্থ্যবান, তারা যেন কসম খেয়ে না বসে যে, তারা আপন আত্মীয়, গরীব ও আল্লাহর পথের মহাজির লোকদেরকে সাহায্য করবে না। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ্ তোমাদের মাফ করে দেন? আর আল্লাহ্ বড়ই ক্রমাশীল ও করুণাময়।”

আব্দ বকর (রা:) তৎক্ষণাৎ বললেন: “আল্লাহর শপথ! আমরা অবশ্যই চাই যে, আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দেন।”

এ অনুগ্রহী তিনি আবার মিসতাহ্‌র সাহায্য চালু করে দিলেন, যা পূর্বে তিনি দিচ্ছিলেন এবং বললেন: “আল্লাহর কসম! আমি কখনও তার এ সাহায্য বন্ধ করব না।”

রসূল (স:) যখনব বিনতে জাহাসকেও আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: “হে জয়নব! তুমি কি জেনেছ এবং কি দেখেছ?” সে উত্তর দিল: “হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার চোখ-কানকে রক্ষা করি (মিথ্যা বলা থেকে) আমি তাঁর সম্পর্কে ভাল ছাড়া মন্দ কিছই জানি না। (আয়েশা) বলেন: রসূল (স:)—এর স্ত্রীগণের মধ্যে জয়নব আমার সমকক্ষ ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে পরহেজগারীর কারণে রক্ষা করেন। কিন্তু তাঁর বোন হামনা, তাঁর পক্ষ থেকে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় এবং সেও বরবাদ হয়ে যায়, যেসব অন্যান্য দুর্নাম রটনাকারীরা খবসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسَكُتُ فِيمَا
اَفْتَمَرْتُمْ فِيهِ عَادَابَ عَظِيمٍ

“তোমাদের প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত যদি না হতো, তাহলে যেসব কথাবার্তার তোমরা জড়িত হয়ে পড়েছিলে, তার প্রতিশোধ হিলেবে বড় আঘাত এসে তোমাদেরকে গ্রাস করত।”

৩৮৭. مَثَأَمَّ رُومَانَ أُمَّ عَائِشَةَ أَتَمَّا تَالَتْ لِمَا رَمَيْتْ عَائِشَةَ حُرَّتْ

مَغْتِيًا عَلَيْهَا

৪৩৯০. আরেশা (রাঃ)-এর মা উম্মে রুমান বর্ণনা করেছেন : “যখন আরেশাকে (মিথ্যা আভিযোগে) অভিযুক্ত করা হলো তখন সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল।”

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

إِذْ تَلَقَوْنَهُ بِالسِّنْتِكُمْ وَتَقُولُونَ يَا قُوا هَهُكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ
وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

“যখন তোমরা এক মূখে থেকে অন্য মূখে এ মিথ্যাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলে, আর তোমরা নিজেদের মূখে সেসব কথা বলে বেড়াচ্ছিলে, যে সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না; তোমরা শুটকে একটি সাধারণ কথা মনে করছিলে, অথচ আল্লাহর নিকট এটা ছিল অনেক বড় কথা।”

৯১-৯২ - عَنْ ابْنِ أَبِي مَالِيكَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقْرَأُ إِذْ تَلَقَوْنَهُ بِالسِّنْتِكُمْ

৪৩৯১. ইবনে আবী মূলাইকা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি আরেশা (রাঃ)-কে পাঠ করতে শুনছি : “যখন তোমরা একটি মিথ্যা আবিষ্কার করলে (এবং এটাকে) এক মূখে থেকে অন্য মূখে বহন করলে।”

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

ذُلًّا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ
هُذَا بَهْمَاتٌ عَظِيمَةٌ

“এ কথা শোনা মাত্রই তোমরা কেন বলে দিলে না, এ ধরনের কথা মূখে উচ্চারণ করা আমাদের দোষা পায় না। আল্লাহ পাক-পবিত্র ও মহান। এটা তো একটা বিরাট মিথ্যা ঘোষণা।”

৯২-৯৩ - عَنْ ابْنِ أَبِي مَالِيكَ قَالَ إِسْتَأْذَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَبْلَ مَوْتِهَا عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ
مَخَاطِبَةٌ نَأَتْ أَحْسَنَ أَنْ يَتَنَبَّأَ عَلَى فَيْقِلَ بْنِ مَعْرُوسٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمِنْ جُودِ الْمُسْلِمِينَ
قَالَتْ إِذْ تَوَالَهُ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدِينَ تَأْتِيكَ تَأْتِي ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ نَأَتْ بِمَخْبَرٍ
إِنْ شَاءَ اللَّهُ رُوحَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَنْكُحْ بَكْرًا غَيْرَكَ نَزَلَ عِنْدَ رِكَ
مِنَ السَّمَاءِ وَدَخَلَ ابْنُ الرَّبِيعِ خِلَانَهُ فَقَالَتْ دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَأَتْ عَلَى
وَدِدْتُ إِنْ كُنْتُ نِسَاءً مَسِيًّا

৪৩৯২. ইবনে আবী মূলাইকা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : ইবনে আব্বাস (রাঃ) আরেশা (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন, এ সময় তিনি মূত্ব-বন্দাগ্ন কাভর ছিলেন। তখন তিনি বললেন : “আমি আশংকা করছি যে, তিনি অতিমাত্রায় আমার প্রশংসা করবেন।” তখন তাঁর (আরেশার) কাছে বলা হলো : “তিনি হচ্ছেন রসূ-

নুসলাহ (সঃ)-এর চাচাতো ভাই এবং একজন নেতৃস্থানীয় মুসলমান।” অতঃপর তিনি বললেন : “তাকে আসার অনুমতি দাও।” তিনি প্রবেশ করে বললেন : “আপনি কেমন আছেন?” তিনি উত্তর দিলেন : “আমি ভাল আছি, যদি আমি (আল্লাহকে) ভয় করি।” (ইবনে আব্বাস) বললেন : “ইনশাআল্লাহ আপনি ভাল আছেন, যেহেতু আপনি রসূল (সঃ)-এর সহধর্মিণী এবং তিনি আপনাকে ব্যতীত আর কোন কুমারীকে বিয়ে করেননি এবং আপনার নির্দেশিতা আকাশ থেকে নাশিল হয়েছিল।” অতঃপর ইবনে যুবাইর প্রবেশ করলেন এবং আয়েশা (রাঃ) তাকে বললেন : “ইবনে আব্বাস আমার কাছে এসেছিল এবং আমার উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছে; কিন্তু আমি চাই যে, আমি যেন বিস্মৃত হয়ে যাই।”

৪৩৭৩. عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ إِسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ ثُمَّ دَلَّ بِرِيْدٍ كَرِيْمًا مَنِيًّا.

৪৩৯৩. কাসেম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : ইবনে আব্বাস (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন; এরপরে কাসেম পূর্বেক্ত হাদীস বর্ণনা করলেন, তবে “আমি যেন বিস্মৃত হয়ে যাই” কথাটি উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

يَعْظُمُ كَرَمَ اللَّهِ أَنْ تَعُوذُوا إِلَيْهِ أَبَدًا إِنَّكُمْ مَوْمِنِينَ.

“আল্লাহ তোমাদেরকে নাইহত করেন, ভবিষ্যতে যেন তোমরা কখনো এরূপ কাজ আর না করো—যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।”

৪৩৭৮. عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ تَالَتْ جَاءَ حَصَانُ بْنُ ثَابِتٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا تَلَيْتُ أَتَا ذَرِيْنَ لِمَذَا تَالَتْ أَوْلَيْسَ قَدْ أَصَابَهُ عَدَابٌ عَظِيْمٌ تَالَ سَفِيْنٌ بَعَثْنِي ذَهَابَ بَصِيْرٍ فَقَالَ حَصَانُ رَزَاكَ مَا تَزَيْتُ بِرَيْبَةٍ وَتُصْبِرُ عَزْرَتِي مِنْ كُحُوْمِ الْغَوَافِلِ . تَالَتْ لِكِنْ أَنْتِ .

৪৩৯৪. মাসরুদক (রাঃ) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : হাসান ইবনে সাবেত এসে তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইল। আমি বললাম : “এ ধরনের একটি লোককে আপনি কি করে আসার অনুমতি দিতে পারেন?” তিনি (আয়েশা) বললেন : “সে কঠিন শাস্তি ভোগ করেনি? (অধঃস্তন রাবী) সুফিয়ান বলেন যে, এর দ্বারা তার (হাসানের) দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়ার দিকে তিনি ইঙ্গিত করেছেন। হাসান এ প্রেক্ষিতে কবিতার নিম্ন পংক্তি দু’টি বলল : এক সতীসাধনী, খোদাতার মহিলা, যার সম্পর্কে কোন সন্দেহ জাগতেই পারে না। তিনি কখনও সতীস সম্পর্কে অমনোবোগী মহিলাদের ব্যাপারে তাদের অগোচরে আলোচনা করেন না।

এ কথা শুনে তিনি (আয়েশা) বললেন : “তবে তুমি (সে রকম নও)।”

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وَيَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ الْإِمَامَاتِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
“আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শন স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি বড় বিজ্ঞ এবং সৎকর্মশীল।”

২৩৭৫ - عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلَ حَسَانَ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى عَائِشَةَ فَشَبَّهَا وَقَالَ
 حَصَانٌ رَزَاتٌ مَا تَرْتَنُّ بِرَبِيبَةٍ . وَتَصِيرُ عَرُوثِي مِنْ لُحُومِ الْغَرَائِلِ قَالَتْ لَسْتُ
 كَلَدَاكَ ثَلَمْتُ تَدْعِينِ مِثْلَ هَذَا . يَدُ حَلِّ عَلَيْكَ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ وَالزَّيْثُ
 تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُرُهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَقَالَتْ دَأَى عَذَابٍ أَشَدَّ مِنْ أَلْعَى
 وَقَالَتْ وَقَدْ كَانَ يَرَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

৪০৯৫. মাসরূক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান ইবনে সাবেত আরেশা (রাঃ)-এর কাছে আসল এবং নিন্দালিখিত কবিতার পংক্তি আবৃত্তি করল :

“এক সতীসাপনী ধোদাভারী মহিলা, যার সম্পর্কে কোন সন্দেহ জাগতে পারে না। তিনি কখনও সতীস সম্পর্কে অমনোযোগী মহিলাদের অগোচরে তাদের বিষয় আলোচনা করেন না।” আরেশা (রাঃ) বললেন : “কিন্তু তুমি নও।” আমি (তাকে) বললাম : আপনি এমন একজন লোককে কেন আপনার কাছে প্রবেশের অনুমতি দিলেন, যার সম্পর্কে আল্লাহ নাখিল করেছেন : “আর যে লোক এ দায়িত্বের বড় অংশ নিজের মাথার নিয়েছে, তার জন্য তো বড় আযাব রয়েছে।”

তিনি [আরেশা (রাঃ)] বললেন : “অন্যের চেয়ে বড় আযাব আর কি আছে?” তিনি আরো বললেন : “সেই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পক্ষ থেকে (কাফেরদের) প্রতিবাদ করেছে।”

অনুব্রহ্ম : আল্লাহর বাণী :

إِنَّ الَّذِينَ يَجْتَبُونَ أَنْ تَنْشِجَ الْفَاحِشَةَ فِي الدِّينِ أَمْثَلُكُمْ عَذَابُ
 الْيَوْمِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ . وَلَوْ لَدَّ
 فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً وَأَنَّ اللَّهَ رُؤُفٌ رَحِيمٌ . وَلَا يَأْتِلِ أَوْلَا
 الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَ
 الْمَسَاكِينِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْقُوبُ أَلْيَضْحَكُوا إِلَّا تَجْحَدُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ
 وَاللَّهُ فَظُّوهُ رَحِيمٌ .

“যেব লোক চায় যে, ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লক্ষ্যতা বিস্তার লাভ করুক, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। আল্লাহই জানেন, তে মরা জানো না। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহম না থাকত (তাহলে এ যে বিষয়টি তোমাদের মধ্যে ছড়ানো হয়েছিল, তা নিকট পরিণাম দেখাও) প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ বড়ই দয়ালব, করুণাময়। তোমাদের মধ্যে যারা অনুগ্রহশীল ও সামর্থ্যবান, তারা যেন কলম ধরে না বসে যে, তারা আপন আত্মীয়, গরীব ও আল্লাহর পথের মহাজির লোকদের সাহায্য করবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত। মার্জনা করা উচিত। তোমরা কি চাও না যে,

আল্লাহ তোমাদেরকে সাক্ষ করে দিবেন? আর আল্লাহ বড়ই ক্রমাগত, করুণাময়।”

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : “যখন আমার সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছিল (ইফকের ঘটনা) এবং যে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ বেখবর ছিলাম, রসূল (সঃ) (মিস্বরের ওপরে) দাঁড়ালেন এবং লোকদের সামনে ধ্বংসা (ভাষণ) দিলেন। তিনি (সর্বপ্রথম) কলেমা শাহাদত পাঠ করলেন অতঃপর আল্লাহর হামদ ও সানা (প্রশংসা ও গুণগান) বর্ণনা করলেন, যে পরিমাণ হামদ ও সানার তিনি যোগ্য। এরপরে লোকদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন : “হে জনমণ্ডলী! যারা আমার স্ত্রী সম্পর্কে মিথ্যা দুর্নাম রচনা করেছে, তাদের সম্পর্কে তোমাদের মতামত দাও। আল্লাহর কসম! আমি তার সম্পর্কে কোন কিছু খারাপ জানি না। আল্লাহর কসম! তারা তার সাথে এমন এক ব্যক্তিকে জড়িত করেছে, যার সম্পর্কে আমি কখনও মগ্ন কিছু জানি না এবং সে আমার উপস্থিতি ব্যতীত কখনও (একা) আমার ঘরে প্রবেশ করেনি। এবং আমি যখনই কোন সফরে বেরিয়েছি, সেও আমার সাথে সফরে বেরিয়েছে।” (ভাষণ শেষে) সায়্যাদ ইবনে মুয়ায দাঁড়িয়ে বলল : “ইয়া রসূলুল্লাহ (সঃ)! আমাকে তাদের শিরচ্ছেদ করার অনুরোধ দিন।” এ সময় বনী খাযরাজ গোত্রের (সায়্যাদ ইবনে উবাদার পাশের) জনৈক ব্যক্তি যার সাথে (কাবি) হাস্‌সান ইবনে সাবতের মাতার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল—সে দাঁড়াল এবং (সায়্যাদ ইবনে মুয়াযকে লক্ষ্য করে) বলল : “তুমি মিথ্যা কথা বলেছ। আল্লাহর কসম! যদি ঐ (দোষী) ব্যক্তির আওস গোত্রের লোক হতো, তাহলে তুমি তাদের ঘাড় থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করতে চাইতে না।” (বাদানবাদের ফলে পরিষ্কৃতি এমন পর্যায় উপনীত হলো) যে, উভয় গোত্রের মধ্যে মসজিদদের মধ্যেই একটা খারাপ কিছু ঘটবার আশংকা দেখা দিল, এবং আমি এসব সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। সোদিন বিকেলে আমি আমার কিছু প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য বাইরে গেলাম এবং উম্মে মিসতাহ আমার সঙ্গে ছিল। ফেরার পথে উম্মে মিসতাহ হোঁচট খেয়ে পড়ল এবং বলল : “মিসতাহ ধ্বংস হোক!” আমি বললাম : “হে (সন্তানের) মা! তুমি কেন নিজ পুত্রকে গালি দিচ্ছ? এ কথা শুনলে উম্মে মিসতাহ কিছুক্ষণের জন্য চূপ হয়ে গেল এবং স্বীকৃতির বাঁচট খেয়ে সে বলল : “মিসতাহ ধ্বংস হোক।” আমি তাকে বললাম : “তুমি তোমার পুত্রকে গালি দিচ্ছ কেন?” সে পুনরায় তৃতীয়বারের মত হোঁচট খেয়ে বলল : “মিস্তা ধ্বংস হোক!” এ জন্য আমি তাকে ভৎসনা করলাম। সে বলল : “আল্লাহর কসম! আমি তাকে তোমার ব্যাপার ব্যতীত অন্য কোন কারণে ভৎসনা করিনি।” আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম : “আমার কোন ব্যাপার?” তখন সে আমার কাছে সব ঘটনা খুলে বলল। আমি বললাম : “সত্যই কি এরূপ ঘটেছে?” সে বলল : “আল্লাহর কসম! হ্যাঁ।” এরপরে আমি তাস্জব হয়ে নিজ ঘরে ফিরলাম এবং আমি এ কথা ভুলেই গেলাম যে, কি প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলাম। এরপরে আমি জরুরে আক্রান্ত হলাম এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললাম : “আমাকে আমার পিতাভাগ্যে পাঠিয়ে দিন।” সতরাং তিনি একজন ছাত্রকে আমার সাথে পাঠালেন এবং আমি যখন ঘরে প্রবেশ করলাম, তখন (আমার মা) উম্মে রুমানকে নীচতলায় পেলাম, (আমার পিতা) আবু বকর ওপরের তলায় কিছু আবৃত্ত করছিলেন। আমার মা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : “হে (আমার) কন্যা! কি ব্যাপার তোমাকে (আমাদের বাড়ীতে) এনেছে?” আমি তাকে খবর দিলাম এবং তাকে সব ঘটনা খুলে বললাম, কিন্তু তিনি এটা সেভাবে উপলব্ধি করলেন না, যেভাবে আমি উপলব্ধি করেছিলাম। তিনি বললেন : “এটাকে সহজভাবে গ্রহণ করো, কেননা এমন কোন সুন্দরী মহিলা নেই, যার স্বামী তাকে ভালবাসে এবং তার আরো স্ত্রী রয়েছে কিন্তু তারা তার প্রতি সৈধ্যম্বিত হয় না এবং তার বদনাম করে বেড়ায় না এমন ঘটনা খুব কমই ঘটে থাকে। কিন্তু সংবাদটির (ভারাবহতা) তিনি উপলব্ধি করলেন না যেভাবে আমি করলাম। আমি (তাকে) জিজ্ঞেস করলাম : “আমার পিতা কি এ সম্পর্কে জানেন?” তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম : “রসূল (সঃ)-ও কি এ বিষয় জানেন?” তিনি উত্তর দিলেন : “হ্যাঁ, আল্লাহর রসূল (সঃ)-ও এ কথা জানেন।” সতরাং পানিতে আমার চোখ ভরে গেল এবং

কাঁদলাম। আবু বকর (রাঃ) যিনি ওপরে বসে পড়ছিলেন, আমার শব্দ শুনে নীচে নেমে আসলেন এবং আমার মাকে জিজ্ঞেস করলেন : “তার (আয়েশার) কি হয়েছে?” তিনি বললেন : তার সম্পর্কে যা কিছু বলা হচ্ছে, তা সে শুনছে।” এ কথা শুনে আবু বকরও কাঁদলেন এবং বললেন : “হে কন্যা! আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাকে নিজ ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য মিনতি করছি।” আমি আবার নিজ ঘরে ফিরে গেলাম আর রসূল (সঃ) আমার ঘরে আসলেন। তিনি আমার মহিলা পরিচারিকাকে আমার (চরিত্র) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। মহিলা পরিচারিকা বললো : “আল্লাহর কসম! আমি তার চরিত্রের মধ্যে কোন চুটি দেখিনি, শুধুমাত্র তাকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখেছি এবং বকরী এসে ঘরে ঢুকে আটা খেয়ে ফেলেত।” এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কতিপয় সাহাবী তাকে ধমক দিয়ে বলল : “রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে সত্য কথা বলো।” অবশেষে তারা তার কাছে (ইচ্ছকের) সব ঘটনা খুলে বলল। এ কথা শুনে সে বলল : “সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানি না তবে স্বর্ণকার তার একটুকরা খাঁটি স্বর্ণের (খাঁটি হওয়ার) বিষয় যা জানে, আমিও শুধু তাই জানি।” অতঃপর এ খবর ঐ ব্যক্তির কাছেও পৌঁছিল, যে ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, এবং সে বলল : “সুবহানাল্লাহ! আমি কখনও কোন মহিলার গোপনাত্মক উদ্ভাঙ্গ করিনি।” আয়েশা বলেন : পরবর্তীকালে এ লোকটি আল্লাহর রাস্তায় শাহাদত বরণ করেন। তিনি বলেন : পরদিন সকালে আমার পিতামাতা আমাকে দেখতে আসলেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে আসা পর্যন্ত তাঁরা আমার নিকট অবস্থান করলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) আছরের নামায শেষে আমার কাছে আসলেন। রসূল (সঃ) যখন আমার কাছে আসলেন, সে সময় আমার ডানে ও বাঁয়ে আমার পিতামাতা বসেছিলেন। তিনি [রসূল (সঃ)] সবপ্রথম আল্লাহ তাআলার হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন এবং বললেন : “হে আয়েশা! অতঃপর যদি তুমি কোন অনায়াস করে থাক অথবা ডুল করে থাক, তাহলে আল্লাহর কাছে তওবা করো, কেননা আল্লাহ তাঁর যাম্মার তওবা কবুল করে থাকেন।” জনৈক আনসারী মহিলা এসেছিল এবং দরওয়াজার নিকট বসেছিল। আমি তাকে [রসূল (সঃ)-কে] বললাম : “অন্য একজন মহিলার উপস্থিতিতে এরূপ কথা বলা কি অশোভন নয়?” অতঃপর রসূল (সঃ) আমাকে নাছহত করলেন। আমি আমার পিতার দিকে ফিরলাম এবং তাকে (আমার পক্ষ থেকে) তাঁর কথার প্রতিউত্তর দেয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। আমার পিতা বললেন : “আমি কি বলব?” অতঃপর আমি আমার মার দিকে ফিরলাম এবং তাকে তাঁর কথার উত্তর দিতে বললাম। তিনিও বললেন : “আমি কি বলব?” যখন আমার মাতাপিতা রসূল (সঃ)-এর (কথার) জবাব দিলেন না, তখন আমি বললাম : “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই এবং রসূল (সঃ) তাঁর রসূল। আল্লাহ যেরূপ হামদ, সানা পাওয়ার যোগ্য, তদ্রূপ হামদ-সানার পর আমি বললাম : অতঃপর আল্লাহর কসম! আমি যদি আপনাদেরকে বলি যে, আমি এ ধরনের (জঘন্য নিকৃষ্ট) কাজ করিনি এবং আল্লাহ-ই ভাল জানেন যে, আমি সত্য কথা বলছি, তাহলে আপনাদের কাছে আমার কথা কোন কাজে আসবে না। কেননা আপনারা এ কথা বলাবলি করেছেন এবং আপনাদের হৃদয়ে একটা ধারণা বন্ধমূল হয়ে আছে। আর আমি যদি আপনাদের বলি যে, আমি এ অপরাধ করেছি এবং আল্লাহ ভাল জানেন যে, আমি এসব করিনি। তাহলে আপনারা বলবেন যে, সে অপরাধ স্বীকার করেছে। আল্লাহর কসম! আমি আমার জন্য ইউসুফের পিতার [তখন আমি ইয়াকুব (আঃ)-এর নাম স্মরণ করতে পারিছিলাম না] উদাহরণ ব্যতীত সূন্দর উপমা খুঁজে পাচ্ছি না, যখন তিনি বললেন : “তোমরা যা বলছ, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার জন্য ছবর-এখতিয়ার করাই সর্বোত্তম এবং একমাত্র আল্লাহর সাহায্যই কামনা করা যার।” ঠিক সে মুহূর্তে রসূলুল্লাহর কাছে অহী নাযিল হতে থাকল এবং আমরা সবাই চূপচাপ থাকলাম। যখন অহী নাযিল শেষ হলো, আমি রসূলের মুখমুণ্ডে আনন্দের চিহ্ন দেখতে পেলাম, তিনি নিজ চেহারা থেকে (খাম) মুছে, বলছিলেন : “হে আয়েশা,

তোমার জন্য সুনবাব! আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা নাযিল করেছেন।” এ সময় আমি উমানক ক্রোধান্বিত ছিলাম। আমার পিতামাতা বললেন : “ওঠ এবং তাঁর কাছে যাও।” আমি বললাম : “আল্লাহর কসম! এ কাজ আমি করব না এবং তাকেও ধন্যবাদ দিব না এবং আপনাদেরকেও ধন্যবাদ দিব না, কিন্তু আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব। যিনি আমার নির্দোষিতা নাযিল করেছেন। আপনারা (এ কাহিনী) শুনছেন, কিন্তু আপনারা তা অস্বীকার করেননি এবং (আমার সমর্থনে) বদলাতেও চেষ্টা করেননি।” আরেশা (রাঃ) আরো বললেন : জয়নব বিনতে আব্বাসকে আল্লাহ হেফাজত করেছেন, এটা তার তাকওয়ীর কারণেই। সুতরাং সে (আমার সম্পর্কে) ভাল ব্যতীত কোন (খারাপ) মন্তব্য করেনি, কিন্তু তার বোন হামনা বরবাদ হয়েছিল, অন্যান্যারা বরবাদ হয়েছিল তাদের সাথে। যারা আমার সম্পর্কে (কুকথা) বলত, তারা ছিল মিসতাহ, হান্‌সান ইবনে সাবিত এবং মুনাব্বিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, যে এই (মিথ্যা) শব্দ ছাড়িয়ে বেড়াতে এবং অন্যদেরকেও ছড়াবার জন্য উশ্কানি দিত এতে হামনার খুব বড় অংশ ছিল।” তিনি (আরেশা) বললেন : আব্দ বকর (রাঃ) কসম খেলেম যে, তিনি কখনও মিসতাহকে কোনরূপ সাহায্য করবেন না, তখন আল্লাহ নাযিল করলেন : “তোমাদের মধ্যে যারা অন্ত্রহীন ও সামর্থ্যহীন, তারা যেন কসম খেয়ে না বলে যে, তারা আপন আত্মীয়, গরীব ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের সাহায্য করবে না। তাদের কমা করা উচিত, মার্জনা করা উচিত। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ তোমাদেরকে মাক করে দেবেন? আল্লাহ বড়ই কমাশীল, করুণাময়।”

(এ পরিপ্রেক্ষিতে) আব্দ বকর বললেন : হাঁ, আল্লাহর কসম! হে আমাদের রব! আমরা চাই যে, আপনি আমাদেরকে কমা করে দিবেন। অতঃপর আব্দ বকর পুনরায় মিসতাহকে পূর্বের ন্যায় ভরণপোষণ সরবরাহ করা শুরু করলেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : *وَلِيُضْرِبَنَّ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ*
 “এবং তারা যেন নিজেদের বন্ধুদের ওপর ওড়নার আঘাত ফেলে রাখে।”

আরেশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : “আল্লাহ তা’আলা প্রাথমিক ধৃগের মূহাজির মহিলাদের প্রতি রহম করুন। আল্লাহ তা’আলা এ আয়াতটি নাযিল করলে তারা তাদের সম্মুখস্ত বস্ত্রখণ্ড ছিঁড়ে তা দিয়ে মূখমণ্ডল ঢেকে ফেলল।”

৪৩৭৬ - *عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ
 آيَةُ وَالْيَضْرِبَنَّ مَجْمُوعَهُمْ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ أَخَذَنَ الرَّهْمَنُ فَشَقَّقَهَا مِنْ قِبَلِ
 الْحَوَائِجِ فَأَحْتَمَرْنَ بِهَا.*

৪৩৯৬. সাফিয়া বিনতে শাইবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আরেশা (রাঃ) বলতেন : “এ আয়াত নাযিল হলে, মহিলারা তাদের কোমরবন্ধের কাপড়ের প্রান্তদেশ কেটে সেই টুকরা দিয়ে (ওড়না বানিয়ে) মূখমণ্ডল ঢেকে রাখে।”

সূরা আল-ফোরকান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

الَّذِينَ يَحْشُرُونَ عَلَىٰ دُجْرِهِمْ إِلَىٰ جَمْعٍ أَوْلِيكَ شَرًّا مَّكَانًا وَ
أُمَّلًا سَيِّئًا.

“সে সকল লোকদেরকে নিশ্চিন্দা করে আহাম্মাদের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে, তাদের অবস্থা হবে খুবই শোচনীয় আর তাদের পথ হবে মারাত্মক ধরনের ভ্রান্ত।”

৭২৭৮ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ يُحْشَرُ الْكَافِرُ
عَلَىٰ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَا عَلَى الرَّجُلَيْنِ فِي الدُّنْيَا
فَادْرَأَ عَلَىٰ أَنْ يَمْشِيَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ تَنَادَا بَلَىٰ وَعِزَّةٌ رَبَّنَا

৪৩১৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল : “হে আল্লাহর রসূল! কাফেরদেরকে কি হাশরের দিন নিশ্চিন্দা করে একত্রিত করা হবে?” তিনি বললেন : “যিনি এ দু'নিয়ায় তাকে দু'পায়ের ওপর হাঁটাতে পারলেন তিনি কি হাশরের দিন তাকে নিশ্চিন্দা করে চালাতে সক্ষম নন?” কাভাদা (একজন অধঃস্তন রাবী) বলেছেন : হাঁ, আমাদের রবের ক্ষমতার শপথ! (তিনি এটা করতে সক্ষম)।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا.

“যারা আল্লাহর সাথে আর কাউকে মাবুদ বা ইলাহ (হিসেবে) ডাকে না, আল্লাহর নিষিদ্ধ কোন জীবনকে কোন বৈধ কারণ ছাড়া হত্যা করে না এবং যারা ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় না। আর যে কেউ এ কাজ করবে, সে তার (কৃত পাপের) প্রতিফল পাবে।” ‘আনাম’ অর্থ শাস্তি বা পরিণাম ও প্রতিফল।

৭২৭৯ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَوْسِدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيُّ
الدُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نَسَدًا أَوْ تَخْلُقَكَ تَلْتِ
تَمْرًا أَيْ قَالَ تَمْرًا أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَمِيئَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ تَلْتِ تَمْرًا أَيْ قَالَ

تَسْرَأَن تَزَانِي بِجَلِيلَةِ جَارِكَ قَالَ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْإِلَهَ الْحَقِّ.

৪০৯৮. আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি অথবা অন্য কোন ব্যক্তি (স্বাধীন সম্পদে) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম : “আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? উত্তরে তিনি বললেন : যদিও এক আল্লাহ-ই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তা সত্ত্বেও অন্য কাউকে তাঁর প্রতিশ্রুতী করা।” আমি জিজ্ঞেস করলাম : “এরপর কোনটি?” তিনি উত্তর দিলেন : “এ ভয়ে তোমাদের সম্মতন হত্যা করা যে, তারা তোমাদের খাদ্যে জাগ বসাবে।” আমি জিজ্ঞেস করলাম : “এরপর কোনটি?” তিনি উত্তর দিলেন : তোমার প্রতিবেশীর স্থায়ী সাথে অবৈধ যৌনক্রিয়ার লিপ্ত হওয়া।” অতঃপর রসূল (সঃ)-এর বাণীর সমর্থনে নিম্নলিখিত আয়াত নাযিল হলো : “যারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে মা'বুদ (বা ইলাহ) হিসেবে ডাকে না এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ কোন জীবনকে (শরীয়তের) বৈধ কারণ ছাড়া হত্যা করে না এবং যারা জেনা, ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না।”

۴۳۹۹- هُنَّ الْقَاسِمَاتُ ابْنِ بَرَّةَ أَنْتَ سَأَلَ سَعِيدُ بْنُ جَبْرِ هَلْ لِمَنْ
تَقْتُلُ مَوْمِنًا مَتَعَمُدًا مِنْ تَوْبَةٍ فَقَرَأَتْ عَلَيْهِ. وَالَّذِينَ لَا يَقْتُلُونَ
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْإِلَهَ الْحَقِّ فَقَالَ سَعِيدٌ قَرَأْتَهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا
قَرَأْتَهَا عَلَى فَقَالَ هَذِهِ مَكِّيَّةٌ أُرَاهُ نَسَخْتَهَا آيَةً مَدَنِيَّةً الَّتِي فِي
سُورَةِ النَّسَاءِ.

৪০৯৯. কাসেম ইবনে আব্দু বায'যা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সাঈদ ইবনে যুবাইরকে জিজ্ঞেস করলেন : “যদি কেউ কোন ম'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তবে তার কি তওবার সুযোগ থাকে?” এর সাথে আমি তিলাওয়াত করলাম : “বৈধ কারণ ছাড়া কোন প্রাণকে হত্যা করা না।” সাঈদ বললেন : এ আয়াত যা তুমি আমার সামনে তিলাওয়াত করলে, আমিও ইবনে আব্বাসের সামনে তিলাওয়াত করেছিলাম। ইবনে আব্বাস বললেন : এ আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়েছিল এবং সূরা নিসার আয়াত যা পরে মদীনায় নাযিল হয়েছে—“যারা এ আয়াতটি মনসুখ বা রহিত হয়ে গিয়েছে।”-৫২

۴۴۰۰- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي مَثَلِ
الْمُؤْمِنِ نَدَّ حَلَّتْ فِيهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي الْآخِرِ مَا نَزَلُ
وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ.

৫২. সূরা ফুরকানের আল্লাহ তা'আলা ম'মিনের হত্যাকারীকে তওবার সুযোগ দিয়েছিলেন। ৭০ নং আয়াত দ্রষ্টব্য। কিন্তু সূরা নিসার আল্লাহ বলেন : “যে ব্যক্তি কোন ম'মিনকে জেনেশুনে হত্যা করবে, তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম, যার মধ্যে সে চিরদিন থাকবে। ১০ আয়াত দ্রষ্টব্য। হযরত ইবনে আব্বাসের মতে সূরা নিসার আয়াত সূরা ফুরকানের আয়াতকে মনসুখ করেছে।

৪৪০০. সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, কুফার লোকেরা মূ'মিনের হত্যার ব্যাপারে মতভেদে লিপ্ত হলে আমি ইবনে আশ্বাসের নিকট গেলাম এবং তাকে এ ব্যাপারে (জিজ্ঞেস) করলাম। ইবনে আশ্বাস (রাঃ) বললেন : "(সূরা নিসার) আয়াত ছিল সর্ব-শেষ—(নির্দেশ), যা এ প্রসঙ্গে নাসিল হয়েছিল এবং কোন কিছই তা মনসুখ বা বাতিল করেনি।"

৪৪০১. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى
فَجَنَّ إِدْرَاءُ جَهَنَّمَ قَالَ لَا تَوْبَةَ لَهُ وَمَنْ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ وَلَا يَدُ عَوْتٍ
مَعَ اللَّهِ الْمَا أَحْرَقَالَ كَأَنْتَ هِدِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ

৪৪০১. সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : আমি ইবনে আশ্বাসকে আল্লাহর (নিম্নোক্ত) বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম : "তার প্রতিফল হচ্ছে জাহান্নাম।" তিনি (উত্তরে) বললেন : "তার (মূ'মিনকে হত্যাকারীর) কোন তওবা কবুল করা হবে না।" আমি তাকে (নিম্নোক্ত) আল্লাহর বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম : "যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবুদকে ডাকে না।" তিনি বললেন : "এ আয়াত জাহেলী যুগের মূ'মিনদের সম্পর্কে।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُخْلَدُ فِيهِ مِمَّا نَأَى

"হাসরের দিন তার আযাব হবে দ্বিগুণ, এবং সেখানে সে চিরস্থায়ী আত্মশস্ত জীবন-ধারণ করবে।"

৪৪০২. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ قَالَ ابْنُ أَبِي سُرَيْبٍ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ
مَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا أَجْزَاءُ جَهَنَّمَ وَقَوْلِهِ
وَالَّذِينَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ حَتَّىٰ بَلَغَ الْأَمَنَ تَابَ
فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِمَا نَزَلَتْ قَالَ أَهْلٌ مَكَّةَ فَقَدْ عَدَدْنَا بِاللَّهِ وَقَتْنَا النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنِّي أَلْفَوْا حَتَّىٰ فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ
وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَىٰ قَوْلِهِ غَوْرًا رَّحِيمًا .

৪৪০২. সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বা (রাঃ) বললেন : ইবনে আশ্বাস (রাঃ)-কে (নিম্নোক্ত) আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো : "এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মূ'মিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম।" এছাড়াও আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী (সম্পর্কেও তাকে জিজ্ঞেস করা হলো) : "এবং তারা কাউকে হত্যা করে না, যা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন, শূ'ধুমাত্র সত্য (শরীয়তসম্মত) কারণ ব্যতীত.....তবে তাদের ব্যতীত, যারা তওবা করে এবং সংকাজ করে।"

অতঃপর আমি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : (এ আয়াত) নাযিল হলে মক্কার লোকেরা বলল : “আমরা আল্লাহর সাথে অন্যকে সমকক্ষ করেছি, যে প্রাণ হত্যা আল্লাহ হারাম করেছেন, আমরা তা হত্যা করেছি, এবং আমরা অবৈধ যোনু ব্যভিচার করেছি।” অতঃপর আল্লাহ নাযিল করলেন : “তবে তাদের ব্যতীত যারা তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে.....এবং আল্লাহ হচ্ছেন বড় ক্ষমাশীল এবং ধুবই দয়াবান।”

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

إِلَٰمَاتٍ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأَوْكَتْ لِكَ يَبْدِلَ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

“তবে যারা তওবা করে, ঈমান আনবে এবং আমলে সালাহ বা সৎ কাজ করবে। এ ধরনের লোকদের জন্য আল্লাহ তাদের পাপকে পুণ্যে পরিবর্তন করে দেন এবং আল্লাহ হচ্ছেন ধুব ক্ষমাশীল ও দয়াবান।”

۴۴۰۳. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي أَزَى أَنِ أَشَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَآلَتُهُ قَالَتْ لَمْ يَنْسُخْهَا شَيْءٌ وَعَنْ الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ قَالَتْ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ.

৪৪০৩. সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুর রহমান ইবনে আব্বাস আমাকে নিম্নবর্ণিত আয়াত দু’টি সম্পর্কে ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করার জন্য নির্দেশ দিলেন, (তন্মধ্যে প্রথমটি হলো) : “এবং যে ব্যক্তি কোন মু’মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে।” আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : এ আয়াতটি কোন কিছু মনসুখ করেনি। দ্বিতীয় আয়াতটি হচ্ছে : “এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদকে ডাকে না।” তিনি বললেন : এ আয়াত গুনাহীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : فسوف يكون لزاما هلكت

“অতঃপর ভয়াবহ মশগল তোমাদের জন্য অবিরত চলতে থাকবে।” লিয়ামো অর্থ ধবংস।

۴۴۰۴. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ خَمْسَةٌ قَدْ مَضَيْنَ الدَّخَانَ وَالْقَمَرُ وَالرُّومُ وَ الْبَطْنَةُ وَاللِّزَامُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا هَلَاكًا.

৪৪০৪. আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : পাঁচটি (বিরাট ঘটনা) ঘটে গেছে, ধ্বংস (দর্ভিক), চন্দ্র (শ্বিখিডিত হওয়া), রোম (এর বিজয়), (শক্তিশালী) পাকড়াও এবং ধবংস যা ভবিষ্যতে ঘটবে।

সূরা আশ-শু'আরা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وَلَا تَغْزَىٰ يَوْمَ يَجْمَعُونَ

“আমাকে সেইদিন লাজিত করে না, যেদিন সব মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করে উঠানো হবে।”

আব্দ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেন : কিয়ামতের দিন ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে কাতারা এবং গাবারা দ্বারা আচ্ছাদিত দেখতে পাবেন (অর্থাৎ কালো অশ্বকারময় চেহারা বিশিষ্ট)।

৪৮০৫- عَنْ ابْنِ مَرْيَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَلْقَىٰ إِبْرَاهِيمَ أَبَاهُ فَيَقُولُ
يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَن لَّا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ فَيَقُولُ اللَّهُ إِنِّي حَرَمْتُ
الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ.

৪৪০৫. আব্দ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন : (কিয়ামতের দিন) ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতার সাক্ষাত পাবেন এবং বলবেন, হে রাসূলু আলামীন! আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, হাশরের দিনে আমাকে লাজিত করবেন না। আল্লাহ বলবেন : “আমি কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করছি।”

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وَالذَّرْعِمْنَ - وَأَخْفَضَ جَنَاحَكَ
“নিজের নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে ভয় দেখাও এবং (ঈমানদার লোকদের মধ্যে) যারা
তোমার অনুসরণ করে, তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করে।”

৪৮০৬- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ
صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يَنَادِي يَا بَنِي فِهْرٍ يَا بَنِي عَبْدِ لَيْطُونٍ
فَرُئِيَتْ حَتَّىٰ اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا
لِيَنْظُرَ مَا هُوَ فَبَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ نَوَاحِبُكُمْ أَنْ
حَيْلًا يَا لَوَادِي تَرْبِيدُ أَنْ تُغَيِّرَ عَلَيْكُمْ أَكْثَرَكُمْ مَصْدَقِي قَالُوا نَعَمْ مَا
جُرْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ
شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ يَا لَيْتَكَ سَأَرْتُ الْيَوْمَ لِهَذَا جَمَعْتُنَا فَنَزَلَتْ
تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ.

৪৪০৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (নিম্ন বর্ণিত) আয়াত : “তুমি তোমার

নিকটাত্মীদেরকে হুঁশিয়ার করে দাও!” নাযিল হলে নবী (সঃ) ছাফা (পাহাড়ে) আরোহণ করলেন এবং বলতে আরম্ভ করলেন : “হে বনী ফিহির! হে বনী আদি।” কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের লোকদের আহ্বান জানাতে থাকলেন, যতক্ষণ না তারা সকলে স্তম্বেত হলো। যারা নিজেরা উপস্থিত হতে পারল না, তারা নিজেদের বাতাবহ পাঠাল যাতে করে দেখতে পারে, সেখানে কি ঘটছে। আব্দু লাহাব এবং কুরাইশ গোত্রের অন্যান্য লোকেরা আসল। নবী (সঃ) বললেন : “মনে করো, আমি তোমাদের বললাম যে, সেখানে (শত্রুদের) একটি অশ্বারোহী বাহিনী উপত্যকার তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে চায়, তাহলে তোমরা কি বিশ্বাস করবে?” তারা বলল : “হাঁ! কেননা আমরা তোমাকে কখনও সত্য ছাড়া মিথ্যা বলতে শুনিনি।” তখন তিনি [নবী (সঃ)] বললেন : “আমি তোমাদের জন্য আগত ভয়াবহ শাস্তির জন্য সতর্ককারী।” আব্দু লাহাব [নবী (সঃ)-কে লক্ষ্য করে] বলল : “আজ গোটা দিনের জন্য তোমার ধ্বংস হোক, এ উদ্দেশ্যেই কি তুমি আমাদের ডেকেছিলে?” অতঃপর নাযিল হয় : “আব্দু লাহাবের দুঃহাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক। তার (ধন-সম্পদ-সম্ভ্রান্তি) আর যা কিছু সে উপার্জন করেছে, তা তার কোন কাজেই আসল না।”

২২৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خِيَتِ أَنْزَلَ اللَّهُ وَأَنْزَلُ عَشِيرَتِكَ الْأَتْرَبِينَ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةٌ مَحْرُومًا اسْتَرَوْا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَاةٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَسَ بْنَ عَبْسٍ أَلَمْ يَطْلُبِ لَدَاغِنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا صَفِيَّةَ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ سَلَيْتِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تَابِعَهُ أَصْبَحَ عَنِ ابْنِ وَهَبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ.

8809. আব্দু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “তোমার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে ভয় দেখাও।” আয়াতটি নাযিল হলে নবী (সঃ) দাঁড়িয়ে বললেন : “হে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা! অথবা এ ধরনের অন্য কোন শব্দ (রাবীর সন্দেহ) নিজেদের বিক্রি করে; আমি তোমাদেরকে আল্লাহর (পাকড়াও) থেকে রক্ষা করতে পারব না (যদি তাঁর নাফরমানী করো)। হে বনী আবদে মানাফ! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর (শাস্তি) থেকে রক্ষা করতে পারব না (যদি তোমরা তাঁর আনুগত্য না করো)। হে আবদুল মনজালিবের পুত্র আব্বাস! আমি তোমাকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা করতে পারব না (যদি তাঁর) বিরোধিতা করো)। হে সাফিয়া, নবী (সঃ)-এর ফুফু, আমি তোমাকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা করতে পারি না (যদি তুমি তাঁর আনুগত্য না করো)। হে ফাতিমা, মূহাম্মদ (সঃ)-এর কন্যা! তুমি যা খুঁশি আমার সম্পদ থেকে চাও, কিন্তু আমি তোমাকে আল্লাহর (পাকড়াও) থেকে বাঁচাতে পারি না (যদি তুমি তাঁর আনুগত্য না করো)।”

সূরা আন-নামল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

‘আল-খাবা’ গোপন জিনিস। ‘লা কিবালা-লাহূম’ মানে তাদের কোন কমতা নেই। ‘সারহূন’ একবচন। এর মানে প্রাসাদ এবং স্ফটিকের গাড়া। বহুবচনে সারহূন। ইবনে আব্বাস বলেন, “ওয়ালাহা আরশূন আজীম” এর অর্থ হচ্ছে তাঁর সিংহাসন মহামূল্যবান এবং সুবর্ণ করুকামের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ‘মুসলেমীনা’ মানে অনুগত হয়ে। ‘মুদিফা’ মানে নিকটবর্তী হলো। ‘আমিদাতুন’ মানে আপন অবস্থানে দৃঢ়। ‘আউযিনী’-মানে আমাকে করো। ‘নাকিরূ’ মানে পরিবর্তন করে দাও। মুজাহীদ বলেন : ওয়াউতীনা ল ইলমা’ আমাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে—এটা হযরত মুলাইমান (আঃ)-এর উক্তি। (কারো কারো মতে এটা বিলকীসের উক্তি)। ‘আস-সারহূন’ ছিল পানির একটি হাউস। হযরত মুলাইমান (আঃ) তাকে কাঁচ ম্বারা আচ্ছাদিত করে দিয়েছিলেন। (তাই দেখে মনে হতো যেন পানিতে ডাতি করা হয়েছে)।

সূরা আল-কাসাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

إِنَّا لَأَنۡتَهِیۡ مِنۡ أَحۡبَبَتۡ وَلَٰكِنۡنَا لَنۡ نَّهۡدِیۡ مِنۡ یَّشَآءُ

“তুমি মাকে চাইবে, তাকেই হেদায়াত করতে পারবে না। তবে আল্লাহ মাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন।”

۴۴.۸ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَ فِينَهُ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ أَيُّ عَمْرٍ قُلْ لِإِلَهِ الْإِلَهِ كَلِمَةً أَحَابَّرُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ اتَّرَفَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كُلَّمَا يَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِينِدُ إِيَّاهُ فَكَذَّبَ الْمَقَالَةَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ أَخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لِإِلَهِ الْإِلَهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ لَا أُسْتَحْفَرُ نَ لَكَ مَا لَمْ أَنَّهُ عَمَكَ نَأْتُرُكَ اللَّهُ. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَأُتُرَ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّا لَأَنۡتَهِیۡ مِنۡ أَحۡبَبَتۡ وَلَٰكِنۡنَا لَنۡ نَّهۡدِیۡ مِنۡ یَّشَآءُ

৪৪০৮. সাঈদ ইবনু লু মূসাইয়্যার তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন : যখন আব্দু তালিব মৃত্যু-শযায় ছিল, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কাছে এলেন, সেখানে তিনি আব্দু জাহল এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়া ইবনে আল্ মূগীরাকে তাঁর কাছে পেলেন। রসূল (সঃ) বললেন : “হে চাচা! বলুন : ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। এটা এমন এক বাক্য, যার সাহায্যে আমি আপনার জন্য আল্লাহর দরবারে পক্ষ সমর্থন করব।” এতে আব্দু জাহল এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্দু উমাইয়া (আব্দু তালিবকে) বলল : এখন কি তুমি আবদুল মূস্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবে? রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে ঐ কলেমা গ্রহণের দাওয়াত দিয়েই চললেন অপরদিকে ঐ ব্যক্তিস্বয়ং তার সামনে তাদের কথা বার বার বলেই চলল। এমন কি আব্দু তালিবের শেষ বাক্য ছিল এই : “আমি আবদুল মূস্তালিবের ধর্মের ওপরে আছি।” এবং কলেমা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলতে অস্বীকৃতি জানালো। (বর্ণনাকারী) বলেন, এ পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : “আল্লাহর কসম! যতক্ষণ না আমাকে নিবেদন করা হয় ততক্ষণ আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেই থাকব।” অতঃপর আল্লাহ তা’আলা নাযিল করলেন : “এটা রসূল এবং মু’মিনদের জন্য সমীচীন নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা চাইবে।” এবং এরপরে আল্লাহ তা’আলা বিশেষভাবে আব্দু তালিবের প্রসঙ্গে নাযিল করলেন : “তুমি যাকে চাইবে তাকেই হেদায়াত করতে পারবে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন।”

অনুব্ধেদ : আল্লাহর বাণী : ان الذى فرض عليك القرآن
“(হে নবী!) নিশ্চিত জেনো, যিনি এ কোরআন তোমার ওপর ফরয করেছেন, (নাযিল করেছেন) তিনি তোমাকে এক পরম কল্যাণময় পরিণতিতে অবশ্যই পৌঁছাবেন।”

৯-৭৮ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَأَى رَسُولَكَ إِلَى مَعَادٍ قَالَ إِلَى مَكَّةَ .

৪৪০৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : তোমাকে মা’আদে পৌঁছাবেন অর্থ মক্কাতে পৌঁছাবেন।

সূরা আল আত-কাবূত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

মুজাহিদ বলেন : তারা গোমরাহী দেখাছিলো। “ফালা-ইয়া লামান্নাল্লাহ” মানে আলেকাল্লাহ—আল্লাহ জেনে নিলেছেন। যেমন ‘ফালা ইউমাইয়্যাহুল্লাহুল খাবীসা’ মানে আলেকাল্লাহুল খাবীসা—আল্লাহ অপবিত্রকে পবিত্র থেকে পৃথক করেছেন মানে জেনে নিলেছেন। ‘আস-কালাম মা’আ আসকালিহিন’ এ আয়াতে আসকাল মানে আওয়ার—বোঝার ওপর বোকা।

সূরা আর-ক্রম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

১০-৭৮ - عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْجِدُ فِيَّ كَيْدَةً فَقَالَ

يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ
 وَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنِينَ كَهَيْئَةِ الزُّكَّامِ فَفَزَعْنَا نَائِبَتِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَكَانَ
 مُتَكِبًا فَخَفِيبٌ جُلَسَ فَقَالَ مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلْ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ
 اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ لَا أَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ
 لِنَبِيِّهِ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ
 وَإِنَّ تَرْيِبًا أَبْطُوا عَنِ الْإِسْلَامِ نَدَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ
 اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسْبِ يَوْسُفَ فَأَخَذَ ثَمَرُ سَنَةٍ حَتَّى
 هَلَكَوا فِيهَا وَادَّكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ وَيَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ
 السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ فَجَاءَهُ أَبُو مَسْعُودٍ فَقَالَ يَا
 مُحَمَّدُ جِئْتَ نَأْمُرُنَا بِصَلَةِ الرَّجِيمِ وَإِنَّ تَوَمَّكَ قَدْ هَلَكَ وَانْفَادُ
 اللَّهُ فَقَرَأَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ إِلَى قَوْلِهِ عَائِدُونَ
 أَيْ كَسَفَتْ عَنْهُمْ عَذَابُ الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَ ثَمَرٌ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ
 فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى يَوْمَ بَدْرٍ وَلِوَزَامًا
 يَوْمَ بَدْرٍ أَلْمَغْرِبَتِ الرَّؤْمِ إِلَى سَيِّجِلْبُونَ وَالرُّؤْمُ نَدْمُنِي.

৪৪১০. মাসরূক (সঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি কিন্দা গোত্রের সম্মুখে বক্তৃতা দিচ্ছিল, সে (বক্তৃতায়) বলছিল : “হাশরের দিন ধোঁয়া আসবে এবং মনুষ্যিকদের প্রবণতা এবং দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে ফেলবে। মনঃমিনগণ শব্দ সর্দিজনিত ক্রেশের মতো কষ্ট অনুভব করবে।” এ সংবাদ আমাদেরকে আতঙ্কিত করল। সূতরাং আমি (আবদুল্লাহ) ইবনে মাসউদের নিকট গেলাম। তখন তিনি তাকিয়া হেলান দিয়ে বসেছিলেন (এবং তাকে সব ঘটনা খুলে বললাম) যার কারণে তিনি রাগান্বিত হলেন (সোজা হয়ে) বসলেন এবং বললেন : যে ব্যক্তি কোন বিষয় জানে সে বলতে পারে, কিন্তু সে যদি না জানে তবে তার বলা উচিত, আল্লাহ তা’আলাই ভাল জানেন। কোন বিষয় না জানলে তবে জ্ঞানের পরিচয় এটাই বলা যে, আমি জানি না। আল্লাহ তা’আলা তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে বলেছেন : “(হে নবী এদেরকে) বলা যে, ম্বান প্রচারের জন্য আমি তোমাদের নিকট থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আর আমি বানোয়াটকারী লোকদের মধ্যেও কেউ নই।”

কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ করতে বিলম্ব করে, সূতরাং নবী (সঃ) তাদের জন্য বন্দোবস্ত করেন : “হে আল্লাহ! তুমি তাদের প্রতি ইউসুফ (আঃ)-এর ন্যায় সাত বছরের (দর্ভক্ষ) দিয়ে আমাকে সাহায্য করো।” অতঃপর তারা এমন ভয়াবহ দর্ভক্ষের সম্মুখীন হলো যে, তারা এমনভাবে খবুসের মুখোমুখি হলো, যার ফলে মৃত জন্তু এবং তার হাড় খেতে বাধ্য হলো। তারা (ভয়ানক ক্ষুধার তাড়নায়) আকাশ এবং পৃথিবীর মাঝখানে ধোঁয়ার মতো দেখতে লাগল। অতঃপর আব্দ সূফিয়ান তাঁর নিকট এসে বললো : “হে মহাম্মদ! তুমি নিকটোত্তমীদের প্রতি ভাল ও সদয় ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়ার জন্য এসেছ অথচ তোমার

নিকটজনেরা এখন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আল্লাহর কাছে তাদের (মুক্তির) জন্য দো'আ করো। অতঃপর তিনি তিলাওত করলেন : “অতঃপর তোমরা লক্ষ্য করো, যোদিন আকাশ এক রকমের ধোঁয়া উদ্‌গীরণ করবে, যা স্পষ্টভাবে দেখা যাবে.....কিন্তু সত্যই তোমরা তোমাদের পথে ফিরে যাবে।”

ইবনে মাসউদ আরো বলেছেন, অতঃপর শাস্তি বন্ধ হলো, কিন্তু তারা শিরকের দিকে ফিরে গেল (তাদের পুরাতন পথে) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা (তাদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করলেন)। “একদিন তোমাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা হবে।” এবং সেটা ছিল বদরের যুদ্ধের দিন। আল্লাহর বাণী : “এবং শীঘ্রই অবশ্যম্ভাবী (শাস্তি) আসবে।” বদরের যুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহর বাণী : “আলিফ-লাম-মীম, রোমানরা পরাজিত হয়েছে.....এবং তারা তাদের পরাজয়ের পরে পুনরায় জয়লাভ করবে।” এটা ম্বারা বৃদ্ধা যায় যে, রোমানদের পরাজয় নির্ধারিত হয়ে গেছে।

অনুচ্ছেদ : لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله “আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই।” এখানে খালিকুল্লাহ বা আল্লাহর সৃষ্টির অর্থ আল্লাহর ম্বীন, যেমন খালিকুল আউয়ালীন মানে ম্বীনুল আউয়ালীন—পরিবর্তীদের ম্বীন আর ফিতরাত বা প্রকৃতি মানে ইসলাম।

۴۴۱۱- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُودٍ اِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَا لَهٗ يَهُودًا اَوْ نَصْرَانِيَةً اَوْ مَجْسَانِيَةً كَمَا تَبْتِغِي الْبَهِيمَةَ بِمَهْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تَحْسُونَ فِيهَا مِنْ جَدَاءٍ ثُمَّ يَقُولُ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيُّمُ-

৪৪১১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন : “কোন শিশুই ফিতরাত (ইসলাম) ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় না। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বানায়, খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়, যেমন একটি জন্তু একটি পূর্ণাঙ্গা বাচ্চার জন্ম দেয়, তোমরা কি এর দেহের কোন অংগ অপূর্ণ পাও। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : “আল্লাহর প্রকৃতি, যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সত্য-সার্থক ম্বীন।”

স্বরা লোকমান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم “আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা না। প্রকৃত কথা এই যে, শিরক অতিবড় ধ্বংসের কাজ।”

۴۴۱۲- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

وَقَالُوا إِنَّا لَشَرٌّ لِّبَنِي إِيمَانَهُ يُطَاقِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّهُ لَيْسَ بِذَلِكَ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ إِذْ بَيَّنَّهُ إِنَّ الشِّرْكَ لَكَلِمَةٌ عَظِيمَةٌ

৪৪১২. আবদুল্লাহ [ইবনে মাসউদ (রাঃ)] বর্ণনা করেছেন, “যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে য়ুল্‌দুলাহের সাথে মিশ্রিত করেনি।” আয়াতটি নাযিল হলে এটা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাদের জন্য খুবই কঠিন মনে হলো। সুতরাং তারা বললেন : “আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তার ঈমানকে য়ুল্‌দুলাহের সাথে মিশ্রিত করেনি?” রসূল (সঃ) বললেন : “এ আয়াত দ্বারা এ অর্থ ব্দ্বাকানো হয়নি। তোমরা কি লোকমানের পদ্বের প্রতি তার বাণী শোননি : “শিরক বড় য়ুল্‌দুলাহের কাজ।”

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ان الله عبده علم الساعة “নিশ্চয় সেই সময়ের আন আল্লাহর-ই নিকট রয়েছে।”

۴۴۱۳ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَتْ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ إِذْ آتَاهُ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا إِدِيمَاتُ قَالَ الْإِدِيمَاتُ أَتِ تَوْمِنٌ بِاللَّهِ وَمَلَكٌ نَكَبَهُ وَرَسِيلُهُ وَلِقَائِهِ وَتَوْمِنٌ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا إِسْلَامٌ قَالَ الْإِسْلَامُ أَتِ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ نَبِيًّا وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَقْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا إِحْسَانٌ قَالَ الْإِحْسَانُ أَتِ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّ لَكَ لَكَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى (تَقُومُ) السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا يَأْتِيهَا مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا نَزَلَتْ الْمَرْأَةُ رُبَّمَا فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا كَانَ الْحَفَاةُ الْمَرْأَةَ رُؤُوسِ النَّاسِ فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمَنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ثُمَّ الصَّرَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ رُدُّوا عَلَيَّ فَأَخَذَ وَالْيَرْدُ وَافْتَرَى وَاشْتَبَهَ فَقَالَ هَذَا جِبْرَيْلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ.

৪৪১৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদের সাথে বসেছিলেন, (এমন সময়) জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো : “হে আল্লাহর রসূল! ঈমান কি?” নবী (সঃ) বললেন : আল্লাহ-তে বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর ফেরেশতাগণের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর এবং তাঁর নবী-রসূলগণের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং

আল্লাহর সাথে সাক্ষাত এবং পরকালের ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করা।” লোকটি প্রশ্ন করল : “হে আল্লাহর রসূল (স:)! ইসলাম কি?” রসূল (স:) উত্তর দিলেন : “ইসলাম (অর্থ) হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করবে না এবং সালাত (নামায) কয়েম করবে, জাকাত আদায় করবে এবং রমযানের রোজা রাখবে।” লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল : “হে আল্লাহর রসূল! ইহুসান কি?” তিনি উত্তরে ইরশাদ করলেন : “আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করা, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ; আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।” লোকটি আরো জিজ্ঞেস করল : “হে আল্লাহর রসূল! সেই সময় (কিয়ামত) কখন হবে?” নবী (স:) উত্তরে বললেন : “বাক্য প্রশ্ন করা হয়েছে, সে প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশী জানে না, কিন্তু আমি তোমাকে এর কতিপয় নিদর্শন বর্ণনা করব। যখন দাসী আপন মনিবকে প্রসব করবে, এটা ওয় একটি নিদর্শন, আর যখন নগ্নপদ এবং নগ্নদেহধারীরা লোকদের নেতা হবে, এটাও তার একটি নিদর্শন। এবং (কিয়ামতের) সময় সেই পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্গত, যা আল্লাহ বাস্তবিত কেউ অবগত নন। সেই সময়ের জ্ঞান আল্লাহরই নিকট রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ, তিনিই জ্ঞানের মায়েদের গর্ভে কি লালিত হচ্ছে।” অতঃপর লোকটি চলে গেলো। নবী (স:) বললেন : “তাকে আমার কাছে পুনরায় ডেকে আন।” তারা তাকে ফিরিয়ে আনতে গেল, কিন্তু তাকে দেখতে পেল না। নবী (স:) বললেন : “তিনি ছিলেন জিবরাইল, লোকদেরকে ম্বীন শিখাবার জন্য এসেছিলেন।”

২৭১৮ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِفْتَاحُ الْخَيْبِ حُمْسٌ تَمْرٌ قَرَأَتْ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمَ السَّاعَةِ

৪৪১৪. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স:) বলেছেন : “অদৃশ্যের চাবি হচ্ছে পাঁচটি।” অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : “নিশ্চয়ই সেই সময়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই নিকট রয়েছে.....।”

সূরা আস-সাজ্জদা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনূচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : لَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ

“তাছাড়া তাদের জন্য যে সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোন প্রাণীরই তার খবর নাই।”

২৭১৯ - عَنْ ابْنِ مَرْيَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْلَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشِيرٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِتْرَادُ إِثِّ شَتْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ .

৪৪১৫. আবু হুরাইরা (রা:) বর্ণনা করেছেন, রসূল (স:) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা

ইরশাদ করেছেন। “আমি আমার সৎ বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত রেখেছি, যা কখনও কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান কখনও শোনেনি এবং কোন অন্তকরণ যা কখনও কল্পনাও করেনি।” আবু হুরাইরা (রাঃ) আরো বলেছেন, তোমরা ইচ্ছা করলে তিলাওয়াত করতে পার : “তাছাড়া তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী আনন্দদায়ক যে সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোন প্রাণীরই তার খবর নাই।”

২৭১৭ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَعَدَّتْ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَأَعْيُنٌ رَأَتْ وَلَا أَذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ - ذُخْرًا مِمَّنْ بَلَّغَهُ مَا أَطْلَعْتُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَأْنَا نَسَاءً تَعَلَّمَ نَفْسٌ مَّا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرْآنٍ أَغْيَيْنَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

৪৪১৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত করেছি, যা কখনও কোন চক্ষু দেখেনি এবং কোন কান কখনো তা শোনেনি এবং কোন ব্যক্তির অন্তরের কল্পনা কখনও উদয় হয়নি। এসব ছাড়া যা কিছুই তোমরা দেখেছ, তার কোন মূল্যই নেই। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : “তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী যে (আনন্দ) সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোন প্রাণীরই তার খবর নাই।”

২৭১৮ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا دَانَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِقْرَهُوا إِنْ شِئْتُمْ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ نَأْيًا مُمْ مِنْ تَرْكِ مَا لَا فَلَئِنْ شِئْتُمْ عَصَبْتَهُ مَنْ كَانُوا يَأْتُونَ تَرْكِ دِينًا أَوْ ضِيَاعًا نَلْبَأُ نَبِيًّا دَانَا مَوْلَاكَ -

৪৪১৭. আবু হুরাইরা নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (সঃ)] বলেছেন : দুনিয়া ও আখেরাতে সকল মু'মিনের জন্য আমিই সর্বাধিক বেষ্টী কল্যাণকামী। ইচ্ছা করলে পড়তে পার : “নবী মু'মিনদের কাছে তাদের প্রাণের চেয়েও বেশী হকদার।” সুতরাং কোন মু'মিন কোন সম্পদ রেখে গেলে, তার আত্মীয়-স্বজনরাই হবে তার উত্তরাধিকারী। আর যদি কোন ঋণ অথবা (নির্ভরশীল) সন্তানাদায়ী রেখে যায়, সে যেন আমার নিকট আসে; আমিই তার অভিভাবক।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : أَدْعُوهُمْ لَابَاءَهُمْ - “তাদেরকে তাদের বাপ-দাদার নামে ডাক।”

২৭১৮ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَتَّى تَزَالَ الْقُرْآنُ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ -

৪৪১৮ আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম য়ায়েদ ইবনে হারেসা-কে আমরা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত য়ায়েদ ইবনে মুহাম্মদ ডাক্তার : "তাদেরকে তাদের বাপ-দাদার নামে ডাক, এটাই আল্লাহর নিকট বেশী ইনসাফপূর্ণ।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

لَمَنَّهُمْ مِنْ قَضِيٍّ لِحَبَدٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا

"তাদের (মু'মিনদের) মধ্যে এমনও আছে, যারা তাদের অঙ্গীকার পূরা করেছে আর কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। এবং তারা (এতে) কোন পরিবর্তন করেন।"

۴۷۱۹ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ تَرَى هَذِهِ الْآيَةَ فِي أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ .

২৪১৯. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিম্নোক্ত আয়াত 'আনাস ইবনে নাযার' প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে : "এমন মু'মিনও আছে, যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সত্য করে দেখিয়েছে।"

۴۷۲۰ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ لَمَّا نَسَخْنَا الصَّحْفَ فِي الْمَصَاحِفِ فَقَدْتُ آيَةَ مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُهَا لَمْ أَجِدْ مَا مَعَ أَحَدٍ إِلَّا مَعَ خَزِيمَةَ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي جَعَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَهَادَتَهُ شَهَادَةً رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ

৪৪২০. য়ায়েদ ইবনে সাবেত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন কোরআন মজীদ নকল করছিলাম, তখন সূরা আহ-যাবের একটি আয়াত—যা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে পড়তে শুনোঁছি—খুশায়মা আনসারী ব্যতীত আর কারো নিকট পেলাম না; যার সাক্ষীকে রসূলুল্লাহ (সঃ) দু'জন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান মর্যাদা দিয়েছেন। (আয়াতটি এইঃ) "এমন মু'মিনও আছে, যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সত্য প্রতিপন্ন করেছে।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

قُلْ لَأَرْوَا جَنَّتِكَ إِن كُنْتَن تَرُدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَذِيَّتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمِّيَعْتَنَ وَأَسْرَحَكُنَّ سَرَا حَمِيدًا

"(হে নবী,) তোমার স্ত্রীদেরকে বলে দাও! তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য চাও তবে আস, আমি তোমাদেরকে তা দান করি এবং গুন্দরভাবে বিদায় দেই।"

۴۷۲۱ - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَهَا حِينَ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُخَيَّرَ رَوَا جَهُ فَبَدَأَ أَبِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لِكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكَ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ

أَبُوئِي لَمْ يَكُنْ نَائِبًا مَرَاتِي بِفِرَاتِهِ نَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ذَالِ يَأْيَاهَا تَبِيحِي قُلِّ
لَا زَادَ جِكَ إِنْ كُنْتُن تَرِدُنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرَبِّتَهُمَا تَعَالَيْنِ أُمَّتَعَكُنِّي وَ
أُسْرَحَكُنِّي سَرَا جَمِيلًا. وَإِنْ كُنْتُن تَرِدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْأَدَارَ
الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ مِنْكَ أَجْرًا عَظِيمًا نَقَلَتْ لَهُ مِنْ أَبِي
هَذَا أَسْأَمُ أَبُوئِي فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْأَدَارَ الْآخِرَةَ.

৪৪২১. আরোশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ যখন তাঁকে স্ত্রীদের ব্যাপারে ইখতিয়ার দেন, তিনি সর্বপ্রথম আমার কাছে এসে বলেন : “আমি তোমাকে একটি কথা বলছি, তাড়াহুড়ো না করে পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করে জবাব দেবে।” তিনি ভাল করেই জানতেন আমার পিতা-মাতা আমাকে তাঁর থেকে বিচ্ছেদের অনুমতি দেবেন না। তিনি (আরোশা) বলেন, অতঃপর তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] বলেন, আল্লাহ বলেছেন : “তোমার স্ত্রীদেরকে বলে দাও, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য চাও তবে আস, আমি তোমাদের তা দান করি, এবং সুন্দরভাবে বিদায় দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং পরকাল চাও, তবে আল্লাহ তোমাদের মধ্যকার সংকমর্শীদের জন্য বিপুল প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।” আমি তাঁকে বললাম, এ এমন কোন বিষয় যাতে আমি পিতা-মাতার অনুমতি নেবো! কারণ, আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং পরকালই আমার কাম্য।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : **وَأَنْ كُنْتُن لَرْدُنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْأَدَارَ الْآخِرَةَ**
إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ مِنْكَ أَجْرًا عَظِيمًا

“আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং পরকাল চাও, তবে আল্লাহ তোমাদের মধ্যকার সংকমর্শীদের জন্য বিপুল প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।” ৫০

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ تَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ
تُخْشَاهُ

“আল্লাহ যা প্রকাশ করতে চান তুমি আপন হৃদয়ে তা গোপন করছিলে; অথচ আল্লাহ-ই তোমার ভয় পাওয়ার বেশী হকদার।”

۴۷۲۲ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ
مُبْدِيهِ نَزَلَتْ فِي سَأْلِ رَيْثَبِ ابْنَةِ جَعْفَرِ بْنِ حَارِثَةَ.

৪৪২২. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উপরোক্ত আয়াতটি জয়নাব বিনতে জাহাশ এবং বায়েদ ইবনে হারেসা সম্পর্কে নাথিল হয়েছে।

৫০. অপর একটি বর্ণনায় এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। উক্ত বর্ণনায় হাদীসের শেষে আরোশা (রাঃ) বলেন : “অতঃপর রসূল (সঃ)-এর স্ত্রীগণ আমার অনুসরণ করেন।”

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤَيِّ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمِنْ ابْتِغَيْتَ مِمَّنْ
عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ .

‘তাদের (স্ত্রীদের) মধ্য থেকে যাকে খুশী পৃথক করে রাখ, আর যাকে খুশী নিজে
কাছে রাখ। আর যাকে পৃথক করে রেখেছ, পসন্দ হলে তাকেও নিজের কাছে রাখলে কোন
গোনাহ নেই।’

۴۲۳ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَعَارُ عَلَى اللَّادِي وَهَبِنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ
اللَّهِ ﷺ وَاقُولُ أَتَهَبُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ
مِنْهُنَّ وَتُؤَيِّ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمِنْ ابْتِغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ تَلَّتْ
مَا أَرَى رَبِّكَ الْأَيْسَارُ فِي هَوَاكَ .

৪৪২৩. আরোশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব নারী নিজেদেরকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-
এর জন্য সোপর্দ করেছিল, তাদের জন্য আমি ঈর্ষাবোধ করতাম এবং বলতাম, নারী কি
নিজেকে এভাবে পেশ করে? তারপর আল্লাহ উপরোক্ত আয়াত নাখিল করলে আমি বললাম,
‘মনে হই আপনার রব আপনার মর্জির অনুরূপ করেন।’

۴۲۴ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْتَاذِنُ فِي يَوْمِ
الْمَرْأَةِ مَتَابَعِدَ أَنْ أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ . تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ
وَتُؤَيِّ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمِنْ ابْتِغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ
فَقُلْتُ لَهَا مَا كُنْتَ تَقُولِينَ قَالَتْ كُنْتُ أَقُولُ لَهُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَيَّ
فَأَنِّي لَأَأْرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أُذْثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا

৪৪২৪. আরোশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘ভূরজী মান তাশাউ’ আয়াতটি নাখিল
হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) স্ত্রীদের পালার (পরিষদত্বের জন্য) অনুমতি নিতেন।
(মুআয বলেন,) “আমি তাকে (আরোশাকে) ডিঙ্কেন করলাম, তখন আপনি কি বলতেন?
তিনি বললেন, পালার দিনটি যদি আমার হয়ে থাকে তাহলে আমি ইয়া রসূলুল্লাহ—আপনার
ওপর কাউকে অগ্রাধিকার দিতে চাই না।”

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

لَأَتَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِذْ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ
إِنَاءَهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مَسْتَأْنِسِينَ

لِحَدِيثِ أَنَّ ذَالِكُمْ كَانَتْ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَعِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِي
مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَنَا مَا نَسَأَ لَوْ هُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ
أَطْمَأَنَّنَا بِكُمْ وَقَلُّوْهُنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ
وَلَأَنْ تَتَكَبَّرُوا فِي رُؤُوسِهِنَّ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ
عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

“তোমরা বিনা অননুমতিতে নবীর গৃহে প্রবেশ করো না, আর খাওয়ার অপেক্ষায়ও বসে থেকে না; কিন্তু ডাকা হলে প্রবেশ করো এবং খাওয়া শেষ হলে সরে পড়ো, গল্প-গল্পবে মশগুল থেকে না। কেমনা এ ধরনের আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়। সে (নবী) তোমাদেরকে লজ্জা করে (কিছু বলেন না), আর আল্লাহ সত্য (কথা) বলতে লজ্জা করেন না। তোমরা তাদের (নবীর স্ত্রীদের) নিকট কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। তাদের এবং তোমাদের অশ্রের জন্য এটাই পবিত্রতম (পস্থা)। আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়া তোমাদের কাজ নয়। তাঁর অবতমানে কখনো তাঁর স্ত্রীদের বিবাহ করা তোমাদের সাজে না। বস্তুতঃ এটা আল্লাহর নিকট বিরাট (গৃনাহ)।”

۴۲۲۵ - عَنْ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَدُ خَلِّكَ الْبُرُودُ
أَنفًا جَرْنَا لَمْ نَمُرْتْ أُمّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ وَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ

৪২২৫. উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি [নবী (স:) -এর খেদমতে] আরম্ভ করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনার নিকট নেক-বদ লোক আসে। আপনি যদি উম্মুল মুমেনীনদের পর্দার নির্দেশ দিতেন! অতঃপর আল্লাহ পর্দার আয়াত নাযিল করলেন।

۴۲۲۶ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْبَ ابْنَةَ
جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَخَدُّونَ وَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ
لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقْرَأُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ تَامَ مَلَأُ تَامَ تَامَ وَتَعَدَّ ثَلَاثَةَ لَيَالٍ
فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَدُ خَلِّ فَادَّ الْقَوْمَ جُلُوسًا ثُمَّ انْتَهَرَ قَامُوا فَأَنْطَلَقَتْ -
فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدْ انْطَلَقُوا فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ
فَدَهَبَتْ أَدْخَلَ فَالتقى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا بِ-

৪২২৬. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ছয়নব বিনতে জাহাশের

সাথে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিবাহ উপলক্ষে তিনি লোকদেরকে দাওয়াত করেন। লোকেরা খাওয়া শেষে বসে গল্প-গুজব করতে থাকে, (এ সময়) তিনি যেন উঠতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন কিন্তু লোকেরা উঠা ছল না। অবস্থা দেখে তিনি (রসূলুল্লাহ) উঠে দাঁড়ালেন। তাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে যার ওঠার সে উঠল, কিন্তু তিন ব্যক্তি বসেই রইল। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন (বাহির থেকে) পুনরায় প্রবেশ করলেন, তখনও তারা বসেই আছে। অতঃপর তারা উঠল। (রাবী বলেন,) আমি গিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাদের চলে যাওয়ার খবর দিলে তিনি এসে (ভিতরে) প্রবেশ করলেন। আমিও প্রবেশ করতে চাইলে তিনি আমার এবং তাঁর মধ্যখানে পর্দা টেনে দিলেন। অতঃপর আল্লাহ নাসিল করলেন, “হে ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর গৃহে প্রবেশ করো না.....” আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

۴۷۲۷ - مَنْ أُنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَا عَلِمَ النَّاسَ بِهَذِهِ الْآيَةِ أَيَّةَ الْحَبَابِ لَهَا أُهْدِيَتْ زَيْنَبُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ كَأَنَّكَ مَعَهُ فِي الْبَيْتِ صَنَعَ طَعَامًا دَعَا الْقَوْمَ فَقَعَدُوا وَيَتَجَدَّدُونَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَهُمْ قَعُودٌ يَتَّخِذُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى الطَّعَامِ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاءُ إِلَى قَوْلِهِ مِيثَرًا حَبَابٍ فَمَثَرٌ حَبَابٍ دَعَا الْقَوْمَ -

৪৪২৭. আনাস ইবনে মালেক থেকে বাণিত। তিনি বলেন, এ আয়াত—হেজাবের আয়াত—সম্পর্কে আমি লোকদের চেয়ে বেশী জানি। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে জন্মনাবের যখন বিয়ে হলো এবং তিনি নবীর ঘরে এলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) খাবার তৈরী করে লোকদের দাওয়াত দিলেন। (খাওয়া শেষে) লোকেরা বসে বসে গল্প করছিল। নবী (সঃ) উঠে বাইরে গিয়ে ফিরে আসলেন, তখনও তারা বসে বসে গল্প করছিল। অতঃপর আল্লাহ নাসিল করলেন, “হে ঈমানদারগণ! তোমরা বিনা অনুমতিতে নবীর ঘরে প্রবেশ করো না পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে।” অতঃপর পর্দা টেনে দেয়া হলো এবং লোকেরা উঠে পড়ল।

۴۷۲۸ - عَنْ أُسِّ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ مَخْزُومِيَّةً وَرَحِمَ اللَّهُ نَارَ سَلَّتْ عَلَى الطَّعَامِ دَاعِيًا فَيَجِيءُ قَوْمٌ نِيَّا كَلُونَ وَيَخْرُجُونَ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ نِيَّا كَلُونَ وَيَخْرُجُونَ فَدَعَوْتُ حَتَّى مَا أَحَدٌ أَحَدًا أَدْعُوا فَقُلْتُ يَا بِنْتِ اللَّهِ مَا أَحَدٌ أَحَدًا أَدْعُوا قَالِ إِرْفَعُوا لِعَامِكُمْ وَيَعْنِي ثَلَاثَةَ رَهْطٍ يَتَّخِذُونَ فِي الْبَيْتِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنْطَلِقَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ حَلَّ الْبَيْتِ دُرْحَمَةٌ اللَّهُ فَقَالَتْ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتِ أَهْلَكَ

بَارَكَ اللهُ لَكَ فَتَقَدَّرَ حُجْرٌ نَسِيبٌ كُلِّمَنْ يَقُولُ لَمْ يَنْ كَمَا يَقُولُ لِعَائِشَةَ
وَيَقُولَنَّ لَهُ كَمَا تَأَلَّتْ عَائِشَةُ تَمْرٌ رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْذَا ثَلَاثَةَ رَهْطٍ فِي الْبَيْتِ
يَتَحَدَّثُونَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ شَدِيدَ الْجَمَاءِ فَخَجَرَهُمْ مُنْطَلِقًا مَوْحُجًا وَ
عَائِشَةُ فَمَا أَذْرِي أَخْبَرْتَهُ إِذَا خَيْرَاتُ الْقَوْمِ حَرَجُوا فَرَجَّ حَتَّى إِذَا دَخَلَ
رِجْلُهُ فِي أَشْكَفَةِ الْبَابِ دَاخِلَةٌ وَآخَرَى خَارِجَةٌ أَرَى السُّرِّيَّ وَبَيْنَهُ
وَأَنْزَلَتْ آيَةَ الْحِجَابِ -

৪৪২৮. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) এবং জয়নাব বিনতে জাহাশ-এর (বিয়ের পর) বাসর রীতিত হলে কিছ্ রুটি-গোশতের ব্যবস্থা করা হলো। তারপর আমাকে লোকদের খাওয়ার জন্য ডেকে আনতে পাঠানো হলো। একদল এসে খেয়ে চলে গেল, এরপর আর একদল এসে খেয়ে চলে গেল। পুনরায় ডেকে কাউকে পেলাম না। অতঃপর বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি তো আর কাউকে পেলাম না। তিনি বললেন, তোমাদের খাবার উঠিয়ে রেখ। তখন তিন ব্যক্তি ঘরে বসে আলাপ-আলোচনা করছিল। নবী (সঃ) বের হয়ে আয়েশার কক্ষে গেলেন এবং বললেন, “আস্-সালামোআলাইকুম আহলাল বায়ত ওয়া রাহ-মাতুল্লাহ”। উত্তরে আয়েশা বললেন, ‘ওয়া আলাইকাস্-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ’ আল্লাহ আপনাকে বরকত দিন, আপনার (নতুন) স্ত্রীকে কেমন পেলেন? এভাবে পরপর সব স্ত্রীর কক্ষে গেলেন এবং আয়েশাকে যা বলছিলেন তাদেরকেও তা-ই বললেন এবং তারাও তাঁকে উহাই বলল, যা আয়েশা বলেছিলেন। পুনরায় নবী (সঃ) এসে সেই তিন ব্যক্তিকে ধরে কথাবার্তার দ্বিত দেখতে পেলেন। নবী (সঃ) খুবই লাজুক প্রকৃতির ছিলেন বিখ্যাত পুনরায় আয়েশার কক্ষে চলে গেলেন। অতঃপর আমি অথবা অন্য কেউ লোকদের চলে যাওয়ার খবর তাঁকে দিলে তিনি ফিরে আসলেন এবং দরবার চৌকাঠে এক পা ও বাইরে এক পা রাখা অবস্থায় আমার এবং তাঁর মাঝে পর্দা টেনে দিলেন। আর এ সময়ই পর্দার আঘাতটি নাশিল হলো।

۴۴۲۹. عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَيْثُ بَنَى بَرِيئَةَ ابْنَةَ جَحْشِ
فَأَشْبَحَ النَّاسُ حُبْرًا وَكَمَا تَرَى خَرَجَ إِلَى حُجْرٍ أَمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ
صَبِيحَةَ بَنَاتِهِ فَيَسْلِمُ عَلَيْهِنَّ وَيَدْعُو لَمْنَّ وَيَسْلِمُنَّ عَلَيْهِ وَيَدْعُونَ لَهُ
فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ رَأَى رَجُلَيْنِ جَرَى بِهِمَا الْحَدِيثُ فَلَمَّا رَأَى هُمَا رَجَعَ عَنْ
بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلَيْنِ نَبَى اللَّهُ ﷺ رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ وَتَبَأَسُرِعَيْنِ فَمَا
أَذْرِي أَنَا أَخْبَرْتَهُ بِمَخْرَاجِهِمَا أَمْ أَخْبَرْتَهُ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ دَارَ حَى
السُّرِّيَّ وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَتْ آيَةَ الْحِجَابِ -

৪৪২৯. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জয়নাব বিনতে জাহাশের সাথে (বিয়ের পর) ওয়ালীমা উপলক্ষে রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদেরকে গোশত-রুটি খাইয়ে তৃপ্ত করলেন।

অতঃপর উম্মুল মদ'মেনানীদের কক্ষে যাওয়ার জন্য বের হলেন। যেমনভাবে (পূর্ববর্তী) ওয়ালামাগ্দুলোর সময়ও করতেন, তাদেরকে সালাম জানাতেন, তাদের জন্য দো'আ করতেন; তারাও তাঁকে সালাম জানাত ও তাঁর জন্য দো'আ করত। তারপর পুনরায় গৃহে ফিরে দু'টি লোককে গল্প করতে দেখে আবার চলে গেলেন। আর লোক দু'টি তাঁকে ফিরে যেতে দেখে তারাও দ্রুত বেরিয়ে পড়ল। আমার মনে পড়ে না, তাদের যাওয়ার কথা তাঁকে আমিই বলেছি না অন্য কেউ। অতঃপর তিনি ফিরে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং আমার ও তার মাঝে পর্দা টেনে দিলেন। এ সময়ই পর্দার আয়াত নাযিল হলো।

۴۴۰ عَنْ مَالِئِثَةَ قَالَتْ خَرَجْتُ سَوْدَةَ بَعْدَ مَا ضَرَبَ الْحِجَابَ لِحَاجَتِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَغْرِهَا فَرَأَاهَا عَمَرْتُ الْمَخْطَبَ فَقَالَ يَا سَوْدَةَ أَمَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانظُرِي كَيْفَ تَخْدِجِينَ قَالَتْ فَانْكَفَاثَ رَاجِعَهُ وَرَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَا فِي يَدِي عَرَقٌ فَدَخَلْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَالَ لِي عَمْرُكَ أَوَكَلَّ قَالَتْ فَأَوْحَى إِلَيْهِ تَرَوْنِي عَنهُ وَإِنَّ الْعَرَقَ فِي يَدِي مَا وَضَعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي أَنْ تَخْرُجِي لِحَاجَتِكِ.

৪৪০০. আরোশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দা বিধিবদ্ধ হওয়ার পর সাওদা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে যান। সাওদা এমন স্থূল দেহের অধিকারিণী ছিলেন যে, পরিচিত জনদের নিকট থেকে তিনি নিজেকে লুকোতে পারতেন না। উমর ইবনে খাত্তাব তাকে দেখে বললেন, হে সাওদা, তুমি আমাদের থেকে লুকোতে পারবে না, এখন ভেবে দেখ কিভাবে বের হবে। তিনি (আরোশা) বলেন, তিনি (সাওদা) ফিরে আসলেন। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন আমার গৃহে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন, তাঁর হাতে ছিল একটুকরা হাঁড়। এ সময় তিনি (সাওদা) প্রবেশ করে আরজ করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলে ওমর আমাকে একথা-ওকথা বলেছে। তিনি (আরোশা) বলেন, এ সময় আল্লাহ তাঁর নিকট অহী নাযিল করলেন, (অহী নাযিল) শেষ হলো, হাঁড়খানা তখনও তাঁর হাতেই ছিল। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদেরকে প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

অনুবোধ : আল্লাহর বাণী :

إِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تَخْفَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لِمَنَاجٍ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَاءِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِمْ وَلَا نِسَاءَهُمْ وَلَا مَمْلُوكَاتِ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا.

"তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ করো অথবা গোপন করো, আল্লাহ সকল বিষয়ে অবহিত আছেন। পিতা, পুত্র, ভাই, ডাতীজা, ডাগিনা, সাধারণ মেলামেশার স্ত্রীলোক এবং ক্রীত-

দাসীদের ব্যাপারে তাদের কোন গুনাহ নাই। তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল, নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর ওপর দৃষ্টিবান।”

২২৩। - عَنْ مَائِثَةَ قَالَتْ إِسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أُنْثَىٰ أَحْوَابِ الْقُعَيْبِيِّ بَعْدَ مَا أَنْزَلَ الْحِجَابَ فَقُلْتُ لَا أَذُنُ لَهُ حَتَّىٰ اسْتَأْذَنَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ فَإِنِ أَخَاكَ أَبَا الْقُعَيْبِيِّ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعْتَنِي امْرَأَةٌ ابْنِ الْقُعَيْبِيِّ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُنْثَىٰ أَحْوَابِ الْقُعَيْبِيِّ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ أَذِنَ حَتَّىٰ اسْتَأْذَنَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْذِنِي عَمَلِكِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعْتَنِي امْرَأَةٌ ابْنِ الْقُعَيْبِيِّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُ عَمَلٌ تَرَبَّثَ بِمِثْلِكَ قَالَ مُرُوءَةٌ فَلِذَلِكَ كَانَتْ مَائِثَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا تَحْرِمُوا مِنَ النَّسَبِ -

৪৪৩১. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার (বিধান) নাযিল হওয়ার পর আব্দুল কোয়াইস এর ভাই আফলাহ আমার নিকট (আসার) অনুমতি চাইলে আমি জানালাম : (এ ব্যাপারে) নবী (সঃ)-এর অনুমতি না নিয়ে আমি তাকে অনুমতি দেবো না। কারণ, তার ভাই আব্দুল কোয়াইস তো নিজেই আমাকে দুধ পান করাননি, অবশ্য আব্দুল কোয়াইসের স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার নিকট আগমন করলে আমি তাকে বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আব্দুল কোয়াইস-এর ভাই আফলাহ আমার নিকট (আসার) অনুমতি চাইলে আমি জানিয়ে দিয়েছি যে, আপনার অনুমতি না নিয়ে আমি তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করি। নবী (সঃ) বললেন, তোমার চাচাকে অনুমতি দিতে কিসে তোমাকে বারণ করেছে? আমি বললাম, সে ব্যক্তি তো আমাকে দুধপান করায়নি, অবশ্য আমাকে দুধপান করিয়েছেন আব্দুল কোয়াইস-এর স্ত্রী। অতঃপর তিনি [রসূল (সঃ)] বলেন, তোমার দক্ষিণ হস্ত ধুলো-মলিন হোক তাকে অনুমতি দাও, কারণ সে তোমার চাচা। উরওয়া বলেন, এ জন্য আয়েশা (রাঃ) বলতেন, বংশতঃ যা হারাম, দুধপানের কারণেও তোমরা তাকে হারাম জেনো।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

إِنَّ اللَّهَ دَمَلِكُنَّ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا -

“নিশ্চয় আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতারা নবীর ওপর দরুদ পাঠ করেন। (সূত্ররাঃ তোমরা) হে ঈমানদাররা! তাঁর ওপর দরুদ ও সালাম পাঠ করো।”

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّلَامُ عَلَيْكَ

فَقَدْ فَرَمْنَا فَكَيْفَ الْمَلُوءِ قَالَ تَوَلَّوْا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي
مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

৪৪৩২. কা'ব ইবনে উজরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রসূলুল্লাহ, আপনার ওপর সালাম, তাতো আমরা জানতে পারলাম, কিন্তু আপনার ওপর সালাত কিভাবে (পড়বো?) তিনি বললেন : তোমরা বলবে, “আল্লাহ্-স্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলি মুহাম্মাদ, কামা সাল্লাইতা আলা আলি ইবরাহীমা ইম্বাকা হামীদুম মাজ্বীদ। আল্লাহ্-স্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা আলা আলি ইবরাহীমা ইম্বাকা হামীদুম মাজ্বীদ।”

۴۴۳۳- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا التَّسْلِيمُ
فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ تَوَلَّوْا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

৪৪৩৩. আব্দ সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আরব করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! এ তাসলিম (আমরা তা জানি,) কিন্তু আপনার ওপর সালাত কিভাবে পাঠ করবো? তিনি বললেন : তোমরা বলবে—“আল্লাহ্-স্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আব্বাদিকা ওয়া রাসূলিকা কামা সাল্লাইতা আলা আলি ইবরাহীমা, ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা।” (আব্দ সাঈদ লাইস থেকে বর্ণনা করে বলেন : “আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা আলা আলি ইবরাহীমা।”)

۴۴۳۴- عَنْ يَزِيدَ قَالَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ

৪৪৩৪. ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : “কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলি ইবরাহীমা।”

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : لا تكونوا كالذين اذوا موسى اذوا موسى فبأه
দিয়েছে তোমরা তাদের মতো হনো না।”

۴۴۳۵- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّتَ مُوسَى كَانَتْ رَجُلًا حَيًّا
وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اذوا موسى فبأه

اللَّهُ وَمَا قَالُوا دَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا.

৪৪৩৫. আব্দ হুসায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : “নিশ্চয়ই মুসা ছিলেন অতিমাত্রায় লজ্জাশীল ব্যক্তি। আর এটাই আল্লাহ বলেছেন, হে ইমানদারগণ! যারা মুসাকে কষ্ট দিয়েছে তোমরা তাদের মতো হয়ো না। অন্তর আল্লাহ তাকে ওদের উক্তি থেকে পবিত্র করেছেন। আর সে আল্লাহর নিকট সম্মানিত ছিল।”

সূরা আস-সাবা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

فَرِحَ عَنْ قَوْلِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ.

“এমনকি যখন তাদের অন্তর থেকে মত্বার বিভীষিকা বিদ্রূত করা হয়, তখন তারা বলে, তোমাদের স্বব কি বলেছেন? তারা বলে, সত্যই। আর তিনি সত্যি মহান ও প্রেষ্ঠ।”

৪৪৩৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَنَّ نَجِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سَأَلَتْهُ عَلَى صَفْوَانٍ فَإِذَا نَزَّ عَنْ قَوْلِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا ابْعَضَهُ فَوْقَ بَعْضٍ وَوَصَفَ سُقْيَانُ يَكْفِيهِ فَحَرَفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيهَا الْأُخْرَى إِلَى مَنْ تَحْتَهُ حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّامِرِ وَالْكَاهِنِ فَرُبَّمَا أَدْرَكَ السَّهَابَ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا وَرُبَّمَا أَقَامَ قَبْلَ أَنْ يَدْرِكَهَا فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةً كَذِبَةً فَيُقَالُ أَلَيْسَ تَدْرَأُ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فَمِمَّا دَقَّ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي مِنَ السَّمَاءِ

৪৪৩৬. ইকরামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনিস আব্দ হুসায়রাকে বসতে শুনেনি যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : আল্লাহ যখন আসমানে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন ফিরিশতারা আল্লাহর আদেশের প্রতি বিনরাবনত হয়ে পাখা নাড়াতে থাকে, তা যেন পাথরের ওপর শিকলের আঘাত আর কি! যখন তাদের চিস্তের বিভীষিকা বিদ্রূত হয় তারা

জিজ্ঞেস করে : তোমাদের রব কি বলেছেন? জবাবে তারা বলে—তিনি যা যা বলেছেন তা সত্য বলেছেন। আর তিনিই তো অতি মহান এবং শ্রেষ্ঠ। (শয়তান) গোপনে কানপেতে তা শুনবে। আর তারাও রয়েছে বিভিন্ন স্তর এবং পর্যায়ে। সুফিয়ান (এ উপলক্ষে) তাঁর হাত ওপরে তুলে আঙ্গুলগুলি ফাঁক করে বলেন যে, অতঃপর (শয়তান) কথাগুলো শুনে থাকে এবং উপরওয়ালার নীচওয়ালাকে এবং সে তার অধঃস্তনকে ছুঁড়ে দেয়, এমনিভাবে এ খবর দুনিয়ার যাদুকর গণংকারের নিকট পৌঁছে। আর কোন কোন সময় ফিরিশতা শয়তানকে আগুনের কোড়া নিক্ষেপ করে। এবং তা কখনো কথা পৌঁছে দেয়ার আগে এবং কখনো পরে আঘাত করে। অতঃপর যাদুকর-গণংকাররা এক কথায় শত মিথ্যা কথা মিলিয়ে তা লোকদের নিকট বর্ণনা করে, আর লোকেরা বলাবলি করতে থাকে, সে (যাদুকর) অমুক অমুক দিন আমাদেরকে এই এই কথা বলে নাই? আসমান থেকে শোনা একটি সত্য কথার জন্য অতঃপর সকল কথাই সত্য বলে গৃহীত হতে থাকে।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ -

“সে তো কঠোর আঘাব সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ককারী মাত্র।”

۴۴۴- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الصَّفَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ يَا صَبَا حَاةٌ فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ قَالُوا مَا لَكَ قَالَ لَا يَسْتُرُونَ أَخْبَرَكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ يَمْهِيحُكُمْ أَوْ يُمَسِّبُكُمْ أَمَا كُنْتُمْ تَصِدَّقُونِي قَالُوا بَلَى قَالَ فَإِنَّ نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أُؤْتِي لَكُمْ مَبْلَأَكَ الْمُبْنَى اجْتَمَعْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ بُيُوتَ يَدِ الْأَبْنِيِّ نَهَبٍ -

৪৪৩৭. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন : নবী (সঃ) একদিন সাফা (পর্বতে) আরোহণ করে ডাক দিলেন, ‘ইয়া সাবাহাহ্’। ৫৪ কুরাইশের লোকজন জড়ো হয়ে জানতে চায়, কি ব্যাপার! তিনি বললেন, হে কুরাইশের লোকেরা! আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে, শত্রুদল (কাল) সকাল বা সন্ধ্যায় তোমাদের ওপর হামলা করার জন্য প্রস্তুত, তবে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে। তারা বললো, অবশ্যই। তিনি বললেন, আমি তোমাদের জন্য এক কঠোর দিন সম্পর্কে ভয়প্রদর্শনকারী। তখন আবু লাহাব বললো, তোমার ধ্বংস হোক! এ জন্যই কি আমাদেরকে ডেকেছিলে? তখন আল্লাহ নাযিল করেন আবু লাহাবের দৃহাত ধ্বংস হোক!

সূরা ফাতির

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মুজাহিদ বলেন, ‘কিতমীর’ অর্থ খেজুর বিচার খোসা, ‘মুসাত্তালা’ অর্থ ‘মুসকলা’

৫৪. তৎকালীন আরবে কোন ধর্মীয় পরিস্থিতিতে লোকদের জড়ো করার জন্য ‘ইয়া সাবাহাহ্’ শব্দটি ব্যবহার হতো।

অন্যরা বলেন, 'হারুর' মানে দিবাভাগে সূর্যের উত্তাপ। ইবনে আব্বাস বলেন, রাতের উত্তাপ হারুর, দিনের উত্তাপ নামুস। গারাবী, এর অর্থ অধিক কালো।

সূরা ইয়াসিন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ .

"সূর্য তার কক্ষে বিচরণ করে। এটা মহাপরাক্রমশালী সর্ববল সত্তার নির্ধারিত।"

২২৩১- عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ عُرِيبَ الشَّمْسُ

فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَرَأَيْتَ أَتَى تَقَرَّبَ الشَّمْسُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

قَالَ يَا نَهْأَتُدَّ هَبَّ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ .

৪৪৩৮. আবদুযার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) সূর্যাস্তের সময় আমি নবী (স:) -এর সাথে মসজিদে ছিলাম। তিনি বললেন : আবদু যার, তুমি কি জানো, সূর্য কোথায় অস্ত যায়? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সবচেয়ে ভালো জানেন। তিনি বললেন : সূর্য গিয়ে আরশের নীচে সিজদায় পড়ে। আল্লাহ তা'আলার বাণী : "সূর্য তার কক্ষপথে বিচরণ করে। এটা মহাপরাক্রমশালী সর্ববল সত্তার নির্ধারিত (নিয়ম)।"

২২৩২- عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَالشَّمْسُ

تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا قَالَ مُسْتَقَرٌّ هَا تَحْتَ الْعَرْشِ .

৪৪৩৯. আবদু যার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী (স:) -কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি—ওয়ামশামসু তাজরী লিমুসতাকারিরিললাহা। তিনি বলেন, আরশের নীচে সূর্যের বিশ্রামস্থল।

সূরা আস-সাফাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : "وَأَن يَدْرُسَ لِمَن يَدْرُسُونَ" আর নিশ্চয়ই ইউনুস প্রেরিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।"

২২৩৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَبْغِي لِأَحَدٍ

ابْنُ يَكْحُوْنَ حَيْثُ امِنَ ابْنُ مَتَّى

৪৪৪০. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : আমি (ইউনুস) ইবনে মাতার চেয়ে উত্তম—এমন কথা কারো বলা সাজে না।

৪৪৪১. عَنْ ابْنِ مَهْزَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ ابْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ .

৪৪৪১. আব্দ হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে বলে, আমি ইউনুস ইবনে মাতা থেকে ভাল, সে মিথ্যা বলে।

সূরা সা'দ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

৪৪৪২. عَنْ الْعَوَّامِ قَالَ سَأَلْتُ مَجَامِدًا عَنِ السَّجْدَةِ فِي مَنْ قَالَ سِيدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ اُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّٰهُ فِيْهِمْ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُسَجِّدُ فِيْهَا .

৪৪৪২. আওয়াম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সূরা সা'দ-এ সাজদা সম্পর্কে মুজাহিদকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, (এ ব্যাপারে) ইবনে আশ্বাসকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : “উলাইকালাশীনা হাদালাহু ফাবিহুদাহু মুকতাদিহ।” ইবনে আশ্বাস এ সূরায় সাজদা করতেন।

৪৪৪৩. عَنْ الْعَوَّامِ قَالَ سَأَلْتُ مَجَامِدًا عَنِ السَّجْدَةِ مَنْ فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ ابْنِ سَجْدَتٍ فَقَالَ اَوْ مَا تَقْرَأُ مِنْ دَرِيَّتِهِ دَاوُدَ وَدَاوُدَ لَيْسَ اُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّٰهُ فِيْهِمْ هُمُ الْمُتَّقُونَ فَكَانَ دَاوُدَ مِمَّنْ اَمَرَ نَبِيِّكُمْ اَنْ يَّقْتَدِيَ بِهٖ فَسَجَدَ حَا سَوْ لَ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

৪৪৪৩. আওয়াম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সা'দ-এর সাজদা সম্পর্কে আমি মুজাহিদকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি ইবনে আশ্বাসকে জিজ্ঞেস করি, আপনি কেন সাজদা করেন? তিনি বলেন : তুমি কি (আয়াতটি) পড়নি ওয়ামিন যুররিয়াতিহী দাউদা ওয়া সূলাইগানা উলাইকালাশীনা হাদালাহু ফাবিহুদাহু মুকতাদিহ। তোমাদের নবী (সঃ)-কে ঝাদের অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, দাউদ তাঁদের অন্যতম। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) (এ স্থানে) সাজদা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : هب لي ملكا الوهاب

“(হে আল্লাহ!) আমাকে এমন এক ঝাদশাহী দান করো, যা আমার পর কারো জন্য সম্বীচীন না হয়।”

۴۴۴۴- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِتَّعِزُّنَا مِنَ الْجِنِّ نَقَلَتْ
عَلَى الْبَارِحَةِ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا. لِيَقْطَعَ عَلَى الصَّلَاةِ فَمَا مَكَّنِي اللَّهُ
مِثْلَهُ دَارِدَتْ أَنْ تُرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَصْبَحُوا
وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كَمَا كُنْتُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سَيْمَانَ رَبِّ هَبْ
لِي مَلَكًا لِيَنْبِغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي قَالَ رُوِيَ قُرْدَةُ خَامِئًا.

8888. আব্দ হারায়রা রসূলুল্লাহ (স:) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : “গতরাত্তে জিবনের এক সর্দার এসেছিলো” (অথবা এ ধরনের কিছ্ কথ্য তিনি বলেন)। আমার নামায নষ্ট করার জন্য। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার ওপর ক্ষমতা দান করেন। আমার ইচ্ছা হলো, তাকে মসজিদের একটি স্তম্ভের সাথে বেঁধে রাখি, সকালে তোমরা সকলে (ঘুম থেকে উঠে যাতে) দেখতে পাও। আমি আমার ভাই সোলাইমানের কথা স্মরণ করলাম। “পরওয়ারাদগার, আমাকে এমন এক রাজস্ব দান করো, যা আমার পর কারো জন্য সমীচীন না হয়।” রাওহ বলেন, রসূলুল্লাহ (স:) তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন।

অনুবোধ : وما لنا من المتكلمين 'আর আমি বানাওয়ারাদগারদের পর্যায়ভুক্ত নই।’

۴۴۴۵- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ
بِهِ وَمَنْ لَمْ يَجْلُو فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ
لِمَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ تَلَّمَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ
أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَسَأَحَدُ تَكْمُرُ عَنِ النَّاحِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ دَهَ أَقْرَبًا إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَبْطَلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اعْبَيْ عَلَيْهِمْ يَسْبِعْ
كَسْبِعَ يُوسُفَ نَأْخَذُ ثُمَّ سَنَهُ فَحَصَّتْ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْبَيْتَةَ
وَالْجُبُودَ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ دُخَانًا مِنَ الْجُوعِ .
قَالَ اللَّهُ فَإِذَا لَقِيتَ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا
عَذَابٌ أَلِيمٌ فَإِنَّ نَدْمًا رَبَّنَا كَشِفَتْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ
أَنْ لَمْ نَكْفُرْ بِكَرَامِي وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْهُ عَنْهُ وَقَاتُوا
مَعَهُمْ مَجْمُونُونَ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا أَنْ تَكْفُرُوا بِدُونِ ذَلِكَ فَكَشَفَتْ
الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَكَشَفَتْ ثُمَّ عَادُوا فِي كُفْرِهِمْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ
يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطِشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ

৪৪৪৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে লোক সকল! যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে জানে, সে তা বর্ণনা করবে। আর যে জানে না তার বলা উচিত, আল্লাহ-ই ভালো জানেন। কারণ, অজানা বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ-ই ভালো জানেন—এ কথা বলা জ্ঞানের লক্ষণ। আল্লাহ তাঁর নবী (সঃ)-কে বলেন : “বল, আমি সে জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না আর আমি বান্য-ওয়াটকারীদের পর্যায়ভুক্ত নই।” আর অবিলম্বে আমি তোমাকে ধ্বংস সম্পর্কে বলবো। রসূলুল্লাহ (সঃ) কুরাইশীদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালে তারা (এতে স্যাড়া দিতে) বিলম্ব করে। তখন তিনি বললেন : হে খোদা! ইউসুফ-এর দুর্ভিক্ষের সাত বছরের মতো দুর্ভিক্ষ দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে আমার সাহায্য করো। তাই হলো, দুর্ভিক্ষ তাদের গ্রাস করলো। সর্বকছই নিঃশেষ হয়ে গেলো। এমনকি তারা মৃতজন্তু এবং চামড়া খেতে লাগলো। তখন তাদের কেউ আসমানের দিকে তাকালে ক্ষুধার কারণে চোখে ধোঁয়া দেখতো। আল্লাহ তা’আলা বলেন : “তোমরা সেদিনের অপেক্ষা করো, যৌদিন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়া উদ্‌গীরণ করবে আর তা লোকদেরকে আচ্ছন্ন করবে। এটা তো কঠোর শাস্তি।” তিনি (ইবনে মাসউদ) বলেন, তারা দো’আ করলো : হে আমাদের রব! আমাদের ওপর থেকে আশাব দূর করো। আমরা ঈমান এনেছি। উপদেশ তাদের জন্য কখন কাজে এসেছিল? অথচ তাদের নিকট স্পষ্ট রসূল এসেছে। অতঃপর তারা তাঁর থেকে মুখ ফিরায়ে নিরেছে এবং বলেছে শিক্ষাপ্রাপ্ত মজনুন! আমরা আশাব খানিকটা সরিয়ে দিলে তোমরা ঠিক তাই করবে, যা পূর্বে করছিলে।” (ইবনে মাসউদ বলেন,) কিয়ামতের দিন কি আশাব দূর করা হবে? তিনি (ইবনে মাসউদ) বলেন, আশাব দূর করা হলে তারা (পুনরায়) কুফরের দিকে ফিরে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে বদর-এর দিন পাকড়াও করেন। আল্লাহ বলেন : “যৌদিন আমরা কঠোরভাবে পাকড়াও করবো, সেদিন আমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।”

সূরা আয-যুমার

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

يَعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ -

“আমার বাণী, যারা নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছে, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব গুনাহ মাফ করবেন। নিশ্চয় তিনি কমাশীল ও রহমত।”

۴۷۷۷ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشَّرِكِ كَانُوا قَاتِلُوا
وَكَتَبُوا وَزَنُوا وَكَتَبُوا فَا تَوَّابًا مُحَمَّدًا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي
تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لِحَسَنٍ أَوْ تَحِبُّرُنَا إِنَّ لِمَا عَمَلْنَا كَفَّارَةً فَتَزَلْ
وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ

اللَّهُ إِلَّا بِأَلْحَىٰ وَلَا يُزْنُونَ وَتَزَلُ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ.

৪৪৪৬. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মশারিকদের কিছ্ লোক ব্যাপক হত্যা চালায়, ব্যাপক ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়। অতঃপর তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে হাবির হয়ে আরব করলো : আপনি যা কিছ্ বলেন এবং বৈদিকে আহ্বান করেন, তা তো খুবই উত্তম। আপনি যদি বলেন যে, আমরা যা করোঁছি, তা মাফ করে দেয়া হবে, তখন এ আয়াতটি নাযিল হয় : “আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ ডাকে না, আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন, এমন জীবনকে খুন করে না, তবে ন্যায়ত যা করে এবং বাভিচার করে না।” আরও নাযিল হয় : “বলো, হে আমার বাপদারা, যারা নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।”

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وما تَدْرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ “তারা বখাষ আল্লাহর হক আদায় করেনি।”

۴۴۴۷ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْأَحْبَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى الْأَرْضِ صِينٍ عَلَى الْأَرْضِ وَالشَّجَرِ عَلَى الْأَشْجِ وَالْمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ وَالرِّيحَ عَلَى الْأَشْجِ وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ بِالنَّاسِ أَنْ يَقُولُوا إِنَّا الْمَلِكُ فَصَبَحَكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَأَتْ نَوَاحِيهَا تُقِيلُ يَتِيمًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ تَوَقَّرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا قَدَّرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ.

৪৪৪৭. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহুদী পাদ্রী রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বলে : হে মহাম্মদ! আমরা (তাওরাতে দেখতে) পাই যে, আল্লাহ আকাশ আকাশ মন্ডলিকে এক আঙ্গুলের ওপর স্থাপন করবেন। যমীনকে এক আঙ্গুলের ওপর, বৃক্ষসমূহকে এক আঙ্গুলের ওপর, পানি এবং কাঁদা-মাটি এক আঙ্গুলের ওপর স্থাপন করবেন এবং অন্য সব সৃষ্টিজগতকে এক আঙ্গুলের ওপর স্থাপন করবেন। অতঃপর তিনি বলবেন : “আমি রাজা।” (এ কথা শুন্যে) রসূলে খোদা (সঃ) হেসে পড়ে, যাতে তাঁর চোম্বালের দাঁত-প্রকাশ হয়ে পড়ে, যেন তিনি ইহুদী পাদ্রীর কথার সত্যতা স্বীকার করে নিলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) পাঠ করলেন : “আল্লাহর স্বতর্খানি কল্প করা দরকার ছিল, তারা ততটা কল্প করেনি।”

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتِ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ
سُبْحٰنَهُ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

“এবং কিয়ামতের দিন সম্পূর্ণটাই আল্লাহ তাআলার মস্তৌর মধ্যে থাকবে আর আকাশ-মন্ডলী তাঁর ডান হাতের মধ্যে লেপটানো থাকবে। পবিত্র তিনি, মহা উচ্চ তাঁর মর্বাদা।”

২২৮৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَوَاتِ بِمِثْقَلِ تَمْرٍ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيُّنَ مَلُوكِ الْأَرْضِينَ .

৪৪৪৮. আব্দ হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনছি : আল্লাহ তা'আলা স্বামীনকে মৃষ্টির মতো নিয়ে নেবেন আর আসমানকে পেঁচিরে নেবেন। অতঃপর বলবেন আমিই রাজা, স্বামিনার রাজারা কোথায় ?

অনুবাদের :

وَنَفَخَ فِي الصُّورِ فَصَبَعَتْ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ تَاءَ اللَّهُ تَرَفَعَ فِيهِ أَخْوَى قَادًا حَسْرَتِيَاءَ يُنْتَلُونَ .

"আর সিংগার ফুক বেলা হলে আসমান-বদীনে দারা আছে, তারা (সকলে) সংজাহীন হয়ে পড়বে—কিন্তু, আল্লাহ হাকে চাইবে, সে কতীত। অতঃপর পুনরায় সিংগার ফুক বেলা হলে তারা সকলে দাঁড়িরে অকালে থাকবে।"

২২৮৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّي أَدُلُّ مِنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بَعْدَ التَّفْحَةِ الْأُخْرَى قَادًا أَنَا مَوْسَى مُتَحَلِّقٌ بِالْعُرْشِ نَدَا ذُرِّي أ كَدَّ إِلَيْكَ لَأَنْ أَمَّ بَعْدَ التَّفْحَةِ .

৪৪৪৯. আব্দ হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : শ্বিতীয়া-বার সিংগার ফুক দেয়ার পর আমিই সর্বপ্রথম মাথা তুলবো। তখন আমি দেখবো, মুসা আরশের নিকট দাঁড়িরে। তিনি আমে থেকে এভাবে ছিলেন, আর সিংগার ফুক দেয়ার পর, তা আমি জানি না।

২২৯০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَ التَّفْحَتَيْنِ أَرْبَعُونَ قَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا قَالَ أَيْتُ قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَيْتُ قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَيْتُ وَيَهْلِي كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا حَبَّ ذَنْبِهِ فِيهِ بَرَكَةٌ وَالْخَلْقُ .

৪৪৫০. আব্দ হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : দু'টি ফুককারের মধ্যখানে হবে চল্লিশ। লোকেরা বললো : আব্দ হুরায়রা, চল্লিশ দিন ? তিনি বলেন, আমি (উত্তর দিতে) অস্বীকার করি। তারা বলে, চল্লিশ বছর ? তিনি বলেন, আমি (উত্তর দিতে) অস্বীকার করি। তারা বলে : চল্লিশ মাস ? তিনি বলেন, আমি (জবাব দিতে) অস্বীকার করে বোগ করলাম : "মেরুসন্দেশ হাড় ছাড়া মানুসের সব কিছই পচে-গলে যাবে, এ হাড় স্বারা তার গোটা দেহের পত্তন হবে।"

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ
 سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ
 كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. قَالَ كَانَ رَجُلَانِ مِنَ قُرَيْشٍ وَخَتَنَ لهُمَا
 مِنْ ثِقَافٍ أَوْ رَجُلَانِ مِنْ ثِقَافٍ وَخَتَنَ لهُمَا مِنْ قُرَيْشٍ فِي بَيْتٍ فَقَالَ
 بَعْضُهُمَا لِبَعْضٍ اتْرُوتُ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ حَدِيثَنَا قَالَ بَعْضُهُمَا يَسْمَعُ بِعَمْبِءٍ
 وَقَالَ بَعْضُهُمَا لِبَعْضٍ كَانَ يَسْمَعُ بَعْضُهُ لَقَدْ يَسْمَعُ كُلُّهُ فَأَتَيْتُ وَمَا كُنْتُمْ
 تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ. الْاَوَّلِيَّةُ

৪৪৫২. ইবনে মাসউদ বলেন : “তোমরা দু’নিয়াজ অপরাধ করার সময় যখন লোকেরা তখন তোমাদের এ চিন্তা ছিল না যে, কোনও এক সময় তোমাদের নিজেদের চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে? অনন্তর তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের অনেক আমল সম্পর্কে আল্লাহও খবর রাখেন না।” কুরাইশের দু’বান্ধি ছিল আর তাদের এক জামাতা ছিল বন্দু সাকীফ গোত্রের অথবা দু’বান্ধি ছিল বন্দু সাকীফ গোত্রের আর তাদের জামাতা ছিল কুরাইশ গোত্রের। এরা একই গৃহে ছিল। তারা একজন অপরাধকে বললো : তুমি কি মনে করো, আল্লাহ আমাদের কথাবার্তা শুনছেন? একজন বললো, তিনি কিছ্ কথা শুনছেন, অপর একজন বললো, কিছ্ যদি শুনতে পান তবে সবটাও শুনতে পাবেন। অতঃপর নাযিল হয় : “তোমরা দু’নিয়াজ অপরাধ করার সময়.....”

অনুবাদের :

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَأَيْتُم مِمَّنْ
 الْخَسِرِينَ.

“তোমাদের রব-এর সম্পর্কে তোমাদের এহেন ধারণা তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে আর পরিণামে তোমরা হয়ে পড়লে কতিবন্দাদের পর্বান্ডুত।”

٧٧٥٢- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَشِيَّانِ
 وَثَقِيفِيٌّ أَوْ ثَقِيفِيَّانِ وَقُرَشِيٌّ كَثِيرٌ شَحْمٌ يُطَوِّنُهُمْ وَلَيْلَةٌ فِيهَا تَلَوُّ يَوْمٍ
 فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِرَءَايَتُ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ قَالَ الْآخَرُ يَسْمَعُ إِثْرَ جَهْرِنَا
 وَلَا يَسْمَعُ إِثْرَ خَفِينِنَا وَقَالَ الْآخَرُ إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ إِذَا جَهْرُنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا
 أَخْفَيْنَا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ
 وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا
 تَعْمَلُونَ.

৪৪৫০. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বায়তুল্লাহর নিকট দু'জন কুরাইশী এক একজন সাকাকী অথবা দু'জন সাকাকী ও একজন কুরাইশী বসেছিলো। তাদের পেটের চর্বি ছিল বেশী, কিন্তু অন্তরের বৃদ্ধিশক্তি ছিল কম। তাদের একজন বললো, তুমি কি মনে করো, আমরা যা বলছি, আল্লাহ শুনছেন? অপরজন বললো, আমরা জোরে বললে তিনি শুনতে পান, আর চুপে চুপে বললে শুনতে পান না। অপরজন বললো : জোরে বললে যদি শুনতে পান তবে চুপে চুপে বললেও শুনতে পাবেন। তখন আল্লাহ জা'আলা নাযিল করেন : "তোমরা দু'নিয়ার অপরাধ করার সময় যখন লুকোতে তখন তোমাদের এ চিন্তা ছিল না যে, তোমাদের চোখ-কান-চামড়া তোমাদেরই বিরুদ্ধে সাকী দেবে, বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, তোমরা যা জানো তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না।"

সূরা আশ-শুরা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ আল্লাহর বাণী : *الا لمودة في القربى* "কিন্তু কেবল নৈকটের ভালো-বানাই (কম্যা)।"

۴۴۵۲- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّكَ سَأَلَ عَنْ قَوْلِهِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جَبْرِ قَرَأَ الْآلَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَجَلَّتْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَّيْكَ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ فَقَالَ أَلَا أَتَّصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ؟

৪৪৫৪. ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে "ইল্লাল-মাওয়াদাতা ফিল ক্বেরবা" আয়াতাবশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে (সেখানে উপস্থিত) ইবনে জু'বাইর বলেন : এর মানে, নবী (সঃ)-এর বংশধর। (এ কথা শুনে) ইবনে আব্বাস বলেন, (উত্তর দানে) ছুঁবি তাড়হুড় করেছো। কুরাইশের কোন শাখা ছিল না, যেখানে নবী (সঃ)-এর আত্মীয়তা ছিল না। তিনি [নবী (সঃ)] বলেছেন : আমার এবং তোমাদের মধ্যে যে নৈকট রয়েছে, তোমরা তা বিলিয়ে নেবে (এটাই আমার কম্যা)।

সূরা আশ-শুখরুফ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

و نادوا يا ما لك لجنس علمنا و بك الآية : *يا ما لك لجنس علمنا و بك الآية* "তারা তাক দিয়ে বলবে, হে মালিক! (দোষের দায়োগ্য) তোমাদের রব আমাদের ব্যাপার-টাই চক্রান্ত করে বিক....."।

۴۴۵۵- هُنَّ يَأْتِيَنَّكَ عَلَيْنَا نَارُكَ

৪৪৫৫. ই'আলা ভার পিছ থেকে বর্ণনা করেছেন।' তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে মিন্বরের ওপরে পড়তে শুনোছি "ভায়া জাক দিয়ে বলবে, হে মালিক (দোষের দারোয়ান) তোমাদের সব আমানের ব্যাপারটাই চ্ছাঙ্ক করে দিক।"

সূরা আদ-দোখান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

অনুবাদের : আল্লাহর বাণী : فار قلب يوم تأتي السماء بدخان مبين : "তোমরা অপেক্ষা করে সেদিনের, যখন আকাশকণ্ডল দৃশ্যপট যোগা নিয়ে আসবে।"

২২৫৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَفِي حَمْسِ الدَّخَانِ وَالرُّؤْمِ وَالْقَمَرِ وَالْبُطْشَةِ وَاللِّزَامِ-

৪৪৫৬. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতীত হয়েছে পাঁচটি (আবাব)। ধূয়া (দর্ভিক), রোম (পয়লার), চন্দ্র (মিখাউড হওরা), পাকড়াও (কর বদখে) ধরল।

অনুবাদের : আল্লাহর বাণী : ينفى الناس هذا عذاب اليم : "মানুষকে থেকে বেতবে, ইহা বেদনাগারক আবাব।"

২২৫৮- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَ هَذَا لِأَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اسْتَقَمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِينَ كِسْفٍ يَوْمَ سَفَا فَأَصَابَهُمْ فُحْطٌ وَجَمْدٌ حَتَّى أَكَلُوا الْعِظَامَ فَبَحَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَعْرِى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدَّخَانِ مِنَ الْجَهَنَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فَارْتَهَبَ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ- قَالَ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَشَقَّ اللَّهُ لِمُضْرٍ فَأَنزَلْنَا قَدْ هَلَكْتَ قَالَ لِمُضْرٍ إِنَّكَ لَجُرِيٌّ فَاسْتَشَقَّى فَسُقِرْنَا فَنَزَلَتْ أَنْكُرٌ مَا نَدُونُ فَلَمَّا أَصَابَتْهُمْ الرَّفَاحِيَّةُ عَادُوا إِلَى خَالِهِمْ حَيْثُ أَصَابَتْهُمْ الرَّفَاحِيَّةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ تَبْلُغُ الْبُطْشَةُ الْكُبْرَى إِنَّمَا مَنَّتْ مَمُونٌ قَالَ يَعْرِى يَوْمَ بَدَأَ-

৪৪৫৭. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফুরাইদরা যখন রনুল্লাহ (সঃ)-এর নাকরমানী করেছে, তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে বদ্দো'আ করেছেন যাতে ইউসুফ (আঃ)-এর সময়ের সাত বছরের মত দর্ভিক তাদের ওপর আপতিত হয়। অতঃপর তাদের ওপর

দর্শিত্ব ও কৃষার কষ্ট এমনভাবে আপাতত হলে যে, তারা হান্দি খাওয়া শুরু করলো। আর মানুষ আকাশের দিকে উল্কাতে শুরু করে কিন্তু কৃষার কষ্টের জন্য আকাশ ও তাদের মাঝে শব্দ খোঁয়াই দেখতে পেল। অতঃপর আল্লাহ নাযিল করলেন : “অপেক্ষা করো ঐ সময়ের যখন আকাশে মেঘা ছেদে যাবে এক মানুহকে তা আচ্ছন্ন করে ফেলবে। ইহা বেদনাদায়ক আবার।” রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আনা হলো (আব্দ সূর্দিক্কার অথবা কাঁচ বিন মুররাকে) বলা হলো, ইয়া রসূলুল্লাহ ‘মুদার (গোত্র)-এর জন্য পানি চেয়ে দো‘আ করুন, তারা তো খুসে হয়ে গেল। তিনি [নবী (সঃ)] বললেন, “মুদার গোত্রের জন্য? তুমি তো খুব সাহসী লোক।” অতঃপর বৃষ্টি চেয়ে দো‘আ করলেন এবং বৃষ্টি হলো। আর আল্লাহ নাযিল করলেন, “তোমরা তো আকাশ (নাফরমানীতে) ফিরে যাবে।” তারপর যখন তাদের সচ্ছলতা ফিরে আসল, তারা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেল। অতঃপর আল্লাহ নাযিল করলেন, “যেদিন আমি ভীষণভাবে পাকড়াও করব, সেই দিনই আমি বদলা নিয়ে ছাড়ব।” রাবী বলেন, এর অর্থ ‘বদরের দিন’।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর মাণি : رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ الْاَلْمُؤْتَمُونَ
 “হে রব! আমাদের থেকে আযাব দূর করে দাও, আমরা ইমান এনেছি।”

৭২৫৭ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ مِنْ الْعِلْمِ أَرْبَعًا تَقُولُ لِمَا لَا تَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ إِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا عَلِمُوا الْبَيْتَ عَلَيْهِ ﷺ وَاسْتَعْصَمُوا عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ أُمَّيِّ عَلَيْهِمْ يُسَبِّحُ كَسَبِّحُ يُؤَسِّفُ وَأَفْذَنُ سَنَةً أَكَلُوا فِيهَا الْعِظَامَ وَالْمَيْسَةَ مِنَ الْجَهْدِ حَتَّى جَعَلَ أَحَدُهُمْ يَرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ الدَّجَانِ مِنَ الْجَوْعِ قَالُوا رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ يُقِيلُ لَهُ إِنَّ كَشَفْنَا عَنْكُمْ عَادُوا فَنَدَّ عَارِبُهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ تَمَادُّوا فَانْتَقَرَهُ اللَّهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَنَدَّ قَوْلُهُ قَالَ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ إِيَّاكُمْ تَقِيلُ . إِنَّا مُنْتَقِمُونَ .

৪৪৫৮. আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রকৃত জ্ঞানের কথা হচ্ছে এই যে, যে বিকরে তোমার জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে বলবে ‘আল্লাহ-ই ভাল জানেন।’ নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেছেন : “আপনি বলে দিন যে, না আমি তোমাদের নিকট থেকে কোন প্রতিদান চাই, আর না আমি স্মরণিত কোন কথা বলি।” কুরাইশরা যখন নবী (সঃ)-এর ওপর বাড়াবাড়ি করলো এবং নাফরমানী করলো, তখন তিনি বললেন, “হে আল্লাহ এদের ওপর ইউসুফ (আঃ)-এর সাতাট বছরের মত বছর দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন। অতঃপর তাদের ওপর (সাতাট কঠিন) বছর নেমে আসল যাতে তারা কৃষার জ্বালায় হান্দি এবং মৃতদেহ খাওয়া শুরু করল। এমনকি তাদের কোন ব্যক্তি আকাশের দিকে তাকালে তার এবং আকাশের মাঝে কৃষার জ্বালায় শব্দ খোঁয়াই দেখত। আর তখন তারা বলে উঠল, হে রব! আমাদের থেকে আযাব দূর করে দাও, আমরা ইমান এনেছি।” (জগুরাবে) বলা হলো, যদি এদের আযাব দূর করে দেয়া হয় তাহলে তারা নাফরমানী করবে। অতঃপর রসূল দো‘আ করলে, তখন আযাব দূর করে দেয়া হলো, কিন্তু তারা নাফরমানী করল। এরপর আল্লাহ বদর

মুন্সের দিনে এর প্রতিশোধ নিলেন, এটাই আন্লাহর কথা : “বৈদিন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে.....প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বে।”

অনুচ্ছেদ : আন্লাহর বাণী : **إلى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين**
“উপদেশে তাদের কি হবে, অথচ তাদের নিকট প্রকাশ্য রসূল এসেছিল।”

۴۴۵۹. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ إِذْ رَسَوَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَعَا قَوْمِيَا
كَدْبُؤُهُ دَا شَتَّضُوا عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْحِ كَسْبِ
يُصَفِّ فَاَصَابْتُمْ سَنَةً حَصَّتْ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى كَانُوا يَأْكُلُونَ الْمَيْتَةَ
فَكَانَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فَمَا كَانَ يُرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ مِثْلَ الدَّخَانِ مِنْ
الْجَهْدِ وَالْجُرْعِ تُسْرَقُ فَأَرْقَبُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى
النَّاسَ مِثْلَ عَذَابِ الْيَوْمِ حَتَّى يَلْغَ إِنَّا كَأَنَّا شَفِئُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا أَكْثَرَ عَائِدُونَ
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَكَلْتُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وَالْبَطْشَةُ الْكُبْرَى
يَوْمَ بَدْرٍ.

৪৪৫৯. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) কুরাইশদের জন্য বদ'দেখা করলেন—যখন তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল—তখন তিনি বললেন, 'হে আন্লাহ এদের ওপর ইউসুফ (আঃ)-এর মতো সাতটি বছর দিনে আমাকে সাহায্য করুন।' অতঃপর তাদের ওপর এমন বিপদের বছর আশ্রিত হলো, যা থেকে কিছই রক্ষিত ছিল না। এমনকি তারা মৃতদেহ খেতে শুরু করলো। তাদের কোন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালে কুবার জন্মালম তার এবং আকাশের মাঝে শব্দ ধোঁয়াই দেখত। এরপর তিনি (ইস্বনে মাসউদ) পড়লেন, “সেদিনের প্রতীক্ষা করো, বৈদিন আকাশে স্পষ্ট ধোঁয়া দেখা যাবে; এ বেদনাদায়ক আযাব যা মানুষকে ছেয়ে ফেলবে.....আমি কিছই সময়ের জন্য আযাবকে দূরে সরিয়ে দেব, কিন্তু তোমরা তো আগের অবস্থায় ফিরে যাবে।” আবদুল্লাহ বলেন, কিয়ামতের দিনও কি তাদের আযাবকে দূরে রাখা হবে? আর “বাতশাতুল কুবরা” অর্থ বদরের দিন।

অনুচ্ছেদ : আন্লাহর বাণী : **ثم تولوا عنه قالوا معلم مجنون**
“অতঃপর তারা মূর্খ কিরিয়ে নিল এবং বলল, শিক্ষাপ্রাপ্ত, মস্তিষ্ক বিকৃত।”

۴۴۶۰. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ
عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ يَا قَوْمِ رَسَوَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى
قَوْمِيَا اسْتَعْصَمُوا عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْحِ كَسْبِ يَوْمَ سَفِّ
نَاخِدَ تَمْرَ السَّنَةِ حَتَّى حَصَّتْ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْجَنَامَ وَالْجَلُودَ
قَالَ أَحَدُهُمْ حَتَّى أَكَلُوا الْجَلُودَ وَالْمَيْتَةَ وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ

كَمَيْبَاةِ الدَّخَانِ نَاتَاةَ ابْوَسْفَيْنِ تَقَالَ اَيُّ مُحَمَّدٍ اَنْتَ تَوْمًا
 تَدَّ هَلَكُوا فَاذَعَّ اللهُ اَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمُ فَاذَعَّ عَنْهُمْ تَقَالَ
 يَعُوذُوا بَعْدَ هَذَا فِي حَدِيثٍ مَبْصُورٍ ثُمَّ قَرَأَ فَاذ تَقَبَّ يَوْمَ تَأْتِي
 السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ اِلَى عَائِدُونَ اَيُّ كَشَفَ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ
 فَقَدْ مَفَى الدَّخَانَ وَذَابَطَشَةَ اللِّزَامِ وَقَالَ اَحَدٌ هُوَ الْقَمَرُ وَقَالَ
 الْاٰخِرُ الرَّؤْمِ -

৪৪৬০. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ মুহাম্মদ (সঃ)-কে পাঠিয়ে বলেন, 'আগনি বলুন, না আমি তোমাদের কাছে প্রতিদান চাই, আর না আমি স্মরণিত কোন কথা বলি।' অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন দেখলেন কুরাইশরা নাফরমানী করেছে, বললেন, 'হে আল্লাহ ইউসুফ (আঃ)-এর সাতটি (দুর্ভিক্ষের) বছরের মতো বছর এদের ওপর চেপে দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন।' আর তাদের ওপর (দুর্ভিক্ষের) বছর চেপে বসল এবং সবকিছুই ধ্বংস হয়ে গেল, এমনকি (ক্ষুধার তাড়নায়) তারা হাঙ্গি এবং চামড়া, —তাদের কারো মতে—চামড়া এবং মৃতদেহ খেতে আরম্ভ করল, এবং যমীন থেকে ধোঁয়ার মতো বের হতে লাগল। এ সময় আব্দু সূফিয়ান এসে নবী (সঃ)-কে বলল, 'হে মুহাম্মদ! তোমার জাতি তো ধ্বংস হয়ে গেল। আল্লাহর কাছে দো'আ করো যেন তিনি এ বিপদ দূর করেন।' তিনি (রসূলুল্লাহ) দো'আ করলেন এবং বললেন যে, এরা তো নিজেদের পূর্বা-বস্থায় ফিরে যাবে।—মনসুর বর্ণিত হাদীসে আছে—তিনি (আবদুল্লাহ) পড়লেন, "অপেক্ষা করো সৈদিনের জন্য, যেদিন আকাশে স্পষ্ট ধোঁয়া দেখা যাবে..... (তোমরা) ফিরে যাবে।" এরপর বললেন, 'আখেরাতের আযাবও কি দূর হয়ে যাবে?' 'ধোঁয়া, গ্নেফতার! ও ধ্বংস তো অতীত হয়েছে', কারো মতে 'চন্দ্র' আর কারো মতে 'রুম' (-ও অতীত হয়েছে)।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

اِنَّا كَا شَيْفُوْا الْعَدَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مَّائِدُوْنَ اِلَى قَوْلِهِ مُنْتَقِمُوْنَ -

"আমি কিছ্র সময়ের জন্য আযাবকে রাহিত করে দেব, কিন্তু তোমরা তো আবার পূর্বা-বস্থায় ফিরে যাবে.....প্রতিশোধ নেব।"

۴۴۶۱ - عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ خَمْسٌ كَدَّ مَضِيْبِ اللِّزَامِ وَالرَّؤْمِ وَ
 الْبَطَشَةُ وَالْقَمَرُ وَاللَّخَانُ -

৪৪৬১. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচটি বিষয় অতীত হয়েছে। ধ্বংস. রোম (-এর বিপর্যয়), গ্নেফতার (বদর যুদ্ধের পর), চন্দ্র (স্বিখন্ডিত হওয়া), ধোঁয়া।

সূরা আল-জাসিয়া

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وما يهلكنا الا الدهر "আমাদেরকে মহাকাল বাতীত কিছই ধ্বংস করতে পারবে না।"

۴۴۶۲ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْذِيَنِي ابْنُ آدَمَ لِسَبِّ الدَّهْرِ وَأَنَا الَّذِي هُمْ بِيَدِي الْأُمْرَ قَلْبَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

৪৪৬২. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন : আল্লাহ বলেন, 'আমাকে আদম সন্তানরা কষ্ট দেয়, তারা মহাকাল-কে গালি দেয়, অথচ আমিই মহাকাল। আগার হাতেই সকল ক্ষমতা। রাত-দিনকে আমিই পরিবর্তন করি।

সূরা আল-আহকাফ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ إِتَّ بِكُمَا اتَّعَدَانِي أَنْ أُخْرِجَ وَتَدَّ خَلَّتِ الْقُرُوتُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَفِيتَانِ اللَّهَ وَإِنَّكَ آتٍ وَفَدَّ اللَّهُ حَتَّى يَقُولَ مَا هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ -

"আর যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতাকে বলল, উহু তোমরা কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ যে, পুনরায় আমি (কবর থেকে) বাহ্যকৃত হবো? অথচ আমার পূর্বে বহু বংশ অতীত হয়ে গেছে। পিতা-মাতা আল্লাহর মোহাই দিয়ে বলে, 'ওরে হতভাগা ঈমান আন, আল্লাহর ওয়াদা তো সত্য।' কিন্তু সে বলে, এসব তো পূর্বনো যুগের গল্প-কাহিনী।"

۴۴۶৩ - عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكٍ قَالَ كَانَ مَرُواتٍ عَلَى الْجَارِ اسْتَمَلَهُ مَعْوِيَةَ فَحَطَبَ فَجَعَلَ يَشُدُّ كُرَيْدُ بْنُ مَعَاوِيَةَ لِكَيْ يَبِيعَ لَهُ بَعْدَ أَمِيهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ شَيْئًا فَقَالَ خَذُوهُ فَدَخَلَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا رُؤُوا فَقَالَ مَرُواتٍ إِنَّ هَذَا الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ إِتَّ بِكُمَا اتَّعَدَانِي فَقَالَتْ

عَالِيَةٌ مِنْ ذُرِّيَةِ الْحَبَابِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيْنَا سَيِّئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا اللَّهُ أَنْزَلَ عَذْرَبِيْ-

৪৪৬০. ইউসুফ ইবনে মাহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ান ছিলেন মুরাবিয়্যার নিষদ্বন্দ্ব হেজাজের শাসনকর্তা। তিনি একদা খুতবা দেয়াকালীন ইয়াযীদ ইবনে মুরাবিয়্যার উল্লেখ করলেন, যাতে মুরাবিয়্যার পরে তার 'সাই' আঁত' করা যায়। আবদুল্ল রহমান ইবনে আব্দ বকর (এ সময়) কিছদ্ব বললে তিনি (মারওয়ান) বললেন, 'একে ধর' তৎক্ষণাৎ তিনি (আবদুল্ল রহমান ইবনে আব্দ বকর) আয়েশার ঘরে প্রবেশ করলেন। ওরা তাকে ধরতে পারল না। অতঃপর মারওয়ান বললেন, এ সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে আল্লাহ নাযিল করেছেন, "আর যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতাকে বলল, 'উহ তোমরা দু'জন কি আমাকে ভয় দেখাও.....'।" এরপর আয়েশা পর্দার আড়াল থেকে উত্তর দিল, 'আল্লাহ আমাদের ব্যাপারে কোরআনে কিছদ্বই নাযিল করেননি, শদ্বদ্বমাত্র আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করা ছাড়া।'

অনুবাদ : আল্লাহর বাণী :

نَلْمَانَا وَذُرِّيَّةَ عَارِضًا مُسْتَقْبِلًا أُوْدِيَّتِهِمْ نَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّطْرًا بَلَى
هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيْمٌ فِيْمَا عَدَّ ابْنُ اِيْمٍ-

"পরে যখন তারা সেই আযাব-কে নিজদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখল, তখন বলতে লাগল, এটা তো মেঘপুঞ্জ, ইহা আমাদেরকে পরিসিক্ত করে দেবে। না, বরং ইহা সেই জ্বিনিস যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়ো করছিলে। উহা বাতাসের ঝঞ্জা-তুফান। উহার মধ্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে।"

۴۴۶۲- عَنْ عَالِيَةَ رُوِيَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ تَأَلَّتْ مَا رَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
صَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَتْ يَنْتَسِمُ قَالَتْ وَكَانَ إِذَا رَأَى
عَيْمًا أَوْ رِيْمًا عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْعَيْمَ
فَرِحُوا رَجَاءً أَن يَكُونَ فِيهِ الْمَطْرُ وَارَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عَرَفْتُ فِي وَجْهِكَ
الْكِسَاهِيَةَ فَقَالَ يَا عَالِيَةُ مَا يَوْمَنِي أَن يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ
عَذِيبٌ تَوْمٌ بِالرِّيْمِ وَقَدْ رَأَى تَوْمٌ مِنَ الْعَذَابِ فَقَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّطْرًا

৪৪৬৪. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এমনভাবে হাসতে কখনো দেখিনি যাতে তাঁর কণ্ঠনালী দেখা যায়। তিনি মূর্খাক হাসতেন। আর যখন তিনি মেঘ অথবা ঝঞ্জাবায়ু দেখতেন, তখন তাঁর চেহারায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠত। তিনি (আয়েশা) বলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! মানুষ যখন মেঘ দেখে তখন বর্ষাটর আশায় খুশী হয়, আর আপনাকে তখন দেখলে আপনার চেহারায় অসন্তুষ্টি ফটে উঠে। উত্তরে তিনি বললেন, হে আয়েশা! এতে যে আযাব নেই, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হতে পারি না। এমন এক বাতাস দিয়েই তো এক জাতির ওপর আযাব দেয়া হয়েছিল। সে জাতি তো এ আযাব দেখে বলেছিল, এ তো মেঘ, যা আমাদেরকে পরিসিক্ত করবে।

সূরা মুহাম্মদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وَللظُّمَرِ إِسْمُكَ (তোমরা (পরস্পর) সম্পর্ক হিম করবে.....।”

۷۴۶۵- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ تَأَمَّتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِمِحْفُو الرِّحْمَيْنِ فَقَالَتْ لَهُ مَهْ قَالَتْ مَهْدًا مَقَامَ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ تَالِ الْأَتْرُشِيِّنَ أَنْ أَصِلَ مِنْكَ وَصَلِكَ وَأَقْطَعُ مِنْ قَطْعِكَ تَالَتْ بِلَى يَارَبِّ قَالَ فَذَلِكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْرَثُوا إِثْ شِئْتُمْ فَمَلَّ عَسِيْرَاتٌ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ-

৪৪৬৫. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন : আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকালকে সৃষ্টি করেন। তা শেষ করলে 'রাহেম' বা 'রক্ত সম্পর্ক' দাঁড়ালো (আল্লাহর দরবারে কিছ্রু আরম্ভ করলো) আল্লাহ বললেন : ধাগো। সে (রক্ত-সম্পর্ক) বলে : যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে আমি তার থেকে তোমার নিকট পানাহ চাই। আল্লাহ বলেন : যে তোমাকে একত্রিত করবে আমি তার সাথে মিলিত হবো, আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে আমি তার থেকে ছিন্ন হবো—এতেও কি তুমি সন্তুষ্ট নও? জবাবে সে বলে : হে পরোয়ারদিগার! অবশ্যই তিনি (আল্লাহ) বলেন, তোমার জন্য তাই। আবু হুরাইরা বলেন, তোমরা চাইলে পড়তে পার : “তোমাদেরকে ক্ষমতা দেয়া হলে সম্ভবতঃ দু'নিয়ার বিপর্ষয় ঘটাবে এবং রক্ত-সম্পর্ক ছিন্ন করবে।”

۷۴۶۶- عَنْ مَعْقُوبِ بْنِ أَبِي الْمُرَرِّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَأَفْرُوْهُ إِثْ شِئْتُمْ فَمَلَّ عَسِيْرَاتٌ-

৪৪৬৬. মু'আবিয়া ইবনে আবিবল মু'বাররাদ থেকেও এটা বর্ণিত হয়েছে। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা ইচ্ছা করলে পড়তে পার, “ফাহাল আসাইতুম।”

সূরা ফাত্‌হ্

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : "إِنَّا نَحْنُ لَكَ نِعْمًا سِيمًا" "নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে স্পষ্ট বিজয় দান করেছি।"

۴۷۶. عَنِ اسْلَمَانَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ اَسْفَارِهِ
 وَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ
 شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ
 الْخَطَّابِ تَكْذِبُ اُمَّمَّ عُمَرَ تَذَرْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَلَيْتُكَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ
 لَا يُجِيبُكَ قَالَ عُمَرُ فَحَرَكْتُ بَعِيْرِي ثُمَّ تَقَدَّمْتُ اِمَامَ النَّاسِ وَ خَشِيتُ
 اَنْ يَنْزَلَ فِي الْفَرَاثِ فَمَا نَشِيتُ اَنْ سَمِعْتُ صَارِحًا يَصْرُحُ فِي فَقُلْتُ لَقَدْ
 خَشِيتُ اَنْ يَكُوْنَ نَزَلَ فِي قُرْاٰنِ خُتْمِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ
 فَقَالَ لَقَدْ اُنزِلَتْ عَلَيَّ الْاٰيَةُ لِسُوْرَةِ لَهِيَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعْتَ عَلَيْهِ
 الشَّمْسُ ثُمَّ قَرَأَ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا -

৪৪৬৭. আসলাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) একদা রাতের বেলা সফরে ছিলেন। উমর ইবনুল খাত্তাবও তাঁর সাথে ছিলেন। উমর ইবনুল খাত্তাব তাঁকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে কোন জবাব দেননি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন কিন্তু জবাব নেই। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, কিন্তু তিনি কোন জবাব দিলেন না। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (নিজেকে) বললেন, উমরের মা তার সন্তান হারাক। তুমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তিনবার প্রশ্ন করলে, কিন্তু তিনি একবারও তোমার প্রশ্নের জবাব দেননি। উমর বলেন : আমি দ্রুত উট চালিয়ে লোকদের আগে চলে গেলাম এবং আমার ব্যাপারে কোরআন নাযিলের আশংকা করলাম। একটু পরই আমি এক আহ্বানকারীকে শুনলাম, সে আগাকে ডাকছে। আমি ভয় পেলাম, আমার ব্যাপারে কোরআন নাযিল হয়নি জে! আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে তাঁকে সালাম জানালাম। তিনি বললেন, আজ রাতে আমার ওপর এমন একটি সূরা নাযিল হয়েছে, যা আমার নিকট সের্ব জিনিস থেকে অতিপ্রিয়, খেসব জিনিসের ওপর সূর্য উদিত হয় (মানে দুনিয়ার সর্বকিছুর থেকে প্রিয়)। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন : "আমরা তোমাকে স্পষ্ট বিজয় দিয়েছি।"

۴۷۸. عَنْ اَبِيْ اِيْسَٰنَ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

88৬৮. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইম্মাফাতাহনা লাকা ফাতহাম মদ্বানী দ্বারা হোদায়বিয়া বদ্বানো হয়েছে।

۴۷۶۹- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ سُورَةَ الْقَمْرِ فَرَجَّحَ فِيهَا قَالَ مُعَاوِيَةَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَجْهِيَ لَكُمْ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ لَفَعَلْتُ.

88৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে মদ্বাফফাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা বিজয়ের দিন সূরা ফাতহ পাঠ করেন এবং সন্মুখর কণ্ঠে তা পাঠ করেন। মদ্বাবিয়া বলেন, আমি ইচ্ছা করলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনুরূপ কিরাত তোনাদেরকে আবৃত্তি করে শুনতে পারি।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

لِيُخَفِّرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيَسِّرَ لَكَ مَا شِئْتُمْ وَ يُعَسِّرَ لَكَ مَا كُفِرْتُمْ بِهَا

“যেন আল্লাহ তোমার পূর্বাঙ্গের গুনাহ মার্ফ করেন, তোমার প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করেন এবং তোমাকে সত্য সরল পথের সম্মান দেবেন।”

۴۷۷۰- عَنِ الْمَغْبِرَةِ بِنِ شُعْبَةَ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى تَوَرَّعَتْ قَدَمَاةً فَيَقِيلُ لَهُ عَمْرُ اللَّهِ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ أَتَسْلَأُكَونَ عَبْدًا شَكُورًا.

88৭০. মগ্বীরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) রাতে (নামাযে) এতটা দাঁড়াতে, বাতে তাঁর কদমম্বয় ফুলে যেতো। তাঁকে বলা হলো, আল্লাহ তো আপনার পূর্বাঙ্গ (সকল) গুনাহ মার্ফ করে দিয়েছেন (এরপরও কেন এত দীর্ঘকাল দাঁড়িয়ে নফল নামায পড়ছেন?) তিনি বললেন : আমি কি আল্লাহর শোকরগজার বান্দা হবো না?

۴۷۷۱- عَنْ مَائِسَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَنْفَطِرُ قَدَمَاةً فَقَالَتْ مَائِسَةُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَتَدْعُو اللَّهَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَلَا أَدْرَأُ أَنَّ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا فَلَمَّا كَثُرَ لِحْمَةُ صَلَّى جَالِسًا فَأَذَارُ أَذَاتُ يَرْكَعُ قَامَ فَقَرَأَ أَشْرَكَ كَع

88৭১. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহর নবী রাতে (তাহাজ্জুদের নামাযে

এতো দীর্ঘ সময়) দাঁড়াতেন, যাতে তাঁর কদম্বয়ল ফেটে যেতো। তখন আল্লাহ্‌শা বলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আল্লাহ তো আগে-পরের (সব) গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন, (তা সত্ত্বেও) কেন আপনি এতো তকলীফ স্বীকার করছেন? তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহর শোকরগুঞ্জার বান্দা হতে ভালোবাসবো না? তাঁর দেহে গোস্ত বৃশ্চি পেলো তিনি বসে নামায পড়েন। যখন রুকু' করার ইচ্ছা করতেন, তখন দাঁড়িয়ে কেঁরাতা পড়তেন অতঃপর রুকু' করতেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : **إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا** (হে নবী) নিশ্চয় আমরা তোমাকে সাক্ষ্যদানকারী, সুসংবাদদানকারী এবং সতর্ককারী বানিয়ে পাঠিয়েছি।”

۴۴۷۲- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قَالَتْ فِي التَّوْرَةِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِزُّ الْأَمِّيِّينَ أَنتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمِيَّتْكَ الْمَتَوَكِّلُ لَيْسَ يَفِظُ وَلَا غَلِيظٌ وَلَا سَخَابٌ بِالْأَسْوَاقِ وَلَا يَدُ نَحِ السَّيِّئَةِ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يُعَقِّمُوا وَيَصْفَعُوا وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقَيِّمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعُوجَاءِ يَا تَقْوُوا لِلَّهِ الْإِلَهَ يَقْتَرِمُ بِهَا عَيْنًا عَمِيًّا وَإِنَّا صَمًّا وَتَلَوْنَا غُلْفًا.

৪৪৭২ আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : কুরআনের উপরোক্ত আয়াতটি তৌরীত কিতাবে এভাবে বলা আছে : হে নবী, আমরা আপনাকে সাক্ষ্যদাতা ও সুসংবাদদানকারী বানিয়ে পাঠিয়েছি এবং পাঠিয়েছি উম্মীলোকদের আশ্রয়স্থল করে। আপনি আমার বান্দা এবং রসূল! আমি আপনার নাম মত্বাও-য়াক্বিল (অর্থাৎ তাওয়াক্বুলকারী) রেখেছি, যার স্বভাব রুঢ় নয়, যার মন কঠোর নয়। যিনি বাজারে বাজারে শোরগোলকারী হবেন না এবং মন্দকে মন্দ দ্বারা দমন করবেন না। বরং তিনি মাফ করবেন এবং ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। তিনি বক্র (কাফের) জাতিকে সোজা না করা পর্যন্ত আল্লাহ তায়াল্লা তাঁর জান কবয করবেন না। সোজা এভাবে (করবেন) যে, লোকেরা বলবে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। অতঃপর তিনি এই তাওহীদী কলমে দ্বারা অধ্ব চোখগুলো খুলে দেবেন বধির কানগুলোর বধিরতা ঘুচাবেন এবং পর্দায় ঢেকে পড়া মন আবরণমুক্ত করবেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : **هُوَ الَّذِي أَلْزَمَ السَّيِّئَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ** (তিনিই সেই সত্তা, যিনি ঈমানদারগণের অন্তরে শব্দি ও সাম্বনা নাখিল করেছেন—।”

۴۴۷۳- عَنْ الْإِبْرَاءِ قَالَ بَيَّنَّمَا رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقْرَأُ وَتَوَسَّلَ لَهُ مَرْبُوطٌ فِي الدَّارِ فَيَجْعَلُ بَشْفًا فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَتَطَّرَ فَلَمْ يَرِ شَيْئًا وَجَعَلَ يَنْفَعُ مَلَأَ أَصْبَحَهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ تِلْكَ السَّيِّئَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ

৪৪৭৩. বারা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা নবী (সঃ)-এর জনৈক সাহাবী কেরাত পড়াছিলেন। তাঁর একটি ঘোড়া ঘরে বাধা ছিল। হঠাৎ সেটি ভাগতে লাগলো। সেই সাহাবী বেরিয়ে এসে (এদিক-সেদিক) নঘর ঘোড়ালেন। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। ঘোড়াটি ভেগেই যাচ্ছিল। যখন ভোর হলো, তিনিই ব্যাপারটি নবী (সঃ)-এর নিকট বর্ণনা করলে হৃদয়র (সঃ) বললেন, এটাই হলো সেই স্বাস্থি ও প্রশান্তি, যা কুরআন পড়ার সময় নাযিল হয়ে থাকে।

অনুচ্ছেদ : আন্লাহর বাণী :

إِذْ يَأْتِيَنَّكَ عَمَّتُ الشَّجَرَةَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ
وَإِنَّا بِهِمْ لَفَتَّاحُونَ.

“(নিশ্চয় আন্লাহ ইমানদারদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন), যখন তারা বৃক্ষটির নীচে আপনার হাতে বায়ু আত করছিলেন। মূলত: তাদের অন্তরে যা ছিল, তা তিনি জেনেছেন। অতঃপর তিনি তাদের ওপর স্বাস্থি ও প্রশান্তি নাযিল করেছেন এবং তাদেরকে নিকটবর্তী বিজয় দান করার পদস্বকৃত করেছেন।”

৪৪৭৪. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْفَاوَارِ بَعِ مَائَةٍ.

৪৪৭৪. জাবের [ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)] বর্ণনা করেছেন। হুদাইবিয়া-সন্ধির দিন আমরা চৌদ্দশ লোক ছিলাম।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ الْمُرَزِيِّ إِذْ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ نَمَى النَّبِيُّ
ﷺ عَنِ الْحُدُبِ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهَيْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ الْمَغْضَلِ
الْمُرَزِيَّ فِي الْبُؤْلِ فِي الْمَغْضَلِ

৪৪৭৫. আবদুল্লাহ ইবনে মগুফাল ময়ানী (রাঃ) হতে বর্ণিত। (তিনি বলেন,) যেসব লোক বৃক্ষটির নীচে (বাইরাতে রেদওয়ানে) হাযির ছিল আমিও তাদের একজন ছিলাম। নবী (সঃ) চিল কাঁকর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন। উক্বা ইবনে সুহবান বর্ণনা করেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মগুফাল ময়ানী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, গোসল করার জায়গায় পেশাল করতে হৃদয়র (সঃ) নিষেধ করেছেন।

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الصَّقَّانِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ.

৪৪৭৬. সাবিত ইবনে যাহ্বাক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনিও সেই বৃক্ষতলে বাইআত-কারীদের অন্তর্গত ছিলেন।

عَنْ جَبْرِ بْنِ أَبِي تَابِتٍ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ أَسْأَلُهُ فَقَالَ كُنَّا
بِصِفَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ عَلِيُّ نَعْرُ
فَقَالَ سَمِعْتُ بَنِي حَبِيبٍ إِتْمَهُمُ الْفُسْكَرُ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ يَعْزِي

الصَّلْحِ الَّذِي كَانَتْ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُشْرِكِينَ وَلَوْ نُرِي تَمَتُّكَ لَقَاتَلْنَا
فَجَاءَ عُمَرَ فَقَالَ السَّاعَى عَلَى الْحَقِّ وَهَوَّ عَلَى الْبَاطِلِ أَلَيْسَ قُتِلَ نَابِيُّ الْجَنَّةِ
وَمَثَلَهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى قَالَ فَفِيهِمْ تُعْطَى الدِّينِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنُزَجَّجَ
وَلَمَّا يُخَكِّمُ اللَّهُ بَيْنَنَا نَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَكْتُ يُضَيِّعُنِي اللَّهُ
أَبَدًا فُرَجَّجَ مُتَعَبِّضًا فَانْكَرُ يُصْبِرُ حَتَّى جَاءَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَيْسَ السَّاعَى
الْحَقِّ وَهَوَّ عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَكْتُ
يُضَيِّعُهُ اللَّهُ أَبَدًا فَانزَلَتْ سُورَةُ الْفُجْرِ.

৪৪৭৭. হাবীব ইবনে আবু সাবিভ বর্ণনা করেছেন, আমি আবু ওয়ালেদ (রাঃ)-এর নিকট (কিছদ) জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম। তিনি বললেন, আমরা সিয়ফ্যূনের যুদ্ধে অংশ নিরোঁছিলাম, এ সময় এক ব্যক্তি বললো : তোমরা কি সে লোকদেরকে দেখতে পাচ্ছ না, যাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে (ফঃসালার গ্ন্য) আহ্বান করা হচ্ছে? তখন আলী (রাঃ) বললেন, হাঁ, সাহল ইবনে হুনাইফ বললেন, তোমরা নিজেদেরকে নিজেরাই অভিযুক্ত কর (অর্থাৎ যুদ্ধ সম্পর্কিত এই রায় সঠিক নয়)। হুদাইবিয়ার দিন অর্থাৎ নবী (সঃ) এবং মক্কার মূশরিকদের মধ্যে সন্ধির দিন আমরা সেটা দেখেছি। যদি আমরা সেই যুদ্ধ সংঘটিত হতে দেখতাম, তবে অবশ্যই যুদ্ধ করতাম। অতঃপর উমর (রাঃ) এগিয়ে আসলেন এবং আরব করলেন, (হে রসূল!) আমরা কি হকের ওপর নই আর তারা কি বাতিলের ওপর নয়? আমাদের নিহত ব্যক্তির জামাতে আর তাদের নিহতরা কি জাহান্নামে যাবে না? হুদায় (সঃ) বললেন, হাঁ। তখন উমর (রাঃ) বললেন, তবে কেন আমরা আমাদের স্বাধীনতার মধ্যে এই যিজ্জাতি ও অপমানকর শর্ত আসতে দেব? কেন আমরা ফিরে যাব? অথচ আল্লাহ আমাদের মাঝে অনুরূপ (সন্ধির) নির্দেশ দেননি। তখন নবী (সঃ) বললেন, হে খাতাবের বেটা, আমি আল্লাহর রসূল! আল্লাহ কখনো আমার অনিচ্ছ করবেন না। উমর (রাঃ) গোস্বায় ক্ষুর মনে ফিরে গেলেন। তিনি ধৈর্য ধরতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে গেলেন এবং বললেন, হে আবু বকর, আমরা কি হকের ওপর এবং মূশরিকরা কি বাতিলের ওপর নয়? আবু বকর (রাঃ) বললেন, হে ইবনে খাতাব, নিশ্চয় তিনি আল্লাহর রসূল! আল্লাহ কখনো তাঁর অনিচ্ছ করবেন না, সুতরাং এ উপলক্ষে সূরা ফাত্‌হ নাখিল হয়েছে।

সূরা আল-ছুরাত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت :
النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض عن تعبط اعمالكم والتم
لا تشعرون -

“হে ইমানদারগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের শব্দ চড়া করো না এবং তোমরা

তার নামনে জোর আওয়াযে কথা বলো না, যেমন বলে থাক তোমরা একে অন্যের সাথে। এরূপ করলে তোমাদের আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যাবে, অথচ তোমরা তা টেরও পাবেন না।”

۴۴۷۹ - عَنْ ابْنِ أَبِي مَالِكَةَ قَالَ كَادَ الْخَيْرَاتُ أَنْ يَهْلِكَ أَبَا بَكْرٍ عَمَرَ رَفَعًا أَصَوَاتُهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكِبَ بَنِي قَيْسٍ فَأَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالْأَمْرِ بِنِ حَابِسِ أَخِي بَنِي مَجَاشِعَ فَأَشَارَ الْآخَرُ بِرَجُلٍ الْآخَرَ قَالَ نَافِعٌ لَأَحْفَظُ اسْمَهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ مَا أَرَدْتَ إِذْ خَلَدْتَنِي قَالَ مَا أَرَدْتَ خَلَدْتُكَ فَارْتَفَعَتْ أَصَوَاتُهُمَا فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ الْآيَةَ قَالَ ابْنُ الرَّبِيعِ فَمَا كَانَ عَمَرَ يُسْمِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ حَتَّى يَسْتَفْهَمَهُ وَلَمْ يَدْرُكَ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ.

৪৪৭৮. ইবনে আব্দুল্লাহ্‌কা বর্ণনা করেছেন, মুসলমানদের দৃ্জন সর্বোত্তম ব্যক্তির বিপন্ন হওয়া প্রায় আসন্ন হয়ে পড়েছিল। সে দৃ্জন হলেন আব্দ বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ)। তাঁরা নবী (সঃ)-এর সামনে তাঁদের কন্ঠস্বর চড়া করে ফেলোছিলেন। বনী তামীম গোত্রের একদল লোক যখন হযরতের নিকট এসেছিল, তখন এ ঘটনাটি ঘটেছিল। [নবী (সঃ) সেই গোত্রের জন্য একজন প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলেন]। তাঁদের একজন [অর্থাৎ উমর (রাঃ)] বনী মাজামে গোত্রের আক্‌রা ইবনে হাবিসের নাম প্রস্তাব করলেন এবং অন্যজন [অর্থাৎ আব্দ বকর (রাঃ)] অপর এক ব্যক্তির নামের প্রতি ইশারা করলেন। (নাফে' বলেন, এ ব্যক্তির নামটি আমার মনে নেই)। আব্দ বকর (রাঃ) উমর (রাঃ)-কে বললেন, আপনার ইচ্ছাই হলো কেবল আমার বিরোধিতা করা। উমর (রাঃ) বললেন, আপনার বিরোধিতা করার ইচ্ছা আমার আদৌ নেই। এ ব্যাপারটি নিয়ে তাঁদের মধ্যে উচ্চবাচ্য হতে লাগলো। তখন আব্বালাহ এই আয়াত নাযিল করলেন : “ইমানদারগণ, তোমরা নবীর আওয়ায-এর ওপর তোমাদের আওয়ায ব্দলন্দ করো না।”

আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর উমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সাথে এত আস্তে কথা বলতেন যে, হযরত (সঃ) শ্বিতীয়বার নিঃশব্দ করে না নেয়া পর্যন্ত তাঁর কথা শোনাই যেত না। তিনি এ কথাটি আব্দ বকর (রাঃ) সম্পর্কে ব্যক্ত করেননি।

۴۴۷۹ - عَنْ ابْنِ أَبِي مَالِكَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِفْتَقَدَ نَائِبَ بَنِي قَيْسٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ فَأَتَاكَ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مَتَكِّسًا رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ مَا سَأَلَكَ فَقَالَ شَرَّكَانِ يُرْفَعُ صَوْتُهُ كَوَقْ صَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ خَبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَتَى الرَّجُلَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ أَنْهُ قَالَ كَدًا وَكَدًا فَقَالَ مُوسَى فَرَجَّعَ إِلَيْهِ الْمَرْءَ.

الْآخِرَةَ بِسَفَارَةٍ عَظِيمَةٍ فَقَالَ اذْهَبِ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ
أَهْلِ النَّارِ وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

৪৪৭৯. আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (সঃ) একদিন সাবিত ইবনে কায়েস (রাঃ)-কে খুঁজে পেলেন না। (জিজ্ঞেস করার পর) এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রসূলুল্লাহ আমি আপনার জন্য তার খবর জানে নিয়ে আসছি। সুতরাং লোকটি তার নিকট গিয়ে তাকে দেখলো যে, তিনি তার ঘরে অমনত মস্তকে বসে আছেন। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, আপনার হলো কি? তিনি বললেন, অত্যন্ত খারাপ। এই অধম কথার আওয়াজ নবী (সঃ)-এর আওয়াজের চেয়ে চড়া করে বলতো। ফলে তার আমল বরবাদ হয়ে গেছে। এখন সে আহাম্মানী বনে গেছে। অতঃপর লোকটি নবী (সঃ)-এর নিকট ফিরে এসে খবর দিল যে, তিনি এমন এমন কথা বলেছেন। আনাস তখন মূসা বলেন, লোকটি [নবী (সঃ)-এর তরফ থেকে] এক মহা সূখবর নিয়ে আবার তার কাছে গেল (এবং তাকে বললো), নবী (সঃ) আমাকে বলেছেন, তাকে গিয়ে বল যে, তুমি জাহান্নামী নও, বরং তুমি জান্নাতীদের পর্যায়ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون -

“নিশ্চয় তারা আপনাকে হুজুরার পেছন থেকে ডাকাডাকি করে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।”

৭৮৮০. عَنْ ابْنِ أَبِي مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الرَّبِيعِ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ قَدِيمَ

رَكْبٍ مِنْ بَيْتِ تَيْمِيزٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمْرًا الْقَعْقَاعُ بَنُ

مَعْبُدٍ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْاَثَرِ عَ ابْنِ حَابِسٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَرَدْتَ

إِلَى إِذَا لَدَّ خِلْدِي فَقَالَ عُمَرُ مَا أَرَدْتَ خِلْدُكَ فَمَا رَأَيْتَ حَتَّى ارْتَفَعَتْ

أَصْرَاتُهُمَا فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ يَأْتِيهِمَا الَّذِينَ امْتَوَالَتْ تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ

وَرَسُولِهِ حَتَّى انْقَضَتِ الْآيَةُ -

৪৪৮০. ইবনে আবু মলাইকা বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে হুবাইর (রাঃ) তাঁদেরকে জানিয়েছেন, একবার নবী তামিম গোত্রের একদল লোক সওয়ার হয়ে নবী (সঃ)-এর নিকট আসলো (এবং একজন প্রতিনিধি আবেদন করল)। আবু বকর (রাঃ) বললেন, কা-কা ইবনে মাবাদকে আমীর বা নেতা বানানো হোক। উমর (রাঃ) প্রস্তাব করলেন, আক্‌রা ইবনে হাবিসকে আমীর বানানো হোক। তখন আবু বকর (রাঃ) বললেন, আপনার ইচ্ছাই হলো কেবল আমার বিরোধিতা করা। উমর (রাঃ) বললেন, আপনার বিরোধিতা করার আদৌ আমার কোন ইচ্ছা ছিল না। এ নিয়ে দু'জন তর্ক-বিতর্ক শুরু করলেন, এমনকি দু'জনেরই কণ্ঠস্বর উচ্চে উঠে গেল। এ ঘটনা উপলক্ষেই আয়াতটি নাযিল হলো : “হে ইমানদারগণ, তোমরা (কেমন ব্যাপারেই) আল্লাহ ও তাঁর রসূল থেকে আগ-বেড়ে যেও না।”

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم
“এবং আপনি তাদের নিকট বেরিয়ে আসা পর্যন্ত যদি তারা সবর ও প্রতীক্ষা করত, তবে এটা তাদের জন্য অবশ্যই কল্যাণকর হত।”

সূরা স্তাফ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

و تقول هل من مزيد

“(সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবো, তুমি কি লোকে পরিপূর্ণ হয়েছে?) এবং জাহান্নাম বলবে, আরও বেশী লোক আছে কি?”

৭৭৮১- عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُلْقَى فِي النَّارِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطُّ قَطُّ.

৪৪৮১. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, (জাহান্নামীদেরকে) জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, এবং জাহান্নাম বলবে, আরও অধিক আছে কি? শেষ পর্যন্ত তিনি (আল্লাহ তায়াল্লা তার মধ্যে) আপন পদ স্থাপন করবেন। তখন সে বলবে, বাস, বাস।

৭৭৮২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ وَأَكْثَرُ مَا كَانَتْ يُوقِفُهُ أَبُو سُوَيْبَةَ يُقَالُ لِحَمَّتْ هَلْ امْتَلَأَتْ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. فَيَضَعُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ عَلَيْهَا تَقُولُ قَطُّ قَطُّ.

৪৪৮২. আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে ‘মারফু’ হাদীস হিসেবে বর্ণিত। আর আবু সূইবান এটিকে প্রায়ই মওকুফ হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন, সেদিন জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার পেটাকি পূর্ণ হয়েছে? সে বলবে, আরও অধিক আছে কি? তখন আল্লাহ তায়াল্লা আপন চরণ তাতে স্থাপন করবেন। এবার সে বলবে, বাস বাস, যথেষ্ট যথেষ্ট হয়েছে।

৭৭৮৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَمَجَّجَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتْ النَّارُ أَذْثَرْتُ يَا لِمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ وَتَالَتِ الْجَنَّةُ مَا لِي لَيْدٌ خَلْتِي إِلَّا ضَعْفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطَهُمْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرَحَمَ بِكَ مِنْ أَنْشَاءِ مِنْ عِبَادِي وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ هَذَابٌ أَعْدَبَ بِكَ مِنْ أَنْشَاءِ مِنْ عِبَادِي وَلكلٍّ دَاجِدٌ مَتَهُمَا مَلُومًا نَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ قَطُّ قَطُّ قَطُّ فَمَا لَيْكَ فَمَتَلَيْ وَيُرَدُّ بَعْضُهُمَا إِلَى بَعْضٍ وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَإِنَّمَا الْجَنَّةُ نَائِلَةٌ اللَّهُ يَنْشِئُ لَهَا خَلْقًا.

৪৪৮৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন, জাহ্নাত ও জাহান্নাম

পরস্পর ঝগড়া করেছে। জাহান্নাম বললো, প্রতিপক্ষিণালী দম্ভকারী ও যালিমদের জন্য আমাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। জাহ্নাত (আক্ষিপ করে) বললো, আমার কি হলো, আমাতে কেবল দুর্বল ও নগণ্য লোকেরাই প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা জাহ্নাতকে বললেন, তুমি হলে আমার রহমত। তোমার স্কারা আমার বান্দাহদের যাকে চাই তার প্রতি আমি রহমত করব। এবং তিনি জাহান্নামকে বললেন, তুমি হলে আযাব। তোমার স্কারা আমি বান্দাদের যাকে চাই আযাব দেব। বস্তুতঃ জাহ্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য একটি সীমা নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু (যত মানদুই চুকানো হোক) জাহান্নাম কিছুতেই পূর্ণ হবে না। শেষ পর্যন্ত তিনি (আল্লাহ তায়ালা) স্বীয় চরণ তাতে স্থাপন করবেন। তখন সে বলবে বাস, বাস, বাস। তখন কেবল জাহান্নাম পূর্ণ হবে এবং এর এক অংশ অন্য অংশের সাথে মিলে গিয়ে সংকুচিত হয়ে আসবে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির কারো ওপর শুল্কম করবেন না (অর্থাৎ জাহান্নাম ভর্তি করার জন্য অনায়ভাবে কাউকে তাতে ফেলবেন না)। আর জাহ্নাত পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা (নতুনভাবে) অন্য মখলুক পন্নদা করবেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ .

“এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার রবের হাম্দ সহ মহিমা বর্ণনা কর।”

۴۲۸۸ - عَنْ جَدِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَظَنَرُ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً أَرْبَعِ عَشْرَةَ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبِّكُمْ كَمَا تَرُونَ هُنَا لَا تَضَاهُونَ فِي رُؤْيَيْهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَلْتَقِبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ قَسْمًا بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ .

৪৪৮৪. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আমরা একরাতে নবী (সঃ)-এর সাথে বসা ছিলাম। তিনি চাঁদের দিকে তাকালেন। এটি চৌম্ব তারিখের (পূর্ণিমার) চাঁদ ছিল। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা যেরূপ এ চাঁদটি দেখতে পাচ্ছ, ঠিক সেরূপ অবিলম্বে তোমাদের রবকেও দেখতে পাবে এবং আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে তোমাদের একটুও সন্দেহ হবে না। এজন্যে তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে কখনো নামায ছাড়বে না। স্বধাসাধ্য তা আদায় করবে। এরপর তিনি আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, “অতএব সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার রব-এর হামদসহ মহিমা বর্ণনা কর।”

۴۲۸۵ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرْتُ أَنِّي يُسَبِّحُ فِي أَدْبَارِ الصَّلَاةِ كُلِّهَا يَحْسِي قَوْلَهُ إِذَا دَبَّ السُّجُودِ .

৪৪৮৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা নবী (সঃ)-কে প্রত্যেক নামাযের পরে তাসবীহ পড়ার আদেশ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বাণী ‘আদবারাস্ সূজুদ’ স্কারা তিনি এ অর্থ করেছেন। এর মানে, ‘এবং সিজ্জাদাসমূহের সমাপ্তির পর অর্থাৎ নামায শেষে তাসবীহ পড়।’

সূরা আয-যারিয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

'আলী (রা:) বলেছেন, 'যারিয়াত মানে বায়ুদ্রাশি। অন্যেরা বলেছেন, 'ভাষ্যরূহো মানে তাকে বিকল্পিত ও বিচ্ছিন্ন করে দেয়। 'ওয়াকি জানকুসিকুম এর মানে, তোমরা কি স্বয়ং নিজেদের মধ্যে দেখনা যে, খানা-গিনা করা কেবল এক পথে অর্থাৎ দু'খ দিয়ে আর তা বের হয় দু'পথে অর্থাৎ পায়খানা-পেশাবের রাস্তা দিয়ে।

ইবনে আব্বাস (রা:) বলেছেন, আজ হুবুদ শব্দের মর্মার্থ হলো, তার সমকক হওয়া এবং তার সৌন্দর্য। 'ফি গায়রাতিন' নামে নিজ বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।

সূরা আত-তুর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۴۷۱۶- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَّوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْكِي نَقَالَ طُوفِي مِنْ دَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطَقْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيُ الْمِنَى جَنْبَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابَ مَسْطُورٍ

৪৪৮৬. উম্মে সালামা (রা:) বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (স:) এর নিকট অভিযোগ করলাম যে, আমি অসুস্থ। তখন তিনি বললেন, তুমি সওয়ার হয়ে লোকদের পেছনে থেকে তওরাত করে নাও। সুতরাং আমি (সেভাবে) তওরাত করে নিলাম। এ সময় রসূলুল্লাহ (স:) কাবার এক পাশে সূরা আতুর ওয়া কিতাবিন্মাস্তুর পড়াছিলেন।

۴۷۱৭- عَنْ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ تَلْمَا بَلَغَ هَذِهِ الْآيَةَ أَمْ خَلَقُوا مِنْ فَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْبَاقِرُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُدْرِكُونَ أَمْ عِنْدَ هُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصْطَفُونَ - كَادَ قَلْبِي أَنْ يُطَيَّرَ قَالَ سَفِيَّاتٌ فَأَمَّا أَنَا فَأَنَا سَمِعْتُ الرَّهْمَانِ يَمْدِي عَنْ مَسَدِ بْنِ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ لَمْ أَسْمَعْهُ زَادَ الَّذِي قَالُوا إِلَى -

৪৪৮৭. জবরাইর ইবনে মদ'এম (রা:) বর্ণনা করেছেন, আমি নবী (স:) -কে (সালাতিল) মাগরিবে সূরা তুর পড়তে শুনেছি। যখন তিনি এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেন : 'তারা কি কোন সৃষ্টিকারী ছাড়াই অস্তিত্ব লাভ করেছে? না তারা নিজেসই নিজেদের

সৃষ্টিকর্তা? আসমান-যমীন কি তারাই সৃষ্টি করেছে? আসলে তারা কোন কিছুতেই বিশ্বাস করে না। তোমার পরওয়ারদিগারের ধনভান্ডার কি তাদের হাতের মতোয় রয়েছে? কিংবা তার ওপর তাদেরই কড়ম্ব চলে?" তখন আমার অন্তর প্রায় উড়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল।

সুফিয়ান বলেছেন, আমি যুহরীকে মুহাম্মদ ইবনে জুবাইর ইবনে মৃত'এমের সূত্রে এভাবে বর্ণনা করতে শুনছি যে, তাঁর পিতা জুবাইর বলেছেন, "আমি নবী (সঃ)-কে (সাল্লাল্লাইলৈহি) মাগরিবে সূরা 'যুহর' পড়তে শুনছি।" কিন্তু যুহরীকে তাতে "আমার অন্তর প্রায় উড়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল"—এ কথাটি বাঁড়িয়ে বলতে আমি (সুফিয়ান) শূন্য।

সূরা আন-নাছম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۴۴۸ - عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَالِشَةَ يَا مَتَا هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ
فَقَالَتْ لَقَدْ تَفَّ شِعْرِي مِمَّا قُلْتِ أَيَّتْ أَنْتِ مِنْ تِلْكَ مَنْ حَدَّثَكَ كَمَنْ فَقَدْ
كَذَبَ مِنْ حَدِّكَ أَنْ مُحَمَّدٌ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ تَرَقَّرَاتِ
لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْتُمَ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِثْرًا وَرَأَى حِجَابٍ وَمَنْ
حَدَّثَكَ أَنْهُ يُعَلِّمُ مَا فِي عَدِي فَقَدْ كَذَبَ تَرَقَّرَاتِ وَمَا تُدْرِي
نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ عَدَاؤِ مَنْ حَدَّثَكَ أَنْهُ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ
تَرَقَّرَاتِ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْذِي هُوَ
رَأَى جِبْرَائِيلَ فِي صُورَتِهِ

৪৪৮. মাসরুক বর্ণনা করেছেন, আমি আরেশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম : "হে আশ্মা-জান, মুহাম্মদ (সঃ) কি তাঁর রবকে (মি'রাজের সময়) দেখেছিলেন?" জবাবে তিনি বললেন : "তোমার কথায় আমার গায়ের পশম কাটা দিয়ে খাড়া হয়ে গেছে। তিনটি কথা সম্পর্কে তুমি কি অবগত নও? সেই তিনটি কথার কোন একটি কেউ তোমাকে বললে সে মিথ্যাবাদী হবে। (সেই তিনটি কথা হলো:) যদি কোন লোক তোমার নিকট বলে যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর পরোয়ারদিগারকে দেখেছেন, তবে সে মিথ্যা বলেছে।" অতঃপর (এ কথার সামর্থনে) তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেছেন : 'দৃষ্টিশক্তি তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না। বরং তিনিই সব দৃষ্টিকে আয়ত্তে রাখেন। এবং তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী ও সব অবহিত।' (আরেকটি আয়াত হলো) 'কোন মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, ওহী অথবা পর্দার আড়াল ছাড়া আল্লাহর সাথে কথা বলে।'

আর যে লোক তোমাকে বলে যে, আগামীকাল কি হবে, না হবে, সে তা জানে, তবে সে

মিথ্যাবাদী। অতঃপর (এ দাবীর সমর্থনে) তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : “কোন লোকই জানে না, আগামীকাল সে কি করবে।”

আর যে লোক তোমার নিকট বলে যে, তিনি [হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কোন কথা] গোপন রেখেছেন, (উম্মতের নিকট প্রকাশ করেননি) তবে সে-ও মিথ্যাবাদী। (এ কথার সমর্থনে) তিনি (এ আয়াত) তিলাওয়াত করলেন : “হে রসূল, আপনার নিকট যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার সবটাই আপনি (মানুষের নিকট) পৌঁছিয়ে দিন।”

[আয়েশা (রাঃ) বলেন,] কিন্তু রসূল (সঃ) জিবরাইল (আঃ)-কে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে কেবল দু'বার দেখেছেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : فَاَوْحَىٰ إِلَىٰ قَوْمِ قَابِ قَوْسِينَ اَوَادِي - ফাওহী আলী ক্বৌমি ক্বাউসীইন। “এমনকি তিনি দু'ধনুকের ব্যবধানে ছিলেন কিংবা আরও নিকটবর্তী হয়েছিলেন। তখন আল্লাহ তাঁর বাণীর প্রতি মা ওহী করার, তা ওহী করেছিলেন।”

৪৮৮৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَكَانَتْ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ
عَبْدِ اللَّهِ مَا أَوْحَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ رَأَىٰ جِبْرَائِيلَ لَهُ سِتَّةٌ
مِائَةً جَنَاحٍ -

৪৮৮৯. আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত। “ফাকানা ক্বাবা কাওসাইনে আওআদনা ফাআওহা ইলা আবাদিহী মা আহা” এ আয়াত দু'টির তাফসীর প্রসঙ্গে ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূল (সঃ) জিবরাইল (আঃ)-কে দেখেছেন। তাঁর ছ' ডানা ছিল।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : فَاَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ - ফাওহী আলী আব্দইহী মা আওহী। “অতঃপর আল্লাহ তাঁর বাণীর প্রতি মা ওহী করার, তা ওহী করেছেন।”

৪৮৮৯. عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ زُرَّارًا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَكَانَتْ قَابَ
قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ مَا أَوْحَىٰ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأَىٰ جِبْرَائِيلَ لَهُ سِتَّةٌ مِائَةً جَنَاحٍ -

৪৮৯০. শায়বানী বর্ণনা করেছেন, আমি যিররাকে আল্লাহ তা'আলার এ বাণী—“ফাকানা ক্বাবা কাওসাইনে আওআদনা। ফাআওহা ইলা আবাদিহী মা আওহা”—এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন, আমাকে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ (সঃ) জিবরাইল (আঃ)-কে দেখেছেন। এ সময় তাঁর ছ' ডানা ছিল।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ - লক্দ্ রাই মিন আয়ত রবিইল ক্বুরী। “নিশ্চয় তিনি তাঁর পরোমারদেগারের বৃহত্তম নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছিলেন।”

৪৮৯১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ قَالَ رَأَىٰ
رُفُوفًا أَحْمَرَ تَدْمًا لَذِقًا -

৪৮৯১. আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, “লাকাদরাআ মিন আয়াতে

রাশ্বিহিল কুরবা' এ আয়াতের মর্ম এই যে, রসূল (সঃ) সব্জ রফরফ দেখেছিলেন, বা গোটা আকর্ষণ জুড়েছিল। ৫৫

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : - افرأيتم الك والعزى "তোমরা কি লাভ ও উষ্যাকে দেখেছ?"

৭৭৭২- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَوَلَّيْهِ الْأَيْبِ وَالْعَزَى كَاتَ اللَّهُ رَجُلًا يَلْتَمِسُ سِوَيْكَ الْحَاجِّجِ.

৪৪৯২: ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর বাণী আল্লাতা ওয়াল উষ্যা। এখানে লাভ অর্থ সেই ব্যক্তি যে হাজীদের জন্য ছাত্তু গুলতো।

৭৭৭৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَ حَلْفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ وَاللَّهِ وَالْعَزَى فَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَثَ قَالَ لِمَا جِئْتَهُ لَعَالُ أُو تَارِكٌ فَلْيَتَصَدَّقْ

৪৪৯৩: আব্দ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে লোক কসম করে এবং কসম করে লাভ ও উষ্যার তবে সাথে সাথে তার না-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা উচিত। আর খেলোক তার সাথীকে বলে, এসো আমরা জুয়া খেলি; তবে তার সদকা দেয়া উচিত।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : - و منوة الثالثة الاخرى - "এবং অবশেষে (দেখেছ কি) তৃতীয় মানাতকে?"

৭৭৭৭- عَنْ عُرْوَةَ قَالَتْ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ إِنَّمَا كَانَ مِنْ أَهْلِ بَعْنَاءِ الطَّائِبَةِ الَّتِي بِالْمَشَلِّ لَدَيْ طَرَفِ بَيْنِ الصَّفَادِ الْمُرْدَةِ فَاتْرَلُ اللَّهُ تَعَالَى رِثَ الصَّفَا وَ الْمُرْدَةِ وَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ قَالَ سَفِينُ مَنَاةَ بِالْمَشَلِّ مِنْ تَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ نَزَلَتْ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا مُعْرُوعَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمُوا يَهْلِكُ لِمَنَاةَ مِثْلُهُ وَ عَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ كَانَ يَهْلِكُ لِمَنَاةَ وَ مَنَاةَ صُنْعُ بَيْنِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ قَالُوا يَا بَنِي اللَّهِ كُنَّا لَدَى لَطُوفِ بَيْنِ الصَّفَادِ الْمُرْدَةِ تَعْلِيمًا لِمَنَاةَ نَحْوَهُ.

৪৪৯৪: উরওয়া বর্ণনা করেছেন, যে, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বলেছেন, যে সমস্ত লোক মদ্যশাল্লাল নামক স্থানে অবস্থিত মানাত দেবীর নামে বা নিকটে

৫৫. এখানে 'রফরফ' শব্দের কয়েকটি অর্থ আছে। কারো কারো মতে, একটি মখমলের বড় গালিচা ছিল—যার উপর জিবরাইল (আঃ) বসা হইলেন। কেউ কেউ বলেন, তা জিবরাইল (আঃ)-এর গায়ের চাদর ছিল। কিংবা তার ডানাগুলোর সৌন্দর্য ও সব্জ মখমলের মতো ছিল।

এহরাম বাঁধতে তারা সাফা-মারোয়ার মাঝে ভুগ্নাফ করতো না। তখন আল্লাহ তায়ালা নাখিল করলেন : 'ইমাস্-সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাহাইরিল্লাহ' "সাফা এবং মারওয়াতা নিশ্চই আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন"। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং মুসলমানগণ ভুগ্নাফ করলেন।

সুফিয়ান বলেছেন, মানাত কুদাইদ নামক স্থানের নিকটস্থ মদুশাল্লাল নামক জায়গায় অবস্থিত।

অপর এক সনদে আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, মদীনার আনসারগণের কিছু লোক (ইসলাম কবুলের আগে) মানাতের জন্য এহরাম বাঁধতো। মানাত মক্কা ও মদীনার মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি দেব-মূর্তি ছিল। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর নবী আমরা সাফা ও মারওয়াত মাঝখানে মানাতের সম্মানার্থে তওগ্নাফ করতাম না।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : - **لَا سَجْدَ وَاللَّهِ وَاعْبُدُوا** "অতএব তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করো এবং তাঁরই ইবাদত করো।"

২২৭৫- **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ وَالْمَشْرِكُونَ وَالْحَيَّةُ وَالْإِنْسُ.**

৪৪১৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) সূরা নজমের মধ্যে সিজদা করেছেন এবং তাঁর সাথে (উপস্থিত) মুসলমান, মদুশারিক জিন ও মানব সবাই সিজদা করেছেন।

২২৭৬- **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَوَّلُ سُورَةٍ أَنْزِلَتْ فِيهَا سَجْدَةٌ النَّجْمُ قَالَ فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا رَجُلًا رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًّا مِنْ تَرَابٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ تَبَلَّ كَأَنَّهُ رَأَى هُوَامِيَّةَ بْنِ خَلِيفٍ**

৪৪১৬. আবদুল্লাহ [ইবনে মাসউদ (রাঃ)] বর্ণনা করেছেন। সিজদার আয়াত সম্বলিত সর্ব প্রথম নাখিল হওয়া সূরা হলো সূরা 'নজম'। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) (এই আয়াত পড়ে) সিজদা করেছেন এবং রসূল (সঃ)-এর পেছনের সব লোকও সিজদা করেন। তবে এক ব্যক্তি সিজদা করেনি। আমি তাকে এক মূর্তি মাটি হাতে নিয়ে তাতে সিজদা করতে দেখেছি। এ ঘটনার পর আমি তাকে কারেকের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। তার নাম উমাইয়্যা ইবনে খলফ।

সূরা আল-কামার

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : **وَالشُّعْرُ وَالان بَرُوا امة بعروا**

"এবং চাঁদ স্মিখিড হয়েছে। আর যদি তারা কোন নিদর্শন দেখেও, তবে তারা মূখ্য কিরিয়ে নেবে।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : **وَلَقَدْ يَسُونَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ نَهْلٍ مِنْ مَدَكِرٍ**
 “এবং নিশ্চয় আমরা এই কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতঃপর
 আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণ করার?”

৩৫.৩. **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَاتِبٌ يَقْرَأُ فَمِنْ مَدَكِرٍ**

৪৫০৩. আবদুল্লাহ (ইবনে মাস'উদ) হতে বর্ণিত। নবী (স:) ফাহাল মিম মন্দাকির
 পড়তেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : **فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَ لَذِرٍ**
 “তারা খেজুরের উপাটিত কাণ্ড ছিল, অতএব আমার আযাব ও সতর্ক করা কেমন ছিল?”

৩৫.৪ **عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا سَأَلَ الْأَسْوَدَ فَمِنْ مَدَكِرٍ أَوْ
 مَدَكِرٍ قَالِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقْرَأُهَا فَمِنْ مَدَكِرٍ إِلَّا قَالَ د.
 سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُهَا فَمِنْ مَدَكِرٍ دَاكٍ**

৪৫০৪. আব্দ ইসহাক হতে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে আসওয়াদের নিকট একথা জিজ্ঞেস
 করতে শনেছেন যে, (এখানে) ফাহাল মিম মন্দাকির হবে, না মন্ডাকির? তখন তিনি
 বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ [ইবনে মাস'উদ (রা:)]-কে ফাহাল মিম মন্দাকির পড়তে
 শুনোঁছি আবদুল্লাহ (রা:) বলেছেন, আমি নবী (স:)-কে দাল দিয়ে ফাহাল মিম মন্দাকির
 পড়তে শুনোঁছি।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : **لَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ - نَهْلٍ مِنْ مَدَكِرٍ**
 “ভাতেই তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ কাঠের ন্যায় হয়ে গিয়েছিল। এবং আমরা সদৃশ উপদেশ গ্রহণের
 জন্যই এ কুরআনকে সহজ করেছি; অতঃপর আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণ করার?”

৩৫.৫ **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فَمِنْ مَدَكِرٍ**

৪৫০৫. আবদুল্লাহ [ইবনে মাস'উদ (রা:)] হতে বর্ণিত। নবী (স:) ফাহাল মিম মন্দাকির
 পড়তেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

**وَلَقَدْ صَبَحَ هَمْرٌ بِكُرَّةٍ عَدَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَ تَذِيرٍ وَلَقَدْ
 يَسْرُنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَمِنْ مَدَكِرٍ**

“এবং প্রত্যুষে তাদেরকে বিরামহীন আযাব আক্রমণ করেছিল। অতএব তোমরা আমার
 আযাব এবং সতর্কতার স্বাদ ভোগ কর। এবং আমি কুরআনকে নসীহত গ্রহণের জন্য সহজ
 করেছি। অতঃপর আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণ করার?”

৩৫.৬ **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ فَمِنْ مَدَكِرٍ**

৪৫০৬ আবদুল্লাহ [ইবনে মাস'উদ (রা:)] হতে বর্ণিত। নবী (স:) ফাহাল মিম
 মন্দাকির পড়তেন।

জনস্বেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : - وَلَقَدْ اٰمَلَكْنَا اَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِنْ مَدْكُرٍ
 "এবং নিশ্চয় আমরা তোমাদের সমস্ত পাপী সাধীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। অতঃপর আছে
 কি কেউ উপদেশ গ্রহণ করার?"

২৫০৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَهَلْ مِنْ مَدْكُرٍ
 فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَهَلْ مِنْ مَدْكُرٍ -

৪৫০৭. আব্দুল্লাহ [ইবনে মাসউদ (রাঃ)] বর্ণনা করেছেন। আমি নবী (সঃ)-এর
 সামনে ফাহাল মিমমুদুলাম। তখন নবী (সঃ) বললেন, ফাহাল মিমমুদুলাকির।
 হুম্মাকির

জনস্বেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : مَهْزَمِ الْجَمْعِ ، يُولُونَ الذُّبُرَ
 "অচিরেই ওই দল পরাভূত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ভাগবে।"

২৫০৮. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَهَوْنِي قُبَّةٌ يَوْمَ بَدْرٍ
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَدْكُ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إِن تَشَاءُ لَا تُجْبَدُ بَعْدَكَ
 الْيَوْمَ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِي فَقَالَ حَبِّبَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَأُحْمَتَ فَلَئِنْ
 بَلَكَ ذَهَوَيْتَ فِي الدَّائِعِ فَخَرَجَ ذَهَوَيْتَ سَيَمَنْ مَجْمَعٌ وَيَبْرُكُونَ
 الدُّبُرِ بِلِ السَّاعَةِ مَوْعِدَهُمُ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ -

৪৫০৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বদর যুদ্ধের দিন একাঁট
 শিবিরে অবস্থান করে এই দোআ করেছেন : "আয় আল্লাহ আমি তোমার কাছে তোমার
 ওয়াদা ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নের মিনতি জানাচ্ছি। আল্লাহ, যদি তুমি চাও আজকের
 দিনের পর তোমার আর কোন ইবাদত না হোক,.....।" ঠিক এতটুকু বলার পরই আব্দ
 বকর (রাঃ) তাঁর হাত ধারণ পূর্বক বললেন : "হে আল্লাহর রসূল! যথেষ্ট হয়েছে আর
 নব্ব। আপনি আপনার পরোয়ারদিগারের নিকট অনেক দোআ করেছেন।" এ সময় নবী
 (সঃ) বর্ম (যুদ্ধের পোশাক) পরিহিত অবস্থায় আবেগান্বিত ছিলেন, স্মৃতরাং তিনি এ
 আয়াত দুটি পড়তে পড়তে শিবির থেকে বেরিয়ে এলেন : "অচিরেই ওরা পরাভূত
 হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ভাগবে।"

জনস্বেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

بِلِ السَّاعَةِ مَوْعِدَهُمُ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ

'বরং তাদের জন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। সেই সময়টি অতি কঠোর ও তিক্তকর।
 'নারায়াহ' শব্দ থেকে আমায়'র, শব্দটির উৎপত্তি। যার মানে তিক্ততা।

২৫০৯. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ لَقَدْ أُتِرَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
 سَكَّةٌ وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ بِلِ السَّاعَةِ مَوْعِدَهُمُ وَالسَّاعَةُ

৪৫০৯. আরোশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এ আয়াত : “বালিস সা’আতু মাওয়েদহুম ওয়াস সা’আতু আদহা ওয়া আমার রু” মুহাম্মদ (সঃ)-এর ওপর (হিজরতের আগে) মক্কায় নায়িল হয়েছে। সে সময় আমি কিশোরী ছিলাম এবং খেলাধুলা করতাম।

৪৫১০. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَهِيَ فِي قُبَّةٍ لَهُ يَوْمَ
بَدَأَ أَسْئِدَكَ عَمْدَكَ ذُو عَدَاكَ اللَّهُمَّ إِنِّي شِئْتُ لَمْ تَعْبُدْ
بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِي ۖ وَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
فَقَدَّ الْحَقَّ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ فِي الدِّعِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ سُبْحَانَ الْجَمْعِ وَ
يُؤَلِّونَ النَّبْرِيلَ السَّاعَةَ مَوْعِدَهُمْ وَالسَّاعَةَ أَدْحَى وَآمَرَ.

৪৫১০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। বদর যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) একটি শিবিরে ছিলেন। সেখান থেকে তিনি এই দোআ করলেন : “আয় আল্লাহ আমি তোমার কাছে তোমরা ওয়াদা ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নের মিনতি জানাচ্ছি। আর আল্লাহ, যদি তুমি চাও যে, আজকের পর আর কখনো তোমার ইবাদত না হোক.....!” ঠিক এ সময় আবু বকর (রাঃ) হযরতের হস্ত ধারণপূর্বক বললেন, বেশ হয়েছে, ইয়া রসূলুল্লাহ! এ সময় নবী (সঃ) যুদ্ধের বর্ম পরিহিত ছিলেন। তখন শিবির থেকে এ আয়াত পড়তে পড়তে তিনি বেরিয়ে এলেন : “অতি শীঘ্র ঐদল পরাজিত হবে এবং তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাবে। বরং তাদের জন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে এবং সে সময়টি অতি কঠোর এবং তীব্রকর।”

সূরা আর-রাহমান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদেরঃ আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ “এবং এ দু’টি ছাড়া আরও দু’টি উদ্যান রয়েছে।”

৪৫১১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ جَنَّاتٍ مِنْ فَضَّةٍ
الْبَيْتَهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّاتٍ مِنْ ذَهَبٍ لَيْتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ
وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرَ وَإِلَى رَبِّهِمْ إِذَا رَدَّ أَعْيُنَهُمْ عَلَىٰ وَجْهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدَّتِ

৪৫১১. আবদুল্লাহ ইবনে কায়স থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, (এক শ্রেণীর ঈমানদারদের জন্য বেহেশত অতি মনোরম) দু’দু’টি উদ্যান থাকবে। এ দু’টির সকল পাত্র এবং অভ্যন্তরের সকল জিনিস রৌপ্য নির্মিত হবে। আর (এক শ্রেণীর মু’মিনদের জন্য) দু’টি উদ্যান থাকবে। এ দু’টির সকল পাত্র ও সমস্ত জিনিস সোনার তৈরী হবে। জাম্বাতী লোকেরা আদুন বেহেশতে তাদের পরোয়ারদিগারের দর্শন লাভ করবে। এ বেহেশতবাসী এবং আল্লাহর এ দীাদদের মাঝখানে পরোয়ারদিগারের প্রবল প্রতাপ ও গৌরবের চাঁদর (অর্থাৎ প্রভাময় আভা) ভিন্ন কোন আড় থাকবে না।

অনুব্লেহনঃ আল্লাহ তায়ালায় বাণীঃ حور مصورات في الخيام "সেই হুরেরা শিবির-
গৃহের সজ্জিত থাকবে।"

৭৫১৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ
خَيْمَةً مِنْ لَوْلُؤَةٍ مَجْدَوَّةٍ عَرْضُهَا سِتُّونَ مِائَةً فِي كُلِّ رَأْسٍ مِنْهَا
أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الْأَجْرِيْنَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ وَجَنَّاتٍ مِنْ فَضَّةٍ
الْبَيْتَهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّاتٍ مِنْ كَنْدٍ الْبَيْتَهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ
وَبَيْنَ أَنْ يَنْتَهِيَ ذَا إِلَى رَبِّهِمْ الْأَدِيمُ الْكَبِيرُ وَعَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ
عَدْنٍ.

৪৫২. আবদুল্লাহ ইবনে কয়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,
বেহেশতে মণিমুক্তা ও মতির একটি শিবির থাকবে, এটির দৈর্ঘ্য হবে ষাট মাইল। এর
প্রতি কোণে থাকবে হুর-বালা। এক কোণের জন অপর কোণের জনকে দেখতে পাবে না।
ইমানদারগণ এদের উপর চক্কর দিবে। এবং থাকবে দু'টি উদ্যান। এর পাঠ এবং ভেতরের
সব জিনিসপত্র হবে রূপার তৈরী। অপর দু'টি উদ্যান থাকবে, যার পাঠ ও ভেতরের সব
জিনিস হবে সোনার তৈরী। এবং 'আদন' বেহেশতে, বেহেশ্তবাসী এবং তাদের পরোয়ার-
দিগারের দর্শন লাভের মাধ্যমে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ও প্রবল প্রতাপের প্রভাময় আভা ভিন্ন
আর কোন আড় থাকবে না।

সূরা আল-ওয়াকিয়া

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুব্লেহনঃ আল্লাহ তায়ালায় বাণীঃ وظل محدود "এবং সজ্জিত ছায়া।"

৭৫১৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ
شَجْرَةً يُسَيَّرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَدَيْتُهَا وَآثَرُهَا إِنَّ تَشْتُمُو
وَأَطْلُ مَمْدُودٍ.

৪৫১৩. আব্দ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। [বর্ণনাকারী এ হাদীসের সূত্র নবী (সঃ)
পর্বন্ত পৌছান] নবী (সঃ) বলেছেন, জাহ্নামের মধ্যে একটি বৃক্ষ হবে, এর ছায়ায় একজন
সওয়ারী একশ বছরব্যাপী চলেতে থাকবে, তবু এ ছায়া সে অতিক্রম করতে পারবে না।
এখন তোমরা যদি চাও, তবে এ আয়াত "ওয়াকিয়ালম মাম্দুদীন পড়।"

সূরা আল-হাদীদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٥

মুজাহিদ বলেছেন, জা'আলাকুম মসতাজলফীনা'-এর মানে আমি তোমাদেরকে তাতে আবানকারী করে বানিয়েছি। 'মিনাম যুলমাতে ইলান নূর' মানে স্মৃতি ও গোমরাহী থেকে হেদায়েতের দিকে। 'ওয়ামানাফেউ লিন্নাস' এর মর্ম হলো, ঢাল ও অস্ত-শস্ত। 'মাওলাকুম' মানে আওলাবিকুম অর্থাৎ তিনিই তোমাদের যোগ্য। 'লিয়াল্লা ই'আ লামা আহ-লুল কিডাবে' মানে লি'আলামা আহলুল কিডাবে-মাতে আহলি কিডাবরা জানতে পারে। বলা হয়ে থাকে, জ্ঞানের বিবেচনায় তিনি সব কিছুর উপর প্রকাশমান আর জ্ঞানের বিবেচনায়ই তিনি সব কিছুর থেকে উহা। 'উনযরুনা' মানে ইন্তাযিরুনা আমাদের জন্য অপেক্ষা কর।

সূরা আল-মুজাদালা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٥

মুজাহিদ বলেছেন, ইউশাকুনা ইউশাকুনা, তারা আল্লাহ তা'আলার বিরোধিতা করছে। কু'বিতু মানে উখায়র তাদেরকে লালিত করা হয়েছে। ইসতাওয়ামা মানে গালাবা-বিজয়ী হয়েছে।

সূরা আল-হাশর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٥

٧٥١٣ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ سُورَةُ التَّوْبَةِ قَالَ التَّوْبَةُ هِيَ الْغَامِحَةُ مَا زَالَتْ تَنْزِلُ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَتَّى طَلَوْا أَنَّهُمْ لَرَبِّي أَحَدٌ وَمِنْهُمْ إِلَّا ذِكْرِي فِيهَا قَالَ قُلْتُ سُورَةُ الدُّنْيَا قَالَ تَزَلَّتْ فِي بَيْتِي قَالَ قُلْتُ سُورَةُ الْحَشْرِ قَالَ تَزَلَّتْ فِي بَيْتِي
التَّضْيِيرِ-

৪৫১৪. সাঈদ ইবনে জুবাইর বর্ণনা করেছেন। আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে সূরা তওবা (সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ সূরা কাফেরদের দোষ বর্ণনাকারী এবং দ্বন্দ্বরূপে উদ্ঘাটনকারী। তাদের একদল এই করেছে, আরেকদল ওই করেছে, এ ভাবে একাধারে সবার দোষ উদ্ঘাটন করে নাখিল হতে থাকলো। এমনকি সবাই ধারণা করতে লাগলো, সূরায় উল্লেখ হবে না, সেরূপ আর কেউ বাকি থাকবে না।

সাইদ বললেন, সূরা আনফাল (সম্পর্কে) আমি জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটি বদর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আমি আবার সূরা হাশর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম তিনি বললেন, (ইহুদী) বনী নযীর সম্পর্কে এ সূরা নাযিল হয়েছে।

৪৫১৫. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ سُورَةُ الْحَكْرِ
قَالَ تَبْلُ سُورَةُ النَّضِيرِ

৪৫১৫. সাইদ ইবনে জুবাইর বর্ণনা করেছেন। আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে সূরা হাশর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ সূরাকে সূরা নযীর বলা। (অর্থাৎ বনী নযীর সম্পর্কে এ সূরা নাযিল হয়েছে)।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : مَا نَطْعَمُ مِنْ لَيْمَةٍ
“তোমরা যে খেজুর (বা যে কোন) গাছ কেটেছ।”

৪৫১৬. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّقَ تَحْتِ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ
دَهْيَ الْبُؤَيْرِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْمَةٍ أَوْ نُرْتَجْتُمْ مَا فَانِمَةٌ
عَلَىٰ أَسْوَلِهَا فَبَادَتْ لِلَّهِ دَلِيلُ الْفَيْسِقِينَ

৪৫১৬. ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) (অবরোধকালে) বনী নযীর গোত্রের কিছু খেজুর গাছ জ্বালিয়ে দিয়েছেন এবং কেটে ফেলেছেন, একে আরবীতে বনুয়াইরা বলা হয়। অতঃপর আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেছেন : ‘তোমরা যে খেজুর (বা যে কোন) গাছ কেটেছ কিংবা ওকে তার শিকড়-মূলের ওপর দাঁড়ানো অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছ তা আল্লাহরই আদেশে সম্পন্ন হয়েছে—যেন তিনি কাফেরদেরকে লালিত করতে পারেন।’

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালা বাণী : مَا آتَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ
“আল্লাহ জনপদসমূহের অধিবাসীদের থেকে তাঁর রসূলকে যা ‘ফাই’ দান করেছেন।”

৪৫১৭. عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا آتَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ
مِمَّا لَمْ يُؤْخَفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ وَلَا رِكَابٍ كَانَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ
خَاصَّةً يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةً سَنَّتْهُ تَرْتِيحًا لِمَا بَقِيَ فِي السَّلَاحِ
وَالْكُرَاعِ عِدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ

৪৫১৭. উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। বনী নযীরের ধন-মাল ও সব সম্পদের অন্তর্গত ছিল, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (সঃ)-কে ‘ফাই’ হিসেবে দান করেছেন। মুসলমানরা এর উপর কোন ঘোড়া ও সওয়ারী ম্বারা হামলা চালায়নি। সতরাং এটা খাস করে কেবল রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যে ছিল। এর থেকে তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনদের ওপর এক বছরের খরচ চালানোর মত জিনিস নিয়ে নিতেন। তারপর বাকিটা তিনি অস্ত্র-শস্ত্র এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধে যান-বাহন সংগ্রহ ও প্রস্তুতির জন্য সিপাহীদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। ৫৬

৫৬. ‘ফাই’ শব্দের পরিভাষ্য বা বিনামূল্যে দানমূল্য থেকে প্রাপ্ত ধনমাল ও বিষয়-সম্পত্তিকে বলা হয়। এটা ‘গণীমাত’ থেকে ভিন্ন জিনিস। গণীমাত হলো, শত্রু থেকে যুদ্ধ করে বা পাওয়া যায় তা। এখানে বনী

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী : مَا تَأْكُمُ الرُّسُولُ فَخُزُوهُ
 "এবং রসূল ভোক্তাদেরকে যা (নির্দেশ) দেন তা গ্রহণ কর।"

۴۵۱۸- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَّ اللَّهُ الْوَأَشْمَاتِ وَالْمَوْقَشِمَاتِ الْمُتَمِصَّاتِ
 وَالْمُتَفَجِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُخْبِرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ - فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ
 بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَبَاءَتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ
 كَيْفَ وَكَيْفَ فَقَالَ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ
 هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْنِ لَوْحَيْنِ فَمَا
 جَدِيتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَيْتَ كُنْتُ تَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ
 أَمَا قَرَأْتِ وَمَا تَأْكُمُ الرُّسُولُ فَخُذْ ذَلِكَ وَمَا تَهْكُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُمَا
 قَالَتْ بَلَى قَالَ يَا نَسْمَى قَدْ نَهَى عَنْهُ تَالَتْ يَا نَسْمَى أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَ
 قَالَ نَادَيْتُ فَنَظَرْتُ فِي قَدِّهِ فَتَنَظَّرْتُ فَلَمْ تَرِ مِنْ حَاجَتِهَا
 شَيْئًا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جِئْتَهُمَا.

৪৫১৮. আবদুল্লাহ [ইবনে মাসউদ (রাঃ)] বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার লানত করেছেন ওসব নারী ওপর, যারা (অন্যের) শরীরে (নাম বা চিত্র) অংকন করে এবং যারা নিজ শরীরে (অন্যের দ্বারা) অংকন করায়; যারা ললাট বা কপালের উপরস্থ চুল উপরিয়ে কপাল প্রশস্ত করে এবং সৌন্দর্যের জন্য (রেত ইত্যাদির সাহায্যে) দাঁত সরু ও (দাঁদভেদর মাঝে) ফাঁক সৃষ্টি করে। এসব নারী (এরূপে) আল্লাহর সৃষ্টির (আকৃতি) বিকৃত করে ফেলে।

অতঃপর বনী আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকুব নামীয় এক মহিলা এই বর্ণনা শুনে [আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকটে] আসলো এবং বললো, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি এ ব্যাপারে লানত করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহর রসূল (সঃ) যার ওপর লানত করেছেন আল্লাহর কিতাবে যার প্রতি লানত করা হয়েছে, তার ওপর আমি লানত করব না কেন? তখন মহিলাটি বললো, আমি তো কুরআন শরীফ শব্দ থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি, তাতে তো আপনি যা বলছেন, তা পেলাম না। আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, যদি তুমি (মনোযোগ দিয়ে) তা পড়তে তবে অবশ্যই পেতে। তুমি কি (কুরআনে) পড়নি রসূল ভোক্তাদেরকে যা নির্দেশ দেন তা গ্রহণ করো আর যা থেকে বারণ করেন তা থেকে বিরত থাকো। এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। মহিলাটি বললো, হাঁ, নিশ্চয়ই। [আবদুল্লাহ (রাঃ)] বললেন, অতঃপর অবশ্যই [রসূল (সঃ)] ও থেকে নিষেধ করেছেন। তখন মহিলাটি বললো, আমার মনে হয়, আপনার বিবি ও তো এ কাজ করে। [আবদুল্লাহ (রাঃ)] বললেন, তুমি (আমার ঘরে) যাও এবং ভালরূপে দেখে শুনো এসো। অতঃপর মহিলাটি (তার ঘরে) গেল এবং দেখে শুনে নিল। কিন্তু সে যে প্রয়োজনে গিয়েছিল,

নবীর গোত্রের পরিভাষা বিষয়-সম্পর্কিত ও ধনমাল সবই হলো মালে 'ফাই'। কারণ, এগুলো বিনা শব্দে কেবল অবরোধের মাধ্যমেই পাওয়া গেছে।

তার কিছই দেখলো না। তখন [আবদুল্লাহ (রাঃ)] বললেন, যদি আমার স্বাী ওরূপ কাজ করতো, তবে আমার সঙ্গে তার গিলন হতো না।

২৫১৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْوَأَصِلَةَ
تَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمَّ يَعْتُوبَ -

৪৫১৯. আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যে নারী পর চূলা লাগান, রসূলুল্লাহ (সঃ) তার ওপর লানত করেছেন। আতঃপর তিনি বললেন, আমি হাদীসটি এমন এক নারীর নিকট থেকে শুনোঁছ যাকে উম্মে ইয়াকুব বলা হয়।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী : وَالَّذِينَ هَبُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ :
“এবং (‘ফাই’-এর মাল) ওদের জন্যও যারা তাদের পূর্বে এখানে বসবাস করেছে এবং ঈমান এনেছে—”

২৫১৮- عَنْ عُمَرَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ أَدْمَى الْخَلِيفَةَ بِالْمَعْجِزِ
الَّذِي بَاتَ يَعْرِفُ لَمْ حَقَّهُمْ وَأَدْمَى الْخَلِيفَةَ بِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ
تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْهَاجَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مَخْبِئِهِمْ
وَيَعْقُرُوا مِنْ مَسْبِئِهِمْ -

৪৫২০. আমার ইবনে মাইমুন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) ওমর (রাঃ) বললেন, আমি খলীফাকে অসিয়ত করছি প্রাথমিক যুগের মুহাজিরদের হক অনুধাবন করার এবং আনসারদের ব্যাপারে খলীফাকে ওসিয়ত করছি,—যারা নবী (সঃ)-এর হিজরতের পূর্বে (মদীনায়) বাস করতেন এবং ঈমান এনোঁছিলেন—এদের ব্যাপারে নেককারদের সংকর্ম গ্রহণ এবং অসংকর্ম কমা করে দেয়ার জন্য।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী : وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
“এবং নিজেদের অত্যা ও প্রয়োজন সত্ত্বেও তারা মুহাজিরদেরকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয়।”

২৫১৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَعَابَنِي الْجَمْدُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَ مَنْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ أَلَا رَجُلٌ يُضِيفُهُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ يَدْرَحُهُ اللَّهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ
الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَدَهَبَ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَ لِمَرْأَةٍ تَبَتْ
ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا تَدْرِي خَيْرِيهِ شَيْئًا قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عَشِيَتْ إِلا
قَوَاتُ الصَّبِيَّةِ قَالَ فَاذًا أَنَا وَالصَّبِيَّةُ الْعَتَاءُ فَنَوَّ مِمْهُمُ وَتَعَالَى فَاطْمَعِي
السَّرَاحِ وَتَطْوِي بَطُونَنَا اللَّيْلَةَ فَعَلَّتْ ثُمَّ عِنْدَ الرَّجُلِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ أَوْضَحِكَ مِنْ مُلَاتٍ وَكُنْتَنِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ دَبُورًا تَرَوْتَن عَلَى أُنْفُسِهِمْ دَلَاكَاتٍ بِهَمْ خَصَاصَةً .

৪৫২১. আব্দ হুয়াইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে এসে আরম্ভ করলো, ইয়া রসূলুল্লাহ আমি আঁত ফুৎায় কাতর। তখন তিনি তাঁর বিবিগণের নিকট (খবর) পাঠালেন। কিন্তু তাঁদের নিকট কিছুই পেলেন না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আছে কি কেউ, আজ রাত্রে এই লোকটিকে মেহমান রূপে গ্রহণ করতে পাবে? আল্লাহ তার ওপর রহমত করবেন। তখন আনসারগণের একজন দাঁড়িয়ে বললেন, আমি আছি ইয়া রসূলুল্লাহ! অতঃপর তিনি (মেহমানসহ ঘরে) নিজ স্ত্রীর নিকট গেলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে বললেন, (ইনি) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মেহমান। (তাকে না দিয়ে ঘরে) কোন খাবার বস্তু জমা করে রেখে না। স্ত্রী বললো, আল্লাহর কসম! আমার নিকট ছেলেমেয়েদের আহার ভিন্ন আর কিছু নেই। (তখন আনসারী) বললেন, ছেলেমেয়েরা রাতের খাবার চাইলে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিও এবং আমাকে ডাকিও। অতঃপর (আমরা খেতে বসলে) তুমি বাতিটি নিভিয়ে দিও। রাত্রে আমরা আশাদের পেটকে অভূত রাখবো। (অর্থাৎ মেহমানকে বুঝানোর জন্য ফেবল খাওয়ার ভান করবো। কিছুই খাব না)। সন্দতরাং স্ত্রী-তা-ই করলেন। তারপর ভোরবেলা আনসারী রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে আসলেন। তখন [রসূল (সঃ)] বললেন, আল্লাহ তায়াল্লা অমুক ব্যক্তি এবং অমুক স্ত্রীর প্রতি অত্যধিক সন্তুষ্ট হয়েছেন। অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেছেন, আল্লাহ তায়াল্লা অমুক অমুকের কাজে হেসে পড়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তায়াল্লা নাখিল করলেন “তারা নিজেদের ওপর (অন্যদেরকে) প্রাধান্য দেয় যদিও তারা নিজেরা কুধাতুর ছিলো।”

সূরা আল-মুমতাহানা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়াল্লার বাণী : اولمء : لا تتخذوا عدوى وعدوكم اولمء :

“তোমরা আমার ও তোমাদের দৃশমনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।”

٢٥٢٢- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ كَاتِبِ عَلِيٍّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا
يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرُ وَالْمَيْمَنُ إِذْ قَالَ إِنِّي لَمَلُوقًا
حَتَّى تَأْتُوا رِذْوَةَ خَاطِرِي فَإِنَّ بِهَا طَلِيبَتَهُ مَعَهَا كِتَابٌ فَحُذُوا مِنْهَا
فَدَهَبْنَا تَعَادِي بِنَا حَيْثُ كُنَّا حَتَّى آتَيْنَا الرِّذْوَةَ يَا دَا مَحْنُ بِالطَّلِيبَةِ
فَقَلْنَا أَوْجِئُ الْكِتَابَ فَالْتِ مَا مِئِي مِنْ كِتَابٍ فَقَلْنَا لَمْ نَخْرِجَنَّ الْكِتَابَ
إِذْ لَيْتَقِيَنَّ التِّيَابَ فَأَخْرَجْتَهُ مِنْ عِقَابِهَا فَاتَيْنَاهُ بِالنَّبِيِّ ﷺ
فَإِذْ فِيهِ مِنْ حَالِيبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ

بِمَكَّةَ يُعْطِيهِمْ بِعِضِ امْرِئِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا هَذَا يَا حَاطِبُ قَالَ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ امْرَأَتَيْنِ قَرَيْشٍ وَكُلُّهُمَا أَكْبَنُ مِنَ الْقَيْمِ وَكَانَ مِنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِمَكَّةَ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي مِنَ النَّسَبِ نِيْمِرَاتُ أَصْلَحَ إِلَيْهِمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتِي وَمَا تَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا وَلَا إِتْرَابًا عَنْ دِينِي فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّهُ قَدْ مَدَّ لَكُمْ نَقَالَ فَمُرِّدْ عَنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْنًا وَأَوْ مَا يَدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَطْلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْنٍ فَقَالَ إِمْلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ فَكَّرْتُ لَكُمْ قَالَ عُمَرُ بْنُ دِينَارٍ وَزَلَّتْ فِيهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ قَالَ لَأَذْرِي الْأَيَّةَ فِي الْحَدِيثِ أَوْ قَوْلَ عُمَرَ .

৪৫২২. হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী বর্ণনা করেছেন, আলী (রাঃ)-এর সেক্রেটারী উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দু রাসফে বলেন, আমি আলী (রাঃ)-কে বলতে শুনছি, রসূলুল্লাহ (সঃ) যুবাইর (রাঃ), মিকদাদ (রাঃ) ও আমাকে পাঠালেন এবং বললেন, তোমরা জলাদি রওযা খাখ নামক স্থানে যাও। কেননা, সেখানে হাওদায় এক মহিলা পাবে। তার সঙ্গে এক-খানা পত্র রয়েছে। তার থেকে সেই পত্রটি তোমরা নিয়ে নেবে। অতঃপর [নবী (সঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক] আমরা রওযায় রওয়ানা দিলাম। আমাদের খোড়া আমাদেরকে নিয়ে ছুটে চললো। শেষ পর্যন্ত আমরা রওযায় এসে পৌঁছলাম। ওখানে পৌঁছেই আমরা হাওদায় সেই মহিলাকে পেয়ে গেলাম। অতঃপর (তাকে) আমরা বললাম, (তাড়াতাড়ি) পত্রখানা বের কর। সে বললো, আমার সঙ্গে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম, অবশ্যই হয় তোমাকে পত্রখানা বের করতে হবে, নতুবা কাগড় খুলে ফেলতে হবে। তখন সে তার চুলের বেনী থেকে পত্রখানা বের করে দিল। সে পত্রখানা নিয়ে আমরা নবী (সঃ)-এর নিকট আসলাম। দেখা গেল, পত্রখানা হাতিব ইবনে আব্দু বালতা'য়া (রাঃ)-এর তরফ থেকে মক্কার মুশরিকদের নিকট লেখা। তাতে তিনি নবী (সঃ)-এর একটি (গোপন) বিষয় (অর্থাৎ মক্কা আক্রমণের কথা) তাদের নিকট ব্যক্ত করে দিয়েছেন। তখন নবী (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে হাতিব, এটা কি করলে? হাতিব বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ, আমার সম্পর্কে ষড়্ভিৎ কোন সিঁম্বান্ত নিনেবন না (আগে আমার বক্তব্যটি শুনুন) আমি কুরাইশ বংশের এমন এক লোক, তাদের মধ্যে যার আত্মীয়স্বজন (সন্তান বা ভাই-বোনের) বলতে কেউ নেই। আপনার সাথে আর যত মুহাজির রয়েছে, তাদের সবারই সেখানে আত্মীয়-স্বজন বিদ্যমান আছে। এসব আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা মক্কার তাদের পরিজন ও ধনমাল রক্ষা পাবে। তাই আমি মনস্থ করলাম, মক্কার তাদের মাঝে আমার যে পরিজন ও সন্তানাদি রেখে এসেছি, মুশরিকদের প্রতি যদি একটু সহযোগিতার হস্তে প্রসারিত করি, তারাও হয়তো আমার পরিজনের প্রতি সহযোগিতার হস্তে প্রসারিত করবে। আমি, কক্ষে হয়ে যাইনি এবং আপন স্বীকৃতি থেকে মতর্ভাদ হয়েও এ কাজ করিনি। তখন নবী (সঃ) বললেন, সে তোমাদের নিকট সত্য কথাই বলেছে। এমনি সময় উমর (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ ঈর্ষানি আমায় অনুমতি দিন। আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। [নবী (সঃ)] বললেন,

হাতিব বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। তুমি কি জান না, আল্লাহ তায়ালা বদরী যোদ্ধাদের সম্পর্কে কি ঘোষণা দিয়েছেন? তাদেরকে তিনি বলেছেন, তোমরা যা চাও কল্প, আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছি। এ হাদীসের বর্ণনাকারী আমার ইবনে দীনার বলেছেন, এ ঘটনা উপলক্ষে আল্লাহ তায়ালা নাবিল হয়েছে : “ঈমানদারগণ, আমার এবং তোমাদের দৃশ্যমানকে তোমরা বন্ধরূপে গ্রহণ করো না।”

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালা বাণী : إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهَاجِرَاتٍ : “হে ঈমানদারগণ, যখন ঈমানদার মহিলাগণ হিজরত করে তোমাদের নিকট আসে—”

২৫৪৮- عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَيْدِ الْأَيْتِ بِقَوْلِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعَنَّكَ عَلَى أَنْ لَا يَشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَشْرِكَنَّ وَلَا يَزْنِيَنَّ وَلَا يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيَنَّ بِبَهْمَاتٍ يَفْتَرِيَنَّ بَيْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلِيَهُنَّ وَلَا يَعْبِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ نَبَايِعَهُنَّ وَاسْتَعْمَرْنَ لَهْتِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَالَ عُرْوَةُ تَالَتْ عَائِشَةَ فَمَنْ أَتَتْ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَدْبَايِعْتِكِ كَذَّامًا وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُكِ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ مَا يَبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِعَوْلِهِ تَدْبَايِعْتِكِ عَلَى ذَلِكَ.

৪৫২০. উরুওয়া বর্ণনা করেছেন, নবী-পত্নী আয়েশা (রাঃ) তাকে বলেছেন, কোন ঈমানদার মহিলা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হিজরত করে এলে তিনি তাকে আল্লাহর কালামের এই আয়াতের ভিত্তিতে পরীক্ষা করতেন : “হে নবী, যখন ঈমানদার মহিলারা আপনার নিকট এসে এই শর্তে বাই’আত করতে চায় যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, জেনা করবে না, আপন শিশু-সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, নিজেদের সামনে কোন মিথ্যা দোষারোপ রচনা করে আনবে না এবং মার্গুফ কাজে আপনার নাফরমানী করবে না ; তখন আপনি তাদের বাই’আত গ্রহণ করুন। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল করুনাময়।” উরুওয়া বর্ণনা করেছেন, আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, যে ঈমানদার মহিলা এসব শর্ত মানতে রাযি হয়, তাকে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন; “আমি তোমাকে কথার মাধ্যমে বাই’আত করিয়ে নিলাম।” আল্লাহর কসম! বাই’আত গ্রহণ কালে কোন নারীর হাত নবী (সঃ)-এর হাত স্পর্শ করেনি। নারীদেরকে তিনি একমাত্র এ কথা দ্বারাই বাই’আত করিয়েছেন, “আমি তোমাকে এই কথার ওপর বাই’আত করালান।”

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালা বাণী : إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ بِمَا بَعْنَكَ : “(হে নবী,) যখন ঈমানদার মহিলারা আপনার নিকট বাই’আত গ্রহণের জন্য আসে.....।”

২৫৪৮- عَنْ أُمِّ مَطِيئَةَ تَالَتْ بِأَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْنَا أَنْ لَا يَشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَنَهَانَا عَنِ الشِّيْحَةِ فَقَبَضَتْ امْرَأَةً يَدُهَا مَا نَقَلَتْ

أَسْعَدْتُنِي فُلَانَةٌ أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهُمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا
نَأْتَلَقُكُمْ وَرَجَعْتُ بُيَايَعَهَا .

৪৫২৪. উম্মে আতিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বাই'আত করলাম। অতঃপর তিনি আমাদের সামনে পাঠ করলেন : "বাই'আতকারিণীরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না" এবং তিনি আমাদেরকে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কাঁদতে নিষেধ করলেন। তখন এক মহিলা তার হাত টেনে নিয়ে আসলো। অতঃপর বললো অম্মুক মহিলা আমার সাথে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপে অংশ নিয়েছে। আমি তাকে এর বিনিময় দিতে মনস্ব করছি। নবী (সঃ) তাকে কিছু বলেননি। অতঃপর মহিলাটি [নবী (সঃ)-এর কাছ থেকে] উঠে চলে গেল এবং পুনরায় ফিরে আসলো। তখন নবী (সঃ) তাকে বাই'আত করালেন।

২৫২৫ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَلَا يُعِينُكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ إِنَّمَا هُوَ
شَرْطُ شُرْكَهَ اللَّهِ لِلنِّسَاءِ .

৪৫২৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলার কালাম 'ওয়াল্লা ইয়া'সীনা কা ফি মারূফীন' সম্পর্কে তিনি বলেছেন, এটা আল্লাহ নারীদের জন্য একটি শর্ত আরোপ করেছেন।

২৫২৬ - عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ
أَتُبَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَتَزَوُّوا وَلَا تُنْسِرُوا وَقُرَأَ آيَةُ
النِّسَاءِ وَأَكْثَرُ لَفْظِ سَفِينٍ قُرَأَ الْآيَةُ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عِنْدَ
اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا نَعُوذُ بِكَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ
مِنْهَا شَيْئًا فَسْتَبْرَأَ اللَّهَ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنَّ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

৪৫২৬. উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর নিকট বসি ছিলাম। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, তোমরা কি এসব শর্তে আমার হাতে বাই'আত করতে রাশি আছে যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, যেনা করবে না এবং চর্চার করবে না। অতঃপর তিনি নারীদের শর্ত সম্পর্কিত আয়াত তিলা-ওয়াত করলেন। (অধঃস্তন বর্ণনাকারী সন্নিহিত প্রায়ই বলতেন যে, রসূল (সঃ) আয়াতটি তিলাওয়াত করেছেন।) তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) যোগ করলেন : তোমাদের যে ব্যক্তি এসব শর্ত পূরণ করলো, তার প্রতিদান আল্লাহর নিকট রয়েছে। আর যে ব্যক্তি (শিরক ব্যতীত) এর মধ্যে কোনটা করে ফেলল এবং তাকে (সেজন্য দুনিয়ার) শাস্তিও দেয়া হলো; তবে সেই শাস্তি তার জন্য কাফ্যারা হয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি এর কোনটা করে ফেলল এবং আল্লাহ তা গোপন রাখলেন, তবে তা আল্লাহর নিকট থাকলো। তিনি চাইলে তাকে আশাব দিবেন। আর তিনি যদি চান তাকে মাফও করে দিতে পারেন।"

২৫২৮ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ

اللَّهُ عَلَيْهِ ذَا بَيْنَ بَكْرِ، وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ نَكَلْتُمْ يَصِلِيهَا تَبَلِ الْخُطْبَةِ
 ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ نَزْلِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يَجْلِسُ
 الرَّجَالُ بِسَيْدِهِ ثُمَّ أَتْبَلُ يَسْتَمِعُهُمْ حَتَّى أَفِي السَّاءِ مَعَ بِلَادٍ نَقَالَ يَا أَيُّهَا
 النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايَعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا
 وَلَا يُشْرِكْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ
 يَفْتَرِيئُهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ حَتَّى فُرِعَ مِنَ الْآيَةِ لَأَمَّا
 ثُمَّ قَالَ حِينَ فُرِعَ أَنْتَزَعْتُ عَلَى ذَلِكَ وَتَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةً لَمْ يَجِبْهُ
 غَيْرُهَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَدْرِي الْحَسَنُ مَنْ هِيَ نَالَ فَتَمَصَّدَتْ
 وَبَسَطَ بِلَادٌ تَوْبَهُ فُجِعُنَ يَلْقَيْنَ الْفَقْرَ وَالْحَوَاتِيمَ فِي تَوْبٍ بِأُولَى

৪৫২৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের নামাযে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে হাযির ছিলাম। আব্দ বকর (রাঃ), উমর (রাঃ) এবং উসমান (রাঃ)-ও ছিলেন। খুতবার আগে সবাই ঈদের নামায পড়েছেন। নামাযের পর নবী (সঃ) ভাষণ দান করেছেন। ভাষণ শেষে নবী (সঃ) মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন। এ সময় তিনি যে লোকজনকে হাতের ইশারায় বসাইছিলেন, সে দৃশ্য আমার চোখের সামনে এখনো মেন ভাসছে। এরপর তিনি জনতাকে দু'ভাগ করে মাঝখান দিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন এবং (জামায়াতে উপস্থিত) মহিলাদের নিকট গিয়ে থামলেন। তাঁর সাথে বিলাল (রাঃ)-ও ছিলেন। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : “হে নবী! মদ্বামিন স্ত্রীলোকেরা যদি এ কথার ওপর ‘বাইয়াত’ গ্রহণ করার জন্য আসে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছকেই শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যাভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানাদীকে হত্যা করবে না এবং নিজেদের সামনে কোন মিথ্যা দোষারোপ রচনা করে আনবে না।” এমনিকি তিনি পূর্ণ আয়াত তিলাওয়াত করে শেষ করলেন। তারপর আয়াত শেষ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আয়াতে উল্লিখিত শর্তাবলীর ওপর বাইয়াত করতে রাযি আছ? তখন কেবল একজন মহিলা ছাড়া আর কেউ এ কথা বলে সম্মতিসূচক জবাব দেয়নি যে, হাঁ, ইয়া রসূলুল্লাহ! এ মহিলাটি কে ছিল, হাসান তা জানতো না। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তোমরা দান করো। বিলাল (রাঃ) তাঁর কাপড় বিছিয়ে দিলেন। তখন মহিলারা তাদের ছোট-বড় আংটি বিলাল (রাঃ)-এর কাপড়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন।

সূরা আস-সাফ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : **يا تى من بعدى اسمى احمد : احمد**
 [ঈসা (আঃ) বলেছেন,] ‘আমার পরে যে রসূল আসবেন তাঁর নাম হবে ‘আহম্মদ’।’

٧٥٢٨ - عَنْ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ
 أَسْمَاءَ أُنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاجِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ
 وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشِرُ النَّاسَ عَلَى تَدْمِي دَأْنَا الْعَاقِبِ .

৪৫২৮. জুবাইর ইবনে মৃত'এম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনোঁছি : "আমার অনেকগুলো নাম আছে। আমি মহাম্মদ, আমি আহম্মদ এবং আমি মাহী (বিলোপকারী) আমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা জগতের সমস্ত কুফরীর বিলোপ সাধন করবেন। আমি হাশের (সমবেত ও জমায়তকারী)। আমার পদাঙ্কভঙ্গে সমস্ত মানুষ জমায়তে হবে। ৫৭ এবং আমি হবো পেছনে অবস্থানকারী।"

সূরা আল-জুমহা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : اخبرين منهم لما يلحقوا بهم

"এবং তাদের অন্যান্যদেরকেও—যারা এখনও তাদের সংগে মিলিত হয়নি।"

উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ফাস'আউ ইলা যিকরিলাহ-এর স্থলে ফামযু ইলা যিকরিলাহ (তোমরা আল্লাহর যিকর'পানে ধাবিত হও) পড়তেন।

৩৫১৭ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ وَالْأَخِيرُ مِنْهُنَّ مَا يَلْحَقُوا بِهِمْ قَالَ تَلَّتْ مَنْ هُرَيْرَةَ يَأْتِي سُرُورًا لِحُجَّتِهِ حَتَّى سَأَلَ تَلَّتْ أَدْفِينَا سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ وَفَضَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى سَلْمَانَ تَرْتَالًا لَوْ كَانَ الْإِثْبَاتُ عِنْدَ التَّرْيَالِنَا لَهُ رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ .

৪৫২৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর ওপর সূরা জুম'আ নাযিল করা হলো—যাতে এটাও আছে : তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও রয়েছে, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। তিনি [আবু হুরাইরা (রাঃ)] বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, অরার কারা ইয়া রসূলুল্লাহ? তিনবার এ কথা জিজ্ঞেস করার পরও তিনি এর কোন জবাবই দিলেন না। আমাদের মাঝে সলমান ফারসী (রাঃ)-ও উপস্থিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর ওপর হাত রেখে বললেন, ঈমান সূরাইয়া নস্করের নিকট থাকলেও অনেক ব্যক্তিই কিংবা (তিনি বলেছেন, আমাতে উল্লেখিত ব্যক্তিদের) কোন একজন তা পেয়ে যাবে।

৩৫২০ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَنَا لَهُ رِجَالٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ

৪৫৩০. আবু হুরাইরা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেন, এদের কিছু লোক তা অবশ্যই পেয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : واذا راوا تجارة "এবং যখন তারা বাবলা-বাণিজ্য দেখতে পায়।"

৫৭. এর মানে আমার পিঠের আর কোন নবী নেই। কাজেই সকলকেই আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। আমার নব্বয়তের মমানার অধীনেই সব মানুষ থাকবে।

۴۵۳۱ - بَعَثَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَقْبَلْتُ عِيْرَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَنَحْتُ
مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَتَارَ النَّاسُ إِلَّا ثَمَانًا عَشَرَ رَجُلًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَإِذَا رَأَوْ
بِحَارَةً أَوْ لَهْمًا ابْتَفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكَوكَ قَائِمًا.

৪৫৩১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একবার জুম'আর দিন একটি বাগিচা-কাফেলা মদীনা আসলো। এ সময় আমরা নবী (সঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম [নবী (সঃ) জুম'আর খুৎবা দিচ্ছিলেন]। বারজন লোক ব্যতীত আর সবাই সৈদকে দৌড়ে গেল। ৫৮ তখন আব্দুল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন : "আর যখন তারা পগাদ্রব্য অথবা খেলনা দেখতে পায়, তার দিকে ছুটে যায় আর তোমাকে দাঁড়ানো (অবস্থায়) ছেড়ে যায়।"

সূরা আল-মূনাফিকুন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا لَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا كُرْسُوكَ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ
لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُذِبُونَ.

"যখন মূনাফিকরা আপনার নিকট আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রসূল। এবং আল্লাহও জানেন, অবশ্যই আপনি তাঁর রসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় মূনাফিকরা জঘন্য মিথ্যাবাদী।"

۴۵۳۲ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ كُنْتُ فِي عَزَاةٍ تَسْمَعُتُ عَبْدَ اللَّهِ
بْنَ أَبِي يَقُولُ لَا تَنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ
وَلَوْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ عِنْدِهِ لَيُخْرِجَنَّ أَعْرَابَنَا أَلَّا نَدْرُكُ
ذَلِكَ لِبِعْثِي أَوْ لِعَمْرٍ قَدْ كَرِهَ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَدَاعِي تَحْدِثُهُ نَارِسَل
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دَا صِحَابِهِ فَمَلَفُوا مَا قَالُوا لَكَ بَيْنِي
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَدَّقَهُ نَاصِبِي هَرَّ لَمْ يُصِيبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ
جَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لِي عَمِّي مَا أَرَدْتَ إِلَيَّ أَنْ كَذَّبَكَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ وَمَقَّتَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ . فَبَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ
ﷺ فَقَرَأَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَدَّ صَدَّقَكَ يَا زَيْدُ.

৪৫০২. যায়দ ইবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি কোন এক যুদ্ধে (সবার সাথে) ছিলাম। তখন (মুনাফিক-নেতা) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইহকে বলতে শুনলাম, (সে মদীনা-বাসীদেরকে বলছেঃ) “রসূলুল্লাহর নিকট যেসব (মুহাজির) লোক রয়েছে, তোমরা তাদের ওপর কোনরূপ খরচ করো না, যেন তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে (অন্যত্র) চলে যেতে বাধ্য হয়। আর আমরা তার নিকট থেকে (মদীনায়) ফিরে গেলে অবশ্যই প্রবল ব্যক্তি (অর্থাৎ সে নিজে) দুর্বল ব্যক্তিকে [অর্থাৎ রসূল (সঃ)-কে] মদীনায় থেকে ত্যাগ করে দেবে।” তার এ কটাক্ষ শ্রুত্নে আমি আমার চাচা [কিংবা উমর (রাঃ)-এর নিকট] এ কথা বলে দিলাম। তিনি তা নবী (সঃ)-এর নিকট ব্যক্ত করলেন। তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর নিকট সব বিস্তারিত বললাম। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইহর নিকট খবর পাঠালেন। সে এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা এসে হজফ করে বললো যে, তারা অনুরূপ কোন উক্তি করেনি। ফলে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট মিথ্যাবাদী হয়ে গেলাম। আর সে হয়ে গেল সত্যবাদী। এতে আমি এমন মনঃকণ্ঠ পেলাম, জীবনে কখনও অনুরূপ কণ্ঠ পাইনি। এমনি কি, আমি (বাইরে চলাফেরা বাদ দিয়ে) ঘুরেই বসে গেলাম। আমার চাচা আমাকে বললেন, তুমি এমন ব্যাপারে কেন জড়িত হতে গেলে। যদ্বন্দ্ব রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হলে এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ ঘটলে!

অতঃপর আব্বাসীহ তা আলা আয়াত নাযিল করলেনঃ “ইযাজাআকাল মুনাফেকুনা। নবী (সঃ) আমার নিকট লোক পাঠালেন এবং এ সূরা (আমার সামনে) তিলাওয়াত করলেন। তারপর বললেন, ‘হে যায়দ! নিশ্চয় আব্বাসীহ তোমাকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা করেছেন।’

অনুব্ধেঃ আব্বাসীহ তা আলা তার বাণীঃ الخذوا ابا لهم جنه

“তারা তাদের কসমসমূহকে চাল হিসেবে গ্রহণ করেছে।”

৪৫০৩. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عُمَى فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بِنِ سَأُولٍ يَقُولُ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا أَوْ قَالَ أَيْضًا لَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَى فَذَكَرَ عُمَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذَأْبٍ فَخَلَفُوا مَا تَأْتُوا فَصَدَّقْتُمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ بَيْتِي تَأْتِي مَاءً بِئْسَ مَاءً لَمْ يَصِبْ مِنْهُ مِثْلُ قَطْرَةٍ فَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِذَا جَاءَكَ الْمُتَّقُونَ إِلَى قَوْلِهِ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا إِلَى قَوْلِهِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَأَرْسَلَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَدَا مَدَّكَ .

৪৫০৩. যায়দ ইবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি আমার চাচার সঙ্গে ছিলাম। এ সময় আমি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইহ ইবনে সালুলকে বলতে শুনছি, সে (মদীনাবাসী আনসারগণকে) বলছে, রসূলুল্লাহর নিকট বারার রয়েছে, তোমরা তাদের ওপর কোন খরচ করো না, যাতে তারা (তাকে ত্যাগ করে) ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। এবং সে এও

বলেছে, এবার আমরা মদীনা ফিরে গেলে নিশ্চয় প্রবল ও শক্তিমান ব্যক্তি লাঞ্ছিত দুর্বল ব্যক্তিকে মদীনা থেকে অবশ্যই বের করে দেবে। তখন আমি এ কথা আমার চাচার নিকট বলে দিলাম। আমার চাচা তা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উল্লেখ করলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাথী-সাথীদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা এসে হলফ করে বললো, এমন উক্তি তারা করেনি। ফলে তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট সত্যবাদী হয়ে গেল। আর আমি সাব্যস্ত হলাম মিথ্যাবাদীরূপে। এতে আমার এমন মনঃকষ্ট হলো, জীবনে অদূররূপ কষ্ট আমি কখনো পাইনি। (মনের দুঃখে) আমি ঘমেই বসে গেলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা ইযাজাআকাল মুনালিন্ফুনা কাল্দ নাশহাদ্দ ইমাকা লারাসূলুল্লাহ থেকে হাতা ইয়ানফাদ্দ এবং লাইউখরিজাম্মাল আমায্ব মিনহাল আযাল্লা।" পর্যন্ত নাযিল করলেন। এটা নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমার সামনে তিনি তা তিলাওয়াত করলেন। তারপর বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমার সত্যতা ঘোষণা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِكُمْ وَاَطٰعُوْا عَلٰى تٰلُوْمِهِمْ فَمَهْرًا يَفْقَهُوْنَ .

"এর হেতু, এই যে, তারা একবার ঈমান এনেছে। পুনরায় তারা কৃৎসী করেছে। তাই তাদের দিলের ওপর মোহর মারা হয়েছে। অতএব, তারা বুঝতে পারছে না।"

২৫৩৮- عَنْ رَّيْدِ بْنِ اُدْرِاسٍ قَالَ لَمَّا تَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بِنْتُ اَبِيٍّ لَا تَنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَقَالَ اَيُّضًا لِّبْنِ رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ اُخْبِرْتِ بِهِنَّ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا مِثْرَةَ الْاَنْصَارِ وَحَلَفَ عَبْدُ اللّٰهِ بِنْتُ اَبِيٍّ مَا تَالَ ذٰلِكَ فَرَجَعْتِ اِلَى الْمَنْزِلِ فَمِثَّتْ فَدَعَانِي رَسُوْلُ رَسُوْلِ النَّبِيِّ ﷺ نَاقِيْتُهُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَدَا صَدَّقَكَ وَنَزَلَ هُمْ اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تَنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ .

৪৫০৪. য়ায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখন বললো, রসূলুল্লাহর আশপাশের (মহাজির) লোকদের ওপর জেমরা কোনরূপ খরচ করা না, এবং মদীনায় ফিরে গেলে" তারা কি করবে, সে উক্তিও করলো, তখন আমি তা নবী (সঃ)-এর নিকট বলে দিলাম। এতে আনসারগণ আমাকে তিরস্কার করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই হলফ করে বললো যে, সে তা বলেনি। ব্যথিতাচিন্তে আমি গৃহে ফিরে আসলাম এবং ঘর্মান্নে পড়লাম। অতঃপর নবী (সঃ)-এর একজন প্রেরিত লোক আমাকে ডেকে নিল। আমি নবী (সঃ)-এর নিকট আসলে তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার সত্যতার ঘোষণা করেছেন এবং এ আয়াত হুমুল্লাযীনা ইয়াকুলুনা লাযুফকু থেকে শেষ পর্যন্ত নাযিল করেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

وَ اِذَا رَاَيْتَهُمْ تَعَجَّبَكَ اَجْسَامُهُمْ وَاِنَّ يَقُوْلُوْا تَسْبَحُ لِقَوْلِهِمْ كَا تَوْهْمِ حَسْبَ مَسْنَدٍ يَّحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوْ وَ فَاخْذُ رُهْمِ تَاْتَلُمُ اللّٰهَ اَنْ يُّؤْفَكُوْنَ .

‘আর যখন আপনি তাদের দিকে নম্র করবেন, তাদের দেহসৌন্দর্য আপনাকে খুব বিমোহিত করবে। এবং তারা কোন কথা বললে আপনার তা শুনতে ইচ্ছা হবে। কিন্তু তারা যেন বস্ত্রাবৃত কাষ্ঠের ন্যায় (প্রাণহীন)। তারা ধারণা করে, প্রতিটি বহু-নির্বোধ ও উচ্চ শব্দ তাদেরই বিরুদ্ধে উত্থিত। তারাই আসল দুঃশমন। সত্যরা তাদের থেকে সতর্ক থাকুন। আল্লাহর মার তাদের ওপর পড়বে। তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?’

৫৮২৫. عَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي لَدْمَحَابِهِ لَا تَتَّفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ وَقَالَ لِبْنِ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرَابُ مِنْهَا الْأَذَلَّ نَأْتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَأُرْسِلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَسَالَةَ فَاجْتَمَعْنَا بِمَيْمَنِهِ مَا تَعَلَّ فَقَالُوا كَذَبَ رَيْدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا تَالُوا شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَمِيْدًا يُقْنِي فِي إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ. نَدَاءُ مَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ لِيَسْتَعِزَّ لَهُمْ فَلَوْ ذَا رُوِيَ سَهْمٌ.

৪৫৩৫. যামেদ ইবনে আরকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে এক সফরে বের হলাম। এ সফরে খাদ্যাভাব দেখা দেয়ার লোকজন দারুন অসুবিধার সম্মুখীন হলো। এ সুযোগে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের বললো, রসূলুল্লাহর আশপাশের লোকদের ওপর ডোমরা কোনরূপ খরচ করো না, যেন তারা ছত্র-ডগ্ন হয়ে যেতে বাধ্য হয়। এবং সে এ-ও বললো, এবার আমরা মদীনা ফিরে গেলে অবশ্যই সেখান থেকে সবল ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তিকে বের করে ছাড়বে। এ কথা শুনে আমি এসে নবী (সঃ)-এর নিকট তা বলে দিলাম। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডেকে পাঠালেন। সে এসে চরমভাবে কসম খেয়ে সব অস্বীকার করলো। তখন মদীনাবাসীগণ বললেন, যামেদ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট মিথ্যা বলেছে। তাঁদের এ কথায় আমি মনে দারুণ আঘাত পেলাম। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা’আলা ইযাজাআকাল মূনাফিকুনা এ আয়াতে আমার সত্যতা ঘোষণা করে তা নাযিল করলেন।

অতঃপর নবী (সঃ) আমাদের মগেদিয়াতের জন্য দো’আ করলেন। এটা শুনে তারা মাথা নাড়ালো (অর্থাৎ এরপরও সতর্কভাবে আমাতে অস্বীকার করলো)।

অনুব্ধেদ : আল্লাহ তা’আলার বাণী : **خشب مسندة** “বস্ত্রাবৃত কাষ্ঠের ন্যায়।” অর্থাৎ মূনাফিকরা সন্দেহরতম ও সূসন্নিহিত মনোরম আকৃতিবিশিষ্ট হলেও মূলতঃ তারা প্রাণহারা শব্দ কাষ্ঠসদৃশ।

অনুব্ধেদ : আল্লাহ তা’আলার বাণী :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغِزْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ ذَا رُوِيَ سَهْمٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ.

“এবং যখন তাদেরকে বলা হলো, তোমরা এসো, আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্য মাগিকরাত কামনা করবেন তখন তারা মাথা নাড়ায়। এবং আপনি তাদেরকে দেখবেন, তারা অহংকার করে ও দম্ভভরে ফিরে যায়।”

۴۵۳۴- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عُمِّي فَمَدَّتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي بِنْتِ سَلُولٍ يَقُولُ لَا تَنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْقُضُوا. وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّونَ مَا تَالُوا فَنَدَّكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمِّي فَكَرَسَ عُمِّي لِسَبِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَدَّعَانِي فُجِدْتُ ثُمَّ فَاثَمَدَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دَا صُحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا تَالُوا وَكَرَّ بَنِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَصَدَّقْتُمُ مَا صَابَنِي غَمًّا لَوْ يَصِيبُنِي مِثْلُهُ قَطُّ لَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي وَقَالَ عُمِّي مَا أَرَدْتُ إِلَّا أَنْ كَدَّ بَكَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَكَّتَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَأَنْرَسَلَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَقْرَأُهَا وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ كَدَّ صَدَّقَكَ.

৪৫৩৬. যাহেদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (এক যুদ্ধে) আমি চাচার সাথে ছিলাম। এমনি সময় শুনলাম, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল বলছে, রসূলুল্লাহর সঙ্গী লোকদের ওপর তোমরা কোন কিছু খরচ করো না, যাতে তারা (তাকে ছেড়ে) ছয়ভাঙ্গ হয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এবং এটাও বললো, এবার আমরা যখন মদীনায় ফিরে যাব, তখন সেখান থেকে সবল ব্যক্তি অবশ্যই দুর্বল ব্যক্তিকে বের করে ছাড়বে। তখন আমি তা আমার চাচার নিকট বলে দিলাম। তিনি তা নবী (সঃ)-এর নিকট উল্লেখ করলেন। অতঃপর নবী (সঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি এসে তাঁর নিকট বিস্তারিত বললাম। তখন তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের ডেকে পাঠালেন। তারা এসে হজফ করে বললো যে, তারা এমন কথা বলেনি। ফলে আমি নবী (সঃ)-এর নিকট মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হলাম। আর তারা হলো সত্যবাদী। এতে আমার এমন দৃষ্টি হলো যে, জীবনে অনুরূপ দৃষ্টি আর পাইনি। আমি একেবারে ঘরেই বসে গেলাম। আমার চাচা আমাকে বললেন, এমন ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে কেন গেলে, যাতে নবী (সঃ)-এর নিকট মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হলে এবং তাঁর অসন্তুষ্টি উৎপাদনের কারণ ঘটালে। তখন আল্লাহ তা'আলা নায়িল করলেন, ইয়াজাজাকাল মুনায়্যিকুনা কাল্দ নাশহাদ্দ ইম্বাকা লারাসূলুল্লাহ। নবী (সঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি গেলে পর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন, আল্লাহ তোমার সত্যতার ধোষণা দিয়েছেন।

অনুবাদের : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَكَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.

"আপনি তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন বা না করেন, (দৃঢ়তাই) তাদের জন্য সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনই মাক্ফ করবেন না। আল্লাহ কখনো ফাসেক গোষ্ঠীকে হেদায়েত করেন না।"

২৫২৮ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا فِي غَزَاةٍ قَالَ قَالَ سَقِينُ مَرَّةً فِي بَيْتِي فَكَسَحَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا أَلِ الْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا أَلِ الْمُهَاجِرِينَ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا بَانَ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ تَأْوِيلًا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَحَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ دَعْوَاهَا يَا نَمَانِيَّةُ فَسَمِعَ بِدَا لِكَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي قَالَ فَعَلُوا مَا دَا لِكَ لِيُنْزِلَ اللَّهُ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ لِيُخْرِجَنَّا الْأَعْرَابَ مِنْهَا الْأَذَلُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَامَ عَمْرٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَشْرِبْ عُنُقَ هَذَا السَّنَابِقِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْنِي لَا يَتَّصِدُ النَّاسُ أَتَّ مُحَمَّدٌ أَيَقْتُلُ أَصْحَابَهُ وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حِينَ تَبَايَعُوا الْمَدِينَةَ ثُمَّ إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَثُرُوا بَعْدَ -

৪৫৩৭. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা এক যুদ্ধে হাবির ছিলাম। সূরফয়ান একবার في غزاة এর স্থলে جيش في বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে (কোন এক ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে) জনৈক মুহাজির একজন আনসারীর পাছায় আঘাত করলেন। তখন আনসারী 'হে আনসার ভাইগণ' বলে সাহায্যের জন্য ডাকলো এবং মুহাজির ব্যক্তিও 'হে মুহাজির ভাইগণ' বলে ডাক দিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তা শুনতে পেয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, জাহেলী যুগের রীতিতে এরূপ ডাকা-ডাকি করার মানে কি?' লোকজন বললো, ইয়া রসূলুল্লাহ, একজন মুহাজির ব্যক্তি একজন আনসারীকে নিতম্বে আঘাত করেছে। তিনি (রসূলুল্লাহ) বললেন এরূপ ডাকাডাকি বর্জন করো। কেননা, এটা ঘণিত ও নোংরা বস্তু। অতঃপর ঘটনাটি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর কানে পৌঁছলো। সে বললো, এতবড় (দঃসাহসের) কাজ মুহাজিররা করেছে? আল্লাহর কসম! আমরা এবার মদীনায় ফিরে গেলে সেখান থেকে অবশ্যই শক্তিশালী ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তিকে বের করেই ছাড়বে। এ কথা নবী (সঃ)-এর নিকট পৌঁছলো। উমর (রাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন। আমি এখান এ মদনায় ফিরে পদান উড়িয়ে দেই। নবী (সঃ) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেউ যেন এ কথা না ছড়াত্ত পারে যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করেন।

জাবির (রাঃ) বলেন, মুহাজিরগণ প্রথম যখন মদীনায় হিজরত করে আসেন, তখন মুহাজিরগণের তুলনায় আনসারগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। পরে মুহাজিরগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যান।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

هُمَ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا

“এরাই তারা, যারা বলে, রসূলুল্লাহর চারপাশের লোকদের ওপর কোন খরচ করা না, যাতে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বাধ্য হয়।

٢٥٣٨- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ خَزِنْتُ عَلَىٰ مَنْ أُصِيبَ بِالْحَرَّةِ
فَكَتَبَ إِلَيَّ رَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ وَبَلَغَهُ بِشَدَّةٍ خَزْنِي يَدُكُمْ أَنَّهُ
سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْنِرْ لِدُنْيَاكَ بُنَاءَ الْأَنْصَارِ
وَتَشَكَّرَ ابْنُ الْفَضْلِ فِي ابْتِنَاءِ الْأَنْصَارِ تَسَاءَلَ الْأَنْصَارُ بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ
نَقَالَ هُوَ الَّذِي يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا الَّذِي أَوْفَى اللَّهُ لَهُ بِأَذَنِهِ

৪৫৩৮. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হাররার যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল, তাদের খবর শুনুন আমি শোকাহত হয়েছিলাম। যারিদ ইবনে আরকামের কাছে আমার গভীর শোকের কথা পৌঁছে গিয়েছিল। এতে তিনি আমার কাছে পত্র লেখেন। পত্রে তিনি উল্লেখ করেন, তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেন : “হে আল্লাহ আনসারদেরকে ক্ষমা করো এনং আনসারদের সন্তানদেরকে ক্ষমা করো।” রসূলুল্লাহ (সঃ) আনসারদের সন্তানদের জন্য দো'আ করেছেন কি না, এ ব্যাপারে বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে ফযল সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে আনাস তাঁর নিকটে যারা ছিলেন তাদের কাউকে জিজ্ঞেস করেন। ঐ ব্যক্তি বলেন, তিনি (অর্থাৎ যারিদ ইবনে আরকাম) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বক্তব্য হিসেবে যা পেশ করেছেন, তা সত্য। ৫৯

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّمُهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَظِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“তারা (মুনাফিকরা) বলে, আমরা মদীনা ফিরে গেলে সেখানকার মর্যাদাবানরা মারিত-দেরকে বাহ্যিক করবে। অথচ প্রকৃত মর্যাদার অধিকারী হলেন আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং ঈমানদারগণ। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।”

٢٥٣٩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَلَسَعَ رَجُلٌ مِّنَ
الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا آلَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ

৫৯. হাররার এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় হিজরী ৬৩ সনে। মদীনাবাসীরা ইয়াযীদ ইবনে মু'আবিয়ার আনুগত্যের শপথ ভঙ্গ করলে তাদেরকে শাসিত সেবার জন্য ইয়াযীদ মুসলিম ইবনে উকবা নায়েবে একটি সেনাদল পাঠান। তারা হাররার নিকট যথেষ্ট মদীনাবাসীদেরকে পরাধিত করে এবং পহু আনসারকে হত্যা করে। হাররত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) তখন বসরার অবস্থান করছিলেন। এ হত্যাকাণ্ডের খবর তাঁকে ভীষণভাবে মর্মান্বিত করে।

يَا أَيُّهَا الْمُهَاجِرُونَ فَسَمِعَ اللَّهُ رُسُوكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا كَسَحَ
رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا لَأَنصَارٍ
وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَوْهَا نَانًا مِّنْهُنَّ قَالَ
جَابِرٌ وَكَانَتْ الْأَنْصَارِيَّةُ قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَتْ ثُمَّ كَثُرَ
الْمُهَاجِرُونَ بَعْدَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْقَدٍ فَعَلُوا وَإِنَّ اللَّهَ لَكُنْتُ
رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا أَلَا عَزَمْنَا الْإِذْ قَالَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبُ عَنْقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دَعْمَ لَا يَمُوتُ النَّاسُ أَتَى مُحَمَّدٌ أُمَّ الْقَتْلِ أَصْحَابَهُ .

৪৫০৯. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক সময় আমরা একটি বৃন্দে (অংশগ্রহণ করে) ছিলাম। এক মুহাজির আনসারদের একজনকে আঘাত করলে আনসারী লোকটি বলে উঠলো, হে আনসারগণ! সাহায্যের জন্য এগিয়ে আস। তদুপ মুহাজির লোকটিও বলে উঠলো, হে মুহাজিরগণ, সাহায্যের জন্য এগিয়ে আস। আল্লাহ তাঁর নবীর কানেও এ কথা পেঁাছিয়ে দিলেন। তিনি বললেনঃ এ কি ধরনের আহ্বান। লোকজন বললো, এক মুহাজির এক আনসারীকে আঘাত করেছে। তাই আনসারী লোকটি সাহায্যের জন্য আনসারদেরকে ডাকছে এবং মুহাজির ব্যক্তিটি মুহাজিরদেরকে ডাকছে। নবী (সঃ) বললেনঃ “তোমরা এ ধরনের কথা পরিত্যাগ করো। এ ধরনের কথা—প্াদিতগম্ভময়।” জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলে, নবী (সঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন আনসারদের সংখ্যা ছিল বেশী, কিন্তু পরে মুহাজিরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এসব কথা শোনার পর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বললোঃ “তাহলে এসব ঘটনা ঘটেছে? ঠিক আছে! আল্লাহর শপথ! আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখানকার সম্মানী ও মৰ্যাদাবান লোকেরা লাঞ্ছিত-দেরকে বেদ করে দেবে।” এ কথা শুনে উমর ইবনুল খাত্তাব বললেনঃ “হে আল্লাহর রসূল! অনুমতি দিন, আমি এ মূনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই।” নবী (সঃ) বললেনঃ উমর থাকো। তাহলে তো লোকে বলবে—মুহাম্মদ তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকেই হত্যা করে।

সূরা আত-তাগাবুন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আলকামা আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ) বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে, আল্লাহ তাঁর দিলকে স্পৃহ প্রাপ্ত করেন”—এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এর ম্বারা এমন লোককে বৃদ্ধানো হয়েছে, যে মূসিবত ও দঃ-কষ্ট আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে মনে করে এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

সূরা আত-ত্বালাক

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٤٥٠٨- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَمْرَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ

عَمْرٍو رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَتَقَيَّبَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَالَ لِبِرَاجِعِهَا ثُمَّ
يُمِسُّهَا حَتّٰى تَطْمُرُ ثُمَّ تَجِيْضُ فَتَنْطُمِرُ فَاِنَّ بَدَا لَهٗ اَنْ يَّطْلُقَهَا فَاَيُّطْلُقَهَا
طَاهِرًا اَوْ بِلَا اَنْ يَّمْسَهَا فَاِنَّ بَدَا لَهٗ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ -

5৫80. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর স্বভূবতী স্ত্রীকে তালাক দিলে উমর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে তা বর্ণনা করলেন। শূনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) খুব রাগান্বিত হলেন। তিনি বললেন : তাকে (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) রজ্জু করতে বলো। তারপর 'তুহর' বা পবিগ্রাবস্থা না আসা পর্যন্ত রাখতে বলো। এরপর খড়ু এসে আবার পবিত্র হলে তখন যদি তালাক দেয়ার প্রয়োজন মনে করে তাহলে যেন পবিগ্রাবস্থায় স্পর্শ না করে তালাক প্রদান করে। আল্লাহ যে 'ইদ্দত' পালনের জন্য আদেশ করেছেন, এটি সেই ইদ্দত।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাঁআলার বাণী :

وَاُولٰٓئِكَ اَلْحَمَالِ اَجْلَمْنَ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَمَهُنَّ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهُ يَجْعَلْ
لَهٗ مِنْ اَمْرِهِ يَسْرًا -

"আর গর্ভবতী মেয়েদের 'ইদ্দত'কাল হলো সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। আর যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার সব কাজই সহজ করে দেন।"

৩৫৮১ - عَنْ اَبِي سَلْمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَبُوهُمُ بِيْرَةٌ جَالِسٌ
عِنْدَهٗ فَقَالَ اَفْتِنِيْ فِيْ امْرَاَةٍ وَاَدَّتْ رُوْحَهَا بِارْبَعِيْنَ لَيْلَةً
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِخْرَ الْاَجْلَيْنِ قُلْتِ اَنَا وَاُولٰٓئِكَ اَلْحَمَالِ اَجْلَمْنَ اَنْ
يَّضَعْنَ حَمْلَمَهُنَّ قَالَ اَبُوهُمُ بِيْرَةٌ اَنَا مَعَ ابْنِ اَخِيْ يَعْنِيْ اَبَا سَلْمَةَ فَاَرْسَلَ
ابْنَ عَبَّاسٍ غَلَامَةً كَرِيْمًا اِلَى اِمِّ سَلْمَةَ سَاَلَهَا فَقَالَتْ تَتَلِ رُوْحُ سَبْعَةَ
الْاَسْلِمِيَّةِ وَاِذَا جِئْتِ فَوَضَعْتِ بَعْدَ مَوْتِهٖ بِارْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَخَطَبْتُ
فَاَنْكَحَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَ اَبُو السَّنَابِلِ فَيَمْنُ خَطَبَهَا وَقَالَ
سَلِيْمَانَ بِنَ حَرْبٍ وَاَبُو التَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ
عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنْتُ فِيْ حَلْقَةٍ فِيْهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِنُ اَبِي لَيْلَى وَكَانَ
اَصْحَابُهٗ يُعْظَمُوْنَهُ نَدَّ كَسْرَ اِخْرَ الْاَجْلَيْنِ فُحْدِثْتُ بِمُحَدِّثِ سَبْعَةَ
بِشْرِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَضَمَّنَ لِيْ بَعْضُ اَصْحَابِهٖ قَالَ

مَحَمَّدٌ فَطِنْتُ لَهُ فَقُلْتُ إِنِّي إِذَا تَجَرَّيْتُ إِنْ كَدَّبْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ نَاسْتَحْيِي دَقَالَ لَكِنَّ عَمَّهُ لَمْ
 يَقُلْ ذَلِكَ فَلَقَيْتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكِ بْنِ عَامِرٍ فَسَأَلْتُهُ فَنَدَبَ يَمُحَّدِثُنِي
 حَدِيثَ سَبِيْعَةَ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِيهَا شَيْئًا فَقَالَ كُنْتُ عِنْدَ
 عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَتَجْمَعُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْمَعُونَ عَلَيْهَا الرَّخْصَةَ لَنَزَلَتْ
 سُورَةُ النَّسَاءِ الْقُرْأَى بَعْدَ الطَّوْلِ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُمْنَ أَث
 يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

৪৫৪১. আব্দু সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে এক ব্যক্তি আসলো। তখন আব্দু হুদরাইরা তাঁর কাছে বসা ছিলেন। লোকটি বললো, একজন স্ত্রীলোক তার স্বামীর মৃত্যুর চম্পিশতম রাতে সন্তান প্রসব করেছে। সে এখন কিভাবে 'ইন্দত' পালন করবে সে বিষয়ে আমাকে 'ফতওয়া' দিন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন : 'ইন্দতের' যে হুকুমটি সর্বশেষ নাযিল হয়েছে, সেটি পালন করতে হবে (অর্থাৎ চার মাস দশ দিন)। আব্দু সালামা বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলার হুকুম তো হলো : 'গর্ভবতী মেয়েরা সন্তান প্রসব পর্যন্ত 'ইন্দত' পালন করবে।' আব্দু হুদরাইরা বললেন, আমি হ্রাভুপ্পত্র অর্থাৎ আব্দু সালামার সাথে আছি। তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাঁর ক্রীতদাস কুরাইবকে বিষয়টি জানার জন্য উম্মে সালামার কাছে পাঠালেন। উম্মে সালামা বললেন : সুবাইয়া বিনতে হারিস আসলামীকে গর্ভবতী রেখে তার স্বামী নিহত হয়েছিলো। স্বামীর মৃত্যুর চম্পিশতম রাতে সুবাইয়া সন্তান প্রসব করলো এবং এরপরই তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো হলো। রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেই তাকে বিয়ে করিয়ে দিলেন। যারা তাকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছিল আব্দুস-সানাবিল ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। (অন্য একটি সনদে) সুলাইমান ইবনে হারব ও আব্দু নুমান হাম্মাদ ইবনে যায়ের ও আইয়ুবের মাধ্যমে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আমি এক মজলিসে ছিলাম। সেখানে আবদুর রহমান ইবনে আব্দু লাইলাও ছিলেন। তাঁর অনুসারী ও সঙ্গী-সাথীরা তাঁকে অভ্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। তিনি গর্ভবতী মেয়েদের 'ইন্দত' সম্পর্কে শেষে নাযিল হওয়া হুকুমটি (অর্থাৎ চার মাস দশ দিনের কথা) উল্লেখ করলে আমি আবদুল্লাহ ইবনে উতবার বরাত দিয়ে সুবাইয়া বিনতে হারিস আসলামী সম্পর্কিত হাদীসটি বর্ণনা করলাম। মুহাম্মদ ইবনে সিরীন বলেন, এতে তাঁর (আবদুর রহমান ইবনে আব্দু লাইলা) কিছু সঙ্গী-সাথী আমাকে থামিয়ে দিল। তখন আমি বললাম তারা (আমার বর্ণিত) হাদীসটি অস্বীকার করেছে। তাই আমি বললাম : আবদুল্লাহ ইবনে উতবার নাম নিয়ে মিথ্যা কথা বললে তো আমার দৃষ্টিসিকতা দেখানো হবে। তিনি তো এখন কুফারই কোন একটি স্থানে আছেন। এ কথা শুনে আবদুর রহমান ইবনে আব্দু লাইলা লাজ্জত হলেন এবং বললেন কিন্তু তার চাচা (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উতবার চাচা আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ) কোন সময় এ হাদীস বর্ণনা করেননি। তখন আমি (মুহাম্মদ ইবনে সিরীন) আব্দু আতিয়া মালেক ইবনে আমেরের সাথে সাক্ষাত করে তাকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে সুবাইয়া বিনতে হারিস আসলামী সংক্রান্ত হাদীসটি বর্ণনা করে শুনতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম : এ বিষয়ে আপনি আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদের কাছে কিছুর শুনেন? তিনি বললেন : এক শরয়্য আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি এ বিষয়ে বলেন : এঁসব মেয়েদের ব্যাপার

তোমরা সফর পূর্বা অবলম্বন না করে কঠোরতা করে কেন? সূরা তালাক তো সূরা বাকারার পরে নাযিল হয়েছে: “গর্ভবতী মেয়েরা সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত ‘ইন্দত’ পালন করবে”—এ আয়াতটি সূরা বাকারার আয়াত “ওয়াল্লাযীনা ইয়াত্যাওয়াফ্ফাউনা মিনকুম ওয়া ইয়াযারুনা আস্-ওয়ায়ান”—এর পরে নাযিল হয়েছে।

সূরা আত-তাহরীম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَا تَحْرِمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ

“হে নবী! আল্লাহ যা আপনার জন্য হালাল করে দিয়েছেন, আপনি তা নিজের জন্য হারাম করে নিচ্ছেন কেন?”

অনুচ্ছেদ : تَبْنِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ “হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি লাভ করতে চান। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।”

৪৫৮১- عَنْ سَعْدِ بْنِ جَبْرِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي الْحَرَامِ يَكْفُرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ كَفَرْنَا فِي رَسُولِ اللَّهِ أَمْوَةً حَسَنَةً.

৪৫৮২. সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : এরূপ হারাম করে নেয়ার ক্ষেত্রে (অর্থাৎ কেউ যদি কোন হালাল বস্তু নিজের জন্য হারাম করে নেয়) কাফর দিতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আরও বলেছেন : “রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবনে তোমাদের (অনুসরণের) জন্য উত্তম নমুনা রয়েছে।”

৪৫৮৩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْرِبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْبِ ابْنَةِ جَحْشٍ وَيَمْسُكُ عِنْدَهَا فَوَالطُّمْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْلَا أَنَا لَمَّا فَتَقَلُّ لَهَا أَكَلْتُ مَعَاظِيرَ إِيَّافِي أَجِدُ مِنْكَ رَيْمٌ مَعَاظِيرَ قَالَ لَا وَالْحَيِّ كُفْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْبِ ابْنَةِ جَحْشٍ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ لَا مَخْطِرَ بِي بِذَلِكَ أَحَدًا.

৪৫৮৩. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্ত্রী যয়নাবের ঘরে মধুপান করতেন এবং সেখানে থাকতেন। তাই আমি এবং হাফসা গোপনে একমত হলাম যে, আমাদের যার কাছেই রসূলুল্লাহ (সঃ) আসবেন সে তাঁকে বলবে, আপনি কি ‘মাগাফীর’ খেয়েছেন? আমি আপনার মধু থেকে ‘মাগাফীর’ ৬০-এর গন্ধ পাচ্ছি। (এরূপ করা হলে) তিনি আমাকে বললেন : না, আমি তো ‘মাগাফীর’ খাই নাই। বরং আমি জাহশের কন্যা যয়নাবের ঘরে মধুপান করছি। তবে আমি কসম করলাম—কোনদিন আর মধুপান করবো না। তুমি এ বিষয়টি (মধুপান না করার শপথ) অন্য কাউকে জানাবে না।

৬০. ‘মাগাফীর’ অত্যন্ত কটুগন্ধবৃত্ত ফল। এর ফুলও কটুগন্ধময়। মৌমাছি এ ফুলের মধু সংগ্রহ করলে সেই মধুতেও কিছ্ গন্ধ থাকে। নবী (সঃ) স্বভাবজই কোন দৃশ্য জিনিসকে খুব

অনুচ্ছেদ : “تبتنى بذلك مرعات ازواجك—এভাবে আপনি স্ত্রীদের সন্তানটি জন্ম করিতে চান।”

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحْلَةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ
الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.

“আল্লাহ তোমাদের জন্য শপথের কাফফারা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং মহাজ্ঞানী ও কৃশলী।”

٧٥٧٧- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ مَكَثَ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَمَا اسْتَطِيعَ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ حَتَّى
خَرَجَ حَاجًا فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعْتُ وَكُنَّا بَعْضَ الطَّرِيقِ عَدَلُ
إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ قَالَ فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى قَرِعَ ثَمْرَسُوتٌ مَعَهُ
فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ اللَّسَاتِ تَطَاهَرْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ
أَزْوَاجِهِ فَقَالَ تَابَنِكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ
لَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مِنْهُ سَنَةً فَمَا اسْتَطِيعَ هَيْبَةً لَكَ قَالَ
فَلَا تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتُ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ فَسَلْنِي بَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ خَبَّرْتُكَ
بِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْأَجَالِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى
أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ قَالَ بَيْتًا أَنَا فِي أَمْرَاتِنَا مَرَّةً
إِذْ تَأَلَّتْ أَمْرَاتِي لَوْ صُنَعَتْ كَنْدٌ أَوْ كَنْدٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهَا مَا لَكَ وَلِمَا
هُمَا نِيْمَاتُكَ لُفِّكَ فِي أَمْرٍ أُرِيدُكَ فَقَالَتْ لِي عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ
مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجِعَ وَأَنْتَ إِسْتَكْتَلْتُ رَاجِحَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَنْطَلَّ
يَوْمَهُ عَضْبَانًا نَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ
فَقَالَ لَهَا يَا بِنْتَهُ إِنَّكَ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَنْطَلَّ يَوْمَهُ

অপসন্দ করতেন। স্বপ্ন তাঁর স্ত্রী তাঁকে তাঁর মূখ থেকে মনগাফীরের গন্ধ পাওয়ার কথা বললেন, তখন তিনি মনে কবলেন, ‘মনগাফীর’ ফুলের মধু পান করার কারণেই ইহুদীরা তাঁর মূখে এ দুর্গন্ধ হয়েছে। তাই তিনি কসম করলেন যে, আর কোনদিন মধুপান করবেন না। কিন্তু এ ছিল একটা হালাল জিনিসকে হারাম করে নেয়ার খামল। তাই আল্লাহ তাঁর রসূলের এ কাজ পসন্দ করেননি বরং এ জন্য তাঁকে সাবধান করে দিয়েছেন।

غَضَبَانَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاللَّهِ إِنَّا لَنُرَا جَعْلَهُ فَقُلْتُ تَعْلَمَانِ إِنِّي أَحَدُكُمْ
عَفْوَبَةَ اللَّهِ وَغَضَبَ رَسُولِ اللَّهِ يَا بِنِيَّةَ لَا تَغْرَبَنَّكَ هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَا
حُسْنَهَا حَبَّ رَسُولِ اللَّهِ أَيَا هَا يُرِيدُ عَالِشَةَ قَالَ سَرَّحَرَجْتُ حَتَّى
دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقِرَابَتِي مِثْهَا فَكَلَّمْتُهَا فَقَالَتْ أُمَّ سَلَمَةَ
عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ دَخَلْتُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِي أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ فَأَخَذْتَنِي وَاللَّهِ أَخَذَا كَسْرَتِي عَنْ بَعْضِ
مَا كُنْتُ أَجِدُ فَنَحَى جِئْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ
إِذَا غَبَّتْ أَنَا نِي بِالْخَيْرِ وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا أَيْتِيهِ بِالْخَيْرِ وَمَنْ نَخَوْفُ
مَلَكَامٍ مَلُوكِ غَسَّانٍ دَكِي لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا فَقَدْ
إِمْتَلَأْتُ صَدْرِي بِهَا فَإِذَا صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَدُورُ الْبَابَ فَقَالَ
فَتَحْمِ افْتَحْ فَقُلْتُ جَاءَ الْغَسَّانِيُّ فَقَالَ بَلْ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِعْتَزَلَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ أَزْوَاجَهُ فَقُلْتُ رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعَالِشَةَ فَأَخَذْتُ
ثَوْبِي فَأَخْرَجْتُ حَتَّى جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ يَرْتَقِي عَلَيْهَا
بِحُلَّةٍ وَعِلَامٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْوَدٌ عَلَى رَأْسِهِ الدَّرَجَةَ فَقُلْتُ قُلْ هَذَا
عُمَرِيُّ الْخَطَّابِ فَأَذِنَ لِي قَالَ عُمَرُ فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذَا
الْحَدِيثَ فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاتَّهَتْ
لَعَلِّي حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ وَتَمَحَّتْ رَأْسَهُ وَسَادَةٌ مِنْ أَدِيمِ
حَشْوِهَا لَيْفٌ وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قُرْطًا مَصْبُوبًا وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهْبَابٌ
مُحَلَّقَةٌ فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِهِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَا يَبْكِيكَ
فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ كِسْرِي وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ وَأَنْتَ رَسُولُ
اللَّهِ فَقَالَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونِ لَهُمُ الدُّيَا وَلَنَا الْأَخْرَجَةُ -

৪৫৪৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : উমর ইবনুল খাত্তাবকে এ আয়াতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য আমি এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি। কিন্তু তাঁর গুরুগম্ভীর ব্যক্তিত্বের কারণে তা জিজ্ঞেস করতে সাহস পাইনি। অবশেষে তিনি

হস্তের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে আমিও তাঁর সাথে গেলাম। ফেরার সময় আমরা যখন কোন একটি রাস্তা অতিক্রম করছিলাম, তখন এক সময় তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য একটি পিঙ্গু গাছের আড়ালে গেলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন : তিনি প্রয়োজন সেরে না আসা পর্যন্ত আমি সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম। তারপর তাঁর সাথে পথ চলতে চলতে বললাম : হে আমীরুল মুমিনীন, নবী (সঃ)-এর স্ত্রীদের মধ্যে কোন দু'জন তাঁর সম্পর্কে একমত হয়ে পরস্পর সহযোগিতা করেছিলেন? তিনি বললেন : ঐ দু'জন হলো হাফসা ও আয়েশা। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, আমি বললাম : আল্লাহর শপথ! আমি এক বছর থেকে এ বিষয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করার ইচ্ছা করছিলাম। কিন্তু আপনার ভয়ে তা পারি নাই। তখন তিনি [উমর (রাঃ)] বললেন : এরূপ করবে না। যে বিষয়ে তোমার মনে হবে যে আমি তা জানি, তা আমাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নোবে। সে বিষয়ে আমার জানা থাকলে তা তোমাকে অবহিত করবো। উমর তারপর বললেন : আল্লাহর শপথ! জাহেলী যুগে আমরা মেয়েদের কোন অধিকার আছে বলে স্বীকার করতাম না। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে যেসব আহকাম নাখিল করার ছিল, নাখিল করলেন এবং তাদের জন্য অধিকার হিসেবে যা নির্দিষ্ট করার ছিল, তা নির্দিষ্ট করে দিলেন। একদিন আমি একটি বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলাম, তখন আমার স্ত্রী বললেন, এভাবে আর এভাবে যদি করতে তাই তো হয়ে যেতো। উমর বলেন, আমি তখন তাকে বললাম : তোমার কি প্রয়োজন? আর তুমি আমার এ কাজে মাথা ঘামাচ্ছ কেন? তখন আমার স্ত্রী আমাকে বললেন : হে খাতাবের বেটা, কি আশ্চর্য তুমি! তুমি চাও না যে, আমি তোমার কথার জবাব দান করি। অথচ তোমার কন্যা (হাফসা) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথার পিঠে কথা বলে থাকে। এমনকি এতে তাঁর [নবী (সঃ)] সারাদিন মন খারাপ করে থাকার ঘটনাও ঘটে। এ কথা শুনে উমর উঠলেন এবং চাদরখানা নিয়ে হাফসার কাছে চলে গেলেন। তাঁকে (হাফসাকে) বললেন : বেটি, তুমি নাকি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথার জবাব দিয়ে থাক— এবং এমনভাবে দিয়ে থাক যে, তিনি দিনমান মনঃক্ষুন্ন হয়ে থাকেন? হাফসা বললেন : আল্লাহর কসম! আমরা তো অবশ্যই তাঁর কথার জবাব দিয়ে থাকি। উমর বলেন, আমি তখন বললাম : জেনে রাখ, আমি তোমাকে আল্লাহর শাস্তি ও রসূলের অসন্তুষ্টি সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছি। রূপ-সৌন্দর্যের কারণে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ভালবাসা যাঁকে গর্বিতা করে রেখেছে, তুমি তাঁকে দেখে প্রবীণিত হয়ো না। এ কথার স্ফারা উমর আয়েশাকে বদ্বাচ্ছিলেন। উমর বলেন, এরপর আমি সেখান থেকে বেরিয়ে আসলাম এবং উম্মে সালামার কাছে গেলাম এবং তাঁর সাথে এ বিষয়ে কথা বললাম। কেননা, উম্মে সালামার সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। উম্মে সালামা বললেন, খাতাবের বেটা, কি আশ্চর্য তুমি? তুমি সর্বকহুতেই হস্তক্ষেপ করেছো, এমনকি রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর স্ত্রীদের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে চাচ্ছ। আল্লাহর কসম! তিনি এমন কঠোরভাবে আমাকে ধরলেন (সমালোচনা করলেন) যে, এ ব্যাপারে আমার উৎসাহের অনেকখানিই তিরোহিত হলো। অতঃপর আমি তাঁর নিকট থেকে চলে আসলাম। আমার একজন আনসারী বন্ধু ছিল। যখন আমি [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মজলিসে] অনুপস্থিত থাকতাম তখন সে এসে মজলিসের খবর আমাকে জানাতো। আর সে যখন অনুপস্থিত থাকতো তখন আমি তাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মজলিসের খবর (অহী ও অন্যান্য বিষয়) জানাতাম। এটা ছিল এমন এক সময়ের ঘটনা, যখন আমরা এক গাস্‌সানী বাদশার হামলার আশংকা করছিলাম। আমরা জানতে পারলাম যে, সে আমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যাত্রা করছে। তাই আমাদের হৃদয়-মন এ ভয়ে শঙ্কিত ছিল। ইতিমধ্যে আমার আনসারী বন্ধু এসে দরযায় করাঘাত করে বলছিল দরযা খুলুন! দরযা খুলুন! আমি বললাম : কি খবর, গাস্‌সানীরা এসে পড়েছে নাকি! সে বললো, না, বরং তার চেয়েও সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্ত্রীদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। উমর বলেন, এ কথা শুনে আমি বললাম : হাফসা ও আয়েশার নাকে খত হোক। তারপর আমি কাপড় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম এবং [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে] গিয়ে দেখলাম, রসূলুল্লাহ

(সঃ) একটি কক্ষে অবস্থান করছেন। সিঁড়ি বেয়ে এ কক্ষে পৌঁছতে হয়। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একটি কক্ষকায় গোলাম সিঁড়ির মুখে বসে আছে। আমি তাকে বললাম : গিয়ে বলো, উমর ইবনুল খাত্তাব এসেছে। পরে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে অনুমতি দিলে আমি গিয়ে তাঁকে এ ঘটনা সব বললাম। এক পর্যায়ে আমি উম্মে সালামার আচরণের কথা উল্লেখ করলে রসূলুল্লাহ (সঃ) মূচকি হাসলেন। তখন তিনি একখানি চাটাইয়ের ওপর শুয়ে-ছিলেন। চাটাইয়ের ওপর বা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শরীরে আর কোন কিছ্ ছিল না। মাথার নীচে ছিল ভেতরে খেজুরের ছালভর্তি একটি চামড়ার বালিশ, পায়ে কাছের পাতার বাঁশ্ডল এবং মাথার ওপরে কাঁচা চামড়ার পানির মশক লটকানো আছে। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পাঁজরে চাটাইয়ের দাগ দেখে কেঁদে ফেললে তিনি আমার কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! কায়সার ও কিসরা দুনিয়ার ভোগ-সামগ্রীর মধ্যে ডুবে আছে। আর আপনি আল্লাহর রসূল। (তারপরও আপনার এ দৈন্য-দশা!) তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তুমি কি পসন্দ করো না যে, তারা এ অস্থায়ী পৃথিবীর (সব কিছ্) লাভ করুক আর আমরা আখিরাতে (-এর সব কল্যাণ) লাভ করি?

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَرْوَاحِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ
اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأََهَا بِهِ قَالَتْ
مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ

নবী যখন চূঁপিসারে তাঁর স্ত্রীদের একজনকে একটি কথা বললেন, কিন্তু সে কথাটি উক্ত স্ত্রী অন্যের কাছে প্রকাশ করে দিলে আল্লাহ তা'নবীকে জানিয়ে দিলেন। তখন তিনি ঐ কথাটি কিছ্ অংশ বললেন আর কিছ্ এড়িয়ে গেলেন।...তারপর তিনি তাঁর স্ত্রীকে কথাটি (তাঁর কাছে চূঁপিসারে বলা কথাটি প্রকাশ করে দেওয়া সম্পর্কে) বললে সে বললো, একথা আপনাকে কে জানালো? তিনি [নবী (সঃ)] বললেন, "মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ সত্তাই আমাকে এ কথা জানিয়েছেন।" এ বিষয়ে আরোশা নবী (সঃ)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন।

۴۵ ۴۵ - مَحَبَاتِ بَيْتِ يَقُولُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْأَلَ عُمَرَ فَقُلْتُ يَا مَيِّمَةُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمَرْأَتِ
لَلَّتْ تَنْظَاهِرَ نَاعِلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا أَتَمَمْتُ كَلَامِي حَتَّىٰ تَأَلَ عَالِشَةُ وَحَفْصَةُ

৪৫৪৫. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমরকে জিজ্ঞেস করতে মনস্থ করলাম, আমি তাঁকে বললাম ; হে আমীরুল মু'মিনীন, নবী (সঃ)-এর স্ত্রীদের মধ্যে কোন দু'জন তাঁর সম্পর্কে একমত হয়ে পরস্পর সহযোগিতা করেছিলেন? আমি আমার প্রশ্ন শেষ করতে না-করতেই তিনি বললেন : 'আ'শেশা ও হাফসা।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما

"তোমরা দু'জন যদি আল্লাহর কাছে তওবা কর (তা'হলে তা'তোমাদের জন্য কল্যাণকর)। কেন না তোমাদের দু'জনের মন সরল সঠিক পথ থেকে সরে গিয়েছে।"

অনুচ্ছেদ :

وَإِنَّ تَكَاھُرَ عَلَيْهِ يَأْتِ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاكَ وَجِبْرِئِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَھِيرٌ

“আর তোমরা দু’জন যদি তাঁর মোকাবিলায় জোটবন্ধ হও, তাহলে জেনে রাখো, আল্লাহ নিজে তাঁর বন্ধু। এছাড়া জিবরাইল, সমস্ত সংকরশীল ঈমানদার এবং সমস্ত ফেরেশতার তাঁর সাথী ও সাহায্যকারী।”

৭৫৭৭ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يُقُولُ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَشَالَ عُمَرَ عَنِ الْمُرَاتَيْنِ
الَّتَيْنِ تَطَاهَرَ تَأْخِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَمَكَّنْتِ سِنَّةً لَمْ أَجِدْ لَهُ مَوْضِعًا
حَتَّى خَرَجْتُ مَعَهُ حَاجًّا نَلْمًا كَتَبْتُ بِنَظَرٍ أَنْ ذَهَبَ عُمَرُ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ أَدْرِكْنِي
بِالْوُضُوءِ فَأَرَكْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ فَجَعَلْتُ أَكْسَبُ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ مَوْضِعًا فَقُلْتُ
يَا مُيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمُرَاتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَطَاهَرْتَا تَأْخِي ابْنَ عَبَّاسٍ فَمَا أَنْتُمُ
كَلَامِي حَتَّى قَالَ عَالِسُهُ وَحَقِصَةٌ.

৪৫৪৬. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমার ইচ্ছা ছিল নবী (সঃ)-এর যে দু’জন স্ত্রী তাঁর মোকাবিলায় একমত হয়ে পরস্পর সহযোগিতা করেছিল তাঁদের সম্পর্কে উমর ইবনে খাত্তাবকে জিজ্ঞেস করি। কিন্তু আমি এক বছর পর্যন্ত তাঁকে জিজ্ঞেস করার কোন সুযোগ না পেয়ে অপেক্ষা করলাম। অবশেষে তাঁর সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আমরা (মাররুশ) যাহরান (বর্তমান ওয়াদীয়ে ফাতেমা) পৌঁছলে উমর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য গেলেন। (যাওয়ার সময় আমাকে) বললেন: অমর পানির ব্যবস্থা কর। আমি পাত্র ভর্তি পানি আনলাম এবং ঢেলে দিতে থাকলাম। এটাকে একটা সুযোগ মনে করে আমি বললাম, হে আমারুল মুমিনীন, নবী (সঃ)-এর কোন দু’জন স্ত্রী নবীর মোকাবিলায় পরস্পর সহযোগিতা করতে একমত হয়েছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন: আমি আমার কথা শেষ করতে না করতেই তিনি বললেন: তারা দুইজন—আয়েশা ও হাফসা।

অনুচ্ছেদ: মহান আল্লাহর বাদী:

عَسَى رَبُّهُ أَنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَرْوًا جَاحِئًا مِنْكَ مَسْلُومًا
مُؤْمِنًا قَتَلْتِ تَائِبًا مَا يَدَاتِ سَائِحَاتِ تَيْبَاتٍ وَأَبْكَارًا

‘তিনি [নবী (সঃ)] যদি তোমাদেরকে তালাক দেন তাহলে অসম্ভব নয় যে, তাঁর রব তোমাদের পরিবর্তে তাঁকে এমন বিধবা ও কুমারী স্ত্রী দান করবেন, যারা হবেন তোমাদের চেয়েও উত্তম। তারা হবে খাঁটি মুসলমান, ঈমানদার, অনাগত, তওবায় অভ্যস্ত, ইবাদত গোজার এবং রোজাদার।’

৭৫৭৮ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ
فَقُلْتُ لِمَنْ عَسَى رَبُّهُ أَنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَرْوًا جَاحِئًا مِنْكَ
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ.

৪৩৪৭. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। উমর (রাঃ) বলেছেনঃ নবী (সঃ)-কে (খোরপোয়ের ব্যাপারে) লজ্জা দেয়ার জন্য তাঁর স্ত্রীগণ জোটবন্ধ হয়েছিলেন। আমি তাঁদেরকে বললাম, তিনি [নবী (সঃ)] যদি আপনাদেরকে তালাক দিয়ে দেন তাহলে এটা অসম্ভব নয় যে, তাঁর প্রভু তাঁকে আপনাদের চেয়েও উত্তম স্ত্রী দান করবেন। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল।

সূরা আল-মুলক

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

‘আভ-ভাফাউত্, অর্থ’ বিভিন্নতা। ‘ভাফাউত্’ এবং ‘ভাফাওউত্’ একই অর্থজ্ঞাপক। ‘ভানাইইয়াস্’ অর্থ’ টুকরো হয়ে যাবে। ‘মানাকিব্বাহা’ অর্থ’ প্রান্তভাগ বা কিনারা। ‘ভান্দাউনা’ ও ‘ভাদউনা’ ‘ভাযাক্-কারনা’ ও ‘ভাযক্-রনা’ মত। ‘ইয়াক্-রিদনা’ অর্থ’ পাখা ঝাপটায় বা পাড়া নেড়ে উড়ে বেড়ায়। ‘ক্ফর’ অর্থ’ ক্ফরীর পথ অনুসরণকারী।

সূরা আল-কালাম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ عَمَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ لَهُمْ "অত্যাচারী এবং সর্বোপরি সে অস্ফাত বংশজাত (হারাম সন্তান)।"

۴۸۴ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عْتَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ رَبِّيُمْ قَالَ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ لَّنْهُ رُئْمَةٌ مِّثْلُ رُئْمَةِ الشَّاةِ .

৪৫৪৮. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ‘উত্বলিন বাঁদা যালিকা যানীম’--অত্যাচারী এবং সর্বোপরি সে অস্ফাত বংশজাত। (অবৈধ-সন্তান)-ও বটে এ আয়াতে কুরাইশদের এক ব্যক্তির এমন একটি বিশেষ চিহ্ন (পরিচয়) ভুলে ধরা হয়েছে যেমন বকরীর নির্দিষ্ট চিহ্ন থাকে। ৩১

۴۵۴۹ - عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبِ بْنِ الْحَزْرَاعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ كُلُّ مَنُجِيفٍ مَّنُضَعِفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّةَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ يَا أَهْلَ السَّادِ كُلِّ عَتَلٍ جَوَاطِ مُسْتَكْبِرٍ .

৪৫৪৯. হারিস ইবনে ওয়াহাব খুখারী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনোছি, আমি কি তোমাদেরকে কিছ্ সংখ্যক জন্মাতবাসীর পরিচয় জানাবো না? তারা দুর্বল ও নরমস্বভাব লোক। যারা আল্লাহর নামে শপথ করলে আল্লাহ তা পূরণ করেন। আর আমি কি তোমাদেরকে কিছ্ সংখ্যক দোষখবাসীর পরিচয় জানাবো না? যারা অত্যাচারী, গর্বিত ও অহংকারী তারা ই দোষখবাসী।

অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ مَوْمٌ يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ "যৌন কঠিন সময় এসে উপস্থিত হবে।"

۳۵۵۰ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَكْشِفُ رَبَّنَا
عَنْ سَاتِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي
الدُّنْيَا رِيَاءً وَسَمْعَةً فَيَسُدُّ عَنِ السَّجْدِ فَيَعُوذُ لَهُمْ لَطْفًا وَاحِدًا

৪৫৫০. আব্দ সাঈদ (খুদরী) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমাদের রব যখন কঠোর হয়ে আত্মপ্রকাশ করবেন তখন ইমানদার নারী ও পুরুষ সবাই তাঁকে সিজদা করবে। কিন্তু যারা দুনিয়াতে প্রদর্শনী ও প্রচারের জন্য সিজদা করতো, তারা অবশিষ্ট থাকবে। তারা সিজদা করতে চাইলে তাদের পৃষ্ঠদেশ ও কোমর একখন্ড কাষ্ঠফলকের মতো শক্ত হয়ে যাবে। (আর এ কারণে তারা সিজদা করতে পারবে না)।

সূরা আল-হাক্কাহ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

‘জি’শাতির রা’দিয়াহ’ অর্থাৎ মনের মতো আরাম-আয়েশ। ‘আল-কা’দিয়াহ’ অর্থাৎ প্রথম মৃত্যুটাই যদি এমন হতো যে, তারপরে আর জীবিত হতে হতো না। ‘মিন আহাদিন আনহু হাজযীন’—তোমাদের মধ্যে কেউ-ই এমন নাই যে, এ কাজ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হতো। ‘আহাদুন’ একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : ‘আল-ওয়াতীন’ অর্থ হৃদয়তন্ত্রী বা হৃদপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত রগ। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আরও বলেছেন : ‘হাগা’ অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, অতিরিক্ত বা অধিক হওয়া। এ জন্য বিত্-হাগিয়াতি’ অর্থ হলো তাদের বিদ্রোহ করার অপরাধে। এ কারণে বলা হয় ‘হাগাল মাউ আনা কাওমি নহিন’—নূহের কওমের ওপর পানির আধিক্য অর্থাৎ প্লাবন হয়েছিল।

সূরা আল-মা’আরিজ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

‘আল-ফাসীলাত’ নিকটাত্মীয়। ‘লিশ্-শাওয়া’ দৃ’হাত, দৃ’পা, শরীরের বিভিন্ন প্রান্তভাগ ও মাথার চামড়াকে ‘শাওয়া’ বলা হয়। ‘ইজুন’ অর্থাৎ সংগী-সাথী বা দলসমূহ, একবচন ‘ইযাতুন’।

সূরা বূহ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : ودا ولا سواها ولا يغوث ويعوق ونسرا

“(তারা বললো,) তোমরা ‘ওয়াদ’ ও ‘সওয়া’-কে যেন আদৌ পরিভাষা না করো। আর ইয়াউক, ইয়াগুস ও নাসর-কেও না।”

۳৫৫১ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ صَارَتِ الْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ تَمِيمٍ فِي الْعَرَبِ
بَعْدَ أَمَّاوَدٍ كَانَتْ لِكَلْبٍ بَدْوَمَةَ الْجَنْدَلِ وَأَمَّا سَوَاعٌ كَانَتْ لِمَهْدَيْلٍ

وَأَمَّا يَعْقُوبُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ تَمْرٍ لِبِسْنَى عَطِيفٍ بِالْحَوْفِ عِنْدَ سَبَاءٍ وَأَمَّا
يَعْقُوبُ فَكَانَتْ لِمَهْدَانَ وَأَمَّا سُورُ فَكَانَتْ لِحُمَيْرٍ لِذِي الْكَلْعِ وَنُسْرًا
أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوْحٍ نَلَمَّا هَلَكُوا إِذْ خِي الشَّيْطَانُ إِلَى
قَوْمِهِمْ أَنْ ائْتِ بِالسُّورِ إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ انْتِصَابًا وَسَمَوْهَا
بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تَعْبُدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أَوْلَئِكَ وَتَنَسَّى الْعِلْمُ عَمِيدًا

৪৫৫১. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নূহের কওমে যেসব মূর্তির প্রচলন ছিল, পরবর্তী সময়ে তা আরবদের মধ্যেও চালু হয়েছিল। 'ওয়াদ্দ' ছিল কাল্ব গোত্রের দেব-মূর্তি। দাওমাতুল জন্দাল নামক স্থানে ছিল এর মন্দির। 'সূরা' ছিল মজার নিকটবর্তী হুযাইল গোত্রের দেব-মূর্তি। 'ইয়াগুস' ছিল প্রথমে মুরাদ গোত্রের এবং পরে (মুরাদের শাখা গোত্র) বানী গাতিফের দেবতা। এর আন্দানা ছিল 'সাবার' নিকটবর্তী 'জাওফ' নামক স্থানে। 'ইয়াউক' ছিল হামদান গোত্রের দেব-মূর্তি আর নাস ছিল 'বুদ-কাল' গোত্রের 'হিম-ইয়ার' শাখার দেব-মূর্তি। 'নাসর' নূহের কওমের কিছু সং লোকের নামও ছিল। এ লোক-গুলো মারা গেলে তারা যেখানে বসে মজলিস করতো, শয়তান সেখানে কিছু মূর্তি তৈরী করে স্থাপন করতে তাদের কওমের লোকের মনে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। তাই তারা সেখানে কিছু মূর্তি তৈরী করে স্থাপন করে। কিন্তু তখনও এসব মূর্তির পূজা করা হতো না। পরে এ লোকগুলো মৃত্যুবরণ করলে এবং মূর্তিগুলো সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান বিলুপ্ত হলে লোকজন তাদের পূজা করতে শুরু করে।

সূরা আল-জিন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২৫৫২. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذْ أَنْطَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ
عَامِدِينَ إِلَى سُوقٍ مَكَانٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيْطَانِ وَبَيْنَ خَيْرِ السَّمَاءِ
وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيْطَانِ فَقَالُوا مَا لَكُمُ قَالُوا إِحْيَلُ
بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَيْرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالَ مَا قَالُ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَيْرِ السَّمَاءِ إِلَّا مَا حَدَّثَ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا
فَانظُرُوا مَا هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي حَدَّثَ فَانْطَلَقُوا فَضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا
بِنَظَرٍ وَتَمَّ هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَيْرِ السَّمَاءِ قَالَ فَانْطَلَقَ
الَّذِينَ نُوْحُوا فَجَاءُوا مُحَمَّدًا تَمَامَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَخَلَّةٍ وَهُوَ عَامِدٌ إِلَى السُّوقِ

عُكَاظٌ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَسْحَابِهِ صَلَوةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ تُسْمِعُوهُ فَقَالُوا
 هَذَا النَّبِيُّ حَالٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَيْرِ السَّمَاءِ فَهَذَا لِكِ رَجَعُوا إِلَى تَوْبِهِمْ فَقَالُوا يَا
 قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَمْدِي إِلَى الرَّشِيدِ فَاذْهَبْ فَامْتَابِهِ وَلَكِن لَشَرِكٌ بَرِينَا
 أَحَدًا وَإِنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ
 الْجِنِّ وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْغَجِيِّ.

৪৫৫২. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর একদল সাহাবাকে সাথে নিয়ে উকায নামক বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। এর আগেই জিন্দদের জন্য আসমানের খবরাদী শোনার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে আগুন শিখা ছুঁড়ে মারা হয়েছে। তাই জিন্দ-শয়তানরা ফিরে আসলে অন্য জিন্দরা তাদেরকে বললো : কি ব্যাপার? তারা বললো : আসমানের খবরাদী সংগ্রহ করতে আমাদের জন্য বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আমাদেরকে আগুনের অঙ্গার ছুঁড়ে মারা হয়েছে। তখন শয়তান বললো : আসমানের খবরাদী সংগ্রহে তোমাদের বিরুদ্ধে যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়েছে, তা নিশ্চয়ই কোন নতুন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণে ঘটেছে। তাই তোমরা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম সব জায়গা ঘুরে দেখো, ব্যাপারটা কি ঘটেছে সুতরাং আসমানের খবরাদী সংগ্রহের পথে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণ খুঁজে দেখতে সবাই পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমে অনুসন্ধান সফরে বেরিয়ে পড়লো। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন : যারা তিহামার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল, তারা 'লাখলা' নামক স্থানে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলো। রসূলুল্লাহ (সঃ) এখান থেকে 'উকাযের বাজারের উদ্দেশ্যে গমন করছিলেন। এ সময় তিনি সাহাবাদেরকে সঙ্গে নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন। জিন্দদের ঐ দলটি কোরআন শরীফ শুনতে পেয়ে আরও মনোযোগ সহকারে তা শুনলো এবং বলে উঠলো : আসমানের খবরাদারী ও তোমাদের মাঝে এটিই বাধার সৃষ্টি করেছে। তাই সেখান থেকে তারা তাদের কওমের কাছে ফিরে গিয়ে বললো : হে আমাদের কওম! আমরা এক বিশ্বয়কর কোরআন শুনছি, যা আমাদেরকে হিদায়াতের পথ দেখায়। আমরা এ বাণীর প্রতি ইমান এনেছি। আমরা আর কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করবো না। এরপর মহান আল্লাহ তাঁর নবীর কাছে আয়াত নাযিল করলেন : 'কুল উইয়া ইলাইয়া আলাহুদ-তামা'আ নাফারুম মিনাল জিন্নে'—“(হে নবী!) আপনি বলুন, আমার কাছে অহী পাঠানো হয়েছে যে, জিন্দদের একদল মনোযোগ দিয়ে (কোরআন) শুনছে।” এভাবে অহীর মাধ্যমে নবী (সঃ)-কে জিন্দদের কথোপকথন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল।

সূরা আল-মুযাফ্ফিল

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

'মুজাহিদ বলেছেন, 'তাবাত্-ভাল' অর্থ একত্রিত হও। হাসান বাসরী বলেছেন, 'আনকলান' মানে খেড়ী। 'মুনফাতিরুম্-মাবহী' মানে ডারাবনত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : 'কাসীবায মাহীলা' বহমান মসৃণ বাগির গাদা। 'ওয়াবিলান' অর্থ কঠোর বা কঠোরভাবে।

সূরা আল মুদ্দাস্‌সির

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : 'আসীরূন' অর্থ কঠিন, কঠোর। 'কাসওয়রাভূন' অর্থ মানুষের শোরগোল ও চেঁচামেচি। আব্দ হুরাইরা বলেছেন, এর অর্থ বাঘ বা সিংহ। আর প্রতিটি কঠিন জিনিসকে 'কাসওয়রাহ' বলা হয়ে থাকে। 'মুসতানকিরাতূন' অর্থ ভীত-সম্প্রসৃত হয়ে পলায়নপর।"

২৫৫২- عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
أَدَلِّ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُلْتَ يَقُولُونَ اقْرَأْ بِأَسْمِ
رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ قُلْتَ
لَهُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتَ فَقَالَ جَابِرٌ لَا أَحَدٌ نَكَ إِلَّا مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
قَالَ جَاءَتْ بِمِجْرَاءَ فَلَمَّا تَقَبَّضَتْ جَوَارِيَّ هَبَطَتْ فَنَوَدَيْتُ فَتَنَظَّرْتُ عَنْ
يَمِينِي فَلَمَّ أَرَشِيًّا وَنَظَّرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمَّ أَرَشِيًّا وَنَظَّرْتُ أَمَّا مِثْلُ
أَرَشِيًّا وَنَظَّرْتُ خَلْفِي فَلَمَّ أَرَشِيًّا فَوَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَيْئًا فَأَتَيْتُ
خَدِيجَةَ فَقُلْتُ دَنِّرُونِي وَصَوَّأَعْنِي مَاءَ بَارِدًا قَالَ فَدَنِّرُونِي وَصَبُوا
عَلَيَّ مَاءَ بَارِدًا قَالَ فَنَزَلَتْ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُرْآنًا فَكَيْفَ

৪৫৫৩. ইয়াহইয়া ইবনে আব্দ কাসীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আব্দ সালামা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফকে কোরআনের প্রথম নাযিল হওয়া আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন : 'ইয়া আইইউহাল মুদ্দাস্‌সির' প্রথম নাযিল হয়েছিল। আমি বললাম : লোকেরা তো বলে 'ইকরা বিইসামি রাবিবকাফলাযী খাল্বাক' আয়াত প্রথম নাযিল হয়েছে। এ কথা শুনে আব্দ সালামা বললেন : এ বিষয়ে আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এবং তুমি যা বললে আমিও তাঁকে অবিকল তাই বলেছিলাম। জবাবে তিনি বলোছিলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কাছে যা বলেছিলেন, আমিও তোমাকে হুবহু তাই বলবো। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : আমি হেরা গুহার (রাত-দিন) একনাগাড়ে থেকে আন্লাহর ইবাদত করতে শুরু করলাম। আমার ইতিক্রাফ বা একনাগাড়ে থাকা শেষ হলে সেখান থেকে অবতরণ করলাম। এ সময় আমাকে ভাঙ্গা হলো। আমি ডানে তাকলাম, কিন্তু কিছু দেখতে পেলাম না। বায়ে তাকলাম। এদিকেও কিছু দেখতে পেলাম না। তারপর সামনে তাকিয়েও কিছু দেখতে পেলাম না। এবার আমি পেছনে তাকলাম। কিন্তু এদিকেও কিছুই দেখতে পেলাম না। অবশেষে আমি মাথা তুলে ওপর দিকে তাকলাম। এবার কিছু একটা দেখতে পেলাম। আমি তখন খাদিজার কাছে গিয়ে বললাম : আমাকে কবল দিয়ে আবৃত করো এবং শরীরে ঠান্ডা পানি ঢালো। তারা আমাকে কবল দিয়ে ঢেকে ঠান্ডা পানি ঢাললো। নবী (সঃ) বলেন : এরপর নাযিল হলো—“ইয়া আইইউহাল মুদ্দাস্‌সির কুম ফা

আনযির ওয়া রাশ্বাকা ফা কাব্বির' অর্থাৎ "হে কম্বল আচ্ছাদিত ব্যক্তি, ওঠো! সবাইকে সাবধান করে দাও এবং তোমার রবের মহত্ব ঘোষণা করো।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : "وَمَا لَكُمْ لَمْ تَحْذَرُوا" "ওঠো, সাবধান করে দাও।"

৭৫৫৭- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَاوَرْتُ بِحِوَارٍ مِثْلَ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ .

৪৫৫৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (সঃ)] বলেছেন : আমি হেরা গৃহায় একনাগাড়ে (রাত-দিন) ইবাদতে কাটালাম। এভাবে তিনি উসমান ইবনে উমর বাসারী আলী ইবনে মোবারক থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন অনুসরণ হাদীস বর্ণনা করলেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : "وَرَمَكَ كَبِيرٌ" - "আর তোমার রবের মহত্ব ঘোষণা করো।"

৭৫৫৫- عَنْ يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ أَيُّ الْقُرْآنِ أَنْزَلَ أَوَّلَ نِهَايَتِهَا الْمَدَّةُ فَقُلْتُ أُبَيُّتُ إِنَّهُ أَتْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ سَأَلْتُ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَيُّ الْقُرْآنِ أَنْزَلَ أَوَّلَ نِهَايَتِهَا الْمَدَّةُ فَقُلْتُ أُبَيُّتُ إِنَّهُ أَتْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ فَقَالَ لَأُخْبِرَنَّكَ إِيَّاهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاوَرْتُ فِي حِوَارٍ فَلَمَّا قَسَيْتُ حِوَارِي هَبَلْتُ فَاسْتَبْتُ الْوَادِي فَتَوَدَّيْتُ فَظَلَمْتُ أَمَائِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى عَرْشٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَأَتَيْتُ حُدَيْجَةَ فَقُلْتُ دَرْتُوْنِي وَمَبْرَأَةً عَلَى مَاءٍ بَارِدًا فَأَنْزَلَ عَلَيَّ يَأْتِيهَا الْمَدَّةُ تَرْمُقُ فَأَنْزَلَ وَرَبِّكَ فَلَكَ بَرٌّ .

৪৫৫৫. ইয়াহুয়া ইবনে কাসীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আবু সালামাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোরআনের কোন অংশ বা আয়াত প্রথম নাযিল হয়েছিল? তিনি বললেন : 'ইয়া আইইউহাল মদুদাস্‌সিরু' অংশটি প্রথম নাযিল হয়েছিল। (ইয়াহুয়া ইবনে কাসীর বলেন :) আমি তখন বললাম : আমার জানা আছে যে, 'ইকরা বিইসমি রাশ্বকাল্লামী খালাফা' অংশটি প্রথম নাযিল হয়েছিল। তখন আবু সালামা বললেন : আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, কোরআনের কোন অংশ প্রথম নাযিল হয়েছিল? জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'ইয়া আইইউহাল মদুদাস্‌সিরু' অংশটুকু প্রথম নাযিল হয়েছিল। আমি তখন বললাম : আমার জানা আছে 'ইকরা বিইসমি রাশ্বক' অংশ প্রথম নাযিল হয়েছিল। এ কথা শুনে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বললেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) যা বলেছিলেন তার বাইরে অন্য কিছুই আমি তোমাকে বলবো না। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেন : আমি হেরা গৃহায় একনাগাড়ে (কয়েকদিন) ইবাদতে কাটালাম। সেখানে আমার ইতে'কাফ শেষ হলে আমি অবতরণ করে উপত্যকার মাঝখানে এসে পৌঁছলে আমাকে ডাকা হলো। আমি তখন সামনে, পেছনে, ডানে ও বাঁয়ে তাকালাম। (কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না)। তারপর দেখলাম সে (ফেরেশতা) আসমান ও যমীনের মাঝামাঝি পাতা একাট সিংহাসনে বসে আছে।

তখন আমি খাদীজার কাছে এসে বললাম : আমাকে কম্বল দিয়ে জড়াও এবং (আমার শরীরে) ঠান্ডা পানি ঢালো। এ সময় আমার প্রতি এ আয়াত নাযিল করা হলো : 'ইয়া আইইউহাল মদ্দাদাস্‌সিরু কুম ফা আনাযির ওয়া রাব্বাকা ফা কাব্বির'—'হে কম্বল আবৃত ব্যক্তি, ওঠো! তোমার কণ্ঠকে সাবধান করো আর তোমার রব-এর মহত্ব ঘোষণা করো।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وَثِيَابَكَ طَهِّرْ — "আর তোমার পোশাক পরিষ্কার রাখো।"

٢٥٥٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَجِدُّ عَنْ قِطْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ قَبِينَا أَنَا امْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِجْرَاءِ جَالِسٍ عَلَى كَسْرٍ سِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجِئْتُ مِنْهُ رُجْبًا فَجَعَلْتُ نَقَلْتُ زَمَلُونِي زَمَلُونِي فَدَثَرُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ طَهِّرْ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ قَبْلَ أَنْ تَقْرَأَ الصَّلَاةَ وَهِيَ الْأَوْتَانُ.

৪৫৫৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) আমি নবী (স:) থেকে শুনছি। তিনি অহী বস্ত্র থাকার দীর্ঘ সময়কালটি সম্পর্কে বলেছিলেন। তিনি তাঁর বস্ত্রব্যো বললেন : একসময়ে আমি পথ চলছিলাম। এমন সময় আসমান থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি মাথা তুলেই দেখতে পেলাম, যে ফেরেশতা হেরা গুহায় আমার কাছে এসেছিল সে আসমান ও যমীনের মাঝখানে পাতা একখানি কুরসিতে বসে আছে। তাকে দেখে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। আমি তখন খাদীজার কাছে ফিরে গিয়ে বললাম : আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও, আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও। সবাই আমাকে চাদর দিয়ে জড়িয়ে দিল। আল্লাহ তা'আলা তখন নাযিল করলেন : "ইয়া আইইউহাল মদ্দাদাস্‌সিরু কুম ফা আনাযির, ওয়া রাব্বাকা ফা কাব্বির, ওয়া সিয়াবাকা ফা তাহ-হির, ওয়ায়-রুজ্বা ফাহজ্জুর"—'হে কম্বল আবৃত ব্যক্তি, ওঠো! (তোমার কণ্ঠকে) সাবধান করে দাও। তোমার রব-এর মহত্ব ঘোষণা করো। তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার রাখো। আর অপরিচ্ছন্নতা থেকে দূরে থাকো।" এটা নামায ফরজ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। 'রুজ্বান' এর অর্থ হলো মর্দাসমূহ।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ — "আর অপরিচ্ছন্নতা থেকে দূরে থাকো।" কেউ কেউ বলেন, আর-রুজ্বা এবং আর-রিজস্‌ অর্থ আঘাত।

٢٥٥٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَجِدُّ عَنْ قِطْرَةِ الْوَحْيِ قَبِينَا أَنَا امْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَعْضِي قَبْلَ السَّمَاءِ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِجْرَاءِ قَاعِدٌ عَلَى كَسْرٍ سِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجِئْتُ مِنْهُ حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ فَجِئْتُ أَهْلِي نَقَلْتُ زَمَلُونِي زَمَلُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ طَهِّرْ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ قَالَ

ابُوسَلَمَةَ وَالرَّجَزُ فَاهْجُرُوا الْاَوْثَانَ تَرْجَمِي الْوُحْيِ وَتَتَابَعِ .

৪৫৫৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অহী বন্দ্য হয়ে যাওয়া সম্পর্কে বলতে শুনছেন। তিনি [নবী (সঃ) বলেছেন:] একদিন (অহী বন্দ্য থাকাকালীন সময়ে) আমি পথ চলতে চলতে আসমান থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি আসমানের দিকে চোখ তুলে দেখলাম, যে ফেরেশতা হেরা গুহায় আমার কাছে এসেছিলেন, তিনি আসমান ও যমীনের মাঝে পাতা একখানা কুরসিতে বসে আছেন। তাঁকে দেখে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম, এমনকি মাটিতে পড়ে গেলাম। অতঃপর আমি আমার স্ত্রী (খাদীজার) কাছে গেলাম এবং বললাম : আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও, আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও। তারা আমাকে চাদর জড়িয়ে দিল। সেই সময় আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : 'ইয়া আইইউহাল মূদ-দাস্-সিরু, কুম ফা আনযির, ওয়া রায্বাকা ফা কাম্বির, ওয়া সিয়াবাকা ফা তাহ'হির, ওয়া রুজ্বা ফাহজুর।'—“হে কম্বল আবৃত ব্যক্তি, ওঠো! (তোমার কণ্ঠকে) সাবধান করে দাও। তোমার রব-এর মহাশয় ঘোষণা করো। তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পাক-পবিত্র রাখো আর অপরিচ্ছন্নতা থেকে দূরে থাকো। আবু সালামা বলেছেন : 'রুজ্বান' অর্থ মর্তি। অতঃপর অহী নাযিলের মাত্রা বেড়ে গেল এবং একের পর এক অহী আসতে থাকলো।

সূরা আল-কিয়ামা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : لا تعرك به لسانك لتعجل به "হে নবী, এ অহীকে দ্রুত স্মৃতিপটে ধরে রাখার জন্য নিজের জিহ্বা বেশী নাড়বেন না।" আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : 'সূদান' অর্থ উম্মেদশাহীন ও অনর্থক। ليفجرامة 'লি ইয়াকজুরা আমামাহ' অর্থ শীঘ্রই তওবা করবো, শীঘ্রই আমল করবো। 'সাগামাযার' অর্থ রক্ষা পাওয়াকে কোন সূযোগ নাই।

٧٥٥٨ - كَيْتَ اَيْنَ عَمَّاسٍ قَالَ كَانَتِ النَّبِيَّ ﷺ اِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ حَرَّكَ يَبِ لِسَانِهِ وَوَصَفَ سَفِيَّاتٍ يَرِيدُ اَنْ يَحْفَظَهَا فَاَنْزَلَ اللهُ لَاتُحْرَكُ يَبِ لِسَانِكَ لِتَعْجَلَ يَبِ .

৪৫৫৮. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ)-এর কাছে যখন অহী আসতো, তখন তিনি (দ্রুত) জিহ্বা নাড়তেন। সূফিয়ান এর কারণ বর্ণনা করে বলেছেন যে, এভাবে তিনি তা মন্থন করতে চেষ্টা করতেন। তাই আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন : "(হে নবী!) তুমি (অহী নাযিলের সময়) তা দ্রুত স্মরণ করার জন্য তোমার জিহ্বা নাড়বে না।"

অনুচ্ছেদ : ان علمنا جمعه وقراله "এ অহীকে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং পড়ানো আমার দায়িত্ব।"

٧٥٥٩ - فَمَنْ مَوَّسَى بِنِ ابْنِ عَائِشَةَ اَنَّهَ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جَبْرِ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى لَاتُحْرَكُ يَبِ لِسَانِكَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَمَّاسٍ كَانَتِ يَحْرَكُ يَبِ سَفِيَّتهِ اِذَا

أَنْزَلَ عَلَيْهِ فَعَيْدَ لَهُ لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ يَحْتَسِبُ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ إِنَّ
عَلَيْنَا جَمْعَهُ أَنْ تَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ وَتَرَانَهُ أَنْ تَقْرَأَهُ فَإِذَا قُرَأْنَا
يَقُولُ أَنْزَلَ عَلَيْهِ نَاتِبُ قُرْآنِهِ تَرَانَهُ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أَنْ نُبَيِّنَهُ عَلَى لِسَانِكَ.

৪৫৫৯. মুসা ইবনে আবু আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহর বাণী, 'লা তুহার-রিক বিহী লিসানাকা' সম্পর্কে সাঈদ ইবনে জুবাইরকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, নবী (সঃ)-এর প্রতি যখনই কোন আয়াত নাযিল হতো, তখনই তিনি তাঁর চোঁট দু'টি দ্রুত নাড়তেন। তাই তাকে বলা হলো আপনি আপনার জিহ্বা নাড়বেন না। নবী (সঃ) অহী'র কোন অংশ ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা করতেন। "তোমার হৃদয়ে আমিই অহী'কে জমা করে দেব" অর্থাৎ স্মৃতিবন্ধ করে দেব। আর তা পড়ানোর দায়িত্বও আমার। তাই যখন আমি তা পড়ি অর্থাৎ জিব্বরাইলের মাধ্যমে নাযিল করি তখন জিব্বরাইলের পাঠ করাকে অনুসরণ করো। এরপর তা বর্ণনা করার দায়িত্বও আমার। অর্থাৎ আপনার মুখ দিয়ে তা বর্ণনা করিয়ে দেব।

অনুব্ধ : মহান আল্লাহর বাণী : "যখন আমি জিব্বরাইলের মাধ্যমে তা পড়ি অর্থাৎ নাযিল করি তখন তার পড়া অনুসরণ করো।" আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : 'কার'নাহ' অর্থ আমি যখন তা বর্ণনা করি তখন তা অনুসরণ করো। অর্থাৎ তদনুযায়ী আমল করো।

٤٠٧٥ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَنْزَلَ جِبْرِيْلُ بِالْوَحْيِ دَكَتْ مِنْهُ مِمَّا يَحْرُكُ بِهِ
لِسَانَهُ وَشَفِيئُهُ يَنْشُدُّ عَلَيْهِ دَكَتْ يَعْرِفُ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ
الَّتِي فِيهَا أَقْسَمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ
إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَتَرَانَهُ قَالَ عَلَيْنَا أَنْ تَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ وَ
قُرْآنَهُ فَإِذَا قُرَأْنَا نَاتِبُ قُرْآنِهِ فَإِذَا أَنْزَلْنَا نَاتِبُ قُرْآنِهِ عَلَيْنَا
أَنْ نُبَيِّنَهُ عَلَى لِسَانِكَ قَالَ فَكَانَ إِذَا أَنَا جِبْرِيْلُ أَلْطَرَقُ فَإِذَا
ذَهَبَ قُرْآنُهُ كَمَا دَعَدَهُ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أَوْ فِي لَكَ نَأْوِي
تَوَكَّدَ.

৪৫৬০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি "লাতুহার-রিক বিহী লিসানাকা লি তা'জালা বিহী"—তুমি অহী' নাযিলের সাথে সাথে তা দ্রুত স্মৃতিবন্ধ করে নেয়ার জন্য তোমার জিহ্বা নাড়বে না—সম্পর্কে বলেছেন : জিব্বরাইল যখন অহী' নিয়ে আসতেন, তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর জিহ্বা ও দু'টি চোঁট দ্রুত নাড়তেন (অহী' মুখস্ত করার জন্য)। এটা যে তাঁর জন্য কষ্টকর হতো তা তাঁর চোঁট নাড়া-দেখেই বুঝা যেতো। তাই মহান আল্লাহ সূরা 'লা উক্বাস' বি ইয়াউমিল কিন্নামাহ'র আয়াত 'লা তুহার-রিক বিহী লিসানাকা লি তা'জালা বিহী, ইন্বাআলাইনা জাম'আহ' ওয়া কোরআনাহ'—"তুমি অহী' নাযিলের সাথে

সাথে (তা ভাড়াভাড়ি মদুখস্ত করার জন্য) তোমার জিহ্বা নাড়বে না। তা স্মৃতিবন্ধ করে দেয়া ও পড়িয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব”—নাযিল করলেন। এতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : এ কোরআনকে আপনার বক্ষে (স্মৃতিতে) সংরক্ষণ করা ও পড়িয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। তাই যখন আমি তা পড়ি (জিবরাইলের মাধ্যমে) তখন আপনি তার অনুসরণ করুন। মানে যখন আমি কোরআন নাযিল করি তখন মনোযোগ দিয়ে শুনুন। এরপর তা বর্ণনা করার দায়িত্বও আমার। মানে আপনার জবাবীতেই তা বর্ণনা করা আমার কাজ। তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেছেন : এরপর জিবরাইল যখনই অহী নিয়ে আসতেন নবী (সঃ) মাথা নুইয়ে চুপ করে শুনতেন। জিবরাইল চলে গেলে আল্লাহর ওয়াদা 'সুন্না ইমা আলাইনা বায়ানাহ' মোতাবেক তা পড়তে সক্ষম হতেন। 'আউলা লাকা ফা আউলা'—এ আচরণ তোমারই যোগ্য এবং তোমাকেই সাজে—আয়াতে (আযাবের) ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে।

সূরা আদ-দাহর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

'মানুষের ইতিহাসে কি এমন এক সময়ও এসেছে,' এর অর্থ হলো মানুষের ইতিহাসে এমন সময়ও এসেছে।—'হাল্'—শব্দটি কখনও নেতিবাচক বা অস্বীকৃতি বৃদ্ধিতে আবার কখনও ইতিবাচক বা কোন কিছুর অবহিতকরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে অবহিতকরণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : এক সময়ে মানুষের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তা উল্লেখযোগ্য কিছুরই ছিল না। আর ঐ সময়টা হলো মাটি থেকে সৃষ্টি করা থেকে তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা পর্যন্ত।—'আমশায়ুন'—অর্থ সংমিশ্রিত। অর্থাৎ নারীর আর্ত'ব ও পুরুষের বীর্ষের সংমিশ্রণে রক্ত তথা জমাট বাধা রক্ত সৃষ্টি হওয়াকে 'আমশায়' বলা হয়। একটি জিনিস আরেকটি জিনিসের সাথে সংমিশ্রিত হলে তাকে 'আমশায়' বলা হয়। 'খালীত' শব্দটিও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন 'আমশায়' ও 'আখলাত' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কেউ কেউ—'সালাসিলান' ও 'আগলালান'—পড়ে থাকেন। আবার কেউ কেউ এভাবে (তানবীন দিয়ে) পড়া জায়েয মনে করেন না।—মুসতাতীরা—দীর্ঘস্থায়ী বিপদ। (نظر) —'কামতারীর' অর্থ কঠোর ও কঠিন। সুতরাং 'ইয়াওমুন কামতারীর', 'ইয়াওমুন কুমাতির-ও ব্যবহৃত হয়। 'আবুস', 'কামতারীর' 'কুমাতির' ও 'আসাব' বিপদের সবচেয়ে কঠিন দিনকে বলা হয়। 'আসরাহুন' অর্থ মজবুত ও দৃঢ় সৃষ্টি। উটের গদির সাথে মজবুত করে বাঁধা জিনিসকে 'আসর' বলা হয়।

সূরা আল-মুরসালাত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۷۱- ۷۵ - عَثَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ كَتَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَثَلَتْ عَلَيْهِ دَالْمُرْسَلَاتِ دَانَا لَتَلَقَا هَامِنُ فِيهِ حَجْرَ حَيْةٍ فَأَثَلَتْ دَانَا هَا قَسَبَقْتَنَا قَدْ خَلَتْ جُحْرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَقَيْتَ شَرِّكُمْ كَمَا دَقَيْتُمْ شَرَّهَا.

৪৫৬১. আবদুল্লাহ (ইবনে মাস'উদ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এক সময় আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় সূরা 'ওয়াল মুরসালাত' নাযিল হলো। আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মূখেই তা শুনছিলাম। ইতিমধ্যে একটি সাপ বেরিয়ে আসলে আমরা সৌদিকে দৌড়ে গেলাম। কিন্তু আমরা পেশ্চাদ পূর্বে সেটি গিয়ে গতেই মধ্যে ঢুকে পড়লে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : ওটা যেমন তোমাদের কবির হাত থেকে রক্ষা পেল তোমরাও ঠিক তেমনি ওটার কবির হাত থেকে রক্ষা পেল।

۴۵۶۱- عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ بَعَثَ اللَّهُ بَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي قَارِئٍ دُرَّتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتُ تَلَقَيْنَا حَامِينَ فِيهِ وَإِن فَاءَ لَوَطِبَ بِهَا إِذْ خَرَجْتَ حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ أَقْتُلُوا مَا قَالَ فَاثْبُدْنَا مَا نَسَبْتَنَا قَالَ قَالَ وَبَيْتٌ شَرَكُوكُمْ مَا وَبَيْتُهُمْ شَرَاهَا.

৪৫৬২. আসওয়াদ থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ বলেছেন : আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে একটি গুহার মধ্যে অবস্থানরত ছিলাম। এমন সময় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি সূরা 'ওয়াল মুরসালাত' নাযিল হলো। আমরা তাঁর মূখে শুনছিলাম। তখনও তিনি সেটি পড়া বন্ধ করেননি এমন সময় একটি সাপ বের হয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তোমাদের কবির ওটিকে মেরে ফেলা। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ বলেন, আমরা সৌদিকে দৌড়ে গেলাম। কিন্তু আমাদের পেশ্চাদ আগেই সাপটি গতে ঢুকে পড়লো। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেন : তোমরা যেমন ওটার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেলো ওটাও তেমনি তোমাদের অনিষ্ট থেকে বেঁচে গেল।

অনুবোধ : মহান আল্লাহর বাণী : **إِنهَا تَرْمِي بِشَرِّرٍ كَالْقَمَرِ** - "নে আগুন বিরাট বিরাট অষ্টালিকার মতো ক্ষয়লক্ষ্য নিক্ষেপ করবে।"

۴۵۶۲- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَامِرٍ أَنَّهُ تَرْمِي بِشَرِّرٍ كَالْقَمَرِ قَالَ كُنَّا نَزِيحَ الْخَشْبِ بِقَمْرٍ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ أَوْ أَقَلَّ فَنَزَعَهُ لِلشَّيْءِ فَسَمِيَهُ الْقَمْرَ.

৪৫৬৩. আবদুর রহমান ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "ইম্বাাহ তারমী বিশারারিন কালকাসর' আয়াতটির ব্যাখ্যায় ইবনে আমের বলেছেন, আমরা তিন গজ বা তার চাইতেও ছোট জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে শীতকালের জন্য জমা করতাম এবং খাড়া করে রাখতাম। আর একেই আমরা 'কাসর' বলতাম।

অনুবোধ : মহান আল্লাহর বাণী : **كَانَهُ جَمَالَاتٍ صَفْرٍ** (সেই আগুন) যেন তামাচে বর্ণের উটের পাল।"

۴۵۶۳- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَامِرٍ تَرْمِي بِشَرِّرٍ كُنَّا نَعْبُدُ إِلَى الْخَشْبَةِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ وَفَوْقَ ذَلِكَ فَنَزَعَهُ لِلشَّيْءِ فَسَمِيَهُ الْقَمْرَ كَانَهُ جَمَالَاتٍ صَفْرٍ جِبَالِ الصُّعْنِ مَجْمُوعٍ حَتَّى تَكُونَ كَأَوْطَانِ الرِّجَالِ

৪৫৬৬. আব্দ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ প্রথম ও দ্বিতীয়বার শিংগা ফুৎকারের মাঝে চল্লিশের ব্যবধান হবে। আব্দ হুরাইরার সংগীদের মধ্য থেকে জিজ্ঞেস করলো, চল্লিশ বলতে কি চল্লিশ দিনের ব্যবধান হবে? আব্দ হুরাইরা বলেন, আমি কোন কিছু বলতে বিরত থাকলাম। সংগীদের মধ্য থেকে আবার বললো, চল্লিশের ব্যবধান বলতে কি তাহলে চল্লিশ মাসের ব্যবধান হবে? তিনি বলেন, আমি কিছু বলা থেকে বিরত থাকলাম। সংগীদের মধ্য থেকে আবার বললো, চল্লিশের ব্যবধান বলতে কি তাহলে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে? আব্দ হুরাইরা বলেন, আমি কিছু বলা থেকে এবারও বিরত রইলাম। এরপর তিনি বলেনঃ পরে আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করবেন। তাতে মৃতরা জীবিত হয়ে উঠবে যেমন বৃষ্টির পানিতে শাক-সবুজ ও উশ্বিদ রান্না উপলব্ধ হয়ে থাকে। মানব দেহের নিত্যম্বের উপরিস্থিত এক খন্ড হাড় ছাড়া আর সবকিছু পচে গলে শেষ হয়ে যায়। কিয়ামতের দিন ঐ হাড়খন্ড থেকেই আবার মানুসকে সৃষ্টি করা হবে।

সূরা আন-নাযিয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۴৫৬৬. مَثَ سَمُولٍ مِّن مَّعْدِنٍ تَالِ تَأْتِي تَسْوَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ تَالِ يَأْصَعِيهِ
فَكَذَّابًا وَسُلَى وَالنَّيِّ تَلِي الْأَيْهَامَ بَعَثَتِ وَالسَّاعَةَ كَمَا تَتِي.

৪৫৬৭. সাহল ইবনে সাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি দেখেছি, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর মখামা ও শাহাদত অঙ্গদালিম্বয় এ-ভাবে একত্রিত করে বলেছেনঃ আমাকে ও কিয়ামতকে এভাবে এক সাথে (পাশাপাশি) পাঠানো হয়েছে।

সূরা আবাসা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۴৫৬৮. عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ تَالِ مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ
وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُ
وَهُوَ عَلَيْهِ شِدَّةٌ فَلَهُ أَجْرَانِ.

৪৫৬৮. আরোশা নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (সঃ)] বলেছেনঃ কোরআন পাঠকারী হাফেজের দৃষ্টান্ত হলো সে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করে আর তা হিফয করা তার জন্য অতিরিক্ত কষ্টকর হলেও তা হিফয করতে চেষ্টা করে সে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে।

সূরা আত-তাকভীর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

‘ইনকাদারাত’ মানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। হাসান বাসারী বলেছেন, ‘সুয্মিরাত’ অর্থ পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে, এক বিগ্ন্দ পানিও অবশিষ্ট থাকবে না। মুজাহিদ বলেছেন, ‘আসজ্জুর’ অর্থ কানার কানায় পূর্ণ। কেউ কেউ বলেছেনঃ “সুয্মিরাত’ অর্থ একটি সমুদ্র আরেকটির সাথে মিলিত হয়ে একটি সমুদ্রে রূপান্তরিত হবে। ‘আল্ খুন্সাস’ নিজের গতিপথে প্রত্যাবর্তনকারী। ‘তাক্বিনসু’ সূর্যের আলোতে অদৃশ্য হয়ে যায়, যেমন হরিণ গা-ঢাকা দেয়। ‘ভানাফ্ফাস’ অর্থ দিনের আলো উন্ভাসিত হয়। ‘যান্নানীনা’ অপবাদ-দাড়া। ‘দানীন’ বখিল, কপণ। উমর ইবনুল খাতাব বলেছেনঃ আনন্ফুসু ধুউইজাত’ অর্থ প্রত্যেকে তার অনুরূপ চরিত্রের লোকের সাথে বেহেশত ও দোযথে মিলিত করা হবে। পরে এ কথার সমর্থনে তিনি “উহ্ শুরুল্লাযীনা যালামু ওয়া আয্-ওয়াজাহুম” আয়াতাংশটি পাঠ করে শোনালেন। ‘আস্-আস’ বিদায় হওয়া, পিঠ ফিরে চলে যাওয়া।”

সূরা আল-ইনফিতার

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রাবী ইবনে খুসাইম বলেছেন : ‘ফুয্মিরাত’ অর্থ তলদেশ ফেটে গিয়ে প্রবাহিত হবে। আমাশ ও আসেম ফা’আদালাক পড়তেন এবং হিজামের অধিবাসীরা ফা’আদালাকা পড়তেন। এর অর্থ সুসামঞ্জস ও সুসংগঠিত দেহবিশিষ্ট বানিয়েছেন। আর যারা ‘আদালাক’ পাঠ করেন তারা বলেন, এর অর্থ হলো, সুন্দর বা কব্জিৎ, লম্বা বা বেঁটে যে আকৃতিতে ইচ্ছা সৃষ্টি করেছেন।

সূরা আল-মুতাফ্ফিফীন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৴৫৶৭ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ يَعْتَمِرُ النَّاسُ لِرَبِّتِ الْعَلَمِيِّنَ حَتَّى يَغْتِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رُشْحِهِ إِلَى أَنْصَابِ أَدْنِيِّهِ .

৪৫৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন : যে দিন (কিয়ামতের দিন) সব মানুষ সারা বিশ্ব-জাহানের রবের সামনে (হিসাবের জন্য) দাঁড়াবে সেদিন প্রত্যেকের কর্ণ লাতিকা পর্যন্ত ঘামে ডুবে যাবে।

সূরা আল-ইমশিকাক

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৮৫৮০. عَنْ قَائِمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ أَحَدٌ يَمَسُّ بِ
الْأَمْلَكِ قَالَتْ تَلَّتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ أَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ
تَعَالَى قَائِمًا مِنْ أَوْقِي كِتَابَهُ بِكَيْفِيهِ فَسَوْفَ يَمَاسُّ بِسَابِئِئِهَا
قَالَ ذَلِكَ الْعَرُضُ يَعْنِي ضُونَ وَمَنْ تَوَقَّشَ الْحِسَابَ هَلَكَ

৪৫৭০. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন। কিয়ামতের দিন যে ব্যক্তিরই হিসাব নেয়া হবে, সে খবস হয়ে যাবে। আয়েশা বলেন, এ কথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কোরবান করুন। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ কি বলেননি “যা আম্মা মান উতিন্নাতা কিতাবাহু বি ইয়ামিনাইহা ফা সাউফা ইউহাসাবু হিসবাই ইয়াসীরা”—“যাকে ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তার হিসেব খুব সহজ করে নেয়া হবে” এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : এ তো আমলনামা পেশ করার কথা—যা এ ভাবে পেশ করা হবে। কিন্তু পরখ করে বার হিসাব-নিকাশ নেওয়া হবে সে খবস হয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : لَتَرْكِبُنَّ طَبَقًا مِنْ طَبَقٍ “অবশ্যই প্তরে প্তরে এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় উপনীত হইতে হবে।”

৮৫৮১. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَتَرْكِبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ حَالًا بَعْدَ حَالٍ قَالَ هَذَا
نَبِيُّكُمْ

৪৫৭১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, ‘লা তার্কাবুনা অবাকান্ আন্ তাবাকিন্’ অর্থ এক অবস্থার পর আরেক অবস্থা হওয়া। তোমাদের নবীই এ অর্থ বর্ণনা করেছেন।

সূরা আল-বুরূজ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মুজাহিদ বলেছেন, ‘আল্-উখদুদ’ অর্থ মাটির ফটল ‘ফতানু’ অর্থ তারা শান্ত দিয়েছে।’

সূরা আত-তারিক

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মুজাহিদ বলেছেন, ‘যাতুর্ রাজ্-ই’ অর্থ যে মেঘদল বৃষ্টি নিয়ে আসে। ‘যাতিস্-সাদ ই’ অর্থ মাটি কেননা সবজি ও অন্যান্য গাছপালায় চারা মাটি কুড়ে বের হয়।

সূরা আল-আ'লা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۴৫৮৮- عَنْ الْأَبْرَارِ قَالَ أَذَلَّ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَعْتَبَرَةٌ عَمِيرَةٌ وَأَبْتُ أُمَّ مَكْتُومٍ جَعَلْتُهَا بَيْنَنَا الْقُرْآنَ ثُمَّ جَاءَ مَكَاءُ وَيَلْدُلُ وَمَعْدٌ ثُمَّ جَاءَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرَحًا مِنِّي فَرَجَمُوهُ حَتَّى رَأَيْتُ الْوَلَدَ وَالصَّبِيَّاتِ يَقْرَأُونَ مِنْهَا: أَسْأَلُ اللَّهَ ﷻ مَدَّ جَاءَ فَمَا جَاءَ حَتَّى قُرَأْتَ سَبِّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فِي سُوْرٍ مِثْلَهَا.

৪৫৭২. বারা (ইবনে আবেব) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ)-এর সাহাবাদের মধ্যে প্রথম বারা হিজরত করে মদীনায় আমাদের কাছে এসেছিলেন তারা হলেন মুস'আব ইবনে উমাইর ও আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম। তারা দু'জন এসেই আমাদেরকে কোরআন মজীদ শেখাতে শুরু করলেন। এরপর আসলেন আম্মার ইবনে ইয়্যাসার, বেলাল ও সা'দ ইবনে আবু ওরাককাস। তারপর আসলেন নবী (সঃ)-এর বিশজন সাহাবাসহ উমর ইবনুল খাত্তাব। তারপর (সবশেষে) আসলেন নবী (সঃ)। বারা ইবনে আবেব বলেন, নবী (সঃ)-এর আগমনে আমি মদীনাবাসীকে এত বেশী আনন্দিত হতে দেখেছি যে, অন্য কোন জিনিসে ততোটা আনন্দিত হতে আর কখনও দেখি নাই। এমনকি আমি দেখেছি ছোট ছোট মেয়ে ও ছেলেরা পর্বন্ত খুশীতে বলতো, ইনিই তো সেই আব্দুল্লাহর রসূল; যিনি আমাদের মাঝে আগমন করেছেন। বারা ইবনে আবেব বলেন, তিনি আসার আগেই আমি 'সান্সিহিস্মা সান্সিকাল আ'লা' ও অনুরূপ আরও কিছু ছোট ছোট সূরা শিখে নিয়েছিলাম।

সূরা আল-গাশিয়া

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আবদুল্লাহ ইবনে আম্মার বলেছেন, 'আমিলাতুন নাসিবাতুন' কঠোর পরিভ্রমে রত ও ক্রান্তি-অবসাদে অসাড়-বলতে খুশীদদেরকে দু'কালো হয়েছে। মুজাহিদ বলেছেন, 'আইনুন আনিয়াহ' অর্থাৎ টগবসে পরম পানিতে কনায় কনায় ভর্তি কর্ণাধারা। 'হাদীমুন আনিব' অর্থাৎ ভরা পাত। 'লা ইয়াসমাহ, ক্বীয়া আযিয়াহ' অর্থাৎ গালি-গালাজ। (সেখানে কেউ গালি-গালাজ বা অশ্লীল কথাবার্তা শুনতে পাবে না) 'দারী' একপ্রকার কাঁটা গাছ, যাকে 'শিররিক' বলা হয়। শূকরের মেলে হেজাযবাসীর একেই বলে 'দারী'। একপ্রকার বিঘাত আগাছা। 'বিসলাইতিরিন' সোরাধ ও সীন উভয় বর্ণ দিয়েই লিখিত হয়। অর্থাৎ দ্বি-

প্রয়োগের মাধ্যমে প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারকারী। আবদুল্লাহ হইলে আশ্বাস বলেছেন, 'ইয়াবাহূম' অর্থ তাদের মৃত্যুর পরে ফিরে যাওয়ার জায়গা।

সূরা আল-ফাঙ্কর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

মুজাহিদ বলেছেন, 'আল্‌বিত্ত্ব' মানে আল্লাহ তা'আলা। 'ইয়াবাহূম' বলতে প্রাচীন কওমকে বুঝানো হয়েছে। 'ইয়াদ' অর্থ খুঁটি বা স্তম্ভের মালিক, যারা স্থায়ীভাবে কোথাও থাকে না। অর্থাৎ তাঁরা পেতে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত। 'সাত্তা আযাব' যে আযাব দেয়া হয়েছে। 'আক্কাল লান্মা' হালাল ও হারাম একত্রে। 'জান্মা' অর্থ অধিক, অনেক বেশী। মুজাহিদ বলেছেন, আল্লাহর নব সৃষ্টিই শাকউন বা জোড়ায় জোড়ায়। সূতরায় আসমানও জোড়া বাঁধা। একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলাই বেজোড়। মুজাহিদ ছাড়া অন্য সবাই বলেছেন, আরবরা নব রকমের আযাবকেই 'সাত্তা' শব্দ যুক্ত করে 'সাত্তা আযাব' বলে থাকে। 'জাবিল-মিরসাদ' অর্থ তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। 'তাহান্দূনা' তোমরা সংরক্ষণ ও হিফযত করে থাক। 'তাহান্দূনা' তোমরা খাদ্যদান করতে আদেশ করে থাক। 'মুতমাইমাহ' পুরস্কারকে সভ্য বলে বিশ্বাসকারী। হাসান বাসরী বলেছেন, 'ইয়া আইয়াতুহুম্মাফস' স্থল এমন আত্মাকে বুঝানো হয়েছে, যে আত্মাকে মৃত্যুদানের ইচ্ছা করলে সে আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহও তার প্রতি পূর্ণরূপে প্রশান্ত থাকেন। আবার সেও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। এভাবে আল্লাহ তার রূহ কব্জ করতে আদেশ দেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে তাঁর সংকমর্শীল বাগদাদের সন্তুষ্ট করেন। হাসান বাসরী ছাড়া অন্য সবাই বলেছেন, 'জাব' অর্থাৎ ছিন্ন করা। এ শব্দটি 'জীবালকামীস' থেকে গৃহীত। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়ে থাকে 'কুতেয়া লাহু জিব'। 'ইয়াজ্বুল ফলাজ'—মাঠ অতিক্রম করে। 'লান্মান' লামাততহু আজমা'আ বলা হলে তার অর্থ হয় আমি এর শেষপ্রান্তে উপনীত হয়েছি।

সূরা আল-বালাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

মুজাহিদ বলেছেন, 'বিহাযাল বালাদ' অর্থ বন্ধা। অর্থাৎ এখানে যুদ্ধ করলে অন্যের যে গোনাহ হবে, তোমার তা হবে না। 'ওয়া ওয়ালিদিন ওয়াম্মা ওয়ালাদা' অর্থ আদম (আঃ) ও তাঁর সন্তান-সন্ততি। 'লুবাদা' অনেক, প্রচুর। 'আন-নাফ্ফাইন' অর্থ ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ। 'মাসগাবাতিন' ক্ষুধা। 'মাত্তাবাতিন' ধূলোয় লুপ্তিত, ধূলামলিন 'ফালাকতাহামাল আকাবা'—দূর্নিয়ম সে দুর্গম পাহাড়ী পথ চলেন। পরক্ষণেই আবার 'আকাবা'র ব্যাখ্যা করে বলেছেন : "তুমি কি জান, কী সেই দুর্গম পাহাড়ী পথ? তা হলো, ক্রীতদাসকে মৃত্ত করা অথবা ক্ষুধার সময় ক্ষুধাতরকে খাদ্যদান করা।"

সূরা আশ-শামস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۴۵۴ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُمَيْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ وَذَكَرَ

ওয়ান্নাহারে ইবা তাল্লা। 'ওয়াল উনসা' রাতের কসম! যখন তা আচ্ছন্ন করে ফেলে আর দিনের কসম! যখন তা উন্ডাসিত হয় আর পুরুষ ও নারীর কসম! তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এ সূরা আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদের মধ্যে শুনছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আমি এটি নবী (সঃ)-এর মধ্যে শুনোছি। কিন্তু এসব লোক (শামের অধিবাসী) তা অস্বীকার করেছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وما خلق الذكر والا لشيء : "আর সেই মহান সত্তার কসম! যিনি নারী ও পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন।"

۴৫৫ عَن ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ قَالَ قَسِيمُ أَحْمَبَاتِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ وَقَلْبِهِمْ فَوَجَدَهُمْ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَقْرَأُ عَلَى قِرَائَةِ قَسِيمِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَا نَأْتِيهِمْ أَحْضَطْنَا فَأَشَارُوا إِلَى عَلْقَمَةَ قَالَ كَيْفَ سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَفْتَنِي قَالَ عَلْقَمَةَ وَالذُّكْيَ وَالْأَنْثَى قَالَ إِشْهَدُوا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ هَكَذَا وَهُوَ لَا يُرِيدُ ذُنِّي عَلَى أَنْ أُقْرَأَ وَمَا خَلَقَ الذُّكْيَ وَالْأَنْثَى وَاللَّهِ لَا أُتَابِعُهُمْ -

৪৫৫. ইবরাহীম (নাখরী) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাস'-উদের কিছুসংখ্যক সঙ্গী-সাথী আব্দ দারদার সাথে সাক্ষাতের জন্য (শামে) এসে পৌঁছলেন। আব্দ দারদাও তাদেরকে ভালো করে পেয়ে গেলেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদের সঙ্গীদের বললেন, তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ (ইবনে মাস'উদ)-এর কেয়রাত অনুসারী কে কেয়রাত তিলাওয়াত করে? আলকামা ইবনে কায়স বললেন, আমরা সবাই তাঁর কেয়রাত অনুসারী পাঠ করি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে ভাল হাফেজ (ও উত্তম কেয়রাত পাঠকারী?) এবার সবাই আলকামা ইবনে কায়সকে দেখিয়ে দিলে আব্দ দারদা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদকে সূরা 'ওয়াল-লাইল ইবা ইয়াগশা' কিভাবে পড়তে শুনছেন? আলকামা ইবনে কায়স বললেন, (তৃতীয় আয়াতটি) 'ওয়াল-যাকারি ওয়াল-উনসা' পড়তে শুনোছি। এ কথা শুনতে আব্দ দারদা বললেন, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমিও নবী (সঃ)-কে এভাবেই পড়তে শুনোছি। কিন্তু এসব (শামবাসী) লোকেরা চায় যে, আমি যেন আয়াতটি 'ওয়াল-খালাকাব্বাকারা ওয়াল-উনসা' পড়ি। আল্লাহর কসম! আমি তাদের কথা শুনবো না।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : فما من اعطى والشيء : "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ দিয়েছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছে।"

۴৫৬ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِ الْعُرْقَيْدِ فِي جَنَابَةِ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَكَدَّ كَتَبَ مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَكَانَتْ تَنْجِلُ فَقَالَ إِنْ مَلَأُوا كَلَّ مَيْسَرٌ ثُمَّ قُرَأَ فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَالشَّيْءَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فُسَيِّرُ

لَيْسِي وَأَمَّا مَنْ يَجِدُ فَاسْتَعْنَىٰ ذَكَرْتُ بِالْحُسْنَىٰ فَسَيِّسِي
لِلْعُسْرَىٰ-

৪৫৭৬. আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা 'বাকী'উল গারকাহ' নামক স্থানে নবী (সঃ)-এর সাথে একটি জানাবায় শরীক হয়েছিলাম। সেই সময় নবী (সঃ) বললেন, জামাতে বা জাহামাতে জায়গা নির্দিষ্ট হয় নাই, এমন একজন লোকও তোমাদের মধ্যে নাই। এ কথা শুনে সবাই বললো, হে আল্লাহর রসুল! তাহলে কি আমরা (আমল বাদ দিয়ে এ কথার ওপর) নিভর করবো না? রসুলুল্লাহ (সঃ) বললেন : বরং আমল করতে থাক। কারণ, যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সেটা সহজ করে দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি [রসুলুল্লাহ (সঃ)] পাঠ করলেন : "যে ব্যক্তি (আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ) খরচ করলো (আল্লাহর নাকরমানীকে) ভয় করলো এবং (সব রকমের) কল্যাণের কাজকে সত্য বলে মানলো, আমি তাকে সহজ পন্থার সুযোগ দান করবো আর যে কপণতা করলো, আল্লাহকে তোয়াক্বা করলো না এবং (সব রকমের) কল্যাণের কাজকে মিথ্যা বলে জানলো, আমি তাকে কঠোর পন্থের সুযোগ করে দেব।"

অনুবোধ : মহান আল্লাহর বাণী : 'و صدق بالحسنى' 'যে ব্যক্তি (সব রকমের) নেক কাজকে সত্য বলে মানলো।"

٤٥٧٧ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا نَعُوذُا مِنْ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

৪৫৭৭ আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা নবী (সঃ)-এর কাছে বসেছিলাম— তারপর তিনি (উপরোক্ত) হাদীসটি বর্ণনা করলেন।

অনুবোধ : মহান আল্লাহর বাণী : 'أسئلوهمه ليسرى' 'আমরা তাকে সহজ পন্থার সুযোগ দান করবো।"

٤٥٧٨ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ عَوْدًا يَنْكَبُ فِي الْأُذُنِ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدًا مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْذَرْتِكُمْ فَقَالَ إِيْمَنُوا فَكُلُّ مَيْسِرٍ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاللَّيْ ذَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ آيَةَ-

৪৫৭৮. আলী নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) কোন একটি জানাবায় অংশগ্রহণ করলেন। তারপর তিনি একখানা ছাড়ি নিয়ে তা মাটিতে পড়তে পড়তে বললেন : জাহামাতে বা জামাতে জায়গা নির্দিষ্ট করা হয় নাই, তোমাদের মধ্যে এমন একজন লোকও নাই। এ কথা শুনে লোকজন বললো, হে আল্লাহর রসুল! তাহলে কি আমরা (আমল না করে এ কথার ওপর) নিভর করবো না? রসুলুল্লাহ (সঃ) বললেন : না, বরং আমল করতে থাক। কারণ যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সেটা সহজ করে দেয়া হয়েছে। এরপর রসুলুল্লাহ (সঃ) পাঠ করলেন : "যে ব্যক্তি (আল্লাহর পথে) ধন-সম্পদ খরচ করলো, (আল্লাহর নাকরমানীকে) ভয় করলো এবং (সব রকমের) কল্যাণের কাজকে সত্য বলে মানলো, আমরা তাকে সহজ পন্থার সুযোগ দান করবো। আর যে কপণতা করলো, আল্লাহকে পরোয়্যা করলো না এবং (সব রকমের) কল্যাণের কাজকে মিথ্যা বলে জানলো, আমরা তাকে কঠোর পন্থের সুযোগ করে দেব।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : "وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَأَمَّا مَن آتَىٰ مَالَهُ فَسَتَيْسِرٌ
 كَرَّمًا ۖ وَبَخِلَ بِرَأْسِهِ فَمِثْلَيْسِرٌ ۚ فَسَتَيْسِرٌ ۚ"।

৪৫৮৭ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ
 مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَتَدَا كُتَيْبٌ مَّقْعَدٌ ۖ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدٌ ۖ مِنَ
 النَّارِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَتَكَلَّمُ قَالَ لَا أَعْمَلُوا فَكُلُّ
 مَيْسِرٍ مُّشْرُؤٌ فَأَمَّا مَن آتَىٰ وَأَتَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحَسَنَىٰ - فَسَتَيْسِرٌ
 لِلْيَسْرِ الْآيَةُ .

৪৫৭৯. আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলছেন। আমরা নবী (সঃ)-এর কাছে বসেছিলাম।
 তিনি তখন বললেন : জান্নাত বা জাহান্নামে জায়গা নির্দিষ্ট হয় নাই, এমন একজন লোকও
 নাই। (আলী বলেনঃ) আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে কি আমরা (আমল
 না করে) এ কথার ওপর নির্ভর করে থাকবো না? তিনি বললেন: না, বরং আমল করতে
 থাক। কেননা যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সেটা সহজ করে দেয়া
 হয়েছে। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন : 'যে ব্যক্তি (আল্লাহর পথে) ধন-সম্পদ খরচ
 করলো, (আল্লাহর নাক্ষত্রমালীকে) ভয় করলো এবং (সব) কল্যাণকে সত্য বলে মানলো,
 আমি তাকে সহজ পন্থার সুযোগ দান করবো। আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করলো, বেপরোয়া-
 ভাবে চললো এবং সব রকমের কল্যাণকর কাজকে মিথ্যা বলে জানালো, আমি তাকে কঠোর-
 কঠিন পথের সুযোগ করে দেব।'

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : "وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَىٰ : سَعَىٰ (সব রকমের) কল্যাণের
 কাজকে মিথ্যা জেনেছে।"

৪৫৯০ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغُرَقِدِ فَأَتَانَا رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعْدًا نَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرٌ ۖ فَتَكَّسَ فُجْحَلٌ
 يَتَكَّتُ مِخْصَرَاتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَمِنْ نَفْسٍ
 مَّقْفُوسَةٍ إِلَّا وَتَدَا كُتَيْبٌ مَّكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ فَالنَّارُ وَالْإِلَّا تَدَا
 كُتَيْبٌ شَقِيئَةٌ أَوْ سَعِيدَةٌ ۖ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَتَكَلَّمُ
 عَلَىٰ كَيْفَانَا وَنَدَّعِ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنْ مِّثْلِهِمْ أَوْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَسِيرٌ
 إِلَىٰ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ مِّثْلِهِمْ أَوْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَسِيرٌ إِلَىٰ
 أَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيَسِيرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا
 أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيَسِيرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَن آتَىٰ
 وَأَتَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحَسَنَىٰ .

৪৫৮০. আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা 'বাকীউল গারকাদ' নামক স্থানে একটি জানাযায় শরীক হয়েছিলাম। সেখানে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কাছে এসে বসলেন। আমরাও তাঁর চার দিকে বসলাম। তাঁর সাথে একখানা ছাঁড়ি ছিলো। তিনি ছাঁড়িখানা হাতে নিয়ে তা দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরুর করলেন। তারপর বললেন : তোমাদের কেউ-ই এমন নাই অথবা বললেন : (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) কোন স্মৃতিই এমন নাই জাম্মাতে অথবা জাহাম্মাতে যার জন্য জাম্মাগা নির্দিষ্ট হয় নাই। অথবা তাকে ভাগ্যবান বা দুর্ভাগ্য বলে লেখা হয় নাই। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমরা তাহলে আমল পরিত্যাগ করে আমাদের লিখিত ভাগ্যের ওপর কি নির্ভর করবো না? কারণ আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সৌভাগ্যের অধিকারী সে সৌভাগ্যের অধিকারীদের সাথে शामिल হবে। আর যে দুর্ভাগ্যের অধিকারী, সে দুর্ভাগ্যের অধিকারীদের মত আমল করে তাদের সাথে शामिल হবে। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : সৌভাগ্যের অধিকারীদের সৌভাগ্য লাভ করার মত আমল সহজ করে দেয়া হয়। তারপর তিনি পাঠ করলেন : "যে ব্যক্তি (আল্লাহর পথে) ধন-সম্পদ খরচ করলো, (আল্লাহর নাকরমানীকে) ভয় করলো এবং (সব রকমের) কল্যাণের কাজকে সত্য বলে মানলো।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : **فَسَيَّرَهُ لِلْعَسْرَى** 'আমরা তাকে কঠিন পথের সুযোগ করে দেব।'

৪৫৮১ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَتِ النَّبِيُّ ﷺ فِي جَنَابَةٍ فَأَخَذَ شَيْئًا فَجَحَدَ يَنْتَسِبُ بِهِ الْأَرْضُ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعُدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعُدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ تَكْتَلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدْعُ الْعَمَلَ قَالُوا إِنْ فَعَلُوا أَنْكَلَهُ مَيْسِرٌ لِمَا حَلَقَ لَهُ أَمَا مَنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيَيْسِرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَا مَنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيَيْسِرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاةِ ثُمَّ قَرَأَ فَمَا مِنْ مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى وَتَلَدَّقَ بِأَحْسَنِ الْأَدْبِيَّةِ

৪৫৮১. আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন। নবী (সঃ) কোন এক ব্যক্তির জানাযায় শরীক হয়েছিলেন। তিনি কিছু একটা হাতে নিয়ে তা দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বললেন : তোমাদের একজন লোকও এমন নাই, যার স্থান হয় জাম্মাতে নয় জাহাম্মাতে নির্দিষ্ট করে রাখা হয়নি। এ কথা শুনে সবাই বললো, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে কি আমরা আমল করা ছেড়ে দিয়ে আমাদের (জন্ম বা লেখা হয়েছে সেই) লেখার ওপর ভরসা করবো না? তিনি বললেন : বরং আমল করতে থাক। কেননা প্রতিটি ব্যক্তিকে যে কাজের জন্য স্মৃতি করা হয়েছে, সেটাই তার জন্য সহজ। যে ব্যক্তি সং ও সৌভাগ্যের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত, তার জন্য সং ও সৌভাগ্যের কাজ সহজ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি অসং ও দুর্ভাগ্যের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত, তার জন্য অসং ও দুর্ভাগ্যের অনুরূপ কাজ করা সহজ করে দেয়া হয়। তারপর তিনি পাঠ করলেন : "যে ব্যক্তি (আল্লাহর পথে) ধন-সম্পদ খরচ করলো, (আল্লাহর নাকরমানীকে) ভয় করলো এবং (সব রকমের) কল্যাণের কাজকে সত্য বলে মানলো, আমরা তাকে সহজ পন্থার সুযোগ করে দেব। আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করলো

বেশরোয়া জীবন কাটালো এবং (সব রকমের) কল্যাণের কাজকে মিথ্যা বলে জানলো, আমরা তাকে কঠিন ও কষ্টকর পন্থার সদ্ব্যোগ দান করবো।”

সূরা আদ-দাহা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

‘তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেনি বা তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি।’

৮৫৮১ - عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سَفِيَّاتٍ قَالَ اسْتَكْبَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَقْمَمْ لَيْلَتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ قَالَتْ يَا مُحَمَّدُ اِنِّي لَارْجُو اَنْ يَكُونَنَّ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ لَمْ اَرَكَ قَرِيبًا مِّنْذُ لَيْلَتَيْنِ اَوْ ثَلَاثٍ فَاَنْزَلَ اللَّهُ الصَّعْقَ وَاللَّيْلَ اِذَا سَبَعِي مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

৪৫৮২. অনুদূব ইবনে সূফিয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন। এক সময় অসুস্থ হওয়ার কারণে রসূলুল্লাহ (স:) দুই বা তিন রাত (তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য) উঠতে পারেননি। এ সময় একজন স্ত্রীলোক এসে তাঁকে বললো, হে মুহাম্মাদ, আমার মনে হয় তোমার শরতান তোমাকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছে। দুই বা তিন রাত ধাবত আমি তাকে তোমার কাছে আসতে দেখছি না। তখন আব্বাছ তা’আলা নাযিল করলেন : “দিনের আলোর শপথ, আর রাতের শপথ, যখন তা নিস্তত্বতা নিয়ে ছেলে যায়। তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি বা তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি।”

অনুচ্ছেদ : مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

‘তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি বা তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হননি।’ ‘ওয়াদ্ দা’আক্ব’ ‘আশদীদ’ ও ‘আশকীক’ অর্থাৎ ‘ওয়াদ্দা’আক্ব ও ‘ওয়াদ্দা’আক্ব’ দু’ভাবেই পড়া হয়। উভয় ক্ষেত্রে অর্থ হয় তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি। আবদুল্লা ইবনে আব্বাস বলেছেন, এর অর্থ হলো তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি বা তোমাকে হিংসাও করেননি।

৮৫৮৩ - مِنَ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا الْبَجَلِيَّ قَالَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَىٰ مَا جَبَّكَ إِلَّا ابْطَأَكَ فَنَزَلَتْ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

৪৫৮৩. আসওয়াদ ইবনে কাইস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি অনুদূব বখেলীর নিকট থেকে শুনেছি, একজন স্ত্রীলোক এসে বললো—হে আব্বাছর রসূল! আমি দেখছি আপনার সঙ্গী (জিবরাইল ফেরেশতা) আপনার কাছে অহী নিয়ে আসতে দেখি করে কেলেহে তখন এ আয়াত নাযিল হয় : “তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি বা তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি।”

সূরা আলাম নাশরাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

মুজাহিদ বলেছেন, বিয়্যাক্বা অর্থ জাহেলী যুগের বোঝা। 'আনাকাদা' অর্থ গুরুভার। 'মা'আল উসরি ইউসরান' ইবনে উয়াইনা বলেছেন, এর অর্থ এ কঠিন অবস্থার পরেই আরেকটি সহজ অবস্থা আছে যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন, هل ترون بنا الاحدى المصنوعين তারা আমাদের জন্য দু'টি কল্যাণের যে কোন একটির জন্য অপেক্ষা করছে। আর হাদীসে উল্লেখিত আছে, একটি কঠিন অবস্থা দু'টি সহজ অবস্থাকে কখনো পরাভূত করতে পারে না। এ হাদীসটিও উল্লেখিত আল্লাহের সমার্থক। মুজাহিদ বলেছেন, 'ফানসাব্' অর্থ প্রয়োজন পূরণের জন্য ভোমার রব এর নিকট কাকুতি সিনাতি করে প্রার্থনা করা। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। হয়েছে : 'الم لشرح لك صدرك' -এর অর্থ হলো আল্লাহ নবী (স:) -এর বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

সূরা আত্‌তীন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

মুজাহিদ বলেছেন, আত্‌তীন ও আযযায়তুন (আনজির ও যায়তুন) মনদুয যা খায়, সেই আনজির ও যায়তুন বোঝানো হয়েছে। 'ফানা ইউকাযযিবদকা'-এর অর্থ হলো মনদুযকে তাদের কাজের বিনিময় দেয়া হবে আপনার এ কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মত কোন লোক কি আছে? অর্থাৎ শাস্তি বা পুরস্কার দানের ব্যাপারে আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ক্ষমতা রাখে—এমন কেউই নেই।'

৭৫৮৮ - عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَامَ فِي الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرُّكَّتَيْنِ بِالتَّيْنِ وَالتَّيْتُونَ

৪৫৮৪. বারা (ইবনে আযেব) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (স:) কোন এক সফরে থাকাকালীন এশার নামাযের প্রথম দু'রাক'আতের এক রাক'আতে সূরা 'ওয়াত্‌তীনে ওয়াযযায়তুন' পাঠ করেছিলেন।

সূরা আল-আলাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

কুতাইবা ইবনে সাঈদ হাম্মাদ ও ইয়াহুইয়া ইবনে আতীকের মাধ্যমে হাসান বাসরী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (হাসান বাসরী) বলেছেন : কোরআন মজীদের সূরা ফাতিহার শুরূতে "বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম" লিখ এবং এভাবে দু'টি সূরার মধ্যে পার্থক্য করে। মুজাহিদ বলেছেন, 'নাফিয়াহ' তার গোর। 'যাবানিয়াতু' অর্থ ফেরেশতা। মা'মার বলেছেন, 'রুজআ' অর্থ প্রত্যাবর্তন করা বা প্রত্যাবর্তনস্থল। 'মা নাসফা'আন'

শেষ হরফ নূন সাকিন। অর্থ আমি অবশ্যই পাকড়াও করবো। সাফায়াত বিইয়াদিহী অর্থ আমি তাকে ধরলাম।

অনুবোধঃ

১৫ ১৫- عَنْ عَائِشَةَ رُوِيَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ كَانَ أَقْلُ مَا بَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرُّفْيَا الصَّادِقَةُ فِي الشُّومِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْرِ ثُمَّ حَسِبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ يَلْحَقُ بَعَارِ حَرَاءٍ فَيَتَحَنَّنُ فِيهِ وَالتَّحَنُّنُ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْحَدَرِ قَبْلَ أَنْ يُرْجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدَ لِذَلِكَ ثُمَّ يُرْجَعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ بِسِلْمَا حَتَّى فِجْءَهُ الْحَقُّ دَهْرًا فِي غَارِ حَرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَقَالَ اقْرَأْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَنَا بِقَارِي قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ ثُمَّ أُرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِي قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي السَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ ثُمَّ أُرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِي فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّلَاثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ ثُمَّ أُرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرْجَفَ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ زَمِلُونِي زَمِلُونِي فَرَمَلُونَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ الرُّؤُوعُ قَالَ لِحَدِيجَةَ أَيُّ خَدِيجَةَ مَا لِي حَسِبْتِ عَلَى نَفْسِي فَأَخْبَرَهَا الْحَبْرُ فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلَّا أَلَيْسَ بِرَجُلًا لَيْسَ بِكَ اللَّهُ أَبَدًا بِرَجُلًا إِنَّكَ لَتَصِلَ الرَّحِمَ وَتَمْسُدُ الْحَدِيثَ وَتَهْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرَأُ الضَّمِيرَ وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ بِخَدِيجَةَ حَتَّى أَتَتْ بِهِ ذَرَقَةَ تَنْوَدُ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ خَدِيجَةَ أُخْتِ إِيمَاءٍ وَكَانَ رَمْرَأً تَنْصُرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِجْمَالِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ قَالَتْ خَدِيجَةُ يَا بَنَ عَمِي أَسْمِعْ مِنْ رَبِّ أَخِيكَ

قَالَ وَرَكَّةً يَا إِبْرَاهِيمَ مَاذَا تَرَىٰ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ
 عَلَيْهِ السَّلَامُ خَيْرًا مَا رَأَىٰ فَقَالَ وَرَكَّةَ هَذِهِ النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيَّ مُوسَىٰ
 لَيْسَتِي فِيهَا جَدْعٌ لَيْسَتِي أَكْثَرُ مِنِّي مَيِّمًا ذَكَرَ حُرِّيقًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ مَخْرَجِي مَرَّ قَالَ وَرَكَّةَ نَعْرَ لَوِيَّاتٍ رَجُلٌ بِمَاجِبُتٍ بِهِ
 إِلَّا أَرْدَىٰ وَإِنْ يُدْرِكُنِي يُؤْمَكُ حَيًّا أَنْصُرَكَ نَصْرًا مُكْرَرًا نَعْرَ
 لَمْ يَنْشَبْ وَرَكَّةَ أَنْ تُؤْفَىٰ وَفَتَرَ الْوُحْيِي فَتْرَةً حَتَّىٰ حَزَنَ رَسُولُ
 اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْهَابٍ فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ
 هُوَ يَمْدِدُ عَنْ فَتْرَةِ الْوُحْيِي قَالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْتًا أَنَا أُمِّتِي سَمِعْتُ
 صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِعِمْرَانِ جَالِسًا
 عَلَى كَتَمِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَقَرَأْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ
 زَمَلُونِي زَمَلُونِي فَسَدُّوا فِيَّ فَسَدُّوا فِيَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ مِيَّاتَهَا الْمَدَّ تَرَكُونَا نَسْرًا
 وَرَبِّكَ كَكَبِيرٍ وَتِيَابِكَ قَطِيمًا وَالرَّجُزُ فَاهُ جُرُوقًا قَالَ أَبُو سَلَمَةَ
 وَهِيَ الْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتِيمُونَ وَقَالَ ثُمَّ تَبَعَ الْوُحْيِي

৪৫৮৫. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী 'আরেশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ
 (সঃ)-এর প্রতি ঘুমন্ত অবস্থায় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে সর্বপ্রথম (অহী) শব্দ করা
 হয়েছিল। এই সময় তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন, তা ভোরের আলোর মতই স্পষ্ট হতো।
 তারপর তিনি একাকী ও নির্জন থাকতে পসন্দ করতে লাগলেন। তাই তিনি হেরা গুহায়
 চলে যেতেন এবং পরিবার পরিজনদের কাছে আসার পূর্বে এক-নাগাড়ে কয়েক রাত পর্যন্ত
 'তাহাম্মুস' করতেন। 'তাহাম্মুস' বিশেষ একটি নিয়মে ইবাদাত বন্দেগী করা। এজন্য তিনি
 কিছু খাবার-দাবার সাথে নিয়ে যেতেন। তারপর খাদীজার কাছে ফিরে আসলে তিনি আবার
 অনূরূপ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস প্রস্তুত করে দিতেন। অবশেষে হেরা গুহায় থাকা অবস্থায়
 তাঁর কাছে হক এসে পৌঁছলো ফেরেশতা তাঁর কাছে এসে বললেন, আপনি পড়ুন। রসূলুল্লাহ
 (সঃ) বললেন : আমি পড়তে জানি না। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : তখন তিনি (ফেরেশতা
 জিবরাঈল) আমাকে ধরে খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। আমি এতে প্রাণান্তকর কষ্ট
 অনুভব করলাম। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, আপনি পড়ুন। আমি বললাম :
 আমি তো পড়তে জানি না। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : তখন তিনি আমাকে ধরে
 দ্বিতীয়বারও খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। তাতে প্রাণান্তকর কষ্ট অনুভব করলাম।
 তার পর আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন আপনি পড়ুন। আমি বললাম : আমি পড়তে
 জানি না। তখন তিনি আমাকে ধরে তৃতীয়বারের মত খুব জোরে আলিঙ্গন
 করলেন। এবারও আমি খুব কষ্ট পেলাম। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : 'ইকরা

বসমি রাশ্বাকালায়া খালাক, খালাকাল ইনসানা মিন আলাক, ইকরা ওয়া রাশ্বাকাল আকরাম, আল্লাহী আল্লামা বিল কাল, আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়া'লাম"—
 "তোমার রবের নামে পড়, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জম্বাট বাঁধা রক্তাপাণ্ড থেকে। পড়ে, আর তোমার রব মহাসম্মানী ও দাতা। যিনি কল্পম্বারা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান শিখিয়েছেন যা সে জানতো না।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই অবস্থায় ভয়ে ভীষণভাবে কাঁপতে কাঁপতে ফিরলেন এবং খাদীজার কাছে পেঁপেছেই বললেন : আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও, আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও। তখন সবাই তাঁকে কম্বল জড়িয়ে দিল। অবশেষে তাঁর ভীতিভাব দূর হলে তিনি খাদীজাকে বললেন, খাদীজা, আমার কি হলো? আমি আমার নিজের সম্পর্কে শর্কিত হয়ে পড়েছি। তারপর তিনি তাঁকে সব কথা জানালেন। খাদীজা বললেন : কখনও নয়, (ভয়ের কোন কারণই থাকতে পারে না)। আপনি বরং গুনাহদার নিন। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আপনাকে কখনও লাঞ্চিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়তার মূল্য দেন, সত্য কথা বলেন, অসহায়দের কষ্টের বোঝা লাঘব করেন, অভাবীদের অর্থ উপার্জন করে দেন, মেহমানদারী করেন এবং হুক ও ন্যায়ের কাজে সাহায্য করে থাকেন। তারপর খাদীজা তাঁকে [নবী (সঃ)-কে] নিয়ে তাঁর চাচাত ভাই ওয়্যারাকা ইবনে নাওফলের কাছে গেলেন। ওয়্যারাকা জাহেলী যুগে সৃষ্টি ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরবী ভাষায় ধর্মীয় বিষয়ে লিখতেন। আর আল্লাহর ইচ্ছা মাফিক তিনি আরবী ভাষায় ইনশীল অনুবাদ করে লিখতেন। তিনি খুব বৃন্দ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা তাঁকে বললেন, ভাই, (চাচাত ভাই) আপনার ভাতিজা কি বলেন একটু শুনান। তখন ওয়্যারাকা জিজ্ঞেস করলেন, ভাতিজা, কি ব্যাপার? নবী (সঃ) যা কিছু দেখেছিলেন, তার সর্বাকছুর তাকে অবহিত করলেন। সব শ্রুত ওয়্যারাকা বললেন! ইনিই সেই ফেরেশতা, যাকে মূসার কাছে পাঠানো হয়েছিল। আহ! যদি আমি সেই সময় যুবক হতাম। হায়! আমি যদি জীবিত থাকতাম। তারপর তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তারা কি আমাকে (এখান থেকে) বের করে দেবে? ওয়্যারাকা বললেন, হাঁ তারা তোমাকে ভাঙিয়ে দেবে। তুমি যা পেয়েছ তা যে ব্যক্তিই লাভ করেছে তাকেই কষ্ট দেয়া হয়েছে। তোমার সময়ে আমি যদি জীবিত থাকতাম তাহলে আমি তোমাকে বলিষ্ঠ ও সর্বোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতাম। এর পর কিছুদিন যেতে না যেতেই ওয়্যারাকা মারা গেলেন এবং অহী দীর্ঘ সময়ের জন্য বৃন্দ হয়ে গেল। এমনকি এজন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) অত্যন্ত চিন্তাক্রিপ্ত হয়ে পড়লেন। (অন্য একটি সনদে) মুহাম্মদ ইবনে শিহাব আব্দু সালামা ইবনে আবদুর রহমানের মাধ্যমে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) অহী বৃন্দ থাকা প্রসঙ্গে বলেছেন, এক সময়ে আমি পথ চলছিলাম। হীতিমধ্যে আসমান থেকে একটা শব্দ শ্রুতে পেলাম। আমি মাথা তুলে দেখলাম, হেরা গুহায় যে ফেরেশতা আমার নিকট এসেছিলেন, তিনি আসমান ও জমীনের মাঝে পাতা একটি সিংহাসনে বসে আছেন। এ দৃশ্য দেখে আমি খুব ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম। তাই বাড়ীতে ফিরে (খাদীজাকে) বললাম : আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও, আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও। সবাই আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন : "হে কম্বল আবৃত ব্যক্তি, ওঠো! তোমার কণ্ঠকে সাবধান করে দাও, তোমার রবের মহত্ব ঘোষণা কর। তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার রাখ এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক।" আব্দু সালামা ইবনে আবদুর রহমান বলেছেন : আরবরা জাহেলী যুগে যে সব মূর্তির পূজা করতো, "রুজযুন" অর্থে এ সব মূর্তিকে বদ্বানো হয়েছে। এ ঘটনার পর একটানা একের পর এক অহী আসতে থাকলো।

অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ خلق الانسان من علق "তিনি মানুষকে জম্বাট বাঁধা রক্তাপাণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন।"

٣٥١٦- عَنْ كَائِشَةَ تَالَتْ أَوَّلَ مَا بَدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرُّؤْيَا

الصَّالِحَةَ فِجَاءَهُ الْمَلِكُ فَقَالَ اقْرَأْ بِأَمْرِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلْقَ
الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ-

৪৫৮৬. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি সর্বপ্রথম উত্তম স্বপ্নের আকারে (অহী) শব্দ হইয়াছিল। তারপর তাঁর কাছে ফেরেশতা এসে বললো : “তোমার রবের নামে পড়—যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ড থেকে। পড়ো, আর তোমার রব মহাসম্মানী ও দাতা।”

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : اَرَأَىٰ وَ رَبِّكَ الْاَكْرَمِ “পড়ো, এবং তোমার রব মহাসম্মানী।”

۴۵۸۶- عَنِّ فَاتِمَةُ أَدْلُ مَا بَدِئِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرُّؤْيَا
الصَّادِقَةَ جَاءَهُ الْمَلِكُ فَقَالَ اقْرَأْ بِأَمْرِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ
مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ-

৪৫৮৭. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট সত্য স্বপ্নের আকারে (অহী) সূচনা হয়। তাঁর নিকট ফিরিশতা এসে বলেন, পড়ো, তোমার রবের নামে! যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্তবিন্দু থেকে। পড়ো, এবং তোমার রব মহাসম্মানী।”

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : الذي علم بالقلم (মানুষকে) শিক্ষা দিয়েছেন।”

۴۵۸۸- عَنِّ عُرْوَةَ قَالَتْ عَالِشَةُ فَرَجِحَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَىٰ حَدِيثِجَةَ
فَقَالَ رَمَلُونِي رَمَلُونِي فَدَكَّرَ الْحَدِيثِجَةَ-

৪৫৮৮. উরওয়া থেকে বর্ণিত। আয়েশা বলেছেন : (হেরা গুহায় জিবরাইলের মাধ্যমে প্রথম অহী লাভের পর) নবী (সঃ) খাদীজার কাছে ফিরে গিয়ে বললেন : আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও, আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও। এরপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করলেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : كلا لئن لم يغتد لنفسها بالناصية لاصية “তা কখনো নয়। যদি সে বিরত না হয়, তাহলে আমি তার কপালের (ওপরের) চুল ধরে সজোরে টানবো—টানবো মিথ্যাবাদী ও পাণীর কপালের চুল ধরে।”

۴۵۸۹- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ابُوجَهْلٍ لَيْتَ نَأَيْتَ مُحَمَّدًا اِيصَلَنِي عِنْدَ
الْكَعْبَةِ لَا طَأْتْ عَلَىٰ عُنُقِهِ فَبَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَوْ فَعَلَهُ لَأَخَذْتَهُ
الْمَلِيكَةَ-

৪৫৮৯. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) আবু জাহল বলেছিল, আমি যদি মূহাম্মদকে কাঁবার পাশে নামায় পড়তে দেখি তবে আমি তার ঘাড় পদদলিত করবো। এ কথা জানতে পেরে নবী (সঃ) বললেন : সে যদি এরূপ করে তাহলে ফিরিশতারা অবশ্যই তাকে পাকড়াও করবে।

সূরা আল-কাদর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বলা হয়ে থাকে, 'মাতলা' অর্থ উদয় হওয়া। আবার 'মাতলা' অর্থ উদয়স্থলও। ইম্মা 'আনযালনাহ্'র (৫৭) সর্বনামটি দ্বারা কোরআনের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এখানে বহুবচনের শব্দরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও অর্থ একবচনের গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা, কোরআনের নাযিলকারী হলেন আল্লাহ তা'আলা। কোন বক্তব্যের গুরুত্ব প্রকাশ বা জোরালো ভাব প্রকাশের জন্য অরবরা একবচনের ত্রিগুণপদকে বহুবচনে ব্যবহার করে থাকে।

সূরা আল-বাইয়ানা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৮৫৯০. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي بَنْ كَعْبٍ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا وَسَمَانِي قَالَ نَعَمْ فَبَكَى.

৪৫৯০. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) উবাই ইবনে কা'বকে বলেছিলেন : তোমাকে সূরা 'লাম ইয়াকুনিলাযীনা কাফারু' পড়ে শোনানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। উবাই ইবনে কা'ব বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি আমার নাম নিয়ে বলেছেন? নবী (সঃ) বললেন : হ্যাঁ। এ কথা শুনে উবাই ইবনে কা'ব কেঁদে ফেললেন।

৮৫৯১. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي بَنْ كَعْبٍ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ قَالَ أَبَى اللَّهُ سَمَانِي لَكَ قَالَ اللَّهُ سَمَاكَ فَجَعَلَ أَيْ يَبْكِي قَالَ تَتَادَةٌ فَأَنْشَأَتْ أَنْتَ قَرَأَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

৪৫৯১. আনাস (ইবনে মালেক) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) উবাই (ইবনে কা'ব)-কে বলেছিলেন : তোমাকে কোরআন পড়ে শোনানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ কথা শুনে উবাই (ইবনে কা'ব) বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি আপনার কাছে আমার নাম উল্লেখ করেছেন? নবী (সঃ) বললেন : হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা তোমার নাম উল্লেখ করেছেন। এ কথা শুনে উবাই ইবনে কা'ব কাঁদতে শুরু করলেন। কাতাদা বর্ণনা করেছেন, পরে আমি জানতে পেরেছি যে, নবী (সঃ) তাঁকে (উবাই ইবনে কা'ব) সূরা 'লাম ইয়াকুনিলাযীনা কাফারু' মিন আহ'লিল্ কিতাবি' পাঠ করে শুনিয়ে-ছিলেন।

৪৫৮৮ - مَتَّ النَّسِيبُ مَا لَيْكَ أَنْ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِأَبِي بِنِ كَعْبٍ إِنَّ اللَّهَ
أَمَرَنِي أَنْ أَتْرُوكَ الْقُرْآنَ قَالَ اللَّهُ سَمَانِي لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَقَدْ
ذُكِرَتْ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ نَعَمْ فَذَرَفَتْ عَيْنَاكَ.

৪৫৯২. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) নবী (সঃ) উবাই ইবনে কা'বকে বলেছেন : তোমাকে কোরআন পড়ানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। উবাই ইবনে কা'ব বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি আপনার কাছে আমার নাম বলেছেন? নবী (সঃ) বললেন : হ্যাঁ। তখন উবাই ইবনে কা'ব আশ্চর্যান্বিত হয়ে আবার বললেন, রাসূল আলামীনের দরবারে কি আমাদের নাম আলোচিত হয়েছে? নবী (সঃ) বললেন : হ্যাঁ। এ কথা শুনে উবাই ইবনে কা'বের দৃশ্য অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো।

সূরা আয-যিলযাল

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : خيرا به من يعمل مثقال ذرة خيرا به - "যে ব্যক্তি অন্য-পরিমাণ লেকী করবে সে তাও দেখতে পাবে।"

৪৫৯৩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحَيْلُ لثَلَاثَةٍ لِرَجُلٍ
أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وَرْدٌ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا صَابَتْ فِي طَيْلِهَا ذَلِكَ فِي الْمَرْجِ
وَالرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طَيْلَهَا فَاسْتَنْتَبَتْ شَرْقًا أَوْ شَرْقَيْنِ
كَانَتْ أَثَارُهَا دَائِرَاتُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَ
لَمْ يَرِدْ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ وَحَيْلُ ذَلِكَ الرَّجُلِ أَجْرٌ
وَرَجُلٌ رَبَطَهَا لَغَنِيًّا وَتَعَفُّفًا لَمْ يَكُنْ يَشْرِي فِي رِجَالِهَا وَلَا لَهَا رِجَالُهَا
فَهُوَ لَهُ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخَرَّ أَوْ رِيَاءً وَزَوَّارَةً فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وَرْدٌ
وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحُمْرِ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى فِيهَا إِلَّا هَذِهِ
الْأَيَّةَ الْفَادَةَ الْجَامِعَةَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

৪৫৯৩. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : তিন শ্রেণীর লোকের যোড়া থাকে। একশ্রেণীর লোকের জন্য তা সওয়াব ও পুরস্কারের কারণ হয়, একশ্রেণীর

লোকের জন্য তা দোষখের আশাব থেকে বাঁচার পদা বা প্রতিবন্ধকতা হয় এবং একশ্রেণীর জন্য তা গোনাহর কারণ হয়। যে শ্রেণীর লোকের জন্য তা সওয়াব ও পদরস্কারের কারণ হয়, তারা সেই সব ব্যক্তি : যারা আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য তা প্রস্তুত করে রাখে এবং কোন চারণক্ষেত্র বা বাগানে লম্বা রশি দিয়ে বেঁধে রাখে। রশির আওতায় চারণক্ষেত্রে বা বাগানে সেটি যা কিছু থাকে, তা ঐ ব্যক্তির জন্য নেকী হিসেবে গণ্য হয়। যদি ঘোড়াটি রশি ছিঁড়ে ফেলে এবং বাইরে গিয়ে দূর-একটি উঁচু স্থানে লাফঝাপ বা দৌড়াদৌড়ি করে, তাহলে তাম্র পদাচিহ্ন ও গোবর্ষের বিনিময়েও ঐ ব্যক্তি (মালিক) সওয়াব ও পদরস্কার লাভ করবে। আর ঘোড়াটি যদি নিজেই কোন নহরের কিনারায় গিয়ে পানি পান করে, মালিকের সেখান থেকে পানি পান করানোর ইচ্ছা না থাকলেও সে ব্যক্তি এর বিনিময়ে সওয়াব ও পদরস্কারের অধিকারী হবে। ঘোড়ার মালিক আরেক শ্রেণীর লোক, যারা সচ্ছল থাকার জন্য এবং মানুষের কাছে হাতপাতা থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তা পালন করে থাকে কিন্তু তাতে আল্লাহর যে হুক রয়েছে (যাকাত) তা দিতে ভুলে যায় না, এ শ্রেণীর লোকের জন্য তা হবে (আশাবের ক্ষেত্রে) আড়াল ও প্রতিবন্ধক। অপর আরেক শ্রেণীর ঘোড়ার মালিক, যারা গর্ব, প্রদর্শনীর মনোভাব ও (আল্লাহর স্বীনের বিরুদ্ধে) বৈরী তৎপরতার উদ্দেশ্যে ঘোড়া রাখে, তা হবে তাদের জন্য গোনাহর কারণ। (আব্দ হুরাইরা বলেছেন,) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে গাথা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : একক ও ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক এই একটি মাত্র আয়াত ছাড়া এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে আর কোন আয়াত নাযিল করেননি। আয়াতটি এই : “যারা অন্ত পরিমাণ ভাল কাজ করবে, তাও দেখতে পাবে, আর যারা অন্ত পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, তারাও তা দেখতে পাবে।”

অনুচ্ছেদ : **ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره** — “আর যে ব্যক্তি অন্ত পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।”

১৫৭৭. **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْحُمْرِ قَالَ لَوْ يَنْزِلُ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هُدًى وَالْآيَةَ الْجَامِعَةَ الْقَادِمَةَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.**

৪৫৯৪. আব্দ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন, ঘোড়া ও) গাথা সম্পর্কে (একই হুকুম কি না এ বিষয়ে) নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : এ বিষয়ে একক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক এ আয়াতটি ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই নাযিল করা হয়নি। আয়াতটি এই : যারা অন্ত পরিমাণ নেক কাজ করবে তাও দেখতে পাবে। আবার যারা অন্ত পরিমাণ গোনাহর কাজ করবে তাও দেখতে পাবে।”

সূরা আল-আদিয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মুজাহিদ বলেন, ‘কান্দ’ অর্থ, অকৃতজ্ঞ। ‘ফা আসারনা বিহি’ নাক’আন’ অর্থ সেই সময় গোধূলি উড়িয়ে (ক্ষিপ্ত গতিতে) চলে!

‘লি-হু-ম্বিল খাইরে’ অর্থ ধন-সম্পদের প্রতি মহশ্বতের কারণে ‘লা-শাদীদ’ অর্থ অবশ্যই কৃপণ। কৃপণকে আরবীতে শাদীদ’ বলা হয়। হু-স-লিলা, অর্থ অন্তরের গোপন বিষয়কে প্রকাশ করে তার ভিত্তিতে ভাল ও মন্দ পৃথক করা হবে।

সূরা আল-কারিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

‘কাল্ ফারাগিল মাব্-সু-স’ অর্থ পঙ্গপালের ঝাঁকে। পঙ্গপাল যেমন একাট আরেকটির ওপর পতিত হয়, ঠিক তেমনিভাবে মানু-ষও একজন আরেকজনের ওপর পতিত হবে। ‘কাল্-ইহ্নিন’ অর্থ বিভিন্ন রকমের তুলার মতো। আবদুল্লাহ ইবনে মাস’উদ ‘কাল-ইহ্নিন’ না পড়ে কাস্-সু-ফ পড়তেন।

সূরা আত-তাকাসুর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

‘আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, ‘তাকাসুর’ অর্থ ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভাতির আধিক্য।

সূরা আল-আসর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

‘আসর’ অর্থ কাল বা সময়। আল্লাহ তা’আলা এখানে কালের শপথ করেছেন।

সূরা আল-হুমাযা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

‘আলহু-তামা’, ‘লাযা’ ও ‘সাকার’ যেমন দোষখের নাম, তেমনি হু-তামাও একটি দোষখের নাম।

সূরা আল-ফিল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

মুজাহিদ বলেন, ‘আলাম তারা’ মানে তুমি কি জাননা? তিনি আরও বলেন, ‘আবাবীলা’ অর্থ দলবন্দভাবে একের পর এক ‘আসা’। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, ‘সিজ্-জীল’ ও ‘পেল্’ থেকে আরবীকৃত অ-আরবী শব্দ। এর অর্থ হলো, পাথর ও গোড়া মাটির টিল।

সূরা আল-কুরাইশ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মুজাহিদ বলেন, 'লি-ইলাফি' অর্থ তারা (কুরাইশরা) এক্ষেত্রে (শীতের ঋতুসম্মে ইয়ামনের দিকে এবং গ্রীষ্মের ঋতুসম্মে শামের দিকে ভ্রমণে) অত্যন্ত হওয়ার কারণে শীত ও গ্রীষ্মে তা তাদের জন্য কষ্টকর হয় না। 'ওয়া আমানা হাম, মানে আল্লাহ তা'আলা হারাম শরীফের অত্যন্তরে তাদেরকে সব রকমের শত্রু থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। ইবনে উয়াইনা বলেছেন, 'লি ইলাফি কুরাইশিন' মানে কুরাইশদের প্রতি আমার নিয়ামতের কারণে।

সূরা আল-মাদীন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মুজাহিদ বলেন, 'ইয়াদু'উ অর্থ সে তাকে হক থেকে বর্ণিত করে। এ শব্দটি دعوت 'দাআ'তা শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। 'ইউদাম্ম'না তাদেরকে বাধা দেয়া হয়। সাহুদ, খেলার মতো আচরণকারী যে ডালে থাকে। 'মাদীন' অর্থ সর্বজনস্বীকৃত সব রকমের ভাল কাজ। কোন কোন আরবী ভাষা বলেন, 'মাদীন' অর্থ পানি। ইকরামা বলেন, মাদীনের অস্তিত্ব... সর্বোচ্চ স্তরের বিষয় হলো যাকাত আদায় করা এবং সর্বনিম্ন পর্যায় হলো বিভিন্ন কাজের জিনিসপত্র ধার দেয়া বা কাজ করার জন্য দেয়া।

সূরা আল-কাউসার

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৭৫৭৫- عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا مَرَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ الْتَمَيْتُ عَلَى نَهْرٍ حَافَتَاهُ قِيَابُ اللَّوْزِ مَجْدُوقٌ نَقَلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرَيْلُ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ

৪৫৯৫. আনাস (ইবনে মালেক) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন। মিরাজ হলে নবী (সঃ)-কে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়। নবী (সঃ) বলেছেন : আমি এমন একটি নদীর ধারে পৌঁছলাম, যার উভয় তীরে ফাঁপা মোতির তৈরী তাঁবু পাতা আছে। আমি বললাম, হে জিবরাঈল একি? উত্তরে জিবরাঈল বললেন, এটিই হলো হাওযে কাওসার।

৭৫৭৬- عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ سَأَلْتُهَا عَنْ تَوْبِهِ تَعَالَى إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قَالَتْ نَهْمٌ أَعْطِيَهُ نَبِيُّكَ ﷺ سَاطِئًا عَلَيْهِ دُرٌّ مَجْدُوقٌ إِنِّيهِ كَعَدِّ التَّجْرِيمِ -

৪৫৯৬. আব্দু উবাইদা থেকে বর্ণিত। তিন বলেছেন, আমি আয়েশাকে মহান আল্লাহর বাণী 'ইম্মা আতা'ইনাকাল কাউসার', 'আমি তোমাকে কাউসার দান করছি' এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, কাউসার একটি নহর, যা তোমাদের নবীকে দান করা হয়েছে। এর উভয় তীরে ভেতরে ফাঁপা মোতি ছড়ানো রয়েছে। এর পাতের সংখ্যা তারকারাজির সংখ্যার অনুরূপ।

۴۵۹۷ عَنِ ابْنِ مَجَّازٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْكُوفِيِّ هُوَ الْخَيْرُ الَّذِي أُعْطِيَ
اللَّهُ إِيَّاهُ قَالَ أَبُو بَسْرَةَ لِسَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَاتِ نَسَائِرَ عَمُونَ أَنَا
نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ سَعِيدٌ أَلْتَهَذَا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي
أُعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ.

৪৫৯৭. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি কাউসার সম্পর্কে বলেছেন যে, তা এমন একটি কল্যাণ যা আল্লাহ তা'আলা নবী (সঃ)-কে দান করেছেন। হাদীসের বর্ণনাকারী আব্দু বিশর বলেন, আমি সাঈদ ইবনে জুবাইরকে বললাম, মানুষ মনে করে যে, কাওনার হলো জাম্নাতের একটি নহর। এ সম্পর্কে আপনার মত কি? সাঈদ বললেন, জাম্নাতের নহরটি নবী (সঃ)-কে আল্লাহর দেয়া অনেকগুলো কল্যাণের একটি।

সূরা আল-কাফেরন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

'লাকুম শ্বীন, কুম'—তোমাদের জন্য তোমাদের শ্বীন অর্থাৎ কুমর আর 'ওয়ালিয়া শ্বীন' আমার জন্য আমার শ্বীন মানে ইসলাম। এখানে 'শ্বীন' বা আমার শ্বীন বলা হয়নি। কারণ আয়াতের শেষে 'নুন' থাকার 'ইয়াকে' বাদ দেয়া হয়েছে। যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা 'ইয়াহ শ্বীন' ও 'ইয়াশকীন' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন : 'লা আব্দুদু মা তা-ব্দুন' অর্থ তোমরা বর্তমানে যে জিনিসের ইবাদত করো আমি তাদের ইবাদত করবো না এবং আমার অবশিষ্ট জীবনেও তোমাদের এ আহ্বানে সাড়া দেব না। আর আমি যার ইবাদত করি তোমরা তার ইবাদত করবে না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন : 'তোমার প্রভুর নিকট থেকে তোমার কাছে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা তাদের অনেকেরই বিদ্রোহ ও কুমরকে বাড়িয়ে দিবে।

সূরা আন-নসর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۴۵۹۸ عَنْ مَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ مَلَكًا بَعْدَ أَنْ تَرَكْتَ
عَلَيْهِ إِذَا جَاءَ نَصْرَ اللَّهِ وَالْفَتْحَ إِلَّا يَقُولُ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَجَمَدُكَ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

৪৫৯৮. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ‘ইয়া জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু’ এ সূরা নাযিল হওয়ার পর নবী (সঃ) যখনই নামায পড়েছেন তখনই নামাযের পর ‘সুব-হানাকা আল্লাহুশ্মা রাব্বানা ওয়া বিহামাদিকা আল্লাহুশ্মাগফিরলি’ —“হে আল্লাহ, তুমি পবিত্র তুমিই আমার রব। সব প্রশংসা তোমার জন্যই নির্দিষ্ট। তুমি আমাকে ক্ষমা করো” দোয়াটি পড়েছেন।

۴۵۹۹- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْتُرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ مَبِئْتِكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَمِحْمَدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَا وَرَثَةَ الْقُرْآنِ .

৪৫৯৯. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কোরআনের ‘ফাস্বিহ্ বিহামাদি রাব্বিকা ওয়াস্তাগফিরহু’—‘তাই তোমার রবের হামদ বর্ণনার সাথে সাথে তাঁর কাছে ক্ষমা চাও’ আয়াতের নির্দেশ অনুসারে রসূলুল্লাহ (সঃ) রুকু’ সিজদায় বেশী করে সুবহানাকা আল্লাহুশ্মা রাব্বানা ওয়াবি হামাদিকা আল্লাহুশ্মাগফিরলি’ —“হে আল্লাহ তুমি পবিত্র। তুমিই আমার রব। সব প্রশংসা তোমার জন্যই নির্দিষ্ট। তুমি আমাকে ক্ষমা করো” পড়তেন।

ورأيت الناس يدخلون في دين الله
‘আর তুমি দেখতে পাবে যে, লোক দলে দলে আল্লাহর ম্বানে প্রবেশ করছে।’

۴۶۰۰- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَهُمْ عَنْ تَوَلَّيْتَهُ تَعَالَى إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ مَتَالُوا فَتَحْمَدِ الْمَدَائِنِ وَالْقُصُورِ قَالَ مَا تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَجَلٌ أَوْ مِثْلُ صِرْبِ لِمَحْمَدٍ ﷺ لِعَيْتٍ لَهُ نَفْسُهُ .

৪৬০০. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) উমর লোকদের (বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের)-কে মহান আল্লাহর বাণী : “ইয়া জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু” —“যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং বিজয় লাভ হবে”—এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তারা বললেন, এ আয়াতে শহর ও প্রাসাদসমূহ বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। এ কথা শ্রবনে তিনি বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, তুমি কি মনে কর? তিনি বললেন, এর ম্বারা মুহাম্মদ (সঃ)-কে নির্দিষ্ট সময় বলে দেয়া হয়েছে অথবা তাঁর নিজের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : “তাই তোমার রবের প্রশংসা বর্ণনার সাথে সাথে তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী।”

۴۶۰۱- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ يَدْخُلُنِي مَعَ أَشْيَاحِ بَدْرٍ نَكَاتٍ بَعْضُهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ لِمَا تَدْخُلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا ابْنَاءُ مِثْلِهِ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّهُ مَثَلُكُمْ فَمَا عَاذَ ذَاتَ يَوْمٍ نَادَى خَلَهُ مَعَهُمْ فَمَا رُسِيَتْ أُنْهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ

اللَّهُ تَعَالَى إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فَقَالَ بُعِثْهُمْ أَمْرِنَا أَتَى مُحَمَّدًا اللَّهُ
وَلَسْتُ غَفِيرًا إِذَا أُنْمِرْنَا وَوُضِعَ عَلَيْنَا دَسَكَاتٌ بُعِثْهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَقَالَ
لِي أَكْذَلِكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ نَقَلْتُ لَأَقَالَ فَمَا تَقُولُ قُلْتُ مَوْ
أَجَلٌ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْلَمَهُ لَهُ قَالَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فَذَلِكَ
عَلِمَةٌ أَجَلِكَ نَسِيتُ مُحَمَّدَ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُكَ إِنَّهُ كَانَتْ تَوَابًا فَقَالَ
عَمْرُ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُولُ -

৪৬০১. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উমর আমাকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রবীণ সাহাবাদের সাথে তাঁর দরবারে শামল করলেন। এ কারণে সম্ভবতঃ তাদের কারো কারো মনে প্রশ্ন জেগে থাকবে। তাই একজন বললেন, আপনি একে আমাদের সাথে শামল করেন কেন? আমাদেরও তো তার মত ছেলে আছে। উমর বললেন, তার সম্পর্কে তো আপনারা ভাল করেই জানেন। সুতরাং তিনি একদিন তাকে (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস) তাঁদের (বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রবীণ সাহাবা) সাথে ডাকলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, আমি বুদ্ধিতে পারলাম আজকে তিনি তাঁদেরকে কিছূ দেখানোর জন্য আমাকে ডেকেছেন। তিনি (উমর) সবাইকে বললেন মহান আল্লাহর বাণী : 'ইয়া জা'আ নাসরুল্লাহি ওয়ালা ফাতহু'—'যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে'—সম্পর্কে আপনারা কি বলেন? জবাবে তাঁদের কেউ বললেন, আমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হলে ও বিজয় লাভ করলে এ আয়াতে আমাদেরকে আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে আদেশ করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ কিছূ না বলে চুপ থাকলেন। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তুমিও কি এ মতামত পোষণ কর? (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন,) তখন আমি বললাম, না, আমি এরূপ মনে করি না। উমর বললেন, তাহলে তুমি কি বলতে চাও? আমি বললাম, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর ইনতিকালের সংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসলে সেটিই হবে তোমার মৃত্যুর আলামত। তখন তুমি তোমার রবের প্রশংসা বর্ণনার সাথে সাথে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনিই তওবা কবুলকারী। এ কথা শুনে উমর বললেন, তুমি যা বলছো এ আয়াতের অর্থ আমিও তাই বুঝি।

সূরা লাহাব

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৭৭০২ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَآتَيْنَاكَ الْوَيْلَيْنِ
وَرَهَطَكَ مِنْهُمْ الْمُخَلَصِينَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى صَعِدَ السَّفَا
فَهَمَّ يَا صَبَا حَالًا فَقَالُوا مَنْ هَذَا فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ
أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْبًا تَخْرُجُ مِنْ مَقْعٍ هَذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مَصْدِقِي

تَالُوَمَا جَرَيْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا فَقَالَ إِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْتَ يَدَائِ عَذَابٍ
شَدِيدٍ قَالَ ابْوَاهِبُ تَبَّأَكَ مَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهَذَا أَلْتَمَرْنَا فَنَزَلَتْ
بَيْتَ يَدِ ابْنِ لَهَبٍ وَقَدْ تَبَّ هَكَذَا قَرَأَ مَا الْأَعْمَشُ يَوْمَئِذٍ

৪৬০২. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 'ওয়া আন্বির্ আশীয়াতাকাল আকরাবীন'—'তোমার নিকটাত্মীয় এবং তাদের মধ্যেও বিশেষ করে নিজের গোত্রকে সাবধান করে দাও।' আয়াতটি নাযিল হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বের হয়ে সাফা পাহাড়ে গিয়ে উঠলেন এবং 'ইয়া সাবাহাহ' (সকাল বেলার বিপদ, সাবধান) বলে চিৎকার করে ডাকলেন। সবাই সচকিত হয়ে বলে উঠলো, এভাবে কে ডাকছে? তারপর সবাই তাঁর পাশে গিয়ে সমবেত হলো তিনি বললেন : আচ্ছা, আমি যদি এখন তোমাদেরকে বলি যে, এ পাহাড়ের অপর দিক থেকে একটি অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? সমবেত সবাই বললো, আপনার ব্যাপারে আমাদের মিথ্যার অভিজ্ঞতা নাই। তখন তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে একটি কঠিন আযাব সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছি। এ কথা শুনে আবু লাহাব বললো, তোমার অকল্যাণ হোক। তুমি কি এ জনাই আমাদেরকে সমবেত করেছো? এরপর সে সেখান থেকে চলে গেল। তখন নাযিল হলো : 'তাস্বাত ইয়াদা আবি লাহাব'—'আবু লাহাবের হাত ভেঙে গিয়েছে।' ঐ সময় আশাশ আয়াতটিতে 'তাস্বা' শব্দের পূর্বে 'কাদ' শব্দ যোগ করে 'ওয়াকাদ তাস্বা' পড়েছেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : **وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب** — 'সে ব্যর্থ ও নিরাশ হয়ে গিয়েছে। তার ধন-সম্পদ ও অর্জিত সব কিছ্ব তার কোন কাজে আসেনি।'

৭৬-৩- ۴- ۶- ۳- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَزَرَ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَصَعِدَ إِلَى
الْجَبَلِ فَنَادَى يَا مَبَاحَاةَ فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ تَرْتُّشُ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ حَدَّثْتُكُمْ
أَنَّ الْعَدُوَّ مَضِيحِكُمْ أَوْ مَمْسِيحِكُمْ أَكُنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ تَوْبِينَ تَالُوَا نَعْمَ
قَالَ فَاتَى نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْتَ يَدَائِ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ ابْوَاهِبُ
لَهَبٍ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا تَبَّأَكَ فَانزَلَ اللَّهُ بَيْتَ يَدِ ابْنِ لَهَبٍ وَ
تَبَّ مَا اغْنَى عَنْهُ مَالُهُ دَمَا كَسَبَ سَيُضَلُّ نَارًا إِذَا تَلَهَّبَ وَ
أَمْرَاتُهُ حَمَالَةٌ الْخَطْبِ فِي جَبَلٍ هَا حَبْلٌ مَرَّتْ مَسِيدٍ

৪৬০৩. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মক্কার বুদাহার দিকে গিয়ে পাহাড়ে উঠলেন এবং 'ইয়া সাবাহাহ' বলে চীৎকার করে ডাকলেন। কুয়াইশরা তাঁর কাছে সমবেত হলে তিনি তাদেরকে বললেন : আচ্ছা, ধলতো, যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, শত্রুদল সকালে বা সন্ধ্যায় তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য তৈরী হয়ে আছে, তাহলে কি তোমরা আমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে। সবাই বললো, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে এক কঠিন আযাব সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছি। তখন আবু লাহাব বলে উঠলো, তুমি কি এ জনাই আমাদেরকে ডেকেছো। তোমার সর্বনাশ হোক।

তখন আল্লাহ তা'আলা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সূরা লাহাব নাযিল করলেন : 'ভেঙে গিয়েছে আব্দু লাহাবের দু'টি হাত। আর সে নিরাশ ও বার্থ হয়েছে। তার ধন-সম্পদ এবং অন্য যা কিছ্‌র সে অর্জন করেছে, তা তার কাজে আসেনি। সে অবশ্যই শিখাবিশিষ্ট আগুনে প্রবেশ করতে বাধ্য হবে। তার সাথে তার স্ত্রীও প্রবেশ করবে—যে খড়ির বোঝা বয়ে বেড়ায় (চোগলখোরী করে বেড়ায়)। তার গলায় থাকবে শনের শক্ত রশি।'

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : **سِمْلَةٌ لِّاٰرَاۤذِلِ الْاٰنٰسِ** — 'সে অবশ্যই শিখাবিশিষ্ট আগুনে প্রবেশ করবে।'

২৭.৩. **عَنْ اَبِي عَبَّاسٍ قَالَ اَبُو لَهَبٍ تَبَّ اَلَيْكَ اِيْمٰنُ الْاِنۡجِيۡلِۡتُنَا فَنَزَلَتْ**
تَبَّتْ يَدَاۤ اٰبِي لَهَبٍ

৪৬০৪. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আব্দু লাহাব নবী (সঃ)-কে বলেছিল, তোমার সর্বনাশ হোক! তুমি কি শব্দ এ জন্য আমাদেরকে একত্রিত করেছো? তখন 'তায্বাত ইন্নাদা আবি লাহাব' সূরাটি নাযিল হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : **وَامْرَاۤتُهُ حَمٰلَةُ الْعَطَبِ** — 'আর তার স্ত্রীও দোষে প্রবেশ করবে। সে তো খড়ি বহনকারিণী।' মুজাহিদ বলেছেন 'হাম্মালাতাল হাতাব' অর্থ এমন স্ত্রীলোক, যে চোগলখোরী করে বেড়ায়। 'ফী জ্বীদিহা হাবলুম মিন্‌মাসাদ' — 'তার (আব্দু লাহাবের স্ত্রী) গলায় থাকবে শনের শক্ত দড়ি।' 'মাসাদ' অর্থ কেউ কেউ বলেন শনের পাকানো শক্ত রশি। এখানে এর অর্থ হলো দোষের শৃঙ্খল।

সূরা আল-ইখলাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

২৭.৫. **عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ اللّٰهُ كَدَّبْنِيْ**
اِبْنِ اٰدَمَ وَكَلَّمْتَنِيْ لَهٗ ذٰلِكَ وَشَتَمْتَنِيْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ ذٰلِكَ فَاَمَّا
تَكْذِيْبُهُ اِيَّايْ فَقَوْلُهُ لَنْ يَّعْبُدَنِيْ كَمَا يَّعْبُدُ اٰتِيْ وَلَيْسَ
اَوَّلُ الْخَلْقِ بِاَهْرَوْنَ عَلٰى مِنْ اِعَادَتِهِ فَاَمَّا شَتْمُهُ اِيَّايْ فَقَوْلُهُ اَتَّخَذَ
اللّٰهُ وَلَدًا وَاَنَا الّٰهَ حَدِّ الصَّمَدِ لَمْ اَلِدْ وَلَمْ اُوْلَدْ وَاُوْلُوْا لَمْ يَكُنْ
لِيْ كُفُوًا وَّحَدٌّ.

৪৬০৫. আব্দু হুরাইরা নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেন : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : কিছ্‌সংখ্যক বনী আদম আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে, অথচ তার জন্য এরূপ করা উচিত নয়। কিছ্‌সংখ্যক বনী আদম আমাকে গালি দিয়েছে, অথচ তার জন্য এরূপ করা উচিত হয়নি। আমার প্রতি তার মিথ্যা আরোপ করা হলো এই যে, সে বলে : আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু পুনরায় আর জীবিত করবেন না। অথচ তাকে পুনরায় জীবিত করার চেয়ে প্রথমবার সৃষ্টি করা আমার জন্য সহজ নয়। আমাকে তার গালি দেয়া হলো এই যে, সে বলে, আল্লাহ সন্তান বানিয়ে নিয়েছেন। অথচ আমি একক

ও প্রয়োজন শূন্য। আমি কাউকে জন্ম দিই নাই। কেউ আমাকে জন্ম দেয়নি কিংবা আমার কোন সমকক্ষ শক্তিও নাই।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : **الله الصمد** —“আল্লাহ প্রয়োজন শূন্য। অম্বুখা-পেক্ষী।” আরবরা তাদের নেতাদেরকে ‘সামাদ’ বলে থাকে। আব্দ ওয়ায়েল বলেছেন, ‘সামাদ’ এমন নেতাকে বলা হয়, যার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বই চূড়ান্ত।

۴۷۰۶. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ كَذَّبْتِ ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَآمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ إِنِّي لَنْ أَعِيدَهُ كَمَا بَدَأْتَهُ وَآمَّا شْتُمُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَإِنَّا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْرًا أَحَدٌ.

৪৬০৬. আব্দ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ (স:) বলেছেন যে, মহান আল্লাহ বলেছেন : আদম সন্তান আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। অথচ এরূপ করা তার উচিত ছিল না। সে আমাকে গালি দিয়েছে। অথচ তার জন্য এরূপ করা উচিত ছিল না। আমার প্রতি তার মিথ্যা আরোপ করা এই যে : সে বলে, আমি তাকে প্রথম সৃষ্টি করেছি কিন্তু মৃত্যুর পরে শ্বিতীয়বার কখনও জীবিত করবো না। আমাকে তার গালি দেয়া এই যে, সে বলে, আল্লাহ তা’আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন। অথচ আমি প্রয়োজন শূন্য ও অম্বুখাপেক্ষী এমন এক সত্তা যে, আমি কাউকে জন্ম দিই নাই, আমি কারও জাত নই এবং আমার সমকক্ষ কেউ নাই।

সূরা আল-ফালাক

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মুজাহিদ বলেন, ‘গাসিক্বন’ অর্থ রাত। ‘ইয়া ওয়াকাব’ অর্থ সূর্য অস্তমিত হওয়া। ‘ফালাক’ ও ‘ফারাক’ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ জন্য আরবীতে বলা হয় ‘হুয়া আবইয়ানু মিন ফারাকিস্-সূব্হে ওয়া ফালাকিস্-সূব্হে’ অর্থাৎ ভোরের আলোর আবির্ভাবের চেয়েও তা স্পষ্ট। ‘ওয়াকাব’ অর্থ অন্ধকার সব জায়গায় প্রবেশ করে আচ্ছন্ন করে ফেলা।

۴۷۰۷. عَنْ زَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي بَنَ كَعْبٍ عَنِ الْمَعْرُوثَيْنِ فَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ قِيلَ لِي نَقَلْتِ فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

৪৬০৭. যির (ইবনে হুবাইশ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি উবাই ইবনে কা’বকে ‘মু’আউযিয়াতাইন’ অর্থাৎ সূরা ফালাক ও সূরা নাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি

বসলেন, এ বিষয়ে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করছিলাম। তিনি বলেছিলেন : আমাকে বলা হয়েছে যে, এ দু'টি কোরআনের সূরা তাই আমিও বলেছি। উবাই ইবনে কা'ব বলেন, তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) যেমন বলেছেন, আমরাও ঠিক তেমন বলে থাকি।

সূরা আন-নাস

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বলা হয়ে থাকে : 'আল ওয়াসওয়াস' শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, কোন শব্দ ভ্রমিষ্ঠ হলে শরতান এসে তাকে স্পর্শ করে। তার কাছে আল্লাহর নাম নিলেই শরতান চলে যায়। কিন্তু আল্লাহর নাম না নিলে সে তার হৃদয়ে স্থান করে নেয়।

۴۶. ۸. قَتِ زِرِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي بَنَ كَعْبٍ قُلْتُ أبا المُنْذِرِ رِ إِنْ أَخَاكَ
إِنِّي مَسْعُودٌ يَقُولُ كَذَا أَوْ كَذَا فَقَالَ أَبِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ
لِي قِيلَ لِي تَلُّ فَقُلْتُ فَتَحْتَنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

৪৬০৮. যির (ইবনে হুবাইশ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি উবাই ইবনে কা'বকে বললাম, আব্দুল মুনযির, আপনার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ তো এ ধরনের কথা (মু'আউবিয়াতাইন—সূরা ফালাক ও সূরা নাস কোরআনের অংশ নয়) বলে থাকেন। (এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন?) উবাই ইবনে কা'ব বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : আমাকে বলা হয়েছিল। বলা, আমি বলেছি। উবাই ইবনে কা'ব বলেছেন, সূতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ) যা বলেছেন, আমরাও তাই বলে থাকি।

সূরা ফালাক ও সূরা নাস কোরআনের অংশ নয় বলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদের বর্ণনা আসলে ঠিক নয়। এটা ছিল তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত মত। অন্য কোন সাহাবাই তাঁর এ মতকে গ্রহণ করেননি।

কিতাবু ফাযায়েলে কোরআন

নির্দেশ দিলেন এবং তাদেরকে বললেন : যারদে ইবনে সাবেতের সাথে কোরআনের আরবী ও তার আরবীর ক্ষেত্রে মতপার্থক্য দেখা দিলে তোমরা তা কুরাইশদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে। কেননা কোরআন তাদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। অতএব তাঁরা তাই করলেন।

২৭১৫- هُنَّ يَعْلىٰ ابْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ يَعْلىٰ كَانَ يَقُولُ لَيْسَنِي أَرَىٰ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جِيئَن يَنْزُوْلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَجْرَانَةِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ كَدُّ أَظْلُنْ فَلَمَّهْ وَمَعَهُ النَّاسُ مِنْ أَصْعَابِهِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مَتَّعْتَمٌ بِبِلْبَابٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ تَرَىٰ فِي رَجُلٍ أَحْرَمٍ فِي جَبَّةٍ يَعْذُ مَا تَنْتَعِمُ بِبِلْبَابٍ؟ فَظَنَّ النَّبِيُّ ﷺ مَاعَةَ جَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ قَمْرًا إِلَىٰ يَعْلىٰ أَيْ تَعَالَىٰ جَاءَهُ يَعْلىٰ فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَاذْهُوْهُ مَقْمَرًا أَوْجِبَهُ يَعْلىٰ كَذَا لِكَ سَاعَةٍ فَسُرِّي مِنْهُ فَقَالَ ابْنُ الدِّبْنِ يَسْأَلُنِي مِنَ الْعُمَرَاءِ انْفَاءً؛ فَأَلْتَمَسَ الرَّجُلُ فِجْئِي بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَمَا التَّيْلِبُ الَّذِي يَكُ نَافِئُهُ تِلْدَاكَ مَرَاتٍ وَأَمَا الْجَبَّةُ فَأَنْزَلُهَا سُرًّا صَبْعٌ فِي قَمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ۔

৪৬১৫. ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, ‘হায়! যখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে অহী নাযিল হয় তখন তাঁকে (সেই অবস্থায়) যদি দেখতে পারতাম।’ যখন নবী (সঃ) জিয়রানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর ওপরে কাপড়ের চাঁদোরা দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং তাঁর সাথে কতিপয় সাহাবী ছিলেন, এমন সময় সুর্গাশ্ব মেখে জনৈক ব্যক্তি আসল এবং বলল : হে আল্লাহর রসূল! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার মতামত কি, যে ব্যক্তি সারাদেহে সুর্গাশ্ব মেখে আলখাল্লা পরে ইহরাম বাঁধল? নবী (সঃ) তখন কিছু সময়ের জন্য অপেক্ষা করলেন এমনি সময় অহী নাযিল হলো। উমর (রাঃ) ইয়ালার দিকে ইশারা করলেন অর্থাৎ তাঁকে আসার জন্য ডাকলেন। ইয়ালা আসল এবং তার মাথা ঐ চাদরের মধ্যে ঢুকাল [যে চাদর দ্বারা নবী (সঃ)-কে ঘিরে রাখা হয়েছিল] তখন রসূল (সঃ)-এর মুখমণ্ডল ছিল রক্তিম বর্ণ এবং তিনি কিছু সময়ের জন্য জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছিলেন। অতঃপর তিনি ঐ অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে বললেন : সেই প্রশ্নকর্তা কোথায়? যে কিছুক্ষণ পূর্বে আমাকে ওমরা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল? লোকটিকে খুঁজে বের করা হলো এবং নবী (সঃ)-এর কাছে নিজে আসা হলো। তখন নবী (সঃ) তার প্রশ্নের উত্তরে বললেন : যে সুর্গাশ্ব তুমি তোমার সারাদেহে মেখেছ, তা অবশ্যই তিনবার ধুয়ে ফেলতে হবে এবং তোমার আলখাল্লা অবশ্যই খুলে ফেলতে হবে। অতঃপর তুমি তোমার ওমরার গায়ে ঐ সকল অনুষ্ঠান পালন করবে, যা হজ্জের মধ্যে পালন করে থাক।

অনুচ্ছেদ : কোরআন সংকলন।

২৭১৬- هُنَّ زَيْدِ بْنِ كَبَيْبٍ قَالَ أُرْسِدُ إِلَىٰ أَبُوْبَكْرٍ مَقْتَدًا هَدِي الْأَيْمَامَةَ فَاذْهُوْبُنَّ الْخَطَابِ مِنْهُ وَأَنَّ أَبُوْبَكْرٍ إِثَّ هَمَّرَ بَانِي فَقَالَ إِثَّ

الْقُنْدُ قَدْ اشْتَرَى يَوْمَ الْيَمَامَةِ بَقْرًا إِذِ الْقُرَّانِ وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقُنْدُ
 بِالْقُرَّانِ بِالْمَوَاطِنِ فَكَثُرَ هَبُّ كَثِيرٍ مِنَ الْقُرَّانِ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْتِيَ بِجَمْعِ
 الْقُرَّانِ ثَلَاثَ لَعَمْرُكَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مُمْرٌ هَذَا
 وَاللَّهِ خَيْرٌ نَلْمُ بِكَ عُمَرَ يَأْجِزُنِي حَتَّى سَرَحَ اللَّهُ مَسْدَرِي إِذْ أَلَيْكَ ذِكَايَتِ
 فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرَ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّكَ رَجُلٌ مُتَابِكٌ فَاتَى لَأَنْتُمْ مَكَّ
 وَتَدَا كُنْتُمْ تَكْتُبُ الْوَسْخَ لِلرَّسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَشَبَّحَ الْقُرَّانُ فَأَجْمَعَهُ فَوَاللَّهِ لَوْ
 كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنْ الْجِبَالِ يَأْكُلَانِ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنْمَا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرَّانِ
 ثَلَاثَ كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ هُوَ وَاللَّهُ خَيْرٌ نَلْمُ بِكَ
 أَبُو بَكْرٍ يَأْجِزُنِي حَتَّى سَرَحَ اللَّهُ مَسْدَرِي لِلَّذِي سَرَحَهُ لَهُ مَسْدَرِي بَكْرٍ
 وَفَمَرَّ فَنَبَّغَتْ الْقُرَّانِ أَجْمَعَهُ مِنَ الْعَسْبِ الْإِلْعَافِ وَمَسْدُورِ الرِّجَالِ حَتَّى
 وَجَدْتُمْ أَجْرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ ابْنِ حَزْنَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ
 فَيُرَى لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِزْمُورٌ عَلَيْهِ مَا مَنِتُّمْ حَتَّى خَارْتُمْ
 بَرَاءَةٌ فَكَانَتْ الْقَصْفَ عِندَ ابْنِ بَكْرٍ حَتَّى تَرَوْهَا وَاللَّهُ تَعَالَى فَمَرَّ عُمَرَ
 حَيَاتُهُ تَرَى فَمَرَّ حَقِصَةً بِنَيْتِ فَمَرَّ -

৪৬১৬. যারোদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : যখন ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক লোক
 নিহত হলেন সেই সময় আবু বকর (রাঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন। তখন উমর ইবনে
 খাত্তাব তাঁর নিকটে উপস্থিত ছিলেন। তখন আবু বকর (রাঃ) বললেন, উমর আমার কাছে
 এসে বলেছে : শাহাদত প্রাপ্তদের মধ্যে কদারীদের সংখ্যা অনেক। আমি আশঙ্কা করছি
 (ভবিষ্যতের যুদ্ধবিক্ষেপে) আরো হাফেজে কোরআন শাহাদত লাভ করবেন এবং এভাবে
 কোরআনের বহু অংশ হারিয়ে যাবে। অতএব, আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, 'আপনি
 কোরআন সংকলনের নির্দেশ দিন।' তদন্তরে আমি উমরকে বললাম : বে কাজ আল্লাহর
 রসূল (সঃ) করেননি সেই কাজ কিভাবে করবে? উমর (রাঃ) উত্তরে বললেন : আল্লাহর
 কসম! এটা হচ্ছে একটা উত্তম কাজ। উমর এ ব্যাপারে আমাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকলেন
 যতক্ষণ না আল্লাহ এ কাজের জন্য আমার অন্তর খুলে দিলেন এবং আমি এর কার্যকারিতার
 কল্যাণকর দিক উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম। অতঃপর আবু বকর (রাঃ) আমাকে বললেন :
 তুমি একজন বিজ্ঞ যুবক, তোমার সম্পর্কে আমার কোন সংশয় নেই। এছাড়া তুমি নবী
 (সঃ)-এর অহীরা লেখক ছিলে। সুতরাং তুমি কোরআনের বিভিন্ন খণ্ডাংশ অনুসন্ধান
 করো এবং এর সবগুলো একত্রে গ্রন্থাকারে সম্মিলিত করো। আল্লাহর কসম! যদি
 তারা আমাকে একটি পাহাড় একস্থানে থেকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিত তাও আমার
 কাছে কোরআন সংকলনের নির্দেশের চেয়ে কঠিন হতো না। অতঃপর আমি আবু বকর
 (রাঃ)-কে বললাম : 'আপনি কিভাবে সেই কাজ করবেন, যা আল্লাহর রসূল (সঃ)

করেননি?’ আব্দ বকর (রাঃ) উত্তর দিলেন : আল্লাহর কসম! এটা একটা উত্তম (কাজ)। আব্দ বকর (রাঃ) এ ব্যাপারে আমাকে এতক্ষণ অনুপ্রেরণা দিতে থাকলেন যতক্ষণ না আল্লাহ তা’আলা আমার অন্তকরণ খুলে দিলেন যে, কাজের জন্য আল্লাহ আব্দ বকর ও উমরের অন্তকরণ খুলে দিয়েছিলেন। সতরাং আমি কোরআনের (লিখিত অংশসমূহ) সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করলাম, যা খেজুর পাতা, প্রস্তরখণ্ড এবং লোকদের অন্তকরণ থেকে সংগ্রহ করতে থাকলাম। এমনকি আমি সূরা তাওবার শেষাংশ আবি খুসাইমা আল আনসারীর নিকট থেকে সংগ্রহ করলাম এবং আমি এ অংশ তিনি ব্যতীত আর কারো কাছে পাইনি : আয়াতের অর্থ নিচরূপ : ‘লক্ষ্য করো, তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছেন, যিনি তোমাদের মধ্যেই একজন। তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া তাঁর পক্ষে দঃসহ কষ্টদায়ক, তোমাদের সার্বিক কল্যাণই তাঁর কাম্য। ইমানদার লোকদের জন্য তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন ও করুণাসিত্ত।’ অতঃপর (সংগ্রহীত) সম্পর্ক কোরআন মত্ব পর্বন্ত আব্দ বকর (রাঃ)-এর কাছে গচ্ছিত থাকল; এরপরে মত্বর পূর্ব পর্বন্ত উমর (রাঃ)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল তারপরে উমর-তনয়া (উম্মুল মু’মিনীন) হাফসার (রাঃ)-এর কাছে ছিল।

২৭১৮ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ حَدِيثَ بَنِي النَّيَّانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ وَكَانَتْ يَغَارِزِي أَهْلَ الشَّامِ فِي كُتُبِ رَمِينِيَّةَ وَأَذْرَبِيَّانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَنزَعَ حَدِيثَهُ إِخْتِلَافَهُمْ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ حَدِيثُ عُثْمَانَ يَا مِيرَاثُ الْمُؤْمِنِينَ أَذْرَبِيَّانَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ إِخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَارْسَلْتُ عُثْمَانَ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أُرْسِلَ إِلَيْهَا بِالْمُصْحَفِ نَسَخَهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ رَدَّهَا إِلَيْكَ فَأَرْسَلْتُ بِهَا حَفْصَةَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَمَرَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّبِيعِ وَسَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوا مَا فِي الْمَصَاحِفِ وَتَالَ عُثْمَانَ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ السَّلَاسَةَ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ كَاكْتَبُوا هَلْ يَلِيكَ قُرَيْشٍ بِنَا مَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الْمُصْحَفَ فِي الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانَ الْمُصْحَفَ إِلَى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُمَّةٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا وَإِذَا مَرَّ بِهَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كِتَابٍ صَحِيحَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يَحْرُقَ تَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَمِعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فَانْتَسْنَا مَا نَوَجَدْنَاهَا مَعَ خَزِينَةَ بِنْتِ ثَابِتٍ الْأَثَمَارِيِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلًا مَدَقُوا مَا فَاهَهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ نَأْتَيْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ.

৪৬১৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত! তিনি বলেছেন : হুবাইফা ইবনুল ইম্রান উসমান (রাঃ)-এর কাছে এমন সময় আসলেন, যখন শাম (সিরিয়া) ও ইরাকের লোকেরা আরমেনিয়া ও আখারবাইজান বিজয়ের সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। হুবাইফা (রাঃ) তাদের (সিরিয়া ও ইরাকের লোকদের) সম্পর্কে কোরআনের বিভিন্ন রকমের পাঠের ব্যাপারে শীঘ্রকৃত হলেন। সুতরাং তিনি উসমান (রাঃ)-কে বললেন : 'হে আমীরুল মুমিনীন! এ জাতি কিভাবে (কোরআন) সম্পর্কে মতপার্থক্যে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে এদেরকে রক্ষা করুন। যেমন এর পূর্বে ইয়াহুদী ও নাসারার লিপ্ত হয়েছিল।' সুতরাং উসমান (রাঃ) হাফসা (রাঃ)-এর কাছে জনৈক ব্যক্তিকে এ বলে পাঠালেন, আপনার কাছে সংরক্ষিত কোরআনের লিপিসমূহ আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন, যাতে করে আমরা কোরআনকে একখানি পরিপূর্ণ গ্রন্থাকারে সম্মিবেশিত করতে পারি অতঃপর মূল লিপি আপনার কাছে ফিরিয়ে দেব।' হাফসা (রাঃ) তখন এ সকল (মূল কপি) উসমান (রাঃ)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তখন উসমান (রাঃ) য়ায়েদ ইবনে সাবেত, আবদুল্লাহ ইবনে মুবায়্যেহ, সাল্লিদ ইবনে আস এবং আবদুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে হিশাম (রাঃ)-কে কোরআন পুনঃ লিপিবদ্ধ করার (মূল গ্রন্থ থেকে) নির্দেশ দিলেন। উসমান (রাঃ) তিনজন কুরাইশী ব্যক্তিকে বললেন, যে ক্ষেত্রে তোমরা য়ায়েদের সাথে কোরআনের কোন ব্যাপারে শ্বিমত পোষণ করবে, সেক্ষেত্রে তোমরা কুরাইশদের ভাষায় (উচ্চারণ ও ধ্বনি অনুসারে) লিপিবদ্ধ করবে, কেননা কোরআন তাদের ভাষায় (তৎকালীন কুরাইশদের ব্যবহৃত উচ্চারণ ও ব্যবহৃত রীতি) নাথিল হয়েছে। (যেহেতু তৎকালীন আরবের মধ্যে কুরাইশদের ভাষা ছিল সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও নির্ভুল)। সুতরাং তারা তাই করলেন এবং যখন অনেক কপি লেখা হয়ে গেল, উসমান (রাঃ) মূল কপি হাফসা (রাঃ)-এর কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর উসমান (রাঃ) প্রত্যেক প্রদেশে কোরআনের (লিখিত) কপিসমূহের এক একখানি গ্রন্থ (কপি) (এক এক প্রদেশে) পাঠিয়ে দিলেন এবং সগো সগো নির্দেশ দিলেন অন্যান্য লিখিত (কোরআনের) যে কপিসমূহ রয়েছে, আলাদা আলাদা অথবা একত্রে সম্মিবেশিত সব যেন জন্মালিয়ে দেয়া হয়। য়ায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বর্ণনা করেন : যখন আমরা কোরআন লিপিবদ্ধ করছিলাম, তখন সুরায়ে আহযাবেহর একটি আয়াত আমার কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল অথচ আমি সেই আয়াতটি আব্বাছাহর রসূলকে তিলাওয়াত করতে শুনছি। সুতরাং আমরা এটি (উদ্ধারের) জন্য অনুসন্ধান চালালাম। অতঃপর আমরা এটা হুবাইফা ইবনে সাবেত আনসারী (রাঃ)-এর কাছে পেলাম। সে আয়াতটি ছিল :

"মু'মিনদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যারা আব্বাছাহর সাথে কৃত ওয়াদার ব্যাপারে সত্যবাদীতার প্রমাণ দিয়েছে।" অতঃপর আমরা এ আয়াতটি সংশ্লিষ্ট সুরায় সম্মিবেশিত করলাম।

অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ)-এর অহী লেখক।

۴۶۱۸ - عَنْ زَيْدِ بْنِ كَيْبَانَ قَالَ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ قَالَ إِنَّكَ كُنْتَ تَكْتُبُ

الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتِ الْقُرْآنَ فَتَتَبَعْتِ حَتَّى وَجَدْتِ الْوَسْوَءَ

الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكَ مَعَ أَبِي حُرَيْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهُمَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ

لَقَدْ جَاءَ كُرَيْرٌ سَوَّلَ بَيْنَ أَنْفُسِكُمْ فَرَزِينٌ عَلَيْهِ مَا عَشُرُ إِلَى الْآخِرَةِ

৪৬১৮. য়ায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আবু বকর (রাঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন : "তুমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অহী লিখতে। সুতরাং তোমার উচিত কোরআন (বিভিন্নজনের কাছে সংরক্ষিত) অনুসন্ধান করা (এবং একত্রে সংকলিত করা)। আমি কোরআনের অনুসন্ধানের (ও সংগ্রহের) কাজে লিপ্ত

হলাম এমনকি শেষ পর্যন্ত আমি আব্দু খুযাইমা আনসারীর কাছে সূরা তওবার শেষ দু'টি আয়াতের সম্মান পেলাম। তিনি ব্যতীত আর কারো কাছে এর সম্মান পাইনি। সে আয়াত দু'টির অর্থ হচ্ছে : "লক্ষ্য করো, তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছেন। যিনি তোমাদের মধোরই একজন। তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া তাঁর পক্ষে দুঃসহ কষ্টদায়ক, তিনি তোমাদের সার্বিক কল্যাণকামী। ঈমানদার লোকদের জন্য তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন ও করুণাসিক্ত!..... এতদুসত্ত্বেও এ লোকেরা যদি তোমার দিক থেকে মুখ ফিরায়, তবে হে নবী তাদেরকে বলো : আল্লাহ-ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কেউ মা'বুদ নেই। তাঁর ওপরেই আমি ভরসা করছি এবং মহান আরশের তিনিই মালিক।"

১৭/৯- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ لَأَيُّسُرُوْا الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُرْعَيْ زَيْدًا وَ لِيَجِيْ بِاللُّؤْمِ وَ الدَّوَابِّ وَ الْكَيْفِ اَوْ الْكَيْفِ وَ الدَّوَابِّ ثُمَّ قَالَ اُكْتَبَ لَأَيُّسُرُوْا الْقَاعِدُوْنَ وَ خَلْفَ ظَهْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَهَمَّرُوْا اَمْ مَكْتُوْمِ الْاُفْمَى فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَمَا تَأْمُرُنِيْ فَاِنِّيْ رَجُلٌ مُّرِيْبٌ الْبَصِيْ فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا لَأَيُّسُرُوْا الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرَ اُولِي الْقُرْبَى - وَ الْمُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

৪৬১৯. বার্না থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন সূরা নিসার ৯৫ নং আয়াত : "যে মুসলমান (মু'মিন) কোন অক্ষমতা ছাড়াই ঘরে বসে থাকে, আর যারা আল্লাহর রাস্তায় (জ্ঞান-মাল ম্বারা) জিহাদ করে.....।" নাযিল হলে নবী (সঃ) যাবেদ (রাঃ)-কে ডাকতে নির্দেশ দিলেন এবং তাঁকে লিখার জন্য বোর্ড, দোয়াত এবং কাঁধের (চওড়া) হাড় অথবা কাঁধের হাড় এবং দোয়াত নিয়ে আসতে বললেন। অতঃপর তাকে নবী (সঃ) লিখতে বললেন : যে সমস্ত মু'মিন লোক কোন অক্ষমতা ছাড়াই ঘরে বসে থাকে.....এ সময় অম্ব (সাহাবী) আমর ইবনে উম্ম মাক্'তুম রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পেছনে বসা ছিলেন। তিনি বললেন : হে আল্লাহর রসূল (সঃ) আমার জন্য একজন অম্ব লোক হিসেবে (এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে) আপনার নির্দেশ কি? সূত্ররং এ পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো : "যে সমস্ত মু'মিন কোন অক্ষমতা ছাড়াই ঘরে বসে.....তবে যারা কোন বখম ও পশুদের জন্য অক্ষম.....(তাদের কথা স্বতন্ত্র) আর যারা আল্লাহর পথেজিহাদ করে.....মর্বাদা এক নয়।"

অনুচ্ছেদ : কোরআন বিভিন্ন সাত ধরনের স্মিরাআতে (পড়ার জন্য) নাযিল হয়েছে।

১৭/১০- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَمْرًا فِيْ جَبْرِئِلَ عَلٰى حَرْبٍ كَرَّجُمْتُهُ فَلَمَّ اَنْزَلَ اَسْتَرِيْدُ وَ زِيْرِيْدُ فِيْ حَتٰى اِنْتَهٰى اِلٰى سَبْعَةِ اَحْرَابٍ-

১. এর অর্থ এই নয় যে, কোরআনের সর্বকছই সাত ধরনের কিরাআতে সাত রকমে পড়া যাবে বরং অর্থ হচ্ছে এর কোন কোন শব্দ সাত রকমের ভঙ্গীতে পড়া যাবে এবং এটাই হচ্ছে বিভিন্নতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সংখ্যা।

অনুচ্ছেদ : কোরআন সংকলন ও সৃষ্টিব্যস্ত করণ।

۴۷۲۲- عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهِكٍ قَالَ إِنِّي عِنْدَ مَا سَأَلْتَهُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا جَاءَهَا عِرَاقِي فَقَالَ أَيْ الْكُفْرِ خَيْرٌ، قَالَتْ وَنَيْمِكَ وَمَا يَصْرُكَ؟ قَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَيْتِي مُصْحَفَكَ تَالَتْ لِرَقَاتٍ لَعَلِّي أَدُلُّكَ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مَوْلِيكَ تَالَتْ وَمَا يَصْرُكَ آيَةً قَرَأْتَ تَبْلُغُ؛ إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ الْمُفْضَلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالتَّارِخِيِّ إِذَا نَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَدَلُ وَالْحَصْرُ أَمْ دُونَ نَزَلَ أَوَّلُ شَيْءٍ لَا تَشْرِبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا لَا تَنْدِعُ الْخَمْرُ أَبَدًا وَكُنْتُ نَزَلَ لَا تَنْزُورُوا لَقَالُوا لَا تَنْدِعُ الْإِسْلَامُ أَبَدًا الْقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ الْعَبِيدِ السَّاعَةَ مَوْهَلًا هُوَ وَالسَّاعَةَ أُولَى دَأْمًا وَمَا نَزَلَ سُورَةُ الْبَصَرَةِ وَالسَّلَاةُ أَنَا عِنْدُ مَا تَالَتْ فَأَخْرَجَتْ لَهُ الْمُصْحَفَ فَأَمَلَتْ عَلَيْهِ أَيْ السُّورَةَ.

৪৬২২. ইউসুফ ইবনে মাহক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আরেশা (রাঃ)-এর দরবারে ছিলাম এমন সময় ইরাকী এক ব্যক্তি আসল এবং জিজ্ঞেস করল : কোন ধরনের কাফন শ্রেষ্ঠ? আরেশা (রাঃ) বললেন : তোমার জন্য আফসোস! এতে তোমার কি? তদন্তরে সে বলল : হে উম্মুল মুমিনীন! 'আপনি আমাকে, আপনার কাছে (সংরক্ষিত) কোরআনের কপি দেখান।' তিনি বললেন : 'কেন?' সে বলল : এ কপি থেকে সংকলন করার (লিখে নেয়ার) জন্য। যেহেতু লোকেরা ইহার সূরাসমূহ সঠিকভাবে পাঠ করে না। আরেশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার! তোমরা এর কোন অংশ আগে পাঠ করো? (জেনে রাখ) প্রথমতঃ মূফাসসাল সূরাসমূহ, যার মধ্যে জামাত ও জাহানামের উল্লেখ করা হয়েছে তা নাযিল হয়েছে। অতঃপর যখন (দলে দলে) লোক ইসলাম গ্রহণ করল তখন যে সমস্ত সূরার মধ্যে হালাল ও হারামের বিধান রয়েছে তা নাযিল হলো। যদি একেবারে প্রথমেই এ আয়াত নাযিল হতো, 'তোমরা সূরাপান করো না' তাহলে লোকেরা বলতো, 'আমরা কখনও মদপান ত্যাগ করব না।' যদি (শুরুতেই) নাযিল হতো 'তোমরা ব্যাভিচার করো না' তাহলে তারা বলতো, আমরা কখনও অবৈধ যৌন ব্যাভিচার ত্যাগ করবো না। যখন আমি খেলাধুলার বয়েসসী একটি বালিকা ছিলাম তখন মক্কার মুহাম্মদ (সঃ)-এর ওপর নিম্নলিখিত আয়াত নাযিল হয় :

'যদি সেই সময় (হাশর) নির্ধারিত (তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ ফলাফল পাওয়ার জন্য) এবং সেই সময় হবে ভয়াবহ এবং ধুবই তিক্ত।'

সূরা আল-বাক্বা এবং সূরা নিসা আমি রসুলুল্লাহর সাথে থাকাকালীন অবস্থান নাযিল হয়। অতঃপর আরেশা (রাঃ) তাঁর কাছে সংরক্ষিত কোরআনের কপি বের করলেন। এবং লোকটিকে সঠিকভাবে সূরাসমূহ লিখার জন্য তিলাওয়াত করলেন, যাতে সে যথাযথভাবে লিখে নেয়।

৮৬২০. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفِ وَمَثَرِمْ وَطِهٍ
وَالْأَنْبِيَاءِ إِنَّمَتَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأَدْلِ وَهَتَّ مِنْ تِلَادِي.

৮৬২০. (আব্দুল্লাহ) ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বলেছেন : সূরা বনী ইসরাইল, আল-কাহফ, মারিয়ম, হা-হা, আল-আম্বিয়া প্রভৃতি হচ্ছে, আমার সর্বপ্রথম সম্পদ। প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে আমার পুরাতন সম্পত্তি।

৮৬২১. عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ تَعَلَّمْتُ سِتْرَ أَسْرَدَ بَكَ قَبْلَ أَنْ يَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ

৮৬২১. বার্না (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায় আগমনের পূর্বে আমি সান্সিহিসমা রান্সিকাল আলা সূরাটি (আল-আলা) শিখেছি।

৮৬২২. عَنْ شَقِيقِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ تَدَّ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَتِ النَّبِيُّ

ﷺ يُقْرَأُ بِهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ نَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ دَخَلَ مَعَهُ عَلَقَمَةَ وَ
خَرَجَ عَلَقَمَةَ نَسَانَاهُ فَقَالَ عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْفَصْلِ طَالِيفِ ابْنِ
مَسْعُودٍ أَخْرَجَهُ مِنَ الْحَوَامِيَةِ - حُرِّمَ الدَّخَانُ وَعَمَّرَ نِسَاءَ لَوْلَانِ.

৮৬২২. শাকিক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন : আমি আন'নাযায়ের শিখেছিলাম। যা রসূল (সঃ) প্রতি রাক'আতে জোড়া জোড়া পাঠ করতেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ (রাঃ) দাঁড়ালেন এবং আলকামা তাকে অনুসরণ করলেন, যখন আলকামা (আব্দুল্লাহর বাড়ী থেকে) বের হয়ে আসলেন, আমরা তাকে (সেই সূরা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, সেগুলি হচ্ছে মোট বিশটি সূরা যা মুফাস্সাল থেকে শরুদ ইবনে মাস'দের সংকলন মোতাবেক এবং যার শেষ হচ্ছে হাওয়ামীয় অর্থাৎ হামীয় আদ'দোখান এবং আন্মা ইয়াতাসা আল'দন।

অন'দুহদ : জিবরাইল (আঃ) নবী (সঃ)-এর নিকট অহী পেশ করতেন। কাতিমা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে গোপনে বলেছেন : জিবরাইল বছরে একবার আমার কাছে কোরআন পেশ করতেন। আমিও তাকে একবার তিলাওয়াত করে শুনাতাম, কিন্তু এ বছর তিনি আমাকে দু'বার কোরআন তিলাওয়াত করে শুনিয়েছেন, আমি মনে করি আমার মৃত্যু আসন্ন।

৮৬২৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتِ النَّبِيُّ ﷺ أَجُودَ النَّاسِ بِأَجُودِ مَا يَكُونُ
فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّ جِبْرَائِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهِ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقُرْآنَ نَازِلًا لَيْلَهُ جِبْرَائِيلُ كَانَ أَجُودَ بِأَجُودِ مِنَ الرَّسِيمِ الْمُرْسَلَةِ.

৮৬২৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) কল্যাণের কাজে ছিলেন সবচেয়ে বেশী দানশীল, বিশেষ করে রমযান মাসে যখন প্রত্যেক রাতে জিবরাইল (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন যতক্ষণ না মাস শেষ হতো। এ সময় রসূল (সঃ) জিবরাইল (আঃ)-কে

২. আন'নাযায়ের হচ্ছে ঐ সমস্ত সূরা, যা একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে অথবা দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে বা প্রায় সমান।

কোরআন তিলাওয়াত করে শুনাতেন, যখন জিবরাইল (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি তাঁর বায়, প্রবাহের চাইতেও কল্যাণের ব্যাপারে বেশী উদার হতেন।

২৭২৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَتْ يَغْرَمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقُرْآنُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً
فَقَرَأَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ ذَكَاتٍ يَتَكَبَّرُ كُلَّ عَشْرًا
ثُمَّ عَشْرًا فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ.

৪৬২৭. আব্দু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, সাধারণতঃ জিবরাইল প্রতিবছর রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে একবার কোরআন তিলাওয়াত করে শুনাতেন ও শুনতেন, কিন্তু যে বছর তিনি ওফাত লাভ করেন সে বছর জিবরাইল (আঃ) এ কাজ দু'দু'বার করেন। এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) সাধারণতঃ প্রতিবছর রমযানে দশ দিন ই'তেকাফে বসতেন কিন্তু যে বছর তিনি ওফাত লাভ করেন সে বছর বিশ দিন ই'তেকাফে বসেন।

অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ)-এর সময়ের কন্যাদের সম্পর্কে।

২৭২৯. عَنْ مُسْرُوتِ بْنِ ذَكَرٍ مَبْنُودِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو مَبْنُودِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ نَقَلَ
لَا زَالَ أُجِبُّهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ
بَنَاتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ سَالِمَةَ مَعَاذِ وَ ابْنَةَ كَعْبٍ.

৪৬২৮. মাসরুক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ; আবদুল্লাহ ইবনে আমর আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদের কথা উল্লেখ করে বললেন ; আমি এ ব্যক্তিকে চিরদিন ভাল বাসব। কেননা আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনছি ; তোমরা চার ব্যক্তির নিকট থেকে কোরআন শেখ, আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ), সালেম (রাঃ) মদযায় এবং উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)।

২৭৩০. عَنْ شَقِيقِ ابْنِ سَلْمَةَ قَالَ خَطَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَخَذْتُ
مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ
ﷺ أَنِّي مِنْ أَوْلِيهِمْ دَمَا أَنَا بِمَخِيرٍ مِمَّنْ قَالَ شَقِيقٌ لَجَلَسْتُ فِي الْجَلِيقِ أَسْمِعُ مَا يَقُولُونَ
كَمَا سَمِعْتُ رَأْدًا يَقُولُ غَيْرِ ذَلِكَ.

৪৬২৯. শাকীক ইবনে সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) আমাদের সামনে একটি ভাষণ দিলেন এবং বললেন : খোদার শপথ ! আমি সন্তরের চেয়ে কিছু বেশী সূরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যবান মদ্বারক থেকে হাসিল করেছি। আল্লাহর কসম ! নবী (সঃ)-এর সাহাবীরা জানে যে, আমি তাদের মধ্যে একজন, যারা আল্লাহর কিতাব সবচেয়ে ভালভাবে জানেন, (কিন্তু তা সন্তুও) আমি তাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। শাকীক আরো বলেছেন : আমি (তার স্বীকৃতি আলোচনা) বৈঠকে বসেছি, কিন্তু আমি কাউকে কখনও তার বক্তব্যের মধ্যে কোন আপত্তি করতে শুনিনি।

২৭৩১. عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَنَا بِحَمِيصٍ فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَةَ يُوسُفَ فَقَالَ

رَجُلٌ مَا عَكَّدَ أَنْ تَنْزَلَتْ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحْسَنْتَ وَ
 وَجَدْتَهُ رِيحَ الْخَمْرِ فَقَالَ أَتَجَمَّمُ أَنْ تُكَلِّبَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ تَشْرَبَ الْخَمْرَ
 فَضَرَبَ الْخَدَّ -

৪৬৩০. আলকামা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যখন আমরা হেম্স শহরে (সিরিয়ার একটি শহর) ছিলাম, ইবনে মাস'উদ (রাঃ) সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করলেন। এক ব্যক্তি তাকে বলল : “এ সূরা এভাবে নাযিল হয়নি।” তখন ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বললেন : ‘আমি আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর সামনে এভাবেই তিলাওয়াত করেছি এবং তিনি এ কথা বলে আমার তিলাওয়াতকে সমর্থন করেছেন : ‘তুমি সন্দেহভাবে পাঠ করেছ।’ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) ঐ ব্যক্তির মূখ থেকে মদের গন্ধ পেলেন। তিনি এ লোকটিকে বললেন, তুমি মদপান করেছ এবং আল্লাহর রসূল (সঃ) সম্পর্কে মিথ্যা বলতে লাঞ্ছাবোধ করা না? অতঃপর তিনি শরীয়ত অনুসারে তার ওপর হৃদ জারী করলেন অর্থাৎ বেয়াযাতের ব্যবস্থা করলেন।

۴۶۳۱. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا أَنْزَلَتْ
 سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ أَيُّهَا أَنْزَلْتُ وَكَأَنْزَلْتُ آيَةً مِنْ
 كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فَيَسِّرْ أَنْزَلْتُ وَكُلُّهُ أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنِّي بِكِتَابِ
 اللَّهِ يُبَلِّغُهُ الْإِنْسَانَ لَوْ كَرِهَتْ آيَةٌ -

৪৬৩১. আবদুল্লাহ [ইবনে মাস'দ (রাঃ)] বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর কসম! যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। আল্লাহর কিতাবের এমন কোন সূরা নেই যার সম্পর্কে আমি জানি না কখন কোথায় নাযিল হয়েছে। এবং আল্লাহর কিতাবে এমন কোন আয়াত নেই, যে সম্পর্কে আমি জানি না যে, কার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আমি যদি জানতাম এমন কোন ব্যক্তি রয়েছে, যে আমার চেয়ে কোরআন ভাল জানে এবং সেখানে উট গিয়ে পৌঁছাতে পারে, তবে আমি তার কাছে গিয়ে পৌঁছতাম।

۴۶۳۲. مِنْ مَتَادَةٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ عَلَى عَمْدِ
 النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ أُرْبَعَةٌ كَلَّمَهُ مِنَ الْأَثْمَارِ أَبِي ابْنِ كَعْبٍ وَمَعَادُ
 ابْنِ جَبَلٍ وَرَيْدُ بْنُ كَيْسٍ وَأَبُو رَيْدٍ تَابَعَهُ الْفَضْلُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِلٍ
 عَنْ ثَمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ -

৪৬৩২. কাডাদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-কে জিজ্ঞাস করলাম, নবী (সঃ)-এর সময় কে কোরআন সংগ্রহ করেছে? তিনি উত্তর দিলেন : চারজন এবং এরা চারজনই ছিলেন আনসার। উবাই ইবনে কা'ব, মুরাজ ইবনে জাবাল, যায়েদ ইবনে সাবেদ এবং আবু যায়েদ (রাঃ)।

۴۶۳۳. عَنْ أَنَسِ قَالَ مَا تِ النَّبِيِّ ﷺ وَكُلُّهُ يَجْمَعُ الْقُرْآنَ غَيْرَ أُرْبَعَةٍ

أَبُو الدَّرْدَاءِ دُمَعَادُ بْنُ جَبَلٍ وَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَ أَبُو زَيْدٍ ثَالٍ وَ مُحَمَّدٌ
وَرِثَانًا -

৪৬০০. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যখন নবী (সঃ) ইন্ডেকাল করেন তখন চার ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ কোরআন সংগ্রহ (লিখিতভাবে সংরক্ষণ) করেননি এ'রা হলেন—আব্দু দারদা, মূয়ায ইবনে জাবাল, য়ায়েদ ইবনে সাবেত এবং আব্দু য়ায়েদ (রাঃ) আমরা হচ্ছি তাঁর (আব্দু য়ায়েদের) উত্তরসূরী।

۴۷۳۷ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ مَرْعَى أَقْضَانَا دَاؤُا بِنْتِي أَقْرَبُ نَاوَا إِنَّا لَنَدْعُ مِنْ لِحْنِ
أَبِي دَاؤُا بِنْتِي يَعْقُولُ أَحَدَتْهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا تُرْكُهُ لِبَيْتِي قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسَّيْنَاهَا نَاتِ بِحَيْثُ مِثْلَاهَا أَوْ مِثْلَاهَا.

৪৬০৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, উমর (রাঃ) বলেছেন, (কোরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে) আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন উবাই, তা সত্ত্বেও সে যা তিলাওয়াত করেছে, আমরা তার কাতিপন্ন অংশ বর্জন করি। উবাই বলেন, আমি ইহা আল্লাহর রসূলের মুখ থেকে শুনোছি এবং আমি ইহা কোন কিছুর বিনিময় বর্জন করব না তা যা-ই হোক না কেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেন : “আমরা যে আয়াত ‘মনসখ’ (বাতিল) করি, কিংবা ভুলিয়ে দেই, উহার স্থানে তা অপেক্ষা উত্তম জিনিস পেশ করি, কিংবা অন্ততঃ অনূরূপ জিনিসই এনে দেই।”

অনূচ্ছেদ : ফাতিহাতুল কিতাবের ফযীলত।

۴۷۳۵ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ابْنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أَمَلْتُ نَدَاعِي النَّبِيِّ ﷺ
فَلَمَّا حَبَهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَمَلْتُ قَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ اسْتَجِيبُوا
لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا كَرِهْتُمْ قَالَ أَلَا أَعْلَمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ
أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ نَأْخُذُ بِيَدِي نَلْمَا أَرْدْنَا أَنْ تَخْرُجَ قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ تَلْتُ لَا عَلَيْنَكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ تَالِ
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنَ السَّبْعِ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ الَّذِي أَوْثَقْتَهُ

৪৬০৫. আব্দু সাঈদ ইবনুল মু'আল্লা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন আমি নামায পড়াছিলাম, সেই সময় নবী (সঃ) আমাকে ডাকলেন, কিন্তু আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম না। পরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (সঃ)! আমি নামায পড়াছিলাম। (তদন্তরে) রসূল (সঃ) বললেন : আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি? হে বিশ্বাসীরা! তোমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও (তাঁর আনুগত্য করে,) এবং তাঁর রসূল যখন ডাকে তখনও তাঁর ডাকে সাড়া দাও।” অতঃপর তিনি নবী (সঃ) বললেন, আমি কি তোমাকে কোরআনের সবশ্রেষ্ঠ সূরা শিক্ষা দেব না (অতঃপর) তিনি বললেন, তা হচ্ছে, “আল-

হামদ লিল্লাহ রাব্বিল আলামীন—সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই যিনি নিখিল জাহানের রব।' বা বার বার পঠিত সাতটি আয়াত সমন্বয় গঠিত এবং মহান কিতাব আল-কোরআন, যা আমাদের দান করা হয়েছে।

৭৭২৭. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ التَّمِيمِيِّ قَالَ قَالَ كُنَّا فِي مَسِيرِنَا فَانزَلْنَا فَبَاءَتْ جَارِيَةً فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ وَإِنَّ نَفْرًا قَيْتَبَ فَمَلَّ مِنْكُمْ رَاقٍ تَقَامُ مَعَهَا رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأْمَنُ بِرُقِيَّةٍ فَرَأَاهُ كَبْرًا نَأْمَرُ لَهُ بِسَلَاتَيْنِ شَاةٍ ذَسَقْنَا لَبَنًا فَلَسَّ رَجْعَ قُلْنَاهُ أَكُنْتَ تَمْسِينُ رُقِيَّةً أَوْ كُنْتَ تُرْقِي قَالَا لَا مَا رَقِيتَ إِلَّا بِأَمِّ الْكِتَابِ قُلْنَا لَا تَمُحِدُوا شَيْئًا حَتَّى نَأْتِيَ أَوْ نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَمَا كَانَ يُدْبِرُهُ أَتَاهَا رُقِيَّةٌ أَقْسَمُوا وَأُضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ.

৪৬০৬. আব্দ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমরা যখন সফরে ছিলাম, আমরা একস্থানে অবতরণ করলে একটি দাসী এসে বলল, এ গোত্রের সর্দারকে বর্ষিক দংশন করেছে। আমাদের পুরুষগণ অনুশাসিত, আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে মন্ত্রতন্ত্র পড়ে ঝাড়-ফড়ক দ্বারা (চিকিৎসা) করতে পারে? তখন আমাদের মধ্য থেকে একজন ঐ দাসীটির সাথে গেল, যদিও আমরা ভাবিনি যে, সে ঝাড়-ফড়ক করতে জানে। কিন্তু সে কিছদ পড়ে গোত্রের সর্দারের চিকিৎসা করল এবং সে ভাল হয়ে গেল। এতে সর্দার (খুশী হয়ে) তাকে তিরিশটি বকরী দেয়ার নির্দেশ দিলো এবং আমাদেরকে দুধপান করাল। যখন সে ফিরে আসল আমরা আমাদের সাথীটিকে জিজ্ঞেস করলাম : তুমি কি কিছদ মন্ত্রতন্ত্র পড়ে চিকিৎসা করতে জান? সে উত্তরে বলল, না, কিন্তু আমি উম্মুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) পড়ে তাঁর চিকিৎসা করেছি। আমরা তখন বললাম, এ বিষয় কেউ কিছদ বলো না যতক্ষণ না আমরা নবী (সঃ)-এর সকাশে এসে পৌঁছ অথবা তাঁকে জিজ্ঞেস করি। সুতরাং আমরা মদীনায় পৌঁছে এ ঘটনা নবী (সঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলাম। (প্রাস্ত বকরী খাওয়া হালাল হবে কি না? এটা জ্ঞানার জন্য) তখন নবী (সঃ) বললেন : 'সে কি করে জানল যে, ইহা (আল-ফাতিহা) চিকিৎসার জন্য (মন্ত্র হিসেবে) ব্যবহার করা যেতে পারে? তোমরা এটা নিজেদের মধ্যে কটন করে নাও এবং আমার জন্যও এক অংশ রাখ।'

অনুচ্ছেদ : সূরা তুল বাকরার ফযীলত।

৭৭২৮. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ تَرَى بِاللَّيْتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي يَلَّةٍ كَفْنَا

৪৬০৭. আব্দ মাস'উদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেন : যদি রাতে কেউ সূরা বাকরার শেষ দুটি আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে এটাই তার জন্য যথেষ্ট।

৭৭২৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَكَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَةٍ رَمَضَانَ

فَاتَيْنَا ابْنَ جَعْلٍ يَحْتَوِي مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذَتْهُ فَتَلَّتْ لَوْرُ قَمِيكَ وَالْمَا
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَصَّ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَائِكَ فَأَقْرَأْ
آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَمْ يَزُلْ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَفْرُبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تَصْبِرَ
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقْتَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ

৪৬৩৮. আব্দু হুদাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : ‘আল্লাহর নবী (সঃ) আমাকে রমযানের প্রান্ত যাকাত সংরক্ষণ ও হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এ সময় জনৈক ব্যক্তি এসে খাদ্যদ্রব্য চুরি করতে উদ্যত হয়। আমি তাকে ধরে ফেলি এবং বলি, আমি তোমাকে আল্লাহর নবী (সঃ)-এর কাছে নিয়ে যাব। অতঃপর পুরো হাদীস বর্ণনা করে লোকটি বলে : যখন আপনি শব্দে যাবেন, আয়াতুল কুরসী পাঠ করবেন। এর কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন পাহারাদার নিযুক্ত করা হবে, সে আপনাকে সারারাত পাহারা দেবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান আপনার কাছে আসতে পারবে না।’ [যখন রসূল (সঃ) ঘটনা শুনলেন] তিনি (আমাকে) বললেন, (যে রাতে তোমার কাছে এসেছিল) সে তোমাকে সত্য কথা বলেছে, যদিও সে মিথ্যাবাদী, সে ছিল শয়তান।

অনুবোধ : সূরা কাহাফের ফসীলত।

۴۶۳۹. عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَافِرِ وَالْجَانِبِ
حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِسُطُنَيْنِ فَتَحَسَّنَتْهُ سَعَابَةٌ فَمَحَلَّتْ تَدْوَاؤَهُ وَوَلَّجَعَلْ قَرَسَهُ
يَنْفِرُ نَقْلًا صَبِيحًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ
تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ.

৪৬৩৯. বারাব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করছিলেন আর তার ঘোড়াটি দু’টি রশি দিয়ে তার পেছনে বাঁধা ছিল। একখানা মেঘখণ্ড এসে তার ওপরে ছোমা দিল এবং মেঘখণ্ড ক্রমশঃ নীচের দিক আসতে থাকল এমনকি তার ঘোড়াটি (ভয়ে) লাফালাফি শব্দ করে দিল। যখন লোকটি ভোরবেলায় নবী (সঃ)-এর কাছে আসল, সে তার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করল। তখন রসূল (সঃ) বললেন : ‘উহা ছিল আস্-সাকিনা (প্রশান্তি) যা কোরআন (তিলাওয়াতের) কারণে নাশিল হয়েছিল।

অনুবোধ : সূরা জাল-ফাত্‌হের ফসীলত।

۴۶۴۰. عَنْ أَسْلَمَةَ رَمَضَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَعَمْرُ
بِنْتُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْدًا فَسَأَلَهُ عَمْرُ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يَجِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَسَأَلَهُ فَلَمْ يَجِبْهُ فُسَأَلَهُ فَلَمْ يَجِبْهُ فَقَالَ عَمْرُ نِكَاحُكَ أُمَّكَ نَزَّرَتْ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ لِيَجِيبَكَ قَالَ عَمْرُ نَحَرَكَ

بِعَبْدِي حَتَّى كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِي قُرْآنٍ فَمَا رَشِيتُ أَنْ
 سَمِعْتُ بَارِخًا يَصْرُخُ قَالَ نَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزْلَ فِي قُرْآنٍ قَالَ
 فَخَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أَنْزَلْتُ عَلَى اللَّيْلَةِ سُورَةَ
 لِيَمْنِي أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا لَلَعْتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّا فَخَّخْنَاكَ فَنَحْنُ مِثْلُنَا .

৪৬৪০. আসলাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহর নবী (সঃ) (রাতের বেলা) কোন এক সফরে যখন ভ্রমণরত ছিলেন তখন উমর (রাঃ) তাঁর সাথে ছিলেন। এমন অবস্থায় উমর (রাঃ) তাঁর কাছে কতিপয় প্রশ্ন করলেন, কিন্তু নবী (সঃ) তার কোন উত্তর দিলেন না, তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, কিন্তু তিনি [নবী (সঃ)] কোন উত্তর দিলেন না, অতঃপর তিনি তৃতীয়বারের মতো প্রশ্ন করলেন, কিন্তু এবারেও তিনি উত্তর থেকে বিরত থাকলেন। এ অবস্থায় উমর (রাঃ) নিজকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার মা তোমাকে হারাক। তুমি রসূল (সঃ)-এর কাছে তিনবার প্রশ্ন করেছ অথচ কোন উত্তরই পাওনি। উমর বলেন, অতঃপর আমি আমার উটকে দ্রুত চালনা করে সকলের আগে চলে গেলাম, এবং আমি শঙ্কিত হলাম যে, না জানি আমার সম্পর্কে কোন কোরআন নাযিল হয় নাকি! কিছুক্ষণ পরে আমি আমাকে ডাকার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি বললাম, আমি আশংকা করছি যে, আমার সম্পর্কে হয়তো বা কোরআন নাযিল হয়েছে। সূতরাং আমি নবী (সঃ)-এর নিকটে গেলাম, এবং তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন : আজ রাতে আমার কাছে এমন একটি সূরা নাযিল হয়েছে, যা আমার কাছে গোটা পৃথিবীর চেয়েও প্রিয়। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : “নিশ্চয় আমরা আপনাকে সম্পূর্ণ বিজয় দান করেছি।”

অনুব্ধেদ : ‘কুলহুয়াল্লাহু আহাদ’-এর ফযীলত।

২৭৭। عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ
 أَحَدٌ بَرَدٌ دَهَا فَمَا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَ
 كَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالَمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا
 لَتَعْدِلُ لِمَلِكِ الْقُرْآنِ وَرَأَى أَبُو مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ ابْنِ الْمَعْنَانِ أَنَّ رَجُلًا
 قَامَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقْرَأُ مِنَ الشَّجْرِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لَا يَزِيدُ عَلِيمًا
 فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِلَى رَجُلٍ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৪৬৪১. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে ‘কুলহুয়াল্লাহু আহাদ’ তিলাওয়াত করতে শুনলেন, সে বার বার ইহা আবৃত্তি করছিল। পরদিন সে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে এ বিষয় বললে, তিনি মনে করলেন, এভাবে পড়া যথেষ্ট নয়। এ কথা শুনলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : আল্লাহর কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, এ সূরা হচ্ছে সমগ্র কোরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

[আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : আমার ভাই] কাতাদা বিন আন-নুমান বলেছেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় শেষ রাতের নামাযে শব্দমাত ‘কুলহুয়াল্লাহু আহাদ’ ছাড়া আর কিছুই তিলাওয়াত করেনি। এক ব্যক্তি পরদিন

সকালে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গেলেন (এবং তাঁর কাছে ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে বললে) তিনি পূর্বের মতোই উত্তর দিলেছিলেন।

২৭৭২. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِصَعْبَاءِ بِنْتِ أَحَدِ كُفْرَانَ يَثْرُ أَثْلُ الثُّرَّانِ فِي لَيْلَةٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَتَأَلَوْا أَيُّنَا يُطِئُنُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ الْوَاحِدَ الصَّمَدُ ثَلُثَ الثُّرَّانِ.

৪৬৪২. আব্দু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) তাঁর সাহাবাগণকে বলেছেন : তোমাদের কারো জন্য এক রাতে কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওলাত করা কঠিন কি? এ প্রশ্নের তাদের জন্য কঠিন ছিল, তাই তারা বললেন : 'হে রসূল (সঃ)! আমাদের মধ্যে এমন শক্তি কার আছে যে, এরূপ করবে? তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তর দিলেন : 'আল্লাহ এক ও একক। তিনি কারো মদ্বাপেক্ষী নন' অর্থাৎ সূরা ইখলাস সম্পূর্ণ কোরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমকক্ষ।

অনুবাদ : 'মুনাওভেজাত-এর ফযীলত।

২৭৭৩. عَنْ فَالِشَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَثْرُ أَعْلَى نَفْسِهِ بِالْمَعْرُذَاتِ وَيُنْفُكُ نَلْمًا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أقرأ عَلَيْهِ وَ أَمْسَهُ بِسَيْدٍ رَجَاءَ بَرَكْتِهَا.

৪৬৪৩. আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, যখনই নবী (সঃ) অসুস্থ হতেন, তখনই তিনি (সূরায়) মুনাওভেজাত পাঠ করে শরীরে ফর্দক দিতেন। যখন তিনি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হলে, আমি এর ম্বারা বরকত লাভের আশায় (এ সূরাম্বয়) পাঠ করে তাঁর হাত ম্বারা শরীরের ওপরে ব্দলাতান।

২৭৭৪. عَنْ فَالِشَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أوى إِلَى فَرَأَيْتَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفِّهِ ثُمَّ نَفَكَ فِيهِمَا فقرأ أَرِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْأَنْفُلِ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّارِ ثُمَّ يَسْكُرُ بِهِمَا مَا اسْتَطَعَمَ مِنْ جَسِدِهِ، يَسْدُ أَرِيهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَ وَ جُمِهِ وَ مَا أَقْبَلَ مِنْ جَسِدِهِ يَجْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

৪৬৪৪. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'যখনই নবী (সঃ) শয়ান যেতেন, প্রত্যেক রাতে, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে দু'হাত একত্রিত করে তাতে ফর্দক দিয়ে সমস্ত শরীরের যতদূর পর্যন্ত হাত ম্বারা রগরানো যায় মাথা থেকে শুরু করে তাঁর দেহের মূখমণ্ডল এবং সম্মুখভাগের ওপর হাত ব্দলাতেন এবং তিন তিনবার এরূপ করতেন।

অনুবাদ : কোরআন তিলাওলাতের সময় প্রাপ্তি এবং কেয়ামত নাযিলের বর্ণনা।
উসাইদ ইবনে হুদাইর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাতে তিনি সূরা বাকারা তিলাওলাত করছিলেন, তখন তাঁর ঘোড়াটি তাঁর পাশেই শব্দ করে বাধা দিল, হঠাৎ করে ঘোড়াটি

ভয়ে চমকে উঠল এবং গোলমাল শুরুর করল। যখন তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করলেন, তখন ঘোড়াটি শান্ত হলো। পুনরায় তিলাওয়াত শুরুর করলে ঘোড়াটি ভয়ে পূর্বেই মতো আচরণ শুরুর করল, যখন তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করলেন ঘোড়াটি শান্ত হলো। পুনরায় তিনি তিলাওয়াত আরম্ভ করলে, ঘোড়াটি পূর্বেই ন্যায় চমকে উঠে গোলমাল শুরুর করল, এ সময় তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করলেন, এ সময় তাঁর পুত্র ইয়াহিয়া ঘোড়াটির কাছে ছিল, তিনি ভয় পেলে হস্তত্বা ঘোড়াটি তার পুত্রকে পদদলিত করবে। যখন তিনি পুত্রটিকে বের করে আনলেন তখন আকাশের দিকে তাকালেন কিন্তু তিনি তা দেখতে পেলেন না। পরদিন প্রত্যুষে তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে সব ঘটনা খুলে বললেন, [ঘটনা শুনে নবী (সঃ)] তিনি বললেন, হে ইবনে হুদাইর তিলাওয়াত করো! হে ইবনে হুদাইর উত্তর বললেন, আমার পুত্র ইয়াহিয়া ঘোড়াটির কাছে ছিল, আমি ভয় পেয়ে গোহিলাম হস্তত্বা ঘোড়াটি তাকে পদদলিত করবে, সুতরাং আমি আকাশের দিকে তাকলাম এবং তার নিকট গেলাম, যখন আমি আকাশের দিকে তাকলাম, আমি মেঘের মতো কিছু দেখতে পেলাম, যা আলোক্কামাল পরিপূর্ণ মনে হচ্ছিল, যখন আমি বাইরে বের হলাম কিন্তু তা আর দেখতে পেলাম না। নবী (সঃ) বললেন, 'তুমি কি জান ওটা কি ছিল?' ইবনে হুদাইর জবাব দিলেন, 'না।' তখন নবী (সঃ) বললেন, তারা ছিল কিরিশতাম্‌ডনী, তোমার তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনে তোমার নিকটে এলোছিল, তুমি যদি ডোর পর্যন্ত তিলাওয়াত করতে থাকতে, তাহলে তারাও ডোর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতো, এবং লোকেরাও তাদেরকে দেখতে পেত যেন তারা অদৃশ্য হয়ে যান।

অনুচ্ছেদ : যারা বলে যে, নবী (সঃ) আল-কোরআন ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি।

۴۷۴- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَجِيْحٍ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَشَدَّ اَدْبُنِي مُعْقِلٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ شَدَّ اَدْبُنِي مُعْقِلٌ اَتَرَكَ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ شَيْءٍ قَالَ مَا تَرَكَ اِلَّا مَا بَيْنَ الدَّكْمَتَيْنِ قَالَ وَدَخَلْنَا عَلَى مَحْمَدِ بْنِ اَلْحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْنَا تَقَالَ مَا تَرَكَ اِلَّا مَا بَيْنَ الدَّكْمَتَيْنِ.

৪৬৪৬. আবদুল আজিজ ইবনে রুফাই (রাঃ) হতে বর্ণিত। শাম্দাদ ইবনে মায়াকিল এবং আমি ইবনে আব্বাস-এর নিকট উপস্থিত হলাম। শাম্দাদ ইবনে মায়াকিল তাঁকে জিজ্ঞেস করল: নবী (সঃ) (এ কোরআন ব্যতীত) কি কিছু রেখে যাননি? তিনি (ইবনে আব্বাস) উত্তর দিলেন, 'তিনি [নবী (সঃ)] দামলাটের মাঝে যা কিছু রয়েছে (কোরআন) ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি।' অতঃপর আমরা মুহাম্মাদ ইবনে আল হানফিয়ার সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাকেও উক্ত প্রশ্ন করলাম। তিনি তদন্তের বললেন, 'তিনি [নবী (সঃ)] দামলাটের মাঝে যা রয়েছে (অর্থাৎ আল-কোরআন) ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি।'

অনুচ্ছেদ : সব রকমের কালামের ওপর কোরআনের ফরীত।

۴۷۴- عَنْ ابْنِ مَوْسَى اَلدُّشَعْرِيِّ فِي النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالَّذِي يَتْرُكُ لَطْعَمًا طَيِّبًا وَرِيْحًا طَيِّبًا وَالَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالَّذِي يَتْرُكُ لَطْعَمًا طَيِّبًا وَلَا رِيْحًا طَيِّبًا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّجُلِ الَّذِي يَتْرُكُ لَطْعَمًا طَيِّبًا وَلَا رِيْحًا طَيِّبًا.

رِيحًا يَتَّبِعُ وَطَحَّتْهَا مَرَّةٌ مِّثْلَ النَّجْرِ الَّذِي لَا يُقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ السُّنْطَلَةِ
لَعْنَةً مَرَّةً وَلَا يَرِيحُ لَهَا .

৪৬৪৬. আব্দুল্লাহ আল-আশযারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেন :
“যে ব্যক্তি কোরআন অধ্যয়ন করে তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ লেবুর ন্যায়, যা খেতেও সুস্বাদু
এবং দ্রাণও সুসম্পদ। আর যে ব্যক্তি কোরআন অধ্যয়ন করে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ
খেজুরের ন্যায় যা খেতে সুস্বাদু কিন্তু যার কোন সুগন্ধ নেই। আর ফাসেক ফাজের
(ইশ্টিন্নপরায়েন) ব্যক্তি যে কোরআন পাঠ করে তার উদাহরণ হচ্ছে রামহানা জাতীয় গুল্মের
ন্যায়, যার খুবই সুগন্ধ আছে কিন্তু খেতে একেবারে বিস্বাদযুক্ত। আর ঐ ফাজের (ইশ্টিন্ন-
পরায়েন) ব্যক্তি যে একদম কোরআন অধ্যয়ন করে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ হাজালা
(মাকাল ফন) জাতীয় ফলের ন্যায় যা খেতেও বিস্বাদ এবং যার কোন সুগন্ধও নেই।

۴۶۴۷. عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا أَجَلَكَ فِي أَجَلٍ مِنْ خَلْقِ
مِنَ الْأَمْبِرِ كَمَا بَيْنَ صَلْوَةِ الْخَضِرِ وَمَشْرِيبِ الشَّمْسِ وَمَثَلُكَ وَمَثَلُ الْيَهُودِ
وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ إِسْتَعْمَلَ مَمْلَاةً فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ الشَّمَارِ
فَلْيُقِيمْ لِي قَعْلَتِ الْيَهُودِ فَقَالَ مَنْ يَحْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ الشَّمَارِ
إِلَى الْعَصْرِ فَعَمِلَتْ النَّصَارَى ثُمَّ أَتَتْهُ تَعْمَلُونَ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى الْغُرَبِ
بِقِيَرَاتَيْنِ وَيُرَاطَيْنِ قَالُوا الْحَتَّى أَكْثَرَ عَمَلًا وَأَدَلَّ مَطَاةً قَالَ هَلْ ظَلَمْتُمْ
مِنْ حَقِّكُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَذَاكَ فَغِيْلِي أُرْتَبِيهِ مِنْ شَيْءٍ .

৪৬৪৭. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেন :
‘অতীতের জাতিসমূহের সাথে তোমাদের জীবনের তুলনা হচ্ছে, আছরের নামাযের সময়
থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তোমাদের এবং ইয়াহুদী ও নাসারাদের উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির
ন্যায়, যে শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত করেছে এবং তাদেরকে বলল, তোমাদের মধ্যে কে এক
কীরাতের (এক বিশেষ পরিমাপ) বিনিময় স্মিপ্রহর পর্যন্ত কাজ করবে? ইহুদীরা (এই
শর্তে) কাজ করল। অতঃপর সে আবার বলল, তোমাদের কে এক কীরাতের বিনিময় দু’পদ
থেকে আছর পর্যন্ত কাজ করবে?’ খৃষ্টানরা (এ শর্ত মোতাবেক) কাজ করল। অতঃপর
তোমরা (মুসলিম জাতি) আসরের নামাযের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত প্রত্যেক দু’কীরাতের
বিনিময় কাজ করছ। তারা (ইহুদী ও নাছারা) বলল, আমরা কম মজুরী নিয়েছি এবং
বেশী কাজ করেছি। তিনি (আল্লাহ তা’আলা) বললেন : ‘আমি কি তোমাদের অধিকারের
ব্যাপারে যত্নবশত করেছি?’ তারা উত্তর দিল, ‘না।’ অতঃপর তিনি (আল্লাহ) বললেন, ‘ইহা
আমার আশীর্বাদ, যাকে ইচ্ছা আমি দিয়ে থাকি।’

অনুচ্ছেদ : কিতাবুল্লাহর ওসিয়ত।

۴۶۴۸. مَثَلُ كُلِّكُمْ قَالَتْ مَبْدَأُ اللَّهِ رَبِّ أَيْ أَوْ فِي أَوْصِي النَّبِيِّ ﷺ

نَبَأَ لَدُنِّي لَكَيْفَ كَتَبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةَ أَمْثَرُوا بِمَا دَلَّمُوا يَدِي
قَالَ أَوْضَى بِكِتَابِ اللَّهِ

৪৬৪৮. অলহা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবি আউফাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (সঃ) কি (তার উত্তরাধিকার নিষেধ ও সম্পদ বন্টনের) কোন অসিয়ত করে গেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, 'না।' তখন আমি বললাম : "যখন নবী (সঃ) কোন অসিয়ত করে যাননি, তখন তিনি মানুষের জন্য কি করে অসিয়ত করা বাধ্যতামূলক করে গেছেন এবং তাদেরকে এ জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।" তখন তিনি জবাব দিলেন, 'তিনি [নবী (সঃ)] অসিয়ত করে গেছেন, যেহেতু তিনি আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে সুপারিশ করে গেছেন।' [যেহেতু নবীগণ কোন ধন-সম্পদ রেখে যান না এবং এসজন্য কোন অসিয়তও করে যান না, তাঁরা শব্দমাত্র হেদায়াত রেখে যান ও সে ব্যাপারে অসিয়ত করে যান, সে হিসেবে শেষ নবী (সঃ) ও আল্লাহর কিতাব রেখে গেছেন এবং এর অনুসরণের জন্য অসিয়ত করে গেছেন।]

অনুচ্ছেদ : যারা সম্বন্ধে কঠোরআন তিলাওয়াত করে না এবং আল্লাহর বাণী : 'ইহা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার নিকট আল-কিতাব নাযিল করছি, যা তাদের নিকট তিলাওয়াত করা হয়।'

۴۶۴۹ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّكَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا يَأْتِ
اللَّهُ لِنَبِيِّ مَا أَذِنَ لِنَبِيِّ ﷺ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ دَقَالَ صَاحِبُ الْبَيْتِ مِيرِيدٌ
يَجْمَأُ بِهِ -

৪৬৪৯. আব্দ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন : 'আল্লাহ অন্য কোন নবীর তিলাওয়াত শুনেন না, যেহেতু তিনি কোন নবীর সম্বন্ধে তিলাওয়াত শুনেন, (অর্থাৎ যিনি সুস্পষ্ট করে সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করেন তা যেহেতু শুনেন তদ্রূপ অন্যের তিলাওয়াত শুনেন না)। অধঃস্তন রাবীর সঙ্গী (আব্দ সালামা) বলেছেন, এর অর্থ উচ্চস্বরে সুস্পষ্ট করে তিলাওয়াত করা।

۴۶۵۰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِنَبِيِّ مَا أَذِنَ
لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ قَالَ سُمِّيَاتُ تَفْسِيرُهُ يُسْتَعْنَى بِهِ -

৪৬৫০. আব্দ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন : আল্লাহ তাঁ'আলা অন্য কোন নবীর তিলাওয়াত শুনেন না, যেহেতু তিনি কোন নবীর উচ্চস্বরে সম্বন্ধে তিলাওয়াত শুনেন থাকেন, সুফিয়ান বলেছেন, এ কথাটির অর্থ হচ্ছে : একজন নবী যিনি কোরআনকে এ ধরনের কিছু মনে করেন যা তাকে অনেক পার্শ্বব আনন্দ বিতরণ করে।
অনুচ্ছেদ : কোরআন তিলাওয়াতকারীর মতো হওয়ার বাসনা।

۴۶۵۱ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَدُنِّي
حَسَدٌ إِلَّا عَلَى اثْنَيْنِ رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَتَأَمَّ بِهِ أَنْعَاءَ اللَّيْلِ
وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا فَمَرَّ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَنْعَاءَ اللَّيْلِ وَالتَّهَارِ -

৪৬৫১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূল (সঃ) বলেছেন : দু'টি বিষয় ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে ঈর্ষা (অন্যের সমকক্ষ হওয়ার গনোভাব রাখা) করা বাবে না, এক ব্যক্তি হচ্ছে ঐ ব্যকে আব্দুল্লাহ তা'আলা কিতাবের জ্ঞান দিয়েছেন এবং তিনি এথেকে গভীর রাতে তেলাওয়াত করেন এবং ঐ ব্যক্তি ব্যকে আব্দুল্লাহ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন এবং তিনি এ সম্পদ থেকে দিবা-রাতি সর্বদা সাদকা (আব্দুল্লাহর রাস্তায় ব্যয়) করে থাকেন।

۴۵۲. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا خَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ أَ نَاءَ اللَّيْلِ وَأ نَاءَ النَّهَارِ فَمَسَعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْسَتِي أَوْ تَيْتِ مِثْلَ مَا أَوْتِي. ثَلَاثَ فَعَمِلَتْ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ فَجَلَّ أ تَأُ اللَّهُ مَا لَا فَهُوَ يَهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْسَتِي أَوْ تَيْتِ مِثْلَ مَا أَوْتِي فَكَلْتُ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ.

৪৬৫২. আব্দু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূল (সঃ) বলেছেন : 'দু' ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো প্রতি ঈর্ষা পোষণ করা বৈধ নয়, এক ঐ ব্যক্তি, ব্যকে আব্দুল্লাহ তা'আলা কোরআন শিখিয়েছেন, এবং তিনি গভীর রাতে এবং দিবাভাগে তা থেকে তিলাওয়াত করেন। এমতাবস্থার যে, তার প্রতিবেশীরা তার এ তিলাওয়াত শুনে বলে : 'হায়! আমাকে যদি এরূপ কোরআনের জ্ঞান দেয়া হতো, যে রূপ জ্ঞান অমুক অমুককে দেয়া হয়েছে, বাতে করে আমি তার মতো আমল করতে পারি যে রূপ সে করছে, এবং অন্য এক ব্যক্তি ব্যকে আব্দুল্লাহ তা'আলা সম্পদ দিয়েছেন এবং সে এ সম্পদ হক ও ন্যায়ের পথে ব্যয় করে থাকে, এ অবস্থা দেখে অন্য ব্যক্তি বলে : 'হায়! আমাকে যদি অমুক ব্যক্তির নাম সম্পদ দেয়া হতো, এবং সে যে রূপ তা ব্যয় করছে, আমিও তদ্রূপ ব্যয় করতাম।'

অনুলেখক : তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে নিজেকে কোরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়।

۴۵۳. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرٍاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

৪৬৫৩. উসমান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : নবী (সঃ) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে নিজেকে কোরআন শিখে এবং অন্যকেও শিখায়।

۴۵۴. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرٍاءَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

৪৬৫৪. উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ তারা যারা নিজেরা কোরআন শিখে এবং অন্যকেও শিক্ষা দেয়।

৩. কোন পার্শ্ব ব্যাপারে একে অপরের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করা বৈধ নয়, তবে স্বাভাবিক কারণে ব্যাপারে প্রতিযোগিতার মনোভাব পোষণ করা এবং ঈর্ষা পোষণ করার কোন দোষ নেই। এ হাদীসে এ কথাই ক্যা হয়েছে।

৭৭৫৫. مَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ
 إِنَّمَا قَدِّدُ وَهَبْتُ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ فَقَالَ مَالِي فِي النَّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ
 فَقَالَ رَجُلٌ زَوْجِيئِهَا قَالَ أَعْطَاهَا ثَوْبًا قَالَ لَأَجِدَنَّكَ قَالَ أَعْطَاهَا وَوَلَّاهَا
 مِنْ حَدِيدٍ فَأَعْتَدَ لَهُ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرَّانِ؟ قَالَ كَذَّابٌ أَوَّلًا
 فَقَدَّرَ زَوْجِيئِهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرَّانِ -

৪৬৫৫. সাহল ইবনে সাদ্দ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা জনৈক মহিলা নবী (সঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বলল যে, সে নিজকে আল্লাহ এবং রসূলের জন্য উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। (এ কথা শুনে) নবী (সঃ) বললেন : কোন মহিলার কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই। এক ব্যক্তি তাকে [নবী (সঃ)-কে] বলল, দয়া করে তাকে আমার কাছে বিবাহ দিন। নবী (সঃ) তাকে বললেন : তাকে (মহিলাকে) একখানা কাপড় দাও। ব্যক্তি তার অকমতা ব্যক্ত করল। তখন নবী (সঃ) তাকে বললেন : (তাকে অন্ততঃ কিছু একটা দাও,) এমনকি একটি লোহার আংটিও যদি হয়। এবারেও লোকটি পূর্বের ন্যায় অকমতা প্রকাশ করল। অন্তঃশর নবী (সঃ) তাকে প্রশ্ন করলেন : তোমার কি কিছু কোরআন মুখস্ত আছে? সে উত্তরে বলল, কোরআনের অমুক অমুক অংশ আমার মুখস্ত আছে। তখন নবী (সঃ) বললেন : যে পরিমাণ কোরআন তোমার মুখস্ত আছে তার বিনিময়ে তোমার নিকট এ মহিলাটিকে বিবাহ দিলাম।

অনুবোধ : না দেখে কোরআন তিলাওয়াত করা।

৭৭৫৬ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِيَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَتَنْظُرَ إِلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَصَعِدَ النَّظْرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَّ طَأَّ رَأْسَهُ ثُمَّ رَأَتْ الْمَرْأَةَ أَنَّ لَهَا يَفِضٌ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِمُرِيئِيكَ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ مَنْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ يَأْرَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا هَبَّ إِلَيَّ أَهْلِكَ فَانظُرْ مَهْلًا تَجِدُ شَيْئًا فَنَدَّ هَبْ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ يَأْرَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَنَدَّ هَبْ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ يَأْرَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ يَدَاؤُ نَفْسًا نَبَعْتُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنَّ لِيئِنَّهُ لَمُرِيئِيكَ عَلَيْهِمَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لِيئِنَّهُ لَمُرِيئِيكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ

سَمَرَاتُ قُرَآءَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَوْرِيًّا فَاَمَرَ بِهٖ مَدِّعِي فَلَمَّا جَاءَ تَالَ مَاذَا
مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ! قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَ سُوْرَةٌ كَذَا وَ سُوْرَةٌ كَذَا
وَعَدَّهَا تَالَ اَتَشْرُوْهُ مِنْ عِنِّ ظَهْرِيْكَ تَلِيْكَ ! قَالَ بَعْرُ قَالَ اِذْ هَبْ فَنَعَدُّ
مَلِكُتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ .

৪৬৫৬. সাহাল ইবনে সা'আদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, জনৈকা মহিলা নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি নিজকে আপনার কাছে সমর্পণ করার জন্য এসেছি। তিনি [নবী (সঃ)] চোখ তুলে তার দিকে তাকালেন এবং পুনরায় মাথা নীচু করলেন, মহিলা যখন দেখল, নবী (সঃ) কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছেন না, তখন সে বসে পড়ল। এ পরিস্থিতিতে রসূলুল্লাহর সাহাবীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! এ মহিলাকে দিয়ে আপনার যদি কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে তাকে আমার কাছে বিবাহ দিন। তদন্তরে নবী (সঃ) বললেন : '(তাকে দেয়ার মতো) কোন কিছু তোমার কাছে আছে কি?' সে উত্তর দিল, আল্লাহর শপথ! হে নবী (সঃ) কিছুই নেই। তখন নবী (সঃ) তাকে বললেন : 'তুমি তোমার পরিবারের লোকজনের কাছে যাও এবং দেখ কোন কিছু পাও কি না? লোকটি গেল, এবং ফিরে এসে বলল, আল্লাহর শপথ! হে রসূল! না কিছুই পেলাম না। নবী (সঃ) বললেন, চেষ্টা করো, এমনকি যদি একটি লোহার আংটি হোক না কেন। সে পুনরায় গেল এবং ফিরে এসে বলল, না হে আল্লাহর রসূল! এমনকি একটি লোহার আংটিও পেলাম না। কিন্তু আমার এ পাজ্যমাটি আছে। এ জবাব শুনে রসূল (সঃ) বললেন : এ পাজ্যমা দিয়ে মহিলাটি কি করবে? যদি তুমি এটা পরিধান করো তাহলে তার শরীয়ে এর কিছুই থাকবে না এবং মহিলাটি যদি পরিধান করে তবে তোমার শরীয়ে কিছুই থাকবে না। সুতরাং লোকটি দীর্ঘক্ষণ ধরে বসে থাকল এবং দাঁড়িয়ে গমনোদ্যত হলো। এমনকি রসূলুল্লাহ তাকে যেতে দেখলেন, তখন তিনি কাউকে ঐ ব্যক্তিকে ডাকতে বললেন। যখন সে ফিরে আসল নবী (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার (কি পরিমাণ) কোরআন মুখস্ত আছে? সে উত্তরে বলল : অমদ্ক সূরা, অমদ্ক সূরা এবং অমদ্ক সূরা আমার মুখস্ত আছে এবং এভাবে সে হিসেব করতে থাকল। তখন নবী (সঃ) তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি এ সূরাসমূহ অন্তর থেকে (মুখস্ত) তিলাওয়াত করতে পার? সে উত্তর দিল, 'হাঁ'। তখন নবী (সঃ) বললেন, যাও তুমি ষে পরিমাণ কোরআন স্মরণ রেখেছ সে কারণে এ মহিলাকে তোমার কাছে বিবাহ দিলাম।

অনুচ্ছেদ : হৃদয় কন্ডরে কোরআন গেথে রাখা এবং বার বার ইহা তিলাওয়াত করা।

৭৭৫৮-عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا مَثَلُ مَا حَبِ الْقُرْآنِ
كَمَثَلِ مَا حَبِ الْبُرِّ الْمُعَقَّلَةِ اِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا اُمْسِكُهَا وَاِنْ اُطْلِقَهَا
ذُحِبَتْ .

৪৬৫৭. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অন্তরে কোরআন গেথে রাখে (মুখস্ত রাখে) তার উদাহরণ হচ্ছে উঠের ঐ মালিকের ন্যায়, যে উঠ বেঁধে রাখে। যদি সে উঠ বেঁধে রাখে তবে তার নিয়ন্ত্রণে থাকে, কিন্তু যদি সে বন্ধন খুলে দেয় তবে তা আরস্তের বাইর চলে যায়।'

۴৬৫৮ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بئس ما لاحد ان يقول
 نبيت آية كبيت ركبت بل نبي كاستد كروا القرآن كآته أشد
 نفيا من صد و الرجال من النعر.

৪৬৫৮ আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন, এটা খুবই খারাপ কথা যে, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ বলবে, আমি কোরআনের অমুক অমুক সূরা ভুলে গেছি, এটা এ কারণে যে, তাকে এমন অবস্থার সম্মুখীন করা হয়েছে (আল্লাহ কর্তৃক) যাতে সে ইহা ভুলে গেছে। ৪ সূত্রায় তুমি কোরআন তিলাওয়াত করতে থাক, কেননা ইহা অশক্তকরণ থেকে উটের চেয়েও দ্রুতবেগে সরে পড়ে।

৴৴৫৭ - عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ وَالزَّيْنِ
 نَفْسِي بِيَدِهِ لَعْنَةُ أَشَدَّ تَفْصِيًّا.

৪৬৫৯. আব্দ মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন : তোমরা কোরআন তিলাওয়াত করতে থাক, (নির্মিত) আল্লাহর শপথ! যার কব্জায় আমার প্রাণ। কোরআন ঐ উটের চেয়েও দ্রুতবেগে দৌড়ে যায় (অর্থাৎ ভুলে যায়) যে উটকে তার বাঁধন-মুক্ত করে দেয়া হয়।

অনুব্ধেদ : কোন জস্তুর পিঠে বসে কোরআন তিলাওয়াত করা।

৴৴৬০ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فِئْرَةَ مَكَّةَ
 وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَى رَأْسِهِ سُورَةَ الْقَعْرِ.

৪৬৬০. আব্দুল্লাহ ইবনে মদগাফ্ ফাল বর্ণনা করেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি আল্লাহর রসূলকে উটের পিঠে বসে সূরা 'আল-ফাত্ হ' তিলাওয়াত করতে দেখেছি।

অনুব্ধেদ : শিশুদেরকে কোরআন শিক্ষাদান।

৴৴৬১ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ إِنَّ الَّذِي تَدْعُوهُ الْمَفْصَلُ هُوَ الْمُحْكَمُ
 قَالَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُؤْتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ عَشْرَ سِنِينَ وَتَدْرَأْتُ الْمُعْلَمُ

৪৬৬১ সাঈদ ইবনে জব্বাইর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যে সকল সূরাকে তোমরা মুফাস্-সাল বলো, তা হচ্ছে মুহকাম। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যখন আল্লাহর রসূল ওফাতপ্রাপ্ত হন, তখন আমি হিলাম দশ বছর বয়সের একটি বালক এবং (এ বয়সেই) আমি মুহকাম আয়াতসমূহ শিখে ফেলেছিলাম।

৪. কোরআনকে অথহেলা করার কারণে এবং নির্মিত তিলাওয়াত না করার কারণে এটা হয়ে থাকে।
 ৪৭. মুফাস্-সাল বলা হয় ঐ সকল সূরাকে, যা সূরা হুজরাত থেকে আশ্রুত করে কোরআনের শেষ সূরা পর্যন্ত সনির্দেশিত রয়েছে।

৫. 'মুহকাম' পাকা-পোখত জিনিসকে বলা হয়। আয়াতে মুহকামাত বলতে সেই সব আয়াত বুঝায়,

۴৭৭- مَن سَعِيدٍ بِنِ جَبْرِ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ جَعَلْتُ الْمُحْكَمَ فِي عَهْدِ رَسُولِي -
 اللَّهُ عَلَيْهِ تَقَلَّتْ لَهُ ذَمًّا الْمُحْكَمُ؟ قَالَ الْمُقْصَلُ -

৪৬৬২. সাঈদ ইবনে জাব্বার থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : আমি মুহকাম সূরাসমূহ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় শিখিছিলান। আমি (রাবী) তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম মুহকাম অর্থ কি? তিনি উত্তর দিলেন, 'মুফাস্সাল।'

অনুব্রহ্মণ : কেবরআন ভুলে যাওয়া, এবং কেউ কি বলতে পারে, আমি অমুক অমুক সূরা ভুলে গেছি? এবং আল্লাহর বাণী : 'আমরা তোমাকে পড়িয়ে দেব। তারপর তুমি ভুলে যাবে না, উহা হাড়া যা আল্লাহ চাইবেন।'

۴৭৮- مَن فَايُتَةُ تَأَلَّتْ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ
 بِرَحْمَةِ اللَّهِ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا كَذَا آيَةً مِنْ سُورَةِ كَذَا -

৪৬৬০. আরেশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) জনৈক ব্যক্তিকে মসজিদে (নববীতে) কোরআন তিলাওয়াত করতে শুনে বললেন : তার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, সে আমাকে অমুক অমুক সূরার আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

۴৭৯- عَنْ هَتَامٍ وَكَأَنَّ اسْقَطْتُمْ مِنْ سُورَةِ كَذَا إِنَّمَا بَعَهُ عَلَيَّ بِنِ
 مَسِيرًا -

৪৬৬৪. হিশাম (রাঃ) পূর্ব বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন : যা ভুলে গেছি, (সূরা-সমূহের বিন্যাস) অমুক অমুক সূরা থেকে।

۴৮০- عَنْ فَايُتَةُ تَأَلَّتْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي سُورَةِ
 بِأَقْبَلِ فَقَالَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا كَذَا آيَةً كُنْتُ
 أُتِيْتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا كَذَا -

৪৬৬৫. আরেশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এক ব্যক্তিকে রাতে কোরআন তিলাওয়াত করতে শুনে বললেন : আল্লাহ তাঁকে রহম করুন, কেননা সে আমাকে অমুক অমুক সূরার অমুক অমুক আয়াতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমি ভুলতে বসে-ছিলাম।

۴৮১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا لَكَ حِدٍ مِنْ يَمِينِ قَوْلِ نَيْتِ
 آيَةٍ كَيْتٌ وَكَيْتٌ بِلَا هَوْنِي

যে সূরার ভাষা অত্যন্ত প্রামাণ্য। যে সূরার অর্থ নির্ধারণ ও গ্রহণে কোন প্রকার অসুবিধা হয় না ও সূরার অর্থ অবকাশ থাকে না। এ আয়াত 'কিতাবের মূল বদলি'।

৪৬৬৬. আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, লোকদের কেউ কেউ এ কথা কেন বলে, আমি (কোরআনের) অমৃক অমৃক আয়াত ভুলে গেছি। বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

অনুব্রহ্ম : ধারা মনে করে, সূরা বাকারা এবং অমৃক অমৃক সূরা—এ কথা বলার কোন দোষ নেই।

۴۶۶۷- عَنْ أَبِي مُسْعُودٍ بْنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَذِيَّتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ تَرَاهُمَا فِي يَسْلِيَةٍ كَفْتَاةٌ -

৪৬৬৭. আব্দ মাস'উদ আল-আনসারী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, 'যদি কোন ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত ডিলাওয়াত করে তবে ইহাই তার জ্ঞা (ঐ রাতে) বধেষ্ঠ।

۴۶۶۸- عَنْ مَمْرُوثِ بْنِ الْحَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَهْمَ بْنَ حَكِيبِ بْنِ مَرَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْقُرْآنِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَسْمَعْتُ يقرأ آتِيهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَشْرِيْفٍ بِشَهَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَسَادِرُهَا فِي الْعِلَادَةِ فَاتَّكَلَّمْتُ حَتَّى مَلَأْتُ نَبِيْتِي فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ أَقْرَأَ نِيْهَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ كَلِمَاتٍ كَوَاللَّهِ إِنْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ الَّتِي سَمِعْتُكَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأُودِعْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تَقْرَأُ فِيْهَا وَإِنَّكَ أَقْرَأْتَنِيْ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فَقَالَ يَا جَهْمُ إِنِّيْ قَرَأْتُهَا قَرَأْتُهَا وَالْقُرْآنُ الَّذِي سَمِعْتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا أَنْزَلْتُ كَمَا قَالَ أَقْرَأُ يَا عَمْرُوْ قَرَأْتَهَا الَّذِي أَنْزَلْتُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا أَنْزَلْتُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَأَقْرَأُ مَا يَسْرُرُنِيْ .

৪৬৬৮. উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : 'আমি হিশাম ইবনে হাকিম ইবনে হিশামকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় সূরা তুল ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনলাম, এবং আমি এও লক্ষ্য করলাম যে, সে বিভিন্ন ক্রিয়ায় তা পাঠ করেছে, বা আল্লাহর রসূল আমাকে শিখাননি। যার ফলে আমি তাকে নামাযের মধ্যে মারতে উদ্যত হয়েছিলাম, কিন্তু আমি তার নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম এবং নামায শেষ হতেই তার গলায় চাদর পেঁচিয়ে ধরলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম : 'এইমাত্র তোমাকে আমি যা তিলাওয়াত করতে শুনলাম তা তোমাকে কে শিখিয়েছে? সে উত্তর দিল, 'রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে এরূপ শিখিয়েছেন।' আমি বললাম, 'তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে এ সূরা এক ভিন্ন পন্থাভিত্তে তিলাওয়াত শিখিয়েছেন, যা তোমাকে তিলাওয়াত

করতে শুনোছি।' সুতরাং আমি তাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গেলাম এবং বললাম, আল্লাহর রসূল (সঃ)! আমি এ ব্যক্তিকে অন্য এক পন্থাভিত্তে সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনোছি, যে পন্থাভিত্তে আপনি আমাকে তিলাওয়াত করতে শিখাননি, অথচ আমাকে আপনি সূরা ফুরকান শিখিয়েছেন।' তখন রসূল (সঃ) বললেন : হে হিশাম! তিলাওয়াত করো, সুতরাং আমি যে পন্থাভিত্তে তাকে তিলাওয়াত করতে শুনছিলাম সেই পন্থাভিত্তে সে তিলাওয়াত করল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, 'এভাবে তিলাওয়াত করার জন্যই নাযিল হয়েছে।' এরপরে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : হে উমর! তিলাওয়াত করো, সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে যেভাবে শিখিয়েছিলেন, সেভাবে তিলাওয়াত করে শুনলাম। অতঃপর তিনি বললেন, 'ইহা এভাবে তিলাওয়াত করার জন্য নাযিল হয়েছে। আল্লাহর রসূল (সঃ) আরো বললেন, সাত কিরামাত বা পন্থাভিত্তে তিলাওয়াত করার জন্য কোরআন নাযিল হয়েছে, সুতরাং এর মধ্যে যে পন্থাভিত্তে তোমার জন্য সহজ সেই পন্থাভিত্তে তিলাওয়াত করো।

۴۶۶ عَنْ عَائِشَةَ تَأْتَتْ سَمِيعَ النَّبِيِّ ﷺ تَارِيًّا يَأْتِرُ آتُونَ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ نَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أُذْكَرَ فِي كَذَا وَكَذَا آيَةً. اِسْمُ قَطْمَتَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا.

৪৬৬৯. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এক ব্যক্তিকে রাতে মসজিদে কোরআন তিলাওয়াত করতে শুনলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন, সে আমাকে অমৃক অমৃক সূরার অমৃক অমৃক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমি হারাতে বসেছিলাম।

অনুব্ধ : তারতীলের (স্পষ্ট ও ধীরে ধীরে) সাথে কোরআন তিলাওয়াত করা এবং আল্লাহর বাণী : 'আর কোরআন খেমে খেমে পড়ো।' এবং আল্লাহর বাণী : 'এবং (ইহা হচ্ছে) কোরআন যা আমরা ভাগ করে দিয়েছি (সময় সময় এবং বিভিন্ন অংশে) যাতে করে তুমি মানুষের সম্মুখে কিছু বিবর্তিত্ব পরে পরে তিলাওয়াত করতে পার। এবং কবিতা পাঠের ন্যায় দ্রুতগতিতে কোরআন পাঠ অপসন্দনীর হওয়া সম্পর্কে।

۴۶۷ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ سَمِيعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا قُرِئَ لَهُ الْقُرْآنُ نَامَ الَّتِي كَانَ يَتْلُو بِهَا النَّبِيُّ ﷺ ثَمَّ فِي عَشْرَةِ سُورَةٍ مِنَ الْمُتَّفِقِ وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حَمِّمٍ

৪৬৭০. আব্দ ওয়ায়েল আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন : 'আমরা সকল ক্বো আবদুল্লাহর কাছে গেলাম। একজন লোক বলল, 'গতকলা' আমি সকল মফাস্-সাল সূরা পাঠ করেছি। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ বললেন, "এতো খুব তাড়াতাড়ি পড়া যেন কবিতা পাঠ অথচ আমরা নবী (সঃ)-এর কিরামাত পাঠ শুনোছি, এবং আমার ভালভাবে স্মরণ আছে ঐ সমস্ত সূরার তিলাওয়াত যা নবী (সঃ) তিলাওয়াত করতেন, যার সংখ্যা হচ্ছে আঠারটি মফাস্-সাল সূরা বা আলিফ-লাম-হা-মিম থেকে শুরূ হয়েছে।

۴۶۸ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ لَا يَخْرُجُ لَيْلًا مِنْ بَيْتِهِ لِيَأْتِيَكَ بِتَحْبَلٍ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرَيْلُ الْوَحْيِ وَكَانَ مَسْجُودًا يَبْسُطُ يَدَيْهِ وَبَسْطِهِ

يَسْتَسْتَدُّ عَلَيْهِ دُكَّانٌ يَعْرِفُ مِنْهُ فَأَتَرُلُ اللَّهَ الْاَلِيَّةَ الَّتِي فِيهَا اَسْرُؤُا لِيُؤَمِّرَ
 اَلْيَقِيَامَةَ. لَا تَحْرِيكَ يَهْ بِسَانَكَ لِتَعْبَلْ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ دُكْرَانَةٌ فَاَنْتَ عَلَيْنَا
 اَنْ يَجْمَعَهُ فَاِنْ مَدْرِكَ دُكْرَانَةٌ فَاِذَا قَرَأْنَا نَا هَا فَاَتَّبِعْ قُرْآنَكَ فَاِذَا اُنْتَرْنَا لَنَا فَاسْتَمِعْ
 كُمْرَانَ عَلَيْنَا بَيَانَهُ قَالِ اِنَّ عَلَيْنَا اَنْ نُبَيِّنَهُ لِسَائِبِ قَالَ فَمَا كَانَ اِذَا نَا هَا جَبْرِئِيلُ
 اَلْهُرَقُ فَاِذَا دُكَّانٌ قَرَأَ لَكَ كَمَا وَهَدَا لَكَ اللهُ۔

৪৬৭১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) নিম্নোক্ত আব্বাছাহর বাণী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন : 'হে নবী! এ অহীকে খুব তাড়াতাড়ি মদ্বস্ত করে নেয়ার জন্য নিজের জিহ্বা নাড়িও না।' যখনই জিবরাইল (আঃ) অহী নিয়ে নবীর নিকট আগমন করতেন, তিনি [নবী (সঃ)] খুব তাড়াতাড়ি নিজ জিহ্বা এবং ঠোঁট নাড়াতে, এবং এটা তাঁর জন্য খুব কঠিন হতো, আর সহজেই অন্য একজন এ অবস্থা উপলব্ধি করতে পারত যে, (এখন তাঁর কাছে অহী নাযিল হচ্ছে) সূত্ররূপে এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আব্বাছাহ তা'আলা এ আম্মাত নাযিল করেন : "না আমি কসম খাচ্ছি কিয়ামতের দিনের।" "হে নবী! এ অহীকে খুব তাড়াতাড়ি মদ্বস্ত করে নেয়ার জন্য নিজের জিহ্বা নাড়িও না। উহা মদ্বস্ত করিয়ে দেয়া ও পাড়িয়ে দেয়া আমাদের দায়িত্ব। কাজেই আমরা যখন উহা পড়তে থাকি তখন তুমি উহার পাঠকে মনোযোগ সহকারে শুনতে থাক।" পরে এর তাৎপর্য বদ্বিকিয়ে দেয়াও আমাদেরই দায়িত্বে রয়েছে। সাবী (ইবনে আব্বাস) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে : এটা আপনার মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া এবং আপনার হৃদয় কন্দরে ঢুকিয়ে দিয়ে মদ্বস্ত করিয়ে দেয়া আমাদের দায়িত্ব। সূত্ররূপে যখন জিবরাইল পাঠ করে তাকে অনুসরণ করুন, সূত্ররূপে যখন জিবরাইল (আঃ) চলে যেতেন তখন নবী (সঃ) নাযিলকৃত অহী তিলাওয়াত করতেন এবং আব্বাছাহর কৃত ওম্মাদা সূত্রাবেক তা মদ্বস্ত থাকত।

অনুব্রহ্ম : মাদ (শব্দকে দীর্ঘায়িত করা) সহকারে কিরায়াত।

٤٦٧٢ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ اَلْاَسْبَابَ عَنْ قِرَاةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ كَانَ
 يَمْتَدُّ سَدًّا۔

৪৬৭২. কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আম্মি আনাস বিন মালেক (রাঃ)-কে নবী (সঃ)-এর কিরায়াত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বলেন : তিনি [নবী (সঃ)] কোন কোন ক্ষেত্রে (কোন শব্দ) দীর্ঘায়িত করে আদের সাথে পাঠ করতেন।

٤٦٧٣ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ اَلْاَسْبَابَ عَنْ قِرَاةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ كَانَ
 مَثَلُ قِرَاةِ لِيَسْمِعَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ يَسْمَعُ بِسْمِ اللَّهِ وَيَسْمَعُ بِالرَّحْمَنِ
 وَيَسْمَعُ بِالرَّحِيمِ۔

৪৬৭৩. কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আনাস (রাঃ)-কে নবী (সঃ)-এর কিরায়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, তাঁর কিরায়াত কেমন ছিল? তিনি উত্তর দিলেন যে, ইহার বৈশিষ্ট্য

شَرِيْدًا مَّا لِحَسْبِكَ اَلَا اَنْ فَالْتَمَتْ اِلَيْهِ بِاِذَا عَيْشًا شَدْرًا مَاتِ .

৪৬৭৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা নবী (সঃ) আমাকে বললেন : 'তুমি আমার সম্মুখে (কোরআন) তিলাওয়াত করো।' আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার সামনে (কোরআন) তিলাওয়াত করব? অথচ ইহা আপনার নিকট নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন : হাঁ। সুতরাং আমি সূরা 'নিসা' পাঠ করলাম, যখন আমি নিম্নোক্ত আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলামঃ—তারপরে চিন্তা করো যে, আমি যখন প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাজির করব, এবং এ সকল ব্যাপারে তোমাকে (হে মুহাম্মদ)! সাক্ষী হিসেবে পেশ করব—তখন তারা কি করবে। তিনি [নবী (সঃ)] বললেন, 'আপাততঃ ইহাই যথেষ্ট।' আমি তাঁর মুখাম্মদের দিকে তাকলাম এবং দেখতে পেলাম তাঁর চক্ষু দিয়ে অঝোর ধারায় পানি বেরুচ্ছে।

অনুচ্ছেদ : কতো (দিনে) কোরআন তিলাওয়াত করা যায় এবং আল্লাহর বাণী : "যতো কোরআন তুমি সহজে পাঠ করতে পার ততোটাই পড়তে থাক।"

۴۶۷۸ - مِنْ مَّقَاتٍ قَالَ ابْنُ سُبَيْرٍ مَهْ نَطَرْتُ كَثْرًا يَكْفِي الرَّجُلَ مِنَ الْقُرْآنِ
كَلِمَةً أَوْ سُوْرَةً أَوْ قَلَّ مِنْ تِلْكَ آيَاتٍ نَقَلْتُ لِأَبِي بَنِي إِدْحَبَانَ يَوْمَ أُتِيَ مِنْ
تِلْكَ آيَاتٍ - عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَرِوَيْتُهُ وَهُوَ يَطْرُقُ بِالْبَيْتِ فَكَسَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ
أَنَّ مِنْ قُرْآنِي مَا يَكْفِي مِنَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ كَقَتْنَا -

৪৬৭৮. সুফয়ান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ইবনে সুবরুমা (রাঃ) বলেছেন : 'আমি দেখতে চাইলাম (নামাযের মধ্যে) কি পরিমাণ কোরআন তিলাওয়াত যথেষ্ট এবং আমি তিন আয়াত-বিশিষ্ট সূরার চেয়ে কোন সূরা পাইনি, সুতরাং আমি বললাম, কারো জন্য (কোরআনের) তিন আয়াতের কম (নামাযের) মধ্যে তিলাওয়াত করা উচিত নয়। আব্দু মাস'উদ বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন : 'যদি কোন ব্যক্তি সূরা 'বাকারার' শেষ দৃ'আয়াত রাতে তিলাওয়াত করে, তাহলে ইহাই তার জন্য যথেষ্ট।

۴۶۷۹ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَنْكَحَنِي أَبِي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ فَكَانَتْ
يَتَعَاهَدُ كَتَبَتْهُ كَيْسًا لَهَا عَنْ بَعْلِهَا فَتَقُولُ نَبِيَّ الرَّجُلِ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَّلْنَا قُرْآنًا
وَلَمْ يَفْتَشْ لَنَا كَنَفًا مَنْ أَيْتِنَا لَمْ يَكُنْ هَاكَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ
أَفْقِنِي بِهِ فَلَيْتَهُ يَحُدُّ فَقَالَ كَيْفَ نَصُومُ؟ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ وَكَيْفَ تَحْتَمِرُ
قَالَ كَلَّ لَيْلَةٍ قَانَ مَسْرُوفٍ كُلَّ شَهْرٍ شَدْتُهُ وَأَمْرًا الْقُرْآنِ فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ
تَلَمْتُ أُطِيقُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ تَالِ مَسْرُودَةً أَيَّامٍ فِي الْجُمُعَةِ تَلَمْتُ أُطِيقُ أَكْثَرُ
مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَفْطَرُ يَوْمَيْنِ وَمَسْرُودَةً تَالِ تَلَمْتُ أُطِيقُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ مَسْمُ
أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمٌ دَاوُدَ مِثْلَ يَوْمٍ وَأَفْطَرُ يَوْمٍ وَأَمْرًا فِي كُلِّ سَبْعٍ لِيَالِ مَرَّةً

فَلْيَتَنَّى قِيلَتْ رُحْمَةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاكَ أَنِّي كَبِرتُ وَضَعْتُ مَكَاتَ
يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِ السَّبْعِ مِنَ الْقُرْآنِ بِالنَّهْرِ وَاللَّيْلِ يَقْرَأُ مَا يَحِبُّ مِنْهُ مِنَ التَّمَارِ
لِيَكُونَ أَحْتَفَ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ أَيَّامًا وَأَوْ حَصَى وَصَامَ
مِثْلَمَنْ كَسَاهِيَةٌ أَنْ يَشْرَكَ نَبِيًّا نَارِقَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْهِ -

৪৬৭৯. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : 'আমার পিতা আমাকে এক সম্প্রদানত বংশীয় মাহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন এবং প্রায়শই আমার স্ত্রীর কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন এবং সে উত্তর দিতো; সে কতোই না সুন্দর ব্যক্তি, সে কখনও আমার শয্যায় আসেনি এবং বিবাহের পর থেকে কখনও আমাকে প্রস্তাবও করেনি। এ অবস্থা যখন দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতে থাকল আমার পিতা এ ঘটনা নবী (সঃ)-এর নিকট বর্ণনা করলেন : তিনি [নবী (সঃ)] আমার পিতাকে বললেন : 'তাকে আমার সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করো।' অতঃপর আমি তাঁর সাথে দেখা করলে তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন : 'তুমি কি ধরনের রোযা রাখ?' আমি জবাব দিলাম : 'প্রত্যেক দিন রোযা রাখি।' তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন : 'এ অবস্থায় পূর্ণ কোরআন খতম করতে তোমার কত সময় লাগে?' আমি উত্তর দিলাম : 'প্রত্যেক রাতেই একবার খতম করি।' (এ কথা শুনে) তিনি বললেন : 'প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখবে এবং কোরআন তিলাওয়াত করে এক মাসে খতম করবে।' আমি আরজ করলাম, আমি কিন্তু এর চেয়েও বেশী করার শক্তি রাখি। এর উত্তরে তিনি বললেন : 'তাহলে প্রতি সপ্তাহে তিন দিন করে রোযা রাখবে।' আমি বললাম : 'আমি এর চেয়েও বেশী করার ক্ষমতা রাখি।' তিনি তখন বললেন : 'তাহলে সর্বোত্তম পদ্ধতির রোযা রাখ। তা হচ্ছে দাউদ (নবীর) রোযার পদ্ধতি, তিনি একদিন অন্তর একদিন রোযা রাখতেন এবং প্রতি সাত দিনে একবার (আল্লাহর) কিতাব তিলাওয়াত শেষ করতেন। আহা! আমি যদি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দেয়া সুবিধে গ্রহণ করতাম, যেহেতু আমি একজন দুর্বল বৃদ্ধ ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছি। (জানা গেছে যে,) আবদুল্লাহ প্রতিদিন পরিবারের একজন সদস্যের সামনে কোরআনের এক-সপ্তমাংশ তিলাওয়াত করে শুনাতেন, দিবাভাগে তিলাওয়াত করে দেখতেন যে, তার স্মরণশক্তি ঠিক আছে কি না? যা তিনি রাতে পাঠ করবেন তা যেন সহজ হয়। এবং যখনই তিনি কিছু শারীরিক শক্তি সঞ্চারে ইচ্ছা করতেন কয়েক দিনের জন্য রোযা রাখা বন্ধ রাখতেন এবং পরবর্তীকালে ঐ কয়েকদিনের বদলে রোযা রাখার জন্য তার হিসেব রাখতেন, কেননা তিনি রসূল (সঃ)-এর জীবদ্দশায় যে অভ্যাস পালন করতেন, তা বর্জন করাটা অপসন্দ করতেন।

۴۷۸- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لِي السَّبِيءُ ﷺ فِي كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟

৪৬৮০. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : নবী (সঃ) আমাকে প্রশ্ন করলেন : 'সমগ্র কোরআন খতম করতে তোমার কতো সময় লাগে?'

۴۷۹- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي سَهْوٍ تَلَّتْ لِي
أَجْدُ تَوْءَةً حَتَّى تَأَلَّ نَاقِرًا كَفِي سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ

৪৬৮১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নবী (সঃ) আমাকে বললেন, 'পূর্ণ একমাস সময়ের মধ্যে কোরআন খতম করো।' আমি বললাম, 'কিন্তু আমি এর চেয়েও বেশী (করার) ক্ষমতা রাখি।' তখন নবী (সঃ) বললেন : 'তাহলে প্রতি সাত

দিনে একবার কোরআন খতম করো এবং এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যে কোরআন খতম করো না।

অনুচ্ছেদ : কোরআন তিলাওয়াতের সময় তন্দন করা।

৮৬৮১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِقْرَاءٌ عَلَى تَالٍ تَلَّتْ أَقْرَاءُ عَلَيْكَ وَ عَلَيْكَ أَنْزَلَ؛ قَالَ إِنْ أَشْعَى أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي تَالٍ تَقْرَأُتِ النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَاكَ عَلَى هَؤُلَاءِ سَمِيعٌ قَالَ كَيْفَ أَوْ أَمْسِكْ قَرَأَيْتَ فَيُنْبِئِهِ تَذَرِ نَائِتٍ -

৪৬৮২. আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বললেন : তুমি আমার সামনে কোরআন পাঠ করো। আমি উত্তরে আরজ করলাম : 'আমি আপনার সম্মুখে ইহা পাঠ করব, অথচ ইহা আপনার নিকট নাযিল হয়েছে?' তিনি [নবী (সঃ)] বললেন : 'আমি অন্যের কাছ থেকে ইহা শুনতে ভালবাসি।' সুতরাং আমি সূরা 'নিসা' তিলাওয়াত করলাম, এমনকি যখন আমি এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম : 'তারপরে চিন্তা করো যে, আমি যখন প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাযির করব এবং এ সকল ব্যাপারে তোমাকে (হে মুহাম্মদ)! সাক্ষী হিসেবে পেশ করব, তখন তারা কি করবে?' তখন তিনি আমাকে বললেন : 'ধাম।' আমি তাকিয়ে দেখলাম তাঁর (নবীর) দৃ-
চোখ থেকে অশ্রুস্রাব প্রবাহিত হচ্ছে।

৮৬৮৩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ إِقْرَأْ عَلَيَّ عَلَى قَلْبِكَ أَقْرَاءَ عَلَيْكَ وَ عَلَيْكَ أَنْزَلَ قَالَ إِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي -

৪৬৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : 'নবী (সঃ) আমাকে বললেন : 'আমার সামনে কোরআন তিলাওয়াত করো।' আমি বললাম, "আমি আপনার কাছে কোরআন তিলাওয়াত করব, অথচ ইহা আপনার ওপর নাযিল হয়েছে?" তিনি বললেন : 'আমি অন্যের তিলাওয়াত শুনতে ভালবাসি।'

অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি লোক দেখানো, দুনিয়া কামানো এবং গর্বের জন্য কোরআন তিলাওয়াত করে।

৮৬৮৪. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَبِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَا قِي فِي الْخَيْرِ الزَّمَانِ تَقَوْمٌ حُدْنَائِ الْأَسْنَانِ سَفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَبْرُتُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا لَمَرَّتْ السَّمَرُ مِنَ الرَّيْبَةِ لَا يَجَاوِرُ إِيمَانَهُمْ عَابَهُمْ نَائِمًا يَتَمَوَّهُمْ نَائِمًا تَلَوُّهُمُ نَائِمًا فَكَلَّمُوا أَجْرِي لَنْ تَتَلَمَّسُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৪৬৮৪. আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : একদল যুবকের মাঝিভাবে ঘটে যে তাদের চিন্তাধারা হবে বোকামিপূর্ণ। তারা ভাল ভাল কথা বলবে, কিন্তু তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের

জনদুচ্ছেদ : যে পরিমাণ ব্যাখ্যা সম্পর্কে তুমি একাত্মতা প্রকাশ করবে সে পরিমাণ অধ্যয়নের সাথে সাথে তিলাওয়াত করবে।

۴۶۸۷- عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا تَلَفْتُمْ تَلَوْبِكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَمُؤْمَا مَعَهُ

৪৬৮৭. জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন : কোরআন তিলাওয়াত (এবং অধ্যয়ন) করো, যতোক্ষণ তুমি এর ব্যাখ্যার সাথে একমত হও, কিন্তু যখন তুমি (এর ব্যাখ্যা এবং অর্থ সম্পর্কে) দ্বিমত প্রকাশ করবে তখন (সাময়িকভাবে) এর তিলাওয়াত বন্ধ রাখো।

۴۶۸۸- مِنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا تَلَفْتُمْ عَلَيْهِ تَلَوْبِكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَمُؤْمَا مَعَهُ.

৪৬৮৮. জুনদুব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেন : যতোক্ষণ তোমরা কোরআনের ব্যাখ্যার সাথে একমত পোষণ করো ততোক্ষণ কোরআন তিলাওয়াত (এবং অধ্যয়ন) করো। কিন্তু যখনই (এর অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে) দ্বিমত হবে তখন (সাময়িকভাবে) এর তিলাওয়াত স্থগিত রাখা উচিত।

۴۶۸۹- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ آيَةَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ خَلَدَهَا فَأَخَذَتْ يَدِي فَأَنْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ خَلَدَ كَمَا مَخَرَّئِ مَا تَرَ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ يَا نَائِمٌ مَنْ كَانَ يَبْكُكُمْ اِخْتَلَفُوا فَأَهْلَكَ هُمُ.

৪৬৮৯. আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে কোরআন তিলাওয়াত করতে শুনলেন, নবী (সঃ)-কে যেভাবে তিলাওয়াত করতে শুনলেন তা থেকে আলাদা পৃষ্ঠাভেদে। তখন তিনি ঐ ব্যক্তিটিকে নবী (সঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলেন (এবং ঘটনা খুলে বললেন)। নবী (সঃ) (সব ঘটনা শুনেন) বললেন, তোমরা উভয়েই সঠিকভাবে কোরআন তিলাওয়াত করেছ, সুতরাং তিলাওয়াত করতে থাক। নবী (সঃ) আরো বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী দৈব জ্ঞাত ধ্বংস হয়ে গেছে, তারা পরস্পর বিভেদে লিপ্ত হয়েছিল।

